সূরাহ আল-ফাতিহা'হ ১ سورة ٱلْفَاتِحَة

ফাতিহা'হ অর্থ সূচনাকারী, উন্মুক্তকারী। এ সূরাহ দ্বারা আল কুরআনের সূচনা করা হয়েছে। সূরাহ ফাতিহা'হকে নিরাময়ের সূরাহ বলা হয়। এ সূরায় মোট ৭টি আয়াত রয়েছে। সালাতে এটা বারবার পাঠ করা হয়। এজন্য এ সূরাহকে "সাবউ-ল-মাছানী" "বারবার পঠিত সাত" নামে অভিহিত করা হয়েছে। এ সূরার অপর নাম "আল-কুরআন আল-আ'যীম" (মহান কুরআন), আরেক নাম "উম্মু-ল-কুরআন" (আল-কুরআনের জননী)। সূরাহটি মাক্কী।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ﴿١﴾ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ﴿٢﴾ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ﴿٣﴾

১. বিসমিল্লাহি-র-রাহ'মানি-র-রাহী'ম,

২. সকল প্রশংসার মালিক আল্লাহ, (যিনি) সকল জগতের রাব্ব,

৩. আর-রাহ'মান, আর-রাহী'ম,

কুরআন ও বিজ্ঞানঃ আ'-লাম অর্থ বিশ্ব জগত। আ'-লাম এর বহুবচন হলো আ'-লামীন অর্থ জগতসমূহ বা সকল জগত। এক সময়ে মানুষ মনে করত জগত আসলে একটিই। এখানে বহুবচন শব্দ ব্যবহার করে আল-কুরআন মানুষের ধারণাকে পাল্টে দিয়েছে। আর বর্তমান বিজ্ঞান প্রমাণ পেয়েছে যে আমাদের এ বিশ্ব হচ্ছে সৌর জগতের একটি গ্রহ এবং সৌর জগতে এমন আরও অনেক গ্রহ রয়েছে। সৌর জগতের বাইরেও আছে অনেক গ্রহ ও নক্ষত্র। তাই সব মিলিয়ে জগত অনেকগুলো। আর আল্লাহ হলেন এ সকল জগতের রাব্ব তথা মালিক, নিয়ন্ত্রক ও বিধান দাতা। স্থানকাল পাত্রভেদে মানুষের অবস্থার পরিবর্তনকেও জগৎ বা ভুবন বা বিশ্ব বলা হয়। যেমন নারী জগৎ, মুসলিম বিশ্ব, খ্রিষ্টানভূবন ইত্যাদি।

শব্দ পরিচিতিঃ

রাব্বঃ রাব্ব অর্থ প্রভু, মালিক, অধিপতি, স্বামী, অন্নদাতা, বিধানদাতা, নীতি নির্ধারক, জীবন-বিধান নির্ণয়কারী, বৈধ অবৈধ নির্ধারণকারী, ইত্যাদি।

যে সত্ত্বা সকলের প্রয়োজন মিটান, যিনি সকলের অভাব দূর করেন, যিনি জীবন মৃত্যুসহ সবকিছুর মালিক, যিনি সকলের জন্য বৈধ অবৈধ নির্ধারণ করেন, সকলের জীবন-বিধান ঠিক করে দেন, তিনিই রাব্ব। রাব্বই একমাত্র বৈধ বিধানদাতা, বৈধ নীতি-নির্ধারক। আরবী রাব্ব শব্দটি আমাদের বাংলা সমাজে "রব" হিসেবে পরিচিত। আল্লাহর সৃষ্টিতে আসলে অনেকগুলো জগত রয়েছে আর আল্লাহ হলেন এ সকল জগতের মালিক, পরিচালক, নিয়ন্ত্রক ও বিধানদাতা। তাই তিনি হলেন সকল জগতের রাব্ব।

আল্লাহ-ই আমাদের একমাত্র রাব্ব। দুনিয়াতে আসার আগেই আমরা মহান আল্লাহকে একমাত্র রাব্ব হিসেবে স্বীকৃতি দিয়ে এসেছি এবং আমরা মৃত্যুর পর সর্বপ্রথম যে প্রশ্নের সম্মুখীন হব এটা হচ্ছে "তোমার রাব্ব কে"? আসলে আমাদের রাব্ব একমাত্র আল্লাহ এবং আল্লাহ-ই আসল নীতি-নির্ধারক ও বিধানদাতা। দুনিয়ার জীবনে মেনে চলার জন্য...

- ❖ রাব্ব তার বান্দাদের যে নীতিমালা ও বিধি-বিধান নির্ধারণ করে দেন এটাই সত্য ও সঠিক।
- ❖ রাব্ব কর্তৃক নির্ধারিত নীতিমালার বিপরীতে অন্য কোনো নীতিমালা বা বিধান তৈরি করা কুফর।

- ❖ রাব্ব কর্তৃক নির্ধারিত নীতির বিপরীতে অন্য কারো নীতি বা বিধান মেনে নেওয়া শিরক।
- ❖ কুফর বা শিরক করলে ঈমান বিনষ্ট হয়ে সকল আ'মাল বরবাদ হয়ে যায়।
- ❖ কোনো মুসলিম কুফর বা শিরকে জড়িয়ে পড়লে সে আর মুঅমিন থাকে না বরং মুনাফিক হয়ে যায়।
- ❖ মুনাফিক চির জাহান্নামী। মুনাফিক জাহান্নামের নিম্নতম গহ্বরে পতিত হবে। পরকালে মুনাফিকের জন্য শাফায়া'ত করতেও কাউকে অনুমতি দেয়া হবে না। মুনাফিক মারা গেলে তার জানাযা পড়া বা তার জন্য দোয়া করাও নিষিদ্ধ। (দেখুন সুরাহ তাওবাহঃ ৮৪)

আর-রাহ'মানঃ আর-রাহমান অর্থ করুণাময়, আরবীতে লিখা হয় "আল-রাহমান" আর পড়া হয় আর-রাহমান। রাহ'মানের করুণা শত্রু মিত্র সবার জন্য উন্মুক্ত। তবে এ করুণার পরিমাণ নির্ধারিত এবং দুনিয়ার জীবনে সীমাবদ্ধ।

আর-রাহী'মঃ আর-রাহী'ম অর্থ দয়াময়। আরবীতে লিখা হয় "আল-রাহী'ম" আর পড়া হয় আর-রাহী'ম। রাহী'মের দয়া অসীম, যে দয়া শুধু মুঅমিনের জন্য নির্ধারিত, যে দয়া আখেরাতে প্রতিফলিত হবে।

مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ ﴿٤﴾

৪. প্রতিদান দিবসের (বিচার দিনের) মালিক/অধিপতি।

জ্ঞাতব্যঃ মালিকানা দুই প্রকার হয়ে থাকে। বিধিবদ্ধ মালিকানা ও সার্বিক মালিকানা বা সার্বভৌম মালিকানা।

- ❖ যে মালিকানা আইনের আওতাধীন, যে মালিকানায় জবাবদিহিতা আছে, যে মালিকানায় নিয়ম বা বিধান মেনে চলতে হয়, এটা হচ্ছে বিধিবদ্ধ মালিকানা। আল্লাহ ছাড়া অন্য সকলের মালিকানা বিধিবদ্ধ।
- ❖ যে মালিকানা কোনো আইন বা নিয়মের আওতাধীন নয়, যে মালিকানায় কোনো জবাবদিহিতা নেই, যে মালিকানায় যা ইচ্ছা তাই করা যায়, এটা হচ্ছে সার্বিক মালিকানা বা সার্বভৌম মালিকানা। একমাত্র আল্লাহর মালিকানা-ই সার্বিক ও সার্বভৌম।

اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَاِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ ﴿٥﴾

৫. আমরা কেবল তোমারই ইবাদাত করি এবং তোমারই সাহায্য কামনা করি।

ইবাদাত পরিচিতি ও পদ্ধতিঃ ইবাদাত অর্থ দাসত্ব ও উপাসনা। আল্লাহর ইবাদাত করার জন্য একটি নির্ধারিত নিয়ম, নীতি ও পদ্ধতি রয়েছে। আর তা হলো..

- ❖ এক আল্লাহ ব্যতীত অন্য সবকিছুকে বর্জন ও প্রত্যাখ্যান করা, আল-কুরআনে যাকে বলা হয়েছে ত্বাগূত বর্জন।
- ❖ নিজের উপর মহান আল্লাহর প্রভুত্ব, কর্তৃত্ব ও সার্বভৌমত্ব মেনে নেওয়া, ইসলামে একে বলা হয় আল্লাহর দাসত্বের স্বীকৃতি, আত্মসমর্পন ও ইসলাম গ্রহণ।
- ❖ আল্লাহ প্রদত্ব যাবতীয় বিষয়ে পরিপূর্ণ আস্থা ও বিশ্বাস রাখা, ইসলামে একে বলা হয় তাসদীক বি-ল-জিনান বা অন্তরের বিশ্বাস।
- ❖ আল্লাহ প্রদত্ব ও রাসূল কর্তৃক বাস্তবায়িত সকল বিধিবিধান তথা ইসলামী শারীয়া'হকে নৈতিক ও আদর্শিকভবে মেনে নেওয়া।
- ❖ বাস্তব জীবনের সকল ক্ষেত্রে এবং সকল বিষয়ে আল্লাহর বিধিবিধান তথা ইসলামী শারীয়া'হ মেনে চলা।

- ❖ বাস্তব জীবনে শুধুই দ্বীন মেনে চলা এবং ইসলাম ছাড়া অন্য কোনো দর্শন, আদর্শ, মতবাদ, নীতিমালা বা বিধিবিধানকে ইসলামের সাথে মিশিয়ে না ফেলা। আল-কুরআনে এ পদ্ধতিকে বলা হয়েছে একনিষ্ঠভাবে দ্বীন পালন বা হানীফ পদ্ধতি।
- ❖ নিজের ঈমান, আমল ও নিয়তকে ভেজালমুক্ত রাখা, আল-কুরআনে একে বলা হয় ইখলাস্ব আর যে বা যারা এমন করে তাদেরকে বলা হয়েছে মুখলিস্ব।

ঈমান ও আক্বীদাহঃ ইবাদাত করতে হবে শুধুই আল্লাহর এবং সাহায্য চাইতে হবে শুধুই আল্লাহর কাছে। উল্লেখ্য এক আল্লাহর প্রভুত্ব, কর্তৃত্ব ও সার্বভৌমত্ব মেনে নিয়ে বাস্তব জীবনের সকল ক্ষেত্রে এবং সকল বিষয়ে আল্লাহর বিধিবিধান মেনে চলার নাম আল্লাহর ইবাদাত করা। আর আল্লাহ ছাড়া অন্যের প্রভুত্ব, কর্তৃত্ব বা সার্বভৌমত্ব মেনে নেওয়া অথবা আল্লাহর বিধানের বিপরীতে অন্যের বিধান বা নীতিমালা মেনে নেওয়া অথবা আল্লাহর জন্য যা করা হয় অন্যের জন্য এমন কিছু করা শিরকের অন্তর্ভুক্ত।

সাহায্যঃ মহান আল্লাহ তার সৃষ্টিকে কিছু বিষয়ে সাহায্য করার সক্ষমতা দান করেছেন। আল্লাহ্ তাঁর যে মাখলুককে যে বিষয়ে সাহায্যের সক্ষমতা দান করেছেন সে বিষয়ে ওই মাখলুকের কাছে সাহায্য চাওয়া নিষিদ্ধ নয়। যেমন জীবিত ও সক্ষম কোনো ব্যক্তির কাছে কোনো বিষয়ে সাহায্য চাওয়া। আর যে বিষয়ে সাহায্য করতে মাখলুককে ক্ষমতা দেওয়া হয়নি বরং যেসব বিষয় মহান আল্লাহ শুধুই নিজের হাতে রেখে দিয়েছেন এমন কোনো বিষয়ে অন্যের কাছে সাহায্য চাওয়া শিরক।

اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ ﴿٦﴾

৬. আমাদেরকে হেদায়াত করো সীরাত্ব মুস্তাক্বীমে তথা সোজা পথে,

জ্ঞাতব্যঃ এক আল্লাহর প্রভুত্ব, কর্তৃত্ব ও সার্বভৌমত্ব মেনে নিয়ে শুধু তাঁরই ইবাদাত করার নাম সীরাত্ব মুস্তাক্বীম তথা সোজা পথ। (সোজা পথের সংজ্ঞা জানতে দেখুনঃ সূরাহ আল ই'মরান ঃ ৫১।)

হেদায়াত পরিচিতিঃ হেদায়াত শব্দটি উর্দু ও ফার্সিতে ব্যবহৃত হয়। এর মূল আরবী শব্দ হলো হিদায়াহ অর্থ পথ প্রদর্শন করা, পথের দিশা দেওয়া, সঠিক পথে পরিচালিত করা, গন্তব্যে পৌঁছে দেওয়া, ইত্যাদি। ইসলামে হেদায়াতের দুটি ধাপ রয়েছে। যথা.. পথ দেখিয়ে দেওয়া আর সঠিক পথে পরিচালিত করে গন্তব্যে পৌঁছে দেওয়া।

১ম ধাপঃ হেদায়াতের প্রথম ধাপ হলো পথ দেখিয়ে দেওয়া এবং পথের দিশা দেওয়া। এ ধরণের হেদায়াত আসলে শুধুই ইনফরমেশন, শুধুই তথ্য দিয়ে সাহায্য করা। তথ্য আদান প্রদান আবার দুই ভাবে করা যায়। যথা মৌখিক ভাবে আর লিখিত ভাবে।

নবী ও রাসূলগণ নিজ নিজ উম্মতকে এই প্রথম ধাপের হেদায়াত করে থাকেন অর্থাৎ উনারা সঠিক পথের দিশা দেন এবং সঠিক পথ বাতলে দেন। আর নবী রাসূলগণের অনুপস্থিতিতে এ কাজটি আঞ্জাম দেওয়া আমাদের দায়িত্ব।

চূড়ান্ত ধাপঃ হেদায়াতের চূড়ান্ত ধাপ হচ্ছে সঠিক পথে পরিচালিত করে একেবারে গন্তব্যে পৌঁছে দেওয়া। যে কাজটি করতে পারেন শুধুই আল্লাহ তায়া'লা। শুধু আল্লাহ-ই পারেন কাউকে সঠিক পথে পরিচালিত করে জান্নাতে পৌঁছে দিতে। আল্লাহ ছাড়া অন্য কেউ (এমনকি নবী রাসূলগণ পর্যন্ত) এমন হেদায়াত করতে পারেন না। যে কথা বলা হয়েছে সূরাহ ক্বাসাস এর ৫৬ তম আয়াতে।

আল-কুরআনঃ আল-কুরআন যেহেতু আল্লাহর কালাম। তাই আল-কুরআন তার পাঠককে উভয় প্রকার হেদায়াতই

করতে পারে। আল-কুরআন তার সকল পাঠককে সঠিক পথ প্রদর্শন করে তথা সঠিক পথের দিশা দেয়। তাইতো আল-কুরআনে বিভিন্ন আয়াতে আল্লাহর কিতাবকে "হুদা-ল-লি-ন-নাস" তথা সকল মানুষের জন্য হেদায়াতকারী (পথ প্রদর্শক) বলা হয়েছে এবং অন্যত্র বলা হয়েছে "হুদা-ল-লি-ল-আ'লামীন" তথা বিশ্ববাসীর জন্য পথ প্রদর্শক। আর সূরাহ বাক্বারার শুরুর দিকে বলা হয়েছে "হুদা-ল-লি-ল-মুত্তাক্বীন" তথা মুত্তাক্বীদের জন্য হেদায়াত অর্থাৎ যে বা যারা আল-কুরআনে বর্ণিত পাপপুণ্যের বিধান মেনে চলবে এবং যাবতীয় কুফর, শিরক ও কাবীরাহ গোনাহ থেকে বেঁচে থাকবে আল-কুরআন তাদেরকে সঠিক গন্তব্যে তথা জান্নাতে পৌঁছে দেবে এবং এ পর্যন্ত সঙ্গ দেবে।

صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّآلِّيْنَ ﴿٧﴾

৭. তাদের পথে যাদেরকে তুমি পুরস্কৃত করেছো, অভিশপ্ত ও ভ্রান্তদের পথে নয়।

জ্ঞাতব্যঃ আল্লাহ পুরস্কৃত করেছেন নবী, সিদ্দীক, শহীদ ও সৎ মুঅমিনদেরকে। (দেখুনঃ সুরাহ নিসা ৬৯)

বিশ্লেষণঃ সূরাহ আল-ফাতিহা'হ মূলত দোয়া। দোয়া অর্থ আহ্বান করা, ডাকা। আমরা দাস, আল্লাহ আমাদের মালিক। মালিককে সন্তুষ্ট করার জন্য, মালিকের কাছে ক্ষমা চাওয়ার জন্য তথা নানা প্রয়োজনে আমরা আল্লাহকে আহ্বান করে থাকি। আসলে এটাই দোয়া। তবে সাধারণত দোয়া বলতে আমরা বুঝিঃ নিজের প্রয়োজনে কিছু চাওয়ার জন্য মহান প্রভুকে আহ্বান করা। দোয়া একটি কল্যাণকর কাজ। আর কল্যাণকর সকল কাজ "আল্লাহর নাম" দিয়ে শুরু করতে হয়। তাই এ সূরার প্রথম আয়াত "বিসমিল্লাহ"। পরের তিন আয়াতে আল্লাহর প্রশংসা ও মহত্ব বর্ণিত হয়েছে। মালিকের কাছে কিছু চাওয়ার আগে নিজের দাসত্ব প্রকাশ করাই চিরাচরিত আদব বা শিষ্টাচার।

৫ম আয়াতে ওয়াদা ও ঘোষণা। দাস তার রাব্বকে ওয়াদা দিচ্ছে এবং ঘোষণা করছেঃ হে রাব্ব! আমি শুধুই তোমারই দাস। দাসত্ব করি শুধুই তোমার, সাহায্য চাই শুধু তোমার কাছেই। আর শেষের দুই আয়াতে প্রার্থনা। দাস তার প্রভুর কাছে প্রার্থনা করছে, যেন তাকে সঠিক পথে এবং সৎলোকদের পথে পরিচালিত করেন, অভিশপ্ত ও ভ্রান্তদের পথে নয়।

বৈশিষ্ট্যঃ উবাই বিন কা'ব রাঃ বলেন, রাসূল সাঃ বলেছেনঃ তাওরাত বা ইনজিলে উম্মু-ল-কুরআনের (সূরাহ ফাতিহার) মত এতো উত্তম কোনোকিছু নাযিল হয়নি। এটা হচ্ছে সাবউ'-ল-মাছানী (বারবার পঠিত সাত।) আল্লাহ বলেছেনঃ আমি এটাকে আমার ও বান্দার মাঝে ভাগ করে নিয়েছি। যেমন...

যখন বান্দা বলেঃ	তখন আল্লাহ বলেনঃ
সকল প্রশংসা আল্লাহর যিনি সর্বজগতের রাব্ব	বান্দা আমার প্রশংসা করছে,
করুণাময়, দয়াময়	বান্দা আমার গুনাগুন বর্ণনা করছে,
প্রতিদান দিবসের /বিচার দিনের মালিক	বান্দা আমার মহত্ব বর্ণনা করছে,
আমরা তোমারই দাসত্ব করি, তোমারই সাহায্য চাই	এটা আমার ও বান্দার ব্যাপার। বান্দা যা চায়...।
আমাদের পরিচালিত করো সোজা পথে, তাদের পথে যাদের তুমি পুরস্কৃত করেছো, অভিশপ্ত ও ভ্রান্তদের পথে নয়	এটা বান্দার। বান্দা যা চায় ..। (কুরতুবী, তিরমিযী)

আইন ও বিধানঃ সালাতে সূরাহ ফাতিহা'হ পড়া খুবই গুরুত্বপূর্ণ। সূরাহ ফাতিহাহ পাঠ না করলে সালাত পূর্ণ হয় না।

ফিক্বহ বিশ্লেষণঃ সালাতে সূরাহ ফাতিহা পাঠ করার গুরুত্ব অনুধাবন করা সত্ত্বেও সালাতে সূরাহ ফাতিহাহ পাঠের বিধান নিয়ে ইমামগণের মাঝে ভিন্নমত লক্ষ্য করা যায়। যেমন...

- ইমাম আবু-হানীফাহ রাহিঃ এর মতে সালাতে সূরাহ ফাতিহা'হ পাঠ করা ওয়াজিব।
- ইমাম মালিক, শাফিয়ী' ও আহমাদ রাহিঃ এর মতে সালাতে সূরাহ ফাতিহা'হ পাঠ করা ফারদ্ব (ফরজ।)
- সূরাহ ফাতিহা'হ সমাপ্ত করার পর "আমীন" বলা সুন্নাহ (সুন্নত।)
- জানাযায় সূরাহ পাঠ করার কথা হাদীছে বর্ণিত হয়েছে এবং প্রায় সকল ফিক্বহ মতেও জানাযায় সূরাহ ফাতিহা'হ পাঠ করা যাবে। তবে হানাফী মতে জানাযায় সূরাহ ফাতিহা'হ পাঠ করতে হবে ছানা (আল্লাহর প্রশংসা হিসেবে) আর অন্য মতে তিলাওয়াত হিসেবে।

বিঃ দ্রঃ "আমীন" শব্দ করে বললেও হবে, আস্তে বললেও হবে। কোনো পদ্ধতিই দোষের নয় বা নিষিদ্ধ নয়। যার যেভাবে খুশী পড়তে পারবে। এব্যাপারে ইসলামী শারীয়া'হ মানুষকে এখতিয়ার দিয়েছে। এটা ইসলামের উদার নীতির বহিঃপ্রকাশ। সুতরাং ..

- কেও চাইলে কখনো নিঃশব্দে, কখনো উচ্চস্বরে, এভাবে উভয় পদ্ধতির উপর আমল করতে পারে,
- অথবা যেকোন একটি পদ্ধতিও বেছে নিতে পারবে,
- অথবা এক পদ্ধতিকে প্রাধান্য দিয়ে আমল করতে পারবে।
- তবে কোনো এক পদ্ধতিকে নির্ধারণ করে অন্য পদ্ধতিকে বিভ্রান্তি হিসেবে অপপ্রচার করা অহেতুক দলাদলি ও দলবাজির বহিঃপ্রকাশ।

ইসলাম ও বিজ্ঞানঃ আসলে জগত একটা নয়। জগত অনেকগুলো। আর মহান আল্লাহ হলেন এসকল জগতের রাব্ব তথা মালিক, অধিপতি, নিয়ন্ত্রক, পরিচালক ও বিধান দাতা।

ঈমান ও আক্বীদাহঃ

১. যিনি মালিক, যিনি সকলের প্রয়োজন মিটান, যিনি বৈধ অবৈধ নির্ধারণ করেন তথা জীবন-বিধান ঠিক করে দেন, তিনিই রাব্ব।
২. আল্লাহ হলেন সর্বজগতের রাব্ব, সবকিছুর মালিক। সবার জন্য ভালমন্দ, ন্যায়-অন্যায়, বৈধ অবৈধ তথা জীবন-বিধান ঠিক করার একমাত্র বৈধ অধিকারী। তাই আল্লাহর বিধানই একমাত্র সঠিক বিধান। আল্লাহর বিধানের বিপরীতে অন্যসব বিভ্রান্তিকর, মনগড়া।
৩. আল্লাহর মালিকানা কোনো আইন বা বিধানের আওতাধীন নয়। আল্লাহ যা ইচ্ছা তাই করেন/করতে পারেন। আল্লাহকে কখনো কারো কাছে জবাবদিহি করতে হয় না /করতে হবে না। আল্লাহর মালিকানা সার্বভৌম।
৪. আমরা মানুষ। আমাদের মালিকানা আইন ও বিধানের আওতাধীন। আমরা যা ইচ্ছা তাই করতে পারি না, আমাদেরকে নিজের বিবেকের কাছে, পরিবারের কাছে, সমাজের কাছে, রাষ্ট্রের কাছে এবং সর্বোপরি মহান আল্লাহর কাছে জবাবদিহি করতে হয়। কারণঃ আমাদের মালিকানা সার্বভৌম নয়, আমাদের মালিকানা বিধিবদ্ধ। আল্লাহ ছাড়া অন্য সকলের মালিকানা বিধিবদ্ধ।
৫. দাসত্ব করতে হয় শুধুই আল্লাহ। আল্লাহর বিধানের বাইরে গিয়ে অন্যের দাসত্ব করা শিরক।
৬. শিরক মহাপাপ। শিরক ক্ষমার অযোগ্য। যে ব্যক্তি নিজেকে শিরকের সাথে জড়িয়ে ফেলল তাকে ক্ষমা করা হবে না। সে নিশ্চিত জাহান্নামী হবে। সবচেয়ে নিম্নতম শিরক হচ্ছে "রিয়া" তথা লোক দেখানোর জন্য, মানুষের প্রশংসা পাবার জন্য বা মানুষের কাছে ভালো হবার জন্য তথা আল্লাহ ছাড়া অন্যের জন্য কাজ করা। আর হাদীছে বর্ণিত হয়েছেঃ শুধু রিয়ার কারণে দানশীল, আলীম, এমনকি শহীদকে পর্যন্ত জাহান্নামে ফেলা হবে।
৭. অনেক মানুষ ঈমান আনা সত্ত্বেও শিরকে জড়িয়ে পড়ে। মহান আল্লাহ নিজেই এটা উল্লেখ করেছেন। (দেখুন সূরাহ ইউসুফঃ ১০৬)

৮. মানুষ নানাভাবে আল্লাহ সাথে শিরক করে। কেউ মনে করেঃ আল্লাহর সন্তান বা পরিবার আছে। আল্লাহর সন্তান আছে, পরিবার আছে, এমন মনে করলে আল্লাহর জাতিস্বত্ত্বায় শিরক হয়। আর এটাই "শিরক বিয-যাত" তথা জাতিস্বত্ত্বায় শিরক।

৯. আল্লাহর ইবাদাতের জন্য যা করা হয় অন্যের জন্য এমন কিছু করলে আল্লাহ উলুহিয়্যাতে শিরক হয়।

যেমনঃ

ক. নামাযে আমরা আল্লাহর জন্য...

- ❖ বিশেষ ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে থাকি, বসে থাকি,
- ❖ বিশেষ কিছু পাঠ করি বা চুপ থাকি,
- ❖ আল্লাহর সামনে রুকু করি, সিজদাহ করি তথা আংশিক বা পূর্ণাঙ্গভাবে মাথা নত করি।

তাই আল্লাহর বিধানের বাইরে গিয়ে অন্য বস্তু বা ব্যক্তির সম্মানার্থে তার সামনে...

- ❖ বিশেষ ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে থাকা বা বসে থাকা,
- ❖ বিশেষ নিয়মে বিশেষ কিছু পাঠ করা বা নীরবতা পালন করা,
- ❖ অন্যের সামনে মাথা নত করা,
- ❖ আল্লাহর জন্য যা করা হয় অন্যের জন্য এমন কিছু করা উলুহিয়্যাতে শিরকের নামান্তর।

খ.

- ❖ রোজায় আমরা আল্লাহর জন্য সংযম করি, বর্জন করি,
- ❖ হাজ্জে আল্লাহর ঘর তাওয়াফ (বিশেষ নিয়মে প্রদক্ষিণ) করি, নির্ধারিত সময়ে আরাফাহ মুজদালিফাহসহ বিশেষ স্থানে অবস্থান করি,
- ❖ কুরবানীতে আল্লাহর নামে উৎসর্গ করি,
- ❖ যাকাতে আল্লাহর জন্য ব্যয় করি,
- ❖ বিশেষ প্রয়োজনে আল্লাহর সাহায্য ও সুরক্ষা কামনা করি,
- ❖ আল্লাহর নামে নযর বা মান্নত করি। ইত্যাদি, ইত্যাদি।

সুতরাং আল্লাহর বিধানের বাইরে গিয়ে...

- ❖ আল্লাহ ছাড়া অন্যের জন্য সংযম করা বা বর্জন করা,
- ❖ কোনো বস্তু বা ব্যক্তিকে সম্মান জানাতে বিশেষ নিয়মে প্রদক্ষিণ করা,
- ❖ কোনো স্থান বা স্থাপনাকে বিশেষ মর্যাদা দিয়ে নির্ধারিত সময়ে সেখানে উপস্থিত হওয়া বা অবস্থান করা।
- ❖ আল্লাহ ছাড়া অন্যের নামে কুরবানী (উৎসর্গ) করা, ভোগ বা ভেট দেয়া।
- ❖ অন্য কোনো ব্যক্তি বা বস্তুর কাছে সুরক্ষা চাওয়া,
- ❖ অন্যের নামে নযর বা মান্নত করা তথা আল্লাহর জন্য যা করা হয় অন্যের জন্য এমন কিছু করা শিরক।

১০. সাহায্য চাইতে হয় শুধুই আল্লাহর কাছে। আল্লাহর নির্ধারিত নিয়মের বাইরে গিয়ে অন্যকে মুশকিল কুশা (বিপদ আপদ দূরকারী), দস্তগীর (উদ্ধারকারী), গাউছ (আশ্রয় দাতা বা সুরক্ষক), ইত্যাদি মনে করা শিরকের অন্তর্গত।

১১. যে ব্যক্তি শিরক করে তাকে মুশরিক বলা হয়।

১২. মুশরিক আল্লাহর ক্ষমা থেকে বঞ্চিত। মুশরিক চির-জাহান্নামী।

১৩. আল্লাহর বিধানকে বিকৃত করে অভিশপ্ত হয়েছে ইয়াহুদ। আর আল্লাহর বিধান ছেড়ে মনগড়া পথে চলে বিভ্রান্ত হয়েছে নাসারা (খ্রিষ্টান)।

রুক্বিয়্যাহ / নিরাময়ঃ

- আবু-সাঈদ আল-খুদরী রাঃ বলেন, রাসূল সাঃ বলেছেনঃ ফাতিহা'তু-ল-কিতাব সকল রোগের নিরাময়। (কুরতুবী, দারিমী)
- একদা এক অভিযানকালে কতিপয় সাহাবী এক গ্রামে যাত্রা বিরতি করলেন। গ্রামবাসী তাদের আশ্রয় দিলো না, আপ্যায়ন করলো না। ফলে তারা গ্রামের বাইরে অবস্থান করলেন। রাতে গ্রামের নেতাকে বিচ্ছু দংশন করলো। গ্রামবাসী সাহাবাদের কাছে ঔষধ বা ওঝার সন্ধান করলো। সাহাবাগণ বললেনঃ তোমরা আমাদের আপ্যায়ন করনি। এখন কিছু না দিলে আমরা কিছুই করব না। গ্রামবাসী কয়েকটি ছাগল দিতে রাজি হলো। তিনি (সাহাবী আবু-সাঈদ আল-খুদরী রাঃ)"উম্মু-ল-কুরআন" পড়ে ক্ষতস্থানে থুথু লাগাতে লাগলেন। আস্তে আস্তে রোগী সুস্থ হয়ে উঠলো। (গ্রামবাসী তাদেরকে ৩০টি ছাগল/মেষ দিল। ছাগল গুলো গ্রহণের পর সাহাবাগণ সংশয়ে পড়ে গেলেন।) তারা সিদ্ধান্ত নিলেনঃ নবী সাঃ কে না জানিয়ে খাবেন না। (তারা মদীনাতে এসে রাসূল সাঃ এর কাছে সব খুলে বললেন। ঘটনা) শোনে নবী সাঃ হেঁসে বললেনঃ তুমি কি করে জানলে যে এটা নিরাময়? খাও, আমাকেও দিও। (বুখারীঃ ৫৭৩৬, ৫৭৩৭। ইবন আব্বাস রাঃ থেকে অনুরূপ ঘটনা বর্ণিত আছে)

সূরাহ আল-বাক্বারাহ ২ سورة البقرة

বাক্বারাহ অর্থ গাভী। আল-বাক্বারাহ অর্থ গাভিটি। এ সূরার ৬৭ থেকে ৭৩ পর্যন্ত ৭ আয়াতে একটি বিশেষ গাভীর কথা বর্ণিত হয়েছে এবং এর প্রতি ইঙ্গিত করে সূরাহটির নাম হয়েছে সূরাহ আল-বাক্বারাহ। সূরাহটি মাদানী। এ সূরায় মোট আয়াত ২৮৬ টি।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

الٓمّٓ ﴿١﴾ ذٰلِكَ الْكِتٰبُ لَا رَيْبَ فِيْهِ ۛ هُدًى لِّلْمُتَّقِيْنَ ﴿٢﴾

বিসমিল্লাহি-র-রাহ'মানি-র-রাহী'ম

১. আলিফ লা-ম মীম। (এগুলো বিচ্ছিন্ন বর্ণমালা /হুরুফ মুক্বাত্তায়া'ত। এসবের অর্থ, মর্ম এবং এভাবে ব্যবহারের উদ্দেশ্য কেউ জানে না আল্লাহ ছাড়া।)

আল-কুরআনে কোনো সন্দেহ নেই

২. ওই কিতাবটি (তথা আল-কুরআন সম্পর্কে বলছি, শুনো!) এতে সন্দেহের কোনো অবকাশ নেই, (কিতাবটি) হেদায়াত মুত্তাক্বীদের জন্য।

জ্ঞাতব্যঃ এখানে আল-কুরআনের প্রতি ইঙ্গিত করে (ذٰلِكَ) শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে, যার অর্থ হচ্ছে "ওই", যা দ্বারা সাধারণত দূরের কিছুর প্রতি ইঙ্গিত করা হয়। আমরা যখন তিলাওয়াত করি তখন আল-কুরআন আমাদের কাছেই থাকে। তাসত্ত্বেও আল-কুরআনের প্রতি ইঙ্গিত করতে (ذٰلِكَ) শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে, যাতে আমরা বুঝতে পারি আল-কুরআন আমাদের কাছে হলেও এর মান মর্যাদা অনেক উপরে।

উল্লেখ্য, হেদায়াত শব্দটি দুটি অর্থে ব্যবহৃত হয়। যথাঃ পথ প্রদর্শন করা এবং সৎপথে পরিচালিত করে গন্তব্যে পৌঁছে দেওয়া। সে মতে, যে বা যারা আল-কুরআন পড়বে এবং বুঝবে আল-কুরআন তাদেরকে সঠিক পথ দেখিয়ে দেবে আর যে বা যারা এর বিধান মেনে চলে যাবতীয় কুফর শিরক ও কবীরাহ গোনাহ থেকে বিরত থাকবে আল-কুরআন তাদেরকে নিজ নিজ গন্তব্যে তথা জান্নাতে পৌঁছে দেবে।

তাক্বওয়া ও মুত্তাক্বী পরিচিতিঃ যে মুসলিম আল্লাহর তাক্বওয়া অর্জন করেছে তাকে মুত্তাক্বী বলা হয়। তাক্বওয়া অর্থ বিরত থাকা বা বেঁচে থাকা। আল্লাহর ভয়ে যাবতীয় কুফর শিরক ও পাপাচার থেকে বিরত থাকার নাম তাক্বওয়া। তাক্বওয়ার ৩টি স্তর রয়েছে। যথাঃ অত্যাবশ্যকীয় তাক্বওয়া, আবশ্যকীয় তাক্বওয়া এবং পরিপূর্ণ তাক্বওয়া।

অত্যাবশ্যকীয় তাক্বওয়াঃ প্রতিটি মুসলিমের জন্য অত্যাবশ্যকীয় তাক্বওয়া হচ্ছে যাবতীয় কুফর ও শিরক থেকে বিরত থাকা। এমন তাক্বওয়া অর্জন করতে অক্ষম ব্যক্তি কুফর শিরকে জড়িয়ে নিজের ঈমানকে নষ্ট করে মুনাফিক হয়ে যায়। এতোটুকু তাক্বওয়া অর্জন করতে না পারলে আমাল বা ইবাদাত কিছুই কবুল হয় না। যে কথা বলা হয়েছে সূরাহ মাইদার আয়াত ২৭ এর শেষ অংশে।

আবশ্যকীয় তাক্বওয়াঃ প্রতিটি মুসলিমের জন্য আবশ্যকীয় তাক্বওয়া হচ্ছে যাবতীয় কাবীরাহ তথা মহাপাপ থেকে

বিরত থাকা। এমন তাক্বওয়া অর্জন করতে না পারলে মানুষ ফাসিক হয়ে যাবে।

পরিপূর্ণ তাক্বওয়াঃ পরিপূর্ণ তাক্বওয়া হচ্ছে ছোট-বড় সকল প্রকার পাপ থেকে বিরত থাকা যা মানুষের জন্য অসম্ভব প্রায়। মহান আল্লাহ শুধু নবী রাসূলগণকেই এমন তাক্বওয়া দিয়ে থাকেন এবং আল-কুরআনে একে বলা হয়েছে হা'ক্কা তুকাতিহ।

ঈমান ও আক্বীদাহঃ আল-কুরআন আমাদের জীবন গাইড। এ কিতাবের দিকনির্দেশনা মেনেই পরিচালিত হবে আমাদের জীবন। যে ব্যক্তি বাস্তব জীবনে আল-কুরআনের আইন বিধান, শাসন ও রীতিনীতি মেনে চলবে সে মুসলিম, আখেরাতের অনন্ত জীবনে সে সুখময় জান্নাতের অধিকারী হবে। আর যে ব্যক্তি তার বাস্তব জীবনে আল-কুরআনের আইন বিধান ও শাসন মেনে চলবে না সে কাফির বা মুনাফিক হয়ে চির জাহান্নামী হবে।

আল-কুরআনের যাবতীয় তথ্য বিধানসহ সবকিছুই সন্দেহমুক্ত। আল-কুরআনে সন্দেহের অবকাশ নেই।

الَّذِيْنَ يُؤْمِنُوْنَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيْمُوْنَ الصَّلٰوةَ وَمِمَّا رَزَقْنٰهُمْ يُنْفِقُوْنَ ﴿٣﴾ وَالَّذِيْنَ يُؤْمِنُوْنَ بِمَآ اُنْزِلَ اِلَيْكَ وَمَآ اُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ ۚ وَبِالْاٰخِرَةِ هُمْ يُوْقِنُوْنَ ﴿٤﴾ اُولٰٓئِكَ عَلٰى هُدًى مِّنْ رَّبِّهِمْ ۗ وَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ ﴿٥﴾

সফল জীবনের অধিকারী যারা

৩. (আল-কুরআন তাদেরকে হেদায়াত করে) যারা (আল্লাহ ও রাসূলের কথা মত) অদৃশ্যে ঈমান আনে, সালাত কায়েম করে আর আমরা তাদেরকে যে সম্পদ দান করেছি এ থেকে (আমার পথে) খরচ করে,

৪. যারা তোমার প্রতি যা নাযিল হয়েছে এবং ইতোপূর্বে যা নাযিল হয়েছে এ সকল বিষয়ে ঈমান আনে আর আখেরাতের ব্যাপারে দৃঢ় ভাবে বিশ্বাস রাখে।

৫. (যারা এমন হতে পারবে) তারাই রাব্ব থেকে আগত হেদায়াতের উপর (প্রতিষ্ঠিত) এবং তারাই সফল।

(উপরের ৪ আয়াতে মুঅমিনদের কথা আলোচিত হয়েছে)

ঈমান ও আক্বীদাহঃ আল-কুরআনে যা বর্ণিত হয়েছে সব সত্য এবং সম্পূর্ণভাবে সন্দেহমুক্ত। আল-কুরআনের কোনো কিছুতেই সামান্যতম সন্দেহ নেই। আল-কুরআনের কোনো বিধান, ইতিহাস, তথ্য বা অন্যকিছু অবিশ্বাস করলে, অমান্য করলে, অবজ্ঞা করলে বা সন্দেহ করলে কুফর হয়, কোনো মুসলিম ব্যক্তি এমন করলে তার ঈমান নষ্ট হয়ে যায়। আল-কুরআন মানব ও দানবের জন্য একমাত্র পথিকৃত এবং বিশ্ববাসীর জন্য হেদায়াত তথা পথ প্রদর্শক। হেদায়াত করা হয় সাধারণত দুই ভাবেঃ

(১) পথের দিশা দিয়ে এবং

(২) গন্তব্যে পোঁছে দিয়ে।

আল-কুরআন তার পাঠকদেরকে দু-ভাবেই হেদায়াত করে থাকে। যথাঃ

- যে বেক্তি কুরআন পড়বে এবং বুঝবে আল-কুরআন তাকেই হেদায়াত করবে, তাকেই দেবে পথের দিশা। সে অর্থে আল-কুরআন সবার জন্য পথ প্রদর্শক, বিশ্ববাসীর জন্য হিদায়াত। যে কথা বলা হয়েছে সূরাহ বাক্বারার ১৮৫তম আয়াতসহ অনেক আয়াতে।
- আর যারা মুত্তাক্বী, যারা বাস্তব জীবনে কুরআন মেনে চলে, আল-কুরআন তাদেরকে জীবন সফরের চূড়ান্ত

গন্তব্যে তথা জান্নাতে পোঁছে দেয়। সে অর্থে এটা মুত্তাক্বীদের জন্য হিদায়াত। যে কথা বলা হয়েছে উপরের ২য় আয়াতে।

- ❖ মুত্তাক্বী শব্দটি এসেছে তাক্বওয়া থেকে, এর মূল শব্দ বিক্বায়াহ অর্থ বেঁচে থাকা, বিরত থাকা। সে মতে আল্লাহর ভয়ে কুফর শিরক ও পাপাচার থেকে বেঁচে থাকাকে তাক্বওয়া বলে। আর যে ব্যক্তি তাক্বওয়া অর্জন করে সেই মুত্তাক্বী। আল-কুরআন আমাদের জীবন গাইড তথা পথিকৃৎ। জীবনের লক্ষ্যে পৌঁছতে হলে বা জীবন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে হলে জীবন গাইড পড়তে হবে, বুঝতে হবে এবং বাস্তব জীবনে মেনে চলতে হবে। কিন্তু দুঃখের বিষয় আমরা অনেকেই এটা বুঝি না। আমরা স্কুল, কলেজ, ইউনিভার্সিটি, মাদরাসাহ, চাকরি ইত্যাদির পরীক্ষার জন্য গাইড কিনি, অনেক পরিশ্রম করি, অনেক খরচ করি। কিন্তু জীবন পরীক্ষার গাইডই বুঝি না। একটু ভাবুনতো, চরম বোকা ছাড়া কে এমন করতে পারে!
- ❖ ৩য় এবং ৪র্থ আয়াতে ওইসব লোকের গুনাগুনের কথা বলা হয়েছে যারা আল্লাহর পক্ষ থেকে হেদায়াতপ্রাপ্ত এবং সফল। সফল মানুষের বৈশিষ্ট্য সমূহ হচ্ছেঃ
  - **১-** তারা অদৃশ্যে ঈমান আনে,
  - **২-** সালাত কায়েম করে,
  - **৩-** আল্লাহর দেওয়া সম্পদ আল্লাহর পথে খরচ করে,
  - **৪-** রাসূল সাঃ এর উপর নাযিলকৃত কিতাব ও বিধান এবং ইতোপূর্বে নাযিলকৃত কিতাব ও বিধানের উপর ঈমান রাখে,
  - **৫-** আখেরাতের ব্যাপারে তারা দৃঢ় বিশ্বাসী।

  (হে আল্লাহ! আমাদেরকে হেদায়াত প্রাপ্ত ও সফল লোকদের দলভুক্ত করো এবং এসব গুণে গুণান্বিত করো। আ-মীন।)

সালাত পরিচিতিঃ আরবী মূল শব্দ হলো স্বালাহ এবং এর বহুবচন হলো স্বালাওয়াত। আমাদের সমাজে উর্দু উচ্চারণের সাথে সামঞ্জস্য রেখে বলা হয় সালাত। আরবী অবিধানে সালাহ শব্দের অনেকগুলো অর্থ লিখা হয়েছে এর অন্যতম ৩টি হলো দোয়া, ইবাদাত ও দ্বীন। সেমতে সালাত কায়েম করার অর্থ দাঁড়ায় মহান আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করা, মহান আল্লাহর ইবাদাত করা তথা বাস্তব জীবনের সকল ক্ষেত্রে আল্লাহর বিধিবিধান মেনে চলা এবং আল্লাহর দ্বীন কায়েম করা তথা আল্লাহর দেয়া আইন ও বিধানের আলোকে আল্লাহর দেওয়া সমাজ ব্যবস্থা কায়েম করা।

আবার কর্তা হিসেবে রহমত মাগফিরাত এবং দুরুদ অর্থেও সালাত শব্দটি ব্যবহৃত হয়। যেমন..

- ❖ "আল্লাহ বান্দাকে সালাত করেন" এর অর্থ হবে আল্লাহ বান্দার উপর রহমত করেন।
- ❖ "ফিরিস্তা আমাদের জন্য সালাত করেন" এর অর্থ হবে ফিরিস্তা আমাদের জন্য মাগফিরাত কামনা করেন।
- ❖ "আমরা আল্লাহর জন্য সালাত করি" অর্থ হলো আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করি, আল্লাহর ইবাদাত করি এবং আল্লাহর দ্বীন মেনে চলি।
- ❖ আমরা রাসূলের উপর সালাত করি এর অর্থ দাঁড়াবে আমরা রাসূলের উপর দুরূদ পাঠ করি।

সালাত কায়েমঃ সালাত কায়েম করতে হয় দুই ভাবে। যথাঃ ব্যক্তি জীবনে ও সমাজ জীবনে। নিয়মিত ও সময়মত সালাত আদায় করার নাম ব্যক্তি জীবনে সালাত কায়েম করা। আর সমাজে মসজিদ প্রতিষ্ঠা করে সামাজিক ভাবে সালাত আদায় করা এবং সবাই নিয়মিত সালাত আদায় করছে কি না, এসব তদারকি করার নাম সমাজে সালাত কায়েম করা।

ঈমান পরিচিতিঃ ঈমান অর্থ অবিচল আস্থা ও বিশ্বাস। ঈমান আনতে হলে ৩টি কাজ করতে হয়। যথা..

- ❖ আল্লাহ ও রাসূলগণের বাতানো সকল বিষয়ে (যদি এটা যথাযথ দলিল দ্বারা প্রমাণিত হয়) অবিচল আস্থা ও বিশ্বাস রাখতে হয় (আর এটাই ঈমানের মূল বিষয়। ঈমানের এ অংশকে আক্বীদাহও বলা হয়। বিশ্বাসে নড়বড়ে হলে ঈমান হয় না আর

ঈমান আনার পর এমন হলে ঈমান ভেঙ্গে যায়।)

- ঈমানের ঘোষণা দিতে হয়। (এটা ঈমানের সামাজিক দিক। ঘোষণা না দিয়ে নিজের ঈমানকে গোপন রাখলেও ঈমান হয়ে যায়। দেখুনঃ সূরাহ গাফিরঃ ২৮)
- বাস্তব জীবনে আল্লাহর বিধান মেনে চলতে হয়। (বাস্তব জীবনে পরিপূর্ণভাবে আল্লাহর বিধান মেনে চলতে না পারলে ঈমান দুর্বল হয়ে যায় এবং যে ব্যক্তি এমন করে সে আর মুঅমিন তথা ঈমানদার থাকে না বরং ফাসিক হয়ে যায় এবং তার আখেরাত অনিশ্চিত হয়ে যায়।)

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ ءَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿٦﴾ خَتَمَ اللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ وَعَلَىٰ سَمْعِهِمْ ۖ وَعَلَىٰ أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿٧﴾

কাফিরদের পরিণতি

৬. (এখান থেকে কাফিরদের আলোচনা শুরু হয়েছে। আল্লাহ বলছেন) আর যারা (জেনে বুঝে) কুফর করে তাদেরকে তুমি সাবধান করো বা না করো (ফলাফল) সমান, (তুমি বারবার সাবধান করলেও) তারা ঈমান আনবে না।

৭. কারণ (জেনে বুঝে কুফর করার কারণে) আল্লাহ তাদের অন্তরে ও কানে মোহর লাগিয়ে দিয়েছেন, চোখে এঁটে দিয়েছেন পর্দা, (ফলে তারা কাফিরই থেকে যাবে) তাদের তরে কঠিন আযাব।

ঈমান ও আক্বীদাহঃ অধিক কুফরের কারণে তথা বারবার আল্লাহর বিধান অমান্য করার কারণে আল্লাহ কাফিরদের অন্তরে মোহর লাগিয়ে দেন। ফলে তারা আর বোঝে না।

কুফর পরিচিতিঃ কুফর হচ্ছে..

- আল্লাহর কোনো বিধানকে অবজ্ঞা, অবহেলা, অমান্য, অপছন্দ, প্রত্যাখ্যান বা অস্বীকার করা অথবা দ্বীনি কোনো বিষয়াদি নিয়ে ঠাট্টা মশকারা করা :
- আল্লাহ কর্তৃক ধার্যকৃত কোনো ফরজ বিধানকে ঐচ্ছিক মনে করা অথবা আল্লাহর দেওয়া কোনো তথ্য গোপন করা ;
- আল্লাহর কোনো বিধানকে অপছন্দ করা বা অবিচার মনে করা অথবা কোনো বিধান বা তথ্য নিয়ে ঠাট্টা মশকারা করা, ইত্যাদি।

জ্ঞাতব্যঃ উপরের ২-৫ এ ৪ আয়াতে মুঅমিনদের এবং ৬ ও ৭ এ ২ আয়াতে কাফিরদের কথা বলা হয়েছে। আর সামনের ৮-২০ এ ১৩ আয়াতে মুনাফিকদের কথা আলোচিত হবে।

মুনাফিক ব্যক্তি যেহেতু ঈমান ও কুফর একসাথে গ্রহণ করে, তাই এদের মাঝে মুসলিম ও কাফির উভয়ের স্বভাবই বিদ্যমান থাকে। ইসলাম ও কুফরের সংমিশ্রণে তারা তৈরি করে জীবনের নতুন ধারা, নতুন পথ। তাদের স্বভাবে যুক্ত হয় নতুন মাত্রা। তাই মুঅমিন ও কাফির চিনা সহজ হলেও মুনাফিক চিনা বড় কঠিন। উল্লেখ্য মুসলিম তিন প্রকারঃ মুঅমিন, ফাসিক ও মুনাফিক।

মুঅমিনঃ যে মুসলিম..

- সকল প্রকার ত্বাগূ'তকে বর্জন করলো,
- ঈমানের মৌলিক বিষয়সমূহে অবিচল আস্থা ও বিশ্বাস রাখলো।
- বাস্তব জীবনে ইসলামী শারীয়া'হ মেনে চললো সে মুঅমিন।

প্রতিটি মুঅমিনই আল্লাহর ওয়ালী, মুঅমিন নিশ্চিত জান্নাতী। মুঅমিনগণ পরকালে ফাসিকদের জন্য শাফায়া'ত

করতে পারবে যদি আল্লাহ তাদের অনুমতি দেন।

ফাসিকঃ যে মুসলিম..

- ❖ সকল প্রকার ত্বাগূ'তকে বর্জন করলো,
- ❖ ঈমানের মৌলিক বিষয়সমূহে অবিচল আস্থা ও বিশ্বাস রাখলো,
- ❖ তবে বাস্তব জীবনে ইসলামের যাবতীয় বিধান মেনে চলতে পারলো না সে ফাসিক।

ফাসিক পরকালে ভয়াবহ বিপদের সম্মুখীন হবে। ইচ্ছা হলে আল্লাহ তাদের মাফ করে দেবেন আর ইচ্ছা হলে সাজা দেবেন। তবে ফাসিক চির জাহান্নামী হবে না। মেয়াদী সাজা ভোগের পর তাকে মুক্ত করা হবে। সকল ফাসিককে আবার জাহান্নামে যেতে হবে না। নেক লোকদের শাফায়া'তে (সুপারিশে) অনেক ফাসিকই মাফ পেয়ে যাবে। মুঅমিনগণ পরকালে ফাসিকদের জন্য শাফায়া'ত করতে পারবে যদি আল্লাহ তার জন্য শাফায়া'তের অনুমতি দেন।

মুনাফিকঃ যে মুসলিম বিশ্বাসে অবিচল নয় অথবা ত্বাগূ'ত বর্জন করেনি সে মুনাফিক। মুনাফিক মুসলিম হয়েও কুফর করে, শিরক করে। মুনাফিক ইসলাম ও কুফরের সংমিশ্রণে নতুন পথ তৈরি করে। মুনাফিক মানুষের কাছে মুসলিম হিসেবে পরিচিত হলেও আল্লাহর তালিকায় কাফির। মুনাফিক চির জাহান্নামী। মুনাফিকের ঈমান বিনষ্ট হয়ে সকল আ'মাল বরবাদ হয়ে যায়। পরকালে মুনাফিকের জন্য শাফায়া'ত করতেও কাউকে অনুমতি দেয়া হবে না। মুনাফিক মারা গেলে তার জানাজা পড়া বা তার জন্য দোয়া করাও নিষিদ্ধ। সূরাহ তাওবাহর ৮৪ তম আয়াতে এব্যাপারে সুস্পষ্ট নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়েছে।

(মুনাফিক সম্পর্কে জানতে দেখুনঃ আমাদের ইসলাম শিক্ষা সিলেবাসের ৪র্থ বই "ঈমানের উপর অবিচল থাকা"র মুনাফিক অধ্যায়)

وَ مِنَ النَّاسِ مَنۡ يَّقُوۡلُ اٰمَنَّا بِاللّٰهِ وَ بِالۡيَوۡمِ الۡاٰخِرِ وَ مَا هُمۡ بِمُؤۡمِنِيۡنَ ﴿۸﴾ يُخٰدِعُوۡنَ اللّٰهَ وَ الَّذِيۡنَ
اٰمَنُوۡا ۚ وَ مَا يَخۡدَعُوۡنَ اِلَّاۤ اَنۡفُسَهُمۡ وَ مَا يَشۡعُرُوۡنَ ﴿۹﴾ فِىۡ قُلُوۡبِهِمۡ مَّرَضٌ ۙ فَزَادَهُمُ اللّٰهُ مَرَضًا ۚ وَ
لَهُمۡ عَذَابٌ اَلِيۡمٌۢ بِمَا كَانُوۡا يَكۡذِبُوۡنَ ﴿۱۰﴾ وَ اِذَا قِيۡلَ لَهُمۡ لَا تُفۡسِدُوۡا فِى الۡاَرۡضِ ۙ قَالُوۡۤا اِنَّمَا نَحۡنُ
مُصۡلِحُوۡنَ ﴿۱۱﴾ اَلَاۤ اِنَّهُمۡ هُمُ الۡمُفۡسِدُوۡنَ وَ لٰكِنۡ لَّا يَشۡعُرُوۡنَ ﴿۱۲﴾ وَ اِذَا قِيۡلَ لَهُمۡ اٰمِنُوۡا كَمَاۤ
اٰمَنَ النَّاسُ قَالُوۡۤا اَنُؤۡمِنُ كَمَاۤ اٰمَنَ السُّفَهَآءُ ؕ اَلَاۤ اِنَّهُمۡ هُمُ السُّفَهَآءُ وَ لٰكِنۡ لَّا يَعۡلَمُوۡنَ ﴿۱۳﴾ وَ اِذَا
لَقُوا الَّذِيۡنَ اٰمَنُوۡا قَالُوۡۤا اٰمَنَّا ۚ وَ اِذَا خَلَوۡا اِلٰى شَيٰطِيۡنِهِمۡ ۙ قَالُوۡۤا اِنَّا مَعَكُمۡ ۙ اِنَّمَا نَحۡنُ مُسۡتَهۡزِءُوۡنَ
﴿۱۴﴾ اَللّٰهُ يَسۡتَهۡزِئُ بِهِمۡ وَ يَمُدُّهُمۡ فِىۡ طُغۡيَانِهِمۡ يَعۡمَهُوۡنَ ﴿۱۵﴾ اُولٰٓئِكَ الَّذِيۡنَ اشۡتَرَوُا الضَّلٰلَةَ
بِالۡهُدٰى ۪ فَمَا رَبِحَتۡ تِّجَارَتُهُمۡ وَ مَا كَانُوۡا مُهۡتَدِيۡنَ ﴿۱۶﴾ مَثَلُهُمۡ كَمَثَلِ الَّذِى اسۡتَوۡقَدَ نَارًا ۚ فَلَمَّاۤ
اَضَآءَتۡ مَا حَوۡلَهٗ ذَهَبَ اللّٰهُ بِنُوۡرِهِمۡ وَ تَرَكَهُمۡ فِىۡ ظُلُمٰتٍ لَّا يُبۡصِرُوۡنَ ﴿۱۷﴾ صُمٌّۢ بُكۡمٌ عُمۡىٌ فَهُمۡ لَا
يَرۡجِعُوۡنَ ﴿۱۸﴾ اَوۡ كَصَيِّبٍ مِّنَ السَّمَآءِ فِيۡهِ ظُلُمٰتٌ وَّ رَعۡدٌ وَّ بَرۡقٌ ۚ يَجۡعَلُوۡنَ اَصَابِعَهُمۡ فِىۡۤ اٰذَانِهِمۡ مِّنَ
الصَّوَاعِقِ حَذَرَ الۡمَوۡتِ ؕ وَ اللّٰهُ مُحِيۡطٌۢ بِالۡكٰفِرِيۡنَ ﴿۱۹﴾ يَكَادُ الۡبَرۡقُ يَخۡطَفُ اَبۡصَارَهُمۡ ؕ كُلَّمَاۤ اَضَآءَ

لَهُمْ مَّشَوْا فِيْهِ ۙ وَاِذَآ اَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوْا ؕ وَلَوْ شَآءَ اللّٰهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَاَبْصَارِهِمْ ؕ اِنَّ اللّٰهَ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيْرٌ ﴿٢٠﴾

মুনাফিক ও তাদের পরিণতি (আয়াত ৮-২০)

৮. (এখান থেকে মুনাফিকদের আলোচনা শুরু হয়েছে। আল্লাহ তায়া'লা বলছেন) আর কিছু মানুষ এমন আছে যারা (মুখে) বলেঃ আমরা আল্লাহ ও আখেরাতে ঈমান এনেছি কিন্তু আসলে এরা মুঅমিন নয় (বরং মুনাফিক।)

৯. (মুখে ঈমান জাহির করে) এরা আল্লাহর সাথে এবং মুঅমিনদের সাথে প্রতারণা করে। (কিন্তু আসল ব্যাপার হলো) এরা নিজেকেই প্রতারিত করছে। তবে (এরা এসব বুঝে না। কারণ) এমন অনুভুতিও এদের নেই।

১০. এদের অন্তর (মুনাফিকী রোগে) রোগাক্রান্ত। (নিফাকে ডুবে থাকার কারণে) আল্লাহ এ রোগ আরও বাড়িয়ে দেন। এদের তরে যন্ত্রণাদায়ক আযাব, মিথ্যার পরিণতিতে।

১১-১২. যখন বলা হয় "যমীনে ফাসাদ (পাপাচার) করো না"। এরা বলে "আমরা সংশোধন করছি"। আসলে এরাই ফাসাদ (পাপাচার) কারী। কিন্তু (পাপাচার আর সংশোধন বুঝার মত) এতোটুকু অনুভূতিও এদের নেই।

১৩. যখন বলা হয়ঃ মানুষ (সাহাবাগণ) যেভাবে ঈমান এনেছে তোমরাও সেভাবে ঈমান আনো। তখন এরা বলেঃ আমরা ঈমান আনব ওইসব বেকুবদের মত? আসলে এরাই বেকুব কিন্তু এতোটুকু (বুঝার মত) জ্ঞানও এদের নেই।

১৪. মুঅমিনদের সাথে সাক্ষাৎ করে এরা বলে "আমরাও মুঅমিন"। আর তাদের শয়তানদের (তথা নেতাদের) সাথে গোপন সাক্ষাতে বলে "আমরা আসলে তোমাদেরই সঙ্গী", (ঈমানের কথা বলে) আমরা তাদের সাথে উপহাস করছি মাত্র।

জ্ঞাতব্যঃ এখানে ইসলাম বিদ্বেষী নেতাদেরকে শয়তান বলা হয়েছে। আসলে শয়তান কোনো একক ব্যক্তি নয়। বরং যে বা যারা মানুষকে কুমন্ত্রণা দেয় বা কুপথে ডাকে তারাই শয়তান। শয়তান মানুষও হতে পারে, আবার জিন্নও হতে পারে। শয়তান আমাদের পরিবারের কেউ হতে পারে, সমাজের কেউ হতে পারে, হতে পারে বন্ধুদের কেউ। আর এবিষয়টির প্রতি ইঙ্গিত করেই আল কুরআনের অনেক আয়াতে বহুবচন শব্দ ব্যবহার করে বলা হয়েছে শয়তানগণ। শয়তানদের সর্বাধিনায়ক হলো ইবলিস।

১৫. আসলে আল্লাহই এদের সাথে উপহাস করেন (তথা এদের উপহাসের উপযুক্ত বদলা দেন) তিনি সুযোগ দিচ্ছেন; আর এরা অন্ধ হয়ে অবাধ্যতায় ঘুরপাক খাচ্ছে।

১৬. (আল্লাহ এদের সঠিক পথ দেখিয়ে ছিলেন। আর) এরা হেদায়াতের বদলে বিভ্রান্তি কিনে নিয়েছে। এদের এ ব্যবসায় এরা লাভবান হতে পারেনি আর এরা হেদায়াতও পাবে না।

১৭. এদের (মুনাফিকদের) উপমা ওই ব্যক্তির মত; যে (আঁধার রাতে পথ চলতে) আগুন জ্বালিয়েছে। (আগুনের প্রভাবে) আশপাশ আলোকিত হয়ে উঠতেই আল্লাহ এদের জ্যোতি কেড়ে নিয়েছেন এবং এদেরকে চরম অন্ধকারে ফেলে দিয়েছেন। ফলে এরা আর দেখতে পায় না। (অর্থাৎ এরা

ইসলাম গ্রহণ করে নিজের অন্তরে ঈমানের আলো জ্বালিয়ে ছিল। কিন্তু এই আলো জ্বলে উঠার আগেই কুফরে নিমজ্জিত হয়ে একে নিভিয়ে ফেললো এবং ঈমানশূণ্য মুনাফিক হয়ে গেলো। এদের হেদায়াতের আর কোনো আশাই নেই)

১৮. (মুনাফিকরা হচ্ছে) অন্ধ, বধির, বোবা। তাই এরা আর (সৎপথে) ফিরে আসতে পারবে না।

১৯. অথবা (এদের আরো একটি উপমা হচ্ছে এরা) যেন গভীর অন্ধকারে আকাশ থেকে বর্ষিত বৃষ্টি, যাতে আছে বজ্র ও গর্জন। বজ্রগর্জনে আতংকিত হয়ে মৃত্যুর ভয়ে এরা যেন কানে আঙ্গুল গুঁজে দিচ্ছে। (অর্থাৎ ইসলাম গ্রহণ করে এরা রহমতের বারিধারায় সিক্ত হতে এসেছিল কিন্তু কুফর করে নিজের জীবনে ভয়ানক অন্ধকার ও বজ্রগর্জন অবধারিত করে নিয়েছে।) কাফিররা আল্লাহর বেষ্টনীতেই রয়েছে।

২০. বজ্রের তীব্রতা যেন চোখের জ্যোতি কেড়ে নেয়। যখন (চারপাশ) আলোকিত হয়ে উঠে তখন এরা পথ চলে আর যখন আঁধারে ছেয়ে যায় তখন এরা থেমে যায়। (মুনাফিকদের জীবন এমনই হয়। কখনো এদের অন্তরে ঈমানের আলো জ্বলে উঠে তখন এরা এবাদত বন্দেগীতে মন দেয় আর কখনো তাদের অন্তর ছেয়ে যায় কুফরের অন্ধকারে তখন এরা পাপাচারে মেতে উঠে।) আল্লাহ চাইলে এদের শ্রবণশক্তি ও দৃষ্টিশক্তি কেড়ে নিতে (তথা এদেরকে সম্পূর্ণরূপে কুফরে নিমজ্জিত করতে) পারেন। আল্লাহ সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী।

জ্ঞাতব্যঃ মুসলিম হওয়া সত্ত্বেও অনেক মানুষ মুনাফিক হয়ে নিশ্চিত ধ্বংসের দিকে ধাবিত হচ্ছে। তাই এ ব্যাপারটি নিয়ে গভীরভাবে চিন্তা করুন এবং সাবধান থাকুন।

يٰٓاَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوْا رَبَّكُمُ الَّذِيْ خَلَقَكُمْ وَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُوْنَ ﴿٢١﴾ الَّذِيْ جَعَلَ لَكُمُ الْاَرْضَ فِرَاشًا وَّ السَّمَآءَ بِنَآءً ۖ وَّ اَنْزَلَ مِنَ السَّمَآءِ مَآءً فَاَخْرَجَ بِهٖ مِنَ الثَّمَرٰتِ رِزْقًا لَّكُمْ ۚ فَلَا تَجْعَلُوْا لِلّٰهِ اَنْدَادًا وَّ اَنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ ﴿٢٢﴾

এক আল্লাহর ইবাদাতের আহ্বান

২১. হে মানুষ! তোমরা তোমাদের একমাত্র প্রভুর ইবাদাত করো যিনি তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন এবং সৃষ্টি করেছেন আগেকার সবাইকে। এমন করলে তোমরা মুত্তাক্বী হতে পারবে। (যে ব্যক্তি আল্লাহর ভয়ে যাবতীয় কুফর শিরক ও পাপাচার থেকে বিরত থাকে তাকে মুত্তাক্বী বলা হয়। আর এক আল্লাহর প্রভুত্ব, কর্তৃত্ব ও সার্বভৌমত্ব মেনে নিয়ে বাস্তব জীবনের সকল ক্ষেত্রে এবং সকল বিষয়ে আল্লাহর বিধিবিধান মেনে চলার নাম আল্লাহ ইবাদাত করা।)

২২. যিনি পৃথিবীকে তোমাদের জন্য "ফিরাশ" (বিছানা, গালিচা। পৃথিবীর ভিতরের অংশ উত্যপ্ত ও নরম এবং এর উপরী ভাগের ৫/৭ মাইল অংশে দেয়া আছে মানানসই শক্ত আবরণ, যাকে ফিরাশ বলা হয়েছে) বানিয়েছেন আর আকাশকে বানিয়েছেন ছাদ। তিনি আকাশ থেকে বর্ষণ করেন পানি, যা দিয়ে উৎপন্ন করেন ফল-ফসল, তোমাদের জীবিকা। (তাই তোমরা শুধুই আল্লাহর ইবাদাত করবে। অন্য কাউকে বা অন্য কিছুকে) আল্লাহর সমান বা সমকক্ষ বানিও না। অথচ তোমরা জানো (তার সমান বা সমকক্ষ কেউ নেই, কিছুই নেই।) ("ফিরাশ" সম্পর্কে সচিত্র ভাবে জানতে সূরাহ যারিয়াতের ৪৮ নাম্বার আয়াত দেখুন)

وَ اِنْ كُنْتُمْ فِيْ رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلٰى عَبْدِنَا فَاْتُوْا بِسُوْرَةٍ مِّنْ مِّثْلِهٖ ۪ وَ ادْعُوْا شُهَدَآءَكُمْ مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ ﴿٢٣﴾ فَاِنْ لَّمْ تَفْعَلُوْا وَ لَنْ تَفْعَلُوْا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِيْ وَ قُوْدُهَا النَّاسُ وَ الْحِجَارَةُ ۖ اُعِدَّتْ لِلْكٰفِرِيْنَ ﴿٢٤﴾

আল-কুরআনের ওপেন চ্যালেঞ্জ

২৩. (হে মানুষ!) আমি আমার বান্দার (মুহাম্মদের) উপর যা নাযিল করেছি এতে যদি তোমরা সন্দিহান হও (যে এটা আমার বাণী কী না?) তবে এর মত একটি সূরাহ বানিয়ে আনো, (আল্লাহ ছাড়া আরো খোদা আছে, এ বিশ্বাসে) তোমরা যদি সত্য হয়ে থাকো তবে আল্লাহ ছাড়া তোমাদের সমস্ত শুহাদাকেও (মনগড়া খোদাদেরকেও) ডেকে আনো (এবং সবাই মিলে একটি সূরাহ তৈরি করো)

২৪. আর যদি এমন করতে না পারো এবং কখনো পারবেও না, তবে (আল-কুরআনের আনুগত্য করে) ওই আগুন থেকে বাঁচো, যার ইন্ধন হবে মানুষ আর পাথর। যা তৈরি করা হয়েছে কাফিরদের তরে।

জ্ঞাতব্যঃ এটা আল-কুরআনের ওপেন চ্যালেঞ্জ। আল-কুরআন আল্লাহর কিতাব কি না এ ব্যাপারে কারো সন্দেহ হলে সে যেন আল-কুরআনের মত একটি সূরাহ বানিয়ে আনে। একা না পারলে যেন অন্য সকলের সাহায্য নেয়। আল-কুরআনের এই চ্যালেঞ্জ তখন থেকে এখন পর্যন্ত অপূর্ণই রয়ে গেছে। তখনো কেউ করতে পারেনি, এখনো পারছে না, কখনো পারবেও না।

وَ بَشِّرِ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَ عَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ اَنَّ لَهُمْ جَنّٰتٍ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ ؕ كُلَّمَا رُزِقُوْا مِنْهَا مِنْ ثَمَرَةٍ رِّزْقًا ۙ قَالُوْا هٰذَا الَّذِيْ رُزِقْنَا مِنْ قَبْلُ ۙ وَ اُتُوْا بِهٖ مُتَشَابِهًا ؕ وَ لَهُمْ فِيْهَآ اَزْوَاجٌ مُّطَهَّرَةٌ ۙ وَّ هُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ ﴿٢٥﴾

জান্নাতের নিয়ামত

২৫. আর (হে নবী!) যারা ঈমান আনে এবং (ঈমানের সহিত) সৎকাজ করে তাদের সুসংবাদ দাও; নিশ্চয় তাদের জন্য রয়েছে জান্নাত যার তলদেশে প্রবাহিত আছে ঝর্ণারাজি। সেখানে তাদেরকে খাবার দেওয়া হলে তারা বলবেঃ এমন খাবার আমাদেরকে আগেও দেয়া হয়েছে। (আসলে) তাদেরকে দেওয়া হবে সাদৃশ্য (খাবার। যা দেখতে এক হলেও স্বাদে গন্ধে আলাদা। নতুন খাবারের প্রতি মানুষের আগ্রহ কম থাকে তাই এমন ব্যবস্থা।) সেখানে তাদের জন্য থাকবে পরিচ্ছন্ন সঙ্গিনীগণ। তারা সেখানে চিরকাল থাকবে।

اِنَّ اللّٰهَ لَا يَسْتَحْيٖٓ اَنْ يَّضْرِبَ مَثَلًا مَّا بَعُوْضَةً فَمَا فَوْقَهَا ؕ فَاَمَّا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا فَيَعْلَمُوْنَ اَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَّبِّهِمْ ۚ وَ اَمَّا الَّذِيْنَ كَفَرُوْا فَيَقُوْلُوْنَ مَا ذَآ اَرَادَ اللّٰهُ بِهٰذَا مَثَلًا ۘ يُضِلُّ بِهٖ كَثِيْرًا ۙ وَّ يَهْدِيْ بِهٖ كَثِيْرًا ؕ وَ

مَا يُضِلُّ بِهٖٓ اِلَّا الْفٰسِقِيْنَ ﴿٢٦﴾ الَّذِيْنَ يَنْقُضُوْنَ عَهْدَ اللّٰهِ مِنْۢ بَعْدِ مِيْثَاقِهٖ ۠ وَيَقْطَعُوْنَ مَآ اَمَرَ اللّٰهُ بِهٖٓ اَنْ يُّوْصَلَ وَيُفْسِدُوْنَ فِى الْاَرْضِ ۭ اُولٰۗىِٕكَ هُمُ الْخٰسِرُوْنَ ﴿٢٧﴾

আল-কুরআনের উপর প্রশ্ন তুলার পরিণাম

পটভূমিঃ আল কুরআনে বৃষ্টি, বজ্র, গর্জন, মাকড়শা, গরু, ভেড়া, উট, মাছি, ইত্যাদির কথা বলা হয়েছে। ফলে সমালোচকরা বলতে শুরু করলোঃ আল্লাহ কেন এত তুচ্ছ বিষয়ে আলোচনা করবেন? সব মুহাম্মাদের বানানো। এতে নাযিল হলো..

২৬. মশা বা এরচেয়ে তুচ্ছ কিছুর উপমা/বর্ণনা দিতে আল্লাহ লজ্জাবোধ করেন না। কারণ ঈমানদাররা জানবে এটাই সঠিক (এবং) প্রভু থেকে আগত। আর যারা কুফর করে তারা (এসবের উপর প্রশ্ন উত্থাপন করে) বলবেঃ এসব উপমা/বর্ণনা দিয়ে আল্লাহ কী বুঝাতে চান? আসলে এসবের দ্বারা আল্লাহ কাউকে বিভ্রান্ত করেন আর কাউকে করেন হেদায়াত। তিনি বিভ্রান্ত করেন কেবল পাপিষ্ঠদেরকেই।

২৭. (আল্লাহ বিভ্রান্ত করেন তাদেরকে) যারা আল্লাহর সাথে কৃত অঙ্গীকার ভঙ্গ করে, আল্লাহ যা (দেশ, জাতি, সমাজ ও দ্বীন, আত্মীয়তার সম্পর্ক) একীভূত করণের নির্দেশ দিয়েছেন এসবকে বিচ্ছিন্ন করে (বলে "ধর্ম আর রাষ্ট্র আলাদা") আর যমীনে ফাসাদ (শারীয়া'হ বিরোধী কাজ) করে। (যারা এমন করে) এরাই ক্ষতিগ্রস্ত।

জ্ঞাতব্যঃ দুনিয়ার নিয়ম হলোঃ কোনো কাজে যোগদান করতে হলে শপথ নিতে হয়। তদ্রূপ ইসলামে যোগদান করে মুসলিম হতে হলেও শপথ নিতে হয়। আর এ শপথ হচ্ছেঃ আল্লাহ ছাড়া অন্য সকলের প্রভুত্ব, কর্তৃত্ব ও সার্বভৌমত্ব প্রত্যাখ্যান করে এক আল্লাহর প্রভুত্ব, কর্তৃত্ব ও সার্বভৌমত্ব মেনে নিয়ে জীবনের সকল কাজে আল্লাহর বিধি-বিধান মেনে চলাকে নিজের উপর অবধারিত করে নেয়া এবং একমাত্র রাসূল সাঃকে জীবনের আদর্শ হিসেবে গ্রহণ করা। যে কথার মূল বানী **"লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ, মুহাম্মাদ রাসূলুল্লাহ"**। পরে সে অনুযায়ী না চলার অর্থ এ শপথ ভঙ্গ করা। (শপথ ভঙ্গ করা অপরাধ। সরকারের সাথে শপথ করে ভঙ্গ করলে সরকার সাজা দেয় এবং এটাই স্বাভাবিক।) আল্লাহর সাথে শপথ করে ভঙ্গ করলেও আল্লাহ সাজা দেন এবং এটাই স্বাভাবিক নিয়ম।

ঈমান ও আক্বীদাহঃ আল্লাহর বিধান হচ্ছে দ্বীন আর সমাজ তথা ইসলাম আর দেশ একই নীতিতে চলবে, দ্বীন থেকে সমাজকে বা ইসলাম থেকে দেশকে আলাদা করা যাবে না। করলে দ্বীনের অঙ্গহানি হবে। আর ইসলামী আইনে এমন করা কুফর, কোনো মুসলিম এমন কাজ করলে তার ঈমান নষ্ট হয়ে সকল আ'মাল নিস্ফল ও বরবাদ হয়ে যাবে। যে ব্যক্তি এমন কাজ করবে সে আর মুঅমিন থাকবে না বরং মুনাফিক হয়ে চির জাহান্নামী হয়ে যাবে।

كَيْفَ تَكْفُرُوْنَ بِاللّٰهِ وَكُنْتُمْ اَمْوَاتًا فَاَحْيَاكُمْ ۚ ثُمَّ يُمِيْتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيْكُمْ ثُمَّ اِلَيْهِ تُرْجَعُوْنَ ﴿٢٨﴾

অকৃতজ্ঞতা কুফরের পথ

২৮. (হে মানুষ!) তোমরা কীভাবে আল্লাহর সাথে কুফর করো! অথচ তিনিই তোমাদেরকে মৃত থেকে জীবিত করেছেন, তারপর তিনি আবার তোমাদের মৃত্যু দেবেন, পরে আবার জীবিত করবেন। তারপর তোমরা তাঁর কাছেই ফিরে যাবে (এবং তিনি তোমাদের যাবতীয় কাজ কর্মের হিসাব নেবেন।)

هُوَ الَّذِیْ خَلَقَ لَكُمْ مَّا فِی الْاَرْضِ جَمِیْعًا ۚ ثُمَّ اسْتَوٰۤی اِلَی السَّمَآءِ فَسَوّٰىهُنَّ سَبْعَ سَمٰوٰتٍ ؕ وَ هُوَ بِكُلِّ شَیْءٍ عَلِیْمٌ ﴿۲۹﴾

সৃষ্টির ধারাবাহিকতা

২৯. তিনিই ওই স্বত্তা যিনি তোমাদের জন্য সৃষ্টি করেছেন পৃথিবীর সব, তারপর মনোনিবেশ করেছেন আকাশের দিকে আর (পৃথিবী ও আরশের মধ্যখানে) সৃষ্টি করেছেন সপ্ত আকাশ। আর তিনিই হলেন সর্ববিষয়ে মহাজ্ঞানী।

জ্ঞাতব্যঃ মহান আল্লাহ সৃষ্টি সমাপ্ত করেছেন ৬ দিনে তথা ৬টি ধাপে। ১ম ২দিনে পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন। তারপর পৃথিবী থেকে সম্প্রসারিত করে তৈরি করেছেন সপ্ত আকাশ আরো ২দিনে। (পৃথিবী থেকে কীভাবে আকাশ সৃষ্টি করা হয়েছে এ পদ্ধতির কথা বর্ণিত হয়েছে সূরাহ আম্বিয়ার ৩০ তম আয়াতে। বর্তমান বিজ্ঞান এ পদ্ধতির নাম দিয়েছে "বিগব্যাং থিউরী"।) তারপর ২দিনে পৃথিবীতে নদ-নদী, সাগর-মহাসাগর, পাহাড়পর্বত, গাছপালা, ইত্যাদি তৈরি করেছেন।

وَ اِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلٰٓئِكَةِ اِنِّیْ جَاعِلٌ فِی الْاَرْضِ خَلِیْفَةً ؕ قَالُوْۤا اَتَجْعَلُ فِیْهَا مَنْ یُّفْسِدُ فِیْهَا وَ یَسْفِكُ الدِّمَآءَ ۚ وَ نَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَ نُقَدِّسُ لَكَ ؕ قَالَ اِنِّیْۤ اَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُوْنَ ﴿۳۰﴾

আল্লাহর প্রতিনিধিত্ব

৩০. (হে মানুষ! স্মরণ করো! তোমাদের সৃষ্টির সূচনাতে) তোমার প্রভু যখন ফিরিস্তাদেরকে ডেকে বললেনঃ আমি পৃথিবীতে খালীফাহ (আমার প্রতিনিধি) নিয়োগ করতে যাচ্ছি।
তারা বললোঃ আপনি কী (আপনার খালীফাহ বা প্রতিনিধি হিসেবে) এমন কাউকে নিয়োগ দিচ্ছেন! যারা ফাসাদ করবে, রক্তপাত ঘটাবে? (এর চেয়ে বরং আমরাই উত্তম, আমাদেরকেই আপনার খালিফাহ হিসেবে নিয়োগ দিন। কারণঃ) আমরা আপনার প্রশংসার তাসবীহ করছি, আপনার মহত্ব ও মহিমা বর্ণনা করছি। আল্লাহ বললেনঃ আমি যা জানি, তোমরা তা জান না।

জ্ঞাতব্যঃ খালীফাহ অর্থ প্রতিনিধি আর খিলাফাহ অর্থ প্রতিনিধিত্ব। "সৃষ্টি আল্লাহর তাই বিধানও চলবে আল্লাহর" এটাই শাসনতন্ত্রের মূলসূত্র, এটাই সত্য কথা, সঠিক কথা। মানুষ আল্লাহর যমীনে আল্লাহর আইন বাস্তবায়ন করে বিধায় মানুষ এ যমীনে আল্লাহর খালীফাহ বা প্রতিনিধি এবং এ শাসন ব্যবস্থার নাম খিলাফাহ তথা প্রতিনিধিত্বশীল শাসন ব্যবস্থা। খিলাফাহ ব্যবস্থাই আল্লাহর মনোনীত একমাত্র শাসন ব্যবস্থা। যে শাসন ব্যবস্থার..

- ❖ মূলভিত্তি তাওহীদ তথা এক আল্লাহর কর্তৃত্ব, প্রভুত্ব ও সার্বভৌমত্ব কায়েম করা।
- ❖ মূল পদ্ধতি মুসলিম জাতীয়তাবাদ তথা বিশ্ব মুসলিমের একতা।
- ❖ আইনের মূল উৎস আল্লাহর কিতাব ও রাসূলের সুন্নাহ।

وَ عَلَّمَ اٰدَمَ الْاَسْمَآءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَی الْمَلٰٓئِكَةِ ۙ فَقَالَ اَنْۢبِـُٔوْنِیْ بِاَسْمَآءِ هٰۤؤُلَآءِ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِیْنَ ﴿۳۱﴾ قَالُوْا سُبْحٰنَكَ لَا عِلْمَ لَنَاۤ اِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا ؕ اِنَّكَ اَنْتَ الْعَلِیْمُ الْحَكِیْمُ ﴿۳۲﴾ قَالَ یٰۤاٰدَمُ اَنْۢبِئْهُمْ

بِاَسۡمَآىِٕهِمۡ ۚ فَلَمَّاۤ اَنۡۢبَاَهُمۡ بِاَسۡمَآىِٕهِمۡ ۙ قَالَ اَلَمۡ اَقُلۡ لَّكُمۡ اِنِّىۡۤ اَعۡلَمُ غَيۡبَ السَّمٰوٰتِ وَ الۡاَرۡضِ ۙ وَ اَعۡلَمُ مَا تُبۡدُوۡنَ وَ مَا كُنۡتُمۡ تَكۡتُمُوۡنَ ﴿۳۳﴾

মানুষের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ

৩১. (মানুষের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করতে) আল্লাহ আদমকে শিখালেন সকল নাম। তারপর (এসব বস্তু) ফিরিস্তাদের সামনে পেশ করে বললেনঃ তোমরা (বলেছিলে তোমরাই শ্রেষ্ঠ। এ কথা) সত্য হলে এসব বস্তুর নাম বলো। (কারণঃ শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণিত হয় জ্ঞানে)

৩২. ফেরেশতারা বললঃ আপনি মহীয়ান। আপনি যা শিখিয়েছেন এছাড়া আমরা কিছুই জানি না। (আপনি কেন এ পরীক্ষার আয়োজন করছেন তাও জানি না। আপনি সব জানেন) নিশ্চয় আপনি মহাজ্ঞানী, প্রজ্ঞাময়।

৩৩. আল্লাহ বললেনঃ আদম! এদেরকে এসবের নাম বলে দাও। (আদম আঃ সব নাম বলে দিলেন।) নাম বলা শেষ হলে আল্লাহ (ফেরেশতাদেরকে) বললেনঃ বলিনি, আমি আসমান যমীনের অদৃশ্য বিষয়েও অবগত? তোমরা যা প্রকাশ করো আর যা গোপন করো এসবই আমার জানা আছে।

জ্ঞাতব্যঃ মানুষের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণিত হয়েছে জ্ঞানে। তাই জ্ঞানী মানুষই সেরা মানুষ। আর ওহীভিত্তিক জ্ঞানই আসল জ্ঞান। ওহীর শিক্ষায় শিক্ষিত মানুষই শ্রেষ্ঠ মানুষ। আর ওহীভিত্তিক শিক্ষা মানে কুরআনভিত্তিক শিক্ষা। সেক্যুলার বা বস্তুবাদী শিক্ষা যেমন ওহীভিত্তিক শিক্ষা নয় ঠিক তেমনি ভাবে আল-কুরআনের গুরুত্বকে অবজ্ঞা করে অন্য তরিকা, মসলক, মিনহাজ বা মতবাদ কেন্দ্রিক যে শিক্ষা ব্যবস্থা আমাদের সমাজে চালু হয়েছে এসবকেও আসলে ওহীভিত্তিক শিক্ষা বলা যায় না।

وَ اِذۡ قُلۡنَا لِلۡمَلٰٓئِكَةِ اسۡجُدُوۡا لِاٰدَمَ فَسَجَدُوۡۤا اِلَّاۤ اِبۡلِيۡسَ ؕ اَبٰى وَ اسۡتَكۡبَرَ ۟ وَ كَانَ مِنَ الۡكٰفِرِيۡنَ ﴿۳۴﴾

মানুষের মর্যাদা ও ইবলিসের হিংসা

৩৪. (জ্ঞান প্রতিযোগিতায় আদমের শ্রেষ্টত্ব প্রমাণিত হবার পর আল্লাহ আদমকে আনুষ্ঠানিক সম্মাননা দেবার ব্যবস্থা করলেন। এ ঘটনার প্রতি ইঙ্গিত করে আল্লাহ বলছেন) আমি তখন ফিরিস্তাদের বললামঃ তোমরা আদমকে (সম্মান করো এবং সম্মাননার পদ্ধতি হিসেবে) সিজদাহ করো। তারা সবাই সিজদাহ করলো তবে ইবলিস করলো না। সে অবাধ্য হলো, অহংকার করলো আর হয়ে গেল কাফির।

জ্ঞাতব্যঃ দম্ভ ও অহংকার শয়তানের স্বভাব। সুতরাং যে মানুষ দম্ভ করবে, অহংকার করবে সে হেদায়াত বঞ্চিত ও বিভ্রান্ত হয়ে যাবে।

ঈমান ও আক্বীদাহঃ আল্লাহর অবাধ্যতা কুফর। আল্লাহর অবাধ্য হলে মানুষ কাফির হয়ে যায়। কোনো মুসলিম জীবনের কোনো ক্ষেত্রে আল্লাহর অবাধ্য হলে তার ঈমান বিনষ্ট হয়ে যায়। সে হয়ে যায় মুনাফিক। মুনাফিক চির জাহান্নামী। মুনাফিকের জন্য রয়েছে নিকৃষ্টতম জাহান্নাম। পরকালে মুনাফিকের জন্য শাফায়া'ত করতেও কাউকে অনুমতি দেয়া হবে না। মুনাফিক মারা গেলে তার জানাযা পড়া বা তার জন্য দোয়া করাও নিষিদ্ধ। (দেখুনঃ সূরাহ তাওবাহঃ ৮৪)

আইন ও বিধানঃ এ সিজদাহ ছিল মাথা নত করে সম্মান জানানো। যা আগেকার অনেক শারীয়া'হ মতে বৈধ ছিল। কিন্তু মুহাম্মাদ সাঃ এর শারীয়া'হ মতে এটা অবৈধ এবং শিরকের অন্তর্গত।

وَ قُلْنَا يٰۤاٰدَمُ اسْكُنْ اَنْتَ وَ زَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَ كُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا ۪ وَ لَا تَقْرَبَا هٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُوْنَا مِنَ الظّٰلِمِيْنَ ﴿۳۵﴾

মাটির মানুষকে জান্নাতের সুখ দান

৩৫. (এরপর আল্লাহ আদমকে পুরস্কার দিলেন, আদমের সুখ-স্বাচ্ছন্দের ব্যবস্থা করলেন। আল্লাহ বলছেন) আর আমি বললামঃ আদাম! তুমি আর তোমার স্ত্রী জান্নাতে বসবাস করো এবং তোমাদের মনে যা চায় মজা করে উপভোগ করো। তবে শুধু ওই গাছটির কাছে যেও না। তাতে তোমরা অপরাধী হয়ে যাবে।

فَاَزَلَّهُمَا الشَّيْطٰنُ عَنْهَا فَاَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيْهِ ۪ وَ قُلْنَا اهْبِطُوْا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ ۚ وَ لَكُمْ فِي الْاَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَّ مَتَاعٌ اِلٰى حِيْنٍ ﴿۳۶﴾

জান্নাত থেকে বহিষ্কার

৩৬. কিন্তু শয়তান তাদের পদস্খলন ঘটালো, (সে হারাম গাছের নাম দিলো "শাজারাতুল-ল-খুলদ" তথা বৃক্ষ চিরন্তন। এ ফলের উপকারিতা সম্পর্কে সে আদম ও হাওয়্যাকে ভুল বুঝিয়ে ধোঁকা দিয়ে) তাদের অবস্থান (আল্লাহর বিধানের উপর অবিচলতা) থেকে বিচ্যুত করে ফেলল। (শয়তানের ধোঁকায় পড়ে তারা হারাম ফল খেয়ে ফেলল।) আমি বললামঃ (তোমরা দুনিয়ায়) নেমে যাও। তোমরা পরস্পরের শত্রু (হিসেবে সেখানে বসবাস করবে। তবে) পৃথিবীতে তোমাদের অবস্থান হবে ক্ষণস্থায়ী আর সেখানে তোমাদের জন্য নির্ধারিত সময়ের জীবন উপকরণ বিদ্যমান রয়েছে।

জ্ঞাতব্যঃ হারাম খাদ্য মানুষকে আল্লাহর রহমত থেকে বঞ্চিত করে। হারাম খেলে ইবাদাত বন্দেগী কবুল হয় না। (দেখুন মুসলিমঃ ১০১৫, ইমাম নববীর চল্লিশ হাদীছঃ ১০)

فَتَلَقّٰۤى اٰدَمُ مِنْ رَّبِّهٖ كَلِمٰتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ ؕ اِنَّهٗ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيْمُ ﴿۳۷﴾

আদম আঃ এর তাওবাহ

৩৭. (দুনিয়ায় নেমে যাবার পর) আদম তার প্রভু থেকে কিছু বাক্য হাসিল করলো (এবং তাওবাহ করে এ বাক্যগুলো দিয়ে আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাইল) আল্লাহ তার তাওবাহ কবুল করলেন। নিশ্চয় তিনি বারবার তাওবাহ কবুলকারী, রাহী'ম।

বিঃ দ্রঃ = তাওবাহ অর্থ ফিরে আসা। তাওবাহ একটি নৈতিক ও আদর্শিক বিষয়, পাপ ছেড়ে সৎপথে ফিরে আসাকে তাওবাহ বলে। আর পাপের জন্য অনুশোচনা করে ক্ষমা প্রার্থনা করাকে বলে "ইস্তিগফার"। তাওবাহ বান্দা ও তার মালিকের একান্ত

ব্যাপার। তাই নিজের তাওবাহ নিজেই করতে হয়। তাওবাহ করতে হুজুর ডাকতে হয় না বা কারো কাছে বায়াত করতে হয় না।

আদম আঃ তাওবাহ করার পর যে বাক্য ব্যবহার করে আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করে ছিলেন এটা হলোঃ **"রাব্বানা যালামনা আনফুসানা ওয়া ইন লাম তাগ'ফির লানা ওয়া তারহা'মনা লানাকূন্নান্না মিনা-ল-খাসিরীন"** (হে রাব্ব! আমরা নিজেদের উপর জুলুম (পাপ) করেছি। তুমি মাফ না করলে, দয়া না করলে আমরা ক্ষতিগ্রস্থ হয়ে যাব) (আ'রাফঃ ২৩)

একটি মিথ্যার অবসানঃ বর্ণিত আছে (দুনিয়ায় নেমে আসার পর) আদম আঃ বললেনঃ হে রাব্ব! আমি মুহাম্মাদের উছিলায় ক্ষমা চাই, আমাকে ক্ষমা করে দাও। আল্লাহ বললেনঃ তুমি মুহাম্মাদকে কীভাবে চিনলে, আমি তো এখনো তাঁকে তৈরিই করিনি? আদম আঃ বললেনঃ হে রাব্ব! আপনি যখন নিজ হাতে আমাকে সৃষ্টি করলেন, আমার ভিতর রূহ ফুকে দিলেন, আমি মাথা তুলে দেখলাম আপনার আরশের খুটিতে লেখা **"লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদু-র-রাসূলুল্লাহ"**। তখন আমি বুঝেছি আপনার নামের সাথে যার নাম যুক্ত করেছেন নিশ্চয় তিনি আপনার প্রিয় সৃষ্টি। আল্লাহ বললেনঃ আদম! তুমি ঠিক বলেছ, সেই আমার প্রিয় সৃষ্টি। তার উছিলাহ নিয়ে আমাকে ডাক, আমি তোমাকে মাফ করে দেব। মুহাম্মাদ না হলে আমি তোমাকে সৃষ্টিই করতাম না।

হাদীছের মানঃ ইমাম হাকীম হাদীছটি বর্ণনা করে সাহীহ বলেছেন। কিন্তু (হয়ত এখানে রাইটিং ভুল, প্রিন্টিং ভুল বা অন্য কোনো ভুল হয়েছে। কারণ) হাকীমের প্রধান শিষ্য ইমাম যাহাবী (যিনি হাকীমের হাদীছগুলোর বিচার বিশ্লেষণ করেছেন) হাকীমের এ হাদীছকে মাওদ্বু' আখ্যা দিয়েছেন। আর "মিযানুল ই'তেদাল" নামক কিতাবে ইমাম যাহাবী বলেছেনঃ হাদীছটি (রাসূল সাঃ এর উপর) মিথ্যারোপ। "লিসানুল মিযান" নামক কিতাবে ইমাম ইবনু হাজার আল-আ'সক্বালানী বলেছেনঃ হাদীছটি বাতিল।

ইমাম বাইহাকী বলেছেনঃ খুবই দুর্বল। "বিদায়া ওয়া-ন-নিহায়া" নামক কিতাবের ২/৩২৩ পৃষ্ঠায় ইবনু কাছীরও তাই বলেছেন।

শাইখ আলবানী বলেছেনঃ মাওদ্বু'। দেখুন "সিলসিলাতুদ্দাঈফাহঃ ২৫"।

এ হাদীছের একজন রাওয়ী আব্দুর রাহমান বিন যাইদ, যার ব্যাপারে হাকীম নিজেই বলেছেনঃ উনি জাল হাদীছ বর্ণনাকারী। কথাটি তিনি বলেছেন "আল-মাদখাল ইলা মা'রিফাতি-স-সাহীহ মিনা-স-সাক্বীম" নামক কিতাবে।

ইমাম ইবনু তাইমিয়্যাহ "আল-ক্বাইদাহ আল-জালিলাহ ফি-ত-তাওয়াসসুল ওয়া-ল-ওয়াসীলাহ" নামক গ্রন্থের (৬৯ পৃষ্ঠায়) তাই বলেছেন।

সুতরাং আদম আঃ রাসূল সাঃএর উছিলাহ নিয়ে দোয়া করে ছিলেন এমন কথা কুরআন হাদীছের পরিপন্থী, মিথ্যা ও বানোয়াট।

قُلْنَا اهْبِطُوْا مِنْهَا جَمِيْعًا ۚ فَاِمَّا يَاْتِيَنَّكُمْ مِّنِّيْ هُدًى فَمَنْ تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَ لَا هُمْ يَحْزَنُوْنَ ﴿٣٨﴾ وَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَ كَذَّبُوْا بِاٰيٰتِنَآ اُولٰٓئِكَ اَصْحٰبُ النَّارِ ۚ هُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ ﴿٣٩﴾

আবার জান্নাতে যাওয়ার সুযোগ

৩৮-৩৯. (শয়তানের ধোঁকায় পড়ে আদম ও হাওয়্যা হারাম খাদ্য গ্রহণ করলো।) আমি বললামঃ তোমরা সবাই এখান থেকে (দুনিয়ায়) নেমে যাও। (মনে রাখবে) আমার পক্ষ থেকে হেদায়াত (জীবন-বিধান) আসার পর যে ব্যক্তি আমার দেওয়া জীবন-বিধান মেনে চলবে (সে আবার জান্নাতে আসবে।) তাদের কোনো ভয় নেই এবং তারা পেরেশানও হবে না। আর যারা কুফর করবে তথা আমার বিধান অমান্য করবে; তারা হবে জাহান্নামী, সেখানে তারা চিরদিন থাকবে।

ঈমান ও আক্বীদাহঃ আল্লাহর কোনো বিধান অমান্য বা অবজ্ঞা করা কুফর, ঈমান বিনষ্টকারী মহাপাপ। কোনো

মুসলিম এমন করলে তার ঈমান বিনষ্ট হয়ে সকল আ'মাল নিস্ফল ও বরবাদ হয়ে যায়। আর সে হয়ে যায় চির জাহান্নামী মুনাফিক। এমন লোক মারা গেলে তার জানাযা পড়া বা তার জন্য দোয়া করাও নিষিদ্ধ এবং হাশরের দিন এদের জন্য শাফায়া'ত করতেও কাউকে অনুমতি দেওয়া হবে না।

يٰبَنِيْٓ اِسْرَآءِيْلَ اذْكُرُوْا نِعْمَتِيَ الَّتِيْٓ اَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَاَوْفُوْا بِعَهْدِيْٓ اُوْفِ بِعَهْدِكُمْ ۚ وَاِيَّايَ فَارْهَبُوْنِ ﴿٤٠﴾ وَاٰمِنُوْا بِمَآ اَنْزَلْتُ مُصَدِّقًا لِّمَا مَعَكُمْ وَلَا تَكُوْنُوْٓا اَوَّلَ كَافِرٍ بِهٖ ۪ وَلَا تَشْتَرُوْا بِاٰيٰتِيْ ثَمَنًا قَلِيْلًا وَّاِيَّايَ فَاتَّقُوْنِ ﴿٤١﴾

বানী-ইসরাঈলের কথা

৪০. হে বানী-ইসরাঈল! আমি তোমাদেরকে যেসব নিয়ামত দান করেছি তোমরা এসব স্মরণ করো। তোমরা আমার সাথে কৃত (আনুগত্যের) অঙ্গীকার পূর্ণ করো, আমিও তোমাদের সাথে কৃত (প্রতিদানের) ওয়াদা পূর্ণ করব। (মানুষের ভয়ে আমার বিধান থেকে বিরত থেকো না। বরং) শুধু আমাকেই ভয় করো।

৪১. (হে বানী-ইসরাঈল) তোমাদের কাছে আগত বিষয়াদি (নবী, রাসূল, কিতাব ও বিধান) সত্যায়নকারী যে কিতাব (আল-কুরআন) আমি নাযিল করেছি, এতে ঈমান আনো (এটা মেনে নাও।) তোমরা যেন এর প্রথম কাফির (অমান্যকারী) না হও। সামান্য (দুনিয়ার) বিনিময়ে আমার বিধান বদলে দিও না আর আমার তাকওয়া অর্জন করো। (আল্লাহর ভয়ে যাবতীয় কুফর, শিরক ও পাপাচার থেকে বিরত থাকার নাম তাকওয়া)

জ্ঞাতব্যঃ ইবরাহীম আঃ এর এক ছেলে ছিল ইসহাক আঃ। ইসহাক আঃ এর ছেলে ইয়াক্বুব আঃ। ইয়াক্বুব আঃ এর অপর নাম ছিল ইসরাঈল। তাই তার সন্তানদের বলা হয় বানী-ইসরাঈল, মানে ইসরাঈলের বংশধর। আমাদের সমাজে উর্দু উচ্চারণে বলা হয় বনী-ইসরাঈল।

ইয়াক্বুব আঃ এর ১২ জন ছেলে ছিল। এদের একজনের নাম ছিল ইয়াহুযা। ইয়াহুযার সন্তানরা পরে বানী-ইসরাঈলের নেতৃত্ব দিয়েছে। ফলে অন্যদের কাছে তারা ইয়াহুযী হিসেবে পরিচিত হয়ে উঠে। কালের আবর্তে তারাই হয়ে যায় ইয়াহুদী। (যেমনঃ আরবের এক ব্যক্তির নাম ছিল সাউ'দ। তার বংশধরদের বলা হয় সাউ'দী। এই সাউ'দ পরিবারই বর্তমান সাউদী আরবের প্রতিষ্ঠাতা ও শাসক। তাই এই দেশের সকল নাগরিককে সাউদী বলা হয়।) ইয়াহুদীদের একটি অংশ থেকেই তৈরি হয়েছে খৃষ্টান বা নাসারা।

রাসূল সাঃ বলেছেনঃ বানী-ইসরাঈল যত পথে বিভ্রান্ত হয়েছে আমরাও (এ উম্মতও) ঠিক তত পথে বিভ্রান্ত হব। আর হয়ত এজন্যই মহান আল্লাহ আল কুরআনে বানী-ইসরাঈলের অনেক বিভ্রান্তি বর্ণনা করে আমাদেরকে সাবধান করেছেনঃ যেন আমরা তাদের মত না হই। কিন্তু এতদসত্ত্বেও আমরা তাদের মত হয়ে যাচ্ছি। বানী-ইসরাঈল তাদের নবীরাসূলের আদর্শের সাথে নিজেদের মনগড়া নীতি সংযুক্ত করে দলেদলে বিভক্ত হয়ে ৭২ পথে বিভ্রান্ত হয়েছে। এ সংযুক্তি এবং বিভক্তিই বিভ্রান্তির গলি পথ।

রাসূল সাঃ বলেছেনঃ আমরাও বানী-ইসরাঈলের অনুকরণ করব এবং সংযুক্তি ও দলাদলি করে একই পথে বিভ্রান্ত হব। রাসূল সাঃ এর এ কথা আজ অক্ষরে অক্ষরে মিলে যাচ্ছে। বর্তমানে আমাদের লোকেরা একই পথে ধাবিত হচ্ছে।

তবে পার্থক্য হলোঃ বানী-ইসরাঈলের সবাই বিভ্রান্ত হয়ে গেছে আর আমাদের কিছু মানুষ হেদায়াতের উপর অবিচল থাকবে। তাই আমাদের দল হবে ৭৩টি। মানে আমাদের অনেকে বানী-ইসরাঈলের মত সংযুক্তি ও দলাদলি করবে, যারা এমন করবে তারা ৭২ পথে বিভক্ত হয়ে বিভ্রান্ত হয়ে যাবে। তবে আমাদের কিছুলোক সংযুক্তি ও দলাদলির উর্দ্ধে থেকে রাসুল সাঃ এবং সাহাবাদের পথে অটল ও অবিচল থাকবে। যারা এমন হতে পারবে তারাই হবে হেদায়াত প্রাপ্ত। কারণঃ সূরাহ আনয়া'মের ১৫৯ তম আয়াতে বলা হয়েছে যারা দ্বীন নিয়ে দলাদলি করবে এবং নানা দলে বিভক্ত হয়ে যাবে রাসূল সাঃ এর সাথে তাদের সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে যাবে। এই আয়াত থেকে পরিস্কার বুঝা যায় হেদায়াত প্রাপ্ত শুধু তারাই হবে যারা দলাদলি করবে না। বরং আল্লাহ ও রাসূলের আদর্শে অবিচল থেকে উম্মতের ঐক্য বজায় রাখবে। আমাদের উচিত বিভ্রান্তির সকল পথ চিনে রাখা এবং এসব থেকে নিজেকে বাঁচিয়ে রাখা।

(এসম্পর্কে আরো জানতে আমাদের ইসলাম শিক্ষা সিলেবাসের ৬ষ্ঠ বইয়ের "বিভ্রান্তির ৭২ পথ" অধ্যায় দেখে নিন)

وَ لَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَ تَكْتُمُوا الْحَقَّ وَ اَنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ ﴿٤٢﴾ وَ اَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ وَ اٰتُوا الزَّكٰوةَ وَ ارْكَعُوْا مَعَ الرّٰكِعِيْنَ ﴿٤٣﴾

ইসলাম ও কুফরকে একত্রে মিশ্রিত করা

৪২. (ইতোপূর্বে বানী-ইসরাঈল ইসলাম আর কুফরকে একত্রে মিশ্রিত করে বিভ্রান্ত হয়েছে। সুতরাং হে মুসলিমগণ!) তোমরা (তোমাদের বাস্তব জীবনে) হক্ব আর বাতিলকে (ইসলাম আর কুফরকে) একত্রে মিশ্রিত করো না আর জেনে বুঝে হক্ব (ইসলামী কোনো বিধান বা তথ্য অথবা কারো অধিকার) গোপন করো না।

৪৩. তোমরা সালাত কায়েম করবে, যাকাত আদায় করবে আর রুকু করবে রুকুকারীদের সাথে (তথা যারা আনুগত্য করে তাদের সঙ্গী হয়ে সবাই একত্রে ঐক্যবদ্ধ ভাবে আল্লাহর আনুগত্য করবে।)

ঈমান ও আক্বীদাহঃ বিভ্রান্তির ৭২ পথের একটি হচ্ছে ইসলাম ও কুফরের সংমিশ্রণ। অনেক মানুষ বাস্তব জীবনে ইসলাম ও কুফরকে একত্রে মিশ্রিত করে ফেলে। তারা জীবনের কিছু ক্ষেত্রে ইসলামী বিধান মেনে চলে আর কিছু ব্যাপারে অন্য বিধান। যারা এমন করে তাদের ঈমান বিনষ্ট হয়ে সকল আ'মাল বরবাদ হয়ে যায়, তারা হয়ে যায় মুনাফিক। কারণ ইসলাম ও কুফর একত্রে মিশ্রিত করা কুফর।

সালাত পরিচিতিঃ আরবী মূল শব্দ হলো স্বালাহ এবং এর বহুবচন হলো স্বালাওয়াত। আমাদের সমাজে উর্দু উচ্চারণের সাথে সামঞ্জস্য রেখে বলা হয় সালাত। আরবী অবিধানে সালাহ শব্দের অনেকগুলো অর্থ লিখা হয়েছে এর অন্যতম ৩টি হলো দোয়া, ইবাদাত ও দ্বীন। সেমতে সালাত কায়েম করার অর্থ দাঁড়ায় মহান আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করা, মহান আল্লাহর ইবাদাত করা তথা বাস্তব জীবনের সকল ক্ষেত্রে আল্লাহর বিধিবিধান মেনে চলা এবং আল্লাহর দ্বীন কায়েম করা তথা আল্লাহর দেয়া আইন ও বিধানের আলোকে আল্লাহর দেওয়া সমাজ ব্যবস্থা কায়েম করা।

আবার কর্তা হিসেবে রহমত মাগফিরাত এবং দুরুদ অর্থেও সালাত শব্দটি ব্যবহৃত হয়। যেমন..

- "আল্লাহ বান্দাকে সালাত করেন" এর অর্থ হবে আল্লাহ বান্দার উপর রহমত করেন।
- "ফিরিস্তা আমাদের জন্য সালাত করেন" এর অর্থ হবে ফিরিস্তা আমাদের জন্য মাগফিরাত কামনা করেন।
- "আমরা আল্লাহর জন্য সালাত করি" এর অর্থ হলো আমরা আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করি, আল্লাহর ইবাদাত করি এবং আল্লাহর দ্বীন মেনে চলি।
- আমরা রাসূলের উপর সালাত করি এর অর্থ দাঁড়াবে আমরা রাসূলের উপর দুরূদ পাঠ করি।

اَتَاْمُرُوْنَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ اَنْفُسَكُمْ وَاَنْتُمْ تَتْلُوْنَ الْكِتٰبَ ؕ اَفَلَا تَعْقِلُوْنَ ﴿٤٤﴾

অন্যকে উপদেশ দেয়া আর নিজের বেলায় ভুলে থাকা

৪৪. (ইয়াহুদ উলামা জনতাকে দ্বীন মেনে চলার উপদেশ দিত কিন্তু নিজেরা পরিপূর্ণ দ্বীন মেনে চলত না। তাদের প্রতি ইঙ্গিত করে নাযিল হয়েছে.. হে উলামা সমাজ!) তোমরা মানুষকে সৎকাজের আদেশ করো আর নিজের বেলায় ভুলে থাকো অথচ তোমরা কিতাব পড়, তোমরা কি বুঝ না? (যে এজন্য তোমাদেরকে জবাবদিহি করতে হবে)

ঈমান ও আক্বীদাহঃ বিভ্রান্তির ৭২ পথের একটি হচ্ছে অন্যকে সৎকাজের আদেশ বা উপদেশ দেয়া এবং নিজের বেলায় ভূলে থাকা। এমন করে বিভ্রান্ত হয়েছিলো একদল ইয়াহুদ উলামা। আর আজকাল আমাদের একদল আলিমও একই পথে ধাবিত হচ্ছেন।

وَاسْتَعِيْنُوْا بِالصَّبْرِ وَالصَّلٰوةِ ؕ وَاِنَّهَا لَكَبِيْرَةٌ اِلَّا عَلَى الْخٰشِعِيْنَ ﴿٤٥﴾ الَّذِيْنَ يَظُنُّوْنَ اَنَّهُمْ مُّلٰقُوْا رَبِّهِمْ وَاَنَّهُمْ اِلَيْهِ رٰجِعُوْنَ ﴿٤٦﴾

আল্লাহর সাহায্য চাওয়ার সঠিক পদ্ধতি

৪৫. আর (হে আমার বান্দারা!) তোমরা সবর ও স্বালাতের মাধ্যমে (আল্লাহর) সাহায্য কামনা করো। নিশ্চয় এটা (সবর ও স্বালাতের এ পদ্ধতি) বড় কঠিন (কাজ।) তবে তাদের জন্য (কঠিন) নয় যাদের খুশু' আছে।

৪৬. (সবর ও খুশু'র মত কঠিন কাজ তারাই করতে পারবে) যারা প্রভুর সাক্ষাত (আখেরাত) প্রত্যাশী। আর (এটাই জীবনের বাস্তবতা। কারণ) সবাই তার দিকেই ধাবিত হচ্ছে।

সবর ও খুশু' পরিচিতিঃ অন্তর এবং অঙ্গপ্রত্যঙ্গের সমন্বয়ে একাগ্রতা ও নিষ্ঠার সাথে বিনীতভাবে ইবাদাত করাকে খুশু' বলে। আর যেকোনো পরিস্থিতিতে ঈমান ও ইসলামের উপর অবিচল থাকার নাম "সবর"। (সবর সম্পর্কে আরো জানতে "আমাদের ডিপ্লোমা ইন শারীয়াহ সিলেবাসের" সবর পাঠ দেখে নিন।)

জ্ঞাতব্যঃ বিপদে সবর করতে হয় এবং সালাতের মাধ্যমে আল্লাহর সাহায্য কামনা করতে হয়। এটাই আল্লাহর পথ, এটাই নবীর আদর্শ। কেউ বিপদে পড়ে নবী সাঃ এর কাছে এলে তিনি সবর ও সালাতের পরামর্শ দিতেন। বিপদে বা মুসীবতে খতম পড়ানো, লোক জমা করে দোয়া করানো, ভোজনের আয়োজন করা, সিন্নি বিতরণ, ইত্যাদি নবী সাঃ এর সুন্নতের পরিপন্থী বিদয়া'ত কাজ। এসব বর্জনীয়।

يٰبَنِيْٓ اِسْرَآءِيْلَ اذْكُرُوْا نِعْمَتِيَ الَّتِيْٓ اَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَاَنِّيْ فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعٰلَمِيْنَ ﴿٤٧﴾ وَاتَّقُوْا يَوْمًا لَّا تَجْزِيْ نَفْسٌ عَنْ نَّفْسٍ شَيْـًٔا وَّلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ وَّلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ وَّلَا هُمْ يُنْصَرُوْنَ ﴿٤٨﴾

শাফায়া'ত

৪৭. হে বানী-ইসরাঈল! আমি তোমাদেরকে যেসব নিয়ামত দান করেছি তোমরা এসব স্মরণ করো, আমিই বিশ্ববাসীর উপর তোমাদের শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছি।

জ্ঞাতব্যঃ তখনকার বিশ্ববাসীর উপর তাদের আদর্শিক শ্রেষ্ঠত্ব ছিল। আর বর্তমান বিশ্বে চলছে তাদের রাজনৈতিক ও প্রযুক্তিগত শ্রেষ্ঠত্ব। উল্লেখ্য ইয়াকুব আঃ এর অপর নাম ছিল ইসরাঈল, তার বংশধরদেরকে বানী-ইসরাঈল বলা হয়, মানে ইসরাঈলের বংশধর। বর্তমান বিশ্বে এরা ইয়াহুদ বা ইয়াহুদী নামে পরিচিত।

৪৮. আর ওই দিনের (বিচার দিনের অনিষ্ট) থেকে বাঁচো, যেদিন কেউ কারো উপকার করতে পারবে না, কবুল করা হবে না কোনো শাফায়া'ত, গ্রহণ করা হবে না বিনিময়, করা হবে না কোনো সাহায্য।

শাফায়াত পরিচিতিঃ শাফায়া'ত অর্থ সুপারিশ করা। হাশরের ময়দানে বিচারের পর আল্লাহর প্রিয় বান্দারা পাপিষ্ঠদের মাগফিরাতের জন্য আল্লাহর কাছে সুপারিশ করতে পারবে। এ সুপারিশকে বলা হয় শাফায়া'হ। আমাদের সমাজে উর্দু উচ্চারণের সাথে সামঞ্জস্য রেখে বলা হয় শাফায়া'ত। পরকালে কোনো নাস্তিক, মুরতাদ, কাফির, মুশরিক বা মুনাফিকের জন্য শাফায়া'তের সুযোগ থাকবে না। শাফায়া'তের সুযোগ থাকবে শুধু ফাসিকদের জন্য।

উল্লেখ্য মুসলিম ৩ প্রকারঃ মুঅমিন, ফাসিক ও মুনাফিক। পরকালে শুধু মুঅমিন ব্যক্তিকে শাফায়া'তের সুযোগ বা অনুমতি দেয়া হবে এবং এই শাফায়া'ত হবে নির্ধারিত নিয়মেঃ

- ❖ শাফায়া'ত শুধু মুঅমিন ব্যক্তিই করতে পারবে, মুঅমিন ব্যতীত অন্য কেউ শাফায়া'ত করতে পারবে না।
- ❖ যে মুঅমিন শাফায়া'ত করতে আগ্রহী হবে তাকে প্রথমে শাফায়া'তের অনুমতি নিতে হবে,
- ❖ তারপর যার জন্য শাফায়া'ত করতে চায় তার নাম উল্লেখ করে আবার অনুমতি নিতে হবে।
- ❖ আল্লাহ অনুমতি দিলে শাফায়া'ত করতে পারবে আর না দিলে পারবে না।
- ❖ এরপর আল্লাহ চাইলে এ শাফায়া'ত গ্রহণ করবেন, অথবা করবেন না।
- ❖ শাফায়া'ত গ্রহণ করা হলে ফাসিক ব্যক্তিকে মাফ করে দেয়া হবে আর গ্রহণ করা না হলে মাফ করা হবে না।

وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِّنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ ۚ وَفِي ذَٰلِكُم بَلَاءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ ﴿٤٩﴾

ফেরাউনের অত্যাচার

৪৯. (হে বানী-ইসরাঈল! স্মরণ করো) যখন আমি তোমাদেরকে ফেরাউন পরিবার থেকে মুক্ত করে ছিলাম, যারা তোমাদেরকে কঠিন আযাব দিত, তোমাদের ছেলেদেরকে হত্যা করতো আর মেয়েদেরকে বাঁচিয়ে রাখত। আর এটা ছিল তোমাদের প্রভুর পক্ষ থেকে তোমাদের জন্য এক কঠিন পরীক্ষা।

জ্ঞাতব্যঃ ফেরাউন দুবার ইসরাইলী ছেলে শিশুদের হত্যা করেছিল। ১ম বার মূসা আঃএর জন্মের আগে, মূসা আঃ এর আগমন ঠেকাতে। আর ২য় বার মূসা আঃ এর নবুয়্যাতের পর, বনী-ইসরাঈলের উত্থান ঠেকাতে।

উল্লেখ্যঃ এখানে পরিবার বুঝাতে "আ-ল" শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে। "আ-ল" শব্দের দুই অর্থঃ পরিবার ও অনুসারী। সাধারণত নেতা বা নবীর বেলায় "আ-ল" শব্দ ব্যবহার করলে অধিকাংশ সময়ে এটা অনুসারী অর্থে ব্যবহৃত হয়।

وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ ﴿٥٠﴾

ফেরাউন থেকে মুক্তি

৫০. (হে বানী-ইসরাঈল! স্মরণ করোঃ তোমাদের বাঁচাতে) আমি যখন সমুদ্রকে দুভাগ করে দিয়েছিলাম (ফেরাউনের অত্যাচার থেকে) তোমাদেরকে মুক্ত করেছিলাম আর ফেরাউন সম্প্রদায়কে ডুবিয়ে মেরেছিলাম। তোমরা নিজেরাই এটা প্রত্যক্ষ করেছ।

জ্ঞাতব্যঃ প্রায় ৬ লাখ ইসরাঈলী নিয়ে রাতের আঁধারে মূসা আঃ মিশর ত্যাগ করেছিলেন এবং প্রায় ১২ লাখ সৈন্য নিয়ে ফেরাউন তাদের ধাওয়া করেছিল। এক পর্যায়ে ইসরাঈলীদের সামনে এলো সাগর, পিছনে শত্রু, ডানে বামে পাহাড়। তখন আল্লাহর হুকুমে মূসা আঃ লাঠি দিয়ে সাগরে আঘাত করলেন। সাগরের পানি দুভাগ হয়ে রাস্তা তৈরি হলো এবং বানী-ইসরাঈল সাগর পার হয়ে গেল। ফেরাউন ভাবল, এরা যখন পার হয়েগেছে আমরাও পারব। তাই সে তার বাহিনীকে নেমে যেতে আদেশ করলো। বানী-ইসরাঈলকে ধাওয়া করে ফেরাউন ও তার বাহিনী সাগর পথে ঢুকে পড়লে আল্লাহর হুকুমে সাগরের পানি মিশে গেল। ডুবে মরল ১২ লাখ কিবতী।

বিঃ দ্রঃ = ৬ লাখ আর ১২ লাখ সংখ্যাটি সঠিক ভাবে প্রমাণিত নয়। তাফসীরের কিতাবাদিতে সংখ্যাটি নানা ভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। সঠিক সংখ্যা আল্লাহই ভালো জানেন। আর এখানে সংখ্যা মূখ্য বিষয় নয়। আসল ব্যাপার হলো মুঅমিনদের প্রতি আল্লাহর সাহায্য আর কাফিরদের প্রতি আল্লাহর আযাবের বর্ণনা।

وَإِذْ وَاعَدْنَا مُوسَىٰ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ ﴿٥١﴾ ثُمَّ عَفَوْنَا عَنْكُمْ مِنْ بَعْدِ ذَٰلِكَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿٥٢﴾

আল্লাহর নিয়ামত ও বানী-ইসরাঈলের বাছুর পূজা

৫১-৫২.(হে বানী-ইসরাঈল! স্মরণ করো, কিতাব গ্রহণের জন্য) আমি যখন মূসাকে চল্লিশ রাত (পাহাড়ে অবস্থানের) সময় বেঁধে দিয়েছিলাম। আর তোমরা তখন (মূসার অনুপস্থিতে) বাছুরকে (ইলাহ হিসেবে) গ্রহণ করে জালিম (মুশরিক) হয়ে গিয়েছিলে। এতোদসত্ত্বেও আমি তোমাদের মাফ করেছি, যেন তোমরা শোকর আদায় করো। (অন্তরে নিয়ামতের গুরুত্ব অনুধাবন করে বাস্তব জীবনে আল্লাহর বিধান মেনে চলার নাম শোকর আদায় করা)

وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ ﴿٥٣﴾

কিতাব ও ফুরক্বান

৫৩. (হে বানী-ইসরাঈল! স্মরণ করো) আমি যখন মূসাকে কিতাব ও ফুরকান দিয়েছিলাম যেন তোমরা পাও পথের দিশা।

জ্ঞাতব্যঃ ফুরকান অর্থ পার্থক্য নির্ণয়। এখানে ফুরকান বলে বুঝানো হয়েছে এমন সব নীতিমালা ও বৈশিষ্ট্য যার দ্বারা ভালো ও মন্দের পার্থক্য সঠিকভাবে নির্ণয় করা যায়।

আসলে মানব জীবনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কাজসমূহের মাঝে অন্যতম একটি হলো ভালো ও মন্দকে সঠিকভাবে

চিহ্নিত করা। কারণ ভালো ও মন্দকে সঠিকভাবে চিহ্নিত করতে না পারলে মানুষ মন্দকে ভালো আর ভালোকে মন্দ মনে করে ভুল পথে অগ্রসর হয়ে জীবনের সর্বনাশ করে ফেলতে পারে।

সঠিকভাবে ভালো ও মন্দ চিহ্নিত করতে হলে প্রয়োজন সঠিক মানদন্ড, সঠিক জ্ঞান, সঠিক নীতিমালা ও সঠিক মানবীয় বৈশিষ্ট্য। কারণ এসবই হচ্ছে সঠিকভাবে ভালো ও মন্দ নির্ণয়ের সঠিক উপাদান। আর এসব উপাদানের মূল উৎস হলেন মহান আল্লাহ তায়া'লা। তিনি যাকে ইচ্ছা এসব উপাদান দান করে থাকেন আর এটাকেই বলা হয় "ফুরক্বান"।

মহান আল্লাহ কাকে ফুরকান দান করবেন এবং কে আল্লাহর পক্ষ থেকে ফুরক্বান পাবে? একথা বলা হয়েছে সূরাহ আনফালের ২৯তম আয়াতে। সেখানে বলা হয়েছে যে বা যারা মুত্তাক্বী হতে পারবে আল্লাহ তাদেরকে ফুরকান দান করবেন। আপনার জীবনের জন্য অতি গুরুত্বপূর্ন এই বিষয়টি জানতে এখনই আয়াতটি দেখে নিন।

وَاِذْ قَالَ مُوْسٰى لِقَوْمِهٖ يٰقَوْمِ اِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ اَنْفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ فَتُوْبُوْٓا اِلٰى بَارِئِكُمْ فَاقْتُلُوْٓا اَنْفُسَكُمْ ؕ ذٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ عِنْدَ بَارِئِكُمْ ؕ فَتَابَ عَلَيْكُمْ ؕ اِنَّهٗ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيْمُ ﴿٥٤﴾

বানী-ইসরাঈলের শিরক ও তাওবাহর পদ্ধতি

৫৪. হে বানী-ইসরাঈল! স্মরণ করো) যখন মূসা তার জাতিকে বলেছিলঃ হে আমার জাতি! বাছুরকে (ইলাহ) বানিয়ে তোমরা নিজেরদের উপর জুলম (শিরক) করেছ। তাই (এ পাপ থেকে মুক্তি পেতে) প্রভুর কাছে তাওবাহ করো। (আর তাওবাহর পদ্ধতি হিসেবে) তোমরা পরস্পরকে (যারা পূজা করেনি তারা পূজাকারীদেরকে) হত্যা করো। তোমাদের জন্য প্রভুর কাছে এটাই উত্তম ব্যবস্থা। (এমন করলে) তিনি তোমাদের তাওবাহ কবুল করবেন। নিশ্চয় তিনি তাওবাহ কবুলকারী, রাহী'ম।

জ্ঞাতব্যঃ তখন তারা সত্যই তাওবাহ করেছিল এবং তাওবাহর পদ্ধতি হিসেবে পূজাকারীদের হত্যা করেছিল। এতে প্রায় ৭০ হাজার মানুষ নিহত হয়েছিলো। (তাওবাহ সম্পর্কে আরও জানতে "আমাদের ডিপ্লোমা ইন শারীয়াহ সিলেবাসের" তাওবাহ পাঠ দেখে নিন।)

وَاِذْ قُلْتُمْ يٰمُوْسٰى لَنْ نُّؤْمِنَ لَكَ حَتّٰى نَرَى اللّٰهَ جَهْرَةً فَاَخَذَتْكُمُ الصّٰعِقَةُ وَاَنْتُمْ تَنْظُرُوْنَ ﴿٥٥﴾ ثُمَّ بَعَثْنٰكُمْ مِّنْۢ بَعْدِ مَوْتِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ ﴿٥٦﴾

আল্লাহ দেখার জিদ্দ এবং এর পরিণতি

৫৫. (হে বানী-ইসরাঈল! স্মরণ করো) যখন তোমরা বলেছিলেঃ মুসা! আমরা তোমাকে বিশ্বাস করব না, যতক্ষণ না স্পষ্টভাবে আল্লাহকে দেখতে পাব। ফলে তোমাদের গ্রাস করেছিল বজ্র এবং (বজ্রের প্রভাবে তোমরা মরে গিয়েছিলে) তোমরা নিজেরাই এটা প্রত্যক্ষ করেছ।

৫৬. এ মৃত্যুর পর আমি তোমাদের পুনরায় জীবিত করেছিলাম যেন তোমরা শোকর আদায় করো। (অন্তরে নিয়ামতের গুরুত্ব অনুধাবন করে বাস্তব জীবনে আল্লাহর বিধান মেনে চলার নাম আল্লাহর শোকর আদায় করা)

জ্ঞাতব্যঃ মূসা আঃ এর অনুপস্থিতিতে সামিরীর প্ররোচনায় বানী-ইসরাঈলের ৭০ হাজার মানুষ বাছুরকে সিজদাহ করেছিল। কারণঃ সামিরী তাদের বুঝিয়ে ছিল " প্রভু এই বাছুরের ভিতর অবস্থান করছেন"।

উল্লেখ্য "আল্লাহ কোনো ব্যক্তি বা বস্তুর ভিতর অবস্থান করেন" এমন বিশ্বাসকে বলা হয় "ওয়াহদাতু-ল-ওয়ুজুদ"। তখনকার দিনে এ সুত্র ধরে মানুষকে বোকা বানিয়ে শিরক করিয়েছিল সামিরী। আর এখনকার দিনে একই সুত্র ধরে মানুষকে বোকা বানাচ্ছে একদল ভন্ডপীর।

বর্ণিত আছে মূসা আঃ ফিরে এসে বাছুরকে ভস্ম করে সাগরে ভাসিয়ে দিয়েছিলেন এবং সামিরীকে সাজা দিয়ে বনবাসে পাঠিয়ে ছিলেন। এরপর জাতির পক্ষ থেকে তাওবাহর জন্য ৭০ জন প্রতিনিধি মনোনীত করে আল্লাহর সাথে কথোপকথনে পাহাড়ের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হলেন। পাহাড়ের কাছে যাবার পর প্রতিনিধি দলের লোকেরা বললঃ মূসা! প্রভুর কাছে আবেদন করো, প্রভুর কথা আমরাও শুনতে চাই। মূসা আঃ আবেদন করলেন, আল্লাহ তাদের আবেদন মনজুর করলেন।

মূসা আঃ যখন আল্লাহর সাথে কথা বলতেন তখন বিরাট একখন্ড মেঘ জায়গাটিকে ঢেকে রাখত, ফলে কিছুই দেখা যেত না। এবারও তাই হলো। মূসা আঃ এর সঙ্গীরা প্রভুর কথা শুনলো কিন্তু কিছুই দেখল না। তারা বললঃ মূসা! তোমাকে বিশ্বাস করব না যতক্ষণ না আল্লাহকে সরাসরি দেখতে পাব।

ফলে তাদের গ্রাস করেছিল বজ্র। বজ্রপাতে তারা সবাই মরে গিয়েছিল। মূসা আঃ অনুনয় বিনয় করে তাদের জন্য দোয়া করতে লাগলেন। পরিশেষে আল্লাহ তাদের দেহে রূহ ফিরিয়ে দিলেন। মূসা আঃ তাদের পক্ষ হয়ে বাছুর পূজার জন্য তাওবাহ ও ক্ষমা প্রার্থনা করলেন। মহান আল্লাহ তাদের তাওবাহ কবুল করতে একটি শর্ত আরোপ করলেন। আর এটা হলো পরস্পরকে হত্যা করা। ৫৪ তম আয়াতে যে কথা বলা হয়েছে। (এবিষয়ে বিস্তারিত জানতে দেখুনঃ তাফসীর তাবারী। উক্ত আয়াতের তাফসীর প্রসঙ্গে।)

وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنْزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَى ۖ كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ ۖ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَٰكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ﴿٥٧﴾

বানী-ইসরাঈলের প্রতি আল্লাহর অনুগ্রহ

পটভূমিঃ বানী-ইসরাঈলের উপর যুদ্ধ ফরজ করা হয়েছিলো। যুদ্ধ করে জেরুজালেম (বাইতু-ল-মাকদিস) দখল করার হুকুম ছিল। কিন্তু দুশমনের শক্তিতে ভীত হয়ে তারা যুদ্ধ করতে অস্বীকার করলো। তারা বললঃ "মূসা'! তুমি আর তোমার খোদা গিয়ে যুদ্ধ করো। আমরা এখানেই বসে থাকব"।

ফলে আল্লাহ তাদের সাজা দিয়েছিলেন। তারা যে উপত্যকায় অবস্থান করে এমন জঘন্য কথা বলেছিল আল্লাহ এখানেই তাদের সাজার ব্যবস্থা করেছিলেন। ৪০ বছর তারা এ উপত্যকা থেকে বের হতে পারেনি। উপত্যকাটি বর্তমানে মিশরের অন্তর্গত, এর নাম "তিহ উপত্যকা"। এখানে সাজারত অবস্থায়ও আল্লাহ তাদের প্রতি করুণা করেছেন। দিয়েছেন মেঘের ছায়া, মান্না সালওয়ার মত উন্নত খাবার আর ঝরণার স্বচ্ছ পানি। এসবের প্রতি ইঙ্গিত করে নাযিল হয়েছে..

৫৭. (সাজারত অবস্থায়ও) আমি তোমাদের (করুণা করেছি) দিয়েছি মেঘের ছায়া, দিয়েছি মান্না ও সালওয়া। (বলেছি) আমার দেওয়া সুখাদ্য গ্রহণ করো। আমি (এ সাজা দিয়ে) তাদের উপর জুলম করিনি, বরং (আমার কথা অমান্য করে) তারাই নিজেদের উপর জুলম করেছে।

জ্ঞাতব্যঃ মান্না এক প্রকার খাদ্য যা প্রতি ভোরে মাটিতে পাওয়া যেত, দেখতে অনেকটা মাশরুম ও মিষ্টি আলুর

মত। এটা ছিল তাদের সকালের খাবার। আর সালওয়া কুয়েলের মত এক প্রকার পাখি, এটা ছিল তাদের বিকালের খাবার। তিহ উপত্যকায় ৪০ বছর এসবই ছিল আল্লাহর পক্ষ থেকে তাদের নিয়মিত খাদ্য।

وَاِذْ قُلْنَا ادْخُلُوْا هٰذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوْا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا وَّ ادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَّ قُوْلُوْا حِطَّةٌ نَّغْفِرْ لَكُمْ خَطٰيٰكُمْ ؕ وَ سَنَزِيْدُ الْمُحْسِنِيْنَ ﴿۵۸﴾ فَبَدَّلَ الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِىْ قِيْلَ لَهُمْ فَاَنْزَلْنَا عَلَى الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا رِجْزًا مِّنَ السَّمَآءِ بِمَا كَانُوْا يَفْسُقُوْنَ ﴿۵۹﴾

আল্লাহর কথা বদলে ফেলার পরিণতি

৫৮. (হে বানী-ইসরাঈল! স্মরণ করোঃ তিহ উপত্যকায় তোমরা শাকসবজি, শসা, পিয়াজ, গম, ইত্যাদি খেতে চেয়েছিলে) তখন আমি বলেছিলাম ঐ শহরে (জেরুছালেমে/জেরুজালেমে) প্রবেশ করো এবং তোমাদের পছন্দের খাবার মজা করে খাও। এখানে প্রবেশ করো অবনত শিরে, "হিত্তাহ" (ক্ষমা চাই) বলে বলে। (কারণঃ যুদ্ধ করে শহরটি দখল করতে বলা হলে তোমরা আল্লাহর হুকম অমান্য করেছ। এখন ক্ষমা চাইলে) আমি তোমাদের মাফ করে দেব। (তোমাদের) মাঝে যারা ইহসান করবে আমি তাদের (প্রতিদান) আরও বাড়িয়ে দেব।

ইহসান পরিচিতিঃ ইহসান অর্থ সুন্দর করা। নিজের ঈমান, ইসলাম, আমল, ইবাদাত, স্বভাব, চরিত্র, ইত্যাদি দ্বীনি ও মানবীয় গুণাগুণসমূহ সুন্দর করার নাম ইহসান। ইহসান সম্পর্কে আরও জানতে "আমাদের ডিপ্লোমা ইন শারিয়াহ সিলেবাসের" ইহসান অধ্যায় দেখে নিন।

জ্ঞাতব্যঃ পরে তারা শহরে প্রবেশ করেছিল ঠিকই। কিন্তু তারা "হিত্তাহ" (ক্ষমা চাই) বলেনি। বরং বলেছিল "হিন্তাহ" (গম চাই)। বিষয়টির প্রতি ইঙ্গিত করে নাযিল হয়েছে..

৫৯. যে কথা বলতে পাপিষ্ঠদের বলা হয়েছিল তারা কথাটি বদলে ফেলল। ফলে এ পাপের সাজা হিসেবে আমি আকাশ থেকে আযাব নাযিল করেছিলাম।

জ্ঞাতব্যঃ ৪০ বছর পর আবার নিজেদের ঐতিহ্যবাহী খাবার খেতে পারবে, তারা গম খাবে, আটা খাবে, পিয়াজ, রসূন, শসা খাবে, এই বিষয়টিকেই তারা বড় করে দেখছিল। তারা আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাওয়ার উপর দুনিয়াকে প্রাধান্য দিয়েছিল। তাই ক্ষমা চাওয়ার বদলে তাদের মুখে ছিল খাদ্যের কথা। ফলে আল্লাহর আযাব তাদের জন্য অবধারিত হয়েছিল। সুতরাং আমাদের একটু ভেবে দেখা উচিত; আজকাল আমাদের অবস্থা এদের চেয়ে কতটুকু ভিন্ন? আমরাও কি এদের মত হয়েগেছি বা হয়ে যাচ্ছি..? বিষয়টি ভেবে দেখার আবেদন রইলো।

وَاِذِ اسْتَسْقٰى مُوْسٰى لِقَوْمِهٖ فَقُلْنَا اضْرِبْ بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ ؕ فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا ؕ قَدْ عَلِمَ كُلُّ اُنَاسٍ مَّشْرَبَهُمْ ؕ كُلُوْا وَ اشْرَبُوْا مِنْ رِّزْقِ اللّٰهِ وَ لَا تَعْثَوْا فِى الْاَرْضِ مُفْسِدِيْنَ ﴿۶۰﴾

মুসা আঃ এর মু'জিযা

৬০. (হে বানী-ইসরাঈল! স্মরণ করো! তিহ উপত্যকায় পানি সমস্যা দেখা দিলে) মূসা যখন জাতির জন্য পানি চাইলো। আমি বললামঃ তোমার লাঠি দিয়ে পাথরে আঘাত করো। (মূসা আঘাত করলে

পাথর থেকে) প্রবাহিত হলো ১২টি ঝর্ণা। (বানী-ইসরাঈলে ১২টি গোত্র ছিল, প্রতিটি গোত্রের জন্য একটি করে ঝর্ণা নির্ধারণ করা হলো) প্রতিটি গোত্র তাদের (জন্য বরাদ্দ করা) ঝর্ণাটি চিনে নিলো। (আমি বললাম) আল্লাহর দেওয়া রিজক খাও, পান করো তবে যমীনে ফাসাদ (পাপাচার) করে বেরিও না।

وَ اِذْ قُلْتُمْ يٰمُوْسٰى لَنْ نَّصْبِرَ عَلٰى طَعَامٍ وَّاحِدٍ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنْۢبِتُ الْاَرْضُ مِنْۢ بَقْلِهَا وَ قِثَّآئِهَا وَ فُوْمِهَا وَ عَدَسِهَا وَ بَصَلِهَا ؕ قَالَ اَتَسْتَبْدِلُوْنَ الَّذِىْ هُوَ اَدْنٰى بِالَّذِىْ هُوَ خَيْرٌ ؕ اِهْبِطُوْا مِصْرًا فَاِنَّ لَكُمْ مَّا سَاَلْتُمْ ؕ وَ ضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَ الْمَسْكَنَةُ ۗ وَ بَآءُوْ بِغَضَبٍ مِّنَ اللّٰهِ ؕ ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ كَانُوْا يَكْفُرُوْنَ بِاٰيٰتِ اللّٰهِ وَ يَقْتُلُوْنَ النَّبِيّٖنَ بِغَيْرِ الْحَقِّ ؕ ذٰلِكَ بِمَا عَصَوْا وَّ كَانُوْا يَعْتَدُوْنَ ﴿٦١﴾

অবাধ্যতা ও কুফরের পরিণাম

৬১. (হে বানী-ইসরাঈল! স্মরণ করো! তিহ উপত্যকায় থাকাকালে) যখন তোমরা বলেছিলেঃ মূসা! একই খাবার (মান্না-সালওয়া) আর ধৈর্যে কুলাচ্ছে না। তোমার প্রভুকে বলোঃ শাকসবজি, শসা, ফুম (গম, ছানাবুট) ডাল, পিয়াজ, ইত্যাদি মাটি থেকে উৎপাদিত খাবার দিতে। মূসা বললঃ তোমরা উন্নত (খাবার) বদলিয়ে সাধারণ (খাবার খেতে) চাও..? শহরে (জেরুছালেমে/জেরুজালেমে) প্রবেশ করো। তোমরা যা চাও সব সেখানে বিদ্যমান আছে। আসলে তারা আল্লাহর গজবে পতিত হয়েছিল, তাদের উপর চাপিয়ে দেয়া হয়েছিল অপমান আর অনটন। কারণঃ তারা আল্লাহর বিধান অমান্য করেছে, অন্যায়ভাবে নবীগণকে হত্যা করেছে। আর এসব ছিল তাদের অবাধ্যতা ও সীমালঙ্ঘনের কুফল।

জ্ঞাতব্যঃ একটি জাতি যখন অবাধ্য হয়ে যায়, যখন আল্লাহর দেয়া সীমানা লঙ্ঘন করে ফেলে তখন জাতীয়ভাবে তাদের উপর চাপিয়ে দেয়া হয় অপমান ও অনটন। আমরা মুসলিমরা আজ দিকেদিকে অপমানিত ও অবহেলিত। আজ আমরা অভাবী। সবচেয়ে বড় অভাব আমাদের নিরাপত্তার, অভাব আমাদের জাতীয় মর্যাদার ও অধিকারের। আর এসবের মূল কারণ আল্লাহর অবাধ্যতা ও সীমালঙ্ঘন। তাই আমাদেরকে এসব পরিহার করে ভালো হয়ে যেতে হবে।

اِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَ الَّذِيْنَ هَادُوْا وَ النَّصٰرٰى وَ الصّٰبِـِٕيْنَ مَنْ اٰمَنَ بِاللّٰهِ وَ الْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَ عَمِلَ صَالِحًا فَلَهُمْ اَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ ۚ وَ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَ لَا هُمْ يَحْزَنُوْنَ ﴿٦٢﴾

আখেরাতে বিচার হবে ঈমান ও আমল দেখে, দল দেখে নয়

৬২. নিশ্চয় যারা ঈমান এনেছে আর যারা ইয়াহুদ, নাসারা ও স্বাবাঈ (দ্বীন পরিবর্তনকারী) হয়েছে (তারা সবাই জেনে রাখুক) যে ব্যক্তি আল্লাহ ও আখেরাতে ঈমান আনবে এবং (ঈমানের সহিত) সৎকাজ করবে (কেবল তারাই জান্নাতে যাবে। কারণ যে বা যারা ঈমান আনে এবং সৎকাজ করে) প্রভুর কাছে তাদের প্রতিদান রয়েছে। তাই (আখেরাতে) তাদের কোনো ভয় নেই এবং তারা কোনো

প্রকার পেরেশানও হবে না।

জ্ঞাতব্যঃ স্বাবাঈ বনী-ইসরাঈলের একটি উপদল। যারা আল্লাহর কিতাব মানা স্বত্বেও পরবর্তিতে রাশিফল বা জ্যোতিষী বিদ্যায় বিশ্বাসী হয়ে উঠেছিল।

উক্ত আয়াতে ইয়াহুদ, নাসারা আর সাবাঈদেরকেও মুঅমিনদের সাথে সম্পৃক্ত করা হয়েছে। বলা হয়েছেঃ তাদের যারা ঈমান এনেছে এবং সৎকাজ করেছে তাদের কোনো ভয় নেই, কোনো চিন্তা নেই। ব্যাপারটিকে বিশ্লেষণ করে মুফাসসীরগণ বলেছেনঃ মুহাম্মাদ সাঃ এর আগমণের আগে যারা নিজ নিজ নবী ও রাসূলকে যথাযথভাবে মেনে চলেছে, তখনকার সময়ে যারা ঈমান এনেছে এবং নিজ নিজ রসূলের আনুগত্য ও অনুকরণ করে শারীয়া'হ আইন মেনে জীবন-যাপন করেছে আয়াতটিতে তাদের কথা বলা হয়েছে। অর্থাৎ তারাও জান্নাতে যাবে, এব্যাপারে তাদের ভয় বা চিন্তার কোনো কারণ নেই।

ঈমান ও আক্বীদাহঃ রাশিফল বা জ্যোতিষী বিদ্যা বিশ্বাস করা কুফর। যারা এমন করে তাদের ঈমান বিনষ্ট হয়ে ইবাদাত বন্দেগী বরবাদ হয়ে যায়।

وَ اِذْ اَخَذْنَا مِيْثَاقَكُمْ وَ رَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّوْرَ ؕ خُذُوْا مَاۤ اٰتَيْنٰكُمْ بِقُوَّةٍ وَّ اذْكُرُوْا مَا فِيْهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُوْنَ ﴿٦٣﴾ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ مِّنْۢ بَعْدِ ذٰلِكَ ۚ فَلَوْ لَا فَضْلُ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ وَ رَحْمَتُهٗ لَكُنْتُمْ مِّنَ الْخٰسِرِيْنَ ﴿٦٤﴾

আল্লাহর কিতাব মেনে চলার অঙ্গীকার

৬৩. (হে ইয়াহুদ জাতি! স্মরণ করো, তোমরা যখন তাওরাতের আইন মেনে চলতে অস্বীকার করেছিলে) আমি যখন তোমাদের থেকে অঙ্গীকার নিয়েছিলাম (আর অঙ্গীকার আদায়ে ভয় দেখানোর জন্য) তোমাদের মাথার উপর তুলে ছিলাম পাহাড়। (বলেছিলাম) আমার কিতাব আঁকড়ে ধর, মেনে নাও তাতে যা আছে। যেন তোমরা মুত্তাক্বী হতে পারো। (যে ব্যক্তি আল্লাহর ভয়ে যাবতীয় কুফর, শিরক ও পাপাচার থেকে বিরত থাকে তাকে মুত্তাক্বী বলে। তখন পাহাড় চাপার ভয়ে তারা অঙ্গীকার করে বলেছিল তাওরাতের আইন মেনে চলবে।)

৬৪. (কিন্তু) পরে তোমরা মুখ ফিরিয়ে নিয়েছ। (তাসত্ত্বেও আল্লাহ তোমাদের ধ্বংস করে দেননি বরং তোমাদের উপর করুণা করেছেন) আল্লাহর অনুগ্রহ ও করুণা না থাকলে তোমরা ধ্বংস হয়ে যেতে। (যে জাতি আল্লাহর বিধান থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয় তারা ধ্বংস হয়ে যায়।)

وَ لَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِيْنَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُوْنُوْا قِرَدَةً خٰسِـِٕيْنَ ﴿٦٥﴾ فَجَعَلْنٰهَا نَكَالًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَ مَا خَلْفَهَا وَ مَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِيْنَ ﴿٦٦﴾

মানুষ থেকে বানর

৬৫. (হে ইয়াহুদ!) তোমরাতো জানোঃ তোমাদেরই কিছু মানুষ শনিবারে সীমালঙ্ঘন (আল্লাহর বিধান অমান্য) করেছিল। ফলে আমি (তাদের সাজা দিয়েছিলাম) বলেছিলাম ধিকৃত বানর হয়ে যাও। (তারা তখন বানরে রূপান্তরিত হয়ে গিয়েছিল।)

উল্লেখ্যঃ মানুষ আল্লাহর দাস আর আল্লাহ হলেন সকলের মালিক। মালিকের কথা মেনে চলা দাসের কর্তব্য এবং এটাই মানুষের জন্য নৈতিক সীমানা। তাই আল্লাহর বিধান অমান্য করার নাম সীমালঙ্ঘন।

৬৬. আমি এটা করেছি পূর্ববর্তী ও পরবর্তীদের জন্য শিক্ষা এবং মুত্তাক্বীদের জন্য উপদেশ হিসেবে। (যে ব্যক্তি আল্লাহর ভয়ে কুফর, শিরক ও পাপাচার থেকে বেঁচে থাকে, তাকে মুত্তাক্বী বলা হয়)

হারাম উপার্জনের প্রভাবঃ লোহিত সাগরের একটি উপসাগরের নাম আক্বাবাহ। এ আক্বাবাহ উপসাগরের তীরে একটি ছোট শহর "আইলাহ" (আইলাহ এবং তার আশপাশের এলাকাই বর্তমানের ফিলিস্তিন নামে পরিচিত)। তখনকার দিনে আইলার বাসিন্দারা ছিল ইয়াহুদ, তারা ছিল পেশায় মৎস্যজীবী। ইয়াহুদ সমাজে শনিবার ছিল ইবাদাতের দিন। এ দিনে মৎস্য শিকারসহ দুনিয়াবী কাজকর্ম নিষিদ্ধ ছিল।

কিন্তু শনিবার এলেই বড় বড় মাছ পানির উপর ভেসে উঠত এবং পানির উপর মাথা তুলে ঝাকে ঝাকে মাছ একেবারে কিনারে চলে আসতো। অন্যদিন এমনটি হত না। এটা ছিল আল্লাহর পক্ষ থেকে তাদের পরীক্ষা।

অনেক ইয়াহুদ এ পরীক্ষায় ফেইল করলো। তারা শনিবারে মৎস্য শিকার করে আল্লাহর আযাবে পতিত হয়েছিল। প্রথমে সামান্য কয়েকজন শিকার শুরু করলো। প্রথম প্রথম তারা সরাসরি শিকার করতো না। শনিবারে কিছু মাছকে বিশেষ পদ্ধতিতে জালে আটকিয়ে রাখত এবং পরদিন তুলে আনত। দিনে দিনে অনেক মানুষ শিকারে জড়িয়ে পড়লো। পরে শুরু হলো শনিবারেই তুলে আনা।

তারপর প্রকাশ্যে শিকার শুরু হলে একদল মানুষ বাঁধা দিলো। কিন্তু হারাম উপার্জনকারীর সংখ্যা তখন অনেক বেশী। তাই তারা বাঁধা মানল না। বরং প্রকাশ্যে চ্যালেঞ্জ করে শিকার শুরু করলো।

অগত্যা সৎ ও ধার্মিক মানুষেরা এদের থেকে আলাদা হয়ে নতুন বসতি গড়ে তুলল। আল্লাহ হারাম উপার্জনকারীদের সাজা দিলেন। তাদের রূপ বদল করে বানরে পরিণত করলেন। বানরগুলো মানুষকে চিনত এবং অঝুরে কাঁদত। তিন দিন পর বানর গুলো মারা গেল। (বিস্তারিত জানতে তাফসীরের কিতাবাদি দেখে নিন)

وَ اِذْ قَالَ مُوْسٰى لِقَوْمِهٖۤ اِنَّ اللّٰهَ يَاْمُرُكُمْ اَنْ تَذْبَحُوْا بَقَرَةً ؕ قَالُوْۤا اَتَتَّخِذُنَا هُزُوًا ؕ قَالَ اَعُوْذُ بِاللّٰهِ اَنْ اَكُوْنَ مِنَ الْجٰهِلِيْنَ ﴿٦٧﴾ قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّنْ لَّنَا مَا هِيَ ؕ قَالَ اِنَّهٗ يَقُوْلُ اِنَّهَا بَقَرَةٌ لَّا فَارِضٌ وَّ لَا بِكْرٌ ؕ عَوَانٌۢ بَيْنَ ذٰلِكَ ؕ فَافْعَلُوْا مَا تُؤْمَرُوْنَ ﴿٦٨﴾ قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّنْ لَّنَا مَا لَوْنُهَا ؕ قَالَ اِنَّهٗ يَقُوْلُ اِنَّهَا بَقَرَةٌ صَفْرَآءُ ۙ فَاقِعٌ لَّوْنُهَا تَسُرُّ النّٰظِرِيْنَ ﴿٦٩﴾ قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّنْ لَّنَا مَا هِيَ ۙ اِنَّ الْبَقَرَ تَشٰبَهَ عَلَيْنَا ؕ وَ اِنَّاۤ اِنْ شَآءَ اللّٰهُ لَمُهْتَدُوْنَ ﴿٧٠﴾ قَالَ اِنَّهٗ يَقُوْلُ اِنَّهَا بَقَرَةٌ لَّا ذَلُوْلٌ تُثِيْرُ الْاَرْضَ وَ لَا تَسْقِي الْحَرْثَ ۚ مُسَلَّمَةٌ لَّا شِيَةَ فِيْهَا ؕ قَالُوا الْـٰٔنَ جِئْتَ بِالْحَقِّ ؕ فَذَبَحُوْهَا وَ مَا كَادُوْا يَفْعَلُوْنَ ﴿٧١﴾ وَ اِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادّٰرَءْتُمْ فِيْهَا ؕ وَ اللّٰهُ مُخْرِجٌ مَّا كُنْتُمْ تَكْتُمُوْنَ ﴿٧٢﴾ فَقُلْنَا اضْرِبُوْهُ بِبَعْضِهَا ؕ كَذٰلِكَ يُحْىِ اللّٰهُ الْمَوْتٰى ۙ وَ يُرِيْكُمْ اٰيٰتِهٖ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُوْنَ ﴿٧٣﴾

একটি হত্যাকান্ড ও আশ্চর্য গাভী

পটভূমিঃ মূসা আঃ এর সময়ে বানী-ইসরাঈলে একটি হত্যাকান্ড সংঘটিত হলো। সমাজপতিরা চাচ্ছিল অপরাধীর সাজা হোক। কিন্তু হত্যাকারীকে শনাক্ত করা যাচ্ছিল না। বিষয়টি নিয়ে তারা মূসা আঃ এর দ্বারস্থ হলো। এ ঘটনার বর্ণনা দিয়ে নাযিল হয়েছে..

৬৭. (স্মরণ করো!) যখন মূসা তার জাতিকে বললঃ আল্লাহ তোমাদের আদেশ দিয়েছেন (হত্যাকারীকে সনাক্ত করতে) তোমরা একটি গাভী যবেহ করো। তারা বললঃ আপনি কী আমাদের নিয়ে উপহাস করছেন? মূসা বললঃ জাহিলদের (কাফিরদের) দলভুক্ত হওয়া থেকে আমি আল্লাহর সুরক্ষা কামনা করছি।

ঈমান ও আক্বীদাহঃ আল্লাহ, রাসূল, কুরআন বা দ্বীনি বিষয়াদি নিয়ে উপহাস করা কুফর। ঈমান বিনষ্টকারী মহাপাপ। কোনো মুসলিম এমন করলে তার ঈমান বিনষ্ট হয়ে যাবে এবং সে হয়ে যাবে চিরজাহান্নামী মুনাফিক। এমন কেউ মারা গেলে তাদের জানাযা পড়া বা তাদের জন্য দোয়া করাও নিষিদ্ধ। (দেখুন সূরাহ তাওবাহঃ ৮৪)

৬৮. তারা বললঃ আমাদের হয়ে তোমার প্রভুকে অনুরোধ করো তিনি যেন গাভীটি সম্পর্কে সুস্পষ্ট বর্ণনা দেন। মূসা বললঃ তিনি বলেছেন গাভীটি অধিক বয়স্ক হবে না আর কম বয়সীও না, গাভীটি হবে মধ্য বয়সের। তোমাদের যা বলা হয়েছে করে ফেলো। (অহেতুক প্রশ্ন করো না)

৬৯. তারা বললঃ আমাদের হয়ে তোমার প্রভুকে অনুরোধ করো তিনি যেন গাভীটির রঙয়ের ব্যাপারে সুস্পষ্ট বর্ণনা দেন। মূসা বললঃ তিনি বলেছেনঃ গাভীটি হবে হলুদ, নজরকাড়া উজ্জল রং।

৭০. তারা বললঃ আমাদের হয়ে তোমার প্রভুকে অনুরোধ করো তিনি যেন গাভীটির ব্যাপারে আরও বিস্তারিত বর্ণনা দেন। কারণঃ বিষয়টি এখনো আমাদের কাছে অস্পষ্ট রয়েগেছে। তবে ইন শা-আল্লাহ, আমরা সঠিক পথ পেয়ে যাব।

৭১. মূসা বললঃ তিনি বলেছেন গাভীটি এমন হবে যা চাষাবাদে বা সেচ কাজে ব্যবহৃত হয়নি। গাভীটি হবে সকল প্রকার ত্রুটি ও (রঙ্গের) মিশ্রণ মুক্ত।
তারা বললঃ এতক্ষণে এনেছো আসল সংবাদ। তারা (অনেক তালাশ করে এমন একটি গাভীর সন্ধান পেল এবং) জবেহ করলো, যদিও (অধিক মূল্যের কারণে তাদের মন) চাচ্ছিল না।

৭২. (গাভী জবেহের কারণ ছিল) তোমরা এক ব্যক্তিকে হত্যা করে একে অপরকে দোষারোপ করছিলে। আল্লাহ বের করে দিলেন যা (হত্যাকারীর পরিচয়) তোমরা (হত্যাকারী ও তার সহযোগীরা) গোপন করেছিলে।

৭৩. আমি বললামঃ (হত্যাকারীর পরিচয় বের করতে জবেহকৃত) গাভীর একাংশ দিয়ে মৃত ব্যক্তিকে স্পর্শ করো। (তারা তাই করলো। গাভীর একাংশ দিয়ে স্পর্শ করতেই মৃত ব্যক্তি জীবিত হয়ে হত্যাকারীর নাম বলে আবার মরে গেল) আল্লাহ এভাবেই মৃতকে জীবিত করলেন। দেখালেন তার নিদর্শন, যেন তোমরা অনুভব করো।

জ্ঞাতব্য বিষয় সমূহঃ

১. প্রথমে একটি গাভী জবেহ করার হুকুম ছিল। যেকোনো গাভী জবেহ করলেই হয়ে যেত। কিন্তু অধিক প্রশ্ন করে তারা বিষয়টিকে জটিল করে তুলল। তাই ইসলামী শারীয়া'হ অধিক প্রশ্ন থেকে বারণ করেছে। হাদীছে বলা হয়েছে অধিক প্রশ্ন ও নবী নিয়ে বিরোধ আগেকার জাতিসমূহকে বিভ্রান্ত করেছে।

২. গাভীর খুঁজে বেরিয়েছিল তাদের একটি দল। তারা হঠাৎ দেখতে পেল এক যুবক এমন একটি গাভী নিয়ে বাড়ী ফিরছে। তারা গাভীটি কিনে নিল।

৩. গাভিটি ওজন করে সমপরিমাণ (অন্য মতে ১০গুণ) সোনা দিয়ে তারা গাভীটি কিনেছিল। (কুরতুবী)

৪. বানী-ইসরাঈলে একজন দ্বীনদার সৎ মানুষের একটি পুত্র সন্তান ছিল। লোকটি ছিল গরীব এবং তার ছিল হলুদ রঙ্গের একটি ফুটফুটে বাছুর। একদা সে বাছুরটি জঙ্গলে ছেড়ে দিয়ে বললঃ হে আল্লাহ! আমি এ বাছুরটি আমার ছেলের জন্য তোমার কাছে ওয়াদিয়াহ (চাহিবামাত্র ফিরত দিতে জমা) হিসেবে জমা রাখলাম। ছেলে বড় হলে তুমি গাভীটি তাকে ফিরিয়ে দিও। তারপর লোকটি মারা গেল।

ছেলে বড় হবার পর তার মা একদিন বললঃ তোমার বাবা তোমার জন্য জঙ্গলে একটি গাভী রেখে গেছেন। ছেলে জঙ্গলে গিয়ে ডাক দিলো, চলে এলো হলুদ রঙ্গের তরতাজা একটি গাভী। গাভীটি নিয়ে সে বাড়ি ফিরছিল। এমন সময় দেখা হয় অনুসন্ধানী দলের সাথে। তারা এমনি একটি গাভীর সন্ধান করছিল। তারা যুবকটির কাছ থেকে গাভীটি কিনে নিল। উল্লেখ্য, এ গাভীর প্রতি ইঙ্গিত করে এ সূরার নাম হয়েছে "আল-বাক্বারাহ" অর্থাৎ গাভীটি।

ثُمَّ قَسَتْ قُلُوْبُكُمْ مِّنْۢ بَعْدِ ذٰلِكَ فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ اَوْ اَشَدُّ قَسْوَةً ؕ وَاِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْاَنْهٰرُ ؕ وَاِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَآءُ ؕ وَاِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللّٰهِ ؕ وَمَا اللّٰهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُوْنَ ﴿٧٤﴾

কঠিন অন্তরে ঈমান প্রবেশ করে না

৭৪. এতোকিছু (প্রত্যক্ষ করার) পরও তোমাদের অন্তর কঠিন হয়ে গেল। যেন পাথর অথবা আরও কঠিন। কারণ কোনো কোনো পাথর থেকেও নির্গত হয় ঝর্ণা। কোনোটি ফেটে বেরিয়ে আসে পানি, কোনোটি ধ্বসে পড়ে আল্লাহর ভয়ে। আল্লাহ গাফিল নন তোমাদের কাজ সম্পর্কে।

اَفَتَطْمَعُوْنَ اَنْ يُّؤْمِنُوْا لَكُمْ وَقَدْ كَانَ فَرِيْقٌ مِّنْهُمْ يَسْمَعُوْنَ كَلٰمَ اللّٰهِ ثُمَّ يُحَرِّفُوْنَهٗ مِنْۢ بَعْدِ مَا عَقَلُوْهُ وَهُمْ يَعْلَمُوْنَ ﴿٧٥﴾

তাহ'রীফ

৭৫. (হে মুঅমিনগণ!) তোমরা কী আশা করো, তোমাদের (সাথে সম্পর্কের) কারণে তারা (ইয়াহুদ নাসারা) ঈমান আনবে? অথচ তাদের একদল (উলামা) আল্লাহর কালাম শুনে, বুঝে এবং ইচ্ছাকৃত তাহরীফ করে।

জ্ঞাতব্যঃ তাহরীফ অর্থ বদলে ফেলা। আল্লাহর কালামের শব্দ, অর্থ, মর্ম বা বিশ্লেষণগত পরিবর্তনকে তাহরীফ বলে। আল্লাহর কালামের প্রথম তাহরীফ শুরু করে ইয়াহুদ উলামা সমাজ। আজকাল আমাদের সমাজেও তাহরীফের প্রচলন ব্যাপকভাবে বিস্তৃত হয়েগেছে। আজকাল অনেকেই দলীয় স্বার্থসহ নানা কারণে কুরআন ও হাদীছের অর্থ বদল, মর্ম বদলসহ বিশ্লেষণগত তাহরীফ করে থাকেন।

ঈমান ও আক্বীদাহঃ আল্লাহর কিতাবের তাহরীফ করা কুফর। যারা এমন করে তারা বিভ্রান্ত হয়ে যায়। যারা তাহরীফ করে তাদের ভাগ্যে হেদায়াত জুটে না। (তাহরীফ সম্পর্কে জানতে "কুরআন বুঝার মৌলিক নীতিমালা"র তাহরীফ অধ্যায় দেখে নিন।

وَ اِذَا لَقُوا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا قَالُوْٓا اٰمَنَّا ۚۖ وَ اِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ اِلٰى بَعْضٍ قَالُوْٓا اَتُحَدِّثُوْنَهُمْ بِمَا فَتَحَ اللّٰهُ عَلَيْكُمْ لِيُحَآجُّوْكُمْ بِهٖ عِنْدَ رَبِّكُمْ ؕ اَفَلَا تَعْقِلُوْنَ ﴿۷۶﴾ اَوَ لَا يَعْلَمُوْنَ اَنَّ اللّٰهَ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّوْنَ وَ مَا يُعْلِنُوْنَ ﴿۷۷﴾

তথ্য গোপন

পটভূমিঃ সাধারণত আল্লাহর কিতাবে তাহরীফ করা হয় দলীয় দৃষ্টিভঙ্গিকে সমুন্নত রাখার জন্য। তাহরীফকারীরা আল্লাহর কিতাবকে অন্যভাবে উপস্থাপন করে মানুষকে নিজেদের দলে ভিড়াতে বা দলের ভিতর জমিয়ে রাখতে চেষ্টা করে। তাই তাহরীফকারীরা তাদের অনুসারীদেরকে অন্যদের কাছে যেতে বা অন্যদের কথা শোনতে বারণ করে দেয় এবং এজন্য তারা নানা ফন্দি করে মানুষের ভিতর ভয় ঢুকিয়ে দেয়। যেমন..

- ❖ অমুকের কাছে গেলে ঈমান নষ্ট হয়ে যাবে;
- ❖ অমুকের কথা শোনলে বিভ্রান্ত হয়ে যাবে;
- ❖ অমুকের বই পড়লে সর্বনাশ হয়ে যাবে। ইত্যাদি, ইত্যাদি।

তাহরীফকারীরা তাদের তাহরীফকে বিশেষ জ্ঞান হিসেবে চিহ্নিত করে এবং মনে করে আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট হয়ে এ জ্ঞান তাদের অন্তরে ঢেলে দিয়েছেন। (তারা এর নাম দিয়ে থাকে ইলহাম।) তাহরীফ আসলে কুফর এবং তাহরীফ মানুষকে মুনাফিক বানিয়ে ফেলে। তাহরীফকারীদের ব্যাপারে বলা হচ্ছে..

৭৬. তারা (তাহরীফকারীরা) যখন মুঅমিনদের কাছে আসে তখন বলেঃ আমরাও মুঅমিন (আমরা সবাই এক) আর যখন একে অন্যের সাথে গোপন সাক্ষাত করে তখন একে অপরকে বলেঃ আল্লাহ তোমাদের তরে যেসব (বিশেষ জ্ঞান) উন্মুক্ত করেছেন তোমরা কি এসব (অন্যদের) বলে দিয়েছো? এমন হলে তারা তো প্রভুর সামনে তোমাদের বিপক্ষে দলীল পেয়ে যাবে। তোমরা কী বুঝ না?

তখন ও এখনঃ তখনকার দিনে এমন কথা বলতো দলবাজ ইয়াহুদ উলামা আর এখন এমন কথা বলে আমাদের দলবাজরা।

৭৭. তারা কী জানে না, তারা যা গোপন করে আর যা প্রকাশ করে আল্লাহ সবই জানেন?

وَ مِنْهُمْ اُمِّيُّوْنَ لَا يَعْلَمُوْنَ الْكِتٰبَ اِلَّاۤ اَمَانِيَّ وَ اِنْ هُمْ اِلَّا يَظُنُّوْنَ ﴿۷۸﴾ فَوَيْلٌ لِّلَّذِيْنَ يَكْتُبُوْنَ الْكِتٰبَ بِاَيْدِيْهِمْ ۗ ثُمَّ يَقُوْلُوْنَ هٰذَا مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ لِيَشْتَرُوْا بِهٖ ثَمَنًا قَلِيْلًا ؕ فَوَيْلٌ لَّهُمْ مِّمَّا كَتَبَتْ اَيْدِيْهِمْ وَ وَيْلٌ لَّهُمْ مِّمَّا يَكْسِبُوْنَ ﴿۷۹﴾

জ্ঞানশূন্য আলীম ও মনগড়া ওয়াজ

৭৮. তাদের (বানী-ইসরাঈলের আলীমদের) অনেকেই জ্ঞানশূন্য, তারা (আল্লাহর) কিতাব (এর মর্ম) বুঝে না, শুধু পড়তে পারে। তারা শুধু ধারণা করে (ওয়াজ, নসিহত, ফতোয়া ও ধর্মীয় বিষয়ে উপদেশ দিয়ে) থাকে।

ঈমান ও আক্বীদাহঃ আল্লাহর কিতাব ও রাসূল সাঃ এর হাদীছ সম্পর্কে ভালোভাবে না জেনে ধারণা বা সামাজিক প্রথার উপর ভিত্তি করে ওয়াজ, নসিহত করা অথবা ফতোয়া বা পরামর্শ দেয়া তথা দ্বীনি ব্যাপারে জ্ঞান দেয়া বিভ্রান্তির পথ। যারা এমন করে তারা বিভ্রান্ত।

তখন ও এখনঃ তখনকার দিনে এমন কাজ করতো একদল ইয়াহুদ উলামা আর এখন এমন কাজ করছে উলামা নামধারী আমাদের একদল মানুষ। হাদীছে যাদেরকে বলা হয়েছে "উলামা সূ-" তথা মন্দ আলিম সমাজ।

৭৯. (আল্লাহ বলছেন) ধ্বংস তাদের যারা সামান্য স্বার্থের জন্য (আল্লাহর আয়াতকে তাহরীফ করে নিজের মতামতকে আল্লাহর কথা বলে অপপ্রচার করে। তারা তাফসীরের নামে নিজেদের মতামত) নিজেরা লিখে আর বলে এটা আল্লাহর পক্ষ থেকে আগত। ধ্বংস তাদের যারা এসব লিখে আর ধ্বংস তাদের যারা এমন পাপ করে।

ঈমান ও আক্বীদাহঃ বিভ্রান্তির ৭২ পথের একটি হচ্ছে নিজের বা অন্যের উক্তি বা মতামতকে আল্লাহ বা রাসূলের কথা বলে চালিয়ে দেয়া। সাধারণত কিছু দলবাজ আলীম দলীয় কারণে এমনটি করে থাকেন। যারা এমন করে তারা বিভ্রান্ত হয়ে যায়।

তখন ও এখনঃ তখনকার দিনে এসব কাজ করত একদল ইয়াহুদ আলীম আর এখন এসব জঘন্য কাজ করছেন আমাদের সমাজের আলীম নামধারী একদল মানুষ।

وَ قَالُوْا لَنْ تَمَسَّنَا النَّارُ اِلَّاۤ اَیَّامًا مَّعْدُوْدَةً ؕ قُلْ اَتَّخَذْتُمْ عِنْدَ اللّٰهِ عَهْدًا فَلَنْ یُّخْلِفَ اللّٰهُ عَهْدَهٗۤ اَمْ تَقُوْلُوْنَ عَلَى اللّٰهِ مَا لَا تَعْلَمُوْنَ ﴿۸۰﴾ بَلٰى مَنْ كَسَبَ سَیِّئَةً وَّ اَحَاطَتْ بِهٖ خَطِیْٓـَٔتُهٗ فَاُولٰٓىِٕكَ اَصْحٰبُ النَّارِ ۚ هُمْ فِیْهَا خٰلِدُوْنَ ﴿۸۱﴾ وَ الَّذِیْنَ اٰمَنُوْا وَ عَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ اُولٰٓىِٕكَ اَصْحٰبُ الْجَنَّةِ ۚ هُمْ فِیْهَا خٰلِدُوْنَ ﴿۸۲﴾

দ্বীনি ব্যাপারে মনগড়া উক্তি

৮০. তারা (ইয়াহুদ আলীমগণ) বলেঃ জাহান্নাম আমাদের স্পর্শ করবে না। আর করলেও মাত্র কয়েক দিনের জন্য। জিজ্ঞেস করো, তোমরা কী (এ ব্যাপারে) আল্লাহ থেকে অঙ্গীকার আদায় করে নিয়েছ, যা তিনি ভঙ্গ করতে পারবেন না? না কান্ডজ্ঞানহীন হয়ে আল্লাহর উপর মিথ্যারোপ করছো?

৮১. (জাহান্নাম তোমাদের স্পর্শ করবে না কেন?) অবশ্যই (করবে। শুধু তোমাদের কেন?) যে বা যারা পাপ করে, পাপ যাদেরকে ঘিরে থাকে, তারা অবশ্যই জাহান্নামী হবে, সেখানে তারা চিরদিন থাকবে।

৮২. আর যারা ঈমান আনে এবং (ঈমানের সহিত) সৎকাজ করে তারা হবে জান্নাতী। সেখানে তারা চিরকাল থাকবে।

ঈমান ও আক্বীদাহঃ আল্লাহর উপর মিথ্যাচার করা কুফর। আমাদের সমাজে আল্লাহর উপর মিথ্যাচার করা হয় নানা ভাবে..

❖ আল্লাহ বলেননি এমন কোনো কথাকে আল্লাহর সাথে সম্পৃক্ত করা। যেমন অনেকে বলে থাকেন আল্লাহ নাকি

বলেছেন "বান্দা তোর নাই হুঁশ আমার কি দুষ"। ইত্যাদি।

❖ যা দেওয়ার অধিকার শুধুই আল্লাহর হাতে এমন কোনো কিছুকে নিজের সাথে সম্পৃক্ত করা। যেমন কেউ নিজেকে নবী হিসেবে দাবী করা অথবা এমন দাবী করা যে আমার কাছে ওহী আসে।

❖ যে কথা বলার অধিকার শুধুই আল্লাহর এমন কিছু বলে ফেলা। যেমন নিজের যুক্তি দিয়ে বলা "এটা হারাম বা এটা ফরজ"।

وَ اِذْ اَخَذْنَا مِيْثَاقَ بَنِيْۤ اِسْرَآءِيْلَ لَا تَعْبُدُوْنَ اِلَّا اللّٰهَ وَ بِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا وَّ ذِى الْقُرْبٰى وَ الْيَتٰمٰى وَ الْمَسٰكِيْنِ وَ قُوْلُوْا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَّ اَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ وَ اٰتُوا الزَّكٰوةَ ؕ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ اِلَّا قَلِيْلًا مِّنْكُمْ وَ اَنْتُمْ مُّعْرِضُوْنَ ﴿۸۳﴾

ইহসানঃ সুন্দর ব্যবহার ও সুন্দর কথা

৮৩. আর (স্মরণ করো) যখন আমরা বানী-ইসরাঈল থেকে (কয়েকটি বিষয়ে) অঙ্গীকার নিয়েছিলাম।...

❖ তোমরা আল্লাহ ছাড়া অন্যের ইবাদাত করবে না, (উল্লেখ্য এক আল্লাহর প্রভুত্ব, কর্তৃত্ব ও সার্বভৌমত্ব মেনে নিয়ে বাস্তব জীবনের সকল ক্ষেত্রে এবং সকল বিষয়ে আল্লাহর বিধি-বিধান মেনে নেওয়ার এবং মেনে চলার নাম আল্লাহর ইবাদাত করা। আর আল্লাহ ছাড়া অন্যের প্রভুত্ব, কর্তৃত্ব বা সার্বভৌমত্ব মেনে নেওয়া অথবা আল্লাহর বিধানের বিপরীতে অন্যের বিধান বা নীতিমালা মেনে নেওয়া অথবা আল্লাহর জন্য যা করা হয় অন্যের এমন কিছু করা শিরকের অন্তর্ভুক্ত।)

❖ বাবা-মা আত্মীয়স্বজন ও ইয়াতীম মিসকিনের (তথা সকলের) সাথে ইহসান (সুন্দর আচরণ) করবে।

আর (শোনো! হে আমার বান্দারা!) তোমরা মানুষের সাথে সুন্দর করে কথা বলবে, সালাত কায়েম করবে আর যাকাত আদায় করবে।

এতদসত্ত্বেও তোমরা অল্প কজন ছাড়া বাকি সবাই (আমার সাথে কৃত অঙ্গীকার ভঙ্গ করে কুফরে) ফিরে গিয়েছ, তোমরা (আল্লাহর দ্বীন এবং আল্লাহকে দেয়া অঙ্গীকার থেকে) মুখ ফিরিয়ে নিয়েছ।

জ্ঞাতব্যঃ মহান আল্লাহ সকল বান্দা থেকেই এসব অঙ্গীকার নিয়েছেন। ইসলাম গ্রহণ করার মানেই হচ্ছে মহান আল্লাহর বিধি-বিধান মেনে চলার অঙ্গীকারে আবদ্ধ হওয়া। তাই এসব অঙ্গীকার আমাদের বেলায়ও প্রযোজ্য। আমাদেরকেও এসব অঙ্গীকার পুরণ করতে হবে। আল্লাহর সাথে অঙ্গীকার করে এটা পুরন না করা মহাপাপ আর এটাকে অবজ্ঞা করা বা এটা থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়া কুফর।

وَ اِذْ اَخَذْنَا مِيْثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُوْنَ دِمَآءَكُمْ وَ لَا تُخْرِجُوْنَ اَنْفُسَكُمْ مِّنْ دِيَارِكُمْ ثُمَّ اَقْرَرْتُمْ وَ اَنْتُمْ تَشْهَدُوْنَ ﴿۸۴﴾ ثُمَّ اَنْتُمْ هٰۤؤُلَآءِ تَقْتُلُوْنَ اَنْفُسَكُمْ وَ تُخْرِجُوْنَ فَرِيْقًا مِّنْكُمْ مِّنْ دِيَارِهِمْ تَظٰهَرُوْنَ عَلَيْهِمْ بِالْاِثْمِ وَ الْعُدْوَانِ ؕ وَ اِنْ يَّاْتُوْكُمْ اُسٰرٰى تُفٰدُوْهُمْ وَ هُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ اِخْرَاجُهُمْ ؕ

اَفَتُؤْمِنُوْنَ بِبَعْضِ الْكِتٰبِ وَتَكْفُرُوْنَ بِبَعْضٍ ۚ فَمَا جَزَآءُ مَنْ يَّفْعَلُ ذٰلِكَ مِنْكُمْ اِلَّا خِزْيٌ فِي الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا ۚ وَيَوْمَ الْقِيٰمَةِ يُرَدُّوْنَ اِلٰٓى اَشَدِّ الْعَذَابِ ۗ وَمَا اللّٰهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُوْنَ ﴿٨٥﴾

বিবাদ ও যুদ্ধ বিগ্রহ

৮৪. (হে বানী-ইসরাঈল!) আমি (আল্লাহ) তোমাদের থেকে (আরও যেসব বিষয়ে) অঙ্গীকার নিয়েছি (তা হলো...)

তোমরা পরস্পরে রক্তপাত করবে না এবং তোমরা পরস্পরকে ঘর ছাড়া করবে না। তোমরা এটা (এসব অঙ্গীকারের কথা) স্বীকারও করছো, তোমরাই এর প্রত্যক্ষ সাক্ষী।

আইন ও বিধানঃ পরস্পরে রক্তপাত করা বা একে অন্যের ঘরবাড়ি দখল করা অথবা কাউকে অন্যায় ভাবে তার জায়গা থেকে বিতাড়িত করা মহাপাপ। ইসরাঈলীদের শারীয়া'হ মতেও এটা নিষিদ্ধ ছিল এবং আমাদের শারীয়া'হ মতেও এটা নিষিদ্ধ। কিন্তু ইসরাঈলীরা আল্লাহর এ নিষেধাজ্ঞা অমান্য করে বিভ্রান্ত হয়েছিল আর ঠিক একই পথে বিভান্ত হচ্ছে আজকাল আমাদের কত মানুষ।

৮৫. তারপর তোমরা এমন হয়ে গিয়েছ যে..

- ❖ তোমরা পরস্পরে যুদ্ধ করো,
- ❖ তোমরা একদল অন্যদলকে ঘর ছাড়া করো,
- ❖ পাপ জেনেও অন্যায়ভাবে একে অন্যের বিরুদ্ধে (শত্রুকে) সাহায্য করো,
- ❖ আবার কেউ বন্দী হলে মুক্তিপণ দিয়ে ছাড়িয়েও আনো।

তবে কী তোমরা (আল্লাহর) কিতাবের কিছু মান্য করো আর কিছু অমান্য করো? তোমাদের যারা এমন করবে তাদের পরিণতি দুনিয়ায় লাঞ্ছনা আর আখেরাতে কঠিন আযাব। আল্লাহ বেখবর নন তোমাদের কাজ সম্পর্কে।

জ্ঞাতব্যঃ বানী-ইসরাঈল তথা ইয়াহুদ জাতি আল্লাহর বিধান থেকে বিচ্যুত হয়ে বিভ্রান্ত হয়ে গিয়েছিল। জাতীয় ঐক্য ভঙ্গ করে..

- ❖ তারা দলাদলি করত, যা আল্লাহর কিতাবে সুস্পষ্টভাবে নিষিদ্ধ ছিল,
- ❖ তারা পরস্পরে বিবাদ করত, যা আল্লাহর কিতাবে সুস্পষ্টভাবে নিষিদ্ধ ছিল,
- ❖ তাদের একদল কাফিরদের এক গোত্রের সাথে এবং অন্যদল অন্য গোত্রের সাথে এক জোট হয়ে কাজ করত, এটাও নিষিদ্ধ ছিল,
- ❖ এতে করে কখনো কখনো একদল ইয়াহুদ এ পক্ষ এবং অন্যদল ওই পক্ষ হয়ে যুদ্ধ করত, এটাও নিষিদ্ধ ছিল,
- ❖ যুদ্ধে প্রতিপক্ষের কোনো ইয়াহুদ বন্দি হয়ে এলে (আল্লাহর বিধান মানার জন্য) তারা মুক্তিপণ দিয়ে ছাড়িয়ে দিত।
- ❖ এভাবে তারা কোনো বিষয়ে আল্লাহর বিধান মেনে চলত আর কোনো বিষয়ে জোটের বা মিত্রের বিধান মানতে গিয়ে আল্লাহর বিধান অমান্য করতো।

(উপরের আয়াতে তাদের এসব কাজের নিন্দা করা হয়েছে। আমাদেরও যারা এমন করবে তাদের পরিণতি হবে দুনিয়ায় লাঞ্ছনা আর আখেরাতে কঠিন আযাব।)

ঈমান ও আক্বীদাহঃ আল্লাহর কিতাবের কিছু মানা আর কিছু না মানা কুফর। এমন করলে ঈমান বিনষ্ট হয়ে সকল আ'মাল নিস্ফল ও বরবাদ হয়ে যায়। কোনো মুসলিম এমন করলে সে মুনাফিক হয়ে যায়। মুনাফিক চির

জাহান্নামী। মুনাফিকের জন্য জাহান্নামের নিম্নতম আবাস।

হাদীছের ভাষ্য মতেঃ ইয়াহুদ যত পথে বিভ্রান্ত হয়েছে ঠিক তত পথে বিভ্রান্ত হবে এ উম্মত। হাদীছের কথা আসলেই সত্য। তখন এমন করে বিভ্রান্ত হয়েছিল ইয়াহুদ আর এখন একই পথে বিভ্রান্ত হচ্ছে আমাদের কত মানুষ।

আমাদের যারা এমন করে তারা মুনাফিক হয়ে যায় এবং তাদের ঈমান বিনষ্ট হয়ে সকল আ'মাল নিস্ফল ও বরবাদ হয়ে যায়। মুনাফিক চির জাহান্নামী। বিচার দিনে মুনাফিকের জন্য কেউ শাফায়া'ত করতে পারবে না। মুনাফিক মারা গেলে তার জন্য দোয়া করা এবং তার জানাযায় শরীক হওয়াও নিষিদ্ধ। (দেখুনঃ সূরাহ তাওবাহঃ ৮৪)

أُولَٰئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ فَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمُ الْعَذَابُ وَلَا هُمْ يُنْصَرُونَ ﴿٨٦﴾

আখেরাতের উপর দুনিয়াকে প্রাধান্য দেয়া

৮৬. (যারা আল্লাহর বিধান অমান্য করে পাপের পথে চলে কেবল) তারাই আখেরাতের উপর দুনিয়াকে প্রাধান্য দেয়। (এরা নিক্ষিপ্ত হবে জাহান্নামে) এদের আযাব কমানো হবে না, করা হবে না কোনো সাহায্য।

ঈমান ও আক্বীদাহঃ আখেরাতের উপর দুনিয়াকে প্রাধান্য দেয়া কুফর এবং বিভ্রান্তির অন্যতম পথ। যারা দুনিয়ার জীবনকে আখেরাতের উপর প্রাধান্য দেয় তারা বিভ্রান্ত হয়ে যায়।

وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَقَفَّيْنَا مِنْ بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ ۗ أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَىٰ أَنْفُسُكُمُ اسْتَكْبَرْتُمْ ۚ فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ ﴿٨٧﴾ وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْفٌ ۚ بَل لَّعَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ فَقَلِيلًا مَّا يُؤْمِنُونَ ﴿٨٨﴾

কিছু মানা আর কিছু না মানা

৮৭. আমি মুসাকে কিতাব দিয়েছি। তারপর ধারাবাহিকভাবে পাঠিয়েছি আরও অনেক রাসূল। ঈসা বিন মারইয়ামকে দিয়েছি সুস্পষ্ট অনেক নিদর্শন। রূহ আল-ক্বুদস (জিবরাঈল) দিয়ে তাকে শক্তি যুগিয়েছি। (হে মানুষ!) যখনই কোনো রাসূল তোমাদের কাছে এসেছে এবং তার আনিত বিধান তোমাদের মনমত হয়নি তখনই তোমরা (রাসূলের আনুগত্য না মেনে) দম্ভ করেছ। কোনো কোনো রাসূলকে তোমরা আমান্য করেছ আর কাউকে করেছ হত্যা।

ঈমান ও আক্বীদাহঃ কুরআন বা সুন্নাহর যেসব বিষয় নিজের, নিজ দলের অথবা মসলক, মিনহাজ বা তরীকা মত হবে এসব মানব আর যেসব বিষয় মন মত হবে না এটা মানব না; এমন মন মানসিকতা কুফরেরই নামান্তর।

কিন্তু দুঃখের বিষয়, তখন এমন করত কিছু ইয়াহুদ উলামা আর আজকাল একই পথে এগুচ্ছেন আমাদের অনেকেই।

৮৮. তারা (ইয়াহুদ উলামা) বলেঃ আমাদের অন্তর আবৃত (তাই তোমার কথা আমাদের অন্তরে প্রবেশ

করবে না।) আসলে কুফরের কারণে আল্লাহই তাদের লা'নত করেছেন। ফলে ঈমান তারা কমই আনবে।

লানত পরিচিতিঃ আল্লাহর রহমত থেকে বঞ্চিত করার নাম লা'নত। যাদেরকে লা'নত করা হয় তারা দুনিয়ায় হবে হেদায়াত বঞ্চিত আর আখেরাতে হবে জান্নাত বঞ্চিত।

وَلَمَّا جَآءَهُمْ كِتٰبٌ مِّنْ عِنْدِ اللّٰهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ ۙ وَكَانُوْا مِنْ قَبْلُ يَسْتَفْتِحُوْنَ عَلَى الَّذِيْنَ كَفَرُوْا ۚ فَلَمَّا جَآءَهُمْ مَّا عَرَفُوْا كَفَرُوْا بِهٖ ۚ فَلَعْنَةُ اللّٰهِ عَلَى الْكٰفِرِيْنَ ﴿٨٩﴾

রাসূল সাঃ কে অমান্য করা

৮৯. আর (সবশেষে) এখন তাদের কাছে এসেগেছে আল্লাহর পক্ষ থেকে কিতাব (আল-কুরআন) যা আগেকার বিষয়াদিকে (কিতাব, বিধান ও নবীগণকে) সত্যায়ন করছে।
ইতোপূর্বে তারা (আখেরী নবীর সঙ্গী হয়ে) কাফিরদের উপর বিজয় কামনা করত। আর যখন সে (আখেরী নবী) চলে এলো এবং তারা (ইয়াহুদ আলীমগণ) তাকে চিনতেও পারল। তখন তারা তার সাথে কুফর (তার আদর্শ প্রত্যাখ্যান) করছে। (যারা এমন করে তারা কাফির হয়ে যায়।) আর কাফিরদের উপর আল্লাহর লা'নত।

জ্ঞাতব্যঃ ইয়াহুদ আলীমগণ জানত শেষ যামানায় একজন নবী আসবেন এবং তিনি হবেন বিশ্বনবী। কিন্তু তারা মনে করত যেহেতু তারাই একমাত্র সঠিক তাই বিশ্বনবী হবেন তাদেরই একজন। কিন্তু একজন আরব যখন বিশ্বনবী হয়ে এলেন তারা তাকে চিনেও শুধু দলীয় প্রতিহিংসার কারণে মেনে নিতে পারল না। ঠিক একই অবস্থা হবে আমাদের খালীফাহ মাহদীকে মেনে নেয়ার ব্যাপারে। আমরা মুসলিমরা জানি মাহদী আসবেন এবং মাহদী বিশ্ব বিজয় করবেন। তাই আমরা মাহদীর জন্য অপেক্ষা করছি। মনে মনে ভাবছি মাহদীর সঙ্গী হয়ে বিশ্ব বিজয়ের অংশীদার হব আমরাও।
কিন্তু সমস্যা হলো আমরা আজ নানা দলে বিভক্ত এবং সকল দলই মনে করে তারাই একমাত্র সঠিক আর অন্য সবাই বিভ্রান্ত। তাই তাদের দলের বাইরে অন্য কেউ মাহদী হয়ে আসলে কোনো দলই মেনে নিতে পারবে বলে মনে হয় না।
যেমন মনে করেন..

- ❖ সালাফী বা আহলে হাদীছের কেউ যদি মাহদী হয়ে আসেন তবে কি দেওবন্দি বা বেরলভীরা মেনে নেবে?
- ❖ দেওন্দিদের কেউ মাহদী হলে কি আহলে হাদীছ বা বেরলভীরা মানতে পারবে?
- ❖ বেরলভীদের কেউ মাহদী হলে কি হবে দেওবন্দী বা আহলে হাদীছের অবস্থা?
- ❖ জামায়াতী বা ইখওয়ানী কেউ মাহদী হলে কি হবে সাউদী সালাফীদের?
- ❖ আর জিহাদীদের কেউ মাহদী হয়ে আসলে মানতে পারবে কি জামায়াতী, ইখওয়ানী ও তাবলিগীরা?

بِئْسَمَا اشْتَرَوْا بِهٖٓ اَنْفُسَهُمْ اَنْ يَّكْفُرُوْا بِمَآ اَنْزَلَ اللّٰهُ بَغْيًا اَنْ يُّنَزِّلَ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهٖ عَلٰى مَنْ يَّشَآءُ مِنْ عِبَادِهٖ ۚ فَبَآءُوْ بِغَضَبٍ عَلٰى غَضَبٍ ۭ وَلِلْكٰفِرِيْنَ عَذَابٌ مُّهِيْنٌ ﴿٩٠﴾

.....

দলগত প্রতিহিংসার পরিণাম

পটভূমিঃ সমাজে প্রভাব প্রতিপত্তি ধরে রাখার জন্য ইয়াহুদ আলীমগণ মুহাম্মাদ সাঃকে চিনেও মেনে নেয়নি। কারণ তারা চেয়েছিল আখেরী নবী হবেন তাদেরই একজন। কোনো আরবকে নবী হিসেবে মেনে নিতে তারা মোটেই প্রস্তুত ছিল না। আর এমন করে তারা নিজেকে জাহান্নামের পথে ঠেলে দিয়েছে। তাদের ব্যাপারে নাযিল হয়েছে..

৯০. তারা (ইয়াহুদ আলীমগণ) নিজেদের জীবনের (নিজেদেরকে জাহান্নামে ঠেলে দেবার) বিনিময়ে যা অর্জন করছে এটা বড়ই জঘন্য। আল্লাহ তদীয় বান্দাদের থেকে যাকে পছন্দ করেন তার উপরই অনুগ্রহ (কিতাব) নাযিল করেন (এটাই চিরাচরিত নিয়ম। আর সে হিসেবেই তিনি একজন আরবের উপর কুরআন নাযিল করে তাকে আখেরী নবী বানিয়েছেন। কিন্তু) তারা হিংসাবশত এর বিরোধিতা করে গযবের উপরে গযবে পতিত হয়েছে। (যারা এমন করে তারা কাফির হয়ে যায়) আর কাফিরদের তরে লাঞ্ছনার আযাব।

জ্ঞাতব্যঃ শেষ নবী হিসেবে মুহাম্মাদ সাঃ এর পরিচয় সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়া সত্ত্বেও ইয়াহুদ উলামা সমাজ শুধু গোত্রীয় প্রতিহিংসার কারণে মেনে নিতে পারেনি। গোত্রীয় প্রতিহিংসা এভাবেই ইয়াহুদ উলামা সমাজকে হেদায়াত বঞ্চিত করে রেখেছে। আর আজকাল ঠিক একই ভাবে দলীয় প্রতিহিংসার কারণে হেদায়াত বঞ্চিত হচ্ছে আমাদের কত মানুষ।

وَ اِذَا قِيۡلَ لَهُمۡ اٰمِنُوۡا بِمَاۤ اَنۡزَلَ اللّٰهُ قَالُوۡا نُؤۡمِنُ بِمَاۤ اُنۡزِلَ عَلَيۡنَا وَ يَكۡفُرُوۡنَ بِمَا وَرَآءَهٗ ۚ وَ هُوَ الۡحَـقُّ مُصَدِّقًا لِّمَا مَعَهُمۡ ؕ قُلۡ فَلِمَ تَقۡتُلُوۡنَ اَنۡۢبِيَآءَ اللّٰهِ مِنۡ قَبۡلُ اِنۡ كُنۡتُمۡ مُّؤۡمِنِيۡنَ ﴿۹۱﴾

আল্লাহর কিতাবকে এড়িয়ে চলার বাহানা

৯১. তাদেরকে (ইয়াহুদ আলীমদেরকে) যখন বলা হয়ঃ আল্লাহর নাযিলকৃত কিতাবের উপর ঈমান আনো, (তথা এর বিধি-বিধান মেনে চলো) তখন তারা বলেঃ আমরা শুধু এটাই মানব যা আমাদের প্রতি নাযিল হয়েছে, আর এ ছাড়া কোনো কিছুই আমরা মেনে নেব না। অথচ এটা (এ কুরআন) সঠিক, যা তাদের কিতাবকে সত্যায়ন করছে। (তাদেরকে) জিজ্ঞেস করোঃ তোমরা যদি (তোমাদের প্রতি নাযিলকৃত কিতাব) মেনেই ছিলে তবে কেন আগেকার নবীগণকে হত্যা করেছ..?

জ্ঞাতব্যঃ ঈমানদার হতে হলে আল্লাহর নাযিলকৃত সকল কিতাব এবং আল্লাহর প্রেরিত সকল নবী ও রাসূলকে নীতিগতভাবে মেনে নিতে হয়। নতুবা ঈমান পূর্ণ হয় না। কিন্তু ইয়াহুদ বা খৃষ্টান তাদের কাছে আগত কিতাব ও তাদের প্রতি প্রেরিত নবী ছাড়া অন্য সকল কিতাব ও নবীগণকে মানতে অস্বীকার করে। এমন করে তারা বিভ্রান্তির পথে ধাবিত হয়েছে।

আর আজকাল একই পথে বিভ্রান্ত হচ্ছে আমাদের দলবাজরা। তারা নিজেদের দলীয় কিতাব এবং কুরআন ও হাদীছের দলীয় ব্যাখ্যা ছাড়া আর সব অমান্য করে। অথচ এব্যাপারে সুস্পষ্ট নিয়ম হলোঃ ফিক্বহ, মাযহাব বা বিশ্লেষনগত কারণে একটি ব্যাখ্যার উপর আমল করলেও নীতিগতভাবে দলীলভিত্তিক সকল ব্যাখ্যা, বিশ্লেষণ মেনে নিতে হয়।

وَلَقَدْ جَآءَكُمْ مُّوْسٰى بِالْبَيِّنٰتِ ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِنْۢ بَعْدِهٖ وَاَنْتُمْ ظٰلِمُوْنَ ﴿٩٢﴾

আল্লাহর কিতাবের কোনো বিধান অবজ্ঞা করা কুফর

৯২. মূসা তোমাদের কাছে এসেছিল বায়্যিনাত (সুস্পষ্ট প্রমাণ, নিদর্শন, বিধান) নিয়ে। তা সত্ত্বেও তোমরা (আল্লাহর বিধান অমান্য করে) বাছুরকে (ইলাহ হিসেবে) গ্রহণ করেছিলে, আর (এমন করে) তোমরা জালিম (মুশরিক) হয়ে গিয়েছিলে।

ঈমান ও আক্বীদাহঃ মুঅমিন হতে হলে আল্লাহর কিতাব পুরোটাই মানতে হয়, সবটাই মানতে হয়। এক কিতাব মানা আর অন্যটা না মানা, এক আয়াত মানা অন্য আয়াত না মানা কুফর। এমনকি আল্লাহর কিতাবের সামান্য কিছু অমান্য করলেও কুফর হয়। আর আল্লাহ ছাড়া অন্যকে ইলাহ হিসেবে মেনে নেয়া শিরক। আল্লাহর ইবাদাতের জন্য যা করা হয় অন্যের জন্য এমন কিছু করলেও শিরক হয়। (এ সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে আমাদের ইসলাম শিক্ষা সিলেবাসের ৪র্থ বইয়ের "শিরক" অধ্যায় দেখে নিনি।)

وَاِذْ اَخَذْنَا مِيْثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّوْرَ ؕ خُذُوْا مَآ اٰتَيْنٰكُمْ بِقُوَّةٍ وَّاسْمَعُوْا ؕ قَالُوْا سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا ۗ وَاُشْرِبُوْا فِىْ قُلُوْبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ ؕ قُلْ بِئْسَمَا يَاْمُرُكُمْ بِهٖٓ اِيْمَانُكُمْ اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ ﴿٩٣﴾

ঈমান মানুষকে সৎ হতে শিখায়

৯৩. (হে বানী-ইসরাঈল! স্মরণ করো! আমার বিধান মেনে নেওয়ার জন্য) আমি যখন তোমাদের থেকে অঙ্গীকার নিয়েছিলাম। (এবং অঙ্গীকার আদায়ে ভয় দেখানোর জন্য) তোমাদের (মাথার) উপর তুলেছিলাম পাহাড়। (বলেছিলাম) আমি যা দিয়েছি এটা শক্তভাবে আঁকড়ে ধরো এবং মেনে নাও তাতে যা আছে। তখন তারা (পাহাড় চাপার ভয়ে মুখে) বলেছিলঃ শুনলাম (আর কাজেকর্মে প্রমাণ করেছিলে) মানলাম না। (আল্লাহর বিধান না মানা কুফর) আর এমন কুফরের কারণেই তাদের অন্তরে ঢেলে দেয়া হয়েছিল বাছুর (প্রীতি। বাছুর পূজা করার পরও তারা কি নিজেকে ঈমানদার মনে করে) বলে দাওঃ তোমরা যদি আসলেই ঈমানদার হতে তবে (শিরকে জড়াতে না। কারণ) ঈমান কী করে তোমাদেরকে এমন মন্দকাজের শিক্ষা দেবে!

قُلْ اِنْ كَانَتْ لَكُمُ الدَّارُ الْاٰخِرَةُ عِنْدَ اللّٰهِ خَالِصَةً مِّنْ دُوْنِ النَّاسِ فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ ﴿٩٤﴾ وَلَنْ يَّتَمَنَّوْهُ اَبَدًا ۢ بِمَا قَدَّمَتْ اَيْدِيْهِمْ ؕ وَاللّٰهُ عَلِيْمٌۢ بِالظّٰلِمِيْنَ ﴿٩٥﴾

মৃত্যু কামনা

পটভূমিঃ বনী-ইসরাঈল বলতঃ জাহান্নাম আমাদের স্পর্শ করবে না, কারণ আমরা আল্লাহর প্রিয়ভাজন। আর জান্নাতে শুধু তারাই যাবে যারা ইয়াহুদ বা নাসারা হবে। তাদের এসব মিথ্যা দাবী খন্ডন করে নাযিল হলোঃ (কুরতুবী)

৯৪. (হে নবী! তাদেরকে) বলে দাওঃ আল্লাহর কাছে যদি আখেরাত (জান্নাত) শুধু তোমাদের জন্যই বরাদ্ধ হয় এবং অন্যদের জন্য না হয় তবে তোমরা মৃত্যু কামনা করো যদি সত্য হও।

৯৫. তারা এটা (মৃত্যু কামনা) করতে পারবে না। (কারণ তারা মৃত্যুকে ভয় পায় আর) এমনটি হয়েছে তাদের পাপের প্রভাবে।

জ্ঞাতব্যঃ মানুষের আত্মা পাপপূণ্য বুঝে। পাপিষ্ঠ আত্মা জানে মরণের পর সে জাহান্নামে যাবে। তাই সে মৃত্যুকে ভয় করে। পক্ষান্তরে পূণ্যবান আত্মা জানে মরণের পর সে জান্নাতে যাবে। তাই সে মৃত্যুকে আলিঙ্গন করে।

وَلَتَجِدَنَّهُمْ اَحْرَصَ النَّاسِ عَلٰى حَيٰوةٍ ۛ وَمِنَ الَّذِيْنَ اَشْرَكُوْا ۛ يَوَدُّ اَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرُ اَلْفَ سَنَةٍ ۚ وَمَا هُوَ بِمُزَحْزِحِهٖ مِنَ الْعَذَابِ اَنْ يُّعَمَّرَ ۗ وَاللّٰهُ بَصِيْرٌۢ بِمَا يَعْمَلُوْنَ ﴿٩٦﴾

জীবনের প্রতি অধিক লালায়িত যারা

৯৬. (হে নবী) তুমি অবশ্যই দেখতে পাবে; তারা (পাপিষ্ঠরা) জীবনের প্রতি অন্য সকলের চেয়ে অধিক লালায়িত থাকে, এমনকি মুশরিকদের চেয়েও অধিক। তাদের প্রত্যেকেই চায়; হাজার বছর বেঁচে থাকতে। আর এমন হায়াত পেলেও তারা আযাব থেকে বাঁচতে পারবে না। (কারণ আল্লাহর আযাব থেকে বাঁচতে হলে দীর্ঘ হায়াতের প্রয়োজন হয় না। বরং শুধু তাওবাহ আর ইস্তিগফার করতে হয় যা অতি অল্প সময়েই করা যায় কিন্তু এমন মন-মানসিকতা এদের নেই।) আল্লাহ প্রত্যক্ষ করেন তাদের সকল কাজ।

قُلْ مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِّجِبْرِيْلَ فَاِنَّهٗ نَزَّلَهٗ عَلٰى قَلْبِكَ بِاِذْنِ اللّٰهِ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَهُدًى وَّبُشْرٰى لِلْمُؤْمِنِيْنَ ﴿٩٧﴾ مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِّلّٰهِ وَمَلٰٓئِكَتِهٖ وَرُسُلِهٖ وَجِبْرِيْلَ وَمِيْكٰىلَ فَاِنَّ اللّٰهَ عَدُوٌّ لِّلْكٰفِرِيْنَ ﴿٩٨﴾

ফিরিস্তার সঙ্গে শত্রুতার পরিণাম

পটভূমিঃ কতিপয় ইয়াহুদ একদা রাসূল সাঃকে বললঃ ইতোপূর্বে যত রাসূল এসেছেন উনাদের সকলের কাছে-ই ফিরিস্তা আসতো। আপনার কাছে কোন ফিরিস্তা আসে? রাসূল সাঃ বললেনঃ জীবরাঈল। তারা বললঃ না। জীবরাঈল আমাদের দুশমন। সে যুদ্ধ বিগ্রহ ও আযাব নিয়ে আসে। আপনার কাছে মিকাঈল এলে আমরা ঈমান আনতাম। কারণ তিনি বৃষ্টি ও রহমত নিয়ে আসেন। তাদের এই ঘটনার প্রতি ইঙ্গিত করে নাযিল হলোঃ (কুরতুবী)

৯৭-৯৮. জিবরীল তোমার অন্তরে অবতীর্ণ হয় আল্লাহর বানী নিয়ে, যা আগেকার সকল বিষয়কে সত্যায়নকারী, (বিশ্ববাসীর) পথিকৃৎ এবং মুঅমিনদের জন্য সুসংবাদ। (তারা জীবরাঈলের সাথে শত্রুতা রাখে) বলে দাওঃ যে ব্যক্তি আল্লাহ, আল্লাহর কোনো রাসূল, আল্লাহর কোনো ফিরিস্তা তথা জিবরীল বা মীকাল (মিকাঈল)'এর সাথে শত্রুতা রাখল (সে কাফির হয়ে গেল) আর আল্লাহ কাফিরদের দুশমন।

ঈমান ও আক্বীদাহঃ কোনো ফিরিস্তার সাথে শত্রুতা রাখা কুফর। যে ব্যক্তি কোনো ফিরিস্তার সাথে শত্রুতা রাখল সে কাফির হয়ে গেল। আর সকল কাফির আল্লাহর শত্রু। কারণ তারা আল্লাহর কাছে আত্মসমর্পন করেনি। আল-কুরআন হচ্ছে আগেকার সকল কিছুকে সত্যায়নকারী এক মহান কিতাব। আগেকার যেসব তথ্য ও বিধানকে আল-কুরআন সত্যায়ন করবে এগুলোই সঠিক বলে বিবেচিত হবে আর যেগুলোকে সত্যায়ন করবে না এসব কিছু বাতিল হয়ে যাবে।

وَلَقَدْ اَنْزَلْنَآ اِلَيْكَ اٰيٰتٍۢ بَيِّنٰتٍ ۚ وَمَا يَكْفُرُ بِهَآ اِلَّا الْفٰسِقُوْنَ ﴿٩٩﴾

আল্লাহর বিধান অমান্য করে কারা

৯৯. (হে নবী!) আমি তোমার প্রতি নাযিল করেছি সুস্পষ্ট আয়াত (কিতাব বিধান। এ কিতাব মেনে জীবনযাপন করা মুঅমিনদের ফরজ দায়িত্ব।) আর এটাকে অমান্য করে কেবল পাপিষ্ঠরাই।

ঈমান ও আক্বীদাহঃ আল্লাহর কোনো বিধানকে নীতিগতভাবে অমান্য করা কুফর। কোনো মুসলিম এমন করলে তার ঈমান নষ্ট হয়ে সকল আ'মাল বরবাদ হয়ে যায়। যে মুসলিম এমন করে সে আর মুঅমিন থাকে না। সে হয়ে যায় মুনাফিক।

اَوَكُلَّمَا عٰهَدُوْا عَهْدًا نَّبَذَهٗ فَرِيْقٌ مِّنْهُمْ ۭ بَلْ اَكْثَرُهُمْ لَا يُؤْمِنُوْنَ ﴿١٠٠﴾

ওয়াদা ভঙ্গ মহাপাপ

১০০. তারা (পাপিষ্ঠরা) যখনই কোনো অঙ্গীকারে আবদ্ধ হয় তখন তাদের কেউ কেউ এটা ভঙ্গ করে। (আর ওয়াদা ভঙ্গ মহাপাপ। বিশেষ করে আল্লাহর সাথে কৃত ওয়াদা ভঙ্গ করা কুফর।) বস্তুত তাদের অনেকেই ঈমান আনে না।

وَلَمَّا جَاۗءَهُمْ رَسُوْلٌ مِّنْ عِنْدِ اللّٰهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ نَبَذَ فَرِيْقٌ مِّنَ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتٰبَ ۤ كِتٰبَ اللّٰهِ وَرَاۗءَ ظُهُوْرِهِمْ كَاَنَّهُمْ لَا يَعْلَمُوْنَ ﴿١٠١﴾

যারা আল্লাহর কিতাবকে পিছনে ফেলে রাখে

১০১. আল্লাহর পক্ষ থেকে রাসূল হয়ে এসে (মুহাম্মাদ) যখন তাদের (ইয়াহুদ নাসারাদের) কাছে থাকা বিষয়াদিকে (কিতাব, বিধান ও নবী-রাসূলকে) সত্যায়ন করলো তখন আহলে কিতাবের একদল (আলীম) আল্লাহর কিতাবকে (যেখানে শেষ নবীকে মেনে নেয়ার আদেশ ছিল) পিছনে ফেলে রাখলো, যেন তারা জানেই না।

ঈমান ও আক্বীদাহঃ আল্লাহর কিতাবকে পিছনে ফেলে রাখা, আল্লাহর কিতাবের কোনো কিছু গোপন করা কুফর। যারা এমন করে তাদের ঈমান বিনষ্ট হয়ে সকল আ'মাল বরবাদ হয়ে যায়।

وَاتَّبَعُوْا مَا تَتْلُوا الشَّيٰطِيْنُ عَلٰي مُلْكِ سُلَيْمٰنَ ۚ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمٰنُ وَلٰكِنَّ الشَّيٰطِيْنَ كَفَرُوْا يُعَلِّمُوْنَ النَّاسَ السِّحْرَ ۤ وَمَآ اُنْزِلَ عَلَي الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوْتَ وَمَارُوْتَ ۭ وَمَا يُعَلِّمٰنِ مِنْ اَحَدٍ حَتّٰى يَقُوْلَآ اِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ ۭ فَيَتَعَلَّمُوْنَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُوْنَ بِهٖ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهٖ ۭ وَمَا هُمْ بِضَاۗرِّيْنَ بِهٖ مِنْ اَحَدٍ اِلَّا بِاِذْنِ اللّٰهِ ۭ وَيَتَعَلَّمُوْنَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ ۭ وَلَقَدْ عَلِمُوْا لَمَنِ اشْتَرٰىهُ مَا لَهٗ فِي

الْاٰخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهٖٓ اَنْفُسَهُمْ ۭ لَوْ كَانُوْا يَعْلَمُوْنَ ﴿١٠٢﴾

যাদু

পটভূমিঃ অনেক ইয়াহুদ আলীম যাদুকে বৈধ বলত। তারা মনে করতঃ জীবরাঈল ও মিকাঈল দুই ফিরিস্তা বাবিল শহরে প্রেরিত হয়ে হারুত মারুত পরিচয়ে মানুষকে যাদু শিখিয়েছেন। যে যাদু দ্বারা প্রভাবিত ছিলেন সুলাইমান বিন দাউদ। (আসলে এসব তথ্য সঠিক নয়। বরং সবই ভুল এবং কুসংস্কার)

ইয়াহুদ উলামা বিশ্বাস করত সুলাইমান যাদুকর ছিলেন। রাসূল সাঃ যখন বললেনঃ সুলাইমান আঃ নবী ছিলেন। তখন তারা বললঃ মুহাম্মাদ মনে করে সুলাইমান নবী ছিল। দাউদের ছেলে যাদুকর বৈ কিছুই ছিল না। (কুরতুবী) তাদের এমন বিশ্বাসকে খন্ডন করে নাযিল হলো..

১০২. সুলাইমানের রাজ্যে শয়তানরা যা (যাদুমন্ত্র) পাঠ করত তারা (ইয়াহুদ আলীমগণ এ ব্যাপারে) এটাই মেনে চলছে। আসলে সুলাইমান কুফর (যাদু) করেনি বরং শয়তানরা কুফর (যাদুর প্রচলন) করেছে, তারাই মানুষকে যাদু শিখিয়েছে। বাবিল শহরে হারুত মারুত নামের দুই ফিরিস্তার উপর এটা (যাদু) নাযিল হয়নি।

বিঃ দ্রঃ = আয়াতের এ অংশের অর্থ একাধিক ভাবে করা যায়। ইমাম কুরতুবী উল্লেখিত অর্থকে উত্তম বলেছেন (কারণ ইসলামী শারীয়া'হর মূলনীতির সাথে অর্থটি বেশী সামঞ্জস্যপূর্ণ)

(সঠিক বর্ণনা মতে হারুত মারুত নামে দুই জিন্ন বাবিল শহরে মানুষকে যাদু শিখিয়েছে) তবে কাউকে শিখানোর আগে তারা বলতঃ আমরা তোমাদের জন্য ফিতনাহ (স্বরূপ), তাই তোমরা (যাদু শিখে) কুফর করো না। তাসত্ত্বেও মানুষ এদের থেকে শিখেছে (যাদু), যা ব্যক্তি ও তার সঙ্গীর (স্বামী-স্ত্রীর) মাঝে বিভেদ সৃষ্টি করে। তবে তারা (যাদু দ্বারা) কারো ক্ষতি করতে পারবে না আল্লাহর অনুমোদন ছাড়া। তারা এমন শিক্ষা গ্রহণ করলো যা তাদের শুধু ক্ষতি-ই (ঈমান, আমল ও সমাজকে ধ্বংস) করে, উপকার করে না। তারা অচিরেই জেনে যাবে (যাদুর প্রতিক্রিয়া হিসেবে তাদের ঈমান বিনষ্ট হয়ে সকল আ'মাল নিস্ফল ও বরবাদ হয়েগেছে। ফলে) আখেরাতে তাদের জন্য আর কিছুই অবশিষ্ট নেই। তারা নিজ সত্তার (নিজেকে জাহান্নামে ঠেলে দেয়ার) বিনিময়ে যা গ্রহণ করছে এটা বড়ই জঘন্য কাজ, যদি তারা বুঝতো।

পর্যালোচনাঃ আজকাল অনেকেই যাদু ব্যবহার করেন। কেউ আনন্দ উপভোগের জন্য যাদুর খেলা করেন। অনেকে বশীকরণের জন্য যাদুর আশ্রয় নেন। এভাবে নানা জনে নানা ভাবে যাদু করে থাকেন। আর নিশ্চিত ফল পাবার আশায় অনেক আলীমকেও তাবিজের নামে যাদু ব্যবহার করতে দেখা যায়।

ঈমান আক্বীদাহ বিষয়ে পরিপক্ক জ্ঞানের অভাবে অনেকেই যাদু ও তাবিজের পার্থক্য বুঝেন না। তারা তাবিজ মনে করে যাদু করে থাকেন, যা ঈমান বিনষ্টকারী মহাপাপ। তাই নিম্নে যাদু চিনার কিছু আলামত পেশ করা হলোঃ

- ❖ যাদু আরবীসহ যেকোনো ভাষায় হতে পারে।
- ❖ যাদুর মন্ত্র সহজে বোধগম্য নয়।
- ❖ যাদু লিখতে নানা ধরণের নকশা বা নম্বর ব্যবহার করা হয়।
- ❖ যাদুর জন্য কুরআনের আয়াতকে অন্যভাবে লিখা হয়।
- ❖ প্রতারণার জন্য মধ্যখানে কুরআনের আয়াত ও চার পাশে যাদু লিখা হয়।

- ❖ যাদুর জন্য মানুষ, জিন্ন, শয়তানসহ অনেকের নাম ব্যবহার করা হয়।
- ❖ যাদুর জন্য পশু পাখির রক্ত, চামড়া বা অঙ্গপ্রত্যঙ্গ ব্যবহার করা হয়।
- ❖ যাদুর জন্য মানুষের নখ, চুল বা ব্যবহৃত কাপড় ব্যবহার করা হয়।
- ❖ যাদুকৃত তাবিজ বা বস্তু মাটিতে পুতে রাখা হয়/পানিতে ফেলে দেয়া হয়/পশুপাখিকে খাওয়ানো হয়/গাছে বেঁধে রাখা হয়।

বিঃ দ্রঃ= আমাদের সমাজে রোগব্যাধি থেকে মুক্তি ও সুরক্ষার জন্য তাবিজ ও ঝাড়ফুঁকের রেওয়াজ রয়েছে। তাই এ বিষয়ে শরীয়তের বিধান জেনে রাখা আবশ্যক। কথাটি বিবেচনায় রেখে ঝাড়ফুঁক ও তাবিজ সম্পর্কে জরুরী কিছু বিধান পেশ করা হলো..

- ❖ কোনো দেবতা, দৈত্য, দানব তথা আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো নামে ঝাড়ফুঁক করা শিরক। এমন করলে ঈমান নষ্ট হয়ে সকল ইবাদাত বরবাদ হয়ে যায়। তাই এমন ঝাড়ফুঁক করা ও করানো থেকে বিরত থাকা আবশ্যক। যেমন অনেকেই তাবিজে শয়তানের নাম "বাদূহ" (بدوح) অথবা কুকুরের নাম "ক্বিত্বমীর" (قطمير) ব্যবহার করে থাকেন। কেউ কেউ আবার জীবরাঈল, মিকাঈল, সুলাইমান, ইত্যাদি নাম ব্যবহার করেন।
- ❖ কারো নাম ব্যবহার না করে আজেবাজে কথা বলে যে ঝাড়ফুঁক করা হয় তা শিরক না হলেও পরিত্যাজ্য। আমাদের দেশের ঢোল বাদক কবিরাজ শ্রেণীর বেশীর ভাগ ঝাড়ফুঁকই আজেবাজে কথা দিয়ে করা হয়।
- ❖ কুরআনের আয়াত বা মাসনুন দোয়া ব্যবহার করে ঝাড়ফুঁক হাদিছে প্রমাণিত, এর নাম রুক্বইয়াহ। রুক্বইয়াহ করা সুন্নত।
- ❖ অনিষ্ট থেকে বাঁচার জন্য গাছের জড়ি, মাছের কাটা, পশুর হাড় ইত্যাদি ব্যবহার করা শারীয়া'হ অনুমোদিত নয়। এসব কাজ শিরকের অন্তর্ভুক্ত। এসব বস্তুকে অসিলা হিসেবে ব্যবহার করা ছোট শিরক আর কার্যকর শক্তি হিসেবে ব্যবহার করা বড় শিরক।
- ❖ তাবিজ ব্যবহার ইসলামী সংস্কৃতি নয়। নবী সাঃ বা সাহাবাগণ তাবিজ লিখেননি বা তাবিজ ব্যবহারকে পছন্দ করেননি। তখনকার সময়ে ইয়াহুদ সমাজে তাবিজের প্রচলন ছিল। ইয়াহুদ আলিমগণ তাবিজ লিখত।
- ❖ কুরআনের আয়াত বা মাসনুন দোয়া ছাড়া অন্য কোনোকিছু দিয়ে তাবিজ ব্যবহার করা সাহাবী, তাবিয়ীগণের সর্বসম্মত মতে বৈধ নয়। তাই এমন করা নিন্দনীয় ও ঘৃণিত কাজ।
- ❖ কুরআনের আয়াত দিয়ে তাবিজ ব্যবহার করা অনেকের মতে অবৈধ। কারণ এটা ইসলামী সংস্কৃতি নয়। আর আ'ইশাহ, আব্দুল্লাহ বিন আমর রাঃসহ অনেকের মতে অবৈধ নয়। কারণ কুরআনের আয়াত লিখে সঙ্গে রাখা অবৈধ হবার কোনো নির্দিষ্ট দলীল নেই।

وَلَوْ اَنَّهُمْ اٰمَنُوْا وَاتَّقَوْا لَمَثُوْبَةٌ مِّنْ عِنْدِ اللّٰهِ خَيْرٌ ؕ لَوْ كَانُوْا يَعْلَمُوْنَ ﴿١٠٣﴾

উত্তম প্রতিদান

১০৩. তারা যদি ঈমান আনত এবং তাকওয়া অর্জন করত, তবে আল্লাহ থেকে যে প্রতিদান পেত এটা (দুনিয়ার অর্জন থেকে) অনেক অনেক উত্তম হত, যদি তারা বুঝতো।

জ্ঞাতব্যঃ এ আয়াতে দুটি বিশেষ কথা বলা হয়েছে

১. দুনিয়ার অর্জন থেকে আখেরাতের প্রতিদান অনেক অনেক উত্তম।

২. আখেরাতের প্রতিদান অর্জন করতে হলে দুটি কাজ করতে হবে। যথা..

.....

- ঈমান আনতে হবে।
- তাকওয়া অর্জন করতে হবে।

উল্লেখ্যঃ আল্লাহর দেয়া বিধান ও তথ্যের উপর অবিচল আস্থা ও বিশ্বাস রাখা, সকল প্রকার ত্বাগূতকে বর্জন করা এবং বাস্তব জীবনে আল্লাহর বিধান মেনে চলার নাম ঈমান। আর আল্লাহর ভয়ে কুফর শিরক ও পাপাচার থেকে বিরত থাকার নাম তাকওয়া।

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَقُوْلُوْا رَاعِنَا وَقُوْلُوا انْظُرْنَا وَاسْمَعُوْا ؕ وَلِلْكٰفِرِيْنَ عَذَابٌ اَلِيْمٌ ﴿١٠٤﴾

মানুষকে সম্বোধন করতে শব্দ চয়ন

পটভূমিঃ "রাঈ'না" একটি বহুরূপী শব্দ। এর অর্থ আমাদের রাখাল। নেতা অর্থেও শব্দটি ব্যবহৃত হয়। আবার হিব্রু ভাষায় এটা একটি গালী। রাসূল সাঃকে সম্বোধন করতে কিছু ইয়াহুদ এ শব্দটি ব্যবহার করত। বাহ্যত তারা বুঝাতঃ আমাদের নেতা। আর মনে মনে গালী অর্থে ব্যবহার করে হাসাহাসি করত। তাদের দেখাদেখি কিছু মুসলিমও রাসূল সাঃকে সম্বোধন করতে শব্দটির ব্যবহার শুরু করলেন। এসব বহুরূপী শব্দের ব্যবহার ও অপসংস্কৃতি রহিত করে নাযিল হলো..

১০৪. ওহে যারা ঈমান এনেছো (শোনো! নবীকে সম্বোধন করতে) তোমরা "রাঈ'না" বলবেনা বরং তোমরা বলবেঃ "আমাদের প্রতি লক্ষ্য করুন"। আর তোমরা (তোমাদের রাসূলের কথা) শুনবে (তথা মেনে চলবে ও আনুগত্য করবে। "রাঈনা"র মত বহুরূপী শব্দ ব্যবহার করে নবীকে সম্বোধন করলে নবীর অসম্মান করা হয়। আর নবীকে অসম্মান করা অথবা নবীর আনুগত্য বর্জন করা কুফর।) আর কাফিরদের জন্য যন্ত্রণাদায়ক আযাব।

ঈমান ও আক্বীদাহঃ রাসূল বা ইসলামী কোনো বিধান নিয়ে হাসাহাসি করা, কোনো রাসূলকে গালি দেয়া বা অসম্মান করা কুফর। আর কোনো মুঅমিনকে গালি দেয়া পাপ।

مَا يَوَدُّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْ اَهْلِ الْكِتٰبِ وَلَا الْمُشْرِكِيْنَ اَنْ يُّنَزَّلَ عَلَيْكُمْ مِّنْ خَيْرٍ مِّنْ رَّبِّكُمْ ؕ وَاللّٰهُ يَخْتَصُّ بِرَحْمَتِهٖ مَنْ يَّشَآءُ ؕ وَاللّٰهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيْمِ ﴿١٠٥﴾

আল্লাহর মনোনয়ন

১০৫. আহলে কিতাবের কাফির আর মুশরিকরা চায় না; তোমাদের প্রভুর পক্ষ থেকে তোমাদের (আরবদের/ মুসলিমদের) উপর কোনোকিছু নাযিল হোক। কিন্তু আল্লাহ তার রহমতের (নবুয়তের/ হেদায়াতের/ ইলমের/ কুরআনের) জন্য মনোনীত করেন যাকে খুশী। আল্লাহ মহা-অনুগ্রহশীল।

জ্ঞাতব্যঃ নবুয়ত, হেদায়াত, আল-কুরআন, কুরআনিক জ্ঞান, ইত্যাদি হচ্ছে আল্লাহর বিশেষ রহমত। আল্লাহর রহমত আল্লাহ নিজেই বন্টন করেন। আল্লাহর রহমত বণ্টনে অন্য কারো হাত নেই। তাই আল্লাহর সিদ্ধান্তের বাইরে যাওয়া যাবে না। আল্লাহ যাকে যা দান করেন ওই ব্যাপারে তাই মেনে নিতে হবে।

কিন্তু অনেক মানুষ এটা মেনে নিতে পারে না। তারা নানা ভাবে, নানা ভঙ্গিতে আল্লাহর বন্টনে প্রশ্ন তুলে, যেমনটি

বলা হয়েছে উক্ত আয়াতে। আসলে এমন করা কুফর। তখন যারা এমন করেছে, এখন যারা এমন করছে এবং ভবিষ্যতে যারা এমন করবে তারা সবাই কুফরে জড়িয়ে নিজের ঈমানকে বিনষ্ট করে জাহান্নামের পথে ধাবিত হয়েছে, হচ্ছে এবং হবে।

مَا نَنْسَخْ مِنْ اٰيَةٍ اَوْ نُنْسِهَا نَاْتِ بِخَيْرٍ مِّنْهَآ اَوْ مِثْلِهَا ؕ اَلَمْ تَعْلَمْ اَنَّ اللّٰهَ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيْرٌ ﴿١٠٦﴾

নাসিখ ও মানসূখ বা রহিতকরণ

পটভূমিঃ ইসলাম কিয়ামত পর্যন্ত আগত মানব জাতির জন্য আল্লাহর মনোনীত জীবন-বিধান। অসহায় অবস্থা থেকে ধীরে ধীরে বিশ্ব নেতৃত্বে আসীন হয়েছিল ইসলাম। দীর্ঘ তেইশ বছরে পূর্ণ হওয়া ইসলামী বিধানে সঙ্গত কারণেই মাঝে মাঝে পরিবর্তন আনা হয়েছে। এ পরিবর্তনকে বলা হয় নাসিখ ও মানসুখ। যে আয়াতের বিধান রহিত করে নতুন বিধান জারী করা হয় একে মানসূখ বলে। আর নতুন আয়াতকে বলা হয় নাসিখ।

নাসিখ মানসূখ আল-কুরআনের একটি প্রচলিত নিয়ম। কিন্তু ইসলামের শত্রুরা এটাকে ত্রুটি হিসেবে উপস্থাপন করত। তারা বলতঃ মুহাম্মাদ কাল এক কথা বলে, আজ অন্য কথা। আজ এটা হালাল, কাল হারাম। এ কেমন ধর্ম? তাদের এ ভ্রান্ত চিন্তা খন্ডন করে নাযিল হয়েছে..

১০৬. আমরা (আল্লাহ। অধিক সম্মান বুঝাতে বহুবচন শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে) কোনো আয়াতকে মানসুখ করলে বা ভুলিয়ে দিলে এরচেয়ে উত্তম বা সমান কিছু দিয়ে থাকি। তুমি কি জানো না? আল্লাহ সর্বময় ক্ষমতার মালিক।

(নাসিখ মানসূখ সম্পর্কে জানতে "কুরআন বুঝার মৌলিক নীতিমালা" বইয়ের "নাসিখ মানসূখ" অধ্যায় দেখে নিন)

اَلَمْ تَعْلَمْ اَنَّ اللّٰهَ لَهٗ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ؕ وَمَا لَكُمْ مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ مِنْ وَّلِىٍّ وَّلَا نَصِيْرٍ ﴿١٠٧﴾

কর্তৃত্ব ও বন্ধুত্ব

১০৭. তুমি কি জানো না? আসমানসমূহ ও যমীনের সকল কর্তৃত্ব একমাত্র আল্লাহর। আল্লাহ ছাড়া তোমাদের আর কোনো ওয়ালী নেই, নেই কোনো সাহায্যকারী।

ঈমান ও আক্বীদাহঃ আসলেই আল্লাহ ছাড়া আর কোনো ওয়ালী নেই। আল্লাহই আমাদের একক ওয়ালী একমাত্র ওয়ালী। আমাদের ওয়ালায়াতের সকল কর্তৃত্ব একমাত্র আল্লাহর। তাই আমরা কেবল তাদেরকেই ওয়ালী বানাবো এবং ওয়ালী হিসেবে মেনে নেবো যাদেরকে ওয়ালী বানাতে বা ওয়ালী হিসেবে মেনে নিতে আল্লাহ আমাদেরকে আদেশ দেবেন বা অনুমতি দেবেন। আমরা আল্লাহর বিধান অমান্য করে অন্য কাউকে ওয়ালী বানাবো না। কারণ আল্লাহর বিধানের বিপরীতে গিয়ে অন্যকে ওয়ালী বানানো কুফর। বিষয়টি সম্পর্কে ধারণা দেবার জন্য নিম্নে ওয়ালীর সংজ্ঞা ও সংক্ষিপ্ত বিধান তুলে ধরা হলো..

মানুষ সামাজিক জীব। সমাজবদ্ধ থাকা মানুষের স্বভাব। এক সাথে একই সমাজে বাস করতে গিয়ে অতি স্বাভাবিকভাবেই মানুষ পরস্পরে সম্পর্কে জড়িয়ে পড়ে। একে অপরের আপন হয়ে যায়। এমন সম্পর্ককে বলা হয় বন্ধুত্ব।

ইসলাম সর্বকালীন, সার্বজনীন। ইসলামই মানব জাতির জন্য আল্লাহর মনোনীত একমাত্র জীবনআদর্শ। তাই জীবনের সকল বিষয়ে মৌলিক নীতিমালা ঠিক করে দিয়েছে ইসলাম। বন্ধুত্ব মানব জীবনের একটি গুরুত্বপূর্ণ

বিষয়। তাই ব্যাপারটি এড়িয়ে যায়নি ইসলামী শারীয়া'হ। ইসলামী বিধান মতে বন্ধুত্বের কয়েকটি ধাপ রয়েছে। যথা..

ক. সাধারণ বন্ধু, রাফিক্বঃ রাফিক্ব অর্থ কোমল, নমনীয়। চলার পথে, কর্মক্ষেত্রে বা সমাজের সদস্য হিসেবে অতি স্বাভাবিক ভাবেই মানুষের মাঝে পরস্পরে সম্পর্ক গড়ে উঠে। এক সময়ে এ সম্পর্ক হৃদ্যতায় রূপ নেয়। মানুষ তখন একে অন্যের প্রতি স্বাভাবিকের চেয়ে একটু বেশী কোমল ও নমনীয় হয়ে যায়। এমন সম্পর্কের উপর গড়ে উঠা বন্ধুকে বলা হয় সাধারণ বন্ধু, রাফিক্ব।

খ. বিশ্বস্ত বন্ধু, সাদীক্বঃ সাদীক্ব অর্থ বিশ্বস্ত। ধীরে ধীরে মানুষের সম্পর্ক আরও গভীর হয়। এক পর্যায়ে একে অন্যকে বিশ্বাস করতে শুরু করে। একে অপরকে বিশ্বাস করে নিজের ব্যক্তিগত ব্যাপারেও শামিল করে নেয়। এমন বন্ধুকে বলে সাদীক্ব, বিশ্বস্ত বন্ধু।

রাফিক্ব ও সাদীক্ব এ দুধরনের বন্ধুত্বের মূলভিত্তি মানবতা। মানুষ হিসেবে যে কারো সাথে এমন বন্ধুত্ব হতে পারে। এতে শারীয়া'হ কোনো বাধা নিষেধ আরোপ করেনি।

গ. অন্তরঙ্গ বন্ধু বা আদর্শিক বন্ধু, খালীলঃ খালীল অর্থ অতি আপনজন, একান্ত বন্ধু, অন্তরঙ্গ বন্ধু। দিনে দিনে মানুষের সম্পর্ক আরও গভীর হয়। এক সময় বন্ধুত্বের সম্পর্ক এমন পর্যায়ে পৌঁছে যায় যে, এক বন্ধু অন্য বন্ধুর আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়। এমন অন্তরঙ্গ বন্ধুকে বলে খালীল, একান্ত বন্ধু বা অন্তরঙ্গ বন্ধু। এমন বন্ধুত্বের মূল বিষয় আন্তরিক ভালোবাসা বা একনিষ্ঠ ভালোবাসা। এমন বন্ধুত্ব সবার সাথে করা ভালো নয়। মন্দলোকের সাথে এমন সম্পর্ক করলে বিভ্রান্তির সম্ভাবনাই বেশী। তাই রাসূল সাঃ এমন বন্ধুত্বের ব্যাপারে সাবধান করে দিয়েছেন। বর্ণিত হয়েছেঃ

আবু-হুরাইরাহ রাঃ থেকে বর্ণিত, রাসূল সাঃ বলেছেনঃ মানুষ তার খালীলের আদর্শে আদর্শবান হয়। তাই মানুষ যেন ভেবে দেখে; কাকে সে খালীল বানাবে। (আহমদ, আবু-দাউদ, তিরমিযী। ইমাম নববী বলেছেনঃ হাদীছটি সাহীহ।)

ঘ. ওয়ালীঃ ওয়ালী অর্থ মিত্র, অভিভাবক, দায়িত্বশীল, উত্তরাধিকারী। বন্ধুত্বের সম্পর্ক যখন এমন পর্যায়ে পৌঁছে যায় যে, এক বন্ধু আরেক বন্ধুর দায়ভার নিতে বা বন্ধুর জন্য কোনো ঝামেলায় জড়াতেও দ্বিধা করে না। অর্থাৎ যে বন্ধুত্বের সাথে অভিভাবকত্ব সহ অনেক দায়ভার এসে যায়। এমন বন্ধুকে বলে ওয়ালী।

ওয়ালী ব্যক্তি হতে পারে, পরিবার হতে পারে, সম্প্রদায় হতে পারে, জাতি হতে পারে বা রাষ্ট্র হতে পারে। ওয়ালীর সাথে সামাজিক অভিভাবকত্বও জড়িত। সামাজিক চুক্তি, শান্তি চুক্তি, সামরিক চুক্তি, ইত্যাদির মাধ্যমেও পরস্পরের ওয়ালী হওয়া যায়। ওয়ালী হবার অনেক পদ্ধতি ও সূত্র রয়েছে। যথা...

- ❖ জন্মসূত্রে মানুষ একে অপরের ওয়ালী হয়। যেমনঃ বাপ সন্তানের ওয়ালী হবে যদি সে মুঅমিন হয়।
- ❖ সামাজিকসূত্রে মানুষ একে অপরের ওয়ালী হয়। যেমনঃ স্বামী স্ত্রীর ওয়ালী, সরকার জনতার ওয়ালী (যদি তারা মুঅমিন হয়) এবং এক মুঅমিন অন্য মুঅমিনের ওয়ালী।
- ❖ কোনো কাফির, মুশরিক, নাস্তিক বা মুরতাদ (যতই আপন হোক না কেন) মুঅমিনের ওয়ালী হতে পারবে না।
- ❖ চুক্তির মাধ্যমেও একে অপরকে ওয়ালী বানানো যায়। ব্যক্তি ব্যক্তির সাথে চুক্তি করতে পারবে, এভাবে পরিবার পরিবারের সাথে, সম্প্রদায় সম্প্রদায়ের সাথে, জাতি জাতির সাথে এবং রাষ্ট্র রাষ্ট্রের সাথে চুক্তি করে একে অপরকে ওয়ালী বানাতে পারবে।

ইসলামী বিধানঃ ইসলামী বিধান মতে ওয়ালী হবার বা ওয়ালী বানাবার মূলভিত্তি ঈমান। শুধু ঈমানের ভিত্তিতেই মানুষ একে অপরের ওয়ালী হতে পারবে বা একে অপরকে ওয়ালী বানাতে পারবে। কাফির, মুশরিক বা মুনাফিক কোনো মুঅমিনের ওয়ালী হতে পারে না। এদের সাথে এমন সম্পর্ক রাখা পাপ ও বিভ্রান্তির পথ। প্রকৃত মুঅমিন না হলে আপন বাবা, মা, ভাই, বোনদের সাথেও এমন সম্পর্ক রাখতে বারণ করা হয়েছে। ইরশাদ হচ্ছে..

মুঅমিনগণ! তোমাদের বাবা-মা, ভাইবোন ঈমানের চেয়ে কুফরকে বেশী ভালোবাসলে তোমরা তাদেরকে ওয়ালী বানিও না/ওয়ালী হিসেবে মেনে নিও না। তোমাদের যে কেউ তাদেরকে ওয়ালী বানাবে/ওয়ালী হিসেবে মেনে নিবে সে জালিম (অপরাধী) হিসেবে গণ্য হবে। (৯ তাওবাহঃ ২৩)

সুতরাং...

- ❖ কাফির পিতা মুসলিম সন্তানের ওয়ালী হয় না। তাই মুসলিম সন্তান মারা গেলে কাফির পিতা তার সম্পদের উত্তরাধিকারী পায় না।
- ❖ কাফির সন্তান মুসলিম পিতামাতার ওয়ালী হয় না। মুসলিম পিতামাতা মারা গেলে কাফির সন্তান তাদের সম্পদে অংশ পায় না।
- ❖ কাফির বা মুশরিক স্বামী মুসলিম স্ত্রীর ওয়ালী হয় না। তাই স্বামী মুরতাদ হয়ে গেলে বা কাফিরের স্ত্রী মুসলিম হয়ে গেলে তাদের বিবাহ ভেঙ্গে যায়। এবং এই স্ত্রী তালাক ছাড়াই অন্য মুসলিমকে বিয়ে করতে পারে।

(এ সম্পর্কে জানতে আমাদের ইসলাম শিক্ষা সিলেবাসের ৪র্থ বইয়ে "আল-ওয়ালা ওয়া-ল-বারা" পাঠটি পড়ে নিন)

اَمْ تُرِيْدُوْنَ اَنْ تَسْـَٔلُوْا رَسُوْلَكُمْ كَمَا سُىِٕلَ مُوْسٰى مِنْ قَبْلُ ؕ وَمَنْ يَّتَبَدَّلِ الْكُفْرَ بِالْاِيْمَانِ فَقَدْ ضَلَّ سَوَآءَ السَّبِيْلِ ﴿۱۰۸﴾

যারা ঈমানের বদলে কুফর গ্রহণ করে

পটভূমিঃ মক্কার মুশরিকরা রাসূল সাঃকে মেনে নেয়নি। তারা আল্লাহর নবীকে নানা ভাবে বিরক্ত করত, কথার ছলে আজগুবী সব শর্ত আরোপ করে বিব্রত করত। তাদের এসব শর্তারোপের কথা উল্লেখ করে আল কুরআনে ইরশাদ হচ্ছে..

তারা বললঃ মুহাম্মাদ! আমরা তোমাকে মেনে নেব, যদি (মক্কার) যমীনে প্রবাহিত করো পানির ধারা, নতুবা তোমার জন্য খেজুর ও আঙ্গুরের বাগান (তৈরি করো) এবং এর ফাঁকে ফাঁকে প্রবাহির করো নহর। অথবা (তোমাকে না মানার কারণে) আকাশ ভেঙ্গে আমাদের উপর ফেলে দাও, যেমনটি তুমি মনে করো। নতুবা আল্লাহ ও ফিরিস্তা এনে আমাদের সামনে হাজির করো। অথবা তোমার জন্য সুসজ্জিত অট্টালিকার ব্যবস্থা করো, অথবা আকাশে আরোহণ করো। তোমার আকাশে আরোহণ আমরা বিশ্বাস করব না, যতক্ষণ না পাঠ যোগ্য কিতাব এনে হাজির করবে। (তাদের এসব আজগুবী শর্তারোপের জবাবে নাযিল হয়) বলে দাও! আমার রাব্ব মহিয়ান। আমি একজন মানুষ ও রাসূল বৈ কিছুই নয়" (ইসরাঃ ৯০-৯৩) এছাড়াও তারা নানা সময়ে নানা কথা বলত। তাদের এসব বদ স্বভাবের নিন্দা করে নাযিল হলো..

১০৮. (হে মানুষ!) তোমরা কি তোমাদের রাসূলকে এমন কিছু বলতে চাও যেমন ইতোপূর্বে মূসাকে বলা হয়েছিল (তারা মূসাকে বলেছিলঃ "আমাদেরকে আল্লাহ দেখাও"। আসলে এমন কথা মানুষের ঈমানকে বিনষ্ট করে দেয়। আর) যে ব্যক্তি ঈমানের বদলে কুফর গ্রহণ করে সে সঠিক পথ থেকে বিচ্যুত হয়ে যায়।

وَدَّ كَثِيْرٌ مِّنْ اَهْلِ الْكِتٰبِ لَوْ يَرُدُّوْنَكُمْ مِّنْۢ بَعْدِ اِيْمَانِكُمْ كُفَّارًا ۚ حَسَدًا مِّنْ عِنْدِ اَنْفُسِهِمْ مِّنْۢ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْحَقُّ ۚ فَاعْفُوْا وَاصْفَحُوْا حَتّٰى يَاْتِىَ اللّٰهُ بِاَمْرِهٖ ؕ اِنَّ اللّٰهَ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيْرٌ ﴿۱۰۹﴾

হিংসার পরিণাম

১০৯. (হে মুঅমিনগণ! শোনো!) আহলে কিতাবের অনেকেই একান্ত কামনা করেঃ "ঈমান আনার পর তোমাদেরকে যদি আবার কুফরে ফিরিয়ে নিতে পারত"। সঠিক বিষয় (তথা ইসলামের সত্যতা) তাদের কাছে একেবারেই সুস্পষ্ট হওয়া সত্ত্বেও তারা এমনটি করে শুধুমাত্র প্রতিহিংসার কারণে। তবে তোমরা (এতে বিচলিত না হয়ে) ক্ষমা করবে, উপেক্ষা করবে, যতক্ষণ না আল্লাহ (এ ব্যাপারে) কোনো অধ্যাদেশ জারি করেন। নিশ্চয় আল্লাহ সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী।

জ্ঞাতব্যঃ হিংসা পতনের মূল। হিংসা ইবলিসকে শয়তান বানিয়েছে। আহলে কিতাব তথা ইয়াহুদ ও নাসারা সুস্পষ্টভাবে মুহাম্মাদ সাঃ কে চিনতে পেরেছিল। কিন্তু এতদসত্ত্বেও শুধু নিজেদের প্রতিহিংসার কারণে তাকে মেনে নিতে পারেনি, তার প্রতি ঈমান আনতে পারেনি। আজকালও আমাদের দলবাজদের একই অবস্থা। তারাও অনেক ক্ষেত্রে সত্য কথা এবং সঠিক বিষয় বুঝতে পারে কিন্তু হিংসাবশত মানতে পারে না।

وَ اَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ وَ اٰتُوا الزَّكٰوةَ ؕ وَ مَا تُقَدِّمُوْا لِاَنْفُسِكُمْ مِّنْ خَيْرٍ تَجِدُوْهُ عِنْدَ اللّٰهِ ؕ اِنَّ اللّٰهَ بِمَا تَعْمَلُوْنَ بَصِيْرٌ ﴿۱۱۰﴾

কাজ করো ফল পাবে

১১০. আর তোমরা সালাত কায়েম করবে এবং যাকাত আদায় করবে। আর (শুনো!) তোমরা নিজেদের (আখেরাতের) জন্য যেসব নেকী প্রেরণ করছো, আল্লাহর কাছে সব বিদ্যমান পাবে। আল্লাহ প্রত্যক্ষ করেন তোমাদের সকল কাজ।

সালাত পরিচিতিঃ আরবী মূল শব্দ হলো স্বালাহ এবং এর বহুবচন হলো স্বালাওয়াত। আমাদের সমাজে উর্দু উচ্চারণের সাথে সামঞ্জস্য রেখে বলা হয় সালাত। আরবী অবিধানে সালাহ শব্দের অনেকগুলো অর্থ লিখা হয়েছে এর অন্যতম ৩টি হলো দোয়া, ইবাদাহ ও দ্বীন। সে মতে সালাত কায়েম করার অর্থ দাঁড়ায় মহান আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করা, মহান আল্লাহর এবাদত করা তথা বাস্তব জীবনের সকল ক্ষেত্রে আল্লাহর বিধিবিধান মেনে চলা এবং আল্লাহর দ্বীন কায়েম করা তথা আল্লাহর দেয়া আইন ও বিধানের আলোকে আল্লাহর দেওয়া সমাজ ব্যবস্থা কায়েম করা। আবার কর্তা হিসেবে রহমত, মাগফিরাত এবং দুরুদ অর্থেও সালাত শব্দটি ব্যবহৃত হয়। যেমন..

- ❖ "আল্লাহ বান্দাকে সালাত করেন" এর অর্থ হবে আল্লাহ বান্দার উপর রহমত করেন।
- ❖ "ফিরিস্তা আমাদের জন্য সালাত করেন" এর অর্থ হবে ফিরিস্তা আমাদের জন্য মাগফিরাত কামনা করেন
- ❖ "আমরা আল্লাহর জন্য সালাত করি" এর অর্থ হলো আমরা আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করি, আল্লাহর ইবাদাত করি এবং আল্লাহর দ্বীন মেনে চলি।
- ❖ আমরা রাসূলের উপর সালাত করি এর অর্থ দাঁড়াবে আমরা রাসূলের উপর দুরূদ পাঠ করি।

وَ قَالُوْا لَنْ يَّدْخُلَ الْجَنَّةَ اِلَّا مَنْ كَانَ هُوْدًا اَوْ نَصٰرٰى ؕ تِلْكَ اَمَانِيُّهُمْ ؕ قُلْ هَاتُوْا بُرْهَانَكُمْ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ ﴿۱۱۱﴾ بَلٰى ۟ مَنْ اَسْلَمَ وَجْهَهٗ لِلّٰهِ وَ هُوَ مُحْسِنٌ فَلَهٗۤ اَجْرُهٗ عِنْدَ رَبِّهٖ ۪ وَ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَ لَا هُمْ يَحْزَنُوْنَ ﴿۱۱۲﴾

জান্নাতে কারা যাবে

১১১. তারা (ইয়াহুদ নাসারা) বলেঃ জান্নাতে শুধু তারাই যাবে যারা ইয়াহুদ বা নাসারা হবে। (আসলে) এসব-ই তাদের মনগড়া উক্তি। বলে দাওঃ তোমরা সত্য হলে দলীল উপস্থাপন করো। (দলীল ছাড়া কারো কথা মানা যাবে না। কারণ ইসলামী বিধান মতে দলীলবিহীন কোনো উক্তি গ্রহণযোগ্য নয়।)

১১২. তবে হ্যাঁ.., যে ব্যক্তি নিজেকে আল্লাহর কাছে সমর্পণ করে দিলো সে যদি (এ ব্যাপারে) মুহসিন হয় তবে প্রভুর কাছে থাকবে তার নিশ্চিত প্রতিদান। (যে বা যারা এমন হতে পারবে আখেরাতে) তাদের কোনো ভয় নেই এবং তারা চিন্তিতও হবে না।

জ্ঞাতব্যঃ মুহসিন অর্থ ইহসানকারী আর ইহসান অর্থ সুন্দর করা। নিজের দ্বীন, ইসলাম, আমল, আখলাক্ব, স্বভাব, চরিত্র, ইবাদাত, বন্দেগী, ইত্যাদি সুন্দর করাই ইহসানের মূল বিষয়। আর যে ব্যক্তি তার বাস্তব জীবনে ইহসানের অধিকারী হলো সেই মুহসিন। আসলে ইসলাম একটি পরিপূর্ণ জীবন আদর্শ। ইসলামী আদর্শকে নীতিগতভাবে মেনে নিয়ে অন্তরে লালন করতে হয় এবং বাস্তবজীবনে পালন করতে হয়। আর এমন করতে পারাটাই ইহসান বা ইসলামকে সুন্দর করার মূলকথা।

وَ قَالَتِ الْيَهُوْدُ لَيْسَتِ النَّصٰرٰى عَلٰى شَيْءٍ ۖ وَّ قَالَتِ النَّصٰرٰى لَيْسَتِ الْيَهُوْدُ عَلٰى شَيْءٍ ۙ وَّ هُمْ يَتْلُوْنَ الْكِتٰبَ ؕ كَذٰلِكَ قَالَ الَّذِيْنَ لَا يَعْلَمُوْنَ مِثْلَ قَوْلِهِمْ ۚ فَاللّٰهُ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ فِيْمَا كَانُوْا فِيْهِ يَخْتَلِفُوْنَ ﴿۱۱۳﴾

দলাদলি ও মনগড়া উক্তি

১১৩. ইয়াহুদ বলেঃ "নাসারা কোনো আদর্শের উপর নেই" আর নাসারা বলেঃ "ইয়াহুদ কোনো আদর্শের উপর নেই"। অথচ তারা (উভয় দলই) কিতাব পড়ে। আসলে এমন কথা সাধারণত মূর্খরাই বলে থাকে। তারা যেসব বিষয়ে (আল্লাহ ও রাসূলের কথার সাথে) ভিন্নমত পোষণ করছে কিয়ামতের দিন আল্লাহ সেসব বিষয়ে চূড়ান্ত ফয়সালা দেবেন।

ঈমান ও আক্বীদাহঃ কুরআনে বর্ণিত তথ্যের সাথে ভিন্নমত পোষণ করা কুফর /ঈমান বিনষ্টকারী মহাপাপ। যারা আল-কুরআনের বিপরীতে ভিন্নমত পোষণ করে তাদের ঈমান বিনষ্ট হয়ে সকল আ'মাল বরবাদ হয়ে যায় এবং এরা আর মুঅমিন থাকতে পারে না। বরং মুনাফিক হয়ে চির জাহান্নামী হয়ে যায়। মুনাফিকের জন্য জাহান্নামের নিম্নতম গহ্বর। বিচার দিনে কেউ মুনাফিকের জন্য শাফায়া'ত করতে পারবে না। মুনাফিক মারা গেলে তাদের জন্য দোয়া করা বা তাদের জানাযায় শরীক হওয়াও নিষিদ্ধ। (দেখুন সূরাহ তাওবাহঃ ৮৪)

বিজাতীয় অনুকরণঃ দ্বীন নিয়ে দলাদলি করা এবং জাতির মাঝে বিভক্তি ও বিভাজন তৈরি করে দলে দলে বিভক্ত হয়ে যাওয়া আর এক দল অন্য দলকে আদর্শচ্যুত বা বিভ্রান্ত বলা ইয়াহুদ নাসারাদের স্বভাব এবং বিভ্রান্তির ৭২ পথের একটি। যেসব মুসলিম এমন করে তারা ইয়াহুদ নাসারাদের অনুকরণ করে বিভ্রান্ত হয়ে যাচ্ছে।

وَ مَنْ اَظْلَمُ مِمَّنْ مَّنَعَ مَسٰجِدَ اللّٰهِ اَنْ يُّذْكَرَ فِيْهَا اسْمُهٗ وَ سَعٰى فِيْ خَرَابِهَا ؕ اُولٰٓئِكَ مَا كَانَ لَهُمْ اَنْ يَّدْخُلُوْهَآ اِلَّا خَآئِفِيْنَ ؕ لَهُمْ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ وَّ لَهُمْ فِي الْاٰخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيْمٌ ﴿١١٤﴾

মসজিদে প্রবেশের নিয়ম ও ক্ষতি করার পরিণতি

১১৪. তার চেয়ে বড় পাপিষ্ঠ আর কে, যে আল্লাহর (ঘর) মসজিদে আল্লাহর নাম নেওয়া থেকে (লোকজনকে) বিরত রাখে আর এটাকে অনাবাদ করতে চেষ্টা চালায়? অথচ তাদের উচিত ছিল (আল্লাহর ভয়ে) ভীত হয়ে (বিনীতভাবে মসজিদে) প্রবেশ করা। (যারা আল্লাহর বান্দা বা বান্দীকে আল্লাহর ঘর থেকে বিরত রাখবে) তাদের জন্য দুনিয়ায় লাঞ্ছনা আর আখেরাতে কঠিন আযাব।

জ্ঞাতব্যঃ

- ❖ দলীয় কারণে, মাযহাবগত কারণে, মসলকগত কারণে, মিনহাজগত কারণে, লিঙ্গ বৈষম্যের কারণে বা অন্য কোনো কারণে কোনো মুসলিম পুরুষ বা নারীকে আল্লাহর ঘর থেকে বিরত রাখা মোটেই গ্রহণযোগ্য নয়। যদিও আজকাল অনেকেই এমনটি করে যাচ্ছেন।
- ❖ উল্লেখিত কারণসহ যেকোনো কারণে কোনো মসজিদের ক্ষতি করা অথবা কোনো মসজিদ বন্ধ করে দিতে চাওয়া মহা অন্যায়।
- ❖ মসজিদে প্রবেশ করতে হয় বিনীত ভাবে।

হুঁশিয়ারিঃ = শুধুমাত্র অন্য মাযহাব, অন্য মসলক, অন্য মিনহাজ বা অন্য দল হবার কারণে বা লিঙ্গ বৈষম্যের কারণে যারা মসজিদে প্রবেশে বা কুরআন হাদীছের দারসে বা দ্বীনি আলোচনা করতে বাধা দেয় বা মসজিদে বসেও দম্ভ করে, তারা যেন উক্ত আয়াত নিয়ে ভালোভাবে চিন্তা করে।

হাদীছে বর্ণিত হয়েছে..

عن ابن عمر رضي الله عنه عنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ إِذَا اسْتَأْذَنَتْ أَحَدَكُمْ اِمْرَأَتُهُ إِلَى الْمَسْجِدِ فَلَا يَمْنَعْهَا، وَفِي رواية: **لا تَمْنَعُوا إِمَاءَ الله مَسَاجِدَ الله**، وفي رواية: **ائْذَنُوا لِلنِّسَاءِ بِاللَّيْلِ إِلَى الْمَسَاجِدِ**

ইবন উমর রাঃ থেকে বর্ণিত, নবী সাঃ বলেছেনঃ নারীরা মসজিদে যাবার জন্য তোমাদের কাছে অনুমতি চাইলে তোমরা তাদের মসজিদ থেকে বিরত রেখো না।

অন্য বর্ণনা মতে (রাসূল সাঃ বলেছেনঃ) তোমরা আল্লাহর বান্দীদেরকে আল্লাহর মসজিদ থেকে বিরত রেখো না।

অন্য বর্ণনা মতে (রাসূল সাঃ বলেছেন) রাতেও নারীদেরকে মসজিদে যাবার অনুমতি দিও। (মুসলিমঃ ৪৪২, বুখারীঃ ৫২৩৮)

বিঃ দ্রঃ = উল্লেখিত হাদীছসহ আরও অনেক হাদীছ থেকে বুঝা যায়ঃ নারীদেরকে মসজিদ থেকে বিরত রাখা বা ফিরিয়ে রাখা মোটেই উচিত নয়। যদিও ঘরকে তাদের জন্য উত্তম বলা হয়েছে। বর্ণিত হয়েছে..

ما رواه ابو داود من حديث ابن عمر رضي الله عنهما . قال :قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : **لا تمنعوا نساءكم المساجد وبيوتهن خير لهن** (فهذا الحديث في أصله صحيح، لكن زيادة) وبيوتهن خير لهن (شاذة، **فقد تفرد بها حبيب بن أبي** ثابت عن ابن عمر، وقد روى نافع ومجاهد الحديث دون هذه الزيادة، وهما أوثق من حبيب وأكثر عددا . **فكيف**

.....

وحبيب أصلاً مدلس. وقد روى الحديث بالعنعنة؟ ثم إن هذا الحديث رواه أبو هريرة وعائشة وزيد بن خالد أيضا. دون هذه الزيادة.

আবু-দাউদ এর এক বর্ণায় এসেছে, ইবন উমর রাঃ থেকে বর্ণিত, রাসূল সাঃ বলেছেনঃ তোমরা তোমাদের নারীদেরকে মসজিদ থেকে ফিরিয়ে রেখো না। যদিও ঘর তাদের জন্য উত্তম

উক্ত হাদীছের দুটি অংশ রয়েছে। যথা...

- ❖ তোমরা তোমাদের নারীদেরকে মসজিদ থেকে ফিরিয়ে রেখো না।
- ❖ ঘর তাদের জন্য উত্তম।

সনদ হিসেবে হাদীছটি সাহীহ এবং হাদীছের ১ম অংশ আরও অনেক হাদীছে বর্ণিত হয়েছে। তবে হাদীছের ২য় অংশ "ঘর তাদের জন্য উত্তম" শায তথা অখ্যাত, শুধুমাত্র হাবীব বিন আবু-ছাবিত নামক একজন রাওয়ী এ অংশটুকু বর্ণনা করেছেন। তাই হাদীছের অনেক ইমাম এ অংশের উপর তানক্বীদ করেছেন। তবে অনেকে আবার এর সমাধানও দিয়েছেন।

পর্যালোচনাঃ হাদীছটির ১ম অংশ সুখ্যাত যা আরও অনেক হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত। আর ২য় অংশ অখ্যাত, যা এ বর্ণনা ছাড়া অন্য কোথাও পাওয়া যায়নি। সুতরাং সঠিক ভাবে বিচার করলে হাদীছটির ১ম অংশের গুরুত্ব ২য় অংশ থেকে অনেক বেশী।

আর উভয় অংশকে সমান গুরুত্ব দিলেও ১ম অংশে সুস্পষ্টভাবে নিষেধ করা হয়েছেঃ আমরা যেন আমাদের নারীদেরকে মসজিদ থেকে বিরত না রাখি। সুতরাং ফিক্বহী বিধান মতে রাসূল সাঃ এর নিষেধ হয়ত হারাম হবে অথবা মাকরূহ। অর্থাৎ নারীদেরকে মসজিদ থেকে ফিরিয়ে রাখা হয়ত হারাম হবে নতুবা মাকরূহ। আর হাদীছটির ২য় অংশে আদেশ বা নিষেধ কিছুই নেই। শুধু ঘরকে উত্তম বলা হয়েছে। সকল হাদীছকে বিবেচনায় নিলে বুঝা যায়ঃ মহিলাদেরকে ঘরে থাকার পরামর্শ দেওয়া যাবে কিন্তু মসজিদে আসতে নিষেধ করা যাবে না। (আল্লাহু আ'লাম)

সুতরাং আমাদের সমাজের যারা এ হাদীছকে অপব্যবহার করে হাদীছের ১ম অংশকে সম্পূর্ণরূপে অবজ্ঞা করে এবং এর বিরোধিতা করে ২য় অংশ নিয়ে অতি বাড়াবাড়ি হিসেবে নারীদের মসজিদে গমনকে একেবারে নিষিদ্ধ করে ফেলেছেন, তাদের প্রতি আহ্বান রইল তারা যেন দলীয় গোঁড়ামির উর্দ্ধে উঠে রাসূল সাঃ এর কথা হিসেবে হাদীছটি নিয়ে চিন্তা করেন।

বিঃ দ্রঃ= এ কিতাব একটি তাফসীর গ্রন্থ। এটি কোনো দলীয় কিতাব নয়। এটি হচ্ছে আল্লাহর কালামের বিশ্লেষণ। তাই এখানে দলাদলির উর্দ্ধে থেকে সমষ্টিগত আলোচনাই বাঞ্ছনীয়। সুতরাং আলোচনাটিকে এভাবেই দেখার অনুরোধ রইল।

وَلِلّٰهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ ۚ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللّٰهِ ۗ إِنَّ اللّٰهَ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿١١٥﴾

সালাতের সময় ক্বিবলাহ ভুলে গেলে

পটভূমিঃ একদা সাহাবাগণ যুদ্ধ থেকে ফিরছিলেন। রাত ছিল খুবই অন্ধকার। ইশা সালাতে ক্বিবলাহ ঠিক করা কঠিন ছিল। তাই প্রত্যেকে নিজে চিন্তা করে একদিক ঠিক করে সালাত আদায় করেছেন। সকালে রাসূল সাঃকে জিজ্ঞেস করলে নাযিল হলো.. (কুরতুবী, তিরমিযী)

১১৫. পূর্ব ও পশ্চিম সবই আল্লাহর। তোমরা যেদিকেই মুখ করবে সেদিকেই আল্লাহ আছেন। আল্লাহ সর্ব-উদার, মহাজ্ঞানী।

আইন ও বিধানঃ সঠিকভাবে কিবলাহ নির্ণয় করা সম্ভব না হলে চিন্তা করে এক দিক ঠিক করে নিতে হয়, পরে এটা ভুল প্রমাণিত হলেও কোনো সমস্যা হয় না। সফর অবস্থায় বাহনে বসে নফল সালাত আদায় করা যায়। এতে কিবলাহ ঠিক না থাকলেও সমস্যা হয় না।

وَقَالُوا اتَّخَذَ اللّٰهُ وَلَدًا سُبْحٰنَهٗ ؕ بَلْ لَّهٗ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ؕ كُلٌّ لَّهٗ قٰنِتُوْنَ ﴿١١٦﴾

শিরক

১১৬. তারা (কিছু মানুষ) বলেঃ আল্লাহ সন্তান গ্রহণ করেছেন অথচ তিনি এসবের উর্দ্ধে। বস্তুত আসমানসমূহে এবং যমীনে যা কিছু আছে এ সবই আল্লাহর মালিকানাধীন, সব তাঁর অনুগত (দাস। কেউ সন্তান নয়)

ঈমান ও আক্বীদাহঃ আল্লাহর সাথে সৃষ্টির সম্পর্ক মালিক আর গোলামের। এ সম্পর্কের বাইরে গিয়ে আল্লাহর সাথে কারো আত্মীয়তার বা অন্য কোনো সম্পর্ক স্থাপন করা শিরক। শিরক মহাপাপ। যে ব্যক্তি শিরক করবে তার ঈমান বিনষ্ট হয়ে সকল আ'মাল নিস্ফল ও বরবাদ হয়ে যাবে।

শিরক পরিচিতিঃ শিরক অর্থ শরীক করা, অংশীদার বানানো। আল্লাহর সাথে শিরক নানা ভাবে হয়ে থাকে। যেমন..

- ❖ আল্লাহর ছেলে আছে, মেয়ে আছে বা পরিবার আছে মনে করলে আল্লাহর জাতিসত্ত্বায় শিরক হয়;
- ❖ আল্লাহর ইবাদত করতে যা করা হয় অন্যের জন্য এমন কিছু করলে ইবাদাতে শিরক হয়;
- ❖ আল্লাহর প্রভুত্ব, কর্তৃত্ব ও সার্বভৌমত্বে অন্যকে আল্লাহর মত মনে করলে উলুহিয়্যাতে শিরক হয়;
- ❖ আল্লাহর বিধানের বিপরীতে অন্য কারো বানানো আইন বা বিধান মেনে নিলে রুবুবিয়্যাতে শিরক হয়;
- ❖ আল্লাহর বিচার ও শাসননীতির বিপরীতে অন্যের বিচার বা শাসননীতি মেনে নিলে হাকিমিয়্যাতে শিরক হয়;
- ❖ আল্লাহর কোনো বৈশিষ্ট্যে অন্যকে আল্লাহর সমান বা সমকক্ষ মনে করলে বৈশিষ্ট্যে শিরক হয়;
- ❖ উল্লেখিত শিরকসমূহ হচ্ছে বড় শিরক।
- ❖ আল্লাহ ছাড়া অন্য নামে কসম করলে শিরক হয়;
- ❖ মানুষ থেকে প্রতিদান পাবার জন্য বা আল্লাহ ছাড়া অন্যের সন্তুষ্টির জন্য কোনো সৎকাজ করলে রিয়া হয় এবং রিয়াও এক প্রকার শিরক, হাদীছে রিয়াকে শিরক খাফিয়্য বা গোপন শিরক বলা হয়েছে;
- ❖ কুরআনের আয়াত (বা মাসনূন দোয়া) ছাড়া অন্য কিছু দিয়ে তাবিজ ঝুলালেও শিরক হয়। নীচের ৩টি হচ্ছে ছোট শিরক।

بَدِيْعُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ؕ وَاِذَا قَضٰٓى اَمْرًا فَاِنَّمَا يَقُوْلُ لَهٗ كُنْ فَيَكُوْنُ ﴿١١٧﴾

আল্লাহর কর্ম পদ্ধতি

১১৭. (আল্লাহ হলেন) আসমানসমূহ এবং যমীনের উদ্ভাবক। তিনি যখন কোনো (কাজ করার বা কিছু বানানোর) সিদ্ধান্ত করেন তখন শুধু বলেনঃ "হও" আর হয়ে যায়। (এ জন্য তাঁকে কোনো মেহনত বা পরিশ্রম করতে হয় না)

وَ قَالَ الَّذِيْنَ لَا يَعْلَمُوْنَ لَوْ لَا يُكَلِّمُنَا اللّٰهُ اَوْ تَاْتِيْنَاۤ اٰيَةٌ ؕ كَذٰلِكَ قَالَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ مِّثْلَ قَوْلِهِمْ ؕ تَشَابَهَتْ قُلُوْبُهُمْ ؕ قَدْ بَيَّنَّا الْاٰيٰتِ لِقَوْمٍ يُّوْقِنُوْنَ ﴿۱۱۸﴾

মুর্খদের উক্তি

১১৮. আর যারা কান্ডজ্ঞানহীন মূর্খ হয়ে যায় তারা বলেঃ আল্লাহ কেনো আমাদের সাথে কথা বলেন না অথবা আসে না কেন কোনো নিদর্শন? এদের আগেকার (মুর্খ) লোকজনও এদের মত কথা বলত। এদের (ও ওদের) অন্তর সামঞ্জস্য পূর্ণ। আমি আয়াতকে (কিতাব ও বিধানকে) পরিষ্কারভাবে বর্ণনা করি অটল বিশ্বাসীদের জন্য।

জ্ঞাতব্যঃ দ্বীনি বিধানের বিপরীতে আজগুবী প্রশ্ন উত্থাপন করা কুফর ও বিভ্রান্তি। যারা এমন করে তারা বিভ্রান্ত হয়ে যায়।

اِنَّاۤ اَرْسَلْنٰكَ بِالْحَقِّ بَشِيْرًا وَّ نَذِيْرًا ۙ وَّ لَا تُسْـَٔلُ عَنْ اَصْحٰبِ الْجَحِيْمِ ﴿۱۱۹﴾

জাহান্নামীদের ব্যাপারে জবাবদিহি করতে হবে না

১১৯. (হে নবী!) নিশ্চয় আমি তোমাকে পাঠিয়েছি সঠিক (দ্বীন তথা জীবন আদর্শ) দিয়ে, সাবধানকারী ও সুসংবাদদাতা হিসেবে। (তুমি আল্লাহর বানী সঠিকভাবে পৌঁছে দেবে। এটাই তোমার দায়িত্ব। যারা তোমাকে না মেনে জাহান্নামী হবে তাদের জন্য চিন্তা করো না। কারণ) জাহান্নামীদের ব্যাপারে তোমাকে জবাবদিহি করতে হবে না।

জ্ঞাতব্যঃ আমাদের দায়িত্ব হলো আল্লাহর বানী স্পষ্ট করে পৌঁছে দেওয়া। আল্লাহর দ্বীন গ্রহণ না করে কেউ জাহান্নামে গেলে এজন্য আমাদের জবাবদিহি করতে হবে না।

وَ لَنْ تَرْضٰى عَنْكَ الْيَهُوْدُ وَ لَا النَّصٰرٰى حَتّٰى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ ؕ قُلْ اِنَّ هُدَى اللّٰهِ هُوَ الْهُدٰى ؕ وَ لَئِنِ اتَّبَعْتَ اَهْوَآءَهُمْ بَعْدَ الَّذِيْ جَآءَكَ مِنَ الْعِلْمِ ۙ مَا لَكَ مِنَ اللّٰهِ مِنْ وَّلِيٍّ وَّ لَا نَصِيْرٍ ﴿۱۲۰﴾

মনগড়া কোনোকিছু মেনে নেওয়া কুফর

১২০. (হে নবী! মনে রেখো) ইয়াহুদ ও নাসারা ততক্ষণ তোমার প্রতি সন্তুষ্ট হবে না, যতক্ষণ না তুমি তাদের আদর্শের অনুকরণ করবে। (তাদের) বলে দাওঃ আল্লাহর পথই আসল পথ। (তাই আমরা আল্লাহর পথ বাদ দিয়ে তোমাদের মনগড়া কোনোকিছু মেনে নেব না।) আর (হে আমার বান্দা শুনো) তোমার কাছে সঠিক জ্ঞান (আল-কুরআন) আসা সত্ত্বেও যদি কারো মনগড়া কোনোকিছু মেনে নাও (তবে তুমি বিভ্রান্ত হয়ে যাবে। তখন আল্লাহ তোমাকে সাহায্য করবেন না।) আসলে কোনো ওয়ালী বা সাহায্যকারী নেই আল্লাহ ছাড়া।

ঈমান ও আক্বীদাহঃ আল্লাহর বিধানের বিপরীতে মনগড়া কোনোকিছু মেনে নেওয়া কুফর ও শিরক। কোনো মুসলিম এমন করলে তার ঈমান নষ্ট হয়ে সকল আ'মাল নিস্ফল ও বরবাদ হয়ে যায় আর সে হয়ে যায় চির জাহান্নামী মুনাফিক।

اَلَّذِيْنَ اٰتَيْنٰهُمُ الْكِتٰبَ يَتْلُوْنَهٗ حَقَّ تِلَاوَتِهٖ ؕ اُولٰٓئِكَ يُؤْمِنُوْنَ بِهٖ ؕ وَ مَنْ يَّكْفُرْ بِهٖ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْخٰسِرُوْنَ ﴿١٢١﴾

আল-কুরআনের অধিকার

১২১. (হে মানব জাতি! শুনো) আমরা (আল্লাহ) যাদেরকে কিতাব (আল-কুরআন) দিয়েছি, তারা (রাসূল সাঃএর সাহাবাগণ) এর পূর্ণ হক আদায় করেই এটা পাঠ করছে, তারা এতে ঈমান এনেছে (এর বিধান মেনে নিয়েছে) আর যারা এ কিতাব অমান্য করে তারাই ক্ষতিগ্রস্ত।

জ্ঞাতব্যঃ আমাদের উপর আল-কুরআনের ন্যায়সঙ্গত অধিকার হলোঃ আমরা আল-কুরআনে উল্লেখিত সকল কিছু বিশ্বাস করব এবং বাস্তব জীবনে আল-কুরআনের যাবতীয় বিধি-বিধান মেনে চলবো তথা আল-কুরআনে বর্ণিত আদেশগুলো মেনে চলবো এবং নিষেধগুলো পরিহার করব। যারা এমন করলো তারা আল-কুরআনের অধিকার আদায় করলো, তাই কিয়ামতের দিন আল-কুরআন তাদের পক্ষে অবস্থান নেবে এবং তাদেরকে জান্নাতে পৌঁছে দেবে। যে কথা বলা হয়েছে সূরাহ বাক্বারার ২য় আয়াতে "এটা মুত্তাক্বীদের জন্য হেদায়াত" তথা আল-কুরআন মুত্তাক্বীদেরকে জান্নাতে পৌঁছে দেবে।

আর যারা বাস্তব জীবনে আল-কুরআনের বিধি-বিধান মেনে চলল না; তারা আল-কুরআনকে অকার্যকর বা পঙ্গুকরে রাখল, তারা আল-কুরআনের হক আদায় করলো না বা অধিকার দিলো না। কিয়ামতের দিন এজন্য তাদের বিরুদ্ধে আল্লাহর আদালতে মামলা করা হবে। যে কথা বলা হয়েছে সূরাহ ফুরক্বানের ৩০ তম আয়াতে "(সেদিন উম্মতের বিরুদ্ধে অভিযোগ করে) রাসূল বলবেঃ হে রাব্ব! আমার জাতি এ কুরআনকে পরিত্যাজ্য করে রেখেছিল" (তুমি এর বিচার কর)

হাদীছে বর্ণিত হয়েছে, আবু মালিক আল-আশয়া'রী রাঃ থেকে বর্ণিত, রাসূল সাঃ বলেছেনঃ (বাস্তব জীবনে আল-কুরআন মেনে চললে কিয়ামতের দিন) আল-কুরআন তোমার পক্ষে কার্যকরী দলীল হিসেবে অবস্থান নিবে, নতুবা এটা তোমার বিরুদ্ধে কার্যকরী দলীল হিসেবে অবস্থান নেবে। (মুসলিমঃ ২২৩)

يٰبَنِيْٓ اِسْرَآءِيْلَ اذْكُرُوْا نِعْمَتِيَ الَّتِيْٓ اَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَ اَنِّيْ فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعٰلَمِيْنَ ﴿١٢٢﴾ وَ اتَّقُوْا يَوْمًا لَّا تَجْزِيْ نَفْسٌ عَنْ نَّفْسٍ شَيْـًٔا وَّ لَا يُقْبَلُ مِنْهَا عَدْلٌ وَّ لَا تَنْفَعُهَا شَفَاعَةٌ وَّ لَا هُمْ يُنْصَرُوْنَ ﴿١٢٣﴾

বানী-ইসরাঈলের প্রতি আল্লাহর করুণা

১২২. হে বানী-ইসরাঈল! আমি তোমাদেরকে যেসব নিয়ামত দান করেছি তোমরা এসব স্মরণ করো। আমি বিশ্ববাসীর উপর তোমাদের মর্যাদা দিয়েছি। (আল্লাহ সবচেয়ে বেশী নবী ও রাসূল পাঠিয়েছেন বানী-ইসরাঈল থেকেই, বিশ্বের শাসক হিসেবে সবচেয়ে দীর্ঘ সময় এবং বেশী অঞ্চল শাসন করেছে তারাই।)

১২৩. আর ওই দিনকে ভয় করো, যেদিন কেউ কারো উপকার করতে পারবে না, গ্রহণ করা হবে না বিনিময়, কবুল করা হবে না শাফায়া'ত, করা হবে না কোনো সাহায্য। (শাফায়া'ত সম্পর্কে জানতে বাক্বারার ৪৮তম আয়াত দেখে নিন)

وَاِذِ ابْتَلٰٓى اِبْرٰهٖمَ رَبُّهٗ بِكَلِمٰتٍ فَاَتَمَّهُنَّ ؕ قَالَ اِنِّىْ جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ اِمَامًا ؕ قَالَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِىْ ؕ قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِى الظّٰلِمِيْنَ ﴿١٢٤﴾

ইবরাহীম আঃ এর পরীক্ষা ও পুরস্কার

১২৪. (স্মরণ করো) ইবরাহীমের প্রভু যখন কিছু বিষয়ে ইবরাহীমকে পরীক্ষা করলেন এবং সে সকল বিষয় পূর্ণ করে ফেলল। প্রভু বললেনঃ আমি তোমাকে মানুষের নেতা বানাব। সে বললঃ আমার সন্তানদেরকেও..। প্রভু বললেনঃ পাপিষ্ঠদের জন্য আমার কোনো ওয়াদা নেই।

জ্ঞাতব্যঃ ইবরাহীম আঃ তার সকল সন্তানের জন্য দোয়া করেছিলেন। কিন্তু আল্লাহ যখন বলে দিলেন "পাপিষ্ঠদের ব্যাপারে আমার কোনো ওয়াদা নেই" ইবরাহীম আঃ তখন এমন দোয়া করার জন্য লজ্জিত হয়েছিলেন এবং পরবর্তিতে দোয়ার ব্যাপারে খুব সাবধান হয়ে গেলেন। যে কথা বলা হচ্ছে ১২৬ তম আয়াতে।

وَاِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِّلنَّاسِ وَاَمْنًا ؕ وَاتَّخِذُوْا مِنْ مَّقَامِ اِبْرٰهٖمَ مُصَلًّى ؕ وَعَهِدْنَآ اِلٰٓى اِبْرٰهٖمَ وَاِسْمٰعِيْلَ اَنْ طَهِّرَا بَيْتِىَ لِلطَّآئِفِيْنَ وَالْعٰكِفِيْنَ وَالرُّكَّعِ السُّجُوْدِ ﴿١٢٥﴾

কা'বাহ ও মাক্বামু ইবরাহীম

১২৫. (স্মরণ করো) আমি যখন এ (কা'বাহ) ঘরকে সম্পূর্ণ নিরাপদ এবং মানুষের মিলনকেন্দ্র হিসেবে নির্ধারণ করে দিলাম। আর (শুনো!) তোমরা (তাওয়াফের পর) সালাতের জন্য মাক্বামু ইবরাহীমকে বেছে নিও। আমি ইবরাহীম ও ইসমাঈল থেকে ওয়াদা নিয়েছিঃ তারা যেন তাওয়াফকারী, ই'তিকাফকারী, রুকুকারী ও সিজদাহকারীদের জন্য আমার ঘরকে পরিচ্ছন্ন রাখে।

আইন ও বিধানঃ মক্কাহ নিরাপদ ও শান্তির নগর। এখানে মারামারি বা যুদ্ধ বিগ্রহ বৈধ নয়। আল্লাহর ঘরের রক্ষণাবেক্ষণ করা এবং এখানে আগত লোকদের জন্য সুযোগ তৈরি করে দেওয়া সরকার, সমাজ এবং কমিটির লোকদের কর্তব্য।

وَاِذْ قَالَ اِبْرٰهٖمُ رَبِّ اجْعَلْ هٰذَا بَلَدًا اٰمِنًا وَّارْزُقْ اَهْلَهٗ مِنَ الثَّمَرٰتِ مَنْ اٰمَنَ مِنْهُمْ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ ؕ قَالَ وَمَنْ كَفَرَ فَاُمَتِّعُهٗ قَلِيْلًا ثُمَّ اَضْطَرُّهٗٓ اِلٰى عَذَابِ النَّارِ ؕ وَبِئْسَ الْمَصِيْرُ ﴿١٢٦﴾

মক্কাহবাসীর জন্য ইবরাহীম আঃ এর দোয়া

১২৬. (কা'বাহ পুনঃনির্মাণ সমাপ্ত করে) ইবরাহীম যখন বললঃ হে রাব্ব! এ(মক্কাহ)কে নিরাপদ নগরে পরিণত করো এবং এর অধিবাসীদের থেকে যারা আল্লাহ ও আখেরাতে ঈমান আনবে ফলমূল দিয়ে তাদের রিজক দিও। প্রভু বললেনঃ আর যারা কুফর করবে তাদেরকেও (দুনিয়ার) কিছু উপকরণ দান করবো, পরে (আখেরাতে) তাদেরকে নিক্ষেপ করব জাহান্নামে, যা নিকৃষ্টতম আবাস।

জ্ঞাতব্যঃ নিজের ঈমান না থাকলে কোনো স্থান বা সময় কাউকে জাহান্নাম থেকে বাঁচাতে পারবে না। তাই অমুক জায়গায় মরলে মাফ হয়ে যায়, অমুক দিনে বা অমুক রাতে মরলে খালাস পেয়ে যাবে, এমন ধারনা ভুল। তবে হ্যা! ব্যক্তির ঈমান থাকলে কিছু ফায়দা হতে পারে এবং ফজিলত পেতে পারে, যা অনেক হাদীছ থেকে বুঝা যায়।

وَ اِذْ يَرْفَعُ اِبْرٰهٖمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَ اِسْمٰعِيْلُ ؕ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا ؕ اِنَّكَ اَنْتَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ ﴿١٢٧﴾ رَبَّنَا وَ اجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَ مِنْ ذُرِّيَّتِنَآ اُمَّةً مُّسْلِمَةً لَّكَ ۠ وَ اَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَ تُبْ عَلَيْنَا ۚ اِنَّكَ اَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيْمُ ﴿١٢٨﴾ رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيْهِمْ رَسُوْلًا مِّنْهُمْ يَتْلُوْا عَلَيْهِمْ اٰيٰتِكَ وَ يُعَلِّمُهُمُ الْكِتٰبَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيْهِمْ ؕ اِنَّكَ اَنْتَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ﴿١٢٩﴾

১২৭. (স্মরণ করো! কা'বাহ) ঘরের ভিত্তি স্থাপন করে ইবরাহীম ও ইসমাঈল যখন বললঃ হে রাব্ব! আমাদের (কর্মকে) কবুল করো। নিশ্চয় তুমি সর্বশ্রুতা, মহাজ্ঞানী।

১২৮. হে রাব্ব! আমাদেরকে তোমার কাছে আত্মসমর্পণকারী বানাও। আর আমাদের বংশধর থেকে তৈরি করো তোমার কাছে আত্মসর্পণকারী একটি (মুসলিম) জাতি, (তোমার দাসত্বের) নিয়মনীতি আমাদের শিখিয়ে দাও। আমাদের তাওবাহ কবুল করো। নিশ্চয় তুমি তাওবাহ কবুলকারী, রাহী'ম।

১২৯. হে রাব্ব! তাদের কাছে রাসূল বানিয়ে পাঠিও তাদেরই (মক্কায় বসবাসকারী আরবদেরই) একজনকে, যে তোমার আয়াত পাঠ করবে, তাদের শিখাবে কিতাব ও হিকমাহ (সুন্নাহ) আর তাদের তাযকিয়্যাহ করবে। নিশ্চয় তুমি মহা-পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।

শব্দ পরিচিতিঃ

হিকমাহঃ হিকমাহ অর্থ প্রজ্ঞা, অভিজ্ঞতা, বিচারিক জ্ঞান, বিজ্ঞান, ইত্যাদি। শব্দটি আল কুরআনে জ্ঞান, প্রজ্ঞা, নবুয়্যাহ, শারীয়া'হ, সুন্নাহ ইত্যাদি অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। কিন্তু আজকাল শব্দটির অপব্যবহার করা হয় খুবই বেশী। আজকাল অনেকে কুরআন সুন্নাহ ও শারীয়া'হ বিরোধী কাজ করেন এবং এসব কাজকে হিকমাহ বলে অপপ্রচার করে থাকেন।

তাযকিয়্যাহঃ তাযকিয়্যাহ অর্থ বিশুদ্ধকরণ, শুদ্ধিকরণ, পরিচ্ছন্নকরণ, সত্যায়ন করা, পাপমুক্ত করা, ইত্যাদি। আল কুরআনের অনেক আয়াতে শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে।

- ❖ তাফসীর জালালাইনে এর অর্থ লিখা হয়েছে অন্তরকে "শিরকমুক্ত করা"
- ❖ তাফসীর কুরতুবীতে এর অর্থ লিখা হয়েছে..

১. অন্তর দিয়ে ঈমান আনা;
২. অন্তরকে কুফর, শিরক ও পাপ মুক্ত করা;
৩. সম্পদের যাকাত আদায় করা।

তাযকিয়্যাহর ৩টি শ্রেণী বা ধাপ রয়েছে। যথাঃ

১ম শ্রেণীর তাযকিয়্যাহ হচ্ছে নিজের ঈমানকে যাবতীয় কুফর শিরক থেকে বিশুদ্ধ ও পরিচ্ছন্ন রাখা। এ ধরণের তাযকিয়্যাহ করা এবং এজন্য প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখা ফরজ। নিজেকে কুফর শিরক থেকে পরিচ্ছন্ন রাখতে না পারলে কুফর বা শিরকে জড়িয়ে ঈমান বিনষ্ট হয়ে সকল আ'মাল বরবাদ হয়ে যাবে। তখন আর মুঅমিন থাকা

যাবে না। বরং মুনাফিক হয়ে চির জাহান্নামী হতে হবে।

আল কুরআনে সূরাহ বাক্বারাহর ১২৯ এবং ১৫১তম আয়াতে, সূরাহ আ-ল ই'মরানের ১৬৪তম আয়াতে, সূরাহ ফাতিরের ১৮তম আয়াতে, সূরাহ জুমুয়া'হর ২য় আয়াতে এবং সূরাহ নাযিয়াতের ১৮তম আয়াতে এ ধরণের তাযকিয়্যাহর কথা বলা হয়েছে।

২য় শ্রেণীর তাযকিয়্যাহ হচ্ছে নিজের আমালকে বিশুদ্ধ ও পরিচ্ছন্ন রাখা। এ ধরণের তাযকিয়্যাহর জন্য প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখা ফরজ। কাবীরাহ গুনাহ থেকে বেঁচে থাকতে না পারলে মানুষ কাবীরাহ গোনায় জড়িয়ে ফাসিক হয়ে যায়। তখন তার আখেরাত অনিশ্চিত হয়ে যায়। এ ধরণের তাযকিয়্যাহর কথা বলা হয়েছে সূরাহ বাক্বারার ১৭৪ এবং আ-ল ই'মরানের ৭৭তম আয়াতে।

৩য় শ্রেণীর তাযকিয়্যাহ হচ্ছে নিজের অন্তরকে সকল প্রকার পাপ ও বদ অভ্যাস থেকে বিশুদ্ধ ও পরিচ্ছন্ন রাখা তথা নিজেকে সম্পূর্ণ দোষমুক্ত মনে করা, যা মানুষের পক্ষে সম্ভব নয়। এটা কেবল আল্লাহর পক্ষেই সম্ভব। সূরাহ নাজম এর ৩২ তম আয়াতে এ ধরণের তাযকিয়্যাহর কথা বলা হয়েছে।

তাযকিয়্যাহর সঠিক পদ্ধতিঃ ১ম শ্রেণীর তাযকিয়্যাহর জন্য আল্লাহর কালাম এবং রাসূল সাঃএর সুন্নাহ অধ্যায়ন করতে হবে এবং কুরআন সুন্নাহর নীতিমালা মেনে নিজের ঈমানকে কুফর শিরক থেকে মুক্ত করতে হবে এবং মুক্ত রাখতে হবে। এটাই হবে ১ম শ্রেণীর তাযকিয়্যাহর সঠিক পদ্ধতি। মুঅমিন হতে হলে এতোটুকু তাযকিয়্যাহ করতেই হবে।

আর ২য় শ্রেণীর তাযকিয়্যাহর জন্য আল্লাহর কালাম এবং রাসূল সাঃ এর সুন্নাহ অধ্যায়ন করতে হবে এবং কুরআন সুন্নাহর নীতিমালা মেনে মানব জীবনকে যাবতীয় পাপাচার, হিংসা বিদ্বেষ, দম্ভ অহমিকা সহ সকল প্রকার অবৈধ কামনা বাসনা থেকে পরিচ্ছন্ন করার এবং পরিচ্ছন্ন রাখার প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখতে হবে। এটাই হবে ২য় শ্রেণীর তাযকিয়্যাহর সঠিক পদ্ধতি।

মুঅমিন হতে হলে এতোটুকু প্রচেষ্টা করতেই হবে। তবে এ ধরণের চূড়ান্ত তাযকিয়্যাহ হবে পরকালে। মহান আল্লাহ মানুষের পাপ সমূহ মোচন করে মানুষকে এমন তাযকিয়্যাহ দান করবেন। ৩য় শ্রেণীর তাযকিয়্যাহ মানুষের পক্ষে সম্ভব নয়। কেবল আল্লাহই পারেন মানুষকে পাপমুক্ত করতে এবং পাপ মুক্ত রাখতে। তাই এজন্য আল্লাহর কাছে দোয়া করতে হবে।

একটি ভুলের অবসানঃ আমাদের সমাজের কিছু ভন্ডপীর তাযকিয়্যাহ শব্দ ব্যবহার করে লোকজনকে বুঝায় পীরের কাছে মুরিদ হয়ে তাদের বানানো তরিকা মেনে মারিফত ও তরিকতের নামে মনগড়া যিকির ও অযিফা পাঠ করা এবং পীর থেকে সনদ ও ইজাজত নিয়ে সমাজে পীরের খালীফাহ (প্রতিনিধি) হিসেবে কাজ করা।

وَمَنْ يَّرْغَبُ عَنْ مِّلَّةِ اِبْرٰهٖمَ اِلَّا مَنْ سَفِهَ نَفْسَهٗ ؕ وَلَقَدِ اصْطَفَيْنٰهُ فِى الدُّنْيَا ۚ وَاِنَّهٗ فِى الْاٰخِرَةِ لَمِنَ الصّٰلِحِيْنَ ﴿١٣٠﴾ اِذْ قَالَ لَهٗ رَبُّهٗۤ اَسْلِمْ ۙ قَالَ اَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ﴿١٣١﴾

আল্লাহর কাছে আত্মসমর্পণ-ই ইবরাহীম আঃ এর আদর্শ

পটভূমিঃ দুনিয়াতে যত নবী ও রাসূল এসেছিলেন সবাই শিরকের বিরোধিতা করেছেন, সবাই তাওহীদের কথা বলেছেন, তাওহীদের পক্ষে কাজ করেছেন। তবে তাওহীদের জন্য ইবরাহীম আঃ এর ত্যাগ ও কুরবানী ছিল অপরিসীম। জীবনের ঝুঁকি নিয়েও তাওহীদের দাওয়াতে অবিচল থাকা এবং শিরকের বিরুদ্ধে কঠিন অবস্থান নেওয়াই ইবরাহীম আঃ এর আদর্শ হিসেবে খ্যাতি ও পরিচিতি পেয়েছে। আর এ আদর্শই তাওহিদী আদর্শ হিসেবে খ্যাত এবং আখেরাতে মুক্তির একমাত্র উপায়। তাই এ আদর্শে অবিচল থাকা বিজ্ঞ ও জ্ঞানী লোকদের কাজ। আর

এ আদর্শ থেকে বিরত থাকা মূর্খতা। ইরশাদ হচ্ছে..

১৩০. ইবরাহীমের আদর্শ থেকে বিমুখ হয় শুধু নির্বোধ লোকেরাই। আমি এ দুনিয়ায় তাকে মনোনীত করেছি আর আখেরাতে সে সৎলোকদের একজন।

১৩১. তার প্রভু যখন তাকে বলেছেনঃ "আত্মসমর্পণ করো"। সে তৎক্ষণাৎ বলেছেঃ "আমি রাব্বুল-আ'লামীনের কাছে আত্মসমর্পণ করলাম"।

জ্ঞাতব্যঃ ইসলাম অর্থ আত্মসমর্পণ। আল্লাহর বিধানের কাছে আত্মসমর্পণ-ই ইসলামের মূল শিক্ষা এবং এটাই ইবরাহীম আঃ এর আদর্শ তথা তাওহীদের মূলকথা।

وَوَصّٰى بِهَآ اِبْرٰهٖمُ بَنِيْهِ وَيَعْقُوْبُ ؕ يٰبَنِيَّ اِنَّ اللّٰهَ اصْطَفٰى لَكُمُ الدِّيْنَ فَلَا تَمُوْتُنَّ اِلَّا وَاَنْتُمْ مُّسْلِمُوْنَ ﴿١٣٢﴾

নিজ সন্তানদের প্রতি ইবরাহীম ও ইয়াকুব আঃ এর উপদেশ

১৩২. ইবরাহীম ও ইয়াকুব নিজ সন্তানদের উপদেশ দিয়ে বলেছিলঃ ছেলেরা! আল্লাহ তোমাদের জন্য এ দ্বীনকে মনোনীত করেছেন। সুতরাং মুসলিম না হয়ে যেন তোমাদের মৃত্যু না হয়।

اَمْ كُنْتُمْ شُهَدَآءَ اِذْ حَضَرَ يَعْقُوْبَ الْمَوْتُ ۙ اِذْ قَالَ لِبَنِيْهِ مَا تَعْبُدُوْنَ مِنْۢ بَعْدِيْ ؕ قَالُوْا نَعْبُدُ اِلٰهَكَ وَ اِلٰهَ اٰبَآئِكَ اِبْرٰهٖمَ وَاِسْمٰعِيْلَ وَاِسْحٰقَ اِلٰهًا وَّاحِدًا ۚ وَّنَحْنُ لَهٗ مُسْلِمُوْنَ ﴿١٣٣﴾

১৩৩. ইয়াকুবের মৃত্যুকালে তোমরা কি সেখানে উপস্থিত ছিলে? সে যখন তার সন্তানদের বললঃ আমার পর তোমরা কার ইবাদাত করবে? তারা বললঃ যিনি তোমার ইলাহ, তোমার পূর্ব পুরুষ ইবরাহীম, ইসমাইল ও ইসহাকের ইলাহ এবং একমাত্র ইলাহ, আমরা শুধু তারই ইবাদাত করব, আমরা তার কাছেই আত্মসমর্পণ করব।

ইলাহ ও ইবাদাত পরিচিতিঃ যার ইবাদাত করা হয় তিনি হলেন ইলাহ। আমাদের ইলাহ হলেন একমাত্র আল্লাহ তাই আমরা শুধুই এক আল্লাহর ইবাদাত করব। আর এক আল্লাহর প্রভুত্ব, কর্তৃত্ব ও সার্বভৌমত্ব মেনে নিয়ে বাস্তব জীবনের সকল ক্ষেত্রে এবং সকল বিষয়ে আল্লাহর বিধি-বিধান মেনে নেওয়ার ও চলার নাম আল্লাহর ইবাদাত করা। আর আল্লাহ ছাড়া অন্যের প্রভুত্ব, কর্তৃত্ব বা সার্বভৌমত্ব মেনে নেওয়া অথবা আল্লাহর বিধানের বিপরীতে অন্যের বিধান বা নীতিমালা মেনে নেওয়া অথবা আল্লাহর জন্য যা করা হয় অন্যেও জন্য এমন কিছু করা শিরক।

تِلْكَ اُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ ۚ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُمْ مَّا كَسَبْتُمْ ۚ وَلَا تُسْـَٔلُوْنَ عَمَّا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ﴿١٣٤﴾

কাউকে কারো জন্য জবাবদিহি করতে হবে না

১৩৪. ওই জাতি গত হয়ে গেছে। তাদের অর্জন তাদের আর তোমাদের অর্জন তোমাদের। তাদের কাজের জন্য তোমাদেরকে জবাবদিহি করতে হবে না। (তাই সবাই নিজের চিন্তা করো এবং নিজের দোষ অনুসন্ধান করো, অন্যের দোষ খুঁজে সময় নষ্ট করো না)

وَقَالُوْا كُوْنُوْا هُوْدًا اَوْ نَصٰرٰى تَهْتَدُوْا ؕ قُلْ بَلْ مِلَّةَ اِبْرٰهٖمَ حَنِيْفًا ؕ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ ﴿١٣٥﴾

দ্বীন পালনের একমাত্র পদ্ধতি; হানীফ পদ্ধতি

১৩৫. তারা (ইয়াহুদী ও খ্রিষ্টানরা) বলেঃ ইয়াহুদ বা নাসারা হয়ে যাও, হেদায়াত পাবে। বলে দাওঃ না, (ইয়াহুদ বা নাসারা নয়) বরং হানীফ পদ্ধতিতে ইবরাহীমের আদর্শ (আঁকড়ে থাকাই হেদায়াতের একমাত্র পথ।) আর (মনে রেখো!) সে মুশরিক ছিল না।

জ্ঞাতব্যঃ ইবরাহীম আঃ এর আদর্শ হচ্ছে হানীফ পদ্ধতিতে আল্লাহর কাছে আত্মসমর্পণ করা। আরবী "হানীফ" শব্দের অর্থ হচ্ছেঃ সকল নীতি আদর্শ বিসর্জন দিয়ে একটিমাত্র নীতি ও আদর্শ মেনে চলা। তাই "হানীফ পদ্ধতি" বলে বুঝানো হয়েছে "মানব রচিত ও মনগড়া সকল নীতি আদর্শ ও বিধিবিধান বাদ দিয়ে একমাত্র জীবন আদর্শ হিসেবে ইসলামী নীতি আদর্শ ও বিধি-বিধান মেনে চলা। অর্থাৎ মানবরচিত সকল নীতি, আদর্শ ও মতবাদ বিসর্জন দিয়ে এক আল্লাহর কাছে আত্মসমর্পণ করে এককভাবে আল্লাহর দ্বীন মেনে চলাকে বলা হয় হানীফ। যে বা যারা এমন হতে পারবে সেই আসল মুসলিম। পক্ষান্তরে যে বা যারা মানবরচিত কোনো দর্শন, আদর্শ, বিধিবিধান বা নীতিমালা মেনে নেবে বা মেনে চলবে সে মুশরিক। মুশরিক আল্লাহর ক্ষমা থেকে চিরতরে বঞ্চিত। মুশরিক চির জাহান্নামী।

قُوْلُوْٓا اٰمَنَّا بِاللّٰهِ وَمَآ اُنْزِلَ اِلَيْنَا وَمَآ اُنْزِلَ اِلٰٓى اِبْرٰهٖمَ وَاِسْمٰعِيْلَ وَاِسْحٰقَ وَيَعْقُوْبَ وَالْاَسْبَاطِ وَمَآ اُوْتِىَ مُوْسٰى وَعِيْسٰى وَمَآ اُوْتِىَ النَّبِيُّوْنَ مِنْ رَّبِّهِمْ ۚ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ اَحَدٍ مِّنْهُمْ وَنَحْنُ لَهٗ مُسْلِمُوْنَ ﴿١٣٦﴾ فَاِنْ اٰمَنُوْا بِمِثْلِ مَآ اٰمَنْتُمْ بِهٖ فَقَدِ اهْتَدَوْا ۚ وَاِنْ تَوَلَّوْا فَاِنَّمَا هُمْ فِىْ شِقَاقٍ ۚ فَسَيَكْفِيْكَهُمُ اللّٰهُ ۚ وَهُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ ﴿١٣٧﴾

হেদায়াত ও ঈমানের নমুনা

১৩৬. (হে মুসলিমগণ! তোমরা ইয়াহুদী খ্রিষ্টানদের মত কথা বলো না। বরং) তোমরা বলোঃ আমরা ঈমান এনেছি আল্লাহর উপর আর যা নাযিল হয়েছে আমাদের প্রতি এবং যা নাযিল হয়েছে ইবরাহীম, ইসমাইল, ইসহাক, ইয়াকুব ও অন্যান্য নবীগণের উপর আর যা দেওয়া হয়েছে মূসা, ঈসা ও অন্য নবীকে। আমরা (সকল নবীকে মানি) কাউকে কারো থেকে আলাদা করি না। আমরা তাঁর (আল্লাহর) কাছে আত্মসমর্পণ করেছি। (এটাই ঈমানের নমুনা, এভাবেই ঈমান আনতে হয় এবং এভাবেই ঈমান এনেছিলেন রাসূল সাঃ এর সাহাবাগণ)

১৩৭. (তাই রাসূল সাঃ এর সাহাবাগণকে উদ্দেশ্য করে আল্লাহ বলছেন) আর তোমরা যেভাবে (উল্লেখিত নিয়ম মেনে সকল কিতাবের উপর) ঈমান এনেছ, তারা (পরবর্তী লোকেরা) যদি সেভাবে ঈমান আনে তবে তারাও হিদায়াত পাবে। আর যে বা যারা (এভাবে ঈমান আনা থেকে) বিমুখ হয়ে যাবে (মনে করবে) তারা বিরোধিতায় রত। তবে (হে নবী! এ জন্য চিন্তা করো না) তোমার জন্য আল্লাহই যথেষ্ট। তিনি সর্বশ্রোতা, মহাজ্ঞানী।

ঈমান ও আক্বীদাহঃ উপরের আয়াতে কিতাবের উপর ঈমানের নমুনা বর্ণনা করা হয়েছে। বলা হয়েছে মুহাম্মাদ, মূসা, ঈসা ও অন্যান্য নবীগণের উপর যে সব বড় বড় কিতাব বা গ্রন্থ নাযিল করা হয়েছে এসকল কিতাবের উপর ঈমান আনতে হবে এবং সাথে সাথে বলা হয়েছে ইবরাহীম, ইসমাইল, ইসহাক, ইয়াকুব ও অন্যান্য নবীগণের উপর যে সব স্বাহীফাহ বা পুস্তিকা নাযিল হয়েছে এসবের উপরও ঈমান আনতে হবে। আর এটাই হলো আল্লাহর কিতাবের উপর ঈমানের নমুনা।

জ্ঞাতব্যঃ রাসূল সাঃএর যুগ ছিল ইসলামের স্বর্ণযুগ। কিয়ামত পর্যন্ত আগত সকলের জন্য এ যুগ ছিল আদর্শ যুগ। এ যুগের মুসলিমগণ তথা রাসূল সাঃ এর সাহাবাগণ হচ্ছেন ঈমানের নমুনা। তারা যেভাবে ঈমান এনেছিলেন, যেভাবে ইসলাম মেনেছিলেন আমাদেরকে এভাবেই মানতে হবে। এটাই হেদায়াতের একমাত্র পথ। এ আয়াতে একথাই বলা হয়েছে।

কিন্তু দুঃখের বিষয় আজকাল অনেক মানুষ নতুন নতুন দল তৈরি করে নতুন নতুন আক্বীদাহর নামে সাহাবাদের আদর্শ থেকে বিচ্যুত হয়ে যাচ্ছেন। আজকাল সমাজের যারা স্বঘোষিত ভাবে ইসলামের ঠিকাদার বনে বসে আছেন উনাদের কাজ-কর্মের অনেক কিছুই সাহাবাদের সাথে মিলে না। তারপরও উনারা নিজেদেরকে হক্কানী, ওলি আউলিয়ার পথ, সহীহ আকিদাহ, ইত্যাদি বলে অপপ্রচার করে থাকেন।

صِبْغَةَ اللّٰهِ ۚ وَمَنْ اَحْسَنُ مِنَ اللّٰهِ صِبْغَةً ۖ وَّنَحْنُ لَهٗ عٰبِدُوْنَ ﴿١٣٨﴾

আল্লাহর আদর্শ

১৩৮. (হে মানুষ! তোমরা সবাই) আল্লাহর আদর্শ (গ্রহণ করবে। কারণ এটাই একমাত্র সঠিক আদর্শ) আল্লাহর আদর্শের চেয়ে উত্তম আদর্শ আর কারো হতে পারে? আর (তোমরা বলবে যে) আমরা (নবী, সাহাবী ও মুসলিমগণ) শুধু তাঁরই দাসত্ব করি।

ঈমান ও আক্বীদাহঃ একমাত্র আল্লাহর আদর্শই সঠিক আদর্শ। আল্লাহর আদর্শের বাইরে গিয়ে মানুষের মনগড়া মতবাদ, আদর্শ, বিধান বা নীতিমালাকে আল্লাহর দ্বীনের চেয়ে উত্তম বা সমান মনে করা কুফর।

قُلْ اَتُحَآجُّوْنَنَا فِى اللّٰهِ وَهُوَ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ ۚ وَلَنَآ اَعْمَالُنَا وَلَكُمْ اَعْمَالُكُمْ ۚ وَنَحْنُ لَهٗ مُخْلِصُوْنَ ﴿١٣٩﴾

আল্লাহকে নিয়ে বিবাদ

১৩৯. (মহান আল্লাহ আদেশ দিচ্ছেন) বলো! (হে মানুষ) তোমরা আল্লাহকে নিয়ে আমাদের সাথে বিবাদ করছ? অথচ তিনি আমাদের রাব্ব, তোমাদের রাব্ব তথা সকলের রাব্ব। (তবে শোনো! তোমরা বিবাদ করলেও আমরা বিবাদ করবো না। কারণ) আমাদের কর্ম আমাদের আর তোমাদের কর্ম তোমাদের। আমরা ভেজালমুক্ত ভাবে শুধুই আল্লাহর জন্য (দ্বীন পালন করে থাকি)

জ্ঞাতব্যঃ আল্লাহকে নিয়ে বিবাদ করা মহাপাপ। যে পাপ মানুষকে কুফর পর্যন্ত পৌঁছে দিতে পারে। আসলে আল্লাহকে নিয়ে বিবাদ নয় বরং আল্লাহর কাছে আত্মসমর্পণ করে হানীফ পদ্ধতিতে নির্ভেজালভাবে আল্লাহর দ্বীন মেনে চলাই ইসলামের মূল শিক্ষা।

اَمْ تَقُوْلُوْنَ اِنَّ اِبْرٰهٖمَ وَاِسْمٰعِيْلَ وَاِسْحٰقَ وَيَعْقُوْبَ وَالْاَسْبَاطَ كَانُوْا هُوْدًا اَوْ نَصٰرٰى ؕ قُلْ ءَاَنْتُمْ اَعْلَمُ اَمِ اللّٰهُ ؕ وَمَنْ اَظْلَمُ مِمَّنْ كَتَمَ شَهَادَةً عِنْدَهٗ مِنَ اللّٰهِ ؕ وَمَا اللّٰهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُوْنَ ﴿١٤٠﴾

নবী রাসূল নিয়ে বিবাদ

১৪০. (হে বানী-ইসরাঈল) তোমরা বলছোঃ ইবরাহীম, ইসমাইল, ইসহাক, ইয়াকুব ও অন্যান্য নবীগণ ইয়াহুদ বা নাসারা ছিল? (আসলে এসবই তাদের মিথ্যাচার।) তাদের জিজ্ঞেস করোঃ তোমরা বেশী জানো, না আল্লাহ বেশী জানেন? (আসলে ওরা জেনে-বুঝে নবীদের ব্যাপারে মিথ্যা বলছে এবং তথ্য গোপন করছে।) ওই ব্যক্তির চেয়ে বড় পাপিষ্ঠ আর কে, যে আল্লাহ থেকে পাওয়া শাহাদাহ (তথ্য) গোপন করে? আল্লাহ বে-খবর নন তোমাদের কাজ সম্পর্কে।

ঈমান ও আক্বীদাহঃ আল্লাহ, রাসূল বা আল্লাহর কিতাব নিয়ে তর্ক করা বিভ্রান্তির পথ। যারা এমন করে তারা বিভ্রান্ত হয়ে যায়।

تِلْكَ اُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ ۚ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُمْ مَّا كَسَبْتُمْ ۚ وَلَا تُسْـَٔلُوْنَ عَمَّا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ﴿١٤١﴾

সবাই নিজ নিজ কর্মফল ভোগ করবে

১৪১. ওই জাতি গত হয়ে গেছে। তাদের অর্জন তাদের আর তোমাদের অর্জন তোমাদের। তাদের কাজের জন্য তোমাদেরকে জবাবদিহি করতে হবে না।

আইন ও বিধানঃ নিজের কাজের জন্য নিজেই দায়ী। একের পাপের বোঝা অন্যের উপর চাপানো যাবে না। এক ব্যক্তির পাপের দায় অন্য ব্যক্তি নেবে না। এক পরিবারের পাপের দায় অন্য পরিবারের উপর চাপানো যাবে না, এক জাতির পাপের দায় অন্য জাতির উপর চাপানো যাবে না। এটাই ইনসাফ ও ন্যায় বিচারের দাবী।

সূরাহ বাক্বারাহ | পারা : ২

سَيَقُوْلُ السُّفَهَآءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلّٰىهُمْ عَنْ قِبْلَتِهِمُ الَّتِيْ كَانُوْا عَلَيْهَا ؕ قُلْ لِّلّٰهِ الْمَشْرِقُ وَ الْمَغْرِبُ ؕ يَهْدِيْ مَنْ يَّشَآءُ اِلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ ﴿١٤٢﴾

ক্বিবলাহ বদল ও নির্বোধ মানুষের উক্তি

পটভূমিঃ ইসলামী শারীয়া'হ দীর্ঘ ২৩ বছরে পূর্ণতা লাভ করেছে। কোনো বিষয়ে নতুন বিধান নাযিল হবার আগে রাসূল সাঃ সাধারণত বানী-ইসরাঈলের নিয়ম নীতি মেনে চলতেন।

বানী-ইসরাঈলের ক্বিবলাহ ছিল জেরুছালেম(জেরুজালেম) শহরে অবস্থিত মাসজিদ আক্বস্বা। ইসলামে সালাতের বিধান চালু হলে রাসূল সাঃ জেরুছালেমের প্রতি মুখ করে সালাত আদায় করতেন। মক্কাতে তিনি কা'বাহ ও আক্বস্বা উভয় মসজিদকে সামনে রেখে সালাতে দাড়াতেন। কিন্তু মদীনাহ যাবার পর এটা আর সম্ভব হলো না। তাই মাসজিদ আক্বস্বাকে ক্বিবলাহ বানিয়ে সালাত আদায় করতে লাগলেন।

কিন্তু কা'বাহর প্রতি তার প্রবল ভালোবাসা ছিল। তিনি মনেপ্রাণে কামনা করতেনঃ কা'বাহ যদি ক্বিবলাহ হত। তার কামনা মাঝে মাঝে আশায় রুপান্তরিত হত এবং এ আশা এত প্রবল হত যে, তিনি মনে করতেন হয়ত এ আদেশ নিয়ে এখনি নেমে আসছেন জীবরাঈল। এমন আশায় মাঝে মাঝে তিনি আকাশের দিকে তাকাতেন। এভাবে কেটে যায় ১৬/১৭টি মাস।

একদিন সত্যই ক্বিবলাহ বদলের আদেশ এলো। রাসূল সাঃ মক্কাহর দিকে মুখ করে সালাত আদায় করতে শুরু করলেন। হিংসায় জ্বলে উঠল ইয়াহুদ। শুরু হলো সমালোচনা, টিটকারী ও উপহাস। নানা জনে নানা মন্তব্য করতে লাগল। কেউ বললঃ মুহাম্মাদ শেষ পর্যন্ত ক্বিবলাহও বদলে ফেলল? কেউ বললঃ এদের কি হলো, হঠাৎ ক্বিবলাহ বদল করলো কেন? ইত্যাদি, ইত্যাদি। বিষয়টির প্রতি ইঙ্গিত করে নাযিল হলোঃ

১৪২. নির্বোধ লোকেরা বলেঃ মুসলিমরা এতদিন যে ক্বিবলাহ মেনে আসছিল হঠাৎ কেন এটা বদলে ফেলল? (তাদের) বলে দাওঃ পূর্ব এবং পশ্চিম সবই আল্লাহর। (এখানে দিকটা বড় নয়। আসল ব্যাপার হলো আল্লাহর আদেশ মেনে চলা এবং এটাই সঠিক পথ) আল্লাহ যাকে খুশী পরিচালিত করেন সঠিক পথে।

وَ كَذٰلِكَ جَعَلْنٰكُمْ اُمَّةً وَّسَطًا لِّتَكُوْنُوْا شُهَدَآءَ عَلَى النَّاسِ وَ يَكُوْنَ الرَّسُوْلُ عَلَيْكُمْ شَهِيْدًا ؕ وَ مَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِيْ كُنْتَ عَلَيْهَاۤ اِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يَّتَّبِعُ الرَّسُوْلَ مِمَّنْ يَّنْقَلِبُ عَلٰى عَقِبَيْهِ ؕ وَ اِنْ كَانَتْ لَكَبِيْرَةً اِلَّا عَلَى الَّذِيْنَ هَدَى اللّٰهُ ؕ وَ مَا كَانَ اللّٰهُ لِيُضِيْعَ اِيْمَانَكُمْ ؕ اِنَّ اللّٰهَ بِالنَّاسِ لَرَءُوْفٌ رَّحِيْمٌ ﴿١٤٣﴾

শ্রেষ্ঠ জাতি

১৪৩. আর (হে মুসলিমগণ! আল্লাহ যেভাবে তোমাদেরকে উত্তম ক্বিবলাহ দান করেছেন ঠিক) এভাবেই আমরা তোমাদেরকে শ্রেষ্ঠ জাতি হিসেবে নির্ধারণ করেছি, যাতে করে (পরকালে) তোমরা

অন্য মানুষের উপর সাক্ষী হতে পারো। আর রাসূল সাক্ষী হবেন তোমাদের উপর। তোমরা এতদিন যে ক্বিবলাহ মেনে চলেছ, আমি-ই তা নির্ধারণ করেছিলামঃ এটা প্রকাশ করার জন্য যে, কে রাসূলের অনুকরণ করে আর কে পিছনে ফিরে যায়। (ক্বিবলাহ পরিবর্তনের পর অনেক মানুষ মুরতাদ হয়ে গিয়েছিল।-কুরতুবী) নিশ্চয় এটা (ক্বিবলাহ পরিবর্তন মেনে নেয়া) বড় কঠিন ব্যাপার তবে আল্লাহ যাদের হেদায়াত করেন (তাদের জন্য কঠিন নয়। কারণ ঈমানের দাবী হচ্ছে আল্লাহর আদেশ মেনে নেয়া। তোমরা মুঅমিন হয়ে থাকলে) আল্লাহ তোমাদের ঈমানকে নিস্ফল করবেন না। আল্লাহ মানুষের প্রতি অনেক স্নেহশীল, করুণাময়।

জ্ঞাতব্যঃ মহান আল্লাহ আমাদেরকে তথা মুহাম্মাদ সাঃ'এর উম্মতকে শ্রেষ্ঠ জাতির মর্যাদা দিয়েছেন এবং শ্রেষ্ঠ জাতি হিসেবে আমাদের দায়িত্বও বুঝিয়ে দিয়েছেন। শ্রেষ্ঠ জাতি হিসেবে আমাদের দায়িত্ব সম্পর্কে জানতে দেখুন সুরাহ আ-ল ই'মরান আয়াত ১১০।

قَدْ نَرٰى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَآءِ ۚ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضٰىهَا ۪ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ؕ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوْا وُجُوْهَكُمْ شَطْرَهٗ ؕ وَاِنَّ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتٰبَ لَيَعْلَمُوْنَ اَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَّبِّهِمْ ؕ وَمَا اللّٰهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُوْنَ ﴿١٤٤﴾

ক্বিবলাহ পরিবর্তন

১৪৪. (হে নবী!) আমি লক্ষ্য করেছি (ক্বিবলাহ পরিবর্তনের সংবাদের আশায়) তুমি বারবার আকাশের দিকে মুখ তুলে তাকাচ্ছিলে। তাই তোমার পছন্দমত ক্বিবলাহ বদলে দিলাম। (এখন থেকে সালাতে) মুখ করবে মাসজিদ হারামের দিকে। তোমরা যে যেখানেই থাকবে (সালাতে) মুখ করবে এদিকেই। আহলে কিতাব জানেঃ এটাই সঠিক (কারণ একথা তাদের কিতাবেও উল্লেখ আছে) আল্লাহ বে-খবর নন তাদের কাজ সম্পর্কে।

আইন ও বিধানঃ সালাত আদায়কালে মাসজিদ হারামের দিকে মুখ করা ফরজ। কোনো কারণে দিক ভুলে গেলে প্রথমে দিকনির্ণয়ের চেষ্টা করতে হয়। চেষ্টা করেও সম্ভব না হলে চিন্তা করে একদিক ঠিক করে নিতে হয়। এমতাবস্থায় সালাতের মধ্যে দিক জেনে গেলে বা চিন্তা বদলে গেলে সালাতের ভিতরেই দিক বদলে ফেলতে হয়।

চিন্তা করে দিক ঠিক করে নামায আদায়ের পর দিক নির্ণয় ভুল প্রমাণিত হলেও সালাত শুদ্ধ হয়ে যায়। সফরে বাহনে থেকে নফল সালাত আদায় করলে যেদিকে বাহনের মুখ থাকে সেদিকেই সালাত আদায় করা যায়। বাহন কিবলাহমুখী না হয়ে অন্য দিকে গেলেও সমস্যা হয় না।

وَلَئِنْ اَتَيْتَ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتٰبَ بِكُلِّ اٰيَةٍ مَّا تَبِعُوْا قِبْلَتَكَ ۚ وَمَآ اَنْتَ بِتَابِعٍ قِبْلَتَهُمْ ۚ وَمَا بَعْضُهُمْ بِتَابِعٍ قِبْلَةَ بَعْضٍ ؕ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ اَهْوَآءَهُمْ مِّنْۢ بَعْدِ مَا جَآءَكَ مِنَ الْعِلْمِ ۙ اِنَّكَ اِذًا لَّمِنَ الظّٰلِمِيْنَ ﴿١٤٥﴾

১৪৫. (হে নবী!) তুমি যদি আহলে কিতাবের সামনে সকল দলীল প্রমাণ হাজির করো তবুও তারা তোমার ক্বিবলাহ মেনে নেবে না (কারণ তারা হিংসুক) আর তুমিও মানতে পারবে না তাদের ক্বিবলাহ। (কারণ এতে আল্লাহর হুকুম লঙ্ঘন হবে।) তারাও একে অপরের ক্বিবলাহ মানে না।

(তাই সাবধান) তোমার কাছে সঠিক জ্ঞান (আল-কুরআন) আসা সত্ত্বেও তাদের মনগড়া কোনোকিছু মেনে নিলে তুমি অপরাধী হয়ে যাবে।

ঈমান ও আক্বীদাহঃ একমাত্র আল-কুরআন এবং সঠিকভাবে প্রমাণিত হাদীছের (ওহীভিত্তিক) জ্ঞানই সঠিক জ্ঞান। সঠিক জ্ঞানের বিপরীতে যা আছে সব মনগড়া ও মানবরচিত। আল্লাহর বিধানের বিপরীতে মানবরচিত কোনো বিধান মেনে নেয়া পাপ, বিভ্রান্তির পথ। চাই এসব বিধানের রচয়িতা কোনো নেতা হোক বা আলীম বা পীর। কোনো দেশ হোক বা সংগঠন, সমাজ, মসলক, মিনহাজ অথবা অন্য কেউ।

আল্লাহর বিধানের সাথে মানবরচিত কিছু মিশ্রিত করেই তৈরি করা হয় নানা পথ, করা হয় দলাদলি বা দলবাজি। আর দলাদলি মানুষকে হিংসুক বানায়। দলবাজরা অনেক সময় প্রতিহিংসার কারণে সত্য মেনে নিতে পারে না।

اَلَّذِيْنَ اٰتَيْنٰهُمُ الْكِتٰبَ يَعْرِفُوْنَهٗ كَمَا يَعْرِفُوْنَ اَبْنَآءَهُمْ ؕ وَ اِنَّ فَرِيْقًا مِّنْهُمْ لَيَكْتُمُوْنَ الْحَقَّ وَ هُمْ يَعْلَمُوْنَ ﴿١٤٦﴾

সত্য গোপন মহাপাপ

১৪৬. আমি যাদেরকে কিতাব (তাওরাত ইনজিল) দিয়েছি তারা তাকে (মুহাম্মাদকে) এমনভাবে চিনেছে যেমন (নিশ্চিতভাবে) তারা নিজ সন্তানদেরকে চিনে থাকে। (কিন্তু) এতদসত্ত্বেও তাদের একদল (উলামা) জেনে বুঝে সত্য (মুহাম্মাদ সাঃ'এর পরিচয়) গোপন করেছে।

জ্ঞাতব্যঃ ইয়াহুদ নাসারা রাসূল সাঃকে খুব করে চিনেছিল। কিশোর মুহাম্মাদ সাঃ যখন চাচার সঙ্গে শাম গিয়েছিলেন। তখন খৃষ্টান রাহিব তার আসন থেকে ছুটে এসেছিল। মুহাম্মাদ সাঃএর সম্মানে নিজে রান্না করে খাদ্য সরবরাহ করেছিল এবং তাকে মক্কাহ ফিরত পাঠাতে আবু-তালিবকে অনুরোধ করেছিল। কারণ হিসেবে বলেছিলঃ শামের ইয়াহুদ তাকে চিনে ফেলবে এবং হত্যা করে ফেলবে। (তিরমিযীর এক বর্ণনা মতে তাকে হত্যা করার জন্য জেরুজালেম থেকে একদল লোকও চলে এসেছিল। কিন্তু রাহিবের অনুরোধে তারা সিদ্ধান্ত বদলে ফেলে এবং রাহিবের আদর্শ গ্রহণ করে।)

ঈমানও আক্বীদাহঃ সত্য গোপন মহাপাপ। বিশেষ করে আল্লাহর কিতাবে বর্ণিত কোনো সত্য গোপন করা কুফর। কিন্তু তখন এমনটি করত ইয়াহুদ উলামা আর এখন এমনটি করছে আমাদের কিছু মানুষ।

اَلْحَقُّ مِنْ رَّبِّكَ فَلَا تَكُوْنَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِيْنَ ﴿١٤٧﴾

আল্লাহ থেকে যা আসে এটাই সঠিক এবং এতে সন্দেহ করা কুফর

১৪৭. তোমার প্রভু থেকে যা আসে এটাই সঠিক। তাই (এমন কোনো ব্যাপারে সন্দেহ করে) সন্দেহকারী (কাফির)দের দলভুক্ত হইও না।

ঈমান ও আক্বীদাহঃ আল্লাহ থেকে আসা কোনো তথ্য বা বিধানের ব্যাপারে সন্দেহ করা কুফর, ঈমান বিনষ্টকারী মহাপাপ। কোনো মুসলিম এমন করলে সে মুনাফিক হয়ে যায়। মুনাফিক মানবসমাজে মুসলিম হিসেবে পরিচিত হলেও আল্লাহর তালিকায় কাফির। মুনাফিক চির জাহান্নামী। মুনাফিক জাহান্নামের নিম্নতম গহ্বরে পতিত হবে। মুনাফিকের নেক আ'মাল দান-খয়রাত আখেরাতে কোনো কাজে আসবে না। মুনাফিকের জন্য শাফায়া'ত করতেও কাউকে অনুমতি দেয়া হবে না। এমনকি মুনাফিক মারা গেলে তার জানাযায় শরীক হওয়া বা তার জন্য দোয়া করাও নিষিদ্ধ। (দেখুনঃ সূরাহ তাওবাহঃ ৮৪)

وَلِكُلٍّ وِّجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيْهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرٰتِ اَيْنَ مَا تَكُوْنُوْا يَاْتِ بِكُمُ اللّٰهُ جَمِيْعًا ؕ اِنَّ اللّٰهَ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيْرٌ ﴿١٤٨﴾

সৎ কাজে প্রতিযোগিতা ও সার্বভৌমত্ব

১৪৮. প্রত্যেক জাতির জন্য একটি দিক নির্ধারিত থাকে, (ইবাদতের সময়) তারা যেদিকে মুখ করে। (আর একেই ক্বিবলাহ বলা হয়। তাই কোন জাতি কোন দিকে মুখ করলো এটা আসল ব্যাপার নয়। আসল ব্যাপার হলো আল্লাহর আদেশ মেনে সৎকাজ করা।) সুতরাং তোমরা সৎ কাজে প্রতিযোগিতা করো। (মনে রেখো!) তোমরা যেখানেই থাকো, আল্লাহ তোমাদের একত্রিত (করে তাঁর কাছে হাজির) করবেন। আল্লাহ সর্বময় ক্ষমতার মালিক।

জ্ঞাতব্যঃ মালিকানা দুই প্রকার। বিধিবদ্ধ মালিকানা ও সার্বিক মালিকানা বা সার্বভৌম মালিকানা।

- যে মালিকানা আইনের আওতাধীন, যে মালিকানায় জবাবদিহিতা আছে, যে মালিকানায় নিয়ম বা বিধান মেনে চলতে হয়, এটা হলো বিধিবদ্ধ মালিকানা। আল্লাহ ছাড়া অন্য সকলের মালিকানা বিধিবদ্ধ।
- যে মালিকানা কোনো আইন বা নিয়মের আওতাধীন নয়, যে মালিকানায় কোনো জবাবদিহিতা নেই, যে মালিকানায় যা ইচ্ছা তাই করা যায়, এটা হচ্ছে সার্বিক মালিকানা বা সার্বভৌম মালিকানা। একমাত্র আল্লাহর মালিকানাই সার্বিক ও সার্বভৌম।

وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ؕ وَاِنَّهٗ لَلْحَقُّ مِنْ رَّبِّكَ ؕ وَمَا اللّٰهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُوْنَ ﴿١٤٩﴾

ক্বিবলাহ

১৪৯. তুমি যেদিক থেকেই বের হবে (সালাতে) মুখ করবে মাসজিদ হারামের দিকে। (মনে রাখবে) তোমার প্রভুর পক্ষ থেকে এটাই যথাযথ (বিধান।) আল্লাহ বে-খবর নন তোমাদের কাজ সম্পর্কে।

وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ؕ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوْا وُجُوْهَكُمْ شَطْرَهٗ ۙ لِئَلَّا يَكُوْنَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ ۗ اِلَّا الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا مِنْهُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِىْ ۙ وَلِاُتِمَّ نِعْمَتِىْ عَلَيْكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُوْنَ ﴿١٥٠﴾

১৫০. তুমি যেদিক থেকেই বের হবে (সালাতে) মুখ করো মাসজিদ হারামের দিকে। আর তোমরা যে যেখানেই থাকবে (সালাতে) মুখ করবে এদিকেই। যেন লোকজন তোমাদের বিরুদ্ধে (তথা তোমাদের মাঝে একতা নেই; এমন কথা বলার) দলীল না পায়। তবে পাপিষ্ঠরা (নানা কথা বলবেই।) তোমরা তাদের ভয় করো না বরং আমাকেই ভয় করো। এতে করে আমি তোমাদের উপর আমার নিয়ামত পরিপূর্ণ করব, আর এতে করে তোমরা হেদায়াত পেয়ে যাবে।

আইন ও বিধানঃ সালাতে মুখ করতে হয় ক্বিবলাহর দিকে, এটাই বিধান। সফরে এবং আবাসনে সর্বাবস্থায় একই বিধান প্রযাজ্য।

كَمَآ اَرْسَلْنَا فِيْكُمْ رَسُوْلًا مِّنْكُمْ يَتْلُوْا عَلَيْكُمْ اٰيٰتِنَا وَيُزَكِّيْكُمْ وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتٰبَ وَالْحِكْمَةَ وَيُعَلِّمُكُمْ مَّا لَمْ تَكُوْنُوْا تَعْلَمُوْنَ ﴿١٥١﴾

রাসূলের দায়িত্ব

১৫১. যেমন আমি তোমাদের কাছে রাসূল হিসেবে পাঠিয়েছি তোমাদেরই একজনকে। সে তোমাদের কাছে আমার আয়াত (কিতাব, বিধান) পাঠ করবে, তোমাদের তাযকিয়্যাহ (কুফর, শিরক মুক্ত) করবে এবং শিখাবে কিতাব ও হিকমাহ (কুরআন ও সুন্নাহ) আর শিক্ষা দেবে এমন কত কিছু যা তোমরা জানতে না।

জ্ঞাতব্যঃ রাসূল মানব জাতিরই একজন। রাসূলের দায়িত্ব হলো..

- আল্লাহর কিতাব ও বিধান পাঠ করে শোনানো তথা মানব ও দানব সমাজকে আল্লাহর বিধান সম্পর্কে অবহিত করা;
- যাবতীয় কুফর শিরক ও পাপাচার থেকে মানব জীবনকে পরিচ্ছন্ন করা এবং পরিচ্ছন্ন রাখা তথা তাযকিয়্যাহ;
- মানব ও দানবকে কিতাব ও হিকমাহ তথা কুরআন ও সুন্নাহ শিক্ষা দেওয়া।

তাযকিয়্যাহ পরিচিতিঃ তাযকিয়্যাহ অর্থ বিশুদ্ধকরণ, শুদ্ধিকরণ, পরিচ্ছন্নকরণ, ইত্যাদি। আল কুরআনের অনেক আয়াতে শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে। তাফসীর জালালাইনে এর অর্থ লিখা হয়েছে অন্তরকে "শিরক মুক্ত করা" আর তাফসীর কুরতুবীতে এর অর্থ লিখা হয়েছে.. অন্তর দিয়ে ঈমান আনা/অন্তরকে কুফর, শিরক ও পাপমুক্ত করা/সম্পদের যাকাত আদায় করা।

তাযকিয়্যাহর প্রকারভেদঃ তাযকিয়্যাহ আসলে ৩ প্রকার হয়ে থাকে। যথা..

- **ঈমানের তাযকিয়্যাহঃ** অর্থাৎ নিজের ঈমান তথা আক্বীদাহ বিশ্বাসকে বিশুদ্ধ করা এবং বিশুদ্ধ রাখা। আর এর পদ্ধতি হিসেবে উলামা সমাজের সর্বসম্মত নীতিমালা হলোঃ দালীল ক্বাত্বয়ী' তথা শুধু আল কুরআনের মুহকাম আয়াত এবং মুতাওয়াতির মানের হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত বিষয়সমূহকে ঈমান ও আক্বীদাহর অংশ হিসেবে বিশ্বাস করা।
- **আমলের তাযকিয়্যাহঃ** অর্থাৎ নিজের কর্ম ও জীবনকে বিশুদ্ধ করা এবং বিশুদ্ধ রাখা। আর এর পদ্ধতি হিসেবে উলামা সমাজের সর্বসম্মত নীতিমালা হলোঃ বিশুদ্ধ দলীল ছাড়া কোনো বিষয়কে আমলে পরিণত না করা। উল্লেখিত উভয় প্রকার তাযকিয়্যাহ করার জন্যই নবী রাসূলগণকে পাঠানো হয়। যেকথা বলা হয়েছে সূরাহ জুমুয়া'হ এর ২য় আয়াতে।
- **ক্বলবের তাযকিয়্যাহঃ** অর্থাৎ নিজের আত্মা বা অন্তরকে বিশুদ্ধ করা ও বিশুদ্ধ রাখা। মানুষের ক্বলব তথা মানব আত্মা বা মানব অন্তর যেহেতু সম্পূর্ণরূপে আল্লাহর এখতিয়ারাধীন। তাই কোনো মানুষ এটাকে বিশুদ্ধ করতে পারবে না। যে কথা বলা হয়েছে সূরাহ নিসার ৪৯ তম আয়াতে।

তাযকিয়্যাহর সঠিক পদ্ধতিঃ আল-কুরআন অধ্যায়ন করে, আল-কুরআনের অনুশীলনী করে, আল-কুরআনের নীতিমালা মেনে মানব জীবন ও মানব আত্মাকে কুফর শিরক ও পাপাচার থেকে মুক্ত করা এবং মুক্ত রাখা-ই তাযকিয়্যাহর সঠিক পদ্ধতি।

একটি ভুলের অবসানঃ আমাদের সমাজের কিছু ভন্ড তাযকিয়্যাহ শব্দ ব্যবহার করে লোকজনকে বুঝায় পীরের কাছে মুরিদ হয়ে তাদের বানানো তরিকা মেনে মারিফত ও তরিকতের নামে মনগড়া যিকির ও অযিফা পাঠ করা এবং পীর থেকে সনদ ও ইজাজত নিয়ে সমাজে পীরের খালীফাহ (প্রতিনিধি) হিসেবে কাজ করা।

فَاذْكُرُونِيٓ أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونِ ﴿١٥٢﴾

আল্লাহর স্মরণ

১৫২. (হে আমার বান্দারা) তোমরা আমাকে স্মরণ করো, আমিও তোমাদেরকে স্মরণ করব। তোমরা আমার শোকর আদায় করো, আমার সাথে কুফর করো না।

কুফর পরিচিতিঃ কুফর অর্থ অবিশ্বাস করা, প্রত্যাখ্যান করা, অবজ্ঞা করা, অমান্য করা, অকৃতজ্ঞ হওয়া, গোপন করা, ইত্যাদি। সে মতে..

- ❖ আল্লাহর দেয়া কোনো তথ্য অবিশ্বাস করা;
- ❖ আল্লাহর কোনো বিধান প্রত্যাখ্যান করা;
- ❖ আল্লাহর কোনো আদেশ বা নিষেধ নীতিগতভাবে অমান্য করা;
- ❖ আল্লাহর প্রতি অকৃতজ্ঞ হওয়া;
- ❖ আল্লাহর দেয়া কোনো তথ্য গোপন করা;
- ❖ তথা উল্লেখিত কাজসমূহের মাঝে যেকোনো একটিতে জড়িয়ে পড়া কুফর। এছাড়াও যাদু এবং আল্লাহ, রাসূল বা দ্বীনি বিষয়াদি নিয়ে উপহাস করাও কুফর।

শোকর পরিচিতিঃ অন্তরে নিয়ামতের গুরুত্ব অনুধাবন করে মুখে স্বীকৃতি দেয়া এবং বাস্তাব জীবনে আল্লাহর বিধান মেনে নেয়ার নাম আল্লাহর শোকর আদায় করা।

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ ۚ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ ﴿١٥٣﴾

আল্লাহর সাহায্য কামনার সঠিক পদ্ধতি

১৫৩. ওহে যারা ঈমান এনেছো (শোনো!) তোমরা আল্লাহর কাছে সাহায্য প্রার্থনা করো সবর ও সালাতের মাধ্যমে। যারা সবর করে আল্লাহ অবশ্যই তাদের সঙ্গী হন। (সালাত সম্পর্কে জানতে দেখুন বাক্বারাহঃ ৩, ৪৩ ও ১১০)

সবর পরিচিতিঃ সবর অর্থ দৃঢ়তা, অটলতা, অবিচলতা। যেকোনো পরিস্থিতিতে ইসলাম, ঈমান তথা আল্লাহর বিধানের উপর সুদৃঢ়ভাবে অটল ও অবিচল থাকার নাম সবর।

জ্ঞাতব্যঃ বিপদে মুসীবতে সবর করতে হয় এবং সালাত আদায় করে আল্লাহর সাহায্য কামনা করতে হয়। এটাই সঠিক পদ্ধতি, এটাই আল্লাহর ও রাসূল সাঃ এর প্রদর্শিত পথ।

ভুল সংশোধনঃ বিপদ-আপদে দোয়া চাওয়া এবং সাদাকাহ দেওয়া ভালো কাজ। তবে বিনিময় দিয়ে দোয়া করানো সুন্নতের পরিপন্থী। বিপদে পড়ে মিলাদ পড়ানো, খতম পড়ানো সুন্নতের পরিপন্থী বিদয়া'ত কাজ আর বিদয়া'ত মানুষকে জাহান্নামের পথে ধাবিত করে।

وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ ۚ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِنْ لَا تَشْعُرُونَ ﴿١٥٤﴾

আল্লাহর পথে নিহত যারা

১৫৪. আর (শুনো!) যারা আল্লাহর পথে নিহত হয় তোমরা তাদেরকে মৃত বলো না। বরং তারা জীবিত। কিন্তু (তাদের জীবন) তোমরা অনুভব করতে পার না। (প্রাসঙ্গিক আয়াতঃ আল-ই'মরানঃ ১৬৯, ১৭০, ১৭১)

ঈমান ও আক্বীদাহঃ যারা আল্লাহর পথে নিহত হয় তাদেরকে "শাহীদ" বলা হয়। আমাদের সমাজে উর্দু উচ্চারণের সাথে সামঞ্জস্য রেখে বলা হয় শহীদ। আরবী শাহীদ শব্দটি দুই অর্থে ব্যবহৃত হয়। যথাঃ সাক্ষ্য দেয়া ও উপস্থিত থাকা।

যারা আল্লাহর পথে নিহত হয় মহান আল্লাহ নিজে তাদের রূহকে দেহ থেকে মুক্ত করে জান্নাতে দিয়ে দেন এবং তারা সাথে সাথে জান্নাতে চলে যায়। কারণ মহান আল্লাহ সদয় হয়ে তাদের জীবনের বিনিময়ে জান্নাত বিক্রি করে দেন। ফলে তারা খরিদা সূত্রে জান্নাতের মালিক হয়। তাই মৃত্যু ফিরিস্তা, মুনকার নাকীরের প্রশ্ন, ইল্লীন সিজ্জীন, ইত্যাদি নিয়মতান্ত্রিকতা থেকে তারা মুক্ত থাকে। কিয়ামতের দিন তাদের বিচার হবে না। বরং তারা সেখানে মহা বিচারের প্রত্যক্ষ সাক্ষী ও দর্শক হবে।

وَ لَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَیْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَ الْجُوْعِ وَ نَقْصٍ مِّنَ الْاَمْوَالِ وَ الْاَنْفُسِ وَ الثَّمَرٰتِ ؕ وَ بَشِّرِ الصّٰبِرِیْنَ ﴿۱۵۵﴾ الَّذِیْنَ اِذَاۤ اَصَابَتْهُمْ مُّصِیْبَةٌ ۙ قَالُوْۤا اِنَّا لِلّٰهِ وَ اِنَّاۤ اِلَیْهِ رٰجِعُوْنَ ﴿۱۵۶﴾ اُولٰٓئِكَ عَلَیْهِمْ صَلَوٰتٌ مِّنْ رَّبِّهِمْ وَ رَحْمَةٌ ۟ وَ اُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُوْنَ ﴿۱۵۷﴾

আল্লাহর পরীক্ষা

১৫৫. (হে মুঅমিনগণ! মনে রেখো!) আমি অবশ্যই তোমাদের পরীক্ষা করবঃ ভয়ভীতি, ক্ষুধা, জানমাল ও ফসলের ক্ষতির মাধ্যমে। (এমন পরিস্থিতিতে তোমাদের কাজ হবে সবর করা) সুসংবাদ দাও সবরকারীদের। (যে কোনো পরিস্থিতিতে ইসলাম, ঈমান তথা আল্লাহর বিধানের উপর সুদৃঢ়ভাবে অটল ও অবিচল থাকার নাম সবর।)

১৫৬. (সবর তারাই করতে পারবে) মুসীবতে পড়ে যারা (হতাশ হবে না বরং) বলবেঃ "ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিঊ'ন" (আমরা আল্লাহর মালিকানাধীন এবং ফিরে যাচ্ছি আল্লাহর কাছেই।)

জ্ঞাতব্যঃ আমাদের সমাজে কেউ মারা গেলে মৃত্যু সংবাদের দোয়া হিসেবে "ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিঊন" পাঠ করা হয়। অনেকে মনে করেন কারো মরার সংবাদ শোনলে এ দোয়া পাঠ করা সুন্নত। কিন্তু আসলে বিষয়টি এমন নয়। বরং আসল বিষয় হলো যেকোনো বিপদে বা মুসীবতে বাক্যটি পাঠ করে একথা মনে করা যে "আমরা আল্লাহর মালিকানাধীন এবং আল্লাহর কাছেই ফিরে যাচ্ছি"। তাই বিপদে বা মুসীবতে আমাদের হারাবার কিছুই নেই, ভাবনার ও কিছুই নেই। বরং সর্বাবস্থায় আল্লাহর আদেশ মেনে চলা এবং আল্লাহর কাছে আত্মসমর্পণ করাই আমাদের সফলতার মূলকথা।

১৫৭. (যারা এমন হতে পারবে) প্রভুর পক্ষ থেকে তাদের জন্য রয়েছে অনেক সালাত ও রহমত এবং তারাই হেদায়াত প্রাপ্ত।

اِنَّ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةَ مِنْ شَعَآىِٕرِ اللّٰهِ ۚ فَمَنْ حَجَّ الْبَیْتَ اَوِ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَیْهِ اَنْ یَّطَّوَّفَ بِهِمَا ؕ وَ مَنْ تَطَوَّعَ خَیْرًا ۙ فَاِنَّ اللّٰهَ شَاكِرٌ عَلِیْمٌ ﴿۱۵۸﴾

স্বাফা-মারওয়ায় সায়ী

পটভূমিঃ রাসূল সাঃ'এর আগেও মানুষ হাজ্জ করত, উমরাহ করত। হাজ্জ ও উমরাহকালে বাইতুল্লাহ তাওয়াফ করত, স্বাফা-মারওয়া সায়ী' করত। কিন্তু আল-কুরআনে সূরাহ হাজ্বের ২৯তম আয়াতে শুধু তাওয়াফের কথা বলা

হলে সায়ী' সম্পর্কে অনেকের মনে সন্দেহ দেখা দেয়।

উল্লেখ্য মক্কায় মাসজিদ হারামের অতি নিকটেই দু'টি ছোট পাহাড় রয়েছে। এর একটির নাম স্বাফা আর অপরটির নাম মারওয়া।

মুশরিক নেতারা স্বাফা ও মারওয়া পাহাড়ে দু'টি মূর্তি স্থাপন করেছিল। তারা এ মূর্তির সম্মানার্থে সায়ী' করত। এজন্য মুসলিমদের সন্দেহ আরও বেড়ে যায়। এসব কারণে অনেক মুসলিম সায়ী' ত্যাগ করলেন। অনেকে বিষয়টি সম্পর্কে জানতে চাইলেন। এ সমস্যার সমাধান দিতে নাযিল হলো..

১৫৮. স্বাফা ও মারওয়া অবশ্যই আল্লাহর নিদর্শনের অংশ। তাই যে ব্যক্তি বাইতুল্লাহর হাজ্জ করলো অথবা উমরাহ করলো তার জন্য স্থান দুটিকে তাওয়াফ (প্রদক্ষিণ) করা দোষের নয়। যে ব্যক্তি স্বেচ্ছায় নেক কাজ করলো (সে নিজেরই কল্যাণ করলো) আল্লাহ চির কৃতজ্ঞ, মহাজ্ঞানী।

আইন ও বিধানঃ হাজ্জ বা উমরাহকালে বাইতুল্লাহ তাওয়াফের (প্রদক্ষিনের) পর স্বাফা ও মারওয়ার মাঝে সায়ী' করতে হয়। এটা হাজ্জ এবং উমরাহর আবশ্যকীয় কাজ।

ফিক্বহ বিশ্লেষণঃ শাফিয়ী' মালিকী ও হাম্বলী ফিক্বহের অধিকাংশ ইমামের মতে হাজ্জ বা উমরাহকালে সায়ী' করা ফরজ। আর হানাফীদের মতে ওয়াজিব।

তাওয়াফ ও সায়ী'র পদ্ধতিঃ তাওয়াফ অর্থ প্রদক্ষিণ করা। কা'বাহর দরজার কাছে এক কোনে সংরক্ষিত হা'জার আসওয়াদ (কালো পাথর)কে সামনে রেখে "আল্লাহু আকবার" বলে ডান দিকে মোড় নিয়ে কা'বাহকে প্রদক্ষিণ করতে হয়। প্রত্যেক বার হা'জার আসওয়াদের সোজা এসে "আল্লাহু আকবার" বলে নতুন প্রদক্ষিণ শুরু করতে হয়। এভাবে সাতবার প্রদক্ষিণ করাকে তাওয়াফ বলে।

সায়ী' অর্থ রান করা, গমন করা, দৌড়ানো। সাফা পাহাড় থেকে সায়ী' শুরু করতে হয় এবং মারওয়া পাহাড়ে গিয়ে এক সায়ী' হয়ে যায়। আবার সাফাতে এলে ২ সায়ী' হয়। এভাবে ৭ সায়ী' করে মারওয়া পাহাড়ে গিয়ে সায়ী' সমাপ্ত হয়। (উল্লেখ্য সাফা ও মারওয়া পাহাড় দু'টি মাসজিদ হারামের বর্তমান দালানের ভিতরেই অবস্থিত।)

إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنْزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالْهُدَىٰ مِنْ بَعْدِ مَا بَيَّنَّاهُ لِلنَّاسِ فِي الْكِتَابِ ۙ أُولَٰئِكَ يَلْعَنُهُمُ اللَّهُ وَيَلْعَنُهُمُ اللَّاعِنُونَ ﴿١٥٩﴾ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَبَيَّنُوا فَأُولَٰئِكَ أَتُوبُ عَلَيْهِمْ ۚ وَأَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيمُ ﴿١٦٠﴾

আল্লাহর কিতাবের তথ্য গোপন

১৫৯. আমি (আল্লাহ) আমার কিতাবে (প্রয়োজনীয় সবকিছু) স্ববিস্তারে বর্ণনা করে দিয়েছি (এবং এ সকল তথ্য সকল) মানুষের জন্য উন্মুক্ত। সুতরাং যে বা যারা আমার নাযিলকৃত কিতাবের কোনো বর্ণনা বা দিক নির্দেশনা গোপন করবে; তাদের প্রতি আল্লাহর লা'নত এবং লা'নত অন্য সকলের।

১৬০. তবে (এমন পাপ করার পর) যারা তাওবাহ করে নিজেকে শুধরে নেবে এবং সবকিছু প্রকাশ করে দেবে তাদের তাওবাহ আমি কবুল করব। নিশ্চয় আমি তাওবাহ কবুলকারী, রাহী'ম।

জ্ঞাতব্যঃ লা'নত অর্থ বঞ্চিত করা বা অভিশাপ দেয়া। ইসলামী পরিভাষায় "আল্লাহর রহমত ও মাগফিরাত থেকে বঞ্চিত করার নাম লা'নত। কুরআন হাদীছের সকল তথ্য সকলের জন্য উন্মুক্ত। তাই কুরআন বা হাদীছে বর্ণিত কোনো তথ্য গোপন করা পাপ। যারা কুরআন হাদীছের তথ্য গোপন করে তাদের প্রতি লা'নত।

বাস্তবে দেখা যায় এ কাজটি তারাই বেশী করে যারা দ্বীন নিয়ে দলাদলি করে। দলবাজরা সাধারণত নিজের দলের পক্ষের আয়াত ও হাদীছ প্রকাশ করে এবং অন্য দলের সমর্থনে যাওয়া আয়াত ও হাদীছ গোপন করে অথবা অপব্যাখ্যা (তাওয়ীল) করে থাকে।

ঈমান ও আক্বীদাহঃ আল্লাহর কিতাবের কোনো তথ্য গোপন করা ঈমান বিনষ্টকারী মহাপাপ, কুফর। কোনো মুসলিম এমন করলে সে আর মুঅমিন থাকে না এবং থাকতে পারবে না। বরং তার ঈমান বিনষ্ট হয়ে সকল আ'মাল নিস্ফল ও বরবাদ হয়ে যাবে এবং সে মুনাফিক হয়ে চির জাহান্নামী হয়ে যাবে।

إِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَ مَاتُوْا وَ هُمْ كُفَّارٌ أُولٰٓئِكَ عَلَيْهِمْ لَعْنَةُ اللهِ وَ الْمَلٰٓئِكَةِ وَ النَّاسِ اَجْمَعِيْنَ ﴿١٦١﴾
خٰلِدِيْنَ فِيْهَا ۚ لَا يُخَفَّفُ عَنْهُمُ الْعَذَابُ وَ لَا هُمْ يُنْظَرُوْنَ ﴿١٦٢﴾

কুফরের পরিণাম

১৬১-১৬২. যারা কুফর করে এবং কুফর অবস্থায় মারা যায় তাদের উপর আল্লাহর লা'নত, ফিরিস্তাদের লা'নত, লা'নত সকল মানুষের। (আল্লাহর লা'নতের বহিঃপ্রকাশ হলো জাহান্নাম) তারা এতে (জাহান্নামে) চিরদিন থাকবে। কমানো হবে না আযাব, দেয়া হবে না অবকাশ।

ঈমান ও আক্বীদাহঃ কুফর অর্থ গোপন করা, অবিশ্বাস করা, অস্বীকার করা, অমান্য করা, অবজ্ঞা করা, ইত্যাদি। আল্লাহর দেয়া কোনো তথ্য গোপন করা বা অবিশ্বাস করা অথবা আল্লাহর বিধান মানতে অস্বীকার বা অমান্য করা অথবা আল্লাহর কোনো বিধানকে অবজ্ঞা বা অবহেলা করা কুফর। আল্লাহর কোনো বিধান নিয়ে ঠাট্টা মশকরা করা এবং যাদু করাও কুফর। বাস্তব জীবনে ইসলাম ছাড়া অন্য কোনো আদর্শ, মতবাদ বা দর্শন মেনে নেওয়াও কুফর।

যেকোনো প্রকার কুফর করলে ঈমান বিনষ্ট হয়ে সকল আ'মাল ও ইবাদত নিস্ফল ও বরবাদ হয়ে যায়। কোনো মুসলিম কোনো প্রকার কুফর বা শিরকে জড়িয়ে পড়লে সে ঈমানহারা হয়ে মুনাফিক হয়ে যায়, হয়ে যায় চির জাহান্নামী। এমন মানুষ মারা গেলে তাদের জানাযা পড়া বা তাদের জন্য দোয়া করাও নিষিদ্ধ। (দেখুন সূরাহ তাওবাহ ঃ ৮৪)

وَ اِلٰهُكُمْ اِلٰهٌ وَّاحِدٌ ۚ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ الرَّحْمٰنُ الرَّحِيْمُ ﴿١٦٣﴾

তাওহীদ

১৬৩. তোমাদের ইলাহই একমাত্র ইলাহ। আর কোনো ইলাহ নেই আল্লাহ ছাড়া, (তিনি) করুণাময়, দয়াময়।

জ্ঞাতব্যঃ আল্লাহ এক ও অদ্বিতীয়। ইলাহ, রাব্ব, হা'কীমসহ যাবতীয় গুণাগুণ ও জাতিসত্ত্বাসহ সর্বক্ষেত্রেই তিনি এক ও অদ্বিতীয়। আল্লাহর এ একক নীতির নাম তাওহীদ বা একত্ববাদ। উলুহিয়্যাহ, রুবুবিয়্যাহ, হা'কিমিয়্যাহ তথা প্রভুত্ব, কর্তৃত্ব ও সার্বভৌমত্বসহ সকল ক্ষেত্রেই আল্লাহ এক ও অদ্বিতীয়। সুতরাং আমরা বান্দা হিসেবে আমাদের জীবনের সকল ক্ষেত্রে এক আল্লাহর প্রভুত্ব, কর্তৃত্ব ও সার্বভৌমত্ব মেনে চলব, এটাই তাওহীদের মূল কথা।

যে মানুষ বা জিন্ন তার বাস্তব জীবনে এ নীতি মেনে চলবে সে মুসলিম। পক্ষান্তরে যে অন্যকিছু করবে সে মুশরিক। আর যে ব্যক্তি মুসলিম হয়েও এ নীতির ব্যতিক্রম করবে সে হয়ে যাবে ঈমান হারা মুনাফিক। তার নামায রোজাসহ সকল আ'মাল ও ইবাদাত নিস্ফল ও বরবাদ হয়ে যাবে। ঈমান নষ্ট হয়ে যাবার কারণে তার কোনোকিছুই আল্লাহর দরবারে গ্রহণযোগ্য হবে না। এমনকি এসব লোক মারা গেলে এদের জানাযা পড়তে এবং এদের জন্য দোয়া করতেও নিষেধ করেছেন স্বয়ং রাব্বু-ল-আ'লামীন। (দেখুনঃ সূরাহ তাওবাহঃ ৮৪)

اِنَّ فِیْ خَلْقِ السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ وَ اخْتِلَافِ الَّیْلِ وَ النَّهَارِ وَ الْفُلْكِ الَّتِیْ تَجْرِیْ فِی الْبَحْرِ بِمَا یَنْفَعُ النَّاسَ وَ مَاۤ اَنْزَلَ اللّٰهُ مِنَ السَّمَآءِ مِنْ مَّآءٍ فَاَحْیَا بِهِ الْاَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَ بَثَّ فِیْهَا مِنْ كُلِّ دَآبَّةٍ ۪ وَّ تَصْرِیْفِ الرِّیٰحِ وَ السَّحَابِ الْمُسَخَّرِ بَیْنَ السَّمَآءِ وَ الْاَرْضِ لَاٰیٰتٍ لِّقَوْمٍ یَّعْقِلُوْنَ ﴿۱۶۴﴾

বিজ্ঞান গবেষণা

১৬৪. নিশ্চয় আসমানসমূহ ও যমীনের সৃষ্টি, রাত-দিনের পরিবর্তন, মানুষের কল্যাণে সাগরে ভাসমান জাহাজ, আকাশ থেকে বর্ষিত পানি; যাতে মৃত মাটি ফিরে পায় জীবন, যমীনে ছড়িয়ে থাকা জীবজন্তু, বাতাসের প্রবাহ, আসমান যমীনের মধ্যখানে ভাসমান মেঘমালা, এ সকল কিছুতেই শিক্ষনীয় নিদর্শন রয়েছে বিজ্ঞ লোকদের জন্য।

জ্ঞাতব্যঃ আয়াতে উল্লেখিত প্রত্যেকটা বিষয়ই আজকাল বিজ্ঞানের একেকটি আলোচ্য বিষয়ে পরিণত হয়েছে। এসব বিষয় নিয়ে গবেষণা করে কত কিছু আবিষ্কার করছেন বর্তমান বিজ্ঞানীরা।

وَ مِنَ النَّاسِ مَنْ یَّتَّخِذُ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ اَنْدَادًا یُّحِبُّوْنَهُمْ كَحُبِّ اللّٰهِ ؕ وَ الَّذِیْنَ اٰمَنُوْۤا اَشَدُّ حُبًّا لِّلّٰهِ ؕ وَ لَوْ یَرَى الَّذِیْنَ ظَلَمُوْۤا اِذْ یَرَوْنَ الْعَذَابَ ۙ اَنَّ الْقُوَّةَ لِلّٰهِ جَمِیْعًا ۙ وَّ اَنَّ اللّٰهَ شَدِیْدُ الْعَذَابِ ﴿۱۶۵﴾

আল্লাহর প্রতি মুঅমিনের ভালোবাসা

১৬৫. কিছু মানুষ এমন আছে যারা আল্লাহ ছাড়া অন্যদেরকে আল্লাহর সমকক্ষ হিসেবে মেনে নেয়। তারা এদেরকে এমনভাবে ভালোবাসে যেমন ভালোবাসা উচিত আল্লাহকে। তবে যারা ঈমান আনে আল্লাহর প্রতি তাদের ভালোবাসা হয় এর চেয়েও অনেক মজবুত। (কারণ অন্যরা তাদের খোদার জন্য জীবন দিতে রাজি হয় না। কিন্তু মুঅমিনরা আল্লাহর জন্য নিজেদের জীবন বিলিয়ে দেয় অকাতরে। আর বন্যা, সুনামী, ভূমিকম্প, হ্যারিকেন, টর্নেডু, ইত্যাদি) আযাব দেখার পর পাপিষ্ঠরা যদি বুঝত "সকল ক্ষমতার অধিকারী একমাত্র আল্লাহ"এবং নিশ্চয় আল্লাহ শাস্তিদানে কঠোর।

ঈমান ও আক্বীদাহঃ সকল ক্ষমতার অধিকারী বা ক্ষমতার উৎস একমাত্র আল্লাহ। আল্লাহ ছাড়া অন্যকে ক্ষমতার উৎস মনে করা শিরক; শিরক ঈমান বিনষ্টকারী মহাপাপ। কোনো মুসলিম শিরক বা কুফর করলে তার ঈমান বিনষ্ট হয়ে সকল আ'মাল ও ইবাদাত নিস্ফল ও বরবাদ হয়ে যায় এবং সে হয়ে যায় চির জাহান্নামী মুনাফিক।

اِذْ تَبَرَّاَ الَّذِيْنَ اتُّبِعُوْا مِنَ الَّذِيْنَ اتَّبَعُوْا وَ رَاَوُا الْعَذَابَ وَ تَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْاَسْبَابُ ﴿١٦٦﴾ وَ قَالَ الَّذِيْنَ اتَّبَعُوْا لَوْ اَنَّ لَنَا كَرَّةً فَنَتَبَرَّاَ مِنْهُمْ كَمَا تَبَرَّءُوْا مِنَّا ؕ كَذٰلِكَ يُرِيْهِمُ اللّٰهُ اَعْمَالَهُمْ حَسَرٰتٍ عَلَيْهِمْ ؕ وَ مَا هُمْ بِخٰرِجِيْنَ مِنَ النَّارِ ﴿١٦٧﴾

আফসোস ও আহাজারি

পটভূমিঃ আমাদের সমাজে মানুষ দুই প্রকার হয়ে থাকেঃ নেতা ও জনতা। কেউ অনুসৃত নেতা আর কেউ অনুসরণকারী জনতা। নেতারা হয় প্রভাবশালী ও কর্তৃত্বশীল। আমাদের নেতারা খুব চতুর ও চালাক হয়ে থাকে। আম জনতাকে মিষ্টি মিষ্টি কথা বলে, নতুন নতুন আইডিয়া দিয়ে এবং কাল্পনিক জুজুর ভয় দেখিয়ে, সত্যকে মিথ্যা আর মিথ্যাকে সত্য হিসেবে উপস্থাপন করে আল্লাহর দেয়া জীবন আদর্শ থেকে বিচ্যুত করে রাখে নেতারা। আম জনতার উপর নিজের মতাদর্শ চাপিয়ে দিয়ে মানুষকে ব্যবহার করে ব্যক্তি স্বার্থ হাসিল করাটাই নেতাদের প্রধান কাজ। ওইসব ধাপ্পাবাজ নেতা ও অসহায় জনতার অবস্থা তুলে ধরা হয়েছে নীচের আয়াতে..

১৬৬. (স্মরণ করো! পরকালে) আযাব দেখার পর যখন অনুসৃতরা (আদর্শহীন নেতা, পীর, ইমাম ও মনগড়া খোদারা) অনুসরণকারীদের থেকে কেটে পড়বে এবং তখন তাদের সকল সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে যাবে।

১৬৭. অনুসরণকারী (জনতা তখন নেতাদের সম্পর্কে) বলবেঃ দুনিয়ায় ফিরে যেতে পারলে আমরাও তাদের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করতাম যেমন তারা আজ আমাদের সাথে করেছে। আল্লাহ তাদের কর্মফল এভাবেই উপস্থাপন করবেন, যেন তারা আফসোস করে। তারা (সবাই জাহান্নামে প্রবেশ করবে। আর কোনো দিন) জাহান্নাম থেকে বের হতে পারবে না।

হুঁশিয়ারিঃ যারা ভালমন্দ না বুঝে দ্বীনহীন নেতার বা মনগড়া খোদার সঙ্গ দিচ্ছ, এখনো সময় আছে সাবধান হয়ে যাও, নিজেকে বাঁচাও। নতুবা কিয়ামতের দিন আফসোস করবে, আহাজারি করবে কিন্তু এ আফসোস ও আহাজারিতে কোনো কাজ হবে না।

يٰۤاَيُّهَا النَّاسُ كُلُوْا مِمَّا فِى الْاَرْضِ حَلٰلًا طَيِّبًا وَّ لَا تَتَّبِعُوْا خُطُوٰتِ الشَّيْطٰنِ ؕ اِنَّهٗ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِيْنٌ ﴿١٦٨﴾ اِنَّمَا يَاْمُرُكُمْ بِالسُّوْٓءِ وَ الْفَحْشَآءِ وَ اَنْ تَقُوْلُوْا عَلَى اللّٰهِ مَا لَا تَعْلَمُوْنَ ﴿١٦٩﴾

হারাম থেকে সাবধান

১৬৮. হে মানুষ! যমীনে যা কিছু আছে তোমরা এ থেকে শুধু বিশুদ্ধ হালাল খাবার গ্রহণ করবে। (হারাম খাদ্য গ্রহণ করে) শয়তানের পদাংক অনুকরণ করবে না। নিশ্চয় সে তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু।

১৬৯. সে তোমাদেরকে অশ্লীল ও মন্দকাজের কথা বলে, যেন তোমরা কান্ডজ্ঞানহীন হয়ে (হালালকে হারাম ও হারামকে হালাল বলে) আল্লাহর উপর মিথ্যাচার করো।

শয়তান পরিচিতিঃ কারণ হালাল হারাম নির্ধারণের একমাত্র বৈধ অধিকারী হলেন আল্লাহ। তাই আল্লাহ যা হারাম

করেননি এমন বস্তুকে হারাম বলা অথবা আল্লাহ যা হালাল করেননি এমন বস্তকে হালাল বলা আল্লাহর উপর মিথ্যাচারের শামিল। আর যে সব মানব ও দানব মানুষ ও জিন্নকে পাপের পথে ঠেলে দেয় বা পাপের পথে প্ররোচিত করে তারাই শয়তান।

জ্ঞাতব্যঃ আল্লাহ অশ্লীল ও মন্দ কাজ হারাম করেছেন। এসব কাজ করা হারাম এবং এসব কাজ করে অর্জিত সম্পদও হারাম। কোনো অশ্লীল কাজ বা মন্দ কাজকে বৈধ মনে করা বা বৈধ বলে প্রচার করা আল্লাহর উপর মিথ্যাচারের শামিল।

وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا ۚ أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ ﴿١٧٠﴾

বাপ-দাদার অনুকরণ

পটভূমিঃ কিছু মানুষ নিজের মত করে মনগড়া পদ্ধতিতে ধর্ম-কর্ম করে, তারা আল্লাহর বিধানের (কুরআন হাদীছের) তোয়াক্কা করে না। যেমনটি করত ইয়াহুদ। এদের এসব ভ্রান্ত তরিকা ও পদ্ধতিকে খন্ডন করে নাযিল হয়েছে..

১৭০. যদি বলা হয়ঃ "আল্লাহর নাযিলকৃত কিতাব মেনে চলো" তখন তারা বলে আমরা শুধু এটাই (জাতীয় ঐতিহ্য ও সংস্কৃতিই) মেনে চলব যা আমাদের পূর্বসূরীদেরকে করতে দেখেছি। আচ্ছা তাদের পূর্বসূরীরা যদি বিভ্রান্ত ও নির্বোধ হয়..? (তবুও কি এদের অনুকরণ করবে)

জ্ঞাতব্যঃ সমাজের অনেক মানুষই আল্লাহর বিধান থেকে জনতাকে দূরে সরিয়ে রাখে এবং যুগ যুগ ধরে চলমান এ কাজে তারা নানা বাহানা দিয়ে থাকে। যেমন..

- ❖ বয়স্করা দেয় বাপ-দাদার দোহাই,
- ❖ নেতারা দেয় ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির দোহাই
- ❖ হুজুররা দেয় আকাবীর ও পীর আউলিয়ার দোহাই।

وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا كَمَثَلِ الَّذِي يَنْعِقُ بِمَا لَا يَسْمَعُ إِلَّا دُعَاءً وَنِدَاءً ۚ صُمٌّ بُكْمٌ عُمْيٌ فَهُمْ لَا يَعْقِلُونَ ﴿١٧١﴾

যারা কুফর করে তারা বিবেকহীন হয়

১৭১. (কাফিররা সাধারণত দ্বীনি ব্যাপারে কান্ডজ্ঞানহীন হয়। ফলে তাদেরকে দ্বীনের প্রতি আহ্বান করে কোনো লাভ হয় না। তাই তো বলা হচ্ছে..) যারা কুফর করে তাদেরকে (দ্বীনের প্রতি) আহ্বানকারীদের উপমা হচ্ছে তারা যেন এমন কিছুকে ডাকছে যাদের জ্ঞান বলতে কিছুই নেই, যারা হাঁক-ডাক ছাড়া কিছুই বুঝে না, (অথবা যারা) অন্ধ, বধির ও বোবা।

জ্ঞাতব্যঃ আল্লাহর পথে আহ্বানকারী ভাইবোনদের জন্য আয়াতটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। আমাদের আত্মীয়স্বজন এবং আশপাশের যারা কুফর করে যাচ্ছে তাদের দাওয়াত দেবার বেলায় আয়াতটি মনে রাখলে এর বাস্তব ফলাফল দেখতে পারবেন।

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كُلُوْا مِنْ طَيِّبٰتِ مَا رَزَقْنٰكُمْ وَ اشْكُرُوْا لِلّٰهِ اِنْ كُنْتُمْ اِيَّاهُ تَعْبُدُوْنَ ﴿١٧٢﴾ اِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَ الدَّمَ وَ لَحْمَ الْخِنْزِيْرِ وَ مَآ اُهِلَّ بِهٖ لِغَيْرِ اللّٰهِ ۚ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَّ لَا عَادٍ فَلَآ اِثْمَ عَلَيْهِ ؕ اِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ﴿١٧٣﴾

হালাল ও হারাম খাদ্য

১৭২. ওহে যারা ঈমান এনেছো! আমি (এ পৃথিবীতে) যেসব রিজক (খাদ্য সামগ্রী) দিয়েছি তোমরা এসব থেকে কেবল বিশুদ্ধ (হালাল) খাবারই গ্রহণ করবে এবং আল্লাহর শোকর আদায় করবে যদি তোমরা শুধুই তাঁর ইবাদতকারী হয়ে থাকো।

শোকর ও ইবাদাত পরিচিতিঃ অন্তরে নিয়ামতের গুরুত্ব অনুধাবন করে মুখে স্বীকৃতি দেয়া এবং বাস্তব জীবনে আল্লাহর বিধান মেনে নেয়ার নাম আল্লাহর শোকর আদায় করা। আর এক আল্লাহর প্রভুত্ব, কর্তৃত্ব ও সার্বভৌমত্ব মেনে নিয়ে বাস্তব জীবনের সকল ক্ষেত্রে এবং সকল বিষয়ে মহান আল্লাহর বিধিবিধান মেনে নেওয়ার ও মেনে চলার নাম আল্লাহর ইবাদাত করা।

১৭৩. আল্লাহ তোমাদের জন্য হারাম করেছেন মৃত (পশুপাখি, প্রবাহমান) রক্ত, শূকরের মাংস এবং আল্লাহ ছাড়া অন্য নামে জবেহকৃত (পশু-পাখী।) তবে কেউ নিরুপায় (হয়ে হারাম খেতে বাধ্য) হলে তার কোনো পাপ হবে না, যদি ধৃষ্টতা বা অবাধ্যতা (উদ্দেশ্য) না হয়। নিশ্চয় আল্লাহ ক্ষমাশীল, দয়াময়।

আইন ও বিধানঃ আল্লাহ হারাম করেছেন মৃত। এ আয়াতকে ব্যাপকভাবে নিলে বুঝা যায় সকল প্রকার মৃতই হারাম। কিন্তু দুই প্রকার মৃত খেতে অনুমতি দিয়েছেন রাসূল সাঃ। আর তা হলো পানিতে অবস্থানকারী প্রাণী (হানাফী মতে মাছ) আর জারাদ (পঙ্গপাল, ঘাসফড়িং।) এখানে আয়াতের ব্যাপকতাকে হাদীছ দ্বারা সীমিত করা হয়েছে। তাফসীরের পরিভাষায় এটাকে বলা হয় "তাখসীস"। উসুলে ফিক্বহ এর পরিভাষায় বলা হয়ঃ আ'ম খুসসা আনহু-ল-বা'দ্ব।

- ❖ জীব-জন্তুর মৃতদেহ ভক্ষণ করা হারাম। তবে জনকল্যাণে ব্যবহার করা যায়। যেমনঃ মরা পশুর চামড়া বিশুদ্ধ করে ব্যবহার করা, হাড় দিয়ে আসবাবপত্র বানানো, মাংস পঁচিয়ে ক্ষেতে সার দেয়া, ইত্যাদি।
- ❖ হারামের তালিকায় এখানে বলা হয়েছে রক্ত। আর সূরাহ আনয়া'মের ১৪৫তম আয়াতে বলা হয়েছে প্রবাহমান রক্ত। আসলে হারাম শুধু প্রবাহমান রক্তই। মাংস দিয়ে কাবাব বা কীমা বানালে বা না ধুয়ে রান্না করলে এর সাথে লেগে থাকা রক্তের কারণে এটা হারাম হয় না।
- ❖ হারামের তালিকায় বলা হয়েছে শূকরের মাংস। ওই প্রাণীর সবকিছুই হারাম। এমনকি শূকরের চামড়া বা অঙ্গ প্রত্যঙ্গ ব্যবহার করাও বৈধ নয়।
- ❖ আল্লাহ ছাড়া অন্য নামে বা অন্যের জন্য জবেহকৃত পশুপাখির মাংসও হারাম।
- ❖ হারাম খেতে কাউকে বাধ্য করা হলে বা নিরুপায় হয়ে জীবন বা স্বাস্থ্য বাঁচাতে খেয়ে ফেললে পাপ হয় না।

اِنَّ الَّذِيْنَ يَكْتُمُوْنَ مَآ اَنْزَلَ اللّٰهُ مِنَ الْكِتٰبِ وَ يَشْتَرُوْنَ بِهٖ ثَمَنًا قَلِيْلًا ۙ اُولٰٓئِكَ مَا يَاْكُلُوْنَ فِيْ بُطُوْنِهِمْ اِلَّا النَّارَ وَ لَا يُكَلِّمُهُمُ اللّٰهُ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ وَ لَا يُزَكِّيْهِمْ ۪ وَ لَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ ﴿١٧٤﴾ اُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ

اشْتَرَوُا الضَّلٰلَةَ بِالْهُدٰى وَ الْعَذَابَ بِالْمَغْفِرَةِ ۚ فَمَآ اَصْبَرَهُمْ عَلَى النَّارِ ﴿١٧٥﴾ ذٰلِكَ بِاَنَّ اللّٰهَ نَزَّلَ الْكِتٰبَ بِالْحَقِّ ؕ وَاِنَّ الَّذِيْنَ اخْتَلَفُوْا فِى الْكِتٰبِ لَفِىْ شِقَاقٍۢ بَعِيْدٍ ﴿١٧٦﴾

আল্লাহ যাদের সাথে কথা বলবেন না

১৭৪. যারা আল্লাহর নাযিলকৃত কিতাবের কোনোকিছু গোপন করে অথবা সামান্য (দুনিয়ার) বিনিময়ে বদলে ফেলে, তারা আসলে আগুন দিয়েই উদর পূর্তি করছে। পরকালে আল্লাহ (গুস্বা হয়ে) তাদের সাথে কথা বলবেন না, তাদের তাযকিয়্যাহ (পাপমুক্ত) করবেন না। তাদের তরে কঠিন আযাব।

জ্ঞাতব্যঃ আবু-হুরাইরাহ রাঃ থেকে বর্ণিত, রাসূল সাঃ বলেছেনঃ পরকালে তিন ধরণের মানুষের সাথে আল্লাহ কথা বলবেন না, তাদের তাযকিয়্যাহ (পাপমুক্ত) করবেন না এবং তাদের তরে কঠিন আযাব। (আর এই ৩ প্রকার মানুষ হচ্ছে..)

- ❖ বৃদ্ধ যিনাকারী
- ❖ মিথ্যুক শাসক
- ❖ দাম্ভিক ভিক্ষুক। (মুসলিম) (তাযকিয়্যাহ সম্পর্কে জানতে দেখুন সূরাহ বাক্বারাহঃ ১২৯)

১৭৫. ওই সব লোক (যারা উপরের আয়াতে উল্লেখিত কাজ করছে তারা আসলে) হিদায়াতের বদলে বিভ্রান্তি কিনেছে আর মাগফিরাতের বদলে আযাব। (লক্ষ্য করো) জাহান্নামের পথে তারা কত-ই অবিচল!

১৭৬. (আল্লাহর কিতাবে বর্ণিত সবকিছুই অকাট্য এবং সন্দেহমুক্ত) কারণ নিশ্চয় আল্লাহ কিতাব নাযিল করেছেন সঠিক আদর্শ দিয়ে। আর এতদসত্ত্বেও যারা এ কিতাবে (বর্ণিত বিষয়ে) ভিন্নমত পোষণ করবে তারা চরম বিভ্রান্ত।

জ্ঞাতব্যঃ বিভ্রান্তির পথ ৭২টি। এরমধ্যে অন্যতম একটি হলো আল্লাহর কিতাব বা কিতাবে বর্ণিত কোনো সুস্পষ্ট বিষয়ে ভিন্নমত পোষণ করা অথবা এ নিয়ে দল পাকানো বা দলাদলি সৃষ্টি করা। ইতোপূর্বে আল্লাহর কিতাব নিয়ে দলাদলি করে বিভ্রান্ত হয়েছে ইয়াহুদ ও খ্রিষ্টান। আর বর্তমানে একই পথে বিভ্রান্ত হচ্ছে এ উম্মতের কত মানুষ। সুতরাং যারা ইখতিলাফকে ইফতিরাক্ব বানিয়ে তথা ভিন্নমতকে ভিন্ন পথ বানিয়ে জাতিকে বিভ্রান্ত করে উম্মতের সর্বনাশ করে চলেছেন তাদেরকে অনুরোধ করে বলছিঃ আপনারা আল্লাহর এ হুঁশিয়ারি আমলে নিয়ে নিজেদের শুধরে নেন।

لَيْسَ الْبِرَّ اَنْ تُوَلُّوْا وُجُوْهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَ الْمَغْرِبِ وَ لٰكِنَّ الْبِرَّ مَنْ اٰمَنَ بِاللّٰهِ وَ الْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَ الْمَلٰٓئِكَةِ وَ الْكِتٰبِ وَ النَّبِيّٖنَ ۚ وَ اٰتَى الْمَالَ عَلٰى حُبِّهٖ ذَوِى الْقُرْبٰى وَ الْيَتٰمٰى وَ الْمَسٰكِيْنَ وَ ابْنَ السَّبِيْلِ ۙ وَ السَّآئِلِيْنَ وَ فِى الرِّقَابِ ۚ وَ اَقَامَ الصَّلٰوةَ وَ اٰتَى الزَّكٰوةَ ۚ وَ الْمُوْفُوْنَ بِعَهْدِهِمْ اِذَا عٰهَدُوْا ۚ وَ الصّٰبِرِيْنَ فِى الْبَاْسَآءِ وَ الضَّرَّآءِ وَ حِيْنَ الْبَاْسِ ؕ اُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ صَدَقُوْا ؕ وَ اُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُتَّقُوْنَ ﴿١٧٧﴾

আসল পূণ্য

১৭৭. তোমরা পূর্বদিকে মুখ করলে, না পশ্চিম দিকে, এটা আসল পুণ্য নয়। আসল পুণ্য হলো..

- ❖ আল্লাহ, আখেরাত, ফিরিস্তা, কিতাব ও নবীগণের উপর ঈমান আনা;
- ❖ আল্লাহর মহব্বতে আত্মীয়-স্বজন, ইয়াতীম, মিসকিন, পথিক, ভিক্ষুক/আবেদনকারী ও মানবতার মুক্তির জন্য সম্পদ ব্যয় করা;
- ❖ সালাত কায়েম করা,
- ❖ যাকাত আদায় করা,
- ❖ ওয়াদা করলে ওয়াদা পূর্ণ করা,

আর যারা স্বচ্ছল-অস্বচ্ছল তথা সর্বাবস্থায় এবং যুদ্ধকালীন সময়ে সবর করে (তথা ঈমান ইসলাম ও নীতি আদর্শের উপর অবিচল থাকে ঈমানের দাবীতে কেবল) তারাই সঠিক এবং তারাই (আসল) তাকওয়া অর্জনকারী।

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلٰى ؕ اَلْحُرُّ بِالْحُرِّ وَ الْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَ الْاُنْثٰى بِالْاُنْثٰى ؕ فَمَنْ عُفِيَ لَهٗ مِنْ اَخِيْهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌۢ بِالْمَعْرُوْفِ وَ اَدَآءٌ اِلَيْهِ بِاِحْسَانٍ ؕ ذٰلِكَ تَخْفِيْفٌ مِّنْ رَّبِّكُمْ وَ رَحْمَةٌ ؕ فَمَنِ اعْتَدٰى بَعْدَ ذٰلِكَ فَلَهٗ عَذَابٌ اَلِيْمٌ ﴿۱۷۸﴾ وَ لَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيٰوةٌ يّٰۤاُولِي الْاَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُوْنَ ﴿۱۷۹﴾

ইসলামী দন্ডবিধিঃ ক্বিসাস

১৭৮. মুঅমিনগণ! তোমাদের উপর ফরজ করা হয়েছে হত্যার (বিচারে) ক্বিসাস। আজাদের বদলে আজাদ, দাসের বদলে দাস, নারীর বদলে নারী (তথা জীবনের বদলে জীবন।) তবে হত্যাকারী তার ভাই (নিহতের ওয়ালী) থেকে মাফ পেয়ে গেলে রীতি মতে এটা মেনে নেয়া হবে এবং (মাফের শর্ত সমূহ) সুন্দরভাবে পূরণ করতে হবে। সাজা লাঘবের এ সুযোগ তোমাদের প্রতি প্রভুর বিশেষ দয়া। এতদসত্ত্বেও যে কেউ সীমালঙ্ঘন করবে তার তরে কঠিন আযাব।

১৭৯. হে বিজ্ঞ লোকেরা! তোমাদের জীবন (এর নিরাপত্তা) ক্বিসাসেই নিহিত রয়েছে। (তাই ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠায় তোমরা আল্লাহর আইন মেনে চলবে) যেন তোমরা তাকওয়া অর্জন করতে পারো।

আইন ও বিধানঃ ক্বিসাস মানে সমতা বজায় রেখে বদলা নেয়া। যেমন..

- ❖ খুনের বদলে খুন, চড়ের বদলে চড়, লাথির বদলে লাথি, এইত ক্বিসাস।
- ❖ ক্বিসাস মাফও করা যায়।
- ❖ ক্বিসাস মাফের ক্ষমতা ও অধিকার থাকে নিহত ব্যক্তির ওয়ালীর (অভিভাবকের।) নিহত ব্যক্তির ওয়ালী ছাড়া অন্য কেউ (সরকার প্রধান বা আদালত) ক্বিসাস মাফ করতে পারে না।
- ❖ নিহত ব্যক্তির কোনো একজন ওয়ালীও মাফ করে দিলে ক্বিসাস মাফ হয়ে যায়। তখন আদালত চাইলে ক্বিসাস ছাড়া অন্য সাজা দিতে পারবে।

- ❖ খুনী ব্যক্তি নিহতের পরিবার থেকে চুক্তিভিত্তিক মাফও নিতে পারবে। এই মাফের বিনিময়ে দেয়া অর্থ বা সম্পদকে দিয়াত বলে। দিয়াত যথাযথভাবে আদায় করতে হয়।
- ❖ হত্যাকারীর পরিবার, গোত্র ও ইসলামী সরকার দিয়াত আদায়ে হত্যাকারীকে সাহায্য করবে।
- ❖ ক্বিসাস মাফের সুযোগ আমাদের জন্য আল্লাহর বিশেষ দয়া। আগেকার শারীয়া'হ মতে ক্বিসাস মাফের সুযোগ ছিল না।

كُتِبَ عَلَيْكُمْ اِذَا حَضَرَ اَحَدَكُمُ الْمَوْتُ اِنْ تَرَكَ خَيْرَا ۖ الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَ الْاَقْرَبِيْنَ بِالْمَعْرُوْفِ ۚ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِيْنَ ﴿١٨٠﴾ فَمَنْۢ بَدَّلَهٗ بَعْدَ مَا سَمِعَهٗ فَاِنَّمَاۤ اِثْمُهٗ عَلَى الَّذِيْنَ يُبَدِّلُوْنَهٗ ؕ اِنَّ اللّٰهَ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ ﴿١٨١﴾ فَمَنْ خَافَ مِنْ مُّوْصٍ جَنَفًا اَوْ اِثْمًا فَاَصْلَحَ بَيْنَهُمْ فَلَاۤ اِثْمَ عَلَيْهِ ؕ اِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ﴿١٨٢﴾

উইল বা অসিয়ত

১৮০. তোমাদের কেউ সম্পদ রেখে মারা গেলে মৃত্যুকালে বাবা-মা ও আত্মীয়-স্বজনের জন্য আইনগতভাবে অসিয়ত (উইল) করা তোমাদের উপর ফরজ করা হলো। এটা মুত্তাক্বীদের কর্তব্য।

১৮১. (উইল) শোনার পর কেউ যদি এটা বদলে ফেলে তবে বদলকারীর পাপ হবে। আল্লাহ সর্বশ্রুতা মহাজ্ঞানী।

১৮২. উইলে অনিয়ম বা পাপের সম্ভাবনা দেখার পর কেউ এটা শুধরে দিলে কোনো পাপ হবে না। নিশ্চয় আল্লাহ গাফুর, রাহীম।

আইন ও বিধানঃ মিরাছের আয়াত নাযিলের আগে অসিয়ত (উইল) করা ফরজ ছিল। কিন্তু মিরাছের আয়াত দ্বারা এ বিধান রহিত হয়েগেছে। এখন উইল করা ফরজ নয়। তবে কেউ চাইলে দুই শর্তে উইল করতে পারবেঃ

শর্ত ১. এক তৃতীয়াংশ বা এর চেয়ে কম সম্পদের উইল করতে হবে। এক তৃতীয়াংশের বেশী সম্পদের উইল করা বৈধ হবে না।

শর্ত ২. এমন কারো জন্য উইল করতে হবে যে সম্পদে অংশ পাবে না। উত্তরাধিকারে অংশ রয়েছে এমন কারো জন্য উইল করা বৈধ নয়।

হুঁশিয়ারিঃ মৃত ব্যক্তির সম্পদে তার উত্তরসূরিদের অধিকার রয়েছে। এ অধিকার আল্লাহ প্রদত্ত। তবে ৩ কারণে এ অধিকার নষ্ট হয়ে যায়। যথা..

কারণঃ ১. ইসলাম ত্যাগ করলে। মানে উত্তরাধিকারীদের কেউ ইসলাম ত্যাগ করলে সে কোনো মুসলিমের সম্পদে অংশ পাবে না।

কারণঃ ২. ইসলামী দেশ ছেড়ে কাফির দেশে গিয়ে বসবাস করলে। (উল্লেখ্য ১৯২৪ ঈসায়ী থেকে খিলাফাহ ধ্বংসের পর পৃথিবীতে কোনো ইসলামী দেশ নেই এবং এখনো প্রতিষ্ঠিত হয়নি। যদিও অনেক এলাকায় মুসলিমগণ ইসলামী খিলাফাহ প্রতিষ্ঠার চেষ্ঠা করে যাচ্ছেন।)

কারণঃ ৩. হত্যা করলে। যে ব্যক্তি কাউকে হত্যা করলো সে নিহত ব্যক্তির সম্পদে কোনো অংশ পাবে না। (বিস্তারিত জানতে দেখুনঃ সিরাজী বা মিরাছ বষ্ঠনের অন্যান্য কিতাব)

উল্লেখিত কারণ ছাড়া ইচ্ছা করে কাউকে তার উত্তরাধিকার থেকে বঞ্চিত করা মহাপাপ। আর উত্তরাধিকার সম্পদ বন্টনে আল্লাহর দেয়া নীতিমালা না মানলে বা আল্লাহ যাকে অধিকার দিয়েছেন এমন কারো অধিকারের কথা নীতিগতভাবে না মানলে বা উত্তরাধিকার নেওয়াকে অপছন্দ করলে কুফর হবে। আর নীতিগতভাবে মেনে নিয়ে বাস্তবে না দিলে কাবীরাহ গুনাহ হবে।

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُوْنَ ﴿١٨٣﴾
اَيَّامًا مَّعْدُوْدٰتٍ ؕ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَّرِيْضًا اَوْ عَلٰى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ اَيَّامٍ اُخَرَ ؕ وَعَلَى الَّذِيْنَ يُطِيْقُوْنَهٗ فِدْيَةٌ
طَعَامُ مِسْكِيْنٍ ؕ فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَّهٗ ؕ وَاَنْ تَصُوْمُوْا خَيْرٌ لَّكُمْ اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ ﴿١٨٤﴾

রামাদ্বান মাস ও সিয়াম সাধন

১৮৩. ওহে যারা ঈমান এনেছো! তোমাদের উপর সিয়াম (রোজা) ফরজ করা হয়েছে যেমন ফরজ করা হয়েছিল তোমাদের পূর্ববর্তীদের উপর, যেন তোমরা তাকওয়া অর্জন করতে পারো। (আল্লাহর ভয়ে কুফর শিরক ও পাপাচার থেকে বেঁচে থাকাকে তাকওয়া বলে)

১৮৪. (রোজা পালন করতে হয় রামাদ্বান মাসে তথা) নির্ধারিত (২৯/৩০) দিনে। (রোজার মাসে) কেউ অসুস্থ হলে বা সফরে থাকলে (সে এ রোজা ভেঙ্গে ফেলবে এবং) অন্যদিন এ সংখ্যা পূর্ণ করবে। আর সক্ষম ব্যক্তি (রোজা না রাখলে প্রতিটি রোজার বদলে একজন করে) মিসকিনকে ফিদয়াহ (২ বেলার খাবার) দিবে। যে ব্যক্তি তাত্বাওয়্যু' (ঐচ্ছিক ইবাদাত তথা সুন্নত ও নফল) হিসেবে সৎ কাজ করলো এটা তার জন্য অনেক কল্যাণকর হবে। তোমরা রোজা রাখবে, এটাই তোমাদের জন্য কল্যাণকর (এ কথাটি) যদি তোমরা বুঝতে।

আইন ও বিধানঃ ইসলামের সূচনাতে এমন বিধান ছিল। তখন সক্ষম ব্যক্তি রোজা না রেখে ফিদয়াহ দিলে হয়ে যেত। কিন্তু পরবর্তিতে সামনের ১৮৫ তম আয়াত দ্বারা এ বিধান রহিত করা হয়েছে। এখন সবাইকে রোজা রাখতে হয়। তবে বার্ধক্য বা স্থায়ী অসুস্থতার কারণে যারা রোজা রাখতে সক্ষম নয় তারা রোজা না রেখে ফিদয়াহ দেবে। এক রোজার বদলে একজন মিসকীনকে (হতদরিদ্র মানুষকে) দু'বেলা খাদ্য দানকে ফিদয়াহ বলা হয়।

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِيْٓ اُنْزِلَ فِيْهِ الْقُرْاٰنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَ بَيِّنٰتٍ مِّنَ الْهُدٰى وَ الْفُرْقَانِ ۚ فَمَنْ شَهِدَ
مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ ؕ وَمَنْ كَانَ مَرِيْضًا اَوْ عَلٰى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ اَيَّامٍ اُخَرَ ؕ يُرِيْدُ اللّٰهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَ
لَا يُرِيْدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللّٰهَ عَلٰى مَا هَدٰىكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ ﴿١٨٥﴾

১৮৫. রামাদ্বান মাস। যাতে মানুষের হেদায়াত, সুস্পষ্ট দিক নির্দেশনা ও ভালো-মন্দ নির্ধারণের নীতিমালা নিয়ে নাযিল হয়েছে আল-কুরআন। সুতরাং যে ব্যক্তি এ মাস পাবে সে যেন অবশ্যই রোজা রাখে। তবে কেউ অসুস্থ হলে বা সফরে থাকলে (সে এ রোজা ভঙ্গ করবে এবং) অন্যদিন এটা পূর্ণ করবে। আল্লাহ (তার বিধানকে) তোমাদের তরে সহজ করতে চান, কঠিন করতে চান না। (তিনি অসুস্থতায় বা সফর অবস্থায় রোজা না রেখে এ রোজা অন্য সময়ে রাখার সুযোগ দিচ্ছেন) যেন তোমরা (রোজার) সংখ্যা পূর্ণ করো আর আল্লাহর মহত্ত্ব বর্ণনা করো। কারণ তিনিই তোমাদের হেদায়াত করেছেন। আর যেন তোমরা শোকর আদায় করো। (অন্তরে নিয়ামতের গুরুত্ব অনুধাবন করে মুখে স্বীকৃতি দেয়া এবং বাস্তাবজীবনে আল্লাহর বিধান মেনে নেয়ার নাম আল্লাহর শোকর আদায় করা।)

وَ اِذَا سَاَلَكَ عِبَادِیْ عَنِّیْ فَاِنِّیْ قَرِیْبٌ ؕ اُجِیْبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ اِذَا دَعَانِ ۙ فَلْیَسْتَجِیْبُوْا لِیْ وَ لْیُؤْمِنُوْا بِیْ لَعَلَّهُمْ یَرْشُدُوْنَ ﴿۱۸۶﴾

আল্লাহ কোথায়..?

১৮৬. (হে নবী!) আমার বান্দারা যদি আমার সম্পর্কে জানতে চায় (তবে বলে দিও) আমি (তার) নিকটে। যখনই কেউ আমাকে ডাকে আমি তার ডাকে সাড়া দেই। তাই বান্দারা যেন (সরাসরি) আমাকেই ডাকে এবং আমার প্রতি বিশ্বাস রাখে। (আমি সরাসরি আমাকে ডাকার সুযোগ করে দিয়েছি) যেন তারা (সকল প্রকার বিভ্রান্তি থেকে বেঁচে থেকে) পেয়ে যায় সঠিক দিশা।

ঈমান ও আক্বাইদঃ

- ❖ এখানে তথা সূরাহ বাক্বারার ১৮৬ তম আয়াতে বলা হয়েছেঃ আল্লাহ নিকটে।
- ❖ সুরাহ ওয়াক্বিয়াহর ৮৫তম আয়াতে বলা হয়েছেঃ তিনি আরও নিকটে।
- ❖ সূরাহ ক্বাফের ১৬তম আয়াতে বলা হয়েছেঃ শাহ রগের চেয়ে নিকটে।
- ❖ সূরাহ হাদীদের ৪র্থ আয়াতে বলা হয়েছেঃ তোমরা যেখানেই থাকো তিনি তোমাদের সঙ্গে।
- ❖ আবার অন্যত্র বলা হয়েছেঃ তিনি আরশে, তিনি আকাশে।

আল্লাহর কিতাবের সকল আয়াতকে সমানভাবে মানতে হবে। এক আয়াতকে মানার নামে অন্য আয়াতকে অমান্য করা বা বিনা দলীলে মনগড়া তাওয়ীল বা অপব্যাখ্যা করা যাবে না। তাই আমাদের বিশ্বাস করতে হবেঃ আল্লাহ আমাদের নিকটে, অতি নিকটে, শাহ রগের চেয়েও নিকটে, আমরা যেখানেই থাকি তিনি আমাদের সঙ্গে।

সমানভাবে বিশ্বাস করতে হবেঃ আল্লাহ আকাশে, আল্লাহ আরশে। এ ব্যাপারে মনগড়া বা মানুষের ধারণা করা কোনো ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ মেনে নেওয়া যাবে না।

اُحِلَّ لَكُمْ لَیْلَةَ الصِّیَامِ الرَّفَثُ اِلٰی نِسَآىِٕكُمْ ؕ هُنَّ لِبَاسٌ لَّكُمْ وَ اَنْتُمْ لِبَاسٌ لَّهُنَّ ؕ عَلِمَ اللّٰهُ اَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُوْنَ اَنْفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَیْكُمْ وَ عَفَا عَنْكُمْ ۚ فَالْـٰٔنَ بَاشِرُوْهُنَّ وَ ابْتَغُوْا مَا كَتَبَ اللّٰهُ لَكُمْ ۪ وَ كُلُوْا وَ اشْرَبُوْا حَتّٰی یَتَبَیَّنَ لَكُمُ الْخَیْطُ الْاَبْیَضُ مِنَ الْخَیْطِ الْاَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ۪ ثُمَّ اَتِمُّوا الصِّیَامَ اِلَی الَّیْلِ ۚ وَ لَا تُبَاشِرُوْهُنَّ وَ اَنْتُمْ عٰكِفُوْنَ ۙ فِی الْمَسٰجِدِ ؕ تِلْكَ حُدُوْدُ اللّٰهِ فَلَا تَقْرَبُوْهَا ؕ كَذٰلِكَ یُبَیِّنُ اللّٰهُ اٰیٰتِهٖ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ یَتَّقُوْنَ ﴿۱۸۷﴾

রোজার রাতে যৌন সম্ভোগ ও পানাহারের বিধান

পটভূমিঃ সূচনাতে যখন রোজা ফরজ করা হলো তখন রোজা পালনের নিয়মনীতি স্পষ্ট করে বলা হয়নি। ফলে রাসূল সাঃ ও সাহাবাগণ তখন আহলে কিতাবের নিয়ম ও রীতি মেনে রোজা পালন করতেন। তখনকার রীতি অনুযায়ী ইফতারের পর ঘুমিয়ে পড়লে পরদিনের রোজা শুরু হয়ে যেত এবং তখন থেকেই পানাহার ও যৌনসঙ্গম হারাম হয়ে যেত। বিষয়টি আসলে সহজ ছিল না। তাই কিছু অঘটন ঘটে গেল। যেমন..

- ❖ এক রাতে দেরী করে বাড়ী ফিরে উমর রাঃ দেখলেন স্ত্রী ঘুমিয়ে পড়েছেন। তিনি স্ত্রীকে কাছে টেনে সহবাস

করে ফেললেন। অন্য বর্ণনা মতে উমর রাঃ নিজেই ঘুমিয়ে পড়েছিলেন এবং ঘুম ভাঙ্গার পর সহবাস করেছেন। (কুরতুবীঃ আবু-দাউদ)

❖ কাইস বিন সিমরাহ আল-আনসারী একজন গরীব সাহাবী ছিলেন। সারাদিন তিনি খেজুর বাগানে কাজ করতেন। একদা রোজার দিনে সন্ধ্যায় বাড়ি ফিরে জানতে পারলেন ঘরে খাবার কিছুই নেই। স্ত্রী খাবারের সন্ধানে অন্য বাড়ী গেলে কাইসের ক্লান্ত দেহ জুড়ে ঘুম জড়িয়ে এলো। তিনি ঘুমিয়ে পড়লেন। স্ত্রী খাবার নিয়ে এসে দেখলেন স্বামী ঘুমিয়ে পড়েছেন। কাইস রাঃ কিছু না খেয়েই পরের দিনের রোজা শুরু করলেন। কিন্তু শরীরে আর কত সয়। দুপুরের পর তিনি অজ্ঞান হয়ে পড়লেন। (কুরতুবীঃ বুখারী) এভাবে আরও কিছু ঘটনা ঘটলো, এসব ঘটনার পর সংশ্লিষ্ট সাহাবাগণ তাওবাহ করলেন, আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাইলেন। তাই এ সমস্যার স্থায়ী সমাধান দিয়ে নাযিল হলো..

১৮৭. (হে মুসলিমগণ!) তোমাদের তরে হালাল করা হলো রোজার রাতে নারী (স্ত্রী বা দাসী) গমন। নারীরা তোমাদের পরিচ্ছদ আর তোমরা তাদের পরিচ্ছদ। আল্লাহ জানেনঃ তোমাদের কেউ কেউ নিজেকে প্রতারিত করেছো। (তবে) তিনি তোমাদের তাওবাহ কবুল করেছেন এবং তোমাদের মাফ করে দিয়েছেন। এখন থেকে তোমরা (রমজানের রাতে) যখন ইচ্ছা নারী গমন করতে পারবে। (এবং সঙ্গমকালে) তাই (সন্তান) কামনা করবে যা আল্লাহ তোমাদের জন্য নির্ধারণ করে রেখেছেন এবং তোমরা (রমজানের রাতে) খাদ্য ও পানীয় গ্রহণ করতে পারবে যতক্ষণ না (আকাশের পূর্ব দিগন্তে) রাতের কালো দাগ (দূর হয়ে এখান) থেকে উষার সাদা দাগ স্পষ্ট হয়ে উঠে। এরপর (পরবর্তী) রাত (সূর্যাস্ত) পর্যন্ত রোজা পূর্ণ করবে। তবে মসজিদে ই'তিকাফরত অবস্থায় নারীগমন করবে না। (মনে রাখবে!) এসব (বিধান) হলো আল্লাহর সীমানা। তোমরা আল্লাহর সীমানার কাছেও যাবে না। (আর শোনো!) আল্লাহ তার বিধান এভাবেই স্পষ্ট করে বর্ণনা করেন, যেন তারা মুত্তাক্বী হতে পারে। (যে ব্যক্তি আল্লাহর ভয়ে কুফর শিরক ও পাপাচার থেকে বেঁচে থাকে তাকে মুত্তাক্বী বলা হয়)

আইন ও বিধানঃ রোজার রাতে স্ত্রী-সঙ্গম করা বৈধ কাজ। সেহরীর সময় ফজরের আলো স্পষ্ট হয়ে উঠা পর্যন্ত পানাহার ও স্ত্রী-সঙ্গম করা যাবে। মসজিদে ই'তিকাফরত অবস্থায় স্ত্রী-সঙ্গম করা যাবে না। তবে এ অবস্থায়ও স্ত্রী তার স্বামীর মাথার চুল আঁচড়ে দিতে পারবে বলে হাদীছ উল্লেখ আছে।

وَ لَا تَاْكُلُوْۤا اَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَ تُدْلُوْا بِهَاۤ اِلَى الْحُكَّامِ لِتَاْكُلُوْا فَرِيْقًا مِّنْ اَمْوَالِ النَّاسِ بِالْاِثْمِ وَ اَنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ ﴿۱۸۸﴾

অন্যের সম্পদ আত্মসাৎ ও মিথ্যা মামলা

১৮৮. তোমরা একে অপরের সম্পদ অন্যায়ভাবে ভক্ষণ করো না এবং জেনে বুঝে (মিথ্যা মামলা দিয়ে কারো সম্পদ) শাসকদের হাতে তুলে দিওনা। এতে একদল লোক অন্যায়ভাবে মানুষের সম্পদ ভক্ষণের সুযোগ পেয়ে যায়।

আইন ও বিধানঃ অন্যায়ভাবে মানুষের সম্পদ ভক্ষণ করা অপরাধ। মিথ্যা মামলা দিয়ে কিছু মানুষকে অন্যের সম্পদ ভক্ষনণের সুযোগ করে দেয়াও অপরাধ।

يَسْـَٔلُوْنَكَ عَنِ الْاَهِلَّةِ ۭ قُلْ هِىَ مَوَاقِيْتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ ۭ وَلَيْسَ الْبِرُّ بِاَنْ تَاْتُوا الْبُيُوْتَ مِنْ ظُهُوْرِهَا وَلٰكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقٰى ۚ وَاْتُوا الْبُيُوْتَ مِنْ اَبْوَابِهَا ۠ وَاتَّقُوا اللّٰهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ ﴿١٨٩﴾

চাঁদের হিসাব এবং সমাজে প্রচলিত নানা কুসংস্কার

পটভূমিঃ কিছু মানুষ রাসূল সাঃএর কাছে চাঁদ সম্পর্কে প্রশ্ন করলো, তারা জানতে চাইলোঃ চাঁদ কেন ছোট বড় হয়? তাদের এই প্রশ্নের উত্তরে নাযিল হলো..

১৮৯. (হে নবী!) লোকজন তোমাকে নতুন চাঁদ সম্পর্কে প্রশ্ন করবে, বলে দিওঃ এটা (বানানো হয়েছে) মানুষের কল্যাণার্থে সময় গণনা (মাস গণনা) ও হাজ্জের হিসাব সংরক্ষণের জন্য। (জাহেলী যুগে হাজ্জ বা উমরার জন্য ঘর থেকে বেরিয়ে গেলে পুনরায় ঘরে প্রবেশ করাকে পাপ মনে করা হত। তবে বিশেষ প্রয়োজনে আবার ঘরে প্রবেশ করতে হলে তারা পিছনের দরজা দিয়ে প্রবেশ করত। এমন কুসংস্কার রহিত করে নাযিল হয়েছে) পিছন থেকে ঘরে প্রবেশ করা কোনো পুণ্য নয়। আসল পুণ্য হলো তাকওয়া অর্জন করা। তোমরা (প্রয়োজন হলে) সদর দরজা দিয়ে ঘরে প্রবেশ করবে আর আল্লাহর তাকওয়া অর্জন করবে। এতেই তোমরা সফল হবে।

তাকওয়া পরিচিতিঃ তাকওয়া অর্থ বেঁচে থাকা, বিরত থাকা। আল্লাহর ভয়ে কুফর শিরক ও পাপাচার থেকে বেঁচে থাকাকে তাকওয়া বলে। আর যে ব্যক্তি তাকওয়া অর্জন করলো তাকে বলা হয় মুত্তাক্বী।

وَقَاتِلُوْا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ الَّذِيْنَ يُقَاتِلُوْنَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوْا ۭ اِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِيْنَ ﴿١٩٠﴾

ইসলামের যুদ্ধনীতিঃ যুদ্ধে সীমালঙ্ঘন করা যাবে না

পটভূমিঃ ৬ষ্ঠ হিজরীর রজব মাসে প্রায় দেড় হাজার সাহাবী নিয়ে রাসূল সাঃ উমরাহ করতে বেরিয়েছিলেন। কিন্তু মুশরিকদের বাঁধার মুখে উমরাহ না করেই তাঁকে মদীনায় ফিরতে হলো। তবে এ সফরে মাক্কার মুশরিকদের সাথে ১০ বছর মেয়াদী শান্তি চুক্তি সম্পাদিত হয়, যা হুদাইবিয়ার সন্ধি নামে খ্যাত।

হুদাইবিয়াহর চুক্তি অনুযায়ী পরের বছর মুসলিমগণ উমরাহ পালনে রওয়ানা হলেন। কিন্তু তারা আশ্বস্থ হতে পারছিলেন না; মুশরিকরা চুক্তি ভঙ্গ করে আক্রমণ করে বসলে তাদের করনীয় কী হবে? বিষয়টি নিয়ে তারা পেরেশান ছিলেন। কারণ মক্কার পবিত্র নগরে যুদ্ধ করা নিষিদ্ধ। সাহাবাদের এ পেরেশানী দূর করতে নাযিল হলো..

১৯০. যারা তোমাদের সাথে যুদ্ধ বাঁধাবে তোমরাও তাদের সাথে যুদ্ধ করবে (তোমাদের এ যুদ্ধ হবে) আল্লাহর পথে। তবে তোমরা (আগে আক্রমণ করে) সীমালঙ্ঘন করবে না। কারণ আল্লাহ সীমালঙ্ঘনকারীদের পছন্দ করেন না।

জ্ঞাতব্যঃ এ আয়াত নাযিলের পর রাসূল সাঃ আক্রমণাত্মক যুদ্ধ এড়িয়ে চলতেন। পরে সূরাহ তাওবাহর ৫ম ও ৩৬তম আয়াতে সর্বাত্মক যুদ্ধের আদেশ দেয়া হয়।

উল্লেখ্য প্রতিটি দেশ জাতি ও সরকারেরই প্রতিরক্ষা নীতি বা যুদ্ধনীতি থাকে। প্রতিরক্ষা নীতি ছাড়া কোনো দেশ জাতি বা সরকারই পূর্ণতা লাভ করতে পারে না।

ইসলাম শুধু একটি ধর্মই নয়। দেশ জাতি ও সরকার গঠন এবং পরিচালনা ইসলামের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। ইসলাম

তার জাতির জন্য যে যুদ্ধনীতি বা প্রতিরক্ষা নীতি ঠিক করে দিয়েছে এরই নাম জিহাদ ফী সাবীলিল্লাহ।

দেশ জাতি ও সরকার গঠন, পরিচালনা, প্রতিরক্ষা, মানুষের অধিকার আদায়, সম্পদ ইজ্জত ও জীবন রক্ষা, ইত্যাদির জন্য যুদ্ধ করা মানুষের মৌলিক দায়িত্ব। এ দায়িত্ব পালন করলে আল্লাহ খুশী হয়ে অনেক ছাওয়াব দান করেন এবং এ যুদ্ধ আল্লাহর দ্বীনের প্রতিনিধিত্ব করে। তাই এটাকে জিহাদ ফী সাবীলিল্লাহ তথা আল্লাহর পথে যুদ্ধ বলা হয়।

আইনও বিধানঃ আল্লাহর পথে যুদ্ধ করা মুসলিম সরকার ও জনতার ফরজ দায়িত্ব। স্থান-কাল, পাত্র ভেদে এ যুদ্ধ ফরজে আইন (তথা প্রতিটি মুসলিমের উপর ফরজ) এবং ফরজে কিফায়াহ (তথা মুসলিম সমাজ ও সরকারের উপর ফরজ) হলেও এর বিধান কখনো ফরজ থেকে নীচে নেমে আসে না।

ঈমান ও আক্বীদাহঃ জিহাদ বা যুদ্ধ আল-কুরআনের অনেক আয়াত দ্বারা সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত একটি ফরজ বিধান। তাই এ বিধানকে নীতিগতভাবে অমান্য করা, অবজ্ঞা করা, অবহেলা করা অথবা ঐচ্ছিক মনে করা কুফর। কোনো মুসলিম এমন করলে তার ঈমান বিনষ্ট হয়ে সকল আ'মাল ও ইবাদাত নিস্ফল ও বরবাদ হয়ে যাবে এবং সে হয়ে যাবে চির জাহান্নামী মুনাফিক। এমন লোক মারা গেলে তাদের জানাযা পড়তে ও তাদের জন্য দোয়া করতে নিষেধ করা হয়েছে। (দেখুন ঃ সূরাহ তাওবাহঃ ৮৪)

وَ اقْتُلُوْهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوْهُمْ وَ اَخْرِجُوْهُمْ مِّنْ حَيْثُ اَخْرَجُوْكُمْ وَ الْفِتْنَةُ اَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ ۚ وَ لَا تُقٰتِلُوْهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتّٰى يُقٰتِلُوْكُمْ فِيْهِ ۚ فَاِنْ قٰتَلُوْكُمْ فَاقْتُلُوْهُمْ ؕ كَذٰلِكَ جَزَآءُ الْكٰفِرِيْنَ ﴿۱۹۱﴾ فَاِنِ انْتَهَوْا فَاِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ﴿۱۹۲﴾ وَ قٰتِلُوْهُمْ حَتّٰى لَا تَكُوْنَ فِتْنَةٌ وَّ يَكُوْنَ الدِّيْنُ لِلّٰهِ ؕ فَاِنِ انْتَهَوْا فَلَا عُدْوَانَ اِلَّا عَلَى الظّٰلِمِيْنَ ﴿۱۹۳﴾

ইসলামের যুদ্ধনীতিঃ মুশরিকদের সাথে যুদ্ধ

১৯১. (হে আল্লাহর বান্দাগণ!) তোমরা যেখানেই তাদেরকে (মুশরিকদেরকে) অবস্থান গাড়তে দেখবে সেখানেই যুদ্ধ (আক্রমণ) করবে, তোমরা তাদেরকে বের করে দেবে যেভাবে তারা তোমাদেরকে (নিজ ভিটাবাড়ী থেকে) বের করে দিয়েছে। (জেনে রাখো! তারা মুশরিক। আর) ফিতনাহ (শিরক) হত্যার চেয়েও জঘন্যতম মহাপাপ। তোমরা মাসজিদ হারামের কাছে (মক্কায়) যুদ্ধ করবে না, যদি না তারা সেখানে যুদ্ধ বাঁধায়। তবে তারা সেখানে (মক্কাতে) যুদ্ধ শুরু করলে তোমরা ও যুদ্ধ করবে। (জেনে রেখো!) কাফিরদের বদলা এভাবেই দিতে হয়।

১৯২. আর তারা (যুদ্ধ থেকে) বিরত থাকলে (তোমরাও বিরত থাকবে এবং আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করবে।) নিশ্চয় আল্লাহ ক্ষমাশীল, দয়াময়।

১৯৩. তোমরা যুদ্ধ করবে, যতক্ষণ না ফিতনাহ (শিরক) নির্মূল হয়ে সামগ্রিকভাবে আল্লাহর দ্বীন প্রতিষ্ঠিত হয়। (জেনে রেখো!) তারা (যুদ্ধ থেকে) বিরত হলে (তোমরা আর যুদ্ধ করবে না। তখন) বল প্রয়োগ হবে শুধু অপরাধীদের উপর।

আইন ও বিধানঃ শিরকভিত্তিক রাষ্ট্র বা সমাজ মেনে নেয়া ইসলামী সরকারের জন্য বৈধ নয়। তবে মুশরিকরা ইসলামী সমাজে বসবাস করতে পারবে, এখানে নিজেদের খোদার পূজা করতে পারবে, তারা ব্যক্তিগত ও

দলগতভাবে নিজ নিজ ধর্ম পালন করতে পারবে। তবে ইয়াহুদ ও খৃষ্টান তথা আহলে কিতাবের রাষ্ট্র ও সমাজ মেনে নিতে ইসলামী সরকারকে আদেশ দেয়া হয়েছে, যদি তারা ইসলামী সরকারের শ্রেষ্ঠত্ব মেনে নেয় এবং যিজয়া দিতে সম্মত হয়।

اَلشَّهْرُ الْحَرَامُ بِالشَّهْرِ الْحَرَامِ وَ الْحُرُمٰتُ قِصَاصٌ ؕ فَمَنِ اعْتَدٰى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوْا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدٰى عَلَيْكُمْ ۪ وَ اتَّقُوا اللّٰهَ وَ اعْلَمُوْۤا اَنَّ اللّٰهَ مَعَ الْمُتَّقِيْنَ ﴿۱۹۴﴾ وَ اَنْفِقُوْا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَ لَا تُلْقُوْا بِاَيْدِيْكُمْ اِلَى التَّهْلُكَةِ ۛ وَ اَحْسِنُوْا ۛ اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِيْنَ ﴿۱۹۵﴾

হারাম চার মাসে যুদ্ধ করার বিধান

পটভূমিঃ প্রাচীনকাল থেকেই আরবরা যু-ল-ক্বা'দাহ, যু-ল-হিজ্জাহ, মুহাররাম ও রাজাব, এ চার মাসকে "আশহুর হুরুম" (সম্মানিত মাস) হিসেবে বিশেষ মর্যাদা দিত। এসব মাসে সবাই হাজ্জ, উমরাহ, ব্যবসাসহ স্বাধীনভাবে ভ্রমণের সুবিধা পেত। এ মাসে যুদ্ধ-বিগ্রহ নিষিদ্ধ ছিল। ইসলামী সমাজ প্রতিষ্ঠার পর মুসলিমরা ও এ নিয়ম মেনে চলত।

৬ষ্ঠ হিজরীতে রাসূল সাঃ সাহাবাদের নিয়ে উমরাহ করতে রওয়ানা হলেন। মক্কার নিকটে হুদাইবিয়া নামক স্থানে মুশরিকরা গতিরোধ করলো। তখন ছিল যু-ল-ক্বা'দাহ। চিরাচরিত নিয়ম ভঙ্গ করে পবিত্র মাসে-ই হামলা করতে প্রস্তুত হলো মুশরিকরা। মুসলিমগণ ভাবনায় পড়ে গেলেন। হামলা হলে তাদের করণীয় কি হবে? মুসলিমদের এ ভাবনা দূর করতে নাযিল হলো..

১৯৪. সম্মানিত মাসের বদলা সম্মানিত মাসেই (নিতে হবে), সম্মানের ভারসাম্যই ক্বিসাস। তারা (এ মাসে) হামলা করলে তোমরাও হামলা করবে, যেমন তারা করবে। (তবে তোমরা আগে হামলা করে পাপে জড়াবে না।) তোমরা আল্লাহর তাকওয়া অর্জন করো, (মনে রেখো!) আল্লাহ মুত্তাক্বীদের সঙ্গী।

১৯৫. তোমরা (ইসলামী সমাজ, সরকার, জনতা, সবাই) আল্লাহর পথে (জনকল্যাণ, শিক্ষা, দাওয়াহ ও সামরিক খাতে যথাযথ) ব্যয় করবে। (এসব খাতে ব্যয় কমিয়ে দিয়ে) নিজ হাতে নিজেদেরকে (জাতিকে) ধ্বংসের দিকে ঠেলে দিওনা। আর (জীবনের সকল ক্ষেত্রে) ইহসান করবে। নিশ্চয়ই আল্লাহ ইহসানকারীদের ভালোবাসেন।

তাকওয়া পরিচিতিঃ তাকওয়া অর্থ বেঁচে থাকা, বিরত থাকা। আল্লাহর ভয়ে কুফর শিরক ও পাপাচার থেকে বেঁচে থাকাকে তাকওয়া বলা হয় আর যে ব্যক্তি তাকওয়া অর্জন করলো তাকে বলা হয় মুত্তাক্বী।

ইহসান পরিচিতিঃ "ইহ'সান" অর্থ সুন্দর করা। ইসলামী পরিভাষায় নিজের ঈমান, ইসলাম, আদব আখলাক, স্বভাবচরিত্র, ইবাদাত বন্দেগী, ইত্যাদি সুন্দর করাকে "ইহ'সান" বলা হয়। হাদীছ জিবরাঈল নামে খ্যাত বুখারী মুসলিমের এক দীর্ঘ হাদীছে জিবরাঈল আঃ প্রশ্ন করেছিলেন "ইহ'সান" কি? উত্তরে রাসূল সাঃ বলেছিলেনঃ "আল্লাহর ইবাদাত এমনভাবে করবে যেন তুমি আল্লাহকে দেখছ। আর যদি তাকে দেখতে না পার তবে (মনে রাখবে) তিনি তোমাকে দেখছেন"। আর যে ব্যক্তি ইহসান করে বা ইহ' সানের সাথে কাজ করে তাকে "মুহ'সিন" বলা হয়।

وَ اَتِمُّوا الْحَجَّ وَ الْعُمْرَةَ لِلّٰهِ ؕ فَاِنْ اُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ ۚ وَ لَا تَحْلِقُوْا رُءُوْسَكُمْ حَتّٰى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهٗ ؕ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَّرِيْضًا اَوْ بِهٖۤ اَذًى مِّنْ رَّاْسِهٖ فَفِدْيَةٌ مِّنْ صِيَامٍ اَوْ صَدَقَةٍ اَوْ نُسُكٍ ۚ فَاِذَاۤ اَمِنْتُمْ فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ اِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ ۚ فَمَنْ لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلٰثَةِ اَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَ سَبْعَةٍ اِذَا رَجَعْتُمْ ؕ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ ؕ ذٰلِكَ لِمَنْ لَّمْ يَكُنْ اَهْلُهٗ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ؕ وَ اتَّقُوا اللّٰهَ وَ اعْلَمُوْۤا اَنَّ اللّٰهَ شَدِيْدُ الْعِقَابِ ﴿۱۹۶﴾

হাজ্জ ও উমরাহর বিধান

১৯৬. (হে মুঅমিনগণ!) তোমরা হাজ্জ ও উমরাহ (শুরু করলে এটা) পূর্ণ করবে (আর এটা করবে) শুধুই আল্লাহর জন্য। (ইহরামের পর হাজ্জ বা উমরাহ পালনে) বাধাগ্রস্ত হলে সাধ্যমত হাদয়ী (পশু কুরবাণী) দিবে। হাদয়ী যথা স্থানে পৌঁছার আগে মাথা মুন্ডাবে না। তবে কেউ অসুখ হলে বা মাথায় সমস্যা হলে (মুন্ডিয়ে ফেলবে এবং এর) ফিদয়াহ হিসেবে (৩টি) রোজা রাখবে অথবা (৬ জন মিসকিনের খাবার) সাদাক্বাহ দিবে অথবা (১টি ছাগল বা ভেড়া) কুরবাণী করবে। আর নিরাপদ অবস্থায় হাজ্জ মৌসুমে (শাওয়্যাল, যু-ল-ক্বাই'দাহ, যু-ল-হি'জ্জাহ মাসে) উমরাহর সুবিধা নিলে (তথা তামাত্তু' বা ক্বিরান হাজ্জ করলে) সাধ্যমত হাদয়ী দিতে হবে। হাদয়ী না পেলে ১০টি রোজা পূর্ণ করবেঃ ৩টি হাজ্জকালীন সময়ে (মক্কায়) আর ৭টি (বাড়ি) ফিরে গিয়ে। এটা (হাদয়ীর বদলে রোজার বিধান) তার জন্য যার পরিবার মাসজিদুল হারাম তথা মক্কায় থাকে না। তোমরা সবাই আল্লাহর তাকওয়া অর্জন করবে আর মনে রাখবে! আল্লাহ শাস্তিদানে কঠোর।

আইন ও বিধানঃ

- হাজ্জ ও উমরাহ হবে শুধুই আল্লাহর জন্য। অন্য কোনো উদ্দেশে হাজ্জ করলে বা উমরাহ করলে ছাওয়াব পাওয়া যাবে না;
- হাজ্জ বা উমরাহ শুরু করার (ইহরামের) পর বাঁধাগ্রস্ত হলে হাদয়ী (তথা পশু কুরবাণী) দিয়ে এবং মাথার চুল কেটে ইহরাম থেকে বের হতে হবে;
- হাদয়ী যথা স্থানে পৌঁছানোর পর চুল কাটতে হবে;
- কোনো অসুস্থতা বা অসুবিধার কারণে সময়ের আগে চুল কেটে ফেললে ফিদইয়াহ (পাপ মোচনের জন্য জরিমানা) দিতে হবে;
- চুল কাটার ফিদইয়াহ (পাপ মোচনের জন্য জরিমানা) হিসেবে ৩টি (মতান্তরে ১০টি) রোজা রাখতে হয় অথবা ৬ জন মিসকিনকে (মতান্তরে ২০ জন) খাবার দিতে হয় অথবা ১ টি ছাগল বা ভেড়া কুরবাণী করতে হয়;
- যে ব্যক্তি হাজ্জ করলো সে যদি হাজ্জ মৌসুমে উমরাহ করে (তথা তামাত্তু' বা ক্বিরান হাজ্জ করে) তবে সে একটি হাদয়ী (পশু কুরবাণী) করবে আর পশু না পেলে ১০ টি রোজা রাখবেঃ ৩ টি হাজ্জ মৌসুমে আর ৭ টি বাড়ি ফিরে। তবে মক্কার স্থায়ী বাসিন্দাদের রোজা রাখতে হবে না।

اَلْحَجُّ اَشْهُرٌ مَّعْلُوْمٰتٌ ۚ فَمَنْ فَرَضَ فِيْهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوْقَ ۙ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ ۭ وَمَا تَفْعَلُوْا مِنْ خَيْرٍ يَّعْلَمْهُ اللّٰهُ ۭ وَتَزَوَّدُوْا فَاِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوٰى ۡ وَاتَّقُوْنِ يٰٓاُولِي الْاَلْبَابِ ﴿١٩٧﴾

হাজ্জকালীন সময়ে নিষিদ্ধ কাজসমূহ

১৯৭. হাজ্জ (মৌসুম) নির্ধারিত কয়েক মাস (শাওয়্যাল, যু-ল-ক্বাই'দাহ, যু-ল-হি'জ্জাহ।) সুতরাং কেউ হাজ্জ ব্রত হলে হাজ্জকালীন সময়ে অশ্লীলতা, পাপাচার ও ঝগড়া-বিবাদ করবে না। (মনে রেখো!) তোমরা যেসব সৎকাজ করো আল্লাহ এ ব্যাপারে অবগত। আর (হাজ্জের সফরে) পাথেয় (প্রয়োজনীয় সামগ্রী) সঙ্গে রাখবে। (মনে রাখবে) উত্তম পাথেয় তাকওয়া (অর্জনে সহায়ক হয়।) হে বিজ্ঞজনেরা! তোমরা সবাই আমার তাকওয়া অর্জন করো।

আইন ও বিধানঃ হাজ্জ বা উমরাহ শুরু করার পর অশ্লীল কাজ, পাপ কাজ, ঝগড়া বিবাদ, চুল বা নোখ কাটা, সুগন্ধি ব্যবহার করা, ইত্যাদি নিষিদ্ধ।

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ اَنْ تَبْتَغُوْا فَضْلًا مِّنْ رَّبِّكُمْ ۭ فَاِذَآ اَفَضْتُمْ مِّنْ عَرَفٰتٍ فَاذْكُرُوا اللّٰهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ ۠ وَاذْكُرُوْهُ كَمَا هَدٰىكُمْ ۚ وَاِنْ كُنْتُمْ مِّنْ قَبْلِهٖ لَمِنَ الضَّاۗلِّيْنَ ﴿١٩٨﴾

হাজ্জের বিধানঃ আরাফাত ও মুজদালিফাহ

১৯৮. (হাজ্জের সফরে ব্যবসা বা অন্য উপায়ে) তোমরা তোমাদের প্রভুর ফজল (হালাল রোজী) অনুসন্ধান করবে (এটা স্বভাবিক ব্যাপার) এতে কোনো পাপ হবে না। আর তোমরা (হাজ্জরত হাজীগণ) যখন আরাফাত থেকে (আল্লাহর রহমতে) পরিতৃপ্ত হয়ে যাবে অতঃপর মাশয়ারি হারামে (মুজদালিফায়) আল্লাহর যিকর (অবস্থান) করবে। আল্লাহ যেমন তোমাদের হেদায়াত করেছেন, তোমরাও অনুরূপ আল্লাহর যিকর (ইবাদাত) করবে। কারণ এর আগে তোমরা বিভ্রান্ত ছিলে।

যিকর পরিচিতিঃ যিকর অর্থ স্মরণ, স্মরণিকা, আলোচনা, সমালোচনা, বাণী, ইত্যাদি। আমাদের বাংলা সমাজে শব্দটিকে একটু বদলিয়ে বলা হয় যিকির বা জিকির। আল কুরআনের অনেক জায়গায় যিকর বলে আল-কুরআনকে বুঝানো হয়েছে, অনেক জায়গায় নামাযকে যিকর বলা হয়েছে।

মোট কথা যিকর শব্দটি আল কুরআনে অনেক অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। যেমনঃ আল-কুরআন, ইবাদাত, নামায, আলোচনা, সমালোচনা, স্মরণ, জ্ঞান, শারীয়াহ, জীবন-বিধান, উপদেশ, ইত্যাদি।

কিন্তু আমাদের সমাজের কিছু মানুষ শব্দটিকে তার আসল অর্থ থেকে বিচ্যুত করে যিকর বলে বুঝিয়ে থাকেনঃ পীরের বানানো তরিকা অনুযায়ী বিশেষ নিয়মে এবং বিশেষ ভঙ্গিতে কিছু শব্দ জপ করা। তারা যিকর শব্দটিকে তার মূল ধারা থেকে বিচ্যুত করে অনেকটা ভিন্ন ধারায় নিয়ে যেভাবে আসল অর্থ থেকে অন্য ধারায় প্রবাহিত করছেন এটা অবশ্যই "তাহরীফ" হিসেবে গণ্য হবে।

আইন ও বিধানঃ হাজ্জ বা উমরাহর সফরে ব্যবসা করা বা অন্য পন্থায় হালাল রোজী করা বৈধ। আর হাজ্জ কালীন সময়ে (৯ যু-ল-হিজ্জাহ) আরাফাত ময়দানে অবস্থান করা ফরজ।

ثُمَّ اَفِيْضُوْا مِنْ حَيْثُ اَفَاضَ النَّاسُ وَ اسْتَغْفِرُوا اللّٰهَ ؕ اِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ﴿۱۹۹﴾

সবাইকে আরাফাত ময়দানে যেতে হবে

পটভূমিঃ কুরাইশ ও তাদের মিত্ররা হাজ্জের সময় মক্কার হারাম অঞ্চলের বাইরে যেত না। আরাফাত ময়দান যেহেতু হারামের বাইরে তাই আরাফার দিনে তারা মুজদালিফায় অবস্থান করত। তাদের এ প্রথাকে খন্ডন করে নাযিল হয়..

১৯৯. (হে মুসলিমগণ! হাজ্জ পালনকালে) তোমরা সবাই আরাফাত (ময়দানে) গিয়ে (আল্লাহর রহমতে) পরিতৃপ্ত হও, যেখান থেকে অন্যরা পরিতৃপ্ত হয় (সুতরাং কেউ আরাফাতে না গেলে তার হাজ্জ হবে না।) আর (আরাফাতে অবস্থানকালে) আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করবে। নিশ্চয় তিনি ক্ষমাশীল, দয়াময়।

আইন ও বিধানঃ হাজ্জ করলে ৯ই যু-ল-হিজ্জাহ আরাফাত ময়দানে অবস্থান করা ফরজ। আরাফাতে অবস্থান না করলে হাজ্জ হয় না। আরাফাতে অবস্থানকালে জোহর ও আসর সালাত একত্রিত করে পড়তে হয় এবং আল্লাহর কাছে দোয়া ও ইস্তিগফার করতে হয়।

فَاِذَا قَضَيْتُمْ مَّنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللّٰهَ كَذِكْرِكُمْ اٰبَآءَكُمْ اَوْ اَشَدَّ ذِكْرًا ؕ فَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَّقُوْلُ رَبَّنَاۤ اٰتِنَا فِي الدُّنْيَا وَ مَا لَهٗ فِي الْاٰخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ ﴿۲۰۰﴾ وَ مِنْهُمْ مَّنْ يَّقُوْلُ رَبَّنَاۤ اٰتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَّ فِي الْاٰخِرَةِ حَسَنَةً وَّ قِنَا عَذَابَ النَّارِ ﴿۲۰۱﴾ اُولٰٓئِكَ لَهُمْ نَصِيْبٌ مِّمَّا كَسَبُوْا ؕ وَ اللّٰهُ سَرِيْعُ الْحِسَابِ ﴿۲۰۲﴾ وَ اذْكُرُوا اللّٰهَ فِيْۤ اَيَّامٍ مَّعْدُوْدٰتٍ ؕ فَمَنْ تَعَجَّلَ فِيْ يَوْمَيْنِ فَلَاۤ اِثْمَ عَلَيْهِ ۚ وَ مَنْ تَاَخَّرَ فَلَاۤ اِثْمَ عَلَيْهِ ۙ لِمَنِ اتَّقٰى ؕ وَ اتَّقُوا اللّٰهَ وَ اعْلَمُوْۤا اَنَّكُمْ اِلَيْهِ تُحْشَرُوْنَ ﴿۲۰۳﴾

মিনায় করণীয়সমূহ

পটভূমিঃ হাজ্জ সমাপ্ত করে মিনা ময়দানে জমায়েত করে পূর্বপুরুষের কৃতিত্ব, বীরত্ব, বংশ মর্যাদা, পৌরুষ জৌলুস ইত্যাদি বর্ণনা করে গৌরব করা আরবদের সামাজিক প্রথা ছিল। তাদের এ প্রথা বদলে দিয়ে নাযিল হয়..

২০০. আর হাজ্জের অনুষ্ঠানাদি সমাপ্ত করার পর (মিনা ময়দানে) তোমরা আল্লাহর যিকর (আলোচনা) করবে (অতীতে) যেমনভাবে তোমাদের পূর্বপুরুষ/বংশ মর্যাদা নিয়ে আলোচনা করতে অথবা এরচেয়ে অধিক যিকর (আল্লাহর শ্রেষ্ঠত্ব ও বড়ত্ব বর্ণনা) করবে। (আর শোনো! হাজ্জ সমাপ্ত করার পর) কেউ কেউ বলেঃ হে রাব্ব! আমাদেরকে দুনিয়ায় (ইজ্জত, সম্মান, অর্থ, সম্পদ, ইত্যাদি) দান করো। (জেনে রেখো! যে ব্যক্তি কোনো ইবাদাতের বিনিময়ে দুনিয়া চায়) আখেরাতে তাকে কিছুই দেয়া হয় না। (তাই সাবধান! যারা দুনিয়া পাবার জন্য ইবাদাত করেন আর যারা দুনিয়ার বিনিময় নিয়ে খতম মিলাদ দোয়া ইত্যাদি করে থাকেন তারা সাবধান হয়ে যান)

২০১-২০২. আর (ইবাদাত করে আল্লাহর কাছে দোয়া করতে গিয়ে) অনেকে বলেঃ হে রাব্ব! আমাদেরকে দুনিয়ায় কল্যাণ দান করো এবং আখেরাতেও কল্যাণ দান করো আর জাহান্নামের আযাব থেকে আমাদেরকে রক্ষা করো। (যারা এমন দোয়া করবে) তারাই আপন

কাজের উপযুক্ত ফল পাবে। আল্লাহ খুব দ্রুত হিসাব গ্রহণ করবেন।

২০৩. (১০ যু-ল-হিজ্জাহ কুরবানী ও মাথা মুন্ডানোর পর) নির্ধারিত কয়েক দিন (১১,১২,১৩ যু-ল-হিজ্জাহ মিনা ময়দানে অবস্থান করে) আল্লাহর যিকর (মহত্ব বর্ণনা) করবে। (এ দিনগুলোতে জামারাতে পাথর মেরে বলা হয় "বিসমিল্লাহি আল্লাহু আকবর।" পাথর মারা হয় ১১,১২,১৩ তিন দিন।) কেউ ২ দিনে (পাথর মারা) সংক্ষিপ্ত করে ফেললে অসুবিধা নেই। আর (পাথর মারাকে ৩দিন ব্যাপী) প্রসারিত করাও দোষের নয়। (তাই ২ দিন ও ৩ দিনের মারপ্যাঁচে না পড়ে) আল্লাহর তাকওয়া অর্জন করো, জেনে রাখো! তোমরা আল্লাহর কাছেই ফিরে যাচ্ছ। (আল্লাহর ভয়ে কুফর শিরক ও পাপাচার থেকে বিরত থাকাকে তাকওয়া বলা হয়)

وَ مِنَ النَّاسِ مَنْ يُّعْجِبُكَ قَوْلُهٗ فِي الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَ يُشْهِدُ اللّٰهَ عَلٰى مَا فِيْ قَلْبِهٖ ۙ وَ هُوَ اَلَدُّ الْخِصَامِ ﴿٢٠٤﴾ وَ اِذَا تَوَلّٰى سَعٰى فِي الْاَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيْهَا وَ يُهْلِكَ الْحَرْثَ وَ النَّسْلَ ؕ وَ اللّٰهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ ﴿٢٠٥﴾ وَ اِذَا قِيْلَ لَهُ اتَّقِ اللّٰهَ اَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْاِثْمِ فَحَسْبُهٗ جَهَنَّمُ ؕ وَ لَبِئْسَ الْمِهَادُ ﴿٢٠٦﴾

মুনাফিকের স্বভাব

পটভূমিঃ উবাই বিন শারীক্ব মদীনার এক ধুর্ত লোক। বাহ্যত মুসলিম হলেও তার সখ্যতা ছিল কাফিরদের সাথে। সাহাবাদের কাছে সে আখনাস নামে পরিচিত ছিল।

আখনাস অর্থ পলায়নকারী। বদর যুদ্ধে বানী-যুহরার ৩০০ লোক নিয়ে পালিয়েছিল বিধায় তাকে আখনাস বলা হত।

আখনাস ছিল খুব মিষ্টভাষী, কথায় পটু। সাহাবাগণ যুদ্ধ জয় করে ফিরে এলে সে বাহ্যত নিজের অপরাধ স্বীকার করে তাওবাহ করলো এবং বললঃ আমার অন্তরের খবর আল্লাহ জানেন, আমি সত্য বলছি। (রাসূল সাঃ তাকে তাকওয়ার উপদেশ দিলেন। বাহ্যত তাওবাহ করলেও ভিতরে ভিতরে সে অপমানবোধ করলো এবং মুসলিমদের প্রতি তার হিংসা ও জ্বালা আরো বেড়ে গেল। কিছু করতে না পেরে) হিংসার জ্বালায় সে মুসলিমদের কয়েকটি গাধাকে মেরে ফেলল এবং কিছু ফসলী জমি নষ্ট করলো। এ ঘটনার প্রতি ইঙ্গিত করে নাযিল হলোঃ (কুরতুবী)

২০৪-২০৫. দুনিয়ায় এমন লোকও আছে যে কথা দিয়ে তোমাকে মুগ্ধ করে ফেলবে এবং তার অন্তরের ব্যাপারে আল্লাহকে সাক্ষী করবে কিন্তু আসলে সে চরম ঝগড়াটে। সে ফিরে গিয়ে যমীনে ফাসাদ করে, নষ্ট করে ফসল ও নসল (বংশ) আর আল্লাহ ফাসাদ পছন্দ করেন না।

২০৬. তাকওয়া অর্জনের কথা বলা হলে পাপিষ্ঠের ইজ্জতে লাগে। (যে ব্যক্তি এমন হয়ে যায়) তার জন্য জাহান্নামই যথেষ্ট, নিকৃষ্টতম আবাস।

وَ مِنَ النَّاسِ مَنْ يَّشْرِيْ نَفْسَهُ ابْتِغَآءَ مَرْضَاتِ اللّٰهِ ؕ وَ اللّٰهُ رَءُوْفٌۢ بِالْعِبَادِ ﴿٢٠٧﴾

আখেরাতের ব্যবসা

পটভূমিঃ সুহাইল মক্কার এক বৃদ্ধলোক। সুহাইল মক্কার স্থায়ী বাসিন্দা ছিলেন না। অন্যত্র থেকে এসে মক্কাতে বসবাস শুরু করেন সুহাইল। সুহাইল ইসলাম গ্রহণের পর তার উপর নেমে আসে অবর্ণনীয় নির্যাতন। নির্যাতনের মুখে নিজের ভিটামাটি ছেড়ে মদীনার উদ্দেশ্যে বেরিয়ে পড়েন সুহাইল রাঃ। কিন্তু তাতে ও বাঁধ সাধে বেইমানরা।

একদল মুশরিক তার পিছু ধাওয়া করলো। তারা কাছে চলে এলে সুহাইল রাঃ বাহন থেকে নেমে ধনুকে তীর সংযোজন করলেন। ধনুক তাক করে তিনি বললেনঃ থামো! তোমরা জানো, আমি দক্ষ তীরন্দাজ। আল্লাহর কসম! আর এক কদম এগুলেই আমার তীর ধনুক থেকে বেরিয়ে যাবে। তীর ফুরিয়ে গেলে তলোয়ার চলবে, যতক্ষণ দেহ অবশ হয়ে না যায়। তারপর তোমরা যা চাও করতে পারবে।

মুশরিকরা বললঃ তুমি নিঃস্ব অবস্থায় মক্কা এসেছিলে। আর আজ এতো সম্পদ নিয়ে চলে যাবে? তা হতে দেব না। তোমার কাছে যা আছে সব আমাদেরকে দিয়ে দাও এবং শূন্য হাতে চলে যাও, আমরা বাধা দেব না।

সুহাইল রাঃ রাজি হয়ে গেলেন। তিলে তিলে গড়া জীবনের সকল উপার্জন দস্যুদের হাতে তুলে দিলেন। বুক ভরা ঈমান নিয়ে শূন্য হাতে পৌঁছে গেলেন নবীজির কাছে। রাসূল সাঃ বললেনঃ সুহাইল! বড় লাভজনক ব্যবসা করেছ। এ ঘটনার প্রতি ইঙ্গিত করে নাযিল হলোঃ (কুরতুবী)

২০৭. দুনিয়াতে এমন লোকও আছে যে আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য জীবনের সর্বস্ব বিকিয়ে দেয়। এসব বান্দার প্রতি আল্লাহ খুবই স্নেহশীল।

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا ادْخُلُوْا فِي السِّلْمِ كَآفَّةً ۠ وَ لَا تَتَّبِعُوْا خُطُوٰتِ الشَّيْطٰنِ ؕ اِنَّهٗ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِيْنٌ ﴿٢٠٨﴾ فَاِنْ زَلَلْتُمْ مِّنْۢ بَعْدِ مَا جَآءَتْكُمُ الْبَيِّنٰتُ فَاعْلَمُوْٓا اَنَّ اللّٰهَ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ ﴿٢٠٩﴾

ইসলামে প্রবেশ করতে হয় পরিপূর্ণভাবে

পটভূমিঃ আব্দুল্লাহ বিন সালাম একজন খ্যাতনামা ইয়াহুদী পন্ডিত। বেশ কয়েকজন অনুসারীসহ তিনি ইসলাম গ্রহণ করলেন। কিন্তু তথাপিও তিনি (ইয়াহুদ সংস্কৃতিকে প্রাধান্য দিয়ে) শনিবারকে বিশেষ মর্যাদা দিতেন এবং উটের মাংস পরিহার করে চলতেন। বিষয়টির প্রতি ইঙ্গিত করে নাযিল হয়েছে ঃ (জালালাইন)

২০৮. ওহে যারা ঈমান এনেছো! (কিন্তু বাস্তব জীবনে পরিপুর্ণভাবে দ্বীন মেনে চলছ না, শুনো!) তোমরা পরিপূর্নভাবে ইসলামে প্রবেশ করো। (কারণঃ কিছু ব্যাপারে ইসলাম আর কিছু ব্যাপারে অন্য বিধান মেনে নেওয়া কুফর, এটা শয়তানের পথ। তাই এমন করে) তোমরা শয়তানের পদাংক অনুকরণ করো না। (মনে রেখো!) সে তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু।

২০৯. তোমাদের কাছে সুস্পষ্ট প্রমাণ (আল-কুরআন) আসা সত্ত্বেও তোমরা যদি (মানব-রচিত ও মনগড়া পথে চলে) বিভ্রান্ত হয়ে যাও তবে জেনে রাখো! আল্লাহ অপ্রতিরোধ্য, মহাকৌশলী।

ঈমান ও আক্বীদাহঃ সংস্কৃতি ও সংস্কার মানব জীবনের অতি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। প্রতিটি সংস্কৃতি বা সংস্কারের পিছনে কিছু বিশ্বাস লুকায়িত থাকে। তাই কোনো মুসলিম ইসলামী সংস্কৃতি বা সংস্কারের বাইরে গিয়ে অন্য কোনো সংস্কৃতি বা সংস্কার গ্রহণ করতে পারে না। এতে কোনো কোনো ক্ষেত্রে ঈমান বিনষ্ট হবার সম্ভাবনা থেকে যায়।

সুতরাং যারা নিজেকে নন-প্রাক্টিসিং মুসলিম বলে দাবী করেন আর যারা বলেনঃ "আমরা প্রাক্টিসিং, তবে সকল ক্ষেত্রে ইসলাম মানতে পারছি না" তারা যে আসলে সরাসরি আল্লাহর বিধানের বাইরে গিয়ে নিজস্ব মনগড়া দর্শন মেনে চলছেন; উপরের আয়াত থেকে কথাটি সুস্পষ্ট বুঝা যাচ্ছে। মনে রাখতে হবে ইসলাম একটি পরিপূর্ণ জীবন আদর্শ। তাই জীবনের সকল ক্ষেত্রে এবং সকল বিষয়ে ইসলাম মেনে চলতে হয়।

هَلْ يَنْظُرُوْنَ اِلَّآ اَنْ يَّاْتِيَهُمُ اللّٰهُ فِيْ ظُلَلٍ مِّنَ الْغَمَامِ وَ الْمَلٰٓئِكَةُ وَ قُضِيَ الْاَمْرُ ؕ وَ اِلَى اللّٰهِ تُرْجَعُ الْاُمُوْرُ ﴿٢١٠﴾

২১০. তারা কি অপেক্ষা করছে; মেঘের ছায়ায় চলে আসবেন আল্লাহ এবং ফিরিস্তাগণ আর সকল বিষয় নিস্পত্তি হয়ে যাবে? আসলে সবকিছুই আল্লাহর দিকে প্রত্যাবর্তনশীল (আল্লাহই সব কিছুর উৎস)

سَلْ بَنِيْٓ اِسْرَآءِيْلَ كَمْ اٰتَيْنٰهُمْ مِّنْ اٰيَةٍ بَيِّنَةٍ ؕ وَ مَنْ يُّبَدِّلْ نِعْمَةَ اللّٰهِ مِنْۢ بَعْدِ مَا جَآءَتْهُ فَاِنَّ اللّٰهَ شَدِيْدُ الْعِقَابِ ﴿٢١١﴾

আল্লাহর নিয়ামত বদলে ফেলার পরিণতি

২১১. বানী-ইসরাঈলকে জিজ্ঞেস করোঃ আমি তাদেরকে দিয়েছি কত সুস্পষ্ট আয়াত (বিধান, নিদর্শন।) আল্লাহর নিয়ামত (নবী, রাসূল, কিতাব, শারীয়া'হ) আসা সত্ত্বেও যারা (হুবহু অনুকরণ না করে) এতে পরিবর্তন আনে (তারা জেনে রাখুক) আল্লাহ শাস্তি দানে কঠোর।

জ্ঞাতব্যঃ নবী, রাসূল, দ্বীন, শারীয়া'হ, কিতাব, ইত্যাদি আল্লাহর বিশেষ নিয়ামত। আল্লাহ এসব দান করেন জীবনের আদর্শ এবং অনুকরণীয় বিষয় হিসেবে মেনে চলার জন্য।

যেসব লোক আল্লাহর দেওয়া এসব নিয়ামতের গুরুত্ব অনুধাবন করে এসব মেনে চলল তারা এসব নিয়ামতের যথাযথ মর্যাদা দিল। ফলে আখেরাতে তাদেরকে দেয়া হবে মহাপুরস্কার জান্নাত। আর যে ব্যক্তি এসব নিয়ামতকে অবজ্ঞা করলো, অমান্য করলো সে নিজের উপর আযাবকে অবধারিত করে নিল, অন্য কথায় আল্লাহর নিয়ামতকে আযাবে রূপান্তরিত করলো। তাই আল্লাহ তাকে জাহান্নামে আযাব দেবেন।

زُيِّنَ لِلَّذِيْنَ كَفَرُوا الْحَيٰوةُ الدُّنْيَا وَ يَسْخَرُوْنَ مِنَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا ۘ وَ الَّذِيْنَ اتَّقَوْا فَوْقَهُمْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ ؕ وَ اللّٰهُ يَرْزُقُ مَنْ يَّشَآءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ ﴿٢١٢﴾

কুফরের পরিণতি ও মুঅমিনের পুরস্কার

২১২. যারা কুফর করে দুনিয়ার জীবনকে তাদের জন্য শোভিত করে দেওয়া হয়। আর তারা মুঅমিনদের (দরিদ্রতা ও জীবন) নিয়ে উপহাস করে। তবে পরকালে মুঅমিনরা হবে উন্নততর (জীবনের অধিকারী।) আল্লাহ বে-হিসাব সম্পদ দান করেন যাকে খুশী।

ঈমান ও আক্বীদাহঃ কারো দরিত্রতা নিয়ে উপহাস করা মুসলিমদের কাজ নয়। মানুষের দরিদ্রতা বা অসহায়ত্ব নিয়ে উপহাস করা কাফির ও মুনাফিকদের স্বভাব।

কুফর পরিচিতিঃ কুফর অর্থ গোপন করা, অবিশ্বাস করা, অস্বীকার করা, অমান্য করা, অবজ্ঞা করা, ইত্যাদি। আল্লাহর দেয়া কোনো তথ্য গোপন করা বা অবিশ্বাস করা অথবা আল্লাহর বিধান মানতে অস্বীকার বা অমান্য করা অথবা আল্লাহর কোনো বিধানকে অবজ্ঞা বা অবহেলা করা কুফর। আল্লাহর কোনো বিধান নিয়ে ঠাট্টা মশকরা করা এবং যাদু করাও কুফর। বাস্তব জীবনে ইসলাম ছাড়া অন্য কোনো আদর্শ, মতবাদ বা দর্শন মেনে নেওয়াও কুফর।

যেকোনো প্রকার কুফর করলে ঈমান বিনষ্ট হয়ে সকল আ'মাল ও ইবাদাত নিস্ফল ও বরবাদ হয়ে যায়। কোনো মুসলিম কোনো প্রকার কুফর বা শিরকে জড়িয়ে পড়লে সে ঈমান হারা হয়ে মুনাফিক হয়ে যায়, হয়ে যায় চিরজাহান্নামী। এমন মানুষ মারা গেলে তাদের জানাযা পড়া বা তাদের জন্য দোয়া করাও নিষিদ্ধ। (দেখুন সূরাহ তাওবাহঃ ৮৪)

كَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَّاحِدَةً فَبَعَثَ اللّٰهُ النَّبِيّٖنَ مُبَشِّرِيْنَ وَ مُنْذِرِيْنَ ۪ وَ اَنْزَلَ مَعَهُمُ الْكِتٰبَ بِالْحَقِّ لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِيْمَا اخْتَلَفُوْا فِيْهِ ؕ وَ مَا اخْتَلَفَ فِيْهِ اِلَّا الَّذِيْنَ اُوْتُوْهُ مِنْۢ بَعْدِ مَا جَآءَتْهُمُ الْبَيِّنٰتُ بَغْيًۢا بَيْنَهُمْ ۚ فَهَدَى اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لِمَا اخْتَلَفُوْا فِيْهِ مِنَ الْحَقِّ بِاِذْنِهٖ ؕ وَاللّٰهُ يَهْدِيْ مَنْ يَّشَآءُ اِلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ ﴿٢١٣﴾

সকল মানুষ একই জাতি, মানব জাতি

২১৩. সকল মানুষ একই জাতিভুক্ত ছিল। অতঃপর আল্লাহ নবী-রাসূল পাঠিয়েছেন সুসংবাদদাতা ও সাবধানকারী হিসেবে এবং তাদের কাছে নাযিল করেছেন সঠিক বিধান সম্বলিত কিতাব, যেন তারা মানুষের অমীমাংসিত সকল বিষয়ে বিচার ও শাসন করেন (আল্লাহর নাযিল কৃত কিতাব দিয়ে।) আল্লাহর কিতাব আসার পর এটা স্পষ্টভাবে প্রমাণিত হওয়া সত্ত্বেও কিছু মানুষ শুধু হিংসাবশত এর বিরোধিতায় লিপ্ত হয়। তবে আল্লাহ মুঅমিনদের হেদায়াত করেন আপন করুণায়। আল্লাহ যাকে খুশী পরিচালিত করেন সোজা পথে।

জ্ঞাতব্যঃ আসলে সকল মানুষ একই জাতি, মানব জাতি। আর মানব জাতির কাজ হলো আল্লাহর দাসত্ব করা। কিন্তু বাস্তাব জীবনে সকল মানুষ আল্লাহর দাসত্ব করে না। বাস্তবে দেখা যায় কিছু মানুষ আল্লাহর দাসত্ব করে আর অনেকেই করে না।

যে সকল মানুষ আল্লাহর দাসত্ব করে তাদের বলা হয় মুসলিম তথা মুসলিম জাতি। আর যে বা যারা আল্লাহর দাসত্ব করে না তাদের বলা হয় কাফির তথা কাফির জাতি। কাফির জাতি আবার নিজেদেরকে নানা পরিচয়ে পরিচিত করে থাকে। যেমনঃ হিন্দু জাতি, বৌদ্ধ জাতি, ইয়াহুদ জাতি, খৃষ্টান জাতি, ইত্যাদি।

জাতি, জাতীয়তা ও জাতীয়তাবাদঃ একটি জাতি অন্য জাতিসমূহের কাছে যে পরিচয়ে পরিচিত হয় এটাই জাতীয়তা। আর যে নীতি বা দর্শনের উপর ভিত্তি করে জাতীয়তা প্রতিষ্ঠিত হয় এটা হলো জাতীয়তাবাদ। মানুষের মাঝে তিন ধরনের জাতীয়তাবাদ লক্ষ্য করা যায়। যথা..

১.আঞ্চলিক জাতীয়তাবাদঃ একটি নির্দিষ্ট অঞ্চল বা ভৌগলিক সীমারেখাকে কেন্দ্র করে জাতি গঠনের নীতি বা দর্শনই হলো আঞ্চলিক জাতীয়তাবাদ। আঞ্চলিক জাতীয়তাবাদ বর্তমান বিশ্বের সবচেয়ে শক্তিশালী দর্শন, বর্তমান বিশ্বের দেশে দেশে এ নীতি মানা হচ্ছে এবং ইসরাঈল ছাড়া আর সকল দেশেই এ নীতি মেনে অঞ্চল ভিত্তিক জাতি গঠন করা হয়েছে।

যেমন..

- ❖ আমরা যারা বাংলাদেশের নাগরিক তারা বাংলাদেশী;
- ❖ যারা ভারতের নাগরিক তারা ভারতীয়;
- ❖ যারা পাকিস্তানের নাগরিক তারা পাকিস্তানী;

- ❖ যারা ইরাকের নাগরিক তারা ইরাকী;
- ❖ যারা সৌদি আরবের নাগরিক তারা সৌদি, ইত্যাদি।

বিঃ দ্রঃ- ইসলামী বিধান মতে দুনিয়ার সকল মুসলিম একই জাতি, মুসলিম জাতি। তাই অঞ্চলভিত্তিক প্রদেশ, দেশ, ইমারাত, সালতানাত গঠন করলেও অঞ্চল ভিত্তিক জাতি গঠন কোনো অবস্থাতেই বৈধ নয় বরং জাতি গঠিত হবে ইসলামভিত্তিক। মানে আমরা মুসলিম জাতি, দুনিয়ার সকল মুসলিম একই জাতি। এটাই ইসলামী বিধান।

২.ভাষাভিত্তিক জাতীয়তাবাদঃ একটি নির্দিষ্ট ভাষাকে কেন্দ্র করে যখন একটি জাতি পরিচিত হয়; তখন এটাকে বলা হয় ভাষাভিত্তিক জাতীয়তাবাদ। যেমন..

- ❖ আমরা যারা বাংলা ভাষায় কথা বলি (পশ্চিমবঙ্গ, আসাম বা অন্যদেশের নাগরিক হলেও) তারা বাঙ্গালী।
- ❖ যারা আরবী ভাষায় কথা বলে (সৌদি আরব, ইরাক, মিশর, সিরিয়া, লেবানন, ইত্যাদি যেকোনো দেশের নাগরিক হোক) তারা সবাই আরবী। ইত্যাদি।

৩. ধর্মীয় জাতীয়তাবাদ বা ধর্মভিত্তিক জাতীয়তাবাদঃ একটি জাতি যখন ধর্মকে কেন্দ্র করে গঠিত ও পরিচিত হয় তখন এটাকে বলা হয় ধর্মীয় জাতীয়াতাবাদ বা ধর্মভিত্তিক জাতীয়তাবাদ। যেমন..

- ❖ আমরা যাঁরা ইসলাম মেনে চলি তাঁরা মুসলিম;
- ❖ যারা খৃষ্টানিজম মেনে চলে তারা খৃষ্টান;
- ❖ যারা ইয়াহুদীবাদ মেনে চলে তারা ইয়াহুদী;
- ❖ যারা হিন্দুত্ববাদ মেনে চলে তারা হিন্দু, ইত্যাদি।

বিঃ দ্রঃ- ধর্মীয় জাতীয়তাবাদে দেশের সীমানার উপর ভিত্তি করে জাতি গঠিত হয় না বরং ধর্মের ভিত্তিতে জাতি গঠন হয়। তাই বিভিন্ন দেশের নাগরিক হয়েও শুধু ধর্ম এক হবার কারণে মানুষ একই জাতি ভুক্ত হয়। সুতরাং একজন মুসলিম যেকোনো দেশে থাকুক এবং যেকোনো দেশের নাগরিক হক, একজন মুসলিম হিসেবে মুসলিম জাতিভুক্ত। তাই মুসলিম জাতীয়তাবাদের ভিত্তিতে গঠিত দেশের নাগরিক হবে সকল মুসলিম এবং নাগরিকত্ব পাবে সকল মুসলিম। ইসলামী সরকারকে এ বিধান মেনে চলতে হবে এবং এ বিধানই হবে তাদের নাগরিক আইনের মূলনীতি।

أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ ۖ مَسَّتْهُمُ الْبَأْسَاءُ وَالضَّرَّاءُ وَزُلْزِلُوا حَتَّىٰ يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ مَتَىٰ نَصْرُ اللَّهِ ۗ أَلَا إِنَّ نَصْرَ اللَّهِ قَرِيبٌ ﴿٢١٤﴾

কঠিন পরিস্থিতির মোকাবেলা করেই জান্নাতে যেতে হবে

২১৪. (হে মুসলিমগণ!) তোমরা কী মনে করোঃ এমনিতেই জান্নাতে চলে যাবে? অথচ তোমাদেরকে এমন পরিস্থিতির সম্মুখীন হতে হবে না, যে পরিস্থিতির সম্মুখীন হয়েছে আগেকার লোকেরা? তারা সম্মুখীন হয়েছে কঠিন ও কঠোরতম পরিস্থিতির, (অস্থিত্ব বিলীনকারী জাতীয়) কম্পনের। এতে অতিষ্ট হয়ে মুঅমিনগণ, এমন কি রাসূল পর্যন্ত বলেছেনঃ আল্লাহর মদদ (সাহায্য সহযোগিতা) আর কবে আসবে..? জেনে রাখো! আল্লাহর মদদ নিকটে।

ঈমান ও আক্বীদাহঃ মানুষ তার সাধ্যমত সকল প্রচেষ্টা সম্পন্ন করার পর আসে আল্লাহর মদদ। তাই আগে নিজের সাধ্যমত সকল প্রচেষ্টা সম্পন্ন করতে হবে। তারপর আল্লাহর মদদের আশা করতে হবে।

يَسْـَٔلُوْنَكَ مَا ذَا يُنْفِقُوْنَ ؕ قُلْ مَآ اَنْفَقْتُمْ مِّنْ خَيْرٍ فَلِلْوَالِدَيْنِ وَ الْاَقْرَبِيْنَ وَ الْيَتٰمٰى وَ الْمَسٰكِيْنِ وَ ابْنِ السَّبِيْلِ ؕ وَ مَا تَفْعَلُوْا مِنْ خَيْرٍ فَاِنَّ اللّٰهَ بِهٖ عَلِيْمٌ ﴿٢١٥﴾

কি ব্যয় করবে? কার তরে ব্যয় করবে?

২১৫. (হে নবী!) লোকজন তোমার কাছে জানতে চায়; তারা কী ব্যয় করবে (এবং কোথায় ব্যয় করবে)? বলে দাওঃ তোমরা (আল্লাহর পথে) উত্তম বস্তু ব্যয় করবে (তোমরা) নিজেদের বাবা-মা, আত্মীয়-স্বজন, ইয়াতীম, মিসকীন ও পথিকের তরে (যা ব্যয় করবে এসবই আল্লাহর রাস্তায় ব্যয় হিসেবে ধরা হবে যদি তোমরা ঈমানের সহিত ছাওয়াবের আশায় এসব করে থাকো।) তোমরা কল্যাণকর যেসব কাজ করো এসব ব্যাপারে আল্লাহ অবগত।

জ্ঞাতব্যঃ আল্লাহর পথে ব্যয় করতে হয় উত্তম বস্তু। বাবা-মা, আত্মীয়স্বজনসহ যার তরেই ব্যয় করো এ ব্যয় যদি সৎকাজে হয় এবং আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য ঈমানের সহিত ছাওয়াবের আশায় হয়ে থাকে তবে এটা আল্লাহর রাস্তায় ব্যয় হিসেবে ধরা হবে এবং এজন্য ছাওয়াব পাওয়া যাবে।

كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَ هُوَ كُرْهٌ لَّكُمْ ۚ وَ عَسٰۤى اَنْ تَكْرَهُوْا شَيْـًٔا وَّ هُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ ۚ وَ عَسٰۤى اَنْ تُحِبُّوْا شَيْـًٔا وَّ هُوَ شَرٌّ لَّكُمْ ؕ وَ اللّٰهُ يَعْلَمُ وَ اَنْتُمْ لَا تَعْلَمُوْنَ ﴿٢١٦﴾

যুদ্ধ করা মুসলিমদের ফরজ দায়িত্ব

২১৬. (হে মুসলিমগণ! শুনো!!) তোমাদের উপর ফরজ করা হয়েছে ক্বিতাল (যুদ্ধ) অথচ এটা তোমাদের কাছে অপছন্দনীয়। (জেনে রাখো!) অনেক কিছুই তোমরা পছন্দ করনা কিন্তু এটা তোমাদের জন্য কল্যাণকর। আর অনেক কিছুই তোমরা পছন্দ করো কিন্তু এটা তোমাদের জন্য অকল্যাণকর। আসলে আল্লাহ-ই ভালো জানেন, তোমরা জানো না।

ঈমান ও আক্বীদাহঃ আল্লাহর পথে যুদ্ধ করা মুসলিমদের ফরজ দায়িত্ব। ফিক্বহের পরিভাষায় যুদ্ধ কখনো ব্যক্তির উপর ফরজ হয় আর কখনো জাতির উপর (তথা কখনো ফরজে আইন হয় আর কখনো ফরজে কিফায়াহ।) যে জাতি যুদ্ধ বিমুখ হয়ে যায় তাদের ধ্বংস অনিবার্য হয়ে উঠে আর যে মুসলিম যুদ্ধ বিমুখ হয় সে মুনাফিক হয়ে যায়। যে মুসলিম যুদ্ধ থেকে পালিয়ে যায় (বা পালিয়ে থাকে) তার জন্য জাহান্নাম অবধারিত হয়ে যায়। (দেখুনঃ সূরাহ আনফালঃ ১৬)

একটি ভুলের অবসানঃ আজকাল অনেককেই বলতে শোনা যায়ঃ "ইসলাম হলো শান্তির ধর্ম, এখানে যুদ্ধের কথা থাকবে কেন"? এরা মনে করে আসলেই ইসলামে যুদ্ধের কথা নেই।

তাই যেসব মুসলিম জিহাদের কথা বলে বা যুদ্ধের মাধ্যমে যারা দ্বীন কায়েম করতে চায় অথবা যুদ্ধকে সমর্থন করে; এরা তাদেরকে জঙ্গী, সন্ত্রাসী, ধর্মান্ধ, ইত্যাদি নানা মন্দ বিশেষণে বিশেষিত করে তাদের বিরুদ্ধে নানা প্রকার প্রপাগান্ডা করে থাকে। এর মূল কারণ হলোঃ আসলে এরা বুঝেই উঠতে পারেনা "ইসলাম কেন যুদ্ধের কথা বলবে"?

আর এ সহজ কথাটি না বুঝার মূল কারণ এরা ইসলামকে শুধু ধর্ম মনে করে এবং ধর্ম হিসেবেই মানে। আসলে ইসলাম যে শুধু ধর্ম নয় বরং ইসলাম হলো একটি পরিপূর্ণ জীবন আদর্শ; এ সহজ কথাটি এরা বুঝেনা বা মানতে

পারেনা।

তবে দুনিয়ার সকল মানুষ একথাটি সহজ ভাবেই মেনে নেয় যে, প্রতিটি দেশ জাতি ও সরকারেরই প্রতিরক্ষা নীতি বা যুদ্ধনীতি থাকতে হয়। যুদ্ধনীতি বা প্রতিরক্ষানীতি ছাড়া কোনো দেশ জাতি বা সরকারই পূর্ণতা লাভ করতে পারে না।

আর আসল ব্যাপার হলোঃ ইসলাম শুধু একটি ধর্মই নয়। দেশ ও জাতি গঠন, ন্যায় সাম্য অধিকার ও আইনের শাসন, সরকার গঠন ও পরিচালনা, ইত্যাদি হলো ইসলামের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ।

ইসলাম তার জাতির জন্য যে যুদ্ধনীতি বা প্রতিরক্ষানীতি ঠিক করে দিয়েছে এর নাম জিহাদ ফী সাবীলিল্লাহ। দেশ, জাতি ও সরকার গঠন, পরিচালনা, প্রতিরক্ষা, মানুষের অধিকার আদায়, সম্পদ ইজ্জত ও জীবন রক্ষা, ইত্যাদির জন্য যুদ্ধ করা মানুষের মৌলিক দায়িত্ব। এ দায়িত্ব পালন করলে আল্লাহ খুশী হয়ে অনেক ছাওয়াব দান করেন। তাই এটাকে জিহাদ ফী সাবীলিল্লাহ বলা হয়।

يَسْـَٔلُوْنَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ قِتَالٍ فِيْهِ ؕ قُلْ قِتَالٌ فِيْهِ كَبِيْرٌ ؕ وَ صَدٌّ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَ كُفْرٌۢ بِهٖ وَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ۬ وَ اِخْرَاجُ اَهْلِهٖ مِنْهُ اَكْبَرُ عِنْدَ اللّٰهِ ۚ وَ الْفِتْنَةُ اَكْبَرُ مِنَ الْقَتْلِ ؕ وَ لَا يَزَالُوْنَ يُقَاتِلُوْنَكُمْ حَتّٰى يَرُدُّوْكُمْ عَنْ دِيْنِكُمْ اِنِ اسْتَطَاعُوْا ؕ وَ مَنْ يَّرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِيْنِهٖ فَيَمُتْ وَ هُوَ كَافِرٌ فَاُولٰٓئِكَ حَبِطَتْ اَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَ الْاٰخِرَةِ ۚ وَ اُولٰٓئِكَ اَصْحٰبُ النَّارِ ۚ هُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ ﴿٢١٧﴾ اِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَ الَّذِيْنَ هَاجَرُوْا وَ جٰهَدُوْا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ۙ اُولٰٓئِكَ يَرْجُوْنَ رَحْمَتَ اللّٰهِ ؕ وَ اللّٰهُ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ﴿٢١٨﴾

মুসলিমদের বিরুদ্ধে প্রপাগান্ডার জবাব

পটভূমিঃ বদর যুদ্ধের দুই মাস আগে মাক্কাহর নিকটে নাখলাহ নামক স্থানে মক্কার এক কাফেলার বিরুদ্ধে বিশেষ অভিযানে ৯ জন সাহাবীর এক ঝটিকা বাহিণী প্রেরণ করেছিলেন রাসূল সাঃ। আব্দুল্লাহ বিন জাহাশ রাঃ ছিলেন এ বাহিনীর কমান্ডার তথা মুসলিম বাহিণীর প্রথম সেনাপতি।

রজব মাসের শেষ তারিখ মাক্কাহর নিকটে মুশরিকদের কাফেলার সন্ধান পেয়ে সাহাবাগণ ভাবনায় পড়ে গেলেন। কারণ আক্রমণ না করলে কাফেলা মাক্কায় ঢুকে পড়বে আর আক্রমণ করলে রজব মাসের সম্মান নষ্ট হবে। (উল্লেখ্য আরবি ১২ মাসের মাঝে ৪ মাসকে হারাম হিসেবে মান্য করা হয়। আর এ চার মাস হচ্ছে যু-লক্বাইদাহ, যু-ল-হিজ্জাহ, মুহাররাম ও রাজাব। এসব মাসে যুদ্ধ করা নিষিদ্ধ।)

সাহাবাগণ ভাবলেনঃ রাসূল সাঃ আক্রমণের হুকুম দিয়েছেন, তাই আমাদের উচিত আক্রমণ করা। ভেবেচিন্তে তারা আক্রমণ করে ফেললেন।

এ অভিযানে ওয়াক্বিদ বিন আব্দুল্লাহ আল-তামিমী রাঃ'এর তীরে আ'মর বিন খাদরামী নামক এক মুশরিক নিহত হয়। উছমান বিন আব্দুল্লাহ এবং হা'কাম বিন কাইসান নামক দুজন মুশরিককে বন্দী করা হয়। মুশরিক কাফেলার অন্য সদস্য নাওফিল বিন আব্দুল্লাহ পালিয়ে যেতে সক্ষম হয়। সাহাবাগণ দুজন বন্দি, কিছু উটসহ অনেক গণীমত নিয়ে মদীনাহ ফিরে আসেন।

এমন পরাজয়ে জ্বলে উঠে মুশরিকরা। চারদিকে হৈচৈ পড়ে যায়। শুরু হয় প্রপাগান্ডা। মুসলিমগণ রাজাব মাসের

সম্মান নষ্ট করেছে বলে তোলপাড় হয়ে যায়। চতুর্দিক থেকে প্রশ্ন আসতে থাকে রাসূল সাঃ এর কাছে।

উল্লেখ্য এটাই ইসলামী ইতিহাসের প্রথম গণীমত। আব্দুল্লাহ বিন জাহাশ প্রথম সিপাহ সালার। আর মুসলিমদের হাতে প্রথম নিহত ব্যক্তি আ'মর বিন খাদরামী। এ ঘটনার প্রতি ইঙ্গিত করে নাযিল হয়ঃ (কুরতুবী)

২১৭. তারা (মুশরিকরা) হারাম মাসে যুদ্ধ সম্পর্কে জানতে চায়। বলে দাওঃ এসব মাসে যুদ্ধ করা বড় অপরাধ (যা মুসলিম বাহিনী করেছে।) আর..

- ❖ আল্লাহর পথে বাধা দেয়া,
- ❖ আল্লাহর সাথে কুফর করা,
- ❖ (রাসূল ও মুঅমিনদেরকে) মাসজিদ হারাম থেকে বিরত রাখা,
- ❖ আসল হকদারদেরকে সেখান থেকে বের করে দেয়া, (ইত্যাদি পাপসমূহ যা মুশরিকরা করছে) হারাম মাসে যুদ্ধের চেয়েও জঘন্যতম অপরাধ। আর ফিতনাহ (শিরক) হত্যার চেয়েও জঘন্য (আর হে মুশরিকের দল! এসব জঘন্যতম অনেক কাজ তোমরা করছো। সুতরাং তোমরা কোন মুখে মুসলিমদেরকে অপরাধী বানাতে চাও?)

(হে মুসলিমগণ! শুনো!) তারা তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ থামাবে না। তারা ক্ষমতা পেলে তোমাদেরকে দ্বীন ছাড়া করবে। আর (জেনে রেখো!) তোমাদের কেউ যদি দ্বীন ছেড়ে দেয় এবং কাফির অবস্থায় মারা যায় তবে তার সকল আ'মাল দুনিয়া ও আখেরাতে নিস্ফল হয়ে যাবে। আর তারা হবে জাহান্নামী, সেখানে তারা চিরকাল থাকবে।

২১৮. পক্ষান্তরে যারা ঈমান আনে, হিজরত করে, আল্লাহর পথে জিহাদ করে, আল্লাহর রহমতের আশা কেবল তারাই করতে পারে। আল্লাহ গাফূর, রাহী'ম।

জ্ঞাতব্যঃ

- ❖ কুফর শিরক হত্যার চেয়েও জঘন্য অপরাধ।
- ❖ মুসলিমরা যতই নতজানু হোক না কেন; সম্পূর্ণরূপে মুরতাদ না হলে কাফিররা এদের উপর খুশী হবে না।
- ❖ যে ব্যক্তি কাফিরদের আদর্শ গ্রহণ করলো তার সকল আ'মাল বরবাদ হয়ে যায়।
- ❖ ঈমান, হিজরত ও জিহাদ ফী সাবীলিল্লাহ এ তিনগুণে গুণান্বিত মুসলিমই আল্লাহর রহমতের আশা করতে পারে।
- ❖ আল্লাহর যমীনে আল্লাহর দ্বীন কায়েম ও দ্বীনের হেফাজত, অধিকার আদায় ও সংরক্ষণ, ইজ্জত আব্রু জীবন ও সম্পদের হেফাজতের জন্য সর্বাত্মক প্রচেষ্টাকে জিহাদ বলে। জিহাদের সর্বোচ্চ পর্যায় হচ্ছে যুদ্ধ। যুদ্ধকে আরবীতে বলা হয় "ক্বিতাল" বা "হা'রব"।

আইন ও বিধানঃ ক্বিতাল তথা আল্লাহর পথে যুদ্ধ করা ফরজ। জাতির অস্থিত্ব বজায় রাখতে ক্বিতালের বিকল্প নেই। একটি বীর ও লড়াকু জাতিই পৃথিবীর বুকে মাথা উচু করে দাঁড়াতে পারে। ইসলামের প্রথম দিকে সম্মানিত চার মাসে যুদ্ধ করা হারাম ছিল। পরে সূরাহ তাওবাহর ৩৬ তম আয়াতের শেষ অংশ দ্বারা প্রয়োজনে হারাম মাসেও যুদ্ধের অনুমতি দেয়া হয়। কোনো বড় অন্যায় রুখতে প্রয়োজনে ছোট পাপ মেনে নেয়া যায়।

يَسْـَٔلُوْنَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَ الْمَيْسِرِ ؕ قُلْ فِيْهِمَاۤ اِثْمٌ كَبِيْرٌ وَّ مَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَ اِثْمُهُمَاۤ اَكْبَرُ مِنْ نَّفْعِهِمَا ؕ وَ يَسْـَٔلُوْنَكَ مَا ذَا يُنْفِقُوْنَ ۬ ؕ قُلِ الْعَفْوَ ؕ كَذٰلِكَ يُبَيِّنُ اللّٰهُ لَكُمُ الْاٰيٰتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُوْنَ ﴿۲۱۹﴾ فِي الدُّنْيَا وَ الْاٰخِرَةِ ؕ وَ يَسْـَٔلُوْنَكَ عَنِ الْيَتٰمٰى ؕ قُلْ اِصْلَاحٌ لَّهُمْ خَيْرٌ ؕ وَ اِنْ تُخَالِطُوْهُمْ فَاِخْوَانُكُمْ ؕ وَ اللّٰهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ ؕ وَ لَوْ شَآءَ اللّٰهُ لَاَعْنَتَكُمْ ؕ اِنَّ اللّٰهَ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ ﴿۲۲۰﴾

মদ, জুয়া, আল্লাহর রাহে খরচ ও ইয়াতীমের সম্পদ

২১৯-২২০. (হে নবী!) তারা তোমার কাছে মদ ও জুয়া সম্পর্কে জানতে চায়। বলে দাওঃ এ উভয় কাজেই অনেক পাপ নিহিত তবে এতে (সাময়িক) লাভ ও আছে। আর এ উভয় কাজে লাভের চেয়ে পাপের মাত্রা অনেক বেশী।

(হে নবী!) তারা তোমার কাছে (আরও) জানতে চায়ঃ কী তারা (আল্লাহর রাহে) ব্যয় করবে, বলে দাওঃ অবশিষ্ট (সম্পদ আল্লাহর রাহে খরচ করবে।) আল্লাহ এভাবেই তার বিধানকে পরিস্কারভাবে বর্ণনা করেন। যেন তোমরা (এসব বিষয় নিয়ে) গবেষণা করো (এবং) দুনিয়া ও আখেরাতে (এর ফল ভোগ করো।)

(হে নবী!) তারা তোমার কাছে ইয়াতীম সম্পর্কে জানতে চায়। বলে দাওঃ (ইয়াতীমদের ব্যাপারে) এমন পদক্ষেপ নেয়া উত্তম যাতে তাদের কল্যাণ হয়। (আর তোমরা যারা ইয়াতীমের অভিভাবক হিসেবে কাজ করছোঃ তোমরা যদি তোমাদের সম্পদের সাথে তাদের সম্পদ) মিশিয়ে ফেলো তবে তারা তোমাদের ভাই (হয়ে যাবে। তোমরা তখন ভাইয়ের মতই তাদের এবং তাদের সম্পদের রক্ষণাবেক্ষণ করবে। আর সদা সাবধান থাকবে! কারণ) আল্লাহ জানেন কে (ইয়াতীমের মাল) ধ্বংস করে আর কে সংরক্ষণ করে। (মনে রাখবে) আল্লাহ চাইলে তোমাদেরকে ধ্বংস করে দিতে পারেন। নিশ্চয় তিনি অপ্রতিরুদ্ধ, মহাকৌশলী।

আইন ও বিধানঃ সম্পদ অর্জন বা উপার্জন করার পর নিজের ও পরিবারের প্রয়োজন মিটিয়ে যা অবশিষ্ট তথা সঞ্চয় থাকবে এ থেকে আল্লাহর পথে খরচ করতে হবে। ইয়াতীমের সম্পদ রক্ষণাবেক্ষণ করা আমাদের সামাজিক দায়িত্ব। যাতে ইয়াতীমের কল্যাণ হয় সে ব্যবস্থাই করতে হবে।

وَ لَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكٰتِ حَتّٰى يُؤْمِنَّ ؕ وَ لَاَمَةٌ مُّؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ وَّ لَوْ اَعْجَبَتْكُمْ ۚ وَ لَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِيْنَ حَتّٰى يُؤْمِنُوْا ؕ وَ لَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ وَّ لَوْ اَعْجَبَكُمْ ؕ اُولٰٓئِكَ يَدْعُوْنَ اِلَى النَّارِ ۚۖ وَ اللّٰهُ يَدْعُوْۤا اِلَى الْجَنَّةِ وَ الْمَغْفِرَةِ بِاِذْنِهٖ ۚ وَ يُبَيِّنُ اٰيٰتِهٖ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُوْنَ ﴿۲۲۱﴾

মুশরিকদের সঙ্গে বিয়ে নিষিদ্ধ

২২১. (হে মুসলিমরা শুনো!) তোমরা কোনো মুশরিক নারীকে বিয়ে করবে না, যতক্ষণ না সে ঈমান

আনবে, (জেনে রাখো! মুশরিক নারী রূপে গুণে) তোমাদের বিমোহিত করে ফেললেও মুশরিক রমণীর চেয়ে মুঅমিন দাসী অনেক উত্তম।

(কোনো মুসলিম নারীকে ও) মুশরিক পুরুষের কাছে বিয়ে দিবে না, যতক্ষণ না সে ঈমান আনবে। (জেনে রাখো!) মুশরিক পুরুষ (তার গুণ ও অবস্থান দিয়ে) তোমাদের বিমোহিত করে ফেললেও মুসলিম দাস তার চেয়ে অনেক উত্তম।

কারণঃ মুশরিকরা জাহান্নামের দিকে ডাকে আর আল্লাহ ডাকেন জান্নাত ও মাগফিরাতের দিকে আপন করুণায়। তিনি তাঁর বিধান স্ববিস্তারে বর্ণনা করেন, যেন মানুষ এটা গ্রহণ করে।

আইন ও বিধানঃ

- ❖ মুশরিক নারীকে বিয়ে করা মুসলিম পুরুষের জন্য হারাম। এ আয়াতের বিধানকে ব্যাপকভাবে নিলে সকল মুশরিক নারীকেই বিয়ে করা হারাম হয়ে যায়। তবে সূরাহ মাইদার ৫ম আয়াত দ্বারা এ আয়াতের ব্যাপকতাকে তাখস্বীস্ব তথা সীমিত করা হয়েছে। সেখানে বলা হয়েছে মুসলিম পুরুষ আহলে কিতাব মেয়েদের বিয়ে করতে পারবে।
- ❖ মুশরিক পুরুষকে বিয়ে করা মুসলিম নারীদের জন্য হারাম।

وَيَسْـَٔلُوْنَكَ عَنِ الْمَحِيْضِ ۗ قُلْ هُوَ اَذًى ۙ فَاعْتَزِلُوا النِّسَآءَ فِى الْمَحِيْضِ ۙ وَلَا تَقْرَبُوْهُنَّ حَتّٰى يَطْهُرْنَ ۚ فَاِذَا تَطَهَّرْنَ فَاْتُوْهُنَّ مِنْ حَيْثُ اَمَرَكُمُ اللّٰهُ ۗ اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ التَّوَّابِيْنَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِيْنَ ﴿٢٢٢﴾

ঋতুবতী নারীর সাথে সঙ্গমের বিধান

পটভূমিঃ ইয়াহুদ সমাজে ঋতুবতী নারী সম্পর্কে নানা কুসংস্কারের প্রচলন ছিল। কিছু মানুষ তাদের সম্পূর্ণ আলাদা করে দিত আর কেউ কেউ মলদ্বারে সঙ্গম করত। সাহাবাগণ তাদের করণীয় সম্পর্কে জানতে চাইলে নাযিল হয়..

২২২. (হে নবী!) লোকজন তোমার কাছে ঋতুবতী নারী সম্পর্কে জানতে চায়, বলে দাওঃ এটা বড়ই নোংরা (অবস্থা।) সুতরাং স্রাব চলাকালীন সময়ে তোমরা নারী (সঙ্গম) থেকে বিরত থাকবে, (স্রাব থেকে) পবিত্র হওয়া পর্যন্ত (সঙ্গমের জন্য) তাদের কাছে যাবে না। তারা যখন (স্রাব থেকে) উত্তমরূপে পবিত্র হয়ে যাবে তখন তাদের সাথে সঙ্গম করবে আল্লাহর নির্দেশিত পথে (তথা যোনি পথে, মলদ্বারে নয়। আর স্রাব অবস্থায় সঙ্গম করে ফেললে তাওবাহ করবে) নিশ্চয় আল্লাহ তাদেরকে পছন্দ করেন যারা তাওবাহ করে, আল্লাহ তাদেরকে পছন্দ করেন যারা পরিচ্ছন্ন জীবন যাপন করে।

আইন ও বিধানঃ ঋতুকালে নারীর যোনি নোংরা থাকে, এ অবস্থায় সঙ্গম করলে নানা রোগের সৃষ্টি হয়। ঋতুবতী নারীর সাথে সঙ্গম করা বৈধ নয়। তবে সঙ্গম ব্যতীত অন্য সব (যেমন চুম্বন,আলিঙ্গন, ইত্যাদি) বৈধ আছে। স্রাব পরিপূর্ণভাবে বন্ধ হয়ে গেলে (তথা সাদা স্রাব দেখা গেলে) নারী প্রথমে গোসল করবে এবং এ গোসল নারীর ফরজ দায়িত্ব। গোসলের পর ওই নারীর সাথে সহবাস করা যাবে।

ঋতুবতী নারীর সাথে সহবাস করলে **১** দিনার (৪.২৫ গ্রামস্বর্ণ বা সমমূল্য) বা আধা দিনার সাদাক্বাহ দিতে হয়। স্বামী-স্ত্রী সহবাসকালে ইচ্ছামত নানা পদ্ধতি গ্রহণ করে আনন্দ করা অপরাধ নয়। তবে সঙ্গম করতে হবে যোনি পথে, মলদ্বারে সঙ্গম করা বৈধ নয়।

نِسَآؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ ۠ فَأْتُوْا حَرْثَكُمْ اَنّٰى شِئْتُمْ ۪ وَ قَدِّمُوْا لِاَنْفُسِكُمْ ؕ وَ اتَّقُوا اللّٰهَ وَ اعْلَمُوْۤا اَنَّكُمْ مُّلٰقُوْهُ ؕ وَ بَشِّرِ الْمُؤْمِنِيْنَ ﴿۲۲۳﴾

স্ত্রী সহবাসের সময় ও পদ্ধতি

পটভূমিঃ ইয়াহুদ মনে করতঃ স্ত্রীকে উপুড় করে সঙ্গম করলে সন্তান বিকলাঙ্গ হয়। (কুরতুবীঃ বুখারী) (আসলে এসবই কুসংস্কার। এসব কুসংস্কারে বিশ্বাস করে) মদীনার লোকজন সর্বদা একই পদ্ধতিতে (স্ত্রীকে চিৎ করিয়ে) সঙ্গম করত। আর মাক্কাহবাসীর পছন্দ ছিল নানা পদ্ধতি। এক মুহাজির সাহাবী এক আনসারী মহিলাকে বিয়ে করে পদ্ধতি নিতে চাইলে স্ত্রী বেকে বসেন। (কুরতুবীঃ তিরমিযী) রাসূল সাঃ'এর কাছে প্রশ্ন এলে এসব কুসংস্কার প্রতিহত করতে নাযিল হয়..

২২৩. তোমাদের নারীগণ তোমাদের ফসলের মাঠ (তূল্য, ফসলের মাঠে বীজ দিলে ফসল হয় আর নারী জরায়ুতে বীর্য দিলে সন্তান হয়) সুতরাং তোমরা যখন ইচ্ছা/যেভাবে ইচ্ছা নিজ নিজ ফসলের মাঠে আসতে পারবে। তোমরা (স্ত্রী সঙ্গম করে) নিজেদের ভবিষ্যত (বংশধর) কামনা করবে আর আল্লাহর তাকওয়া অর্জন করবে। মনে রেখোঃ তোমাদেরকে তাঁর সাক্ষাতে যেতেই হবে। (তবে তোমরা মুঅমিন হতে পারলে ভয়ের কিছু নেই। কারণ) সুসংবাদ মুঅমিনদের জন্য।

(**উল্লেখ্য মুসলিম ৩ প্রকারঃ** মুঅমিন, ফাসিক ও মুনাফিক। এর মাঝে মুঅমিন নিশ্চিত জান্নাতী, মুনাফিক চির জাহান্নামী আর ফাসিক ক্ষমা পেলে জান্নাতী নতুবা মেয়াদী জাহান্নামী হবে।)

তাকওয়া ও মুত্তাকী পরিচিতিঃ আল্লাহর ভয়ে কুফর শিরক ও পাপাচার থেকে বিরত থাকার নাম তাকওয়া। আর যে ব্যক্তি তাকওয়া আর্জন করে তাকে বলা হয় মুত্তাকী।

আইন ও বিধানঃ স্বামী-স্ত্রী সঙ্গমকালে নানা পদ্ধতি নিয়ে আনন্দ করা বৈধ এবং রাতের বা দিনের যেকোনো সময় সঙ্গম করা বৈধ। এতে দোষের কিছু নেই।

হুঁশিয়ারিঃ স্বামী-স্ত্রীর বৈধ সঙ্গম নিয়ে আমাদের সমাজে অনেক কুসংস্কারের প্রচলন রয়েছে। যেমনঃ অনেকে মনে করেন; এ সময়ে সঙ্গম করলে এই হয় আর ওই সময়ে সঙ্গম করলে ওই হয়। আবার অনেকে মনে করেন; এভাবে এ পদ্ধতিতে সঙ্গম করা যাবে আর ওই পদ্ধতিতে যাবে না, ইত্যাদি।

আসলে এসবই কুসংস্কার। বরং স্বামী-স্ত্রী তাদের ইচ্ছামত যেকেনো সময়ে বা যেকোনো পদ্ধতিতে সঙ্গম করতে পারবে। তবে সঙ্গম করতে হবে শুধুই যোনী পথে, মল-দ্বারে সঙ্গম করা বৈধ নয়।

وَ لَا تَجْعَلُوا اللّٰهَ عُرْضَةً لِّاَيْمَانِكُمْ اَنْ تَبَرُّوْا وَ تَتَّقُوْا وَ تُصْلِحُوْا بَيْنَ النَّاسِ ؕ وَ اللّٰهُ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ ﴿۲۲۴﴾ لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللّٰهُ بِاللَّغْوِ فِيْۤ اَيْمَانِكُمْ وَ لٰكِنْ يُّؤَاخِذُكُمْ بِمَا كَسَبَتْ قُلُوْبُكُمْ ؕ وَ اللّٰهُ غَفُوْرٌ حَلِيْمٌ ﴿۲۲۵﴾

ক্বসমের বিধান

পটভূমিঃ মিসতাহ একজন গরীব সাহাবী। মিসতাহ আবু-বাকর রাঃ'এর ভাগনা। ভাগনা মিসতাহকে নিয়মিত আর্থিক সাহায্য করতেন আবু-বাকর রাঃ। আ'ইশাহ রাঃ'এর উপর মিথ্যা অপবাদ রটনাকালে অপবাদকারীদের সঙ্গ দিয়েছিলেন মিসতাহ। যে কারণে আবু-বাকর রাঃ কসম করলেনঃ মিসতাহর জন্য আর অর্থ ব্যয় করবেন না।

অন্যদিকে আব্দুল্লাহ বিন রাওয়াহা রাঃও কসম করেছিলেনঃ তদীয় ভগ্নীপতি বাশীর বিন নু'মানের সাথে কথা বলবেন না। এসব ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে নাযিল হয়..

২২৪. (একজন ভালো মুসলিম হিসেবে) তোমরা পুণ্যের কাজ করবে, তাকওয়া অর্জন করবে, মানুষের বিবাদ মিটাবে, (এটাই স্বাভাবিক এবং এসবই ভালো কাজ। তোমরা) এসব কাজ না করার জন্য (আল্লাহর নামে) কসম করে আল্লাহকে এসব কাজের প্রতিবন্ধক বানিও না। আল্লাহ সর্বশ্রোতা, মহাজ্ঞানী।

২২৫. (শুনো!) লাগ'য়া কসমের জন্য আল্লাহ তোমাদের পাকড়াও করবেন না। তবে ইচ্ছাকৃত কসমের জন্য অবশ্যই ধরবেন। আল্লাহ গা'ফূর, রাহী'ম।

আইন ও বিধানঃ

কসম ৩ প্রকারঃ গুরুত্বহীন কসম (লাগ'ওয়া), মিথ্যা কসম (গু'মুস) ও উদ্দেশ্যমূলক কসম (মুনআ'ক্বিদাহ)

লাগ'ওয়াঃ কসমের ইচ্ছা না করে অভ্যাসগত বা উদ্দেশ্যহীনভাবে কসমের শব্দ ব্যবহার করা অথবা অতীতের কোনো (মিথ্যা) বিষয়কে সত্য মনে করে কসম করাকে লাগ'ওয়া কসম বলে। লাগ'ওয়া কসমে পাপ হয় না এবং লাগ'ওয়া কসমে কাফফারাহ দিতে হয় না।

গু'মুসঃ অতীতের কোনো বিষয়ে ইচ্ছাকৃতভাবে মিথ্যা কসম করাকে গু'মুস বলে। গু'মুস কসমে পাপ হয়। এজন্য তাওবাহ ও ইস্তিগফার করতে হয়। তবে কাফফারাহ দিতে হয় না।

মুনআ'ক্বিদাহঃ ভবিষ্যতে কোনো কাজ করার বা না করার কসমকে মুনআ'ক্বিদাহ বলে। মুনআ'ক্বিদাহ কসম করলে পাপ হয় না। তবে মুনআ'ক্বিদাহ কসম ভঙ্গ করলে কাফফারাহ দিতে হয়। মুনআ'ক্বিদাহ কসমের কিছু গুরুত্বপূর্ণ বিধান হচ্ছে..

- ❖ কোনো ভালো কাজ না করার অথবা মন্দ কাজ করার জন্য কসম করলে এটা ভঙ্গ করে কাফফারাহ দিতে হয়।
- ❖ কসমের কাফফারাহ হচ্ছে দশজন মিসকীনকে খাদ্য দান, অথবা বস্ত্র দান, অথবা দাস মুক্তি। এ তিনটির কোনোটি করতে সক্ষম না হলে তিনটি রোজা রাখতে হয়। (দেখুন সূরাহ মাইদাহঃ ৮৯)
- ❖ আল্লাহ ছাড়া অন্য নামে কসম করা বৈধ নয়। এমন কাজকে হাদীছে শিরক বলা হয়েছে।

لِلَّذِيْنَ يُؤْلُوْنَ مِنْ نِّسَآئِهِمْ تَرَبُّصُ اَرْبَعَةِ اَشْهُرٍ فَاِنْ فَآءُوْ فَاِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ﴿٢٢٦﴾ وَ اِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَاِنَّ اللّٰهَ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ ﴿٢٢٧﴾

তালাক ও বিবাহ বিচ্ছেদ

২২৬. (হে মুসলিমগণ!) তোমাদের যারা নিজ স্ত্রীর সাথে "ইলা" করবে তাদেরকে চার মাস অবকাশ দেয়া হলো। (চারমাস সময়ের মধ্যে ইলা ভঙ্গ করে) ফিরে এলে (বিবাহ বিচ্ছেদ হবে না।) আল্লাহ গাফূর রাহী'ম।

২২৭. (ইলা করার পর যদি ৪ মাস অতিবাহিত হয়ে যায়) আর তোমরা যদি (ইলা ভঙ্গ না করে) তালাকের সিদ্ধান্ত করে ফেলো (তবে চার মাস পর স্বয়ংক্রিয়ভাবেই বিবাহ বিচ্ছেদ হয়ে যাবে।) আল্লাহ সর্বশ্রোতা, মহাজ্ঞানী।

আইন ও বিধানঃ স্ত্রীর সাথে সঙ্গম না করার কসমকে "ইলা" বলে। এমন কসম করা অনৈতিক। এতে স্ত্রীর অধিকার নষ্ট হয়। তখনকার সময়ে আরব সমাজের প্রথা মত "ইলা" করলে বিবাহ বিচ্ছেদ হয়ে যেত। কিন্তু ইসলামী বিধানে "ইলা"কারীকে ৪ মাস অবকাশ দেয়া হয়।

ইলা করার ৪ মাসের মধ্যে স্ত্রীর সাথে সঙ্গম করলে ইলা ভঙ্গ হয়ে যায়। তখন কসম ভঙ্গের কাফফারাহ দিতে হয়। চার মাসের মধ্যে ইলা ভঙ্গ করে কাফফারাহ দিয়ে দিলে আর বিবাহ বিচ্ছেদ হয় না।

চার মাসের মধ্যে স্ত্রীর কাছে না গেলে স্বামীকে আর সুযোগ দেয়া হয় না বরং বিবাহ বিচ্ছেদ ঘটে যায়। ফিক্বহের পরিভাষায় একে বলা হয় বাইন তালাক, অর্থাৎ ইলার মাধ্যমে ১ তালাক বাইন হয়। ১ তালাক বাইন হয়ে গেলে স্বামীর হাতে আর ক্ষমতা থাকে না এবং স্বামী আর এ তালাক ফিরিয়ে নিতে পারবে না। তখন ক্ষমতা চলে যায় স্ত্রীর হাতে। স্ত্রী ইচ্ছা করলে ইদ্দতের পর যেকোনো পুরুষকে বিয়ে করতে পারবে আর চাইলে ১ম স্বামীকেও বিয়ে করতে পারবে।

উল্লেখ্য ইসলামী বিধানে তালাক দুই প্রকার। যথাঃ রাজয়ী' তালাক ও বাইন তালাক। রাজয়ী' তালাক (১ম ও ২য় বার) ফিরিয়ে নেওয়া যায় আর বাইন তালাক কখনো ফিরিয়ে নেওয়া যায় না।

ক. রাজয়ী' অর্থ প্রত্যাবর্তনশীল। তাই রাজয়ী' তালাক অর্থ প্রত্যাবর্তনশীল তালাক। যে তালাক ১ বার বা ২ বার দেওয়ার পরও স্বামীর হাতে ক্ষমতা থাকে। স্বামী চাইলে স্ত্রীর ইদ্দতের ভিতর এ তালাক ফিরিয়ে নিতে পারবে। তবে ইদ্দত পার হয়ে গেলে আর ফিরিয়ে নিতে পারবে না। কারণ ইদ্দত পার হয়ে যাবার পর রাজয়ী' তালাক বাইন তালাকে রূপান্তরিত হয়ে যায়।

রাজয়ী' তালাক ১ম বার ও ২য় বার (স্ত্রীর ইদ্দতের ভিতর) ফিরিয়ে নেওয়া যায়। ৩য় বার আর ফিরিয়ে নেওয়া যায় না।

খ. বাইন অর্থ বিচ্ছেদকারী। বাইন তালাক অর্থ বিবাহ বিচ্ছেদকারী তালাক। বাইন তালাক একবার দিলেও বিবাহ বিচ্ছেদ হয়ে যায়, তখন আর স্বামীর হাতে ক্ষমতা থাকে না। স্বামী এ তালাক আর ফিরিয়ে নিতে পারবে না। তখন ক্ষমতা চলে যায় স্ত্রীর হাতে।

(১ম বার বা ২য় বার) বাইন তালাক দেবার পর স্বামী-স্ত্রী উভয়ে সম্মত হলে (ইদ্দতের ভিতরে বা ইদ্দতের পর) উভয়ে আবার বিয়ে করতে পারবে।

রাজয়ী' তালাকের ইদ্দত চলে যাবার পর এটা বাইন তালাকে রূপান্তরিত হয় এবং বাইন তালাকের বিধান কার্যকর হয়।

তালাক রাজয়ী' হোক বা বাইন, ৩য় বার তালাক দেবার পর স্বামী-স্ত্রী একে অপরের জন্য কঠিনতর হারাম হয়ে যায়। ফিক্বহের পরিভাষায় যাকে বলা হয় "মুগা'ল্লাযাহ"। মুগা'ল্লাযাহ হয়ে গেলে স্বামী-স্ত্রী আর একে অন্যের জন্য হালাল থাকে না।

মুগা'ল্লাযাহ হয়ে যাবার পর স্ত্রী যদি (স্বাভাবিকভাবে) অন্য পুরুষকে বিয়ে করে এবং বিবাহ বিচ্ছেদ ঘটে তখন মুগা'ল্লাযাহ ভেঙ্গে গিয়ে উভয়ে আবার স্বাভাবিক হয়ে যায়। এরপর তারা চাইলে উভয়ের সম্মতিতে আবার বিয়ে করতে পারবে।

তবে হিল্লা বিয়ের নামে আমাদের সমাজে যে নাটক করা হয় এটা দ্বীন নিয়ে তামাশার শামিল। দ্বীন নিয়ে এমন তামাশা করা কোনো অবস্থাতেই বৈধ নয়।

وَ الْمُطَلَّقٰتُ يَتَرَبَّصْنَ بِاَنْفُسِهِنَّ ثَلٰثَةَ قُرُوْٓءٍ ؕ وَ لَا يَحِلُّ لَهُنَّ اَنْ يَّكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللّٰهُ فِيْٓ اَرْحَامِهِنَّ اِنْ كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللّٰهِ وَ الْيَوْمِ الْاٰخِرِ ؕ وَ بُعُوْلَتُهُنَّ اَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِيْ ذٰلِكَ اِنْ اَرَادُوْٓا اِصْلَاحًا ؕ وَ لَهُنَّ مِثْلُ الَّذِيْ عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوْفِ ۪ وَ لِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ؕ وَ اللّٰهُ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ ﴿۲۲۸﴾ اَلطَّلَاقُ مَرَّتٰنِ ۪

فَاِمْسَاكٌۢ بِمَعْرُوْفٍ اَوْ تَسْرِيْحٌۢ بِاِحْسَانٍ ؕ وَ لَا يَحِلُّ لَكُمْ اَنْ تَاْخُذُوْا مِمَّاۤ اٰتَيْتُمُوْهُنَّ شَيْـًٔا اِلَّاۤ اَنْ يَّخَافَاۤ اَلَّا يُقِيْمَا حُدُوْدَ اللّٰهِ ؕ فَاِنْ خِفْتُمْ اَلَّا يُقِيْمَا حُدُوْدَ اللّٰهِ ۙ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيْمَا افْتَدَتْ بِهٖ ؕ تِلْكَ حُدُوْدُ اللّٰهِ فَلَا تَعْتَدُوْهَا ۚ وَ مَنْ يَّتَعَدَّ حُدُوْدَ اللّٰهِ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الظّٰلِمُوْنَ ﴿۲۲۹﴾ فَاِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهٗ مِنْۢ بَعْدُ حَتّٰى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهٗ ؕ فَاِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَاۤ اَنْ يَّتَرَاجَعَاۤ اِنْ ظَنَّاۤ اَنْ يُّقِيْمَا حُدُوْدَ اللّٰهِ ؕ وَ تِلْكَ حُدُوْدُ اللّٰهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَّعْلَمُوْنَ ﴿۲۳۰﴾ وَ اِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَآءَ فَبَلَغْنَ اَجَلَهُنَّ فَاَمْسِكُوْهُنَّ بِمَعْرُوْفٍ اَوْ سَرِّحُوْهُنَّ بِمَعْرُوْفٍ ۪ وَّ لَا تُمْسِكُوْهُنَّ ضِرَارًا لِّتَعْتَدُوْا ۚ وَ مَنْ يَّفْعَلْ ذٰلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهٗ ؕ وَ لَا تَتَّخِذُوْۤا اٰيٰتِ اللّٰهِ هُزُوًا ۪ وَّ اذْكُرُوْا نِعْمَتَ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ وَ مَاۤ اَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِّنَ الْكِتٰبِ وَ الْحِكْمَةِ يَعِظُكُمْ بِهٖ ؕ وَ اتَّقُوا اللّٰهَ وَ اعْلَمُوْۤا اَنَّ اللّٰهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمٌ ﴿۲۳۱﴾ وَ اِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَآءَ فَبَلَغْنَ اَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوْهُنَّ اَنْ يَّنْكِحْنَ اَزْوَاجَهُنَّ اِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوْفِ ؕ ذٰلِكَ يُوْعَظُ بِهٖ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَ الْيَوْمِ الْاٰخِرِ ؕ ذٰلِكُمْ اَزْكٰى لَكُمْ وَ اَطْهَرُ ؕ وَ اللّٰهُ يَعْلَمُ وَ اَنْتُمْ لَا تَعْلَمُوْنَ ﴿۲۳۲﴾

তালাক প্রাপ্তা নারীকে কতদিন অন্য বিবাহ থেকে বিরত থাকতে হবে

২২৮. তালাক প্রাপ্তা স্ত্রীগণ তিন কুরু (সময় পর্যন্ত) নিজেকে (অন্য বিয়ে থেকে) বিরত রাখবে (এটাই তালাকের ইদ্দত।) ঈমানদার নারী যেন তার জরায়ুতে আল্লাহর সৃষ্টি (স্রাব বা গর্ভ) তথ্য গোপন না করে, (কারণ এটা গোপন করলে ইদ্দতের হিসাব সঠিক হবে না। আর রাজয়ী তালাকের পর) স্বামী নিস্পত্তি চাইলে ইদ্দতের মধ্যে স্ত্রীকে ফিরিয়ে নেবার অধিকার রাখে। নারীর উপর যেমন পুরুষের অধিকার আছে, তেমনি পুরুষের উপরও নারীর বিধিবদ্ধ অধিকার রয়েছে। তবে (কিছু বিষয়ে) নারীর উপর পুরুষের প্রাধান্য রয়েছে। আল্লাহ মহাপরাক্রমশালী, মহাকৌশলী।

২২৯. (রাজয়ী) তালাক দুইবার (দেয়া যায়। ১ম ও ২য় বার তালাক দেওয়ার পর স্বামী চাইলে স্ত্রীকে) আইনগতভাবে ফিরিয়ে রাখবে অথবা সুন্দরভাবে বিদায় দেবে। স্ত্রীকে দেয়া (মোহর বা উপহার থেকে) কিছু রেখে দেয়া (স্বামী বা স্বামীর পরিবারের জন্য) বৈধ নয়। স্বামী-স্ত্রী যদি মনে করেঃ তারা আল্লাহর বিধান (পরস্পরের অধিকার) মেনে চলতে পারবে না এবং তোমরা (অভিভাবক/ আদালত/ সমাজ/ সরকার) ও মনে করোঃ তারা আল্লাহর বিধান মেনে চলতে পারবে না, এমতাবস্থায় স্ত্রী (যদি তালাক চায় এবং) তালাকের বিনিময়ে স্বামীকে কিছু দেয় তবে এটা গ্রহণ করা যাবে। (মনে রেখো!) এসব হলো আল্লাহর সীমানা (তথা বিধান, তাই) তোমরা এসব অতিক্রম করো না। কারণ যারা আল্লাহর সীমানা অতিক্রম করে তারা অপরাধী।

আইন ও বিধানঃ

তালাক পরিচিতিঃ বিবাহের মাধ্যমে একজন পুরুষ ও একজন নারী একে অপরের আপন হয়ে যায় এবং উভয়ে মিলে শুরু করে নতুন সংসার। শুরু হয় প্রেমময় জীবনের নতুন যাত্রা। কিন্তু মাঝে মাঝে সংগত কারণেই এ বিবাহ ভেঙ্গে ফেলার প্রয়োজন হয়। বিবাহ ভঙ্গের জন্য শারীয়া'হ আইনসম্মত যে বৈধ পদ্ধতি রয়েছে এটাই তালাক নামে পরিচিত।

তালাক দেয়ার ধরণ ও পদ্ধতিঃ বিয়ের জন্য পুরুষ ও নারী উভয়ের সম্মতির প্রয়োজন হয়। পুরুষ বা নারী কোনো একজনের আপত্তি থাকলে বিয়ে শুদ্ধ হয় না। তালাক কিন্তু এমন নয়। তালাক বা বিবাহ বিচ্ছেদ..

- ❖ উভয়ের সম্মতিতে হতে পারে;
- ❖ শুধু পুরুষের পক্ষ থেকে হতে পারে;
- ❖ শুধু নারীর পক্ষ থেকেও হতে পারে।

উভয়ের সম্মতিতে তালাকঃ উভয়ের সম্মতিতে তালাক হলে উত্তম পদ্ধতি হলো এক তালাক দিয়ে সমাপ্ত করা। ইসলামী শারীয়া'হ মতে এটাই তালাকের উত্তম পদ্ধতি এবং এতে বেশ কিছু সুবিধাও পাওয়া যায়। যে আলোচনা সামনে আসছে, ইন শা-আল্লাহ।

শুধু পুরুষের পক্ষ থেকে তালাকঃ শুধু পুরুষের পক্ষ থেকে তালাক হলে উত্তম পদ্ধতি হলো এক তালাক দিয়ে সমাপ্ত করা। পুরুষ এক তালাক দিয়ে সমাপ্ত করবে এবং নারী তার ইদ্দত পর্যন্ত অপেক্ষা করে অন্যত্র বিয়ে হতে পারবে।

শুধু নারীর পক্ষ থেকে তালাকঃ আর নারী তার স্বামী থেকে তালাক প্রত্যাশী হলে নিম্নে বর্ণিত ৩টি পদ্ধতির যেকোনো একটি বেছে নিতে পারবে..

- ❖ বিয়ের সময়ে বা এর পরে নারী যদি তার স্বামী থেকে তালাকের ক্ষমতা নিয়ে থাকে তবে নারী নিজেই নিজেকে তালাক দিতে পারবে এবং তখনও উত্তম হলো এক তালাক দিয়ে সমাপ্ত করা।
- ❖ নারী তার স্বামী থেকে তালাকের ক্ষমতা না নিলে তার স্বামীকে তালাকের জন্য অনুরোধ করতে পারবে অথবা কোনোকিছুর বিনিময়ে তালাকের চুক্তি করতে পারবে। বিনিময় দিয়ে তালাক নেয়ার পদ্ধতিকে খুলা বলা হয়। খুলা হলো এক তালাক বাইনের সমান।
- ❖ নারী বিবাহ বিচ্ছেদের জন্য আদালতে যেতে পারবে। আদালত তালাক দিতে পারে না তবে বিবাহ ভেঙ্গে দিতে পারে। আদালতের মাধ্যমে বিবাহ ভঙ্গ করা এক তালাক বাইনের সমান।

তালাকের প্রকারভেদঃ ইসলামী বিধানে তালাক দুই প্রকার হয়ে থাকে। যথাঃ রাজয়ী' তালাক ও বাইন তালাক।

ক. রাজয়ী' তালাকঃ বিবাহ ভঙ্গের জন্য দুই প্রকার তালাক রয়েছে। এর মধ্যে এক প্রকার তালাক হলো রাজয়ী' তালাক তথা প্রত্যাবর্তনশীল তালাক। তালাক দেবার উত্তম পন্থা হলো এক তালাক রাজয়ী' একবার দিয়েই বিষয়টির সমাপ্তি ঘটানো। এতে কিছু বাড়তি সুবিধা পাওয়া যায়। যেমন..

- ❖ রাজয়ী'তালাকে তৎক্ষণাৎ বিবাহ বিচ্ছেদ হয় না।
- ❖ রাজয়ী' তালাক ১ম বার বা ২য় বার দেয়ার পরও স্বামীর হাতে ক্ষমতা থাকে।
- ❖ রাজয়ী' তালাক দেবার পর স্বামী চাইলে স্ত্রীর ইদ্দতের ভিতর স্ত্রীকে ফিরিয়ে নিতে পারবে।
- ❖ তবে ইদ্দত পার হয়ে গেলে আর পারবে না।
- ❖ কারণ ইদ্দত পার হয়ে যাবার পর রাজয়ী তালাক বাইন তালাকে রূপান্তরিত হয় এবং বিবাহ বিচ্ছেদ হয়ে যায়।
- ❖ বিবাহ বিচ্ছেদ হয়ে গেলে তারা স্বামী-স্ত্রী উভয়ে একে অপরের জন্য অন্য দশজন নারী পুরুষের মত হয়ে যায়, তখন স্ত্রী ইচ্ছা করলে অন্য পুরুষকে বিয়ে করতে পারবে আর উভয়ের সম্মতি হলে তারাও আবার একে অপরকে বিয়ে করতে পারবে।

খ. বাইন তালাকঃ আরও এক প্রকার তালাক হলো বাইন তালাক তথা বিবাহ বিচ্ছেদকারী তালাক। যে তালাক দেবার পর সাথে সাথে বিবাহ বিচ্ছেদ হয়ে যায়। বাইন তালাক দেবার পর স্বামীর হাতে আর ক্ষমতা থাকে না। স্বামী চাইলেও এ তালাক আর ফিরাতে পারবে না। তখন তারা হয়ে যায় অন্য দশজন নারী পুরুষের মত। অর্থাৎ ১ম বার বা ২য় বার এমন তালাক দেবার পর উভয়ের সম্মতি হলে তারা আবার বিয়ে করতে পারবে। রাজয়ী বা বাইন যে কোনো প্রকার তালাক ৩ বার দিয়ে দিলে বিবাহ বিচ্ছেদ হয়ে যায় এবং ওই স্বামীর জন্য স্ত্রী মুগা'ল্লাযাহ হয়ে যায়, তখন তারা উভয়ের জন্য বিয়ের সুযোগও বন্ধ হয়ে যায়, তখন তারা চাইলেও আর বিয়ে করতে পারবে না।

তবে ওই নারী যদি অন্য পুরুষকে বিয়ে করে এবং (স্বভাবিক নিয়মে) তাদের বিবাহ বিচ্ছেদ ঘটে তখন মুগা'ল্লাযাহ ভেঙ্গে গিয়ে আবার উভয়ের বিবাহ বৈধ হয়ে যায়।

তালাকের উত্তম পদ্ধতিঃ তালাকের উত্তম পদ্ধতি হলো এক তালাক দিয়ে ছেড়ে দেয়া। ফিক্বহের পরিভাষায় একে বলা হয় "আহসান তালাক" তথা তালাক দেবার উত্তম পদ্ধতি। এতে দুটো সুবিধা পাওয়া যায়। যেমন..

ক. স্বামী চাইলে ইদ্দতের ভিতর তালাক ফিরিয়ে নিতে পারবে।

খ. ইদ্দত পার হয়ে গেলে বিবাহ বিচ্ছেদ হয়ে যাবে। তখন স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে তারা সাধারণ নারী পুরুষে পরিণত হবে। তখন স্ত্রী ইচ্ছা করলে তার পছন্দ মত অন্য পুরুষকে বিয়ে করতে পারবে অথবা উভয়ে সম্মত হলে আবার নতুন করে বিয়ে করতে পারবে। এভাবে দুইবার করা যায়।

তালাক রাজয়ী' হোক বা বাইন, তিনবার তালাক দেবার পর স্বামী-স্ত্রী একে অপরের জন্য কঠিনতর হারাম হয়ে যায়। ফিক্বহের পরিভাষায় একে বলা হয় "মুগা'ল্লাযাহ"। মুগা'ল্লাযাহ হয়ে গেলে স্বামী-স্ত্রী আর একে অন্যের জন্য হালাল থাকে না। তখন ওই নারী যদি স্বাভাবিকভাবে অন্য পুরুষকে বিয়ে করে এবং তাদের বিবাহ বিচ্ছেদ ঘটে তখন ১ম স্বামীর জন্য সে আবার স্বাভাবিক হতে পারবে এবং চাইলে ১ম স্বামীকে আবার বিয়ে করতে পারবে। তবে হিল্লা বিয়ের নামে আমাদের সমাজে যে নাটক করা হয় এটা দ্বীন নিয়ে তামাশার শামিল। দ্বীন নিয়ে এমন তামাশা করা কোনো অবস্থাতেই বৈধ নয়।

তালাকের ইদ্দতঃ ইদ্দত অর্থ গণনা করা, সংখ্যাপূর্ণ করা। তালাকপ্রাপ্তা নারীগণ অন্যত্র বিয়ে হবার আগে একটি নির্ধারিত সময় অপেক্ষা করতে হয়। এ অপেক্ষা কালকে বলা হয় তালাকের "ইদ্দত"।

স্বামী মারা যাবার পরও অন্যত্র বিয়ে হবার আগে স্ত্রীকে নির্ধারিত সময় পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হয়। একে বলা হয় স্বামী মারা যাবার পরবর্তী ইদ্দত। তালাকপ্রাপ্তা নারীর ইদ্দত বা অপেক্ষাকাল তিন কুরু। উল্লেখ্য আরবী কুরু শব্দটি দুই অর্থে ব্যবহৃত হয়।

যথাঃ...

(১) ঋতু স্রাব। (২) দুই স্রাবের মধ্যবর্তী কাল।

তালাকপ্রাপ্তা নারীর ইদ্দতের মেয়াদ বর্ণনায় আল-কুরআনে শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে "কুরু"। কুরু শব্দের যেহেতু দুটি অর্থ আছে তাই তালাকপ্রাপ্তা নারীর ইদ্দত নিয়েও দু'টি মত পাওয়া যায়।

১. তালাকপ্রাপ্তা নারী তিন স্রাব অপেক্ষা করবে, এটাই তার ইদ্দত। হানাফী আলিমগণ এ মতটি গ্রহণ করেছেন।

২. তালাকপ্রাপ্তা নারী দুই স্রাবের মধ্যবর্তী তিন পবিত্রতা অপেক্ষা করবে, এটাই ইদ্দত। শাফিয়ী' আলিমগণ এ মতটি গ্রহণ করেছেন।

৩. তাকালপ্রাপ্তা নারীর যদি ঋতুস্রাব না হয় তবে তার ইদ্দত হবে ৩ মাস আর তালাকপ্রাপ্তা নারী যদি গর্ভবতী হয় তবে তার ইদ্দত হবে সন্তান প্রসব হওয়া পর্যন্ত (দেখুনঃ ৬৫ সূরাহ তালাকঃ ৪)

২৩০. (দুই বারের পর) পুনরায় তালাক দিলে (তিন তালাক পূর্ণ হয়ে যায়। তখন) এ পুরুষের জন্য ওই স্ত্রী আর বৈধ থাকে না। (বরং কঠিনতম হারাম হয়ে যায়।) তবে স্ত্রী যদি (নিয়মমত) অন্য স্বামীকে বিয়ে করে এবং ২য় স্বামী তালাক দেয় (বা মারা যায়,) আর (এ নারী ও তার ১ম স্বামী) উভয়ে মনে করে এখন তারা আল্লাহর বিধান মেনে চলতে পারবে, তবে (ওই নারী তার ১ম স্বামীর সাথে) পুনরায় বিয়ে করতে (আইনগত) বাধা নেই। এটা হলো আল্লাহর নির্ধারিত সীমানা (বিধান।) তিনি এটা বর্ণনা করছেন জ্ঞানী লোকদের তরে।

আইন ও বিধানঃ

- ১ম বার রাজয়ী' তালাক (১ তালাক রাজয়ী') দিলে স্বামী চাইলে স্ত্রীর ইদ্দতের ভিতর এ তালাক ফিরিয়ে নিতে পারবে। তাই স্ত্রীর জন্য উত্তম হলো স্বামীর ঘরে ইদ্দতপূর্ণ করা এবং ইদ্দতের ভিতর উত্তম রূপে সাজগোঁজ করা।
- ২য় বার রাজয়ী তালাক (২ তালাক রাজয়ী') দিলে স্বামী চাইলে স্ত্রীর ইদ্দতের ভিতর এ তালাক ফিরিয়ে নিতে পারবে। তাই স্ত্রীর জন্য উত্তম হলো স্বামীর ঘরে থেকে ইদ্দত পূর্ণ করা এবং ইদ্দতের ভিতর উত্তম রূপে সাজগোঁজ করা।
- ১ম বার বাইন তালাক (১ তালাক বাইন) দিলে স্বামীর হাতে আর ক্ষমতা থাকে না। স্বামী চাইলেও এ তালাক আর ফিরিয়ে নিতে পারবে না। বরং সঙ্গে সঙ্গে বিবাহ বিচ্ছেদ হয়ে যাবে এবং তারা উভয়ে অন্য দশ জনের মত সাধারন নারী পুরুষে পরিণত হবে। তবে স্বামী চাইলে এবং স্ত্রী সম্মতি দিলে উভয়ে আবার বিয়ে করতে পারবে। ফিক্বহের পরিভাষায় একে বলা হয় "তাজদীদু-ন নিকাহ" তথা বিবাহ নবায়ন।
- ২য় বার বাইন তালাক (২ তালাক বাইন) দিলে স্বামীর হাতে আর ক্ষমতা থাকে না। স্বামী চাইলেও এ তালাক আর ফিরিয়ে নিতে পারবে না। বরং সঙ্গে সঙ্গে বিবাহ বিচ্ছেদ হয়ে যাবে এবং তারা উভয়ে অন্য দশ জনের মত সাধারন নারী পুরুষে পরিণত হবে। তবে স্বামী চাইলে এবং স্ত্রী সম্মতি দিলে উভয়ে আবার বিয়ে করতে পারবে। ফিক্বহের পরিভাষায় একে বলা হয় "তাজদীদু-ন নিকাহ" তথা বিবাহ নবায়ন।
- ১ম বার রাজয়ী' তালাক (১ তালাক রাজয়ী') দেবার পর ইদ্দত পার হয়ে গেলে এ তালাক বাইনে রূপান্তরিত হয়ে বিবাহ বিচ্ছেদ হয়ে যায়। স্ত্রী ইচ্ছা করলে তখন অন্য পুরুষকে বিয়ে করতে পারবে আর চাইলে ১ম স্বামীকে পুনরায় বিয়ে করতে পারবে।
- অনুরূপভাবে ২য় বার রাজয়ী' তালাক দিয়ে ইদ্দত পার হয়ে যাবার পর স্ত্রী ইচ্ছা করলে অন্য পুরুষকে বিয়ে করতে পারবে। আর চাইলে তার ১ম স্বামীকে পুনরায় বিয়ে করতে পারবে। ইসলামী শারীয়া'হ মানুষকে দুইবার এ সুযোগ দিয়েছে। তবে ৩য় বার তালাক দিলে আর এ সুযোগ থাকে না। তখন স্বামী-স্ত্রী একে অপরের জন্য কঠিনতর হারাম হয়ে যায়। ফিক্বহের পরিভাষায় একে বলা হয় "মুগা'ল্লাযাহ। তবে স্ত্রী যদি অন্য পুরুষকে বিয়ে করে এবং স্বাভাবিক নিয়মে তাদের বিবাহ বিচ্ছেদ ঘটে বা স্বামী মারা যায় তখন ওই নারী ইচ্ছা করলে ১ম স্বামীকে পুনরায় বিয়ে করতে পারবে।

জ্ঞাতব্যঃ আমাদের সমাজে প্রচলিত হিল্লা বিয়ের নামে যা করা হয় এটা আল্লাহর বিধান নিয়ে তামাশা করা তথা সাজানো নাটক। এমন করা আল্লাহর বিধান নিয়ে উপহাসের শামীল।

২৩১. তালাকের পর স্ত্রীগণ ইদ্দতের চূড়ান্ত সীমানায় পৌঁছে গেলেও তোমরা নিয়ম মত তাদেরকে ফিরিয়ে রাখতে পারবে অথবা আইনগতভাবে ছেড়ে দিতে পারবে। তবে স্ত্রীকে কষ্ট দেওয়ার জন্য এমন করলে পাপ হবে। তোমরা আল্লাহর বিধান নিয়ে উপহাস করো না। আল্লাহর নিয়ামত স্মরণ করো। তিনি তোমাদের দিয়েছেন কিতাব ও হিকমাহ (সুন্নাহ,) যেন তোমরা

(বাস্তব জীবনে মেনে চলার জন্য এর বিধানসমূহ) মেনে চলো। তোমরা আল্লাহর তাক্বওয়া অর্জন করো। (আর জেনে রাখো!) আল্লাহ সর্ববিষয়ে মহাজ্ঞানী। (আল্লাহর ভয়ে কুফর শিরক ও পাপাচার থেকে বেঁচে থাকাকে তাকওয়া বলে)

আইন ও বিধানঃ প্রত্যাবর্তনশীল তালাকের পর স্ত্রী ইদ্দতের সীমানায় পৌঁছে গেলেও স্বামী ইচ্ছা করলে তালাক ফিরিয়ে নিতে পারবে। তবে ইদ্দত শেষ হয়ে গেলে আর পারবে না বা বাইন তালাক দিলে পারবে না। স্ত্রীকে তালাক দেবার পর কষ্ট দেবার কুমতলবে তালাক ফিরিয়ে আনা অন্যায় ও পাপ।

পটভূমিঃ মা'ক্বাল বিন ইয়াসার রাঃ এর বোনের বিয়ে হয়েছিল আবু-ল-বাদ্দা রাঃ এর সাথে। আবু-ল-বাদ্দা স্ত্রীকে তালাক দিলেন, স্ত্রীর ইদ্দত পূর্ণ হয়ে গেল। আবু-ল-বাদ্দা পুনরায় বিয়ের প্রস্তাব পাঠালেন, স্ত্রীও রাজি হয়ে গেলেন। কিন্তু বাঁধ সাধলেন মা'ক্বাল। তিনি বোনকে বললেন আরেকবার একে বিয়ে করলে তোর মুখ দেখা আমার জন্য হারাম হয়ে যাবে। এ ঘটনার প্রতি ইঙ্গিত করে নাযিল হয়েছে..

২৩২. (হে মুসলিমগণ!) তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রীর ইদ্দত পূর্ণ হয়ে যাওয়ার পর সে যদি তার (প্রাপ্তন) স্বামীকে নিয়মতান্ত্রিকভাবে পুনরায় বিয়ে করতে চায় তবে তোমরা তাকে বাধা দিও না। এ নির্দেশ তাদের জন্য যারা আল্লাহ ও আখেরাতে ঈমান রাখে। এটাই তোমাদের জন্য পরিচ্ছন্ন ও স্বচ্ছ (জীবন যাপনের উত্তম ব্যবস্থা। আসলে কোনটি ভালো আর কোনটি মন্দ, এটা) আল্লাহই ভালো জানেন, তোমরা জানো না। (এ আয়াত নাযিলের পর মা'ক্বাল রাঃ বোনকে তার সাবেক স্বামীর সাথে বিয়ে দিয়ে ছিলেন)

আইন ও বিধানঃ

১. তালাক অর্থ বিবাহ বিচ্ছেদ। সাধারণত এক তালাক মানে একবার বিবাহ বিচ্ছেদ আর দুই তালাক মানে দুইবার বিবাহ বিচ্ছেদ। ইসলামী বিধানে তালাক দুই প্রকার। যথাঃ

❖ প্রত্যাবর্তনশীল তালাক। যে তালাক ফিরিয়ে আনা যায়। এর নাম রাজয়ী' তালাক।

❖ বিচ্ছিন্নকারী তালাক। যে তালাক বিবাহ বিচ্ছেদ ঘটিয়ে ফেলে, যে তালাক আর ফিরিয়ে আনা যায় না। এর নাম বাইন তালাক।

২. স্পষ্টভাবে তালাক শব্দ উচ্চারন করে তালাক দিলে রাজয়ী' তালাক হয়। যেমনঃ কেউ তার স্ত্রীকে বললঃ আমি তোমাকে তালাক দিলাম। এতে ১ তালাক রাজয়ী' হয়।

৩. তালাকের নিয়তে ইঙ্গিতমূলক শব্দ ব্যবহার করে তালাক দিলে বাইন তালাক হয়। যেমন কেউ তার স্ত্রীকে বললঃ তুমি আমার জন্য হারাম হয়েগেছ, আমার ঘর থেকে বেরিয়ে যাও, ইত্যাদি। তালাকের উদ্দেশ্যে এমন শব্দ ব্যবহার করলে এক তালাক বাইন হয়। আর স্ত্রীকে ভয় দেখানোর জন্য বা উদ্দেশ্যহীনভাবে এমন করলে তালাক হয় না। স্বামী যদি স্ত্রীকে কোনো শর্ত দিয়ে বলে "অমুকের ঘরে গেলে বা অমুক কাজ করলে তুমি তালাক হয়ে যাবে"। এরপর স্ত্রী এটা করে ফেললে এক তালাক বাইন হয়।

৪. একবার বা দু'বার রাজয়ী' তালাক দেয়ার পর স্বামী চাইলে স্ত্রীর ইদ্দতের মধ্যে তালাক ফিরিয়ে আনতে পারবে। রাজয়ী তালাক ফিরিয়ে আনার নিয়ম হলো মুখে বলবেঃ আমি তালাক ফিরিয়ে নিলাম। স্ত্রীকে চুম্বন করলে বা সঙ্গম করলেও রাজয়ী' তালাক ফিরিয়ে নেয়া হয়।

৫. রাজয়ী তালাকের পর ইদ্দত পার হয়ে গেলে বিবাহ বিচ্ছেদ হয়ে যায়। অর্থাৎ রাজয়ী' তালাক বাইনে রুপান্তরিত হয়। তখন ওই মহিলা তার ইচ্ছামত যে কাউকে বিয়ে করতে পারবে, চাইলে প্রথম স্বামীকেও বিয়ে করতে পারবে। ২৩২ তম আয়াতে এ বিধানই বর্ণিত হয়েছে।

৬. বাইন তালাক ১বার দিলেও বিবাহ বিচ্ছেদ হয়ে যায়। তখন স্ত্রীকে ফিরিয়ে নিতে স্বামীর ক্ষমতা থাকে না। এর একমাত্র পথ নতুন বিবাহ। উভয়ের সম্মতিতে ইদ্দতের মধ্যে বা ইদ্দতের পর যেকোনো সময়ে আবার বিয়ে

করতে পারবে। বাইন তালাক একবার বা দু'বার দিলে এমন করা যায়। তিন তালাক দিলে আর সুযোগ থাকে না।

৭. রাজয়ী বা বাইন, কোনো প্রকার প্রদেয় তালাক রহিত হয় না। রাজয়ী' তালাক ফিরিয়ে নিলে বা বাইন তালাকের পর পুনরায় বিয়ে করলেও এ তালাক রয়ে যায়। অর্থাৎ এক তালাকের পর স্ত্রীকে ফিরিয়ে আনলে আর ২ তালাক বাকি থাকবে, ২ তালাকের পর ফিরিয়ে আনলে আর ১ তালাক বাকি থাকবে।

৮. তালাক প্রাপ্তা নারীর ইদ্দত তিন 'কুরু'। আরবী কুরু শব্দটি দুই অর্থে ব্যবহৃত হয়। মেয়েদের মাসিক স্রাবকে কুরু বলে। আবার দুই স্রাবের মধ্যবর্তী পবিত্রতার সময়কেও কুরু বলা হয়।

৯. হানাফী উলামাগণ কুরআনে বর্ণিত কুরু শব্দকে স্রাব অর্থে নিয়েছেন। তাই হানাফীদের মতে তালাকের ইদ্দত তিন স্রাব। আর শাফিয়ী' উলামাগণ নিয়েছেন পবিত্রতা অর্থে। তাই তাদের মতে তালাকের ইদ্দত তিন পবিত্রতা।

১০. ইদ্দতরত স্ত্রীর উচিত তার স্রাবের দিন তারিখ সম্পর্কে সঠিক তথ্য দেওয়া। এমনকি তার জরায়ুতে ভ্রূণ তৈরি হলে তাও বলে দেবে। এটা তার দায়িত্ব।

১১. স্ত্রী অবাধ্য হলে নিয়ম হলোঃ প্রথমে বুঝানো। তাতে কাজ না হলে বিছানা আলাদা করে দিতে হয়। তাতেও সংশোধন না হলে হাল্কা সাজা দিতে হয়। তাতেও কাজ না হলে উভয় পরিবারের সালিশ ডেকে সতর্ক করে দিতে হয়। তাতেও কাজ না হলে এবং স্বামী তালাক দিতে চাইলে এক তালাক রাজয়ী দিয়ে ছেড়ে দিতে হয়।

১২. একত্রে তিন তালাক দেয়া বৈধ নয়। তবে অধিকাংশ আলীমের মতে দিলে হয়ে যায় কিন্তু এমন করলে পাপ হয়।

স্ত্রী তালাক বা বিচ্ছেদ চাইলে কিভাবে করবে

স্ত্রী সরাসরি নিজেকে বা স্বামীকে তালাক দিতে পারে না। তবে অধিকার বঞ্চিত হয়ে বা নির্যাতন সহ্য করে ঘর সংসার করতেও স্ত্রী বাধ্য নয়। স্ত্রী তালাক চাইলে বা বিবাহ বিচ্ছেদ ঘটাতে চাইলে তার জন্য বেশ কয়েকটি পথ খোলা রেখেছে ইসলামী শারীয়াহ। যেমন..

১. স্বামী যদি তার স্ত্রীকে তালাকের ক্ষমতা অর্পণ করে তবে স্ত্রী নিজেকে তালাক দিতে পারবে। একে বলা হয় প্রদেয় ক্ষমতা বলে তালাক বা তাফওয়ীজ তালাক। আর এ ক্ষমতাকে বলা হয় "প্রদেয় ক্ষমতা" যার ইংলিশ হলো "ডেলিগেটেড পাওয়ার"। স্ত্রী বা তার পরিবার চাইলে বিবাহকালে অথবা বিয়ের পর যেকোনো সময়ে স্বামী থেকে (লিখিত বা মৌখিক) তালাকের ক্ষমতা নিয়ে নিতে পারবে। তখন স্ত্রী প্রদেয় ক্ষমতা বলে নিজেকে তালাক দিয়ে বিবাহ বিচ্ছেদ ঘটাতে পারবে।

২. স্ত্রী ইচ্ছা করলে স্বামীর কাছে তালাক চাইতে পারবে। তাকে তালাক দেবার জন্য স্বামীকে অনুরোধ করতে পারবে। এমনকি কিছু দেয়ার বিনিময়ে হলেও চুক্তি করে তালাক নিতে পারবে। কোনো কিছুর বিনিময়ে চুক্তি করে তালাক নেয়াকে "খুলা" বলা হয়। খুলা এক বাইন তালাকের সমান হয় এবং এতে ১ তালাক বাইনের বিধান কার্যকর হয়।

৩. স্ত্রী চাইলে বিবাহ বিচ্ছেদের জন্য আদালতে যেতে পারবে। আদালত তালাক দিতে পারবে না। তবে বিবাহ ভেঙ্গে দিতে পারবে। আদালতের মাধ্যমে বিবাহ ভেঙ্গে দিলে এক তালাক বাইনের সমান হয় এবং এতে ১ তালাক বাইনের বিধান কার্যকর হয়।

৪. অন্য সব কাজের মত তালাকের জন্যও উকিল নিযুক্ত করা যায় বা প্রতিনিধি বানানো যায় বা নিজের স্ত্রীকে তালাক দেবার জন্য অন্যকে ক্ষমতা (পাওয়ার অব এটর্নি) দেয়া যায়।

ঈমান ও আক্বীদাহঃ আজকাল অনেক দেশে আইন করে স্ত্রীকে তালাকের ক্ষমতা দেয়া হয়। এটা আল্লাহর বিধানের সরাসরি লঙ্ঘন, সুস্পষ্ট কুফর। (নারীর ইচ্ছায় বিবাহ বিচ্ছেদ চাইলে আদালতের মাধ্যমে বিবাহ ভেঙ্গে দিতে হয়। এটা ইসলামী বিধান মেনে সঠিক সমাধান)

وَ الْوَالِدٰتُ يُرْضِعْنَ اَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ اَرَادَ اَنْ يُّتِمَّ الرَّضَاعَةَ ؕ وَعَلَى الْمَوْلُوْدِ لَهٗ رِزْقُهُنَّ وَ كِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوْفِ ؕ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ اِلَّا وُسْعَهَا ۚ لَا تُضَآرَّ وَالِدَةٌۢ بِوَلَدِهَا وَ لَا مَوْلُوْدٌ لَّهٗ بِوَلَدِهٖ ۚ وَ عَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذٰلِكَ ۚ فَاِنْ اَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَ تَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ؕ وَاِنْ اَرَدْتُّمْ اَنْ تَسْتَرْضِعُوْٓا اَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ اِذَا سَلَّمْتُمْ مَّآ اٰتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوْفِ ؕ وَ اتَّقُوا اللّٰهَ وَ اعْلَمُوْٓا اَنَّ اللّٰهَ بِمَا تَعْمَلُوْنَ بَصِيْرٌ ﴿۲۳۳﴾

শিশুকে মাতৃদুগ্ধ পান করানোর মেয়াদ এবং শিশু অধিকার

২৩৩. মায়েরা নিজ সন্তানদেরকে পূর্ণ দুইবছর দুধ পান করাবে, যদি তারা দুধ পানের মেয়াদ পূর্ণ করতে চায়। (তালাকের পর সন্তানকে দুধ পান করালে তালাক প্রাপ্তা) মায়ের ভরণ পোষণ করবে (সন্তানের) বাবা। (ভরণ পোষণ বা অন্য ব্যাপারে) সাধ্যের বাইরে কারো উপর দায় চাপানো যাবে না। সন্তানের জন্য মাকে কষ্ট দেয়া যাবে না, বাবাকেও না। (বাবা মারা গেলে) এ দায়িত্ব তার ওয়ালীর উপর এসে যাবে। (বাবা-মা) উভয়ের সম্মতিতে (দুই বছর পূর্ণ হবার আগে শিশুর) দুধ ছাড়াতে চাইলে (আইনগত কোনো) অসুবিধা নেই। আর তারা উভয়ে সম্মত হলে অর্থের বিনিময়ে অন্য মহিলার দুধ খাওয়াতে পারবে, এক্ষেত্রে ওই নারীর ন্যায় সঙ্গত পারিশ্রমিক দিতে হবে। (সন্তান লালন পালনের ব্যাপারে এসব হচ্ছে আল্লাহর বিধান। তোমরা জীবনের সকল ক্ষেত্রে আল্লাহর বিধান মেনে চলবে এবং) আল্লাহর তাকওয়া অর্জন করবে। জেনে রাখো! আল্লাহ প্রত্যক্ষ করেন তোমাদের সকল কাজ। (আল্লাহর ভয়ে কুফর শিরক ও পাপাচার থেকে বেঁচে থাকাকে তাকওয়া বলে)

আইন ও বিধানঃ

- ❖ মায়ের দুধ পান শিশুর অধিকার। যেসব মায়েরা ফিটনেসের জন্য শিশুকে দুধ পান থেকে বিরত রাখেন তারা শিশুর অধিকার হরণকারী। শিশুকে দুধ পান করানোর মেয়াদ দুই বছর। এ মেয়াদের মধ্যে কারো দুধ পান করলে শিশুর সাথে মা ও তার পরিবারের দুধের সম্পর্ক স্থাপিত হয়। অর্থাৎ যে মহিলা শিশুকে তার বুকের দুধ পান করিয়েছে ওই মহিলা ও তার পরিবার আইনগতভাবে শিশুটির মা, বাবা, ভাই-বোন ও মাহরাম আত্মীয় হয়ে যায়। শিশুর বয়স দু'বছর পূর্ণ হবার পর কারো দুধ পান করলে আর দুধের সম্পর্ক স্থাপিত হয় না।
- ❖ তালাক প্রাপ্তা মা শিশুকে দুধ পান করালে (শিশুর ভরণপোষণ করলে) শিশুর বাবার দায়িত্ব হবে মায়ের ভরণপোষণ করা। শিশুর বাবা মারা গেলে তার উত্তরাধিকারীগণ মায়ের ভরণপোষণের দায়িত্ব পালন করবে।
- ❖ বাবা-মা সম্মত হলে শিশুর ভরণপোষণের দায়িত্ব অন্য মহিলাকে দিতে পারবে। এক্ষেত্রে ওই মহিলার পারিশ্রমিক দেবে বাবা।
- ❖ শিশুর বয়স দু'বছর পূর্ণ হবার আগেও বাবা-মা চাইলে দুধ পান বন্ধ করিয়ে শিশুকে অন্য খাবার দিতে পারবে।
- ❖ উল্লেখ্য এখানে শিশুর লালনপালনের দায়ভার বাবা-মা উভয়কেই দেয়া হয়েছে। শিশুর ভরণপোষণে উভয়ে সাধ্যমত কাজ করবে। এটা বাবা-মার উপর শিশুর অধিকার।

একটি ভুলের অবসানঃ অনেকে মনে করেন শিশুর বয়স দু'বছর পূর্ণ হয়ে যাবার পর মায়ের দুধ তার জন্য হারাম হয়ে যায়। আসলে এ ধারণাটি ভুল। আসল ব্যাপার হলোঃ শিশুর বয়স দু'বছর পূর্ণ হবার পর কারো দুধ পান করলেও দুধের সম্পর্ক স্থাপিত হয় না। তবে দু'বছর বয়সের পর মায়ের দুধ পান করা হারাম হয় না।

وَ الَّذِيْنَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَ يَذَرُوْنَ اَزْوَاجًا يَّتَرَبَّصْنَ بِاَنْفُسِهِنَّ اَرْبَعَةَ اَشْهُرٍ وَّ عَشْرًا ۚ فَاِذَا بَلَغْنَ اَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيْمَا فَعَلْنَ فِيْۤ اَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوْفِ ؕ وَ اللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرٌ ﴿۲۳۴﴾

বিধবার ইদ্দত

২৩৪. (হে মুসলিমগণ!) তোমাদের কেউ স্ত্রী রেখে মারা গেলে স্ত্রীগণ ৪মাস ১০ দিন নিজেকে (অন্য বিয়ে থেকে) বিরত রাখবে, (এটা হলো বিধবার ইদ্দত।) মেয়াদ পূর্ণ হবার পর স্ত্রী নিজের ব্যাপারে আইনগত (বিয়ে করার বা না করার) সিদ্ধান্ত নিতে পারবে, এতে তোমাদের কোনো পাপ হবে না। আল্লাহ খবর রাখেন তোমাদের সকল কাজের।

আইন ও বিধানঃ

- ❖ স্বামী মারা গেলে স্ত্রী ৪ মাস ১০ দিন অন্য বিবাহ থেকে বিরত থাকবে। এ সময়কে বলা হয় বিধবার ইদ্দত। স্বামী মারা গেলে ইদ্দত পালন করা তথা ৪ মাস ১০ দিন অন্য বিয়ে থেকে বিরত থাকা স্ত্রীর উপর ফরজ।
- ❖ স্ত্রীর উচিত ইদ্দতকালীন সময়ে ৪ মাস ১০ দিন স্বামীর ঘরে অবস্থান করা। এটা ফরজ নয়। তাই স্ত্রী ইচ্ছা করলে বাইরে যেতে পারবে। তবে অসুবিধা না হলে অন্য কোথাও অবস্থান না করাই উত্তম।
- ❖ ইদ্দতকালীন সময়ে নিরাপত্তাজনিত কারণ, স্বাস্থ্য ঝুঁকি বা অন্য কারণে স্বামীর ঘর ছেড়ে অন্যত্র অবস্থান করলে পাপ হয় না।
- ❖ ইদ্দতকালীন সময়ে মেহেদী লাগানো, মেইক আপসহ উগ্র সাজসজ্জা করা উচিত নয়। তবে নিয়মিত গোসল করা, শরীরের যত্ন হিসেবে স্বাভাবিক তেল সাবান ব্যবহার করা দোষের নয়।

وَ لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيْمَا عَرَّضْتُمْ بِهٖ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَآءِ اَوْ اَكْنَنْتُمْ فِيْۤ اَنْفُسِكُمْ ؕ عَلِمَ اللّٰهُ اَنَّكُمْ سَتَذْكُرُوْنَهُنَّ وَ لٰكِنْ لَّا تُوَاعِدُوْهُنَّ سِرًّا اِلَّاۤ اَنْ تَقُوْلُوْا قَوْلًا مَّعْرُوْفًا ۬ؕ وَ لَا تَعْزِمُوْا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتّٰى يَبْلُغَ الْكِتٰبُ اَجَلَهٗ ؕ وَ اعْلَمُوْۤا اَنَّ اللّٰهَ يَعْلَمُ مَا فِيْۤ اَنْفُسِكُمْ فَاحْذَرُوْهُ ۚ وَ اعْلَمُوْۤا اَنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ حَلِيْمٌ ﴿۲۳۵﴾

ইদ্দতরত নারীকে বিয়ের প্রস্তাব করা

২৩৫. (ইদ্দতরত নারীকে) ইঙ্গিতে বিয়ের প্রস্তাব দিলে অথবা বিয়ের কথা অন্তরে লুকিয়ে রাখলে তোমাদের পাপ হবে না। আল্লাহ জানেনঃ তারা তোমাদের স্মরণে/আলোচনায় আসবে (এবং এটাই স্বাভাবিক।) তবে গোপনে তাদের থেকে (বিয়ের) অঙ্গীকার আদায় করে নিবে না এবং মেয়াদ পূর্ণ হওয়া পর্যন্ত বিবাহের সিদ্ধান্ত নিবে না। তবে নিয়ম মাফিক কথা বলতে পারবে। জেনে রাখো! আল্লাহ তোমাদের অন্তরের খবর রাখেন। তাই সাবধান! জেনে রাখো! আল্লাহ ক্ষমাশীল, সহনশীল।

আইন ও বিধানঃ ইদ্দতরত অবস্থায় কোনো নারীকে বিয়ের প্রস্তাব করা বৈধ নয় তবে ইঙ্গিতে বুঝাতে পারবে। আর ইদ্দতরত নারীও ইদ্দত পূর্ণ হবার আগে বিয়ের চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেবে না। তবে মনে মনে কাউকে পছন্দ করা দোষের নয়।

لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ اِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَآءَ مَا لَمْ تَمَسُّوْهُنَّ اَوْ تَفْرِضُوْا لَهُنَّ فَرِيْضَةً ۖ وَّ مَتِّعُوْهُنَّ ۚ عَلَى الْمُوْسِعِ قَدَرُهٗ وَ عَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهٗ ۚ مَتَاعًۢا بِالْمَعْرُوْفِ ۚ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِيْنَ ﴿٢٣٦﴾ وَ اِنْ طَلَّقْتُمُوْهُنَّ مِنْ قَبْلِ اَنْ تَمَسُّوْهُنَّ وَ قَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيْضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ اِلَّاۤ اَنْ يَّعْفُوْنَ اَوْ يَعْفُوَا الَّذِيْ بِيَدِهٖ عُقْدَةُ النِّكَاحِ ؕ وَ اَنْ تَعْفُوْۤا اَقْرَبُ لِلتَّقْوٰى ؕ وَ لَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ ؕ اِنَّ اللّٰهَ بِمَا تَعْمَلُوْنَ بَصِيْرٌ ﴿٢٣٧﴾

স্ত্রীকে স্পর্শ করার আগে তালাক দেয়া এবং মোহর আদায়ের বিধান

২৩৬. যে স্ত্রীকে তোমরা এখনো স্পর্শ করনি অথবা যে স্ত্রীর মোহর ধার্য করা হয়নি, এমন স্ত্রীকে তালাক দেয়া অবৈধ নয়। তবে (বিদায়কালে) তাকে মাতা' (কিছু উপহার সামগ্রী) দিয়ে দেবে। স্বচ্ছল ব্যক্তি তার সাধ্যমত আর অস্বচ্ছল ব্যক্তি তার সাধ্যমত ন্যায় সঙ্গত মাতা' দেবে। এটা মুহসিনদের কর্তব্য। (এ বাক্য দ্বারা ইঙ্গিত করা হয়েছে মাতা' দেয়া ফরজ নয়। বরং মুস্তাহাব তথা কল্যাণকর মানবিক কাজ।)

আইন ও বিধানঃ

- ❖ মোহর ধার্য করে যে নারীকে বিয়ে করা হয়েছে ওই স্ত্রীর সাথে সঙ্গম করলে বা স্ত্রী একান্তে সঙ্গমের জন্য স্বামীর কাছে নিজেকে সপে দিলে পূর্ণ মোহর ওয়াজিব হয়ে যায়।
- ❖ যে স্ত্রীর মোহর ধার্য করা হয়নি ওই স্ত্রীর সাথে সঙ্গম করলে বা স্ত্রী একান্তে সঙ্গমের জন্য স্বামীর কাছে নিজেকে সপে দিলে মোহর ওয়াজিব হয়ে যায়। তখন স্ত্রীকে তার সমমানের বোন, ফুফু, ইত্যাদি মেয়েদের যে পরিমাণ মোহরে বিয়ে হয় সেই পরিমাণ মোহর দিতে হয়। ফিক্বহের পরিভাষায় একে বলা হয় "মোহর মিছিল" তথা সমপরিমাণ মোহর।
- ❖ যে স্ত্রীর মোহর ধার্য করে বিয়ে করা হয়েছে ওই স্ত্রীর সাথে সঙ্গম করার বা স্ত্রী একান্তে সঙ্গমের জন্য স্বামীর কাছে নিজেকে সপে দেবার আগে স্বামী মারা গেলে পূর্ণ মোহর ওয়াজিব হয় এবং স্ত্রী স্বামীর সম্পদে উত্তরাধিকারের মালিক হয়।
- ❖ যে স্ত্রীর মোহর ধার্য করে বিয়ে করা হয়েছে ওই স্ত্রীর সাথে সঙ্গম করার বা স্ত্রী একান্তে সঙ্গমের জন্য স্বামীর কাছে নিজেকে সপে দেয়ার আগে তালাক দিলে অর্ধেক মোহর ওয়াজিব হয় এবং স্ত্রীকে তালাকের ইদ্দত পালন করতে হয় না।
- ❖ যে স্ত্রীর মোহর ধার্য করা হয়নি ওই স্ত্রীর সাথে সঙ্গম করার বা স্ত্রী একান্তে সঙ্গমের জন্য স্বামীর কাছে নিজেকে সপে দেয়ার আগে স্বামী মারা গেলে মোহর মিছিল ওয়াজিব হয় এবং স্ত্রী স্বামীর সম্পদে উত্তরাধিকারের মালিক হয়। এমতাবস্থায় স্ত্রীকে স্বামী মরার ইদ্দত পালন করতে হয়। তিরমিযীতে একটি সাহীহ হাদীছে বর্নিত হয়েছে, রাসূল সাঃএর সময়ে এমন এক মামলায় রাসূল সাঃ এমন সিদ্ধান্ত দিয়ে ছিলেন।

  বর্ণিত হচ্ছে একদা আব্দুল্লাহ বিন মাসউ'দ রাঃ এর কাছে একটি মামলা এলোঃ এক ব্যক্তি এক মহিলাকে বিয়ে করেছে কিন্তু মোহর ধার্য করেনি। এমতাবস্থায় স্ত্রীর সাথে সঙ্গম করার আগেই লোকটি মারা গেছে। এখন এর বিধান কি?

  আব্দুল্লাহ বিন মাসউ'দ রাঃ ফয়সালা দিলেনঃ মহিলা তার পরিবারের অন্য মহিলাদের সমপরিমাণ মোহর পাবে। এরচেয়ে বেশীও নয়, কমও নয়। মহিলাকে (স্বামী মরার) ইদ্দত পালন করতে হবে, সে স্বামীর সম্পদের উত্তরাধিকারী হবে।

আব্দুল্লাহ বিন মাসউ'দ রাঃএর এমন সিদ্ধান্ত শোনে মা'ক্বিল বিন সিনান আল-আশজায়ী' রাঃ উঠে দাড়ালেন এবং বললেনঃ আমাদের সময়ে বিরয়া' বিনত ওয়াশিক্ব নামীয় এক মহিলার ব্যাপারে রাসূল সাঃ এমনই সিদ্ধান্ত দিয়ে ছিলেন যে সিদ্ধান্ত আজ আপনি দিয়েছেন। একথা শোনে আব্দুল্লাহ বিন মাসউ'দ রাঃ খুব খুশী হলেন। (তিরমিযী। হাদীছটি সাহীহ।)

❖ যে স্ত্রীর মোহর ধার্য করা হয়নি ওই স্ত্রীর সাথে সঙ্গম করার বা স্ত্রী একান্তে সঙ্গমের জন্য স্বামীর কাছে নিজেকে সপে দেয়ার আগে তালাক দিলে মোহর ওয়াজিব হয় না এবং স্ত্রীকে কোনো ইদ্দত পালন করতে হয় না। বরং বিদায়কালে স্ত্রীকে মাতা' (প্রয়োজনীয় কিছু সামগ্রী) দিতে হয়। এ মাতা' দেওয়া উত্তম কাজ তবে না দিলে পাপ হয় না।

উল্লেখ্যঃ বিবাহ সম্পন্ন করার আগে মোহর ধার্য করতে হয়, এটাই সাধারণ নিয়ম। বিবাহকালে মোহর ধার্য না করলে মোহর মিছিল ওয়াজিব হয়। একজন নারীর নিজ পরিবারের মহিলাদের থেকে (সমমানের সুন্দর, শিক্ষিত ও যোগ্যতা সম্পন্ন) তার বোন, ফুফু, ইত্যাদি নারীদের যে পরিমাণ মোহরে বিবাহ হয়; এর সমপরিমাণ মোহরকে "মোহর মিছিল" বলা হয়। বিবাহ সম্পন্ন করার পরেও স্বামী-স্ত্রী মিলে মোহরের পরিমাণ ধার্য করতে অথবা আগের ধার্যকৃত মোহরে পরিবর্তন করতে পারবে।

২৩৭. যে স্ত্রীর মোহর ধার্য করা হয়েছে তাকে স্পর্শ করার আগে তালাক দিলে ধার্যকৃত মোহরের অর্ধেক দিতে হবে। তবে স্ত্রী বা বিবাহের কর্তৃত্বশীল ব্যক্তি (তথা স্বামী) কিছু ছাড় দিলে (এটা গ্রহণ করা হবে) আর সাধারণত পুরুষরা ছাড় দেবে, এটাই তাক্বওয়ার নিকটতম। (হে মানুষ) তোমরা পরস্পরের বদান্যতা ভুলে যেও না। আল্লাহ প্রত্যক্ষ করেন তোমাদের সকল কাজ।

আইন ও বিধানঃ মোহর ধার্য করে বিয়ে করার পর স্ত্রীকে স্পর্শ করার আগেই তালাক দিলে ধার্যকৃত মোহরের অর্ধেক দিতে হয়। তবে স্ত্রী স্বেচ্ছায় ছাড় দিলে বা মাফ করে দিলে এটা মেনে নিতে অসুবিধা নেই। আর স্বামী স্বেচ্ছায় কিছু বেশী দিলে বা পূর্ণ মোহর দিয়ে দিলে ও অসুবিধা নেই। বরং যেহেতু স্ত্রীকে তালাক দেয়া হয়েছে তাই স্বামীর পক্ষ থেকে বেশী উদারতা দেখানোই উচিত।

حٰفِظُوْا عَلَى الصَّلَوٰتِ وَالصَّلٰوةِ الْوُسْطٰى ۚ وَقُوْمُوْا لِلّٰهِ قٰنِتِيْنَ ﴿٢٣٨﴾

সালাতু-ল-উস্তা, ক্বিয়াম ও ক্বুনুত

২৩৮. (হে মুসলিমগণ) তোমরা সালাতের ব্যাপারে যত্নবান হও, বিশেষ করে উস্তা (মধ্যবর্তী বা গুরুত্বপূর্ণ) সালাতের ব্যাপারে। আর (সালাতে) আল্লাহর জন্য ক্বিয়াম করো (দাঁড়িয়ে থাকো) ক্বুনুত অবস্থায়।

জ্ঞাতব্যঃ কুনুত অর্থ পরিপূর্ণ অনুগত, একাগ্রতা, দীর্ঘ রুকু সিজদাহ, দীর্ঘ কিয়াম, অবনত শির, সকল অঙ্গপ্রত্যঙ্গের একাগ্রতা, পরিপূর্ণ নীরবতা, ইত্যাদি। সে মতে পরিপূর্ণভাবে আল্লাহর অনুগত হয়ে দেহ ও মনের সমন্বয়ে একাগ্রতা নিয়ে সালাতে দাড়িয়ে দীর্ঘ রুকু সিজদাহ করাকে কুনুত্ব বলা হয়। যে কোনো সালাতে দোয়া করাকেও ক্বুনুত বলা হয়।

সালাত উস্তা বা মধ্যবর্তী সালাত কোনটি? এনিয়ে অনেক হাদীছ বিদ্যমান রয়েছে। তবে কয়েকটি হাদীছে আসর সালাতকে উস্তা বলা হয়েছে। তাই অধিকাংশ ইমামগণ এ মতটি গ্রহণ করেছেন। তবে এ ব্যাপারে হাদীছের বর্ণনা সুস্পষ্ট না থাকার কারণে এ নিয়ে ভিন্নমতও রয়েছে। সালাতে ক্বিয়াম করা তথা কোনো প্রকার অক্ষমতা না থাকলে ফরজ সালাত দাঁড়িয়ে আদায় করা ফরজ।

فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا ۚ فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ ﴿٢٣٩﴾

ভীতিকর পরিস্থিতিতে চলমান অবস্থায় এবং বাহনের উপর সালাত

২৩৯. তোমরা যদি (দুশমন জীবজন্তু অথবা অন্য কোন ভয়ে) ভীত হও তবে হেঁটে হেঁটে বা বাহনের উপর (সালাত আদায় করতে পারবে) আর পরিস্থিতি স্বাভাবিক হলে আল্লাহর যিকির (সালাত আদায়) করবে যেমন তিনি শিক্ষা দিয়েছেন যা ইতোপূর্বে তোমরা জানতে না।

আইন ও বিধানঃ ভীতিকর পরিস্থিতিতে হেঁটে হেঁটে বা বাহনের উপর বসে বসে ফরজ সালাত আদায় করা যাবে। তখন রুকু সিজদাহ করবে মাথার ইশারায়। ফিক্বহের পরিভাষায় এটাকে বলা হয় স্বালাতু-ল-খাউফ বা ভীতিকর অবস্থায় সালাত। উল্লেখ্য এখানে "যিকর" শব্দ ব্যবহার করে বুঝানো হয়েছে সালাত আদায় করা।

وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا ۖ وَصِيَّةً لِأَزْوَاجِهِمْ مَتَاعًا إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجٍ ۚ فَإِنْ خَرَجْنَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ مِنْ مَعْرُوفٍ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٢٤٠﴾ وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ ۖ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ ﴿٢٤١﴾ كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ﴿٢٤٢﴾

তালাক প্রাপ্তা স্ত্রী ও তার সন্তানের ভরণপোষণ

২৪০. (হে মুসলিমগণ!) তোমাদের কেউ স্ত্রী রেখে মারা গেলে স্ত্রীগণকে (মৃত স্বামীর) ঘর থেকে বের করে না দিয়ে এক বছর মাতা' (ভরন পোষণের) নির্দেশ রইল। তবে স্ত্রীগণ নিজ থেকে বেরিয়ে গেলে তাদের নিজেদের ব্যাপারে নেয়া ন্যায়সঙ্গত সিদ্ধান্তের কারণে তোমাদের পাপ হবে না। আল্লাহ আ'যীয (মহাপরাক্রমশালী) হা'কীম (প্রজ্ঞাময়।)

আইন ও বিধানঃ স্বামী মারা যাবার পর স্ত্রীকে এক বছর ঘরে রেখে ভরণপোষণ দেবার এ বিধান ইসলামের প্রথম দিকে বলবৎ ছিল। এখন এ বিধান রহিত করে ৪ মাস ১০ দিন ইদ্দত পালনের বিধান দেয়া হয়েছে। যা সূরাহ বাক্বারার ২৩৪ আয়াতে বর্ণিত হয়েছে। সুতরাং সূরাহ বাক্বারার ২৩৪ তম আয়াত দ্বারা ২৪০তম আয়াতের বিধানকে রহিত করা হয়েছে।

২৪১. তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রীর জন্য মাতা' (প্রয়োজনীয় উপকরণ) এর ব্যবস্থা করা মুত্তাক্বীদের কর্তব্য।

২৪২. আল্লাহ তার বিধানকে এভাবেই (স্পষ্ট করে) বর্ণনা করেন, যেন তোমরা অনুধাবন করো।

জ্ঞাতব্যঃ স্ত্রীকে তালাক দেয়ার পর তাকে দেয়া অর্থ, অলংকার বা অন্য কোনো কিছু রেখে দেয়া বৈধ নয়। রবং তালাকের পরও স্ত্রী তার স্বামীর ঘরে থেকে ইদ্দত পালন করবে এবং ইদ্দতকালীন সময়ে স্বামী তার ইদ্দতরত স্ত্রীর ভরণপোষণ করবে। আর ইদ্দত শেষে বিদায় কালে স্ত্রীকে সাধ্য মত জীবন উপকরণ (যেমনঃ অন্ন, বস্ত্র, নগদ অর্থ, ইত্যাদি) দিয়ে সুন্দরভাবে বিদায় দেবে। স্ত্রীর সন্তান থাকলে তালাকের পরও সন্তানের উপর মা হিসেবে তার যথযাথ অধিকার থাকবে। আর সন্তান ছোট হলে মা চাইলে তার সন্তানকে লালনপালন করতে পারবে। তালাকপ্রাপ্তা মা সন্তানকে লালনপালন করলে সন্তানের পিতা মা ও শিশুর ভরণপোষণ করবে। (এ বিধান বুঝতে সহায়ক আয়াত সূরাহ বাক্বারাহঃ ২২৮-২৩৭)

اَلَمۡ تَرَ اِلَى الَّذِيۡنَ خَرَجُوۡا مِنۡ دِيَارِهِمۡ وَ هُمۡ اُلُوۡفٌ حَذَرَ الۡمَوۡتِ ۪ فَقَالَ لَهُمُ اللّٰهُ مُوۡتُوۡا ۟ ثُمَّ اَحۡيَاهُمۡ ؕ اِنَّ اللّٰهَ لَذُوۡ فَضۡلٍ عَلَى النَّاسِ وَ لٰكِنَّ اَكۡثَرَ النَّاسِ لَا يَشۡكُرُوۡنَ ﴿۲۴۳﴾ وَ قَاتِلُوۡا فِىۡ سَبِيۡلِ اللّٰهِ وَ اعۡلَمُوۡۤا اَنَّ اللّٰهَ سَمِيۡعٌ عَلِيۡمٌ ﴿۲۴۴﴾

মৃত্যু ভয়ে পালানোর পরিণাম

পটভূমিঃ কথিত আছে একবার বানী-ইসরাঈলের কোনো এলাকায় দুশমন হানা দিল। তারা সংখ্যায় বেশী হওয়া সত্ত্বেও দুশমনের মোকাবিলা না করে পালিয়ে ছিল। অন্য বর্ণনা মতে এক এলাকায় মহামারি দেখা দিয়েছিল। লোকজন মৃত্যুভয়ে এলাকা ছেড়ে পালিয়ে ছিল। (কুরতুবী) বিষয়টির প্রতি ইঙ্গিত করে নাযিল হয়েছে..

২৪৩. তাদেরকে দেখনি? যারা মৃত্যু ভয়ে আপন ঘরবাড়ি ছেড়ে পালিয়ে ছিল, অথচ তারা ছিল কয়েক হাজার। (এমন করার কারণে) আল্লাহ (তাদের প্রতি গুস্বা হয়ে) বললেনঃ মরে যাও (ফলে তারা সবাই মরে গেল।) পরে আল্লাহ আবার তাদের জীবিত করলেন। আল্লাহ মানুষের প্রতি করুণাময় কিন্তু অধিকাংশ মানুষই অকৃতজ্ঞ।

২৪৪. (সুতরাং হে মুসলিম জাতি!) তোমরা (তাদের মত হইও না এবং দুশমন থেকে পালিয়ে যেও না। বরং তোমরা শত্রুর মোকাবিলায় অবিচল থেকে) আল্লাহর পথে যুদ্ধ করো। জেনে রাখো! আল্লাহ সর্বশ্রুতা, মহাজ্ঞানী।

مَنۡ ذَا الَّذِىۡ يُقۡرِضُ اللّٰهَ قَرۡضًا حَسَنًا فَيُضٰعِفَهٗ لَهٗۤ اَضۡعَافًا كَثِيۡرَةً ؕ وَ اللّٰهُ يَقۡبِضُ وَ يَبۡصُۜطُ ۪ وَ اِلَيۡهِ تُرۡجَعُوۡنَ ﴿۲۴۵﴾

আল্লাহর পথে দান করা

পটভূমিঃ যুদ্ধ অনেক ব্যয়বহুল কাজ। যুদ্ধের খরচ মিটাতে সরকার এবং জনগণ সবাইকে এগিয়ে আসতে হয়। একাজের প্রতি উৎসাহিত করে নাযিল হয়েছেঃ (দেখুনঃ কুরতুবী)

২৪৫. কে আছো? আল্লাহকে ঋণ দেবে? (আর এটাই হবে) উত্তম ঋণ। (যে আল্লাহকে ঋণ দেবে) আল্লাহ তাকে অনেক গুণ বাড়িয়ে দেবেন। আসলে আল্লাহই বাড়ান, আল্লাহই কমান। আর (জেনে রাখো!) তোমরা সবাই তার কাছেই ফিরে যাচ্ছো।

জ্ঞাতব্যঃ ইমাম কুরতুবী বর্ণনা করেছেনঃ উক্ত আয়াত নাযিলের পর সাহাবী আবু-দাহদাহ রাঃ এসে বললেনঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমার বাবা-মা আপনার তরে নিবেদিত। আল্লাহ আমাদের থেকে ঋণ চেয়েছেন! তিনি তো ঋণ গ্রহণের উর্দ্ধে!

রাসূল সাঃ বললেনঃ হ্যাঁ! তিনি এর বদলে তোমাদের জান্নাত দান করতে চান।

সাহাবী বললেনঃ প্রভুকে ঋণ দিলে তিনি আমাকে জান্নাত দান করবেন?

রাসূল সাঃ বললেনঃ অবশ্যই।

আবু দাহদাহ বললেনঃ তবে হাত বাড়ান। রাসূল সাঃ হাত বাড়ালে আবু দাহদাহ বললেনঃ আমার দু'টি বাগান আছে। একটি নিম্নভূমিতে, একটি উচ্ছভূমিতে। আল্লাহর কসম! এ দু'টি বাগান ছাড়া আমার আর কিছুই নেই।

আমি আমার উভয় বাগান আল্লাহকে ঋণ দিলাম।
রাসূল সাঃ বললেনঃ একটি আল্লাহকে দাও আর একটি তোমার ও তোমার বাচ্চাদের জন্য রেখে দাও।
আবু দাহদাহ বললেনঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনি সাক্ষী সব চেয়ে উত্তম বাগানটি আমি আল্লাহকে দান করলাম। এ বাগানে ৬শত গাছ রয়েছে। রাসূল সাঃ বললেনঃ তাহলে আল্লাহ তোমাকে অবশ্যই জান্নাত দান করবেন।...
(হাদীছটি আরও দীর্ঘ। সংক্ষেপ করার জন্য বাকি অংশ টুকু উল্লেখ করা হলো না।)

পর্যালোচনাঃ এ হচ্ছে আল্লাহর কালামের উপর সাহাবাদের আমলের কিঞ্চিৎ নমুনা। এসব ঘটনা শুধু বয়ান করার জন্য নয় বা শোনে চোখের পানি ফেলার জন্য নয়। এসব বাস্তাব জীবনে মেনে চলার জন্য, নিজের জীবনকে এভাবে গড়ে তোলার জন্য। হে আল্লাহ্! আমাদেরকেও এমন হবার তাওফিক দান করো।

اَلَمْ تَرَ اِلَى الْمَلَاِ مِنْۢ بَنِيْۤ اِسْرَآءِيْلَ مِنْۢ بَعْدِ مُوْسٰى ۘ اِذْ قَالُوْا لِنَبِيٍّ لَّهُمُ ابْعَثْ لَنَا مَلِكًا نُّقَاتِلْ فِيْ سَبِيْلِ
اللّٰهِ ؕ قَالَ هَلْ عَسَيْتُمْ اِنْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ اَلَّا تُقَاتِلُوْا ؕ قَالُوْا وَ مَا لَنَاۤ اَلَّا نُقَاتِلَ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَ
قَدْ اُخْرِجْنَا مِنْ دِيَارِنَا وَ اَبْنَآئِنَا ؕ فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ تَوَلَّوْا اِلَّا قَلِيْلًا مِّنْهُمْ ؕ وَ اللّٰهُ عَلِيْمٌۢ
بِالظّٰلِمِيْنَ ﴿۲۴۶﴾ وَ قَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ اِنَّ اللّٰهَ قَدْ بَعَثَ لَكُمْ طَالُوْتَ مَلِكًا ؕ قَالُوْۤا اَنّٰى يَكُوْنُ لَهُ الْمُلْكُ
عَلَيْنَا وَ نَحْنُ اَحَقُّ بِالْمُلْكِ مِنْهُ وَ لَمْ يُؤْتَ سَعَةً مِّنَ الْمَالِ ؕ قَالَ اِنَّ اللّٰهَ اصْطَفٰىهُ عَلَيْكُمْ وَ زَادَهٗ
بَسْطَةً فِي الْعِلْمِ وَ الْجِسْمِ ؕ وَ اللّٰهُ يُؤْتِيْ مُلْكَهٗ مَنْ يَّشَآءُ ؕ وَ اللّٰهُ وَاسِعٌ عَلِيْمٌ ﴿۲۴۷﴾ وَ قَالَ لَهُمْ
نَبِيُّهُمْ اِنَّ اٰيَةَ مُلْكِهٖۤ اَنْ يَّاْتِيَكُمُ التَّابُوْتُ فِيْهِ سَكِيْنَةٌ مِّنْ رَّبِّكُمْ وَ بَقِيَّةٌ مِّمَّا تَرَكَ اٰلُ مُوْسٰى وَ اٰلُ هٰرُوْنَ
تَحْمِلُهُ الْمَلٰٓئِكَةُ ؕ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيَةً لَّكُمْ اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ ﴿۲۴۸﴾ فَلَمَّا فَصَلَ طَالُوْتُ بِالْجُنُوْدِ قَالَ
اِنَّ اللّٰهَ مُبْتَلِيْكُمْ بِنَهَرٍ ۚ فَمَنْ شَرِبَ مِنْهُ فَلَيْسَ مِنِّيْ ۚ وَ مَنْ لَّمْ يَطْعَمْهُ فَاِنَّهٗ مِنِّيْۤ اِلَّا مَنِ اغْتَرَفَ
غُرْفَةً ۢ بِيَدِهٖ ۚ فَشَرِبُوْا مِنْهُ اِلَّا قَلِيْلًا مِّنْهُمْ ؕ فَلَمَّا جَاوَزَهٗ هُوَ وَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مَعَهٗ ۙ قَالُوْا لَا طَاقَةَ لَنَا
الْيَوْمَ بِجَالُوْتَ وَ جُنُوْدِهٖ ؕ قَالَ الَّذِيْنَ يَظُنُّوْنَ اَنَّهُمْ مُّلٰقُوا اللّٰهِ ۙ كَمْ مِّنْ فِئَةٍ قَلِيْلَةٍ غَلَبَتْ فِئَةً كَثِيْرَةًۢ
بِاِذْنِ اللّٰهِ ؕ وَ اللّٰهُ مَعَ الصّٰبِرِيْنَ ﴿۲۴۹﴾ وَ لَمَّا بَرَزُوْا لِجَالُوْتَ وَ جُنُوْدِهٖ قَالُوْا رَبَّنَاۤ اَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَّ
ثَبِّتْ اَقْدَامَنَا وَ انْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكٰفِرِيْنَ ﴿۲۵۰﴾ فَهَزَمُوْهُمْ بِاِذْنِ اللّٰهِ ۙ وَ قَتَلَ دَاوٗدُ جَالُوْتَ وَ
اٰتٰىهُ اللّٰهُ الْمُلْكَ وَ الْحِكْمَةَ وَ عَلَّمَهٗ مِمَّا يَشَآءُ ؕ وَ لَوْ لَا دَفْعُ اللّٰهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ ۙ لَّفَسَدَتِ
الْاَرْضُ وَ لٰكِنَّ اللّٰهَ ذُوْ فَضْلٍ عَلَى الْعٰلَمِيْنَ ﴿۲۵۱﴾ تِلْكَ اٰيٰتُ اللّٰهِ نَتْلُوْهَا عَلَيْكَ بِالْحَقِّ ؕ وَ اِنَّكَ لَمِنَ
الْمُرْسَلِيْنَ ﴿۲۵۲﴾

জালূত ও তালূতের যুদ্ধ

পটভূমিঃ মূসা আঃ এর পর বানী-ইসরাঈলের কয়েকজন খালীফাহ জাতিকে আল্লাহর বিধানমত পরিচালিত করেন। পরে শুরু হয় বিচ্যুতি। পরবর্তী শাসকগণ আল্লাহর বিধানের উপর অবিচল থাকতে পারেননি। তারা ধীরে ধীরে আল্লাহর বিধান থেকে সরে আসেন এবং আল্লাহর আইন ও মনগড়া বিধান একত্র করে মিশ্রিত শাসন শুরু করেন।

তখন জাতি হিসেবে তারা নির্ভেজাল বিধান থেকে বিচ্যুত হয়ে আল্লাহর দ্বীন ছেড়ে বিভ্রান্ত হয়ে যায়। ফলে তাদের থেকে আল্লাহর রহমত তুলে নেয়া হয়। তারা হয়ে যায় যুদ্ধ বিমুখ। তখন কাফিররা তাদের এলাকা দখল করে নেয়। প্রাণের ভয়ে তারা পালিয়ে যায় এবং তাদের স্ত্রী-সন্তান কাফিরদের হাতে বন্দী হয়।

বানী-ইসরাঈলের কাছে একটি বরকতময় সিন্দুক ছিল। এতে নবীদের স্মৃতি বিজড়িত অনেক বস্তু ছিল। তারা এ সিন্দুকটিকে বরকতময় মনে করতো এবং যুদ্ধকালে সিন্দুকটিকে সামনে রাখতো। নবীদের স্মৃতি বিজড়িত এ সিন্দুকটিও কাফিররা ছিনিয়ে নিয়ে যায়।

সবকিছু হারিয়ে এক পর্যায়ে তাদের হুশ ফিরল। তারা বুঝতে পারল যুদ্ধ বিমুখতা এবং দ্বীন থেকে বিচ্যুতিই পতনের মূল। তাই তারা দ্বীনে ফিরে আসতে উদ্যত হলো। হারানো গৌরব ফিরে পেতে উদ্যোগী হলো।

তারা সিদ্ধান্ত করলঃ আবার যুদ্ধে যাবে। তাই যুদ্ধের আইনগত দিক পূর্ণ করার তরে একটি বৈধ সরকার গঠন করতে একজন রাজা ঠিক করে দেবার জন্য নবীকে অনুরোধ করলো। তাদের এ ঘটনার প্রতি ইঙ্গিত করে নাযিল হয়েছে।

২৪৬. মূসার পর বানী-ইসরাঈলের নেতাদেরকে দেখনি? তারা যখন তাদের নবীকে বলেছিলঃ আপনি আমাদের জন্য একজন রাজা ঠিক করে দিন। আমরা (তার নেতৃত্বে) আল্লাহর পথে যুদ্ধ করব। নবী বললঃ যুদ্ধ ফরজ হবার পর তোমরা যদি অস্বীকার করো, তখন যদি যুদ্ধ বিমুখ হয়ে যাও.? তারা বললঃ আমরা কেন যুদ্ধ থেকে বিরত থাকব? অথচ আমাদেরকে আমাদের ঘরবাড়ি ও সন্তানাদি থেকে বিতাড়িত করা হয়েছে। কিন্তু যুদ্ধ ফরজ হবার পর তাদের অল্পকিছু লোক ছাড়া বাকিরা আবার পুর্বাবস্থায় ফিরে গেল (তথা তারা যুদ্ধ বিমুখ হয়ে গেলো) আল্লাহ পাপিষ্ঠদের ব্যাপারে সম্যক অবগত।

২৪৭. নবী বললঃ তোমাদের রাজা হিসেবে আল্লাহ ত্বালূতকে মনোনীত করেছেন। (ইয়াকুব আঃ এর ১২ ছেলের একজন ছিল ইয়াহুযা, একজন লাওয়ী। সাধারণত তাদের রাজা হত ইয়াহুযা পরিবার থেকে আর নবী হতেন লাওয়ী পরিবার থেকে। ত্বালূত ইয়াহুযা পরিবারের ছিলেন না। তিনি ছিলেন গরীব। তাই) তারা বললঃ সে কি করে আমাদের উপর রাজত্ব করবে? (তার তো রাজত্ব করার কোনো যোগ্যতাই নেই।) তার চেয়ে বরং আমরাই রাজত্বের অধিক যোগ্য। (রাজত্ব করতে অধিক সম্পদের প্রয়োজন হয়। আর) তার তো সম্পদ বলতে কিছুই নেই।
নবী বললঃ আল্লাহ তাকে মনোনীত করেছেন, জ্ঞানে ও দৈহিক শক্তিতে (সামরিক কলা কৌশলে) আল্লাহ তাকে শ্রেষ্টত্ব দিয়েছেন। আল্লাহ যাকে খুশী রাজত্ব দান করেন। আল্লাহ সর্বউদার, মহাজ্ঞানী।

২৪৮. (তারা প্রমাণ চাইলে) নবী বললঃ তার রাজত্বের প্রমাণ হচ্ছেঃ ফিরিস্তা সেই সিন্দুকটি উঠিয়ে তোমাদের কাছে নিয়ে আসবে, যাতে রয়েছে মূসা ও হারুন পরিবারের স্মৃতি বিজড়িত অনেক কিছু। এতে তোমাদের জন্য শিক্ষা রয়েছে, যদি তোমরা বিশ্বাস করো। (সিন্দুকটি

ফেরত পাবার পর কিছু লোক রাজা হিসেবে ত্বালূতকে মেনে নিল। এক বর্ণনা মতে তখন গঠন করা হলো ৮০ হাজার সৈন্যের বিরাট বাহিনী)

২৪৯. (প্রায় ৮০ হাজার) সেনা নিয়ে অভিযানে বেরিয়ে ত্বালূত বললঃ (সামনের) নদী দ্বারা আল্লাহ তোমাদের পরীক্ষা করবেন। যে ব্যক্তি এ নদীর পানি পান করবে তাকে আমাদের সঙ্গে নেব না। আর যে ব্যক্তি এর পানি পান করবে না শুধু সেই আমাদের সঙ্গে যেতে পারবে। তবে (এ নদীর পানি) হাত দিয়ে একবার তুলে খেতে পারবে। (কিন্তু নদীটি অতিক্রমকালে) অল্প লোক (৪ হাজার) বাদে বাকি সবাই (৭৬ হাজার) এ নদীর পানি পান করলো। নদী পার হবার পর ত্বালূত ও তার অনুগত (সেনা যারা নদীর পানি পান করেনি) বাহিনী (শত্রু এলাকায় ঢুকে পড়ল। তারপর ৪ হাজারের মাঝে ৩৬৮৭ জন যুদ্ধ করতে অস্বীকার করলো) তারা বললঃ জালূত ও তার বাহিনীর সাথে যুদ্ধ করার সাধ্য এখন আমাদের নেই। কিন্তু যারা (শহীদ হয়ে) আল্লাহর সাক্ষাতে দৃঢ় বিশ্বাসী ছিল তারা (৩১৩ জন) বললঃ আল্লাহ সাহায্য করলে অনেক ছোট দলও বিরাট বড় দলের উপর বিজয়ী হতে পারে। আল্লাহ তাদের সঙ্গী হন যারা সবর করে তথা আল্লাহর পথে অবিচল থাকে।

২৫০. (কাফির নেতা) জালূত ও তার বাহিনীর সম্মুখীন হয়ে তারা বলল হে রাব্ব! আমাদের উপর সবর (দৃঢ়তা) ঢেলে দাও, আমাদের অবস্থানকে মজবুত করো এবং কাফিরদের মোকাবিলায় আমাদের সাহায্য করো। (তারা যুদ্ধের সিদ্ধান্ত নিল এবং আল্লাহ তাদের সাহায্য করলেন)

২৫১. আল্লাহর সাহায্যে তারা কাফিরদের পরাজিত করলো। (কিশোর) দাউদ হত্যা করলো (কাফির নেতা) জালূতকে। (তালূত ঘোষণা দিয়ে ছিলেন যে ব্যক্তি জালূতকে হত্যা করতে পারবে তার কাছে আমার মেয়ে বিয়ে দেব এবং আমার পর সে রাজা হবে।) তাই আল্লাহ দাউদকে রাজত্ব ও হিকমাহ (বিচারিক জ্ঞান, নবুয়ত) দান করলেন, শিখালেন (বর্ম বানানোসহ) যা তিনি চান। আল্লাহ একদল মানুষ দিয়ে অন্যদল মানুষকে দমিয়ে না রাখলে পৃথিবী বিগড়ে যেত। আল্লাহ বিশ্ববাসীর প্রতি করুণাময়।

২৫২. এসবই আল্লাহর আয়াত। আমরা এসব তোমার কাছে পাঠ করছি যথাযথভাবে। নিশ্চয় তুমি একজন রাসূল।

تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلٰى بَعْضٍ مِنْهُمْ مَّنْ كَلَّمَ اللّٰهُ وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجٰتٍ ؕ وَاٰتَيْنَا عِيْسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنٰتِ وَ اَيَّدْنٰهُ بِرُوْحِ الْقُدُسِ ؕ وَ لَوْ شَآءَ اللّٰهُ مَا اقْتَتَلَ الَّذِيْنَ مِنْۢ بَعْدِهِمْ مِّنْۢ بَعْدِ مَا جَآءَتْهُمُ الْبَيِّنٰتُ وَ لٰكِنِ اخْتَلَفُوْا فَمِنْهُمْ مَّنْ اٰمَنَ وَ مِنْهُمْ مَّنْ كَفَرَ ؕ وَ لَوْ شَآءَ اللّٰهُ مَا اقْتَتَلُوْا ۫ وَ لٰكِنَّ اللّٰهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيْدُ ﴿٢٥٣﴾

রাসূলগণের পারস্পরিক মর্যাদা এবং যুদ্ধ-বিগ্রহের গোপন রহস্য

২৫৩. আমি ওই রাসূলদের কাউকে কারো উপর মর্যাদা দিয়েছি। তাদের কারো সাথে আল্লাহ সরাসরি কথা বলেছেন, কারো সম্মান বাড়িয়ে দিয়েছেন। আমি (আল্লাহ) ঈসা বিন মারইয়ামকে বায়্যিনাত (সুস্পষ্ট প্রমাণাদি, মু'জিযা) দিয়েছি, রুহ আল-কুদস (জিবরাঈল) দিয়ে তাকে শক্তি যুগিয়েছি। আল্লাহ চাইলে বায়্যিনাত আসার পর পরবর্তী লোকেরা যুদ্ধে লিপ্ত হত না। কিন্তু (আল্লাহ এমনটি চাননি। তাই) মানুষ বিভক্ত হয়ে যায়, কেউ ঈমান আনে আর কেউ কুফর করে। আল্লাহ চাইলে তারা পরস্পরে যুদ্ধে লিপ্ত হত না। কিন্তু আল্লাহ যা ইচ্ছা করেন তাই করেন। (কারণ আল্লাহর ক্ষমতা সার্বভৌম, আল্লাহর কোনো জবাবদিহিতা নেই)

জ্ঞাতব্যঃ

- ❖ আল্লাহ যে রাসূলের সাথে সরাসরি কথা বলেছেন তিনি হলেন মূসা আঃ। আল্লাহর সাথে সরাসরি কথা বলা মূসা আঃ এর বৈশিষ্ট্য। অন্য কেউ আল্লাহর সাথে সরাসরি কথা বলেননি।
- ❖ আল্লাহ যে রাসূলকে সবচেয়ে বেশী মর্যাদা দিয়েছেন, নবীগণের ঈমাম বানিয়েছেন, তিনি হলেন মুহাম্মাদ সাঃ।
- ❖ আল্লাহ যে রাসূলকে অনেক মু'জিযা দিয়েছেন, জিবরাঈল আঃকে সঙ্গী বানিয়ে যাকে শক্তি যোগিয়েছেন, তিনি হলেন ঈসা আঃ।

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْۤا اَنْفِقُوْا مِمَّا رَزَقْنٰكُمْ مِّنْ قَبْلِ اَنْ يَّاْتِيَ يَوْمٌ لَّا بَيْعٌ فِيْهِ وَ لَا خُلَّةٌ وَّ لَا شَفَاعَةٌ ؕ وَ الْكٰفِرُوْنَ هُمُ الظّٰلِمُوْنَ ﴿٢٥٤﴾

আল্লাহর পথে ব্যয় এবং শাফায়াত

২৫৪. ওহে যারা ঈমান এনেছো! (শুনো!) আমরা তোমাদেরকে যে সম্পদ দান করেছি তোমরা এর কিছু অংশ (আমার পথে) খরচ করো, ওই দিন আসার আগে যেদিন কোনো বিনিময় চলবে না, বন্ধুত্ব চলবে না, গ্রহণ করা হবে না কোনো শাফায়াত (সুপারিশ। যারা আমার বিধান মানবে না তারা কাফির) আর কাফিররা অবশ্যই অপরাধী।

শাফায়াত পরিচিতিঃ শাফায়াত অর্থ সুপারিশ করা। হাশরের ময়দানে বিচারের পর আল্লাহর প্রিয় বান্দারা

পাপিষ্ঠদের মাগফিরাতের জন্য আল্লাহর কাছে সুপারিশ করতে পারবে। এই সুপারিশকে বলা হয় শাফায়া'হ। আমাদের সমাজে উর্দু উচ্চারণের সাথে সামঞ্জস্য রেখে বলা হয় শাফায়াত। পরকালে কোনো নাস্তিক, মুরতাদ, কাফির, মুশরিক বা মুনাফিকের জন্য শাফায়াতের সুযোগ থাকবে না। শাফায়াতের সুযোগ থাকবে শুধু ফাসিকদের জন্য।

উল্লেখ্য মুসলিম ৩ প্রকারঃ মুঅমিন, ফাসিক ও মুনাফিক। পরকালে শুধু মুঅমিন ব্যক্তিকে শাফায়া'তের সুযোগ বা অনুমতি দেয়া হবে এবং এ শাফায়াত হবে নির্ধারিত নিয়মে..

- ❖ শাফায়াত শুধু মুঅমিন ব্যক্তিই করতে পারবে, মুঅমিন ব্যতীত অন্য কেউ শাফায়াত করতে পারবে না।
- ❖ যে মুঅমিন শাফায়াত করতে আগ্রহী হবে তাকে প্রথমে শাফায়াতের অনুমতি নিতে হবে,
- ❖ তারপর যার জন্য শাফায়াত করতে চায় তার নাম উল্লেখ করে আবার অনুমতি নিতে হবে।
- ❖ আল্লাহ অনুমতি দিলে শাফায়াত করতে পারবে আর না দিলে পারবে না ।
- ❖ এরপর আল্লাহ চাইলে এ শাফায়াত গ্রহণ করবেন, অথবা করবেন না।
- ❖ শাফায়াত গ্রহণ করা হলে ফাসিক ব্যক্তিকে মাফ করে দেয়া হবে আর গ্রহণ করা না হলে মাফ করা হবে না।
- ❖ শাফায়াতের ব্যাপারে সার্বিক ক্ষমতার অধিকারী শুধুই আল্লাহ। আল্লাহর অনুমোদন ছাড়া কেউ শাফায়াত করতে পারবে না।

"শুফায়া" থেকে শুরাকা" এটা হচ্ছে কুরআনে বর্ণিত শিরকের সূত্র সমূহের একটি। তাই নিজের জন্য শাফায়াতকারী হিসেবে পীর ধরলে শিরকের পথ সুগম করা হবে। তবে নিজের পরামর্শক হিসেবে কোনো আলিমের কাছে যাওয়া দোষের নয়। পরকালে ফাসিকের জন্য শর্ত সাপেক্ষে শাফায়াত হলেও কাফির বা মুনাফিকের জন্য শাফায়াত চলবে না। (দেখুন বাক্বারাহঃ ৪৮)

اَللّٰهُ لَاۤ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ۚ اَلۡحَیُّ الۡقَیُّوۡمُ ۚ لَا تَاۡخُذُهٗ سِنَةٌ وَّ لَا نَوۡمٌ ؕ لَهٗ مَا فِی السَّمٰوٰتِ وَ مَا فِی الۡاَرۡضِ ؕ مَنۡ ذَا
الَّذِیۡ یَشۡفَعُ عِنۡدَهٗۤ اِلَّا بِاِذۡنِهٖ ؕ یَعۡلَمُ مَا بَیۡنَ اَیۡدِیۡهِمۡ وَ مَا خَلۡفَهُمۡ ۚ وَ لَا یُحِیۡطُوۡنَ بِشَیۡءٍ مِّنۡ عِلۡمِهٖۤ اِلَّا
بِمَا شَآءَ ۚ وَسِعَ کُرۡسِیُّهُ السَّمٰوٰتِ وَ الۡاَرۡضَ ۚ وَ لَا یَـُٔوۡدُهٗ حِفۡظُهُمَا ۚ وَ هُوَ الۡعَلِیُّ الۡعَظِیۡمُ ﴿۲۵۵﴾

আয়াতু-ল-কুরসী

২৫৫. আল্লাহ; তিনিই একমাত্র ইলাহ, চিরঞ্জীব, চিরন্তন। তন্দ্রা, ঘুম তাকে স্পর্শই করতে পারে না। আসমান সমূহ ও যমীনে যাকিছু আছে এসব কিছুর সার্বিক মালিকানা শুধুই তাঁর। কার সাধ্য আছে যে আল্লাহর কাছে শাফায়াত করবে আল্লাহর অনুমতি ছাড়া..? তিনি অতীত ভবিষ্যত সব জানেন। তাঁর অসীম জ্ঞান থেকে সেই কিছু পায় যাকে (যতটুকু জ্ঞানের জন্য) তিনি মনোনীত করেন। তাঁর কুরসী (আসন) আকাশ সমূহ এবং পৃথিবীকে বেষ্টন করে আছে। এসবের সুরক্ষা দিতে তিনি ক্লান্ত নন। তিনি সর্বউচ্চ, সর্বমহান।

জ্ঞাতব্যঃ এ আয়াতের নাম আয়াতু-ল-কুরসী। আয়াত অর্থ বিধান, নিদর্শন, চিহ্ন। আর কুরসী অর্থ আসন বা চেয়ার। মহান আল্লাহর সাথে সম্পৃক্ত যে আসনের কথা আল কুরআনে বর্ণিত হয়েছে একে বলা হয় আরশ/কুরসী। আরশ বা কুরসীর সাথে আল্লাহর সম্পৃক্ততার (তথা আল্লাহ এ আসনে বসেন নাকি কি করেন) বিষয়টি খুবই স্পর্শকাতর। যা মানুষের জ্ঞানের ঊর্ধ্বে, যুক্তির ঊর্ধ্বে। তাই এ সম্পর্কে নিজের বা অন্য কারো মনগড়া বা যুক্তি দিয়ে করা কোনো বিশ্লেষণ বা মন্তব্য গ্রহণ যোগ্য নয়।

ফজিলত ও বৈশিষ্ট্যঃ আয়াতুল-কুরসী আল-কুরআনের অতি মর্যাদাপূর্ণ আয়াত এবং এর ফজিলতও অনেক। আয়াতু-ল-কুরসী তিলাওয়াত করে জিন্ন ও যাদু থেকে সুরক্ষা পাওয়া যায়। ৫ ওয়াক্ত সালাতের পর এবং ঘুমানোর সময় আয়াতুল-কুরসী পাঠ করলে অনেক কল্যাণ পাওয়া যায়।

৭ আসমান, আরশ কুরসী এবং জান্নাত জাহান্নামের অবস্থান সম্পর্কে একটি ধারণাঃ

পৃথিবী একটি বৃত্তাকার গোল বস্তু। আসমান সমূহও গোলাকার বৃত্ত। ৭ আসমানের উপরে আরেকটি গোল বৃত্তের নাম সিদরাতু-ল-মুনতাহা এবং সর্ব উপরে আরেকটি গোল বৃত্ত হচ্ছে "আরশ"। এ সবকিছুর সমন্বয়ে গঠিত সৃষ্টি জগত হলো একটি মহাগোলক। মহান আল্লাহর সৃষ্টি এ মহাগোলকের ঠিক মধ্যখানে পৃথিবী একটি গোলাকার বিন্দুর মত। পৃথিবীকে বেষ্টন করে বানানো হয়েছে সপ্ত আকাশ। তারপর সিদরাতু-ল- মুনতাহা, তারপর আরশ। আল্লাহর আরশ হচ্ছে সৃষ্টির সবচেয়ে উপরের গোলবৃত্ত।

পৃথিবী থেকে ১ম আকাশের দূরত্ব ৫০০ বছর। ১ম আকাশ থেকে ২য় আকাশের দূরত্ব ৫০০ বছর। এভাবে প্রতিটি আকাশ থেকে অন্য আকাশের দূরত্ব ৫০০ বছর।

পৃথিবীকে বেষ্টন করে আছে ১ম আকাশ। ১ম আকাশকে বেষ্টন করে আছে ২য় আকাশ। এভাবে অন্য আকাশ সমূহ একটি অপরটিকে বেষ্টন করে আছে। ৭ম আকাশের উপরে সমান দূরত্বে বানানো হয়েছে আরো একটি বেষ্টনী, এর নাম "সিদরাতু-ল-মুনতাহা" তথা সীমান্ত বরই গাছ। মি'রাজের সময়ে রাসূল সাঃ সিদরাতু-ল-মুনতাহা পর্যন্ত গিয়েছিলেন এবং সেখানে জীবরাঈল আঃকে আপন অবয়বে দেখে ছিলেন বলে কুরআনে ইঙ্গিত করা হয়েছে।

সিদরাতুল-ল-মুনতাহা হচ্ছে অন্য সৃষ্টির সাথে আল্লাহর আরশের সীমানা। এ সীমানার নীচের কোনো কিছু উপরে যেতে পারে না। সিদরাতু-ল-মুনতাহার উপরে আছেন ছাগল আকৃতীর ৮জন ফিরিস্তা, যাদের দেহ এতো বিশাল ও বিস্তৃত যে তাদের পায়ের খুর থেকে হাটু পর্যন্ত ৫০০ বছরের দূরত্ব। ওই ফিরিস্তাদের উপরে স্থাপিত হয়েছে দয়াময়ের মহাআসন। যাকে বলা হয় "আরশ" (সিংহাসন) এবং "কুরসী" (আসন) । (উল্লেখিত দূরত্ব সমূহ হাদিছে বর্ণিত হয়েছে)

আল্লাহর আরশের নীচে বানানো হয়েছে "জান্নাতু-ল-ফিরদাউস" আর "সিদরাতুল মুনতাহা"র কাছে রয়েছে "জান্নাতু-ল-মাঅওয়া"। তারপর ৭ম আকাশ থেকে ২য় আকাশ পর্যন্ত অন্যান্য জান্নাত।

পৃথিবী থেকে আকাশ পর্যন্ত বিস্তৃত স্থানকে বাংলাতে বলা হয় মহাকাশ, ইংরেজীতে স্পেইছ আর আরবিতে ফালাক। এ মহাকাশেই বিদ্যমান আছে ৭টি জাহান্নাম। জাহান্নামগুলো পৃথিবীকে বেষ্টন করে আছে, কেউ উপরে যেতে চাইলে যে কোনো একটি জাহান্নাম অতিক্রম করেই যেতে হবে। এসব মিলে হয়েছে সৃষ্টি জগত। সমগ্র সৃষ্টি জগতটাই বৃত্তের মত গোলাকার আর এটাই মহাগোলক।

কিয়ামতের পর এ পৃথিবীকে বিস্তৃত করে বানানো হবে হাশরের ময়দান। আরাফাতের ময়দানে স্থাপন করা হবে ইনসাফের মানদন্ড। বিচারের পর প্রত্যেক মানুষকে দেয়া হবে একটি করে বাহন। যারা জান্নাতে যাবে তাদের সবাইকে ১ম আকাশ পারি দিয়ে জান্নাতে যেতে হবে, যেতে হবে জাহান্নামের ভিতর দিয়ে, জাহান্নাম অতিক্রম করে।

لَآ اِكۡرَاهَ فِى الدِّيۡنِ قَدۡ تَّبَيَّنَ الرُّشۡدُ مِنَ الۡغَىِّ‌ ۚ فَمَنۡ يَّكۡفُرۡ بِالطَّاغُوۡتِ وَ يُؤۡمِنۡۢ بِاللّٰهِ فَقَدِ اسۡتَمۡسَكَ بِالۡعُرۡوَةِ الۡوُثۡقٰى لَا انۡفِصَامَ لَهَا‌ ؕ وَاللّٰهُ سَمِيۡعٌ عَلِيۡمٌ ﴿۲۵۶﴾

দ্বীন গ্রহণে বাধ্য বাধকতা নেই

২৫৬. দ্বীন গ্রহণে বাধ্যবাধকতা নেই। (আল-কুরআনের সুস্পষ্ট বর্ণনার মাধ্যমে) বিভ্রান্তি আর হেদায়াত সম্পূর্ণরূপে সুস্পষ্ট হয়ে গেছে। সুতরাং যেব্যক্তি সকল ত্বাগতকে বর্জন করলো এবং এক

আল্লাহর উপর ঈমান আনলো সে এক মজবুত আদর্শ আঁকড়ে ধরলো যা থেকে আর বিচ্ছিন্ন হতে নেই। আল্লাহ সর্বশ্রোতা, মহাজ্ঞানী।

ঈমান ও আক্বীদাহঃ মুসলিম হতে বা ইসলাম গ্রহণ করতে কাউকে বাধ্য করা যাবে না। তবে মুসলিম হবার পর ফরজ কাজ সমূহ পালন করা এবং হারাম থেকে বেঁচে থাকা সবার জন্য অত্যাবশ্যকীয়।

اَللّٰهُ وَلِيُّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا ۙ يُخْرِجُهُمْ مِّنَ الظُّلُمٰتِ اِلَى النُّوْرِ ؕ وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْٓا اَوْلِيٰٓـئُهُمُ الطَّاغُوْتُ ۙ يُخْرِجُوْنَهُمْ مِّنَ النُّوْرِ اِلَى الظُّلُمٰتِ ؕ اُولٰٓئِكَ اَصْحٰبُ النَّارِ ۚ هُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ ﴿۲۵۷﴾

আল্লাহর ওলী

২৫৭. আল্লাহ হলেন মুমিনদের ওয়ালী। তিনি তাদেরকে বের করে আনেন সকল প্রকার অন্ধকার (তথা কুফর) থেকে একমাত্র আলোতে (তথা ইসলামে) আর যারা কুফর করে তাদের ওয়ালী হয়ে যায় ত্বাগুত (ইসলাম বিদ্বেষী নেতারা) যারা তাদেরকে বের করে নেয় একমাত্র আলো (ইসলাম) থেকে নানা প্রকার অন্ধকারে (কুফরে।) তারা (ত্বাগুত ও তাদের অনুসারী) সবাই জাহান্নামী। সেখানে তারা চিরকাল থাকবে।

ত্বাগূত পরিচিতিঃ ত্বাগুত শব্দটি এসেছে তুগ'ইয়ান থেকে। তুগ'ইয়ান অর্থ অবাধ্যতা। সে মতে আল্লাহ ও রাসূলের অবাধ্য ব্যক্তি, ব্যক্তিবর্গ এবং ইসলাম বিদ্বেষী অপশক্তিকে ত্বাগুত বলা হয়। সবচেয়ে বড় ত্বাগুত হলো শয়তান। আল কুরআনের অনেক জায়গায় ইসলাম বিদ্বেষী নেতাদের প্রতি ইঙ্গিত করে ত্বাগুত শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে।

ওয়ালী পরিচিতিঃ ওয়ালী অর্থ মিত্র, অভিভাবক, দায়িত্বশীল, কর্তৃত্বশীল, নীতি নির্ধারক, ইত্যাদি। যে সম্পর্ক বা বন্ধুত্বের টানে মানুষ একে অন্যের দায়ভার নিজ কাঁধে তুলে নেয়; এমন সম্পর্ককে বলা হয় আল-ওয়ালা বা ওয়ালায়াত আর ওই ব্যক্তিকে বলা হয় ওয়ালী। (শব্দটিকে একটু পরিবর্তন করে আমাদের বাংলা সমাজে বলা হয় অলী বা ওলী।) যেমন..

- পিতা সন্তানের ওয়ালী মানে অভিভাবক।
- সন্তান তার বৃদ্ধ বা মৃত বাবা-মার ওয়ালী, মানে দায়ভার বহনকারী বা দায়িত্বশীল।
- লড়াইয়ের ময়দানে একদল অন্যদলের ওয়ালী, তথা মিত্র।
- আল্লাহ আমাদের সকলের ওয়ালী, মানে আমাদের উপর কর্তৃত্বশীল।

কে ওয়ালী হবেঃ ওয়ালী ব্যক্তি হতে পারে, পরিবার হতে পারে, সম্প্রদায় হতে পারে, জাতি হতে পারে বা রাষ্ট্র হতে পারে। ওয়ালীর সাথে সামাজিক অভিভাবকত্ব এবং দায়দায়িত্ব জড়িত। সামাজিক চুক্তি, সামরিক চুক্তি, নিরাপত্তা চুক্তি, ইত্যাদির মাধ্যমেও পরস্পরের ওয়ালী হওয়া যায়। ওয়ালী হবার অনেক পদ্ধতি ও সূত্র রয়েছে। যথা...

- জন্ম সূত্রে মানুষ একে অপরের ওয়ালী হয়। যেমনঃ বাপ সন্তানের ওয়ালী (যদি সে কাফির না হয়)
- সামাজিক সূত্রে মানুষ একে অপরের ওয়ালী হয়। যেমনঃ স্বামী স্ত্রীর ওয়ালী, সরকার জনতার ওয়ালী (যদি তারা কুফর না করে) আর এক মুমিন অন্য মুমিনের ওয়ালী।
- কোনো কাফির, মুশরিক, নাস্তিক বা মুরতাদ মুমিনের (আত্মীয় হলেও) ওয়ালী হতে পারে না।
- এমনকি বাবা-মা ভাই-বোনসহ পরিবারের লোকজনও যদি ঈমানের চেয়ে কুফরকে বেশী ভালোবাসে তবে তাদেরকেও ওয়ালী হিসেবে মেনে নেওয়া যাবে না। (দেখুন সূরাহ তাওবাহঃ ২৩)

❖ চুক্তির মাধ্যমেও ওয়ালী বানানো যায়। ব্যক্তি ব্যক্তির সাথে চুক্তি করতে পারবে, এভাবে পরিবার পরিবারের সাথে, সম্প্রদায় সম্প্রদায়ের সাথে, জাতি জাতির সাথে এবং রাষ্ট্র রাষ্ট্রের সাথে চুক্তি করে একে অপরকে ওয়ালী বানাতে পারবে।

اَلَمْ تَرَ اِلَى الَّذِىْ حَآجَّ اِبْرٰهٖمَ فِىْ رَبِّهٖۤ اَنْ اٰتٰىهُ اللّٰهُ الْمُلْكَ ۘ اِذْ قَالَ اِبْرٰهٖمُ رَبِّىَ الَّذِىْ يُحْىٖ وَيُمِيْتُ ۙ قَالَ اَنَا اُحْىٖ وَاُمِيْتُ ؕ قَالَ اِبْرٰهٖمُ فَاِنَّ اللّٰهَ يَاْتِىْ بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَاْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ فَبُهِتَ الَّذِىْ كَفَرَ ؕ وَاللّٰهُ لَا يَهْدِى الْقَوْمَ الظّٰلِمِيْنَ ﴿۲۵۸﴾

ইবরাহীম আঃ এর সাথে রাজা নমরূদের তর্ক

২৫৮. তুমি কী তাকে (নমরূদকে) দেখনি? আল্লাহ তাকে ক্ষমতা দিয়েছেন বলে সে রাব্ব নিয়ে ইবরাহীমের সাথে বিবাদে লিপ্ত হয়েছে। যখন ইবরাহীম বললঃ আমার রাব্ব জীবন দেন, মৃত্যু দেন। সে (দুই ব্যক্তিকে ডেকে এনে একজনকে হত্যা করলো আর এক জনকে ছেড়ে দিল। কুরতুবী। তারপর) বললঃ (দেখলে তো) আমিও জীবন দিতে পারি, মৃত্যু দিতে পারি। ইবরাহীম বললঃ (আমার রাব্ব) আল্লাহ সূর্যকে পূর্বদিক থেকে উদয় করেন, তুমি (পারলে) পশ্চিমদিক থেকে উদয় করাও। কাফির তখন নির্বাক হয়ে গেল। আল্লাহ পাপিষ্ঠদের হেদায়াত করেন না (যদি তারা নিজ থেকে না চায়)

জ্ঞাতব্যঃ যারা নাস্তিক, যারা কাফির বা মুশরিক, যারা কুরআন বুঝে না, হাদীছ মানে না, তাদের সাথে তর্ক বা আলোচনা করতে হয় লজিক দিয়ে, যুক্তি দেখিয়ে এবং যুক্তির মাধ্যমেই তাদের হতবাক করে দিতে হয়।

اَوْ كَالَّذِىْ مَرَّ عَلٰى قَرْيَةٍ وَّهِىَ خَاوِيَةٌ عَلٰى عُرُوْشِهَا ۚ قَالَ اَنّٰى يُحْىٖ هٰذِهِ اللّٰهُ بَعْدَ مَوْتِهَا ۚ فَاَمَاتَهُ اللّٰهُ مِائَةَ عَامٍ ثُمَّ بَعَثَهٗ ؕ قَالَ كَمْ لَبِثْتَ ؕ قَالَ لَبِثْتُ يَوْمًا اَوْ بَعْضَ يَوْمٍ ؕ قَالَ بَلْ لَّبِثْتَ مِائَةَ عَامٍ فَانْظُرْ اِلٰى طَعَامِكَ وَشَرَابِكَ لَمْ يَتَسَنَّهْ ۚ وَانْظُرْ اِلٰى حِمَارِكَ وَلِنَجْعَلَكَ اٰيَةً لِّلنَّاسِ وَانْظُرْ اِلَى الْعِظَامِ كَيْفَ نُنْشِزُهَا ثُمَّ نَكْسُوْهَا لَحْمًا ؕ فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهٗ ۙ قَالَ اَعْلَمُ اَنَّ اللّٰهَ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيْرٌ ﴿۲۵۹﴾

শত বছর পর জীবিত হলেন উজাইর আঃ

২৫৯. অথবা ওই ব্যক্তির মত (কাউকে দেখেছো?) যে ধ্বংসস্তূপে পরিণত (জেরুছালেম/জেরুজালেম) শহর অতিক্রমকালে বলেছিলঃ এ মৃত শহরকে আল্লাহ কিভাবে আবাদ করবেন! তখন আল্লাহ তাকে (এখানে-ই মেরে) মৃত (অবস্থায়) একশত বছর রেখে দিলেন। তারপর জীবিত করে জিজ্ঞেস করলেনঃ এখানে তুমি কত দিন ছিলে? (উজাইর) বললঃ এক দিন অথবা আরও কম। আল্লাহ বললেনঃ না, তুমি একশত বছর এখানে ছিলে। দেখঃ তোমার খাদ্য ও পানীয় নষ্ট হয়নি। আর তোমার গাধাটিকে দেখঃ (মরে পচে হাড্ডিগুলো মাটিতে মিশে গেছে।)

আমি তোমাকে মানুষের জন্য শিক্ষণীয় নিদর্শন বানিয়েছি। দেখঃ কিভাবে হাড়সমূহ বিন্যস্ত করে মাংস সংযোজন করি। (উজাইর আঃ চেয়ে চেয়ে দেখলেনঃ হাড়গুলো নড়েচড়ে সংযুক্ত হলো এবং মাংস সংযোজিত হয়ে জীবিত গাধায় পরিণত হলো।) সবকিছু পরিষ্কার হয়ে যাবার পর (উজাইর) বললঃ আমি জেনে গেছি আল্লাহ সর্ববিষয়ে ক্ষমতাবান।

বিভ্রান্তির কারণঃ এ ঘটনার পর ইয়াহুদ ভাবতে লাগলঃ উ'জাইর আঃ সাধারণ মানুষ নন। বরং তিনি অসাধারণ। আর এ অসাধারণতা প্রকাশ করতে গিয়ে বলে ফেললঃ তিনি আল্লাহর ছেলে। আসলে তাদের এ কাজটি ছিল নবী নিয়ে বাড়াবাড়ি। নবী নিয়ে বাড়াবাড়ি বিভ্রান্তির অন্যতম পথ। তাই তো অনেক হাদীছে নবী নিয়ে বাড়াবাড়ি করতে নিষেধ করা হয়েছে।

وَاِذْ قَالَ اِبْرٰهٖمُ رَبِّ اَرِنِیْ كَیْفَ تُحْیِ الْمَوْتٰی ؕ قَالَ اَوَلَمْ تُؤْمِنْ ؕ قَالَ بَلٰی وَلٰكِنْ لِّیَطْمَىِٕنَّ قَلْبِیْ ؕ قَالَ فَخُذْ اَرْبَعَةً مِّنَ الطَّیْرِ فَصُرْهُنَّ اِلَیْكَ ثُمَّ اجْعَلْ عَلٰی كُلِّ جَبَلٍ مِّنْهُنَّ جُزْءًا ثُمَّ ادْعُهُنَّ یَاْتِیْنَكَ سَعْیًا ؕ وَاعْلَمْ اَنَّ اللّٰهَ عَزِیْزٌ حَكِیْمٌ ﴿۲۶۰﴾

ইবরাহীম আঃ এর আবেদন

২৬০. যখন ইবরাহীম বললঃ হে রাব্ব! তুমি কিভাবে মৃতকে জীবিত করো, আমাকে দেখাও। আল্লাহ বললেনঃ তুমি কী বিশ্বাস করো না? ইবরাহীম বললঃ অবশ্যই! তবে (দেখতে চাই) মনের প্রশান্তির জন্য। আল্লাহ বললেনঃ তুমি ৪টি পাখিকে পোষ মানাও। তারপর (এগুলোকে জবাই করে টুকরা টুকরা করে) একেক অংশ একেক পাহাড়ে রেখে (মধ্যখান থেকে) ডাক দাও। (দেখবে পাখি গুলো) তোমার কাছে দৌড়ে আসবে। জেনে রাখো! আল্লাহ আ'যীয, হাকীম।

জ্ঞাতব্যঃ বর্ণিত আছে ইবরাহীম আঃ ১টি মোরগ, ১টি ময়ূর, ১টি কাক ও ১টি কবুতরকে পোষ মানানোর পর জবাই করে মাংসগুলো কেটে একত্রে মিশিয়ে ছিলেন। পাখিগুলোর রক্ত এবং পালক ও একত্রে মিশ্রিত করেছিলেন। তারপর মিশ্রিত রক্ত, মাংস ও পালককে ৪ ভাগে বিভক্ত করে ৪টি পাহাড়ে রেখে দিয়েছিলেন। তারপর মধ্যখান থেকে ডাক দিলেন। তিনি প্রত্যক্ষ করলেনঃ মিশ্রিত রক্ত, মাংস, পালক আলাদা হয়ে স্ব স্ব রক্ত, মাংস ও পালকের সাথে মিশে পাখিতে রুপান্তরিত হলো এবং দৌড়ে তার কাছে ছুটে এলো। মাথা ৪টি তিনি নিজের কাছে রেখে দিয়েছিলেন। পাখিগুলো কাছে এসে মাথার জন্য গলা বাড়িয়ে দিলে প্রথমে তিনি প্রতিটি পাখিকে নিজের মাথা না দিয়ে অন্য মাথা যাচনা করলেন কিন্তু প্রতিটি পাখিই গলা সরিয়ে নিল। পরে সঠিক মাথা দিলে দেহের সাথে যুক্ত হয়ে গেল।

مَثَلُ الَّذِیْنَ یُنْفِقُوْنَ اَمْوَالَهُمْ فِیْ سَبِیْلِ اللّٰهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ اَنْۢبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِیْ كُلِّ سُنْۢبُلَةٍ مِّاْئَةُ حَبَّةٍ ؕ وَاللّٰهُ یُضٰعِفُ لِمَنْ یَّشَآءُ ؕ وَاللّٰهُ وَاسِعٌ عَلِیْمٌ ﴿۲۶۱﴾

দানের ফজিলতঃ একে সাতশত এবং আরও বেশী

২৬১. যারা আল্লাহর পথে খরচ করে তাদের উপমাঃ যেন এমন একটি শস্য বীজ, যাতে উৎপন্ন

হয়েছে ৭টি শীষ, প্রতিটি শীষে থাকে ১০০ করে শস্যদানা। (মানে একটি নেকীর বদলে ৭০০ নেকী।) আল্লাহ আরাও বাড়িয়ে দেন যাকে খুশী। আল্লাহ সর্বউদার, মহাজ্ঞানী।

জ্ঞাতব্যঃ এই উম্মতের প্রতি আল্লাহর বিশেষ নিয়ামত হচ্ছেঃ আমাদের নেক কাজের প্রতিদান ১০ থেকে ৭০০ গুণ বাড়িয়ে দেয়া হয়। আর যারা সবর করে তথা দ্বীন ও ঈমানের উপর অবিচল থাকে তাদের কর্মফল দেয়া হয় বে-হিসাব।

اَلَّذِيْنَ يُنْفِقُوْنَ اَمْوَالَهُمْ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ثُمَّ لَا يُتْبِعُوْنَ مَآ اَنْفَقُوْا مَنًّا وَّلَآ اَذًى ۙ لَّهُمْ اَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ ۚ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُوْنَ ﴿٢٦٢﴾ قَوْلٌ مَّعْرُوْفٌ وَّمَغْفِرَةٌ خَيْرٌ مِّنْ صَدَقَةٍ يَّتْبَعُهَآ اَذًى ۗ وَاللّٰهُ غَنِيٌّ حَلِيْمٌ ﴿٢٦٣﴾ يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تُبْطِلُوْا صَدَقٰتِكُمْ بِالْمَنِّ وَالْاَذٰى ۙ كَالَّذِيْ يُنْفِقُ مَالَهٗ رِئَآءَ النَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ ۗ فَمَثَلُهٗ كَمَثَلِ صَفْوَانٍ عَلَيْهِ تُرَابٌ فَاَصَابَهٗ وَابِلٌ فَتَرَكَهٗ صَلْدًا ۗ لَا يَقْدِرُوْنَ عَلٰى شَيْءٍ مِّمَّا كَسَبُوْا ۗ وَاللّٰهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكٰفِرِيْنَ ﴿٢٦٤﴾

দানের ছাওয়াব যে কারণে নষ্ট হয়ে যায়

২৬২. যারা আল্লাহর পথে খরচ করে, তারপর (গ্রহীতাকে) কষ্ট দেয় না অথবা কৃপা প্রকাশ করে না, প্রভুর কাছে তাদের প্রতিদান অবধারিত। তাদের কোনো ভয় নেই এবং তারা পেরেশানও হবে না।

২৬৩. সুন্দর করে কথা বলা এবং (মানুষকে) ক্ষমা করা ওই দানের চেয়ে উত্তম, যে দানের পর (গ্রহীতাকে) কষ্ট দেয়া হয় (এমন দানের আল্লাহর কোনো প্রয়োজন নেই। কারণ) আল্লাহ হলেন অভাবমুক্ত, সহনশীল।

২৬৪. ওহে যারা ঈমান এনেছো! (শুনো!) তোমরা (গ্রহীতাকে) কষ্ট দিয়ে অথবা নিজেদের কৃপা প্রকাশ করে তোমাদের দানকে নস্যাৎ করে দিও না। (যে ব্যক্তি দান করার পর গ্রহীতাকে কষ্ট দিলো বা খুঁটা দিলো তার উপমা) ওই ব্যক্তির মত যে লোক দেখানোর জন্য দান করে এবং আল্লাহ ও আখেরাতে ঈমান রাখে না। (অর্থাৎ ঈমানহীন ব্যক্তি যেভাবে নেক কাজের ছাওয়াব পাবে না, ঠিক তদ্রুপ যে ব্যক্তি দান করার পর গ্রহীতাকে কষ্ট দিল বা খুঁটা দিলো সেও আখেরাতে কিছুই পাবে না।)

এমন দানের উপমা হলোঃ যেন একটি মসৃন পাথর, যার উপর মাটি লেগে আছে, প্রবল বর্ষণে যা একদম পরিষ্কার হয়ে যায়। (দান করার পর গ্রহীতাকে কষ্ট দিলে বা খুঁটা দিলে ওই ব্যক্তির ছাওয়াবও এভাবেই বিলীন হয়ে যাবে। ফলে) এমন লোকেরা তাদের অর্জিত (ছাওয়াবের) কিছুই পাবে না। আর (শুনো! যে বা যারা আল্লাহর বিধান অমান্য করে তারা কাফির হয়ে যায়। আর) আল্লাহ কাফিরদের হেদায়াত করেন না (যদি সে নিজ থেকে ফিরে না আসে)

হুঁশিয়ারিঃ দান করে বা উপকার করে গ্রহীতাকে কষ্ট দিলে বা খোটা দিলে এর ছাওয়াব নষ্ট হয়ে যায়। (উল্লেখ্য দান খয়রাত বা পরোপকার করার পর নিজের অনুগ্রহের কথা গ্রহীতাকে স্মরণ করিয়ে দেওয়াকে খোটা বলা হয়।) তাই সাবধান!

وَ مَثَلُ الَّذِيْنَ يُنْفِقُوْنَ اَمْوَالَهُمُ ابْتِغَآءَ مَرْضَاتِ اللّٰهِ وَ تَثْبِيْتًا مِّنْ اَنْفُسِهِمْ كَمَثَلِ جَنَّةٍۭ بِرَبْوَةٍ اَصَابَهَا وَابِلٌ فَاٰتَتْ اُكُلَهَا ضِعْفَيْنِ ۚ فَاِنْ لَّمْ يُصِبْهَا وَابِلٌ فَطَلٌّ ؕ وَ اللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ بَصِيْرٌ ﴿٢٦٥﴾

যারা আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য দান করে

২৬৫. যারা আল্লাহর সন্তুষ্টি ও (আখেরাতে) নিজের কল্যাণের জন্য সম্পদ ব্যয় করে তাদের উপমাঃ উর্বর ভূমিতে অবস্থিত বাগানের মত। পর্যাপ্ত বৃষ্টি হলে যার ফসল দ্বিগুণ বেড়ে যায়। আর পর্যাপ্ত না হলেও অল্প বৃষ্টিই (যথেষ্ট হয়।) আল্লাহ প্রত্যক্ষ করেন তোমাদের সকল কাজ। (তাই তোমরা কর্মফল সঠিকভাবেই পাবে এবং এজন্য কোনো সাক্ষ্য প্রমাণের প্রয়োজন নেই।)

اَيَوَدُّ اَحَدُكُمْ اَنْ تَكُوْنَ لَهٗ جَنَّةٌ مِّنْ نَّخِيْلٍ وَّ اَعْنَابٍ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ ۙ لَهٗ فِيْهَا مِنْ كُلِّ الثَّمَرٰتِ ۙ وَ اَصَابَهُ الْكِبَرُ وَ لَهٗ ذُرِّيَّةٌ ضُعَفَآءُ ۪ فَاَصَابَهَآ اِعْصَارٌ فِيْهِ نَارٌ فَاحْتَرَقَتْ ؕ كَذٰلِكَ يُبَيِّنُ اللّٰهُ لَكُمُ الْاٰيٰتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُوْنَ ﴿٢٦٦﴾

২৬৬. (মনে করো) এক ব্যক্তির খেজুর ও আঙ্গুর বাগান আছে, বাগানে প্রবাহিত আছে অনেক নহর (নিজস্ব সেচ ব্যবস্থা), আছে সকল প্রকার ফল-মূল। লোকটি বৃদ্ধ, তার ছেলেমেয়েরাও দূর্বল। ওই লোকটি কি পছন্দ করবে; উত্তাল ঘূর্ণিবায়ু এসে সব জ্বালিয়ে ভস্ম করে যাক..? আল্লাহ তার বিধান এভাবেই বর্ণনা করেন, যেন তোমরা চিন্তা করো।

জ্ঞাতব্যঃ যে ব্যক্তি কাউকে দান করার পর কষ্ট দেয় বা নিজের কৃপা প্রকাশ করে তার পরিণতি হয় আয়াতে উল্লেখিত লোকটির মত। উক্ত আয়াতে "বাগান" বলে বুঝানো হচ্ছে দানের ছাওয়াব, "লোকটি বৃদ্ধ, তার ছেলে মেয়েরাও দূর্বল" বলে বুঝানো হয়েছে আখেরাতের অসহায়ত্ব, যখন উপার্জনের কোনো ব্যবস্থা থাকবে না। "উত্তাল ঘূর্ণিবায়ু" বলে বুঝানো হয়েছে গ্রহীতাকে দেয়া কষ্ট বা কৃপা প্রকাশ। "জ্বালিয়ে ভস্ম করা" মানে সকল নেকী ধ্বংস হয়ে যাওয়া।

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْۤا اَنْفِقُوْا مِنْ طَيِّبٰتِ مَا كَسَبْتُمْ وَ مِمَّاۤ اَخْرَجْنَا لَكُمْ مِّنَ الْاَرْضِ ۪ وَ لَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيْثَ مِنْهُ تُنْفِقُوْنَ وَ لَسْتُمْ بِاٰخِذِيْهِ اِلَّاۤ اَنْ تُغْمِضُوْا فِيْهِ ؕ وَ اعْلَمُوْۤا اَنَّ اللّٰهَ غَنِيٌّ حَمِيْدٌ ﴿٢٦٧﴾

কোন সম্পদ আল্লাহর পথে দিতে হয়

২৬৭. ওহে যারা ঈমান এনেছো! (শুনো!) আমি যমীন থেকে তোমাদের জন্য যেসব (খনিজ সম্পদ ও উৎপাদিত ফসল) বের করে দেই আর তোমরা যা অর্জন বা উপার্জন করো এসব থেকে উৎকৃষ্ট বস্তুসমূহ (আল্লাহর পথে) খরচ করবে। যা নিকৃষ্ট, যা গ্রহণ করতে তোমাদের মুখ ভার হয়ে যায়, এমন কিছু (আল্লাহর পথে দান করার) চিন্তাও করবে না। জেনে রাখো! আল্লাহ অভাবমুক্ত, চির প্রশংসিত (তাই আল্লাহর রাহে দিতে হবে উৎকৃষ্ট বস্তু)

اَلشَّيْطٰنُ يَعِدُكُمُ الْفَقْرَ وَيَاْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَآءِ ۚ وَاللّٰهُ يَعِدُكُمْ مَّغْفِرَةً مِّنْهُ وَفَضْلًا ۗ وَاللّٰهُ وَاسِعٌ عَلِيْمٌ ﴿٢٦٨﴾

শয়তান মানুষকে অশ্লীলতার দিকে ঠেলে দেয়

২৬৮. শয়তান তোমাদেরকে দরিদ্রতার ভয় দেখায় এবং অশ্লীলতার কথা বলে। আর আল্লাহ তোমাদেরকে (স্বচ্ছ ও পরিচ্ছন্ন জীবনের মাধ্যমে) তাঁর অনুগ্রহ ও ক্ষমার প্রতিশ্রুতি দেন। আল্লাহ হলেন সর্বউদার এবং মহাজ্ঞানী। (তাই আল্লাহর নীতি হচ্ছে উদার ও জ্ঞানগর্ভ নীতি, তোমরা এসব নীতি মেনে চলবে)

জ্ঞাতব্যঃ শয়তান মানুষকে দরিদ্রতার ভয় দেখিয়ে অশ্লীলতার দিকে ঠেলে দেয়। দরিদ্রতার ভয় শয়তানের একটি বড় হাতিয়ার। দারিদ্র দূরীকরণের চেষ্টা করা ভালো কাজ। তবে দারিদ্রতার ভয়ে আদর্শচ্যুত হওয়া মোটেই গ্রহণযোগ্য নয়।

يُّؤْتِي الْحِكْمَةَ مَنْ يَّشَآءُ ۚ وَمَنْ يُّؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ اُوْتِيَ خَيْرًا كَثِيْرًا ۗ وَمَا يَذَّكَّرُ اِلَّآ اُولُوا الْاَلْبَابِ ﴿٢٦٩﴾

আসল হিকমাহ

২৬৯. আল্লাহ যাকে খুশী হিকমাহ (কুরআনের জ্ঞান) দান করেন। যে হিকমাহ পেয়েছে সে অনেক কল্যাণ পেয়ে গেছে। গ্রহণ করে কেবল জ্ঞানী লোকেরাই।

জ্ঞাতব্যঃ কুরআনের জ্ঞানই আসল জ্ঞান এবং এটাই আসল হিকমাহ বা আসল হেকমত। যার কাছে কুরআনের জ্ঞান নেই সেই প্রকৃত মূর্খ।

وَمَآ اَنْفَقْتُمْ مِّنْ نَّفَقَةٍ اَوْ نَذَرْتُمْ مِّنْ نَّذْرٍ فَاِنَّ اللّٰهَ يَعْلَمُهٗ ۗ وَمَا لِلظّٰلِمِيْنَ مِنْ اَنْصَارٍ ﴿٢٧٠﴾ اِنْ تُبْدُوا الصَّدَقٰتِ فَنِعِمَّا هِيَ ۚ وَاِنْ تُخْفُوْهَا وَتُؤْتُوْهَا الْفُقَرَآءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ ۗ وَيُكَفِّرُ عَنْكُمْ مِّنْ سَيِّاٰتِكُمْ ۗ وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرٌ ﴿٢٧١﴾

আল্লাহর পথে দান

২৭০. তোমরা যা ব্যয় করো বা মান্নত করো, আল্লাহ সব জানেন। (আখেরাতে) পাপিষ্ঠদের সাহায্য করার মত কেউ থাকবে না।

২৭১. দান প্রকাশ্যে করা ভালোকাজ তবে গোপণে কোনো গরীবকে দিয়ে দেয়া অতি উত্তম। (তোমরা আল্লাহর পথে দান করলে) তিনি তোমাদের পাপসমূহ মোচন করে দেবেন। আল্লাহ খবর রাখেন তোমাদের সকল কাজের।

لَيْسَ عَلَيْكَ هُدٰىهُمْ وَلٰكِنَّ اللّٰهَ يَهْدِيْ مَنْ يَّشَآءُ ۗ وَمَا تُنْفِقُوْا مِنْ خَيْرٍ فَلِاَنْفُسِكُمْ ۗ وَمَا تُنْفِقُوْنَ اِلَّا ابْتِغَآءَ وَجْهِ اللّٰهِ ۗ وَمَا تُنْفِقُوْا مِنْ خَيْرٍ يُّوَفَّ اِلَيْكُمْ وَاَنْتُمْ لَا تُظْلَمُوْنَ ﴿٢٧٢﴾

হেদায়াত একমাত্র আল্লাহর হাতে

পটভূমিঃ বর্ণিত আছেঃ

- ❖ রাসূল সাঃ এর সময়ে মুসলিমগণ কাফিরকেও সাদাকাহ দিতেন তথা দান খয়রাত করতেন। গরীব মুসলিমের সংখ্যা বেড়ে যাবার পর রাসূল সাঃ কাফিরদের দিতে নিষেধ করে দিলেন।
- ❖ একদা রাসূল সাঃ এর কাছে কিছু সম্পদ এলো। এক ইয়াহুদ এসে বললঃ আমাকে কিছু দিন। রাসূল সাঃ বললেনঃ মুসলিমদের অনুদানে তোমার কোনো অধিকার নেই।
- ❖ কিছু আনসারী সাহাবীর ইয়াহুদীদের সাথে ব্যক্তিগত সম্পর্ক ছিল। তাসত্ত্বেও তারা এদের সাহায্য করতেন না। সাহাবাগণ ভাবতেন অভাবের তাড়নায় এরা মুসলিম হয়ে যাবে।
- ❖ আবু-বকর রাঃ এর মেয়ে আসমা তার দাদীকে কিছু দিতে ইচ্ছা করলেন কিন্তু দাদী কাফির বিধায় দিলেন না। (উল্লেখিত ৪টি ঘটনাই কুরতুবীতে বর্ণিত হয়েছে) এসব ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে নাযিল হলোঃ

২৭২. (হে নবী!) কাউকে হেদায়াত করার দায়িত্ব তোমার নয়। আল্লাহ হেদায়াত করেন যাকে খুশী। তোমরা (আল্লাহর পথে) যা ব্যয় করো এসব তোমাদেরই জন্য। তোমরা খরচ করবে শুধুই আল্লাহর সন্তুষ্টির তরে। তোমরা যা ব্যয় করবে এর পূর্ণ প্রতিদান তোমাদেরকে দেয়া হবে (সঠিক নিয়তে এবং সঠিক পদ্ধতিতে কাজ করলে) তোমাদের প্রতি সামান্যতম অবিচারও করা হবে না।

জ্ঞাতব্যঃ রাসূল সাঃ ছিলেন ইসলামী সরকারের প্রধান নির্বাহী। সরকারের উচিত মানবিক সাহায্যের ক্ষেত্রে সকল নাগরিকের ব্যাপারে সাম্য ও ইনসাফ বজায় রাখা। এতে ধর্ম-বর্ণ বা দলীয় দৃষ্টি-ভঙ্গি মোটেই কাম্য নয়। তবে যাকাত, ফিতরাহ, ইত্যাদি সাদাকাহর বিধান আলাদা। উল্লেখ্য উক্ত আয়াত নাযিলের পর রাসূল সাঃ আবেদনকারী ইয়াহুদ ব্যক্তিকে ডেকে এনে অনুদান দিয়েছিলেন। (কুরতুবী)

হেদায়াত পরিচিতিঃ হেদায়াত অর্থ দিকনির্দেশনা দেওয়া, সঠিক পথে পরিচালিত করা, গন্তব্যে পৌঁছে দেওয়া, ইত্যাদি। হেদায়াতের ৩টি ধাপ রয়েছে। যথা...

১. সঠিক তথ্য দিয়ে সঠিকভাবে দিকনির্দেশনা দেওয়া। যেটা নবী রাসূল এবং আমাদের সকলের দায়িত্ব।
২. সঠিক পথে পরিচালিত করা।
৩. গন্তব্যে তথা জান্নাতে পৌঁছে দেওয়া। যেটা কেউ পারবে না আল্লাহ ছাড়া।

لِلْفُقَرَآءِ الَّذِيْنَ اُحْصِرُوْا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ لَا يَسْتَطِيْعُوْنَ ضَرْبًا فِي الْاَرْضِ يَحْسَبُهُمُ الْجَاهِلُ اَغْنِيَآءَ مِنَ التَّعَفُّفِ تَعْرِفُهُمْ بِسِيْمٰهُمْ ۚ لَا يَسْـَٔلُوْنَ النَّاسَ اِلْحَافًا ؕ وَ مَا تُنْفِقُوْا مِنْ خَيْرٍ فَاِنَّ اللّٰهَ بِهٖ عَلِيْمٌ ﴿٢٧٣﴾ اَلَّذِيْنَ يُنْفِقُوْنَ اَمْوَالَهُمْ بِالَّيْلِ وَ النَّهَارِ سِرًّا وَّ عَلَانِيَةً فَلَهُمْ اَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ ۚ وَ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَ لَا هُمْ يَحْزَنُوْنَ ﴿٢٧٤﴾

যেসব সাহাবা আল্লাহর পথে সদা প্রস্তুত থাকতেন

পটভূমিঃ কিছু সাহাবা মসজিদেই থাকতেন। তারা উপার্জনের জন্য দূর কোথাও যেতেন না। এর কারণ ছিল দ্বীনের খেদমত। উনারা দ্বীনের খেদমতে সদা প্রস্তুত থাকতেন এবং হঠাৎ কোনো জরুরী অভিযানের প্রয়োজন হলে উনাদের পাঠানো হত। এক কথায় ইসলামী সমাজ ও সরকারের জরুরী তলবের জন্য উনারা রিজার্ভ থাকতেন।

এসব সাহাবার প্রতি ইঙ্গিত করে নাযিল হয়েছে..

২৭৩. (আল্লাহর পথে ব্যয় কৃত সম্পদ) ওইসব গরীবদের জন্য যাদেরকে আল্লাহর পথে আবদ্ধ (রিজার্ভ) রাখা হয়, যে কারনে তারা (দূর কোথায় যেয়ে) কর্ম করতে পারে না, নিজেদের অভাব প্রকাশ না করার কারণে মূর্খরা তাদেরকে ধনী মনে করে, তুমি লক্ষ্য করলে তাদের চিনতে পারবে, তারা অনুনয় বিনয় করে মানুষের কাছে চায় না। তোমরা আল্লাহর পথে কল্যাণকর যা ব্যয় করো আল্লাহ এ ব্যাপারে অবগত। (যে বা যারা আল্লাহর দ্বীনের কাজে অগ্রসর থাকে আর মানুষের কাছে চায় না তাদেরকে দান করা উত্তম)

২৭৪. যারা রাতে বা দিনে, প্রকাশ্যে বা গোপনে (আল্লাহর পথে) ব্যয় করে, প্রভুর কাছে তাদের প্রতিদান রয়েছে। (তাই আখেরাতে) তাদের কোনো ভয় নেই, কোনো চিন্তা নেই।

اَلَّذِيْنَ يَاْكُلُوْنَ الرِّبٰوا لَا يَقُوْمُوْنَ اِلَّا كَمَا يَقُوْمُ الَّذِىْ يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطٰنُ مِنَ الْمَسِّ ؕ ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ قَالُوْٓا
اِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبٰوا ۘ وَ اَحَلَّ اللّٰهُ الْبَيْعَ وَ حَرَّمَ الرِّبٰوا ؕ فَمَنْ جَآءَهٗ مَوْعِظَةٌ مِّنْ رَّبِّهٖ فَانْتَهٰى فَلَهٗ مَا
سَلَفَ ؕ وَ اَمْرُهٗٓ اِلَى اللّٰهِ ؕ وَ مَنْ عَادَ فَاُولٰٓئِكَ اَصْحٰبُ النَّارِ ۚ هُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ ﴿۲۷۵﴾ يَمْحَقُ اللّٰهُ
الرِّبٰوا وَ يُرْبِى الصَّدَقٰتِ ؕ وَ اللّٰهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ اَثِيْمٍ ﴿۲۷۶﴾

সুদের পরিণতি

২৭৫. যারা সুদ খায় (হাশরের ময়দানে) তারা জ্বিনে ধরা ব্যক্তির মত উন্মাদ হয়ে উঠবে। কারণ তারা বলেঃ ব্যবসা ও সুদ একই রকম। অথচ আল্লাহ ব্যবসাকে হালাল করেছেন আর সুদকে করেছেন হারাম। (সুদ হারাম হবার ব্যাপারে) আল্লাহর বাণী পৌঁছার পর যে ব্যক্তি (সুদ) ছেড়ে দেবে অতীতের (গ্রহণ করা) সবকিছু তার হয়ে যাবে আর তার (ক্ষমার) বিষয়টি আল্লাহর উপর (ছেড়ে দেয়া হবে) আর যে ব্যক্তি (আল্লাহর বিধান জেনেও আবার সুদে) ফিরে যাবে সে জাহান্নামী হবে, সেখানে তারা চিরদিন থাকবে।

ঈমান ও আক্বীদাহঃ সুদ হলো কুরআনে বর্ণিত সুস্পষ্ট হারাম। কেউ যদি নীতিগতভাবে সুদকে মেনে নেয় অথবা সুদকে বৈধ মনে করে তখন তার ঈমান নষ্ট হয়ে যাবে এবং সে হয়ে যাবে মুনাফিক। আর কেউ যদি নীতিগতভাবে সুদকে হারাম মনে করে কিন্তু লোভে পড়ে সুদ গ্রহণ করে তখন তার কবীরা গুনাহ হবে।

২৭৬. আল্লাহ সুদকে সংকোচিত করেন আর দানকে করেন প্রসারিত। (যে বা যারা নীতিগতভাবে সুদকে মেনে নিল তারা কুফর করলো) আর আল্লাহ কোনো পাপিষ্ঠ কাফিরকে পছন্দ করেন না।

اِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَ عَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ وَ اَقَامُوا الصَّلٰوةَ وَ اٰتَوُا الزَّكٰوةَ لَهُمْ اَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ ۚ وَ لَا خَوْفٌ
عَلَيْهِمْ وَ لَا هُمْ يَحْزَنُوْنَ ﴿۲۷۷﴾

আখেরাতে যাদের কোনো ভয় থাকবে না

২৭৭. নিশ্চয় যারা ঈমান আনে এবং (ঈমানের সহিত) সৎকাজ করে, সালাত কায়েম করে, যাকাত আদায় করে, প্রভুর কাছে তাদের প্রতিদান রয়েছে। তাদের কোনো ভয় নেই, তারা চিন্তিতও হবে না।

জ্ঞাতব্যঃ সালাত কায়েম করতে হয় দুইভাবেঃ ব্যক্তি জীবনে ও সমাজে।

সময়মত ও নিয়মিত সালাত আদায় করার নাম ব্যক্তি জীবনে সালাত কায়েম করা। আর মসজিদে জামায়াতের ব্যবস্থা করে সামাজিক ভাবে সালাত আদায় করা এবং সবাই নিয়মিত সালাত আদায় করছে কি না এটা তদারকি করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহনের নাম সমাজে সালাত কায়েম করা। উল্লেখ্য এ তদারকি ও ব্যবস্থা গ্রহণের দায়িত্ব ইসলামী সরকারের।

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ وَ ذَرُوْا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبٰٓوا اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ ﴿٢٧٨﴾ فَاِنْ لَّمْ تَفْعَلُوْا فَاْذَنُوْا بِحَرْبٍ مِّنَ اللّٰهِ وَ رَسُوْلِهٖ ۚ وَاِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوْسُ اَمْوَالِكُمْ ۚ لَا تَظْلِمُوْنَ وَ لَا تُظْلَمُوْنَ ﴿٢٧٩﴾

সুদের পরিণাম

২৭৮. ওহে যারা ঈমান এনেছো! (এবং এখনো সুদী কারবারে লেগে আছো, শুনো!) তোমরা আল্লাহর তাকওয়া অর্জন করো আর যদি সত্যিকারের মুঅমিন হয়ে থাকো তবে বকেয়া সুদ ছেড়ে দাও। (আল্লাহর ভয়ে যাবতীয় কুফর, শিরক ও পাপাচার থেকে বিরত থাকার নাম তাকওয়া)

২৭৯. আর যদি এটা না করো (সুদ না ছাড়ো) তবে আল্লাহ ও রাসূলের বিরুদ্ধে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হও। (আর শোনো!) তাওবাহ করে সুদ ছেড়ে দিলে মূলধন তোমাদেরই থাকবে। তোমরা (কারো উপর) অবিচার করবে না এবং (তোমাদের উপরও) অবিচার করা হবে না।

জ্ঞাতব্যঃ উক্ত আয়াতের শেষ বাক্যটুকু দুইভাবে বুঝা যায়।

- ❖ তুমি যদি কারো উপর জুলুম বা অবিচার করো তবে তোমাকেও এমন পরিস্থিতির সম্মুখীন হতে হবে। এটাই আল্লাহর বিচার।
- ❖ তুমি নিজে কারো উপর জুলুম বা অবিচার করবে না এবং জুলুম প্রতিহত করার ক্ষমতা থাকলে কোনো জুলুম সহ্যও করবে না। মানে জুলুম করা যেমন অন্যায় তেমনি ভাবে ক্ষমতা থাকা স্বত্তেও জুলুম সহ্য করাও অন্যায়।

وَاِنْ كَانَ ذُوْ عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ اِلٰى مَيْسَرَةٍ ؕ وَ اَنْ تَصَدَّقُوْا خَيْرٌ لَّكُمْ اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ ﴿٢٨٠﴾ وَ اتَّقُوْا يَوْمًا تُرْجَعُوْنَ فِيْهِ اِلَى اللّٰهِ ۫ ثُمَّ تُوَفّٰى كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَ هُمْ لَا يُظْلَمُوْنَ ﴿٢٨١﴾

ঋণ গ্রহিতাকে সময় দেওয়া

২৮০. (ঋণ গ্রহিতা) অভাবগ্রস্থ হলে তোমরা তাদেরকে সহজ (ভাবে ঋণ পরিশোধ করার জন্য) সময় দেবে। আর (এমন পরিস্থিতিতে ঋণ) মাফ করে দেয়াই উত্তম, যদি তোমরা জানতে (এতে তোমাদের জন্য কি কল্যাণ রয়েছে)

২৮১. আর ওই দিনের ব্যাপারে সাবধান থেকো! যেদিন তোমরা সবাই আল্লাহর কাছে ফিরে যাবে। তখন তোমাদের যথাযথ কর্মফল দেয়া হবে, কারো প্রতি অবিচার করা হবে না।

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ اِلٰٓى اَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوْهُ ؕ وَلْيَكْتُبْ بَّيْنَكُمْ كَاتِبٌۢ بِالْعَدْلِ ۪ وَلَا يَاْبَ كَاتِبٌ اَنْ يَّكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللّٰهُ فَلْيَكْتُبْ ۚ وَلْيُمْلِلِ الَّذِيْ عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللّٰهَ رَبَّهٗ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْـًٔا ؕ فَاِنْ كَانَ الَّذِيْ عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيْهًا اَوْ ضَعِيْفًا اَوْ لَا يَسْتَطِيْعُ اَنْ يُّمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهٗ بِالْعَدْلِ ؕ وَاسْتَشْهِدُوْا شَهِيْدَيْنِ مِنْ رِّجَالِكُمْ ۚ فَاِنْ لَّمْ يَكُوْنَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَّامْرَاَتٰنِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَآءِ اَنْ تَضِلَّ اِحْدٰىهُمَا فَتُذَكِّرَ اِحْدٰىهُمَا الْاُخْرٰى ؕ وَلَا يَاْبَ الشُّهَدَآءُ اِذَا مَا دُعُوْا ؕ وَلَا تَسْـَٔـمُوْٓا اَنْ تَكْتُبُوْهُ صَغِيْرًا اَوْ كَبِيْرًا اِلٰٓى اَجَلِهٖ ؕ ذٰلِكُمْ اَقْسَطُ عِنْدَ اللّٰهِ وَاَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَاَدْنٰٓى اَلَّا تَرْتَابُوْٓا اِلَّآ اَنْ تَكُوْنَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيْرُوْنَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ اَلَّا تَكْتُبُوْهَا ؕ وَاَشْهِدُوْٓا اِذَا تَبَايَعْتُمْ ۪ وَلَا يُضَآرَّ كَاتِبٌ وَّلَا شَهِيْدٌ ؕ وَاِنْ تَفْعَلُوْا فَاِنَّهٗ فُسُوْقٌۢ بِكُمْ ؕ وَاتَّقُوا اللّٰهَ ؕ وَيُعَلِّمُكُمُ اللّٰهُ ؕ وَاللّٰهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمٌ ﴿٢٨٢﴾ وَاِنْ كُنْتُمْ عَلٰى سَفَرٍ وَّلَمْ تَجِدُوْا كَاتِبًا فَرِهٰنٌ مَّقْبُوْضَةٌ ؕ فَاِنْ اَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ اَمَانَتَهٗ وَلْيَتَّقِ اللّٰهَ رَبَّهٗ ؕ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ ؕ وَمَنْ يَّكْتُمْهَا فَاِنَّهٗٓ اٰثِمٌ قَلْبُهٗ ؕ وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ عَلِيْمٌ ﴿٢٨٣﴾

মেয়াদী লেনদেন, বন্ধকী এবং আমানতের বিধান

২৮২. হে মুঅমিনগণ! তোমরা যখন মেয়াদী লেনদেন করবে তখন এটা লিখে রাখবে। আর যে লেখবে সে যেন ইনসাফের সাথে লেখে। আল্লাহ তাকে লেখা শিখিয়েছেন, তাই সে যেন লিখে দেয়, লিখতে যেন অস্বীকার না করে। লেখানোর দায়িত্ব ঋণ গ্রহীতার। (যে লেখাবে) সে যেন প্রভুর (বিধানের) ব্যাপারে সাবধান থাকে (তথা সঠিকভাবে লেখায়), কোনোকিছু যেন বাদ না দেয়। ঋণ গ্রহীতা নির্বোধ বা দূর্বল হলে অথবা (অন্য কারণে) লেখাতে সক্ষম না হলে তার (পক্ষ থেকে) দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি ইনসাফের সাথে লেখাবে।

(লেনদেনে) তোমাদের পছন্দমত দু'জন পুরুষকে সাক্ষী রাখবে। দু'জন পুরুষ না হলে একজন পুরুষ ও দু'জন নারীকে সাক্ষী বানাবে, যেন একজন ভুলে গেলে অন্যজন মনে করিয়ে দিতে পারে । (সাক্ষ্য দিতে) ডাকা হলে সাক্ষীগণ যেন সাক্ষ্য দিতে অস্বীকার না করে। মেয়াদি লেনদেন ছোট হোক বা বড়, (সবই লিখে রাখবে, কোনোকিছু) লিখতে অবহেলা করবে না। এটাই আল্লাহর কাছে সঙ্গত এবং সাক্ষীদের অবিচল রাখতে ও সন্দেহে পতিত না হতে সহায়ক। তবে নগদ ব্যবসা না লিখলে সমস্যা নেই। (মেয়াদী) ব্যবসার সময় সাক্ষী রাখবে।

লেখক বা সাক্ষীকে কষ্ট দেয়া যাবে না, এমন করা পাপ।
তোমরা আল্লাহর (বিধানের) ব্যাপারে সাবধান থাকবে। তিনিই তোমাদেরকে শিখিয়েছেন (স্বচ্ছ জীবন বিধান। তাই তোমরা তাঁর দেয়া জীবন বিধান মেনে চলবে। আর মনে রাখবে) আল্লাহ সর্ববিষয়ে মহাজ্ঞানী

২৮৩. (মেয়াদী লেনদেনের সময়) তোমরা যদি সফরে থাক আর লেখক না পাও তবে (কোনো কিছু বন্ধক রাখবে, তখন) বন্ধকী বস্তু (ঋণদাতার) দখলে দিতে হবে।
তোমরা যখন একে অন্যের কাছে আমানাত রাখবে তখন যার কাছে আমানাত রাখা হয়েছে সে যেন তার আমানত ঠিক মত ফিরিয়ে দেয় এবং আল্লাহর (বিধানের) ব্যাপারে সাবধান থাকে। তোমরা সাক্ষ্য গোপন করো না। (কারণ এটা ন্যায় বিচারকে নস্যাৎ করে দেয়।) যে ব্যক্তি সাক্ষ্য গোপন করে তার অন্তর পাপিষ্ঠ হয়ে যায়। (মনে রেখো!) তোমাদের সকল কাজ সম্পর্কে আল্লাহ অবগত।

আইন ও বিধানঃ মেয়াদী লেনদেন লিখে রাখা এবং লেনদেনের সাক্ষী রাখা আবশ্যক। মেয়াদী লেনদেনকালে বন্ধক বা ডিপুজিট রাখা বৈধ। বন্ধকী বস্তু ঋণদাতার দখলে দিতে হবে এবং ঋণ পরিশোধ পর্যন্ত বস্তুটি তার দখলেই থাকবে। বন্ধকী বস্তুর দেখা শোনা করলে ঋণদাতা এর দ্বারা উপকৃত হতে পারবে। বর্ণিত হয়েছেঃ আবু-হুরাইরাহ রাঃ থেকে বর্ণিত, রাসূল সাঃ বলেছেনঃ ভরণ-পোষণের বিনিময়ে বন্ধকী বাহনে আরোহণ করা যাবে বা বন্ধকী পশুর দুধ দোহন করা যাবে। যে আরোহণ করবে বা দুধ পান করবে তাকেই (ওই পশুর) ভরণ-পোষণ করতে হবে। (কুরতুবীঃ বুখারী)

لِلّٰهِ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَ مَا فِي الْاَرْضِ ؕ وَ اِنْ تُبْدُوْا مَا فِيْۤ اَنْفُسِكُمْ اَوْ تُخْفُوْهُ يُحَاسِبْكُمْ بِهِ اللّٰهُ ؕ فَيَغْفِرُ لِمَنْ يَّشَآءُ وَ يُعَذِّبُ مَنْ يَّشَآءُ ؕ وَ اللّٰهُ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ﴿۲۸۴﴾ اٰمَنَ الرَّسُوْلُ بِمَاۤ اُنْزِلَ اِلَيْهِ مِنْ رَّبِّهٖ وَ الْمُؤْمِنُوْنَ ؕ كُلٌّ اٰمَنَ بِاللّٰهِ وَ مَلٰٓئِكَتِهٖ وَ كُتُبِهٖ وَ رُسُلِهٖ ۫ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ اَحَدٍ مِّنْ رُّسُلِهٖ ۫ وَ قَالُوْا سَمِعْنَا وَ اَطَعْنَا ؗ غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَ اِلَيْكَ الْمَصِيْرُ ﴿۲۸۵﴾

আল্লাহর কাছে জবাবদিহিতা

২৮৪. (হে মানব ও দানব! জেনে রেখো!) আসমানসমূহে এবং যমীনে যাকিছু আছে এ সবকিছুর সার্বিক মালিকানা একমাত্র আল্লাহর। তোমাদের অন্তরের (মন্দ) বিষয়সমূহ প্রকাশ করো বা গোপন রাখ, এজন্য আল্লাহর কাছে জবাবদিহি করতে হবে। অতঃপর তিনি যাকে খুশী মাফ করে দেবেন আর যাকে ইচ্ছা আযাব দেবেন। আল্লাহ সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী।

মালিকানা পরিচিতিঃ মালিকানা দুই প্রকারঃ বিধিবদ্ধ মালিকানা ও সার্বিক মালিকানা বা সার্বভৌম মালিকানা।

- যে মালিকানা আইনের আওতাধীন, যে মালিকানায় জবাবদিহিতা আছে, যে মালিকানায় নিয়ম বা বিধান মেনে চলতে হয়, এটা হচ্ছে বিধিবদ্ধ মালিকানা। আল্লাহ ছাড়া অন্য সকলের মালিকানা বিধিবদ্ধ ।
- যে মালিকানা কোনো আইন বা নিয়মের আওতাধীন নয়, যে মালিকানায় কোনো জবাবদিহিতা নেই, যে মালিকানায় যা ইচ্ছা তাই করা যায়, এটা হচ্ছে সার্বিক মালিকানা বা সার্বভৌম মালিকানা। একমাত্র আল্লাহর মালিকানাই সার্বভৌম।

জ্ঞাতব্য ও পটভূমিঃ উক্ত আয়াত নাযিলের পর সাহাবাগণ ভাবলেনঃ অন্তরে কত কিছুই তো আসে। এর জন্য জবাবদিহি করতে হলে আল্লাহর আযাব থেকে বেঁচে থাকা কঠিন হয়ে যাবে। তারা বিষয়টি নিয়ে রাসূল সাঃ এর শরণাপন্ন হলেন। রাসূল সাঃ বললেনঃ আল্লাহর কথা মেনে নাও, আল্লাহর কাছে আত্মসমর্পণ করো। সাহাবাগণ বললেনঃ আমরা শুনলাম, মেনে নিলাম এবং আত্মসমর্পণ করলাম। মহান আল্লাহ খুশী হয়ে এ বিধান রহিত করে দিলেন। (কুরতুবী, মুসলিম) এতে নাযিল হলো...

২৮৫. প্রভু যেসব বিধান নাযিল করেছেন; রাসূল ও মুঅমিনগণ এসব মেনে নিয়েছে। তারা আল্লাহ, ফিরিস্তা, কিতাব ও রাসূলগণের উপর ঈমান এনেছে এবং বলেছেঃ আমরা (আল্লাহর বাণী) শুনেছি এবং মেনে নিয়েছি, আমরা কোনো রাসূলকে অন্য রাসূল থেকে আলাদা করি না। হে রাব্ব! তোমার ক্ষমাই (আমাদের একমাত্র) কাম্য এবং তোমার কাছেই প্রত্যাবর্তন।

لَا يُكَلِّفُ اللّٰهُ نَفْسًا اِلَّا وُسْعَهَا ؕ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَ عَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ ؕ رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَاۤ اِنْ نَّسِيْنَاۤ اَوْ اَخْطَاْنَا ۚ رَبَّنَا وَ لَا تَحْمِلْ عَلَيْنَاۤ اِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهٗ عَلَى الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِنَا ۚ رَبَّنَا وَ لَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهٖ ۚ وَ اعْفُ عَنَّا ۪ وَ اغْفِرْ لَنَا ۪ وَ ارْحَمْنَا ۪ اَنْتَ مَوْلٰىنَا فَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكٰفِرِيْنَ ﴿۲۸۶﴾

সাধ্যের বাইরে কারো উপর দায় চাপানো হয় না

২৮৬. "আল্লাহ সাধ্যের বাইরে কারো উপর দায় চাপান না"। (এ কথাটি ইসলামী শারীয়াহ আইনের একটি মূল সূত্র।) যে ব্যক্তি ভালো কিছু করলো সে এটা নিজের জন্যই করলো আর যে মন্দ করলো; এর দায় তাকেই নিতে হবে। (হে মুঅমিনগণ! তোমরা আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করো এবং বলো)

- ❖ হে রাব্ব! আমরা ভুলে গেলে বা ভুল করে ফেললে আমাদের পাকড়াও করো না
- ❖ হে রাব্ব! আমাদের উপর কঠিন বুঝা চাপিয়ে দিও না, যেমন দিয়েছিলে আগেকার লোকদের উপর
- ❖ হে রাব্ব! সাধ্যের বাইরে কোনো দায় আমাদের উপর চাপিয়ে দিও না। আমাদের (দোষ ত্রুটি সমূহ) উপেক্ষা করো, আমাদের ক্ষমা করো, দয়া করো। তুমিই আমাদের মালিক। কাফিরদের মোকাবিলায় আমাদের সাহায্য করো।

জ্ঞাতব্যঃ যার যতটুকু সাধ্য আছে তার উপর ততটুকু দায়ই চাপানো হবে আর যার যে ব্যাপারে সাধ্য নেই তার উপর সে দায় চাপানো হবে না। এটা হলো ইসলামী আইন ও বিধান তৈরি ও প্রয়োগের অন্যতম একটি সূত্র। সুতরাং ফতোয়া দেওয়ার সময়, বিচার করার সময়, আইন ও বিধান তৈরির সময় এবং বিধান বর্ণনার সময় এ কথাটি মনে রাখতে হবে এবং সে অনুযায়ী পদক্ষেপ নিতে হবে।

সূরাহ আ-ল ইমরান ৩ سورة آل عمران

আ-ল অর্থ পরিবার আর ইমরান একজন ব্যক্তির নাম। সুতরাং আ-ল ইমরান অর্থ ইমরানের পরিবার। ঈসা আঃ'এর মায়ের নাম ছিল মারইয়াম আর মারইয়াম আঃ'এর বাবার নাম ছিল ইমরান। এখানে ইমরান পরিবার বলে তার পরিবারকে-ই বুঝানো হয়েছে। সূরাহটি মাদানী। সূরাহ আনফালের পর নাযিল হয়েছে। সূরাহ আ-ল ইমরানে মোট আয়াত সংখ্যা ২০০টি।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

الٓمّٓ ﴿١﴾ اللّٰهُ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ۙ الْحَیُّ الْقَیُّوْمُ ﴿٢﴾ نَزَّلَ عَلَیْكَ الْكِتٰبَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِّمَا بَیْنَ یَدَیْهِ وَ اَ
نْزَلَ التَّوْرٰىةَ وَ الْاِنْجِیْلَ ﴿٣﴾ مِنْ قَبْلُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَ اَنْزَلَ الْفُرْقَانَ ؕ اِنَّ الَّذِیْنَ كَفَرُوْا بِاٰیٰتِ اللّٰهِ
لَهُمْ عَذَابٌ شَدِیْدٌ ؕ وَ اللّٰهُ عَزِیْزٌ ذُو انْتِقَامٍ ﴿٤﴾ اِنَّ اللّٰهَ لَا یَخْفٰى عَلَیْهِ شَیْءٌ فِی الْاَرْضِ وَ لَا فِی
السَّمَآءِ ﴿٥﴾ هُوَ الَّذِیْ یُصَوِّرُكُمْ فِی الْاَرْحَامِ كَیْفَ یَشَآءُ ؕ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ الْعَزِیْزُ الْحَكِیْمُ ﴿٦﴾

বিসমিল্লাহি-র-রাহমানি-র-রাহীম

একমাত্র আল্লাহর বিধান-ই সঠিক, এছাড়া বাকি সব মানব রচিত ও মনগড়া

১. আলিফ লাম মীম (এসব বিচ্ছিন্ন বর্ণমালা। এসবের অর্থ, মর্ম আর এভাবে ব্যবহারের উদ্দেশ্য কেউ জানে না আল্লাহ ছাড়া।)

২. আল্লাহ; নেই কোনো ইলাহ তিনি ছাড়া, (তিনি) চিরঞ্জীব চিরন্তন।

৩-৪. (হে নবী!) আল্লাহ তোমার উপর কিতাব (আল-কুরআন) নাযিল করেছেন যথাযথভাবে/সঠিক বিধান দিয়ে, যা আগেকার (কিতাব, নবী, রাসূল ও শারীয়াহসহ অন্যান্য) বিষয়াদিকে সত্যায়ন করে। ইতোপূর্বেও তিনি নাযিল করেছেন তাওরাত ও ইনজীল। আর (এসব কিতাবে) নাযিল করেছেন ফুরক্বান (তথা ভালো-মন্দ, সৎ-অসৎ এবং বৈধ-অবৈধ নির্ণয়ের নীতিমালা। আল্লাহর কিতাবে বর্ণিত বিধান-ই সঠিক। এবং এছাড়া বাকি সব মানব রচিত ও মনগড়া। সকল প্রকার মনগড়া বিধান ও নীতিমালা বর্জন করা এবং আল্লাহর বিধান মেনে চলা সকলের উপর ফরজ আর এসব অমান্য করা কুফর) যারা আল্লাহর বিধান অমান্য করে তাদের তরে কঠিন আযাব। আল্লাহ মহাপরাক্রমশালী (তাই আল্লাহর আযাব থেকে কেউ বাঁচতে পারবে না, আল্লাহ) প্রতিশোধ গ্রহণকারী।

৫. আসমান বা যমীনের কোনো কিছু-ই আল্লাহর অগোচরে নয়।

৬. (হে মানুষ! মনে রেখো!) তিনি তোমাদের আকৃতি গঠন করেন মাতৃগর্ভে যেমন করে তিনি চান। নেই কোনো ইলাহ তিনি ছাড়া, তিনি মহা-পরাক্রমশালী, মহাকৌশলী।

هُوَ الَّذِیۡۤ اَنۡزَلَ عَلَیۡكَ الۡكِتٰبَ مِنۡهُ اٰیٰتٌ مُّحۡكَمٰتٌ هُنَّ اُمُّ الۡكِتٰبِ وَ اُخَرُ مُتَشٰبِهٰتٌ ؕ فَاَمَّا الَّذِیۡنَ فِیۡ قُلُوۡبِهِمۡ زَیۡغٌ فَیَتَّبِعُوۡنَ مَا تَشَابَهَ مِنۡهُ ابۡتِغَآءَ الۡفِتۡنَةِ وَ ابۡتِغَآءَ تَاۡوِیۡلِهٖ ۚ وَ مَا یَعۡلَمُ تَاۡوِیۡلَهٗۤ اِلَّا اللّٰهُ ۘ وَ الرّٰسِخُوۡنَ فِی الۡعِلۡمِ یَقُوۡلُوۡنَ اٰمَنَّا بِهٖ ۙ كُلٌّ مِّنۡ عِنۡدِ رَبِّنَا ۚ وَ مَا یَذَّكَّرُ اِلَّاۤ اُولُوا الۡاَلۡبَابِ ﴿۷﴾

মুহকাম ও মুতাশাবিহ

৭. (হে নবী!) তিনি তোমার উপর যে কিতাব নাযিল করেছেন এর কিছু আয়াত মুহকাম (তথা বিধান সম্বলিত) এবং এগুলোই কিতাবের মূল। আর কিছু মুতাশাবিহ। যাদের অন্তর রোগাক্রান্ত তারা (কেউ কেউ) ফিতনাহ করার জন্য আর (কেউ কেউ) মর্ম উদঘাটনের জন্য মুতাশাবিহ আয়াতের পিছু ছুটে। আসলে এসবের মর্ম কেউ জানে না আল্লাহ ছাড়া। আর যারা জ্ঞানে পরিপক্ষ তারা বলেঃ আমরা এসব মেনে নিয়েছি। সব-ই প্রভুর পক্ষ থেকে আগত। (হে মানুষ! জেনে রাখো!) কেবল জ্ঞানী লোকেরাই (আল্লাহর বিধান) গ্রহণ করে থাকে।

জ্ঞাতব্যঃ মানার ব্যাপারে আল-কুরআনের আয়াতসমূহ দুই ধরনের হয়ে থাকে। যথাঃ মুহকাম ও মুতাশাবিহ।

মুহকামঃ বিধান সম্বলিত সুস্পষ্ট আয়াতকে মুহকাম বলা হয়। আল-কুরআন আমাদের জীবন বিধান। তাই মুহকাম আয়াত সমূহ-ই আল-কুরআন মূল বিষয়। মুহকাম আয়াত বিধান ও আইন সম্পর্কিত।

মুতাশাবিহঃ আল-কুরআনের কিছু আয়াত একাধিক অর্থ সম্বলিত ও ব্যাখ্যা নির্ভর। এসব আয়াতের সঠিক মর্ম উদঘাটন খুব-ই কঠিন। কারণ মহান আল্লাহ এসবের মর্ম কাউকে বাতলে দেননি। বিশ্লেষণের মুখাপেক্ষী এসব আয়াতকে মুতাশাবিহ বলা হয়।

আমাদের করনীয়ঃ এ ব্যাপারে আমাদের করনীয় হচ্ছে মুহকাম আয়াত সমূহ মেনে নেয়া এবং এসব আয়াতে বর্ণিত আইন ও বিধান মেনে চলা। এটা আমাদের ফরজ দায়িত্ব। মুহকাম আয়াত অমান্য করা কুফর। মুহকাম আয়াত না মানলে ঈমান নষ্ট হয়ে যায়। তখন ইবাদাত বন্দেগী কিছু-ই কবুল হয় না, সব নিষ্ফল ও বরবাদ হয়ে যায়।

আর মুতাশাবিহ আয়াত সমূহে যথাযথ বিশ্বাস রেখে কোনো প্রকার ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ না করে এভাবে-ই ছেড়ে দিতে হয়। এটা-ই নিয়ম, এটা-ই আল্লাহর হুকুম ও নবীর তরিকাহ। কিন্তু কিছু মানুষ এসব নিয়মনীতির তোয়াক্কা না করে মুতাশাবিহ আয়াতের পিছু ছুটে। মানুষ মুতাশাবিহ আয়াতের পিছু ছুটে দুই কারণে..

- ❖ মর্ম উদঘাটনের জন্য।
- ❖ ফিতনাহ করার জন্য।

পরিণামঃ যারা মর্ম উদঘাটনের জন্য মুতাশাবিহ আয়াতের পিছু ছুটে তারা পন্ডশ্রমী। তারা কোনোদিন সফল হবে না। কারণ আল-কুরআন আল্লাহর কালাম। এর সঠিক ব্যাখ্যা শুধু আল্লাহর-ই জানা। আর এসব আয়াতের ব্যাখ্যা যেহেতু আল্লাহ থেকে পাওয়া যায়নি তাই হাজারো চেষ্ঠা করেও এর সঠিক মর্ম উদঘাটন সম্ভব নয়। তবে বিভ্রান্ত ও বিকৃতমনের লোকেরা এসব আয়াতের নানা ব্যাখ্যা উপস্থাপন করে লোকজনকে বিভ্রান্ত করে থাকে। আর আল্লাহর রহমত ও হেদায়ত বঞ্চিত লোকেরা এদের অনুকরণ করে বিভ্রান্ত হয়।

আসল কথা হলো যেসব আয়াতের সাথে মানবজীবনের কোনো আইন বা বিধান সম্পৃক্ত নয় এবং যেসব আয়াতের সঠিক মর্ম উদঘাটন সম্ভব নয়, এমন আয়াত নিয়ে যারা পান্ডিত্য জাহির করেন তাদের অন্তর রোগাক্রান্ত, তারা মানুষকে বিভ্রান্ত করে থাকেন। তাই এসব বিকৃতমনাদের বর্জন করা একান্ত আবশ্যক। বর্ণিত হচ্ছে..

আইশাহ রাঃ বলেনঃ রাসূল সাঃ একদা উক্ত আয়াত তিলাওয়াত করলেন। তারপর বললেনঃ যারা মুতাশাবিহ আয়াতের পিছু ছুটে এদের বর্জন করবে। মনে করবে ("যাদের অন্তর রোগাক্রান্ত" বলে) আল্লাহ এদের কথা-ই বলেছেন। (তাফসীর কুরতুবীঃ উক্ত আয়াতের তাফসীর প্রসঙ্গে। মুসলিম)

رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوْبَنَا بَعْدَ اِذْ هَدَيْتَنَا وَ هَبْ لَنَا مِنْ لَّدُنْكَ رَحْمَةً ۚ اِنَّكَ اَنْتَ الْوَهَّابُ ﴿٨﴾ رَبَّنَآ اِنَّكَ جَامِعُ النَّاسِ لِيَوْمٍ لَّا رَيْبَ فِيْهِ ؕ اِنَّ اللّٰهَ لَا يُخْلِفُ الْمِيْعَادَ ﴿٩﴾

হেদায়াতের দোয়া

৮. (আমরা আল্লাহর বান্দা। আল্লাহ আমাদের মালিক। তাই আমাদের উচিত বিভ্রান্তি থেকে বাঁচার জন্য এবং জীবনের নানা প্রয়োজনে আল্লাহর কাছে দোয়া করা। যেমন) হে রাব্ব! তুমি-ই আমাদের সঠিক পথ দেখিয়েছ, সুতরাং এরপর আমাদের অন্তরকে বিচ্যুত করে দিও না। তুমি নিজ কৃপায় আমাদের করুণা করো। নিশ্চয় তুমি মহান দাতা।

৯. হে রাব্ব! একদিন তুমি সবাইকে একত্রিত করবে, এতে কোনো সন্দেহ নেই। (কারণ এটা-ই তোমার ওয়াদা। আর জেনে রাখো!) আল্লাহ কখনো ওয়াদা ভঙ্গ করেন না।

اِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لَنْ تُغْنِيَ عَنْهُمْ اَمْوَالُهُمْ وَ لَاۤ اَوْلَادُهُمْ مِّنَ اللّٰهِ شَيْـًٔا ؕ وَ اُولٰٓئِكَ هُمْ وَ قُوْدُ النَّارِ ﴿١٠﴾ كَدَاْبِ اٰلِ فِرْعَوْنَ ۙ وَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ ؕ كَذَّبُوْا بِاٰيٰتِنَا ۚ فَاَخَذَهُمُ اللّٰهُ بِذُنُوْبِهِمْ ؕ وَ اللّٰهُ شَدِيْدُ الْعِقَابِ ﴿١١﴾ قُلْ لِّلَّذِيْنَ كَفَرُوْا سَتُغْلَبُوْنَ وَ تُحْشَرُوْنَ اِلٰى جَهَنَّمَ ؕ وَ بِئْسَ الْمِهَادُ ﴿١٢﴾

কুফরের পরিণতি

১০-১১. (দুনিয়ার জীবনে) যারা কুফর করবে (আখেরাতে) তাদের সম্পদ ও সন্তান কোনো কাজে আসবে না। (তাদের ঈমান বিনষ্ট হয়ে সকল আ'মাল নিষ্ফল ও বরবাদ হয়ে যাবে, ফলে আখেরাতের অনন্ত জীবনে) তারা জাহান্নামের ইন্ধন হবে (এটা-ই পাপিষ্ঠদের চূড়ান্ত পরিণতি।) যেমন পরিণতি হয়েছে ফেরাউন সম্প্রদায় ও তাদের পূর্বসূরীদের। তারা আল্লাহর বিধান অমান্য করেছিল। তাই পাপের পরিণতিতে আল্লাহ তাদের পাকড়াও করেছেন। (হে মানুষ! জেনে রাখো!) আল্লাহ শাস্তি দানে কঠোর।

১২. কাফিরদের বলে দাওঃ অচিরেই তোমরা পরাজিত হবে, তোমরা জাহান্নামে একত্রিত হবে, যা নিকৃষ্টতম আবাস।

ঈমান ও আক্বীদাহঃ কুফর অর্থ গোপন করা, অবিশ্বাস করা, অস্বীকার করা, অমান্য করা, অবজ্ঞা করা, ইত্যাদি। আল্লাহর দেয়া কোনো তথ্য গোপন করা বা অবিশ্বাস করা অথবা আল্লাহর বিধান মানতে অস্বীকার বা অমান্য করা অথবা আল্লাহর কোনো বিধানকে অবজ্ঞা বা অবহেলা করা কুফর। আল্লাহর কোনো বিধান নিয়ে ঠাট্টা মশকারা করা এবং যাদু করাও কুফর।

যেকোনো প্রকার কুফর করলে ঈমান বিনষ্ট হয়ে সকল আ'মাল ও ইবাদত নিষ্ফল ও বরবাদ হয়ে যায়। কোনো মুসলিম কোনো প্রকার কুফর বা শিরকে জড়িয়ে পড়লে সে ঈমান হারা হয়ে মুনাফিক হয়ে যায়। সে হয়ে যায় চির জাহান্নামী। এমন মানুষ মারা গেলে তাদের জানাযা পড়া বা তাদের জন্য দোয়া করাও নিষিদ্ধ । (দেখুন সূরাহ তাওবাহঃ ৮৪)

قَدْ كَانَ لَكُمْ اٰيَةٌ فِيْ فِئَتَيْنِ الْتَقَتَا ؕ فِئَةٌ تُقَاتِلُ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَ اُخْرٰى كَافِرَةٌ يَّرَوْنَهُمْ مِّثْلَيْهِمْ رَاْىَ الْعَيْنِ ؕ وَ اللّٰهُ يُؤَيِّدُ بِنَصْرِهٖ مَنْ يَّشَآءُ ؕ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَعِبْرَةً لِّاُولِي الْاَبْصَارِ ﴿١٣﴾

মুঅমিন ও কাফিরের লড়াই

১৩. (বদর যুদ্ধের প্রাক্কালে) যে দুটি দল পরস্পরের মোকাবিলা করেছিল তাদের মাঝে শিক্ষা রয়েছে তোমাদের জন্য। এদের একদল (ছিল মুঅমিন, তারা) যুদ্ধ করেছিল আল্লাহর পথে আর অন্যরা ছিল কাফির, যারা প্রত্যক্ষ দৃষ্টিতে তাদেরকে দ্বিগুন দেখেছে। আল্লাহ তার সাহায্যে শক্তি যোগান যাকে খুশী। এতে শিক্ষা রয়েছে বিচক্ষন লোকদের জন্য।

زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوٰتِ مِنَ النِّسَآءِ وَ الْبَنِيْنَ وَ الْقَنَاطِيْرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَ الْفِضَّةِ وَ الْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَ الْاَنْعَامِ وَ الْحَرْثِ ؕ ذٰلِكَ مَتَاعُ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا ۚ وَ اللّٰهُ عِنْدَهٗ حُسْنُ الْمَاٰبِ ﴿١٤﴾

দুনিয়ার মোহ

১৪. মানুষের জন্য আকর্ষনীয় করে দেয়া হয়েছেঃ নারীর প্রতি কামনা, সন্তান-সন্ততি, সোনারূপার ভান্ডার, বাছাইকৃত ঘোড়া, গৃহপালিত পশু, ফসলের মাঠ, (ইত্যাদি)র মোহ। (শোনো!) এসব হলো (ক্ষণস্থায়ী) দুনিয়ার সামান্য উপকরণ। আর (চিরস্থায়ী জীবনের) উৎকৃষ্ট আবাস রয়েছে শুধু-ই আল্লাহর কাছে।

قُلْ اَؤُنَبِّئُكُمْ بِخَيْرٍ مِّنْ ذٰلِكُمْ ؕ لِلَّذِيْنَ اتَّقَوْا عِنْدَ رَبِّهِمْ جَنّٰتٌ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا وَ اَزْوَاجٌ مُّطَهَّرَةٌ وَّ رِضْوَانٌ مِّنَ اللّٰهِ ؕ وَ اللّٰهُ بَصِيْرٌۢ بِالْعِبَادِ ﴿١٥﴾

জান্নাত কাদের জন্য..?

১৫. (হে নবী! তাদের) জিজ্ঞেস করোঃ তোমাদের জানিয়ে দেব কী (যে দুনিয়ার জন্য তোমরা দ্বীন বিমুখ হয়ে যাচ্ছ) এসবের চেয়ে অধিক উৎকৃষ্ট কি? (এসবের চেয়ে অধিক উৎকৃষ্ট হচ্ছে জান্নাত। আর এ) জান্নাত আল্লাহর কাছে সংরক্ষিত রয়েছে শুধু-ই মুত্তাক্বীদের জন্য, যার তলদেশে প্রবাহিত কত নহর। তারা সেখানে চিরকাল থাকবে। থাকবে পরিচ্ছন্ন সঙ্গিনীগণ আর আল্লাহর সন্তুষ্টি। আল্লাহ বান্দাদের প্রত্যক্ষ করেন।

জ্ঞাতব্যঃ মুত্তাক্বী শব্দটি এসেছে তাক্বওয়া থেকে আর তাক্বওয়ার মূল শব্দ বিক্বায়াহ অর্থ বেঁচে থাকা। আল্লাহর ভয়ে

যাবতীয় কুফর, শিরক ও পাপাচার থেকে বেঁচে থাকার নাম তাক্বওয়া। আর যে ব্যক্তি তাক্বওয়া অর্জন করলো তাকে বলা হয় মুত্তাক্বী।

উল্লেখ্য তাক্বওয়ার ৩টি স্তর রয়েছে। যথা.. অত্যাবশ্যকীয় তাক্বওয়া, আবশ্যকীয় তাক্বওয়া এবং পরিপূর্ণ তাক্বওয়া।

অত্যাবশ্যকীয় তাকওয়াঃ প্রতিটি মুসলিমের জন্য অত্যাবশ্যকীয় তাকওয়া হলো সকল প্রকার কুফর ও শিরক থেকে বেঁচে থাকা। মুসলিম পুরুষ নারী সবাইকে অত্যাবশ্যকীয় ভাবে এ তাকওয়া অর্জন করতে হবে। নতুবা কুফর শিরকে জড়িয়ে গেলে তার ঈমান বাঁচানো সম্ভব হবে না। বরং তখন তার ঈমান নষ্ট হয়ে যাবে এবং সে চির জাহান্নামী মুনাফিক হয়ে যাবে।

আবশ্যকীয় তাকওয়াঃ প্রতিটি মুঅমিনের জন্য আবশ্যকীয় তাক্বওয়া হলো সকল প্রকার কাবীরাহ থেকে বেঁচে থাকা। মুঅমিন হতে হলে এবং মুঅমিন হিসেবে জীবন যাপন করতে হলে অবশ্যই এ তাকওয়া অর্জন করতে হবে। নতুবা সে ফাসিক হয়ে যাবে এবং তার আখেরাত অনিশ্চিত হয়ে যাবে।

পরিপূর্ণ তাকওয়াঃ অর্থাৎ ছোট-বড় সকল প্রকার পাপ থেকে বেঁচে থাকা, যা মানুষের পক্ষে প্রায় অসম্ভব। মহান আল্লাহ-ই কেবল তার পছন্দের বান্দাকে এ তাকওয়ার অধিকারী করতে পারেন।

اَلَّذِيْنَ يَقُوْلُوْنَ رَبَّنَآ اِنَّنَآ اٰمَنَّا فَاغْفِرْ لَنَا ذُنُوْبَنَا وَ قِنَا عَذَابَ النَّارِ ﴿١٦﴾ اَلصّٰبِرِيْنَ وَ الصّٰدِقِيْنَ وَ الْقٰنِتِيْنَ وَ الْمُنْفِقِيْنَ وَ الْمُسْتَغْفِرِيْنَ بِالْاَسْحَارِ ﴿١٧﴾

আল্লাহর কাছে প্রার্থনা

১৬-১৭. (আল্লাহর জান্নাত তাদের জন্য) যারা বলবেঃ হে রাব্ব! নিশ্চয় আমরা ঈমান এনেছি, সুতরাং আমাদের পাপসমূহ মাফ করে দাও, জাহান্নামের আযাব থেকে আমাদের বাঁচাও। যারা হবে সবরকারী, সত্যবাদী, অনুগত, দানশীল এবং শেষ রাতে ক্ষমা প্রার্থনাকারী। (যে কোনো পরিস্থিতিতে ঈমান ও ইসলামের উপর অবিচল থাকার নাম সবর)

شَهِدَ اللّٰهُ اَنَّهٗ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ۙ وَ الْمَلٰٓئِكَةُ وَ اُولُوا الْعِلْمِ قَآئِمًۢا بِالْقِسْطِ ؕ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ﴿١٨﴾

মহান সাক্ষ্য

১৮. আল্লাহ সাক্ষ্য দিচ্ছেনঃ নেই কোনো ইলাহ তিনি ছাড়া, ফিরিস্তাগণ এবং জ্ঞান সম্পন্ন লোকজন নীতির উপর অবিচল থেকে (এক-ই সাক্ষ্য দিচ্ছে।) নেই কোনো ইলাহ তিনি ছাড়া, তিনি মহাপরাক্রমশালী, মহাকৌশলী।

اِنَّ الدِّيْنَ عِنْدَ اللّٰهِ الْاِسْلَامُ ۗ وَ مَا اخْتَلَفَ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتٰبَ اِلَّا مِنْۢ بَعْدِ مَا جَآءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًۢا بَيْنَهُمْ ؕ وَ مَنْ يَّكْفُرْ بِاٰيٰتِ اللّٰهِ فَاِنَّ اللّٰهَ سَرِيْعُ الْحِسَابِ ﴿١٩﴾

একমাত্র জীবন আদর্শ

১৯. আল্লাহর কাছে গ্রহনযোগ্য একমাত্র দ্বীন (জীবন আদর্শ) হলো ইসলাম। তা জানা সত্ত্বেও আহলে

কিতাব (ইয়াহুদ খৃষ্টান) হিংসা বশত ভিন্নমত পোষন করছে (যা সরাসরি আল্লাহর বিধানের লঙ্ঘন এবং কুফর।) আর যে ব্যক্তি আল্লাহর আয়াতের সাথে কুফর (ভিন্নমত পোষন) করে (সে জাহান্নামী।) আল্লাহ খুব দ্রুত হিসাব গ্রহণ করবেন।

فَإِنْ حَآجُّوكَ فَقُلْ أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِلّٰهِ وَمَنِ اتَّبَعَنِ ۗ وَقُلْ لِّلَّذِيْنَ أُوْتُوا الْكِتٰبَ وَالْأُمِّيّٖنَ ءَأَسْلَمْتُمْ ۚ فَإِنْ أَسْلَمُوْا فَقَدِ اهْتَدَوْا ۖ وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلٰغُ ۗ وَاللّٰهُ بَصِيْرٌۢ بِالْعِبَادِ ﴿٢٠﴾

বিবাদ নয়, আত্মসমর্পন-ই মুক্তির একমাত্র পথ

২০. (হে নবী!) তারা যদি (দ্বীন নিয়ে) তোমার সাথে বিবাদ/বিতর্ক করে তবে বলে দিওঃ (আমরা বিবাদ করি না। কারণ) আমি ও আমার অনুসারীরা আল্লাহর কাছে আত্মসমর্পণ করেছি। কিতাবধারী আর উম্মি (তথা শিক্ষিত অশিক্ষিত) সবাইকে জিজ্ঞেস করো তোমরা কি আত্মসমর্পণ করেছ? যে আত্মসমর্পণ করবে সে হেদায়াত পাবে আর কেউ বিমুখ হলে (মনে রাখবে) তোমার দায়িত্ব শুধু পৌছে দেওয়া। আল্লাহ বান্দাদের প্রত্যক্ষ করেন।

জ্ঞাতব্যঃ ইসলামের মূল বিষয় আত্মসমর্পণ, আল্লাহর বিধানের কাছে আত্মসমর্পণ না করে কেউ হেদায়াত পেতে পারে না।

إِنَّ الَّذِيْنَ يَكْفُرُوْنَ بِأٰيٰتِ اللّٰهِ وَيَقْتُلُوْنَ النَّبِيّٖنَ بِغَيْرِ حَقٍّ ۙ وَّيَقْتُلُوْنَ الَّذِيْنَ يَأْمُرُوْنَ بِالْقِسْطِ مِنَ النَّاسِ ۙ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيْمٍ ﴿٢١﴾ أُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ ۖ وَمَا لَهُمْ مِّنْ نّٰصِرِيْنَ ﴿٢٢﴾ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِيْنَ أُوْتُوْا نَصِيْبًا مِّنَ الْكِتٰبِ يُدْعَوْنَ إِلٰى كِتٰبِ اللّٰهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ يَتَوَلّٰى فَرِيْقٌ مِّنْهُمْ وَهُمْ مُّعْرِضُوْنَ ﴿٢٣﴾ ذٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوْا لَنْ تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّآ أَيَّامًا مَّعْدُوْدٰتٍ ۖ وَّغَرَّهُمْ فِيْ دِيْنِهِمْ مَّا كَانُوْا يَفْتَرُوْنَ ﴿٢٤﴾

শারীয়াহ আইনে বিচার ও শাসন না করার পরিণতি

২১-২২. (এখান থেকে ৪ আয়াতে (২১-২৪) ইয়াহুদীদের কথা বলা হয়েছে) যারা আমার আয়াতের (কিতাব ও বিধানের) সাথে কুফর করেছে, অন্যায়ভাবে নবীগণকে হত্যা করেছে, হত্যা করেছে ন্যায় ইনসাফের (শারীয়াহ আইনের) প্রতি আহ্বানকারী লোকদেরকে, তাদেরকে সংবাদ দাও যন্ত্রণাদায়ক আযাবের। (কারণ) এদের সকল আ'মাল দুনিয়া ও আখেরাতে নিষ্ফল হয়ে গেছে। এদের সাহায্য করার কেউ নেই।

২৩. (হে নবী!) তুমি কী তাদেরকে দেখনি? যাদেরকে কিতাব দেয়া হয়েছিল (তারপর তারা সামাজিকভাবে আল্লাহর কিতাব থেকে বিচ্যুত হয়ে গেছে) আল্লাহর কিতাব মেনে বিচার ও শাসন করতে বলা হলে তাদের একটি দল এটা প্রত্যাখ্যান করেছে।

ঈমান ও আক্বীদাহঃ জীবনের সকল ক্ষেত্রে আল্লাহর কিতাব মেনে চলা ফরজ। জীবনের কোনো ক্ষেত্রে আল্লাহর বিধানের বিপরীতে অন্যকিছু মেনে চলা কুফর। কিন্তু আমাদের সমাজে অনেক মানুষ এমন আছে যারা নামায রোজার বেলায় আল্লাহর বিধান মেনে নিলেও রাজনীতি, সমাজনীতি, অর্থনীতি, শিক্ষানীতি, সংস্কৃতি, ইত্যাদি বিষয়ে মেনে চলে অন্যকিছু। যারা এমন করে তাদের ঈমান নষ্ট হয়ে সকল আমাল বরবাদ হয়ে যায়। এসব লোক মানুষের দৃষ্টিতে মুসলিম হলেও আল্লাহর তালিকায় কাফির। ইসলামী পরিভাষায় এদেরকে মুনাফিক বলা হয়। মুনাফিক চির জাহান্নামী। মুনাফিকের জন্য শাফায়াত করতেও কাউকে অনুমতি দেয়া হবে না। মুনাফিক মারা গেলে তাদের জন্য দোয়া করা বা তাদের জানাযা পড়াও নিষিদ্ধ। (দেখুনঃ সূরাহ তাওবাহঃ ৮৪)

২৪. কারণ তারা (ইয়াহুদরা) বলে জাহান্নাম আমাদেরকে স্পর্শ করবে না। আর করলেও মাত্র কয়েক দিনের জন্য। এসব মনগড়া উক্তি-ই দ্বীনের ব্যাপারে তাদের ধোঁকায় ফেলে দিয়েছে।

আখেরাতের ব্যাপারে মানুষের রটানো ধ্বংসাত্মক কিছু মনগড়া উক্তিঃ

- ইয়াহুদ মনে করেঃ জাহান্নাম তাদেরকে স্পর্শ করবে না। আর করলেও মাত্র কয়েকদিনের জন্য। অতঃপর তারা জাহান্নাম থেকে মুক্ত হয়ে জান্নাতে চলে যাবে।
- খৃষ্টান মনে করেঃ যিশুর শূলীর মাধ্যমে তাদের সকল পাপ মাফ হয়ে গেছে। এখন তাদেরকে আর জাহান্নামে যেতে হবে না।
- একদল মুসলিম মনে করেঃ তারা শ্রেষ্ট নবীর উম্মত, তাই তাদেরকে বাইরে রেখে নবী জান্নাতে যাবেন না। সুতরাং তারাও জাহান্নাম থেকে মুক্ত।
- আসলে এসবই তাদের মনগড়া উক্তি আর এসব উক্তিই দ্বীনের ব্যাপারে তাদেরকে ধোঁকায় ফেলে দিয়েছে।

فَكَيْفَ إِذَا جَمَعْنٰهُمْ لِيَوْمٍ لَّا رَيْبَ فِيْهِ ۖ وَوُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُوْنَ ﴿٢٥﴾

পরকাল সত্য এবং সেদিনের বিচার হবে যথাযথ

২৫. সেদিন কি হবে? যেদিন আমি সবাইকে একত্রিত করব (এটা যে আমি করব) এতে কোনো সন্দেহ নেই, সেদিন সবাইকে যথাযথ কর্মফল দেয়া হবে, কারো প্রতি অবিচার করা হবে না।

قُلِ اللّٰهُمَّ مٰلِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَنْ تَشَآءُ وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَآءُ وَتُعِزُّ مَنْ تَشَآءُ وَتُذِلُّ مَنْ تَشَآءُ ۖ بِيَدِكَ الْخَيْرُ ۖ إِنَّكَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ﴿٢٦﴾ تُوْلِجُ الَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَتُوْلِجُ النَّهَارَ فِي الَّيْلِ وَتُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَتُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَتَرْزُقُ مَنْ تَشَآءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ ﴿٢٧﴾

সর্বময় ক্ষমতা বা সার্বভৌমত্ব

২৬. বলোঃ হে আল্লাহ! সর্বময় ক্ষমতার মালিক। তুমি যাকে খুশী ক্ষমতা দান করো আর যার থেকে ইচ্ছে ক্ষমতা ছিনিয়ে নাও। যাকে খুশী সম্মানিত করো আর যাকে ইচ্ছা অপমানিত করো। তোমার হাতে-ই সকল কল্যাণ। নিশ্চয় তুমি সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী (তথা সার্বভৌমত্বের মালিক।)

২৭. তুমি রাতকে মিশাও দিনে আর দিনকে মিশাও রাতে (মানে তুমি দিনকে রাত বানাও আর রাতকে

বানাও দিন।) মৃত থেকে বের করো জীবিত আর জীবিত থেকে বের করো মৃত। তুমি যাকে খুশী বে-হিসাব সম্পদ দান করো।

জ্ঞাতব্যঃ মালিকানা দুই প্রকার। বিধিবদ্ধ মালিকানা ও সার্বিক মালিকানা বা সার্বভৌম মালিকানা।

- যে মালিকানা আইনের আওতাধীন, যে মালিকানায় জবাবদিহিতা আছে, যে মালিকানায় নিয়ম বা বিধান মেনে চলতে হয়, এটা হলো বিধিবদ্ধ মালিকানা। আল্লাহ ছাড়া অন্য সকলের মালিকানা বিধিবদ্ধ।
- পক্ষান্তরে যে মালিকানা আইন বা নিয়মের আওতাধীন নয়, যে মালিকানায় কোনো জবাবদিহিতা নেই, যে মালিকানায় যা ইচ্ছা তাই করা যায়, এটা হলো সার্বিক মালিকানা বা সার্বভৌম মালিকানা। একমাত্র আল্লাহর মালিকানা-ই সার্বিক ও সার্বভৌম।

لَا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُوْنَ الْكٰفِرِيْنَ اَوْلِيَآءَ مِنْ دُوْنِ الْمُؤْمِنِيْنَ ۚ وَمَنْ يَّفْعَلْ ذٰلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللّٰهِ فِيْ شَيْءٍ اِلَّآ اَنْ تَتَّقُوْا مِنْهُمْ تُقٰىةً ۭ وَيُحَذِّرُكُمُ اللّٰهُ نَفْسَهٗ ۭ وَاِلَى اللّٰهِ الْمَصِيْرُ ﴿٢٨﴾

শত্রু ও মিত্র নির্ধারণের নীতিমালা

২৮. (আর শোন! তোমাদের জন্য আল্লাহর নির্ধারিত নীতি হলো) মুঅমিনরা মুঅমিন ছাড়া কোনো কাফিরকে ওয়ালী বানাবে না। আর কেউ এমন করলে আল্লাহর সাথে তার সম্পর্ক থাকবে না। তবে প্রতিরক্ষা হিসেবে প্রয়োজনীয় তাক্বিয়্যাহ করতে পারবে। (আত্মরক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় সম্পর্ককে তাক্বিয়্যাহ বলে।) আল্লাহ তাঁর (আযাবের) ব্যাপারে তোমাদেরকে সাবধান করে দিচ্ছেন। (মনে রেখো! তোমাদের সবাইকে) আল্লাহর কাছে ফিরে যেতে হবে।

জ্ঞাতব্যঃ ইসলাম সর্বকালীন সার্বজনীন। মানব জীবনের প্রয়োজনীয় সকল বিষয়ে মেনে চলার মত আইন ও বিধানের মূলনীতি ঠিক করে দিয়েছে ইসলাম। শত্রু ও মিত্র নির্ধারণ মানব জীবনের অতি গুরুত্বপূর্ন বিষয়। তাই এবিষয়েও সঠিক এবং সুস্পষ্ট নীতিমালা দিয়েছে ইসলামী শারীয়া'হ। ইসলামী পরিভাষায় এটাকে বলা হয় "আল-ওয়ালা ওয়া-ল-বারা" তথা শত্রু ও মিত্র নির্ধারনের নীতিমালা। এ সম্পর্কে জানতে দেখুন আমাদের ইসলাম শিক্ষা সিলেবাসের ৪র্থ বই ঈমানের উপর অবিচল থাকা।

ওয়ালী পরিচিতিঃ ওয়ালী অর্থ মিত্র, অভিভাবক, দায়িত্বশীল, কর্তৃত্বশীল, নীতি নির্ধারক, ইত্যাদি। যে সম্পর্ক বা বন্ধুত্বের টানে মানুষ একে অন্যের দায়ভার নিজ কাঁধে তুলে নেয়; এমন সম্পর্ককে বলা হয় আল-ওয়ালা বা ওয়ালায়াত আর ওই ব্যক্তিকে বলা হয় ওয়ালী যেমন..

- পিতা সন্তানের ওয়ালী মানে অভিভাবক।
- সন্তান তার বৃদ্ধ বা মৃত বাবা-মার ওয়ালী, মানে দায়ভার বহনকারী বা দায়িত্বশীল।
- লড়াইয়ের ময়দানে একদল অন্যদলের ওয়ালী, তথা মিত্র।
- আল্লাহ আমাদের সকলের ওয়ালী, মানে আমাদের উপর কর্তৃত্বশীল।

কে ওয়ালী হবেঃ ওয়ালী ব্যক্তি হতে পারে, পরিবার হতে পারে, সম্প্রদায় হতে পারে, জাতি হতে পারে বা রাষ্ট্র হতে পারে। ওয়ালীর সাথে সামাজিক অভিভাবকত্ব এবং দায়দায়িত্বও জড়িত। সামাজিক চুক্তি, সামরিক চুক্তি, নিরাপত্তা চুক্তি, ইত্যাদির মাধ্যমেও পরস্পরের ওয়ালী হওয়া যায়। ওয়ালী হবার অনেক পদ্ধতি ও সূত্র রয়েছে। যথা...

- জন্ম সূত্রে মানুষ একে অপরের ওয়ালী হয়। যেমনঃ বাপ সন্তানের ওয়ালী (যদি সে মুঅমিন হয়)

- ❖ সামাজিক সূত্রে মানুষ একে অপরের ওয়ালী হয়। যেমনঃ স্বামী স্ত্রীর ওয়ালী, সরকার জনতার ওয়ালী (যদি তারা মুঅমিন হয়)
- ❖ কোনো কাফির, মুশরিক, নাস্তিক বা মুরতাদ মুঅমিনের (আত্মীয় হলেও) ওয়ালী হতে পারে না।
- ❖ এমনকি বাবা-মা ভাইবোনসহ পরিবারের লোকজনও যদি ঈমানের চেয়ে কুফরকে বেশী ভালোবাসে তবে তাদেরকেও ওয়ালী হিসেবে মেনে নেওয়া যাবে না। (দেখুন সূরাহ তাওবাহঃ ২৩)
- ❖ চুক্তির মাধ্যমেও ওয়ালী বানানো যায়। ব্যক্তি ব্যক্তির সাথে চুক্তি করতে পারবে, এভাবে পরিবার পরিবারের সাথে, সম্প্রদায় সম্প্রদায়ের সাথে, জাতি জাতির সাথে এবং রাষ্ট্র রাষ্ট্রের সাথে চুক্তি করে একে অপরকে ওয়ালী বানাতে পারবে।

قُلْ اِنْ تُخْفُوْا مَا فِيْ صُدُوْرِكُمْ اَوْ تُبْدُوْهُ يَعْلَمْهُ اللّٰهُ ؕ وَيَعْلَمُ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ ؕ وَاللّٰهُ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ﴿٢٩﴾

সর্বময় ক্ষমতা বা সার্বভৌমত্ব

২৯. (হে নবী! লোকজনকে) বলে দাওঃ তোমরা মনের কথা প্রকাশ করো বা গোপন রাখ, আল্লাহ সব জানেন। তিনি আসমান যমীনের সকল বিষয়ে অবগত, আল্লাহ সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী।

يَوْمَ تَجِدُ كُلُّ نَفْسٍ مَّا عَمِلَتْ مِنْ خَيْرٍ مُّحْضَرًا ۚ وَّمَا عَمِلَتْ مِنْ سُوْٓءٍ ۚ تَوَدُّ لَوْ اَنَّ بَيْنَهَا وَبَيْنَهٗٓ اَمَدًا بَعِيْدًا ؕ وَيُحَذِّرُكُمُ اللّٰهُ نَفْسَهٗ ؕ وَاللّٰهُ رَءُوْفٌۢ بِالْعِبَادِ ﴿٣٠﴾

মন্দলোকদের আফসোস

৩০. (চূড়ান্ত বিচারের) সেই দিন সবাই নিজ নিজ সৎকর্ম বিদ্যমান পাবে, অসৎকর্মও..। তখন তারা আফসোস করবেঃ যদি অসৎকর্ম থেকে অনেক অনেক দূরে থাকত। (হে মানুষ! মন দিয়ে শোনো!) আল্লাহ (তোমাদেরকে) তাঁর (আযাবের) ব্যাপারে সাবধান করে দিচ্ছেন। (তাই আল্লাহর অবাধ্যতা থেকে বিরত থাকো আর মনে রেখো!) আল্লাহ বান্দাদের প্রতি খুব-ই স্নেহশীল।

قُلْ اِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّوْنَ اللّٰهَ فَاتَّبِعُوْنِيْ يُحْبِبْكُمُ اللّٰهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوْبَكُمْ ؕ وَاللّٰهُ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ﴿٣١﴾

আল্লাহর ভালোবাসা

৩১. (হে নবী! মানুষকে) বলে দাওঃ তোমরা যদি আল্লাহকে ভালোবেসে থাকো (তথা আল্লাহর ভালোবাসা কামনা করো) তবে আমার অনুকরণ করো, তখন আল্লাহ তোমাদেরকে ভালোবাসবেন, তোমাদের পাপ সমূহ মাফ করে দেবেন। আল্লাহ ক্ষমাশীল, দয়াময়। (আল্লাহর ভালোবাসা পাবার একমাত্র উপায়; রাসূল সাঃএর অনুকরণ)

জ্ঞাতব্যঃ আল্লাহর প্রতি ভালোবাসা হতে হবে অতুলনীয়, এটা আল্লাহর অধিকার। (দেখুন, বাকারাহঃ ১৬৫) অন্য সবাইকে ভালোবাসতে হবে আল্লাহর জন্য, আল্লাহর বিধানের আওতাধীন থেকে, আল্লাহর হুকুম মেনে। আর রাসূল সাঃএর প্রতি ভালবাসা হতে হবে সকল মানুষ থেকে বেশী। বর্ণিত হচ্ছে...

আনাস রাঃ থেকে বর্ণিত, রাসূল সাঃ বলেছেনঃ কেউ মুঅমিন হতে পারবে না, যতক্ষন না আমার প্রতি তার ভালোবাসা আপন পরিবার, সম্পদ এবং সকল মানুষ থেকে অধিক হবে। (মুসলিমঃ ৬৯/৪৪, ঈমান অধ্যায়)

قُلْ اَطِيْعُوا اللّٰهَ وَ الرَّسُوْلَ ۚ فَاِنْ تَوَلَّوْا فَاِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ الْكٰفِرِيْنَ ﴿٣٢﴾ اِنَّ اللّٰهَ اصْطَفٰۤى اٰدَمَ وَ نُوْحًا وَّ
اٰلَ اِبْرٰهِيْمَ وَ اٰلَ عِمْرٰنَ عَلَى الْعٰلَمِيْنَ ﴿٣٣﴾ ذُرِّيَّةًۢ بَعْضُهَا مِنْۢ بَعْضٍ ؕ وَ اللّٰهُ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ ﴿٣٤﴾

আনুগত্য

৩২. (হে নবী! সবাইকে) বলে দাওঃ তোমরা সবাই আল্লাহর আনুগত্য করো এবং আনুগত্য করো রাসূলের। আর তোমাদের কেউ আনুগত্য বিমুখ হলে (তার ঈমান বিনষ্ট হয়ে যাবে এবং সে তখন কাফির হয়ে যাবে। আর জেনে রাখো!) আল্লাহ কাফিরদের পছন্দ করেন না।

৩৩-৩৪. আল্লাহ বিশ্ববাসীর উপর মনোনীত করেছেন আদম, নূহ, ইবরাহীম পরিবার ও ই'মরান পরিবারকে। তারা একে অপরের সন্তান। আল্লাহ সর্বশ্রোতা, মহাজ্ঞানী।

ঈমান ও আক্বীদাহঃ আল্লাহ ও রাসূলের আনুগত্য করা ফরজ। আনুগত্য বিমুখ বা অবাধ্য ব্যক্তির ঈমান বিনষ্ট হয়ে সকল আ'মাল নিষ্ফল ও বরবাদ হয়ে যায়। আল্লাহর আনুগত্যের মূল বিষয় দাসত্ব আর রাসূলের আনুগত্য হয় আল্লাহর অনুমোদনে (দেখুন সূরাহ নিসাঃ ৬৪) তাই তো রাসূলের হাদীছ আল্লাহর কুরআনের বিপরীত হলে এ হাদীছকে মানা হয় না।

اِذْ قَالَتِ امْرَاَتُ عِمْرٰنَ رَبِّ اِنِّيْ نَذَرْتُ لَكَ مَا فِيْ بَطْنِيْ مُحَرَّرًا فَتَقَبَّلْ مِنِّيْ ۚ اِنَّكَ اَنْتَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ
﴿٣٥﴾ فَلَمَّا وَضَعَتْهَا قَالَتْ رَبِّ اِنِّيْ وَضَعْتُهَاۤ اُنْثٰى ؕ وَ اللّٰهُ اَعْلَمُ بِمَا وَضَعَتْ ؕ وَ لَيْسَ الذَّكَرُ كَالْاُنْثٰى ۚ
وَ اِنِّيْ سَمَّيْتُهَا مَرْيَمَ وَ اِنِّيْۤ اُعِيْذُهَا بِكَ وَ ذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ ﴿٣٦﴾

ইমরানের স্ত্রী /মারইয়াম আঃ এর মা /ঈসা আঃ এর নানী

৩৫. (হে মানুষ! স্মরণ করো) যখন ই'মরানের স্ত্রী (হান্নাহ) বললঃ হে রাব্ব! আমি মান্নত করছি; আমার গর্ভের সন্তানকে তোমার (ঘর মাসজিদ আল-আক্বসার খেদমতের) জন্য পরিপূর্ণভাবে মুক্ত করে দেব। আমার থেকে তুমি এ মান্নত কবুল করো। নিশ্চয় তুমি সর্বশ্রোতা, মহাজ্ঞানী।

৩৬. যখন সে কন্যাসন্তান প্রসব করলো তখন বললঃ হে রাব্ব! আমি কন্যাসন্তান প্রসব করেছি। অথচ আল্লাহ জানেন সে কি প্রসব করেছে। (সে জানে নাঃ অনেক) পুরুষও এ নারীর মত হতে পারবে না। (সে আরও বলল) আমি এ নবজাতকের নাম রেখেছি মারইয়াম, আমি তার জন্য এবং তার সন্তানের জন্য বিতাড়ির শয়তান থেকে তোমার সুরক্ষা কামনা করছি।

জ্ঞাতব্যঃ আবু-হুরাইরাহ রাঃ থেকে বর্ণিত, রাসূল সাঃ বলেছেনঃ এমন কোনো মানব সন্তান নেই জন্মের পর যাকে শয়তান স্পর্শ করে না। জন্মের পর শয়তানের স্পর্শেই নবজাতক শিশু কেঁদে উঠে। তবে মারইয়াম ও তার ছেলেকে শয়তান স্পর্শ করতে পারেনি। এতটুকু বলার পর আবু-হুরাইরাহ রাঃ বললেনঃ চাইলে উক্ত আয়াত দেখে নাও । (কুরতুবীঃ মুসলিম)

فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُوْلٍ حَسَنٍ وَّ اَنْۢبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا ۙ وَّ كَفَّلَهَا زَكَرِيَّا ؕ كُلَّمَا دَخَلَ عَلَيْهَا زَكَرِيَّا الْمِحْرَابَ ۙ وَجَدَ عِنْدَهَا رِزْقًا ۚ قَالَ يٰمَرْيَمُ اَنّٰى لَكِ هٰذَا ؕ قَالَتْ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ ؕ اِنَّ اللّٰهَ يَرْزُقُ مَنْ يَّشَآءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ ﴿۳۷﴾

আল্লাহ মারইয়ামকে উত্তমরূপে গ্রহণ করলেন

৩৭. তা সত্ত্বেও তার প্রভু মারইয়ামকে উত্তমরূপে গ্রহণ করলেন এবং উত্তমরূপে গড়ে তুললেন। (বাবা মারা গিয়েছেন বিধায়) তার অভিভাবক হলো যাকারিয়্যা। যাকারিয়্যা মিহরাবে (মারইয়ামের বিশেষ ঘরে) প্রবেশ করে নানা ধরণের খাবার (বে-মৌসুমী ফল) দেখতে পেত। একদা যাকারিয়্যা বললঃ মারইয়াম! তোমার কাছে এসব ফল কোথা থেকে আসে? মারইয়াম বললঃ আল্লাহ থেকে। আল্লাহ যাকে খুশী বে-হিসাব রিজিক দান করেন।

هُنَالِكَ دَعَا زَكَرِيَّا رَبَّهٗ ۚ قَالَ رَبِّ هَبْ لِيْ مِنْ لَّدُنْكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً ۚ اِنَّكَ سَمِيْعُ الدُّعَآءِ ﴿۳۸﴾ فَنَادَتْهُ الْمَلٰٓئِكَةُ وَ هُوَ قَآئِمٌ يُّصَلِّيْ فِي الْمِحْرَابِ ۙ اَنَّ اللّٰهَ يُبَشِّرُكَ بِيَحْيٰى مُصَدِّقًۢا بِكَلِمَةٍ مِّنَ اللّٰهِ وَ سَيِّدًا وَّ حَصُوْرًا وَّ نَبِيًّا مِّنَ الصّٰلِحِيْنَ ﴿۳۹﴾ قَالَ رَبِّ اَنّٰى يَكُوْنُ لِيْ غُلٰمٌ وَّ قَدْ بَلَغَنِيَ الْكِبَرُ وَ امْرَاَتِيْ عَاقِرٌ ؕ قَالَ كَذٰلِكَ اللّٰهُ يَفْعَلُ مَا يَشَآءُ ﴿۴۰﴾ قَالَ رَبِّ اجْعَلْ لِّيْۤ اٰيَةً ؕ قَالَ اٰيَتُكَ اَلَّا تُكَلِّمَ النَّاسَ ثَلٰثَةَ اَيَّامٍ اِلَّا رَمْزًا ؕ وَاذْكُرْ رَّبَّكَ كَثِيْرًا وَّ سَبِّحْ بِالْعَشِيِّ وَ الْاِبْكَارِ ﴿۴۱﴾

যাকারিয়্যা আঃ এর দোয়া

৩৮. যাকারিয়্যা তখন-ই প্রভুর কাছে দোয়া করলো। বললঃ হে রাব্ব! তোমার পক্ষ থেকে আমাকে একটি নেক সন্তান দান করো। নিশ্চয় তুমি দোয়া কবুলকারী।

৩৯. মিহরাবে সালাতরত অবস্থায় ফিরিস্তা তাকে ডেকে বললঃ আল্লাহ আপনাকে সুসংবাদ দিচ্ছেন ইয়াহইয়ার, যিনি হবেন আল্লাহর বাণীর সত্যায়নকারী, নেতা, (নারীর প্রতি) কামনামুক্ত এবং সৎলোকদের দলভুক্ত একজন নবী।

৪০. যাকারিয়্যা বললঃ হে রাব্ব! কি করে আমার সন্তান হবে! আমি তো (১২০ বছরের) বুড়া, আর আমার স্ত্রী (৯৮বছর বয়সী) বন্ধা। (ফিরিস্তা) বললঃ এমনই হবে, আল্লাহ যা ইচ্ছা তাই করতে পারেন।

৪১. যাকারিয়্যা বললঃ হে রাব্ব! আমার জন্য কোনো আলামত ঠিক করে দিন। বললেনঃ তোমার আলামত হচ্ছেঃ তিন দিন মানুষের সাথে (মুখে কোনো) কথা বলবে না। তবে ইঙ্গিতে (বুঝাতে পারবে) আর অধিক পরিমাণে আল্লাহর যিকির (ইবাদাত) করবে এবং সকাল সন্ধ্যা তার মহত্ব বর্ণনা করবে।

জ্ঞাতব্যঃ যিকরঃ যিকর অর্থ স্মরণ, স্মরণিকা, আলোচনা, সমালোচনা, বাণী ইত্যাদি। আমাদের বাংলা সমাজে শব্দটিকে একটু বদলিয়ে বলা হয় যিকির বা জিকির। আল কুরআনের অনেক জায়গায় যিকর বলে আল-কুরআনকে বুঝানো হয়েছে, অনেক জায়গায় সালাতকে যিকর বলা হয়েছে। মোট কথা যিকর শব্দটি আল কুরআনে অনেক অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। যেমনঃ আল-কুরআন, ইবাদাত, সালাত, আলোচনা, সমালোচনা, স্মরণ, জ্ঞান, শারীয়াহ, জীবন-বিধান, উপদেশ ইত্যাদি কল্যাণকর অনেক অর্থে।

কিন্তু আমাদের সমাজের কিছু মানুষ শব্দটিকে বিচ্যুত করে যিকর বলে বুঝিয়ে থাকেনঃ কোনো পীরের বানানো তরিকা অনুযায়ী বিশেষ নিয়মে এবং বিশেষ ভঙ্গিতে কিছু শব্দ জপ করা। তারা শব্দটিকে তার মূলধারা থেকে বিচ্যুত করে অনেকটা ভিন্ন ধারায় নিয়ে যেভাবে আসল অর্থ থেকে অন্য ধারায় প্রবাহিত করছেন এটা অবশ্যই "তাহরীফ" হিসেবে গণ্য হবে।

وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَٰئِكَةُ يَٰمَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَىٰكِ وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفَىٰكِ عَلَىٰ نِسَآءِ الْعَٰلَمِينَ ﴿٤٢﴾

মারইয়াম আঃ

৪২. যখন ফিরিস্তা বললঃ হে মারইয়াম! আল্লাহ আপনাকে (ঈসার মা হবার জন্য/মহিলা নবী হবার জন্য) মনোনীত করেছেন, (কুফর, শিরকসহ সকল প্রকার স্রাব ও অপরিচ্ছন্নতা থেকে) আপনাকে পরিচ্ছন্ন করেছেন, আপনাকে মনোনীত করেছেন বিশ্বের সকল নারীর উপর।

জ্ঞাতব্যঃ আবু-মূসা রাঃ থেকে বর্ণিত, রাসূল সাঃ বলেছেনঃ পুরুষদের মাঝে অনেকে-ই পূর্ণতা পেয়েছে। আর নারীদের মাঝে পূর্ণতা পেয়েছে ইমরানের মেয়ে মারইয়াম এবং ফেরাউনের স্ত্রী আসিয়া। নারীদের উপর আ'ইশার বৈশিষ্ট্য হচ্ছে অন্য খাবারের উপর ছারিদের (মাংসের ঝুলে মিশানো রুটির) বৈশিষ্ট্যের মত। (কুরতুবীঃ মুসলিম)

অন্য একটি হাদীছ আবু-হুরাইরাহ রা. থেকে বর্ণিত হয়েছে, রাসূল সা. বলেছেনঃ সারা বিশ্বের মাঝে শ্রেষ্ট রমণী হলেন চারজনঃ

- ❖ মারইয়াম বিনত ই'মরান,
- ❖ ফেরাউনের স্ত্রী আসিয়া বিনত মাযাহিম,
- ❖ খাদীজাহ বিনত খুওয়াইলিদ, (মুহাম্মাদ সাঃ এর ১ম স্ত্রী)
- ❖ ফাতিমাহ বিনত মুহাম্মাদ।

অন্য একটি বর্ণনায় এসেছেঃ মারইয়ামের পরে জান্নাতী রমণীগণের (২য় ও ৩য় সারির) নেত্রী হচ্ছে ফাতিমাহ ও খাদীজাহ। (কুরতুবী)

ইমাম কুরতুবী বলেছেনঃ অনেকের মতে এখানে পূর্ণতা বলে নবুয়ত বুঝানো হয়েছে। কোনো কোনো উলামা বলেছেন মারইয়াম ও আসিয়া নবী ছিলেন। তবে বিশুদ্ধ মতে মারইয়াম নবী ছিলেন। কারণ তার কাছে আল্লাহর বাণী নিয়ে ফিরিস্তা এসেছেন।

বিঃ দ্রঃ= সাধারণত নবীগণ ৩টি ধাপে কাজ করে থাকেন।
১ম ধাপঃ সরাসরি ফিরিস্তা এসে উনাদের গাইড দেন আর এ গাইড হয় শুধু-ই ইবাদাতের জন্য। অর্থাৎ ফিরিস্তা শুধুই ইবাদাতের আদেশ দেন, দাওয়াতের নয়। আমাদের নবী মুহাম্মাদ সা.ও প্রথমে কিছু দিন এমন ছিলেন।
২য় ধাপঃ তারপর নবীগণকে দাওয়াতের আদেশ দেওয়া হয়। অর্থাৎ ইবাদাত ও দাওয়াত উভয় কাজের দায়িত্ব দেওয়া হয়। যেমন আমাদের নবী সা. মক্কাতে করেছেন।
৩য় ধাপঃ তারপর দ্বীন কায়েমের আদেশ দেওয়া হয়। অর্থাৎ ইবাদাত, দাওয়াত এবং দ্বীন কায়েম তথা জিহাদ,

সামাজিক ন্যায় বিচার, সরকার প্রতিষ্ঠা এবং পরিচালনা। যে কাজটি আমাদের নবী সা. করেছেন মাদানী জীবনে। সে মতে মারইয়াম আ. নবী হলেও তাকে শুধু-ই ইবাদাতের জন্য গাইড দেওয়া হয়েছে। দাওয়াতী কাজের বা সামাজিক কাজের দায়িত্ব দেয়া হয়নি। (সঠিক তথ্য শুধু আল্লাহই জানেন)

يٰمَرْيَمُ اقْنُتِيْ لِرَبِّكِ وَاسْجُدِيْ وَارْكَعِيْ مَعَ الرّٰكِعِيْنَ ﴿٤٣﴾ ذٰلِكَ مِنْ اَنْۢبَآءِ الْغَيْبِ نُوْحِيْهِ اِلَيْكَ ؕ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ اِذْ يُلْقُوْنَ اَقْلَامَهُمْ اَيُّهُمْ يَكْفُلُ مَرْيَمَ ۪ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ اِذْ يَخْتَصِمُوْنَ ﴿٤٤﴾

পানিতে কলম নিক্ষেপ করে মারইয়ামের অভিভাবক নির্ধারণ

৪৩. (ফিরিস্তা বলল) হে মারইয়াম! তোমার প্রভুর জন্য কুনুত করো, সিজদাহ করো এবং রুকু (আনুগত্য) কারীদের সঙ্গী হয়ে রুকু(আনুগত্য) করো।

জ্ঞাতব্যঃ কুনুত অর্থ পূর্ণ অনুগত, একাগ্রতা, দীর্ঘ রুকু সিজদাহ ও কিয়াম, অবনত শীর, অঙ্গপ্রত্যঙ্গের একাগ্রতা, পূর্ণ নীরবতা, ইত্যাদি।

৪৪. (হে নবী!) এসব-ই গাইবের খবর। আমি ওহীর মাধ্যমে তোমাকে জানিয়ে দিচ্ছি। মারইয়ামের অভিভাবকত্ব নিয়ে তারা যখন বিবাদ করছিল এবং (বিবাদ মীমাংসার জন্য) পানিতে কলম নিক্ষেপ করছিল তখন তুমি সেখানে বিদ্যমান ছিলে না।

জ্ঞাতব্যঃ মারইয়ামের পিতা মাসজিদ আল-আক্বসার ইমাম ছিলেন। তিনি ইন্তিকাল করার পর তার মেয়ের অভিভাবক হতে সকলেই আগ্রহী ছিল। তাই অভিভাবক ঠিক করার জন্য তারা এক অভিনব পন্থা গ্রহণ করলঃ সবাই নিজের কলম পানির স্রোতে ছুড়ে মারবে। যার কলম দাড়িয়ে যাবে সেই হবে মারইয়ামের অভিভাবক। এভাবে যাকারিয়্যা আঃ মারইয়ামের অভিভাবক মনোনীত হয়ে ছিলেন।

اِذْ قَالَتِ الْمَلٰٓئِكَةُ يٰمَرْيَمُ اِنَّ اللّٰهَ يُبَشِّرُكِ بِكَلِمَةٍ مِّنْهُ ۖ اسْمُهُ الْمَسِيْحُ عِيْسَى ابْنُ مَرْيَمَ وَجِيْهًا فِي الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ وَمِنَ الْمُقَرَّبِيْنَ ﴿٤٥﴾ وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا وَّمِنَ الصّٰلِحِيْنَ ﴿٤٦﴾ قَالَتْ رَبِّ اَنّٰى يَكُوْنُ لِيْ وَلَدٌ وَّلَمْ يَمْسَسْنِيْ بَشَرٌ ؕ قَالَ كَذٰلِكِ اللّٰهُ يَخْلُقُ مَا يَشَآءُ ؕ اِذَا قَضٰٓى اَمْرًا فَاِنَّمَا يَقُوْلُ لَهٗ كُنْ فَيَكُوْنُ ﴿٤٧﴾ وَيُعَلِّمُهُ الْكِتٰبَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرٰىةَ وَالْاِنْجِيْلَ ﴿٤٨﴾ وَرَسُوْلًا اِلٰى بَنِيْٓ اِسْرَآءِيْلَ اَنِّيْ قَدْ جِئْتُكُمْ بِاٰيَةٍ مِّنْ رَّبِّكُمْ اَنِّيْٓ اَخْلُقُ لَكُمْ مِّنَ الطِّيْنِ كَهَيْـَٔةِ الطَّيْرِ فَاَنْفُخُ فِيْهِ فَيَكُوْنُ طَيْرًا بِاِذْنِ اللّٰهِ ۚ وَاُبْرِئُ الْاَكْمَهَ وَالْاَبْرَصَ وَاُحْيِ الْمَوْتٰى بِاِذْنِ اللّٰهِ ۚ وَاُنَبِّئُكُمْ بِمَا تَاْكُلُوْنَ وَمَا تَدَّخِرُوْنَ ۙ فِيْ بُيُوْتِكُمْ ؕ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيَةً لَّكُمْ اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ ﴿٤٩﴾ وَمُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرٰىةِ وَلِاُحِلَّ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِيْ حُرِّمَ عَلَيْكُمْ وَجِئْتُكُمْ بِاٰيَةٍ مِّنْ رَّبِّكُمْ ۖ فَاتَّقُوا اللّٰهَ وَاَطِيْعُوْنِ ﴿٥٠﴾

إِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ ۗ هَٰذَا صِرَاطٌ مُّسْتَقِيمٌ ﴿٥١﴾ فَلَمَّا أَحَسَّ عِيسَىٰ مِنْهُمُ الْكُفْرَ قَالَ مَنْ أَنصَارِي إِلَى اللَّهِ ۖ قَالَ الْحَوَارِيُّونَ نَحْنُ أَنصَارُ اللَّهِ ۖ آمَنَّا بِاللَّهِ ۖ وَاشْهَدْ بِأَنَّا مُسْلِمُونَ ﴿٥٢﴾

ঈসা আঃ এর জন্ম ও দাওয়াত

৪৫-৪৬. (স্মরণ করো) যখন ফিরিস্তা (জীবরাঈল মারইয়ামকে) বললঃ হে মারইয়াম! আল্লাহ তোমাকে সুসংবাদ দিচ্ছেন "কালিমাতুল্লাহ'র" (মানে এমন এক নেক সন্তানের যাকে "কালিমাতুল্লাহ" বা আল্লাহর মুখপাত্র বলা হবে), যার নাম হবে ঈসা বিন মারইয়াম। সে হবে দুনিয়া ও আখেরাতে সম্মানিত এবং (আল্লাহর) ঘনিষ্ট। সে মায়ের কোলে (তথা নবজাতক অবস্থায়) এবং বৃদ্ধ বয়সে (৪০ উর্দ্ধ বয়সে) মানুষের সাথে কথা বলবে এবং সে হবে একজন সৎ মানুষ।

৪৭. মারইয়াম বললঃ হে রাব্ব! কী করে আমার সন্তান হবে! কোনো পুরুষ তো আমাকে স্পর্শই করেনি! (ফিরিস্তা) বললঃ এমন-ই হয়, আল্লাহ যা ইচ্ছা তাই করতে পারেন। তিনি কোনো সিদ্ধান্ত করলে শুধু বলেন "হও" আর হয়ে যায়। (তাই তোমার সন্তান হবার জন্য পুরুষ সঙ্গীর প্রয়োজন হবে না)

৪৮-৪৯. (তোমার গর্ভ থেকে যে সন্তান জন্ম নেবে স্বয়ং) আল্লাহ তাকে শিক্ষা দিবেন কিতাব (হাতের লেখা), হিকমাহ (শারীয়াহ), তাওরাত ও ইনজীল। আর (তাকে বানাবেন) বনী-ইসরাঈলের রাসূল। (সময় মত ঈসা আঃ'এর জন্ম হলো এবং তিনি এসে মানুষকে বললেন) আমি প্রভুর পক্ষ থেকে অলৌকিক শক্তি নিয়ে এসেছি। আমি মাটি দিয়ে পাখির আকৃতি বানিয়ে ফুঁ দিলে আল্লাহর হুকুমে এটা (জীবন্ত) পাখি হয়ে যাবে। আল্লাহর হুকুমে আমি জন্মান্ধ ও কুষ্ঠ রোগীকে নিরাময় এবং মৃতকে জীবিত করতে পারব। আমি বলতে পারব তোমরা কি খেয়ে এসেছ আর কি ঘরে রেখে এসেছ। এসবই তোমাদের জন্য শিক্ষা যদি তোমরা মুঅমিন হও।

৫০-৫১. (ঈসা আরও বলল) আমি তাওরাতকে সত্যায়ন করছি। (তাওরাতে) তোমাদের (জন্য) হারাম (ছিল এমন) কিছু খাদ্যকে আমি তোমাদের জন্য হালাল করে দিচ্ছি। আমি আল্লাহর (পক্ষ থেকে নতুন) বিধান নিয়ে এসেছি। তোমরা আল্লাহর তাকওয়া অর্জন করো আর (পাপিষ্ঠ নেতাদের বাদ দিয়ে) আমার আনুগত্য করো। আল্লাহ হলেন আমার এবং তোমাদের সকলের প্রভু। তাই ইবাদাত করো শুধু-ই তাঁর। আর এটা-ই সীরাত মুস্তাক্বীম তথা সোজা পথ । (এক আল্লাহর প্রভুত্ব, কর্তৃত্ব ও সার্বভৌমত্ব মেনে নিয়ে বাস্তব জীবনের সকল ক্ষেত্রে এবং সকল বিষয়ে আল্লাহর বিধিবিধান মেনে চলার নাম আল্লাহর ইবাদাত করা।)

৫২. (তাসত্তেও ইয়াহুদ জাতি তাকে মেনে নেয়নি। বরং তারা তাকে হত্যা করার সিদ্ধান্ত নিল) তাদের কুফর (হত্যা ষড়যন্ত্র) অনুভব করে ঈসা বললঃ কে আল্লাহর পথে আমাকে সাহায্য করবে ? হাওয়ারীগণ বললঃ আমরা আল্লাহর (জন্য আপনার) সাহায্যকারী হব। আমরা ঈমান এনেছি। আপনি সাক্ষীঃ আমরা মুসলিম।

জ্ঞাতব্যঃ ইয়াহুদ আলিমগণ দলে দলে বিভক্ত হয়ে গিয়েছিল। প্রতিটি দলই নবীর আদর্শের সাথে নিজেদের মতাদর্শ মিশিয়ে মিশ্র পথ বানিয়ে ছিল। এমতাবস্থায় ঈসা আঃ আগমন করলেন। ইয়াহুদ আলিমগণ দলবাজির উর্ধ্বে উঠে

ঈসা আঃকে মেনে নিতে পারেনি। তারা ঈসা আঃ এর বিরুদ্ধে নিন্দাবাদ করেছে। তাকে সমাজে হেও করার জন্য ব্যক্তিগত আক্রমণ করেছে, জারজ বলেছে। তাসত্তেও ঈসা আঃএর উত্থান ঠেকাতে না পেরে তাকে হত্যার জন্য প্রায় ৪হাজার অনুসারী নিয়ে তার বাড়ী অবরোধ করেছে এবং ঘর থেকে বের হলেই শূলীতে চড়ানোর জন্য বিরাট মঞ্চ তৈরি করেছে। তিনি সাহায্যের আবেদন জানালে হাওয়ারীগণ এগিয়ে আসে এবং তাঁর ঘরে অবস্থান নেয়। ঈসা আঃ এর হাওয়ারী (সঙ্গী) ছিল ১২ জন।

رَبَّنَآ اٰمَنَّا بِمَآ اَنْزَلْتَ وَ اتَّبَعْنَا الرَّسُوْلَ فَاكْتُبْنَا مَعَ الشّٰهِدِيْنَ ﴿٥٣﴾ وَ مَكَرُوْا وَ مَكَرَ اللّٰهُ ؕ وَ اللّٰهُ خَيْرُ الْمٰكِرِيْنَ ﴿٥٤﴾ اِذْ قَالَ اللّٰهُ يٰعِيْسٰٓى اِنِّيْ مُتَوَفِّيْكَ وَ رَافِعُكَ اِلَيَّ وَ مُطَهِّرُكَ مِنَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَ جَاعِلُ الَّذِيْنَ اتَّبَعُوْكَ فَوْقَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْٓا اِلٰى يَوْمِ الْقِيٰمَةِ ۚ ثُمَّ اِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَاَحْكُمُ بَيْنَكُمْ فِيْمَا كُنْتُمْ فِيْهِ تَخْتَلِفُوْنَ ﴿٥٥﴾

ঈসা আঃ এর আকাশে আরোহণ এবং হাওয়ারীদের অবস্থা

৫৩. (আল্লাহর কাছে প্রার্থণা করে হাওয়ারীগণ বলেছে) হে রাব্ব! তুমি যা নাযিল করেছ আমরা সব মেনে নিয়েছি, আমরা তোমার প্রেরিত রাসূলের অনুকরণ করছি। সুতরাং সাক্ষ্যদাতাদের (মুঅমিনদের) তালিকায় আমাদের নাম লিখে নাও।

৫৪. তারা (ঈসা আঃকে হত্যার) ষড়যন্ত্র করেছে আর আল্লাহ (তাকে রক্ষার) কৌশল করেছেন। আল্লাহই সর্বোত্তম কৌশলী।

৫৫. আল্লাহ বললেনঃ ঈসা! তোমার মৃত্যু আমার হাতে (আমি না মারলে কেউ তোমাকে মারতে পারবে না।) আমি কাফিরদের থেকে তোমাকে রক্ষা করব এবং তোমাকে আমার কাছে উঠিয়ে নেব আর যারা তোমার সাথে কুফর করছে তাদের (তথা ইয়াহুদীদের) উপর কিয়ামত পর্যন্ত তোমার অনুকরণকারীদের প্রাধান্য বজায় রাখব। তারপর তারা সবাই আমার কাছে ফিরে আসবে, আমি-ই ফয়সালা করব তাদের বিরোধপূর্ণ সকল বিষয়ে।

জ্ঞাতব্যঃ ঈসা আঃ এর বয়স তখন ৩৩ বছর। এক রাতে ৪ হাজার ইয়াহুদ তার ঘর অবরোধ করলো। ঘরে তখন ১২ জন হাওয়ারী, ঈসা আঃ নিজে এবং মা মারইয়াম আঃ।

ঈসা আঃ গোসল করে আসলেন। তার চুল থেকে পানি পড়ছিল। তিনি হাওয়ারীগণের সামনে বক্তব্য রাখলেন এবং তাঁর স্থলাবিষিক্ত হয়ে মৃত্যুর জন্য উদ্বুদ্ধ করলেন। এক হাওয়ারী ঈসা সেজে বাইরে যেতে রাজি হলো। তাকে ঈসা আঃ এর জুব্বা, পাগড়ী ও লাঠি দিয়ে সাজানো হলো। তার মুখমন্ডল ঈসা আঃ এর মত হয়ে গেল। তিনি বাইরে গেলে ইয়াহুদ তাকে ঈসা মনে করে শূলেতে চড়ালো।

ঈসা আঃ একটি সবুজ রোমাল বিছিয়ে তাতে বসে পড়লেন। রুমাল তাকে নিয়ে আকাশে উড়ে গেল। হাওয়ারীগণ বিষয়টি দেখে অবিভূত হয়ে পড়লো এবং আল্লাহর কুদরতকে নিজেদের জ্ঞান দিয়ে বিশ্লেষণের চেষ্টা করলো। তারা ভাবলোঃ কোনো মানুষের পক্ষে এমন করা সম্ভব নয়। তাই তারা ভাবতে লাগলো তিনি মানুষ ছিলেন না। তিনি ছিলেন স্বয়ং খোদা বা খোদার ছেলে। তবে ৪ জন হাওয়ারী ঈসা আঃকে খোদা মানতে রাজি হলো না। তারা বললঃ তিনি খোদা বা খোদার ছেলে নয়। তিনি আল্লাহর বান্দা ও রাসূল।

যে ৪ জন ঈসা আঃকে আল্লাহর বান্দা ও রাসূল বলেছিলেন, বাকি ৭ জন মিলে তাদেরকে হত্যা করলো। তারা মনে করলো এরা খোদা ও খোদার ছেলের মানহানী করছে। (বিস্তারিত জানতে তাফসীর কুরতুবী দেখে নিন)

فَاَمَّا الَّذِيْنَ كَفَرُوْا فَاُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيْدًا فِي الدُّنْيَا وَ الْاٰخِرَةِ وَ مَا لَهُمْ مِّنْ نّٰصِرِيْنَ ﴿٥٦﴾ وَ اَمَّا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَ عَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ فَيُوَفِّيْهِمْ اُجُوْرَهُمْ ؕ وَاللّٰهُ لَا يُحِبُّ الظّٰلِمِيْنَ ﴿٥٧﴾ ذٰلِكَ نَتْلُوْهُ عَلَيْكَ مِنَ الْاٰيٰتِ وَ الذِّكْرِ الْحَكِيْمِ ﴿٥٨﴾

কুফরের পরিণাম

৫৬-৫৭. সুতরাং যারা কুফর করবে, আমি দুনিয়া ও আখেরাতে তাদের কঠিন সাজা দেব, তাদের কোনো সাহায্য করা হবে না। আর যারা ঈমান আনবে এবং (ঈমানের সহিত) সৎকাজ করবে, তাদের দেব পরিপূর্ণ প্রতিদান। আল্লাহ জালিমদের পছন্দ করেন না।

৫৮. এসব হলো আমার আয়াত ও জ্ঞানগর্ভ বর্ণনা, আমরা তোমার কাছে এসব পাঠ করছি।

ঈমান ও আক্বীদাহঃ কুফর অর্থ গোপন করা, অবিশ্বাস করা, অস্বীকার করা, অমান্য করা, অবজ্ঞা করা, ইত্যাদি। আল্লাহর দেওয়া কোনো তথ্য গোপন করা বা অবিশ্বাস করা অথবা আল্লাহর বিধান মানতে অস্বীকার বা অমান্য করা অথবা আল্লাহর কোনো বিধানকে অবজ্ঞা বা অবহেলা করা কুফর। আল্লাহর কোনো বিধান নিয়ে ঠাট্টা মশকারা করা এবং যাদু করাও কুফর।

কোনো মুসলিম যদি যে কোনো ভাবে কুফরে জড়িয়ে পড়ে তবে তার ঈমান বিনষ্ট হয়ে সকল আ'মাল ও ইবাদত নিস্ফল ও বরবাদ হয়ে যায় এবং সে হয়ে যায় চির জাহান্নামী মুনাফিক। এমন মানুষ মারা গেলে তাদের জানাযা পড়া বা তাদের জন্য দোয়া করাও নিষিদ্ধ। (দেখুন সূরাহ তাওবাহঃ ৮৪)

اِنَّ مَثَلَ عِيْسٰى عِنْدَ اللّٰهِ كَمَثَلِ اٰدَمَ ؕ خَلَقَهٗ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ قَالَ لَهٗ كُنْ فَيَكُوْنُ ﴿٥٩﴾ اَلْحَقُّ مِنْ رَّبِّكَ فَلَا تَكُنْ مِّنَ الْمُمْتَرِيْنَ ﴿٦٠﴾

সঠিক বিধান ও সঠিক তথ্য

৫৯. আল্লাহর কাছে ঈসার উপমা আদমের মত। আদমকে মাটি দিয়ে বানিয়ে আল্লাহ বললেনঃ (জীবন্ত মানুষ) "হয়ে যাও" আর হয়ে গেল।

জ্ঞাতব্যঃ আদমকে সৃষ্টি করতে যেমন নারী-পুরুষের মিলনের প্রয়োজন হয়নি ঠিক তেমনি ঈসাকে সৃষ্টি করতেও নারী-পুরুষের মিলনের প্রয়োজন পড়েনি বরং উভয়জনকে সৃষ্টি করতেই শুধু "হয়ে যাও" শব্দ ব্যাবহার করা হয়েছে।

৬০. সঠিক (এটা-ই যা) তোমার প্রভু থেকে আসে। এতে যারা সন্দেহ করে তুমি তাদের দলভুক্ত হইও না।

ঈমান ও আক্বীদাহঃ আল্লাহ প্রদত্ব তথ্য-ই সঠিক তথ্য এবং আল্লাহর বিধান-ই একমাত্র সঠিক বিধান। আল্লাহর বিধানের বিপরীতে যা আছে সব বিভ্রান্তি। আল্লাহর বিধানের সত্যতা নিয়ে সন্দেহ করা কুফর। কোনো মুসলিম এমন কুফর করলে মুনাফিক হয়ে যাবে।

فَمَنْ حَآجَّكَ فِيْهِ مِنْۢ بَعْدِ مَا جَآءَكَ مِنَ الْعِلْمِ فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ اَبْنَآءَنَا وَ اَبْنَآءَكُمْ وَ نِسَآءَنَا وَ نِسَآءَكُمْ وَ اَنْفُسَنَا وَ اَنْفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَّعْنَتَ اللّٰهِ عَلَى الْكٰذِبِيْنَ ﴿٦١﴾ اِنَّ هٰذَا لَهُوَ الْقَصَصُ الْحَقُّ ۚ وَ مَا مِنْ اِلٰهٍ اِلَّا اللّٰهُ ؕ وَ اِنَّ اللّٰهَ لَهُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ﴿٦٢﴾ فَاِنْ تَوَلَّوْا فَاِنَّ اللّٰهَ عَلِيْمٌۢ بِالْمُفْسِدِيْنَ ﴿٦٣﴾

মুবাহালাহঃ ইসলামী শারীয়াহর এক অপূর্ব সমাধান

পটভূমিঃ নাজরান (শামদেশ) থেকে একদল খৃষ্টান রাসূল সাঃ এর কাছে এসেছিল। তারা কয়েকদিন রাসূল সাঃ এর কাছে অবস্থান করে নানা বিষয়ে আলোচনা করেছিল। ঈসা আঃ আল্লাহর বান্দা, না ছেলে? এ বিষয়ে তারা নবী সাঃ এর সাথে বিবাদে লিপ্ত হলো। বিষয়টির প্রতি ইঙ্গিত করে নাযিল হলো...

৬১. তোমার কাছে সঠিক জ্ঞান (তথা আল-কুরআন) আসা সত্ত্বেও (এ কিতাবের বিধান মানা নিয়ে) কেউ যদি তোমার সাথে বিবাদে লিপ্ত হয় তবে (তাদেরকে) বলো! আসো! আমাদের সন্তান ও তোমাদের সন্তান, আমাদের স্ত্রীগণ ও তোমাদের স্ত্রীগণ, আমরা নিজেরা ও তোমরা নিজেরা, সবাই একত্রিত হয়ে "মুবাহালাহ" করি তথা মিথ্যুকদের উপর আল্লাহর লা'নত (বর্ষণ করি।)

৬২. নিশ্চয় এসব-ই সত্য ঘটনা। আর কোনো ইলাহ নেই আল্লাহ ছাড়া। নিশ্চয় আল্লাহ মহা-প্রতাপশালী, প্রজ্ঞাময়।

৬৩. তারা যদি (মুবাহালাহ থেকে) বিরত থাকে তবে (মনে করবে তারাই ফাসাদকারী।) ফাসাদকারীদের ব্যাপারে আল্লাহ খুব অবগত।

জ্ঞাতব্যঃ এমনভাবে লা'নত করাকে মুবাহালাহ বলা হয়। আগেকার যমানায় কোনো বিষয়ে সত্য মিথ্যা নির্ণয় করতে না পারলে এভাবে মুবাহালাহ করা হত। রাসূল সাঃ মুবাহালাহর আহ্বান জানালে খৃষ্টানরা পিছু হটে। তারা মুবাহালাহ না করে ইসলামী সরকারের প্রাধান্য মেনে নেয় এবং জিযিয়ার (নিরাপত্তা টেক্সের) বিনিময়ে শান্তি চুক্তি সম্পাদন করে। (বিস্তারিত জানতে কুরতুবী দেখে নিন)

قُلْ يٰۤاَهْلَ الْكِتٰبِ تَعَالَوْا اِلٰى كَلِمَةٍ سَوَآءٍ بَيْنَنَا وَ بَيْنَكُمْ اَلَّا نَعْبُدَ اِلَّا اللّٰهَ وَ لَا نُشْرِكَ بِهٖ شَيْـًٔا وَّ لَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا اَرْبَابًا مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ ؕ فَاِنْ تَوَلَّوْا فَقُوْلُوا اشْهَدُوْا بِاَنَّا مُسْلِمُوْنَ ﴿٦٤﴾ يٰۤاَهْلَ الْكِتٰبِ لِمَ تُحَآجُّوْنَ فِيْۤ اِبْرٰهِيْمَ وَ مَاۤ اُنْزِلَتِ التَّوْرٰىةُ وَ الْاِنْجِيْلُ اِلَّا مِنْۢ بَعْدِهٖ ؕ اَفَلَا تَعْقِلُوْنَ ﴿٦٥﴾ هٰۤاَنْتُمْ هٰۤؤُلَآءِ حَاجَجْتُمْ فِيْمَا لَكُمْ بِهٖ عِلْمٌ فَلِمَ تُحَآجُّوْنَ فِيْمَا لَيْسَ لَكُمْ بِهٖ عِلْمٌ ؕ وَ اللّٰهُ يَعْلَمُ وَ اَنْتُمْ لَا تَعْلَمُوْنَ ﴿٦٦﴾

ঐক্যের ডাক ও ইবরাহীমী আদর্শ

৬৪. বলো! হে আহলে কিতাব! এসো! এসব বিষয়ে (ঐক্যবদ্ধ হই) যা আমাদের ও তোমাদের কাছে সমান। (আর তা হলো..)

- ❖ আমরা আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো ইবাদাত করব না,
- ❖ আল্লাহর সাথে শিরক করব না,
- ❖ আল্লাহকে ছেড়ে একে অপরকে রাব্ব (বিধানদাতা) হিসেবে মেনে নেব না।

তারা যদি (উল্লেখিত নীতিমালা উপর ঐক্যের আহ্বান) প্রত্যাখ্যান করে তবে বলে দাওঃ তোমরা সাক্ষী থাকোঃ আমরা মুসলিম (আল্লাহর বিধানের কাছে আত্মসমর্পণকারী।)

৬৫. (ইয়াহুদ বলত "ইবরাহীম আঃ ইয়াহুদ ছিলেন আর খ্রিষ্টানরা বলত ইবরাহীম আঃ খ্রিষ্টান ছিলেন। তাদের এসব অহেতুক দাবীকে খন্ডন করে নাযিল হলো) হে আহলে কিতাব! তোমরা ইবরাহীমকে নিয়ে কেন বিবাদ করছ? (ইবরাহীম কি করে ইয়াহুদ বা খ্রিষ্টান হবে?) তাওরাত ও ইনজিল তো তার পরে নাযিল হয়েছে। তোমরা কি কিছু-ই বুঝ না?

৬৬. তোমরা যা জানো তা নিয়ে তর্ক করতে পার, কিন্তু যা জানো না তা নিয়ে কেন তর্ক করছ? (আসল ব্যাপার) আল্লাহ জানেন, তোমরা জানো না।

مَا كَانَ اِبْرٰهِيْمُ يَهُوْدِيًّا وَّ لَا نَصْرَانِيًّا وَّ لٰكِنْ كَانَ حَنِيْفًا مُّسْلِمًا ؕ وَ مَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ ﴿٦٧﴾

اِنَّ اَوْلَى النَّاسِ بِاِبْرٰهِيْمَ لَلَّذِيْنَ اتَّبَعُوْهُ وَ هٰذَا النَّبِيُّ وَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا ؕ وَ اللّٰهُ وَلِيُّ الْمُؤْمِنِيْنَ ﴿٦٨﴾

ইবরাহীম আঃ এর আদর্শ হলো হানীফ পদ্ধতিতে ইসলাম পালন

৬৭. ইবরাহীম ইয়াহুদ ছিল না, খৃষ্টানও ছিল না। সে ছিল হানীফ (পদ্ধতিতে ইসলাম মেনে চলা একজন পরিপূর্ণ) মুসলিম। সে (তোমাদের মত) মুশরিক ছিল না।

জ্ঞাতব্যঃ সকল মত ও পথ, সকল নীতি আদর্শ ও দর্শন বাদ দিয়ে এককভাবে আল্লাহর বিধান মেনে চলার নাম "হানীফ" পদ্ধতিতে ইসলাম পালন।

৬৮. ইবরাহীমের নিকটতম মানুষ হলো তারা (তার জীবদ্দশায়) যারা তাকে অনুকরণ করেছে, এই নবী (মুহাম্মাদ) আর মুমিনগণ। আল্লাহ হলেন মুমিনদের ওয়ালী।

জ্ঞাতব্যঃ ওয়ালী অর্থ অভিভাবক, মিত্র, আপনজন, ইত্যাদি। এ সম্পর্কে জানতে সূরাহ বাকারার ১০৭ তম আয়াত দেখে নিন।

وَدَّتْ طَّآئِفَةٌ مِّنْ اَهْلِ الْكِتٰبِ لَوْ يُضِلُّوْنَكُمْ ؕ وَ مَا يُضِلُّوْنَ اِلَّاۤ اَنْفُسَهُمْ وَ مَا يَشْعُرُوْنَ ﴿٦٩﴾ يٰۤاَهْلَ الْكِتٰبِ لِمَ تَكْفُرُوْنَ بِاٰيٰتِ اللّٰهِ وَ اَنْتُمْ تَشْهَدُوْنَ ﴿٧٠﴾ يٰۤاَهْلَ الْكِتٰبِ لِمَ تَلْبِسُوْنَ الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَ تَكْتُمُوْنَ الْحَقَّ وَ اَنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ ﴿٧١﴾

ইয়াহুদ ও খৃস্টানরা কি চায়..?

৬৯. (হে মুসলিমগণ! সাবধান থেকো। কারণ) আহলে কিতাবের বেশকিছু মানুষ একান্তভাবে চায় তোমাদেরকে বিভ্রান্ত করতে। আসলে (এমন করে) তারা নিজেদের বিভ্রান্তি-ই বাড়াচ্ছে। কিন্তু এ অনুভুতিও তাদের নেই।

৭০. হে আহলে কিতাব! কেন আল্লাহর আয়াতের (কিতাবের বিধানের) সাথে কুফর করছো? অথচ তোমরা সাক্ষী (যে এটা-ই সঠিক।)

৭১. হে আহলে কিতাব! তোমরা কেন হক আর বাতিলকে (তথা ইসলাম আর কুফরকে) একত্রে মিশ্রিত করে ফেলছ, কেন সঠিক (তথ্য) গোপন করছ? অথচ তোমরা জানো (যে এমন করা কুফর)

وَ قَالَتْ طَّآىِٕفَةٌ مِّنْ اَهْلِ الْكِتٰبِ اٰمِنُوْا بِالَّذِيْٓ اُنْزِلَ عَلَى الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَجْهَ النَّهَارِ وَ اكْفُرُوْٓا اٰخِرَهٗ لَعَلَّهُمْ
يَرْجِعُوْنَ ﴿٧٢﴾ وَلَا تُؤْمِنُوْٓا اِلَّا لِمَنْ تَبِعَ دِيْنَكُمْ ؕ قُلْ اِنَّ الْهُدٰى هُدَى اللّٰهِ ۙ اَنْ يُّؤْتٰٓى اَحَدٌ مِّثْلَ مَآ اُوْتِيْتُمْ
اَوْ يُحَآجُّوْكُمْ عِنْدَ رَبِّكُمْ ؕ قُلْ اِنَّ الْفَضْلَ بِيَدِ اللّٰهِ ۚ يُؤْتِيْهِ مَنْ يَّشَآءُ ؕ وَ اللّٰهُ وَاسِعٌ عَلِيْمٌ ﴿٧٣﴾

ইয়াহুদ আলিমদের দলাদলি ও চক্রান্ত

৭২. আহলে কিতাবের একদল (উলামা জনতাকে) বলেঃ মুঅমিনদের উপর নাযিলকৃত বিষয়ে তোমরা সকালে ঈমান আনবে আর বিকেলে কুফর করবে, এমন করলে (তোমাদের দেখাদেখি) তারাও (ইসলাম থেকে) ফিরে আসবে।

৭৩. (তারা আরও বলে) আর তোমাদের সমমনা (দলীয়) লোক ছাড়া অন্য কাউকে বিশ্বাস করবে না। (হে নবী) তুমি (তাদেরকে) বলে দাওঃ আল্লাহর পথ-ই আসল পথ। (তারা জনতাকে বলেঃ আমাদের মসলক বা মিনহাজ ছাড়া অন্যদের কথা যদি সঠিক হিসেবে মেনে নাও তবে এর অর্থ দাঁড়াবে) তোমাদেরকে যা দেওয়া হয়েছে অন্যদেরও এটা দেওয়া হয়েছে (বলে মেনে নেয়া।) আর তা না হলেও তারা প্রভুর সামনে (কিয়ামতে) তোমাদের বিরুদ্ধে দলীল পেয়ে যাবে। বলে দাওঃ সকল অনুগ্রহ আল্লাহর হাতে। তিনি যাকে খুশী (তাঁর অনুগ্রহ) দান করেন। আল্লাহ সর্ব-ঊদার, মহাজ্ঞানী।

জ্ঞাতব্যঃ ইয়াহুদ আলিমরা নানা দলে বিভক্ত হয়ে গিয়েছিল। সকল দলের আলিমরা-ই জনতাকে বলতঃ "আমরা-ই সঠিক, আমরা ছাড়া বাকি সব বিভ্রান্ত"। তারা আরও বলতঃ আমাদের দলীয় আলিম ছাড়া অন্যকোনো আলিমের কথা শোনবে না এবং তাদের বিশ্বাস করবে না। এর কারণ হিসেবে তারা বলতঃ অন্য আলিমদের কথা মেনে নিলে বা বিশ্বাস করলে তাদেরকেও সঠিক হিসেবে মেনে নেওয়া হবে। তখন "শুধু আমরাই সঠিক" এ কথার গ্রহণযোগ্যতা থাকবে না।

অত্যান্ত দুঃখের সাথে বলতে হচ্ছেঃ আজকাল আমাদের সমাজের কিছু আলিমও ইয়াহুদী আলিমদের মত হয়ে গেছেন। তারাও জনতাকে এমন কথা-ই বলছেন, এমন কথা-ই বুঝাচ্ছেন। তাই হেদায়াত পেতে হলে এবং হেদায়াতের পথে থাকতে হলে দলবাজি এবং দলবাজদের থেকে সাবধান হতে হবে। কারণ যারা দ্বীন নিয়ে দলাদলি করে এবং নানা দলে বিভক্ত হয়ে যায় রাসূল সা:এর সাথে তাদের সম্পর্ক নষ্ট হয়ে যায়। (দেখুন সূরাহ আনয়া'মঃ ১৫৯)

يَّخْتَصُّ بِرَحْمَتِهٖ مَنْ يَّشَآءُ ؕ وَ اللّٰهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيْمِ ﴿٧٤﴾ وَ مِنْ اَهْلِ الْكِتٰبِ مَنْ اِنْ تَاْمَنْهُ
بِقِنْطَارٍ يُّؤَدِّهٖۤ اِلَيْكَ ۚ وَ مِنْهُمْ مَّنْ اِنْ تَاْمَنْهُ بِدِيْنَارٍ لَّا يُؤَدِّهٖۤ اِلَيْكَ اِلَّا مَا دُمْتَ عَلَيْهِ قَآئِمًا ؕ ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ
قَالُوْا لَيْسَ عَلَيْنَا فِى الْاُمِّيّٖنَ سَبِيْلٌ ۚ وَ يَقُوْلُوْنَ عَلَى اللّٰهِ الْكَذِبَ وَ هُمْ يَعْلَمُوْنَ ﴿٧٥﴾

আল্লাহর মনোনয়ন ও পাপপুণ্য নির্ধারণ

৭৪. (দ্বীন, হেদায়াত, রহমত ও নবুয়তের জন্য) আল্লাহ যাকে ইচ্ছা মনোনীত করেন আপন করুণায়। আর আল্লাহ হলেন মহা-অনুগ্রহশীল। (তাই নবী মনোনয়নের ব্যাপারে অন্য কারো হাত নেই।)

৭৫. (তবে তাদের সবাই খারাপ নয়) আহলে কিতাবে এমন মানুষও বিদ্যমান আছে যার কাছে অনেক সম্পদ আমানত রাখলেও তোমাকে ফিরিয়ে দেবে, আবার এমন মানুষও বিদ্যমান আছে; যাদের কাছে এক দিনার আমানত রাখলেও সহজে ফেরত দেবে না, এজন্য তোমাকে লেগে থাকতে হবে। কারণ উম্মীদের (তথা আরবদের সম্পদ আত্মস্যাতকে) তারা পাপ মনে করে না। (তারা মনে করে আল্লাহ আরবদের সম্পদ তাদের জন্য হালাল করে দিয়েছেন। আর এসব হলো আল্লাহর উপর মিথ্যাচার।) তারা জেনে বুঝে আল্লাহর উপর মিথ্যাচার করে।

ঈমান ও আক্বীদাহঃ পাপপুণ্য নির্ধারনের একমাত্র মালিক আল্লাহ। আল্লাহর নীতির বাইরে গিয়ে নিজের মন মত পাপপুণ্য নির্ধারণ করা আল্লাহর উপর মিথ্যাচারের শামিল এবং এটা সুস্পষ্ট কুফর। কোনো মুসলিম এমন করলে তার ঈমান বিনষ্ট হয়ে সকল আ'মাল নিষ্ফল ও বরবাদ হয়ে যায়।

بَلٰى مَنْ اَوْفٰى بِعَهْدِهٖ وَ اتَّقٰى فَاِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِيْنَ ﴿٧٦﴾ اِنَّ الَّذِيْنَ يَشْتَرُوْنَ بِعَهْدِ اللّٰهِ وَ اَيْمَانِهِمْ
ثَمَنًا قَلِيْلًا اُولٰٓئِكَ لَا خَلَاقَ لَهُمْ فِى الْاٰخِرَةِ وَ لَا يُكَلِّمُهُمُ اللّٰهُ وَ لَا يَنْظُرُ اِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ وَ لَا يُزَكِّيْهِمْ ۪
وَ لَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ ﴿٧٧﴾

আল্লাহর সাথে কৃত অঙ্গীকার

৭৬. তবে হ্যাঁ! যে ব্যক্তি আল্লাহর সাথে কৃত অঙ্গীকার পূর্ণ করলো এবং আল্লাহর তাকওয়া অর্জন করলো, (সে জেনে রাখুক) আল্লাহ মুত্তাক্বীদের ভালবাসেন।

জ্ঞাতব্যঃ তাক্বওয়া অর্থ বেঁচে থাকা। আল্লাহর ভয়ে কুফর, শিরক ও পাপাচার থেকে বেঁচে থাকাকে তাকওয়া বলে। আর যে ব্যক্তি তাকওয়া অর্জন করলো সে হয় মুত্তাক্বী।

৭৭. আর যারা সামান্য (দুনিয়ার) বিনিময়ে আল্লাহর সাথে কৃত অঙ্গীকার ভঙ্গ করলো, আখেরাতে তাদের জন্য কিছু-ই থাকবে না। আল্লাহ তাদের সাথে কথা বলবেন না, তাদের দিকে ফিরেও তাকাবেন না, তাদের তাযকিয়্যাহ (পাপ মুক্ত) করবেন না। তাদের তরে কঠিন আযাব।

জ্ঞাতব্যঃ আবু-হুরাইরাহ রাঃ থেকে বর্ণিত, রাসূল সাঃ বলেছেনঃ পরকালে তিন ধরণের মানুষের সাথে আল্লাহ কথা বলবেন না, তাদের তাযকিয়্যাহ (পাপমুক্ত) করবেন না। তাদের তরে কঠিন আযাব।

- 'বৃদ্ধ যিনাকারী
- মিথ্যুক শাসক
- দাম্ভিক ভিক্ষুক। (মুসলিম) (তাযকিয়্যাহ সম্পর্কে জানতে দেখুন সূরাহ বাক্বারাহঃ ১২৯)

وَ اِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيْقًا يَّلْوٗنَ اَلْسِنَتَهُمْ بِالْكِتٰبِ لِتَحْسَبُوْهُ مِنَ الْكِتٰبِ وَ مَا هُوَ مِنَ الْكِتٰبِ ۚ وَ يَقُوْلُوْنَ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ وَ مَا هُوَ مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ ۚ وَ يَقُوْلُوْنَ عَلَى اللّٰهِ الْكَذِبَ وَ هُمْ يَعْلَمُوْنَ ﴿٧٨﴾

আল্লাহর কিতাবে যবান ঢুকিয়ে দেয়া

৭৮. তাদের কিছু মানুষ (আল্লাহর) কিতাবে নিজেদের যবান ঢুকিয়ে (আল্লাহর কথার সাথে নিজের কথা যুক্ত করে) দেয়, যেন মানুষ এটাকেও আল্লাহর কিতাব মনে করে, অথচ এটা আল্লাহর কিতাব নয়। তারা (আল্লাহর কিতাবের সাথে তাদের মতাদর্শ মিশিয়ে) বলে এটাও আল্লাহ থেকে, অথচ এটা আল্লাহ থেকে নয়। তারা জেনে বুঝে আল্লাহর উপর মিথ্যাচার করে।

ঈমান ও আক্বীদাহঃ আল্লাহ যা বলেননি এমন কথাকে আল্লাহর কথা হিসেবে চালিয়ে দেওয়া আল্লাহর উপর মিথ্যাচার। আল্লাহর উপর মিথ্যাচার করা কুফর। যেকোনো ভাবে নিজের মতামত বা দলীয় মতামতকে আল্লাহর কথা বা রাসূলের কথা বলে অপপ্রচার করা আল্লাহ ও রাসূলের উপর মিথ্যাচারের শামিল। তখন এমন কাজ করত একদল ইয়াহুদ উলামা আর এখন এক-ই কাজ করে যাচ্ছেন আমাদের কিছু আলিম উলামা। যেমনঃ

কুরআনের কোনো শব্দের বা বাক্যের একাধিক অর্থ থাকলে প্রথমে দেখতে হবে আল্লাহ বা রাসূল থেকে কোনো বিশ্লেষণ পাওয়া যায় কি না ?

আল্লাহ বা রাসূল থেকে পরিষ্কারভাবে কোনো অর্থ পাওয়া গেলে এটাকে-ই নির্ধারণ করে নিতে হবে। আর না পাওয়া গেলে কোনো ইমামের বা আলিমের করা অর্থ মেনে নেয়াও দোষের নয় যদি এর পক্ষে নির্ভরযোগ্য দলীল থাকে।

তবে এমন অবস্থায় কেউ যদি এক অর্থকে নির্দিষ্ট করে ফেলে এবং বলে "আল্লাহ এটা-ই বলেছেন" অথবা বলেঃ "এটা-ই আল্লাহর কথা আর বাকি সব বিভ্রান্তি" তবে ওই ব্যক্তি নিজের বা দলীয় লোকদের কথাকে আল্লাহর কথা হিসেবে চালিয়ে দিল। আর এমন করাকে বলা হয় "আল্লাহর কালামে যবান ঢুকিয়ে দেয়া" যা আল্লাহর উপর মিথ্যাচারের শামিল। যারা এমন করে তারা আল্লাহর পথ থেকে বিভ্রান্ত হয়ে যায়, তাদের ঈমান বিনষ্ট হয়ে সকল আ'মাল বরবাদ হয়ে যায়।

مَا كَانَ لِبَشَرٍ اَنْ يُّؤْتِيَهُ اللّٰهُ الْكِتٰبَ وَ الْحُكْمَ وَ النُّبُوَّةَ ثُمَّ يَقُوْلَ لِلنَّاسِ كُوْنُوْا عِبَادًا لِّيْ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ وَ لٰكِنْ كُوْنُوْا رَبّٰنِيّٖنَ بِمَا كُنْتُمْ تُعَلِّمُوْنَ الْكِتٰبَ وَ بِمَا كُنْتُمْ تَدْرُسُوْنَ ﴿٧٩﴾ وَ لَا يَاْمُرَكُمْ اَنْ تَتَّخِذُوا الْمَلٰٓئِكَةَ وَ النَّبِيّٖنَ اَرْبَابًا ؕ اَيَاْمُرُكُمْ بِالْكُفْرِ بَعْدَ اِذْ اَنْتُمْ مُّسْلِمُوْنَ ﴿٨٠﴾ وَ اِذْ اَخَذَ اللّٰهُ مِيْثَاقَ النَّبِيّٖنَ لَمَآ اٰتَيْتُكُمْ مِّنْ كِتٰبٍ وَّ حِكْمَةٍ ثُمَّ جَآءَكُمْ رَسُوْلٌ مُّصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهٖ وَ لَتَنْصُرُنَّهٗ ؕ قَالَ ءَاَقْرَرْتُمْ وَ اَخَذْتُمْ عَلٰى ذٰلِكُمْ اِصْرِيْ ؕ قَالُوْٓا اَقْرَرْنَا ؕ قَالَ فَاشْهَدُوْا وَ اَنَا مَعَكُمْ مِّنَ الشّٰهِدِيْنَ ﴿٨١﴾

আল্লাহর কিতাব অধ্যয়ন এবং নবীগণের অঙ্গিকার

৭৯-৮০. আল্লাহ কোনো মানুষকে কিতাব, "হুকম" ও নবুয়ত দেওয়ার পর সে বলবে "আল্লাহকে ছেড়ে আমার দাসত্ব করো"! এমন হতে-ই পারে না। বরং (সে বলবে) প্রভু ভক্ত হও, (প্রভুর) কিতাব শিক্ষা করো এবং অধ্যয়ন করো। কোনো নবী কখনো ফিরিস্তা বা নবীকে রাব্ব হিসেবে মেনে নেয়ার জন্য বলতে পারে না। তোমরা মুসলিম হবার পর সে (নবী) কি করে কুফর করার কথা বলবে?

৮১. আল্লাহ যখন নবীদের থেকে অঙ্গীকার নিয়েছেন (বলেছেন হে নবীগণ!) আমি তোমাদেরকে কিতাব ও হিকমাহ (নবুয়ত) দান করার পর যখন তোমাদেরকে সত্যায়নকারী অন্য কোনো রাসূল আসবে তখন তোমরা অবশ্যই তাকে মেনে নেবে এবং সাহায্য করবে। (তারপর) আল্লাহ বললেনঃ তোমরা কী একথা স্বীকার করছ এবং মেনে নিয়েছ? তারা (নবীগণ) বলেছেঃ আমরা স্বীকার করছি। আল্লাহ বলেছেনঃ তোমরা সাক্ষী, আমিও তোমাদের সঙ্গে সাক্ষী হয়ে রইলাম।

فَمَنْ تَوَلّٰى بَعْدَ ذٰلِكَ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْفٰسِقُوْنَ ﴿٨٢﴾ اَفَغَيْرَ دِيْنِ اللّٰهِ يَبْغُوْنَ وَ لَهٗٓ اَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ طَوْعًا وَّ كَرْهًا وَّ اِلَيْهِ يُرْجَعُوْنَ ﴿٨٣﴾

আল্লাহর দ্বীন ছাড়া অন্য কোনো জীবন আদর্শের সন্ধান করাও কুফর

৮২. এতদসত্ত্বেও যারা (আল্লাহর কিতাব ও বিধান থেকে) মুখ ফিরিয়ে নিল তারা অবশ্যই পাপিষ্ঠ।

৮৩. তারা কি আল্লাহর দ্বীন (জীবন আদর্শ) ছাড়া অন্য কোনোকিছুর সন্ধান করে..? অথচ আকাশসমূহের এবং পৃথিবীর সবাই ইচ্ছায় বা অনিচ্ছায় আল্লাহর কাছে আত্মসমর্পণ করে। সবাই তার কাছে-ই ফিরে যাচ্ছে।

ঈমান ও আক্বীদাহঃ আল্লাহর বিধান মেনে নিয়ে সে অনুযায়ী জীবন যাপন করা মানুষের ফরজ দায়িত্ব। ইসলাম ছাড়া অন্য কোনো মতাদর্শ মেনে নেওয়া, গ্রহণ করা, এমনকি গ্রহণের জন্য অনুসন্ধান করাও কুফর।

যারা জীবনের সকল ক্ষেত্রে আল্লাহর বিধান মেনে নেয় না তাদের ঈমান বিনষ্ট হয়ে সকল আ'মাল বরবাদ হয়ে যায়। ইসলামী পরিভাষায় তাদেরকে বলা হয় মুনাফিক। মুনাফিক চির জাহান্নামী। মুনাফিকের জন্য শাফায়াত করতেও কাউকে অনুমতি দেয়া হবে না।

(মুসলিম ৩ প্রকার মুঅমিন, ফাসিক ও মুনাফিক। এদের পরিচয় জানতে দেখুন সূরাহ বাকারাহঃ ৭)

(মুনাফিক সম্পর্কে জানতে দেখুনঃ আমাদের ইসলাম শিক্ষা সিলাবাসের ৪র্থ বই "ঈমানের উপর অবিচল থাকা"এর মুনাফিক অধ্যায়)

قُلْ اٰمَنَّا بِاللّٰهِ وَ مَآ اُنْزِلَ عَلَيْنَا وَ مَآ اُنْزِلَ عَلٰٓى اِبْرٰهِيْمَ وَ اِسْمٰعِيْلَ وَ اِسْحٰقَ وَ يَعْقُوْبَ وَ الْاَسْبَاطِ وَ مَآ اُوْتِيَ مُوْسٰى وَ عِيْسٰى وَ النَّبِيُّوْنَ مِنْ رَّبِّهِمْ ۪ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ اَحَدٍ مِّنْهُمْ وَ نَحْنُ لَهٗ مُسْلِمُوْنَ ﴿٨٤﴾

নবী-রাসূলগণের উপর ঈমানের নমুনা

৮৪. বলো! আমরা ঈমান এনেছি আল্লাহর উপর আর যা নাযিল হয়েছে আমাদের প্রতি এবং যা নাযিল হয়েছে ইবরাহীম, ইসমাঈল, ইসহাক্ব, ইয়াকুব ও অন্যান্য নবীগণের উপর। আর যা দেয়া হয়েছে মূসা, ঈসা এবং অন্য নবীগণকে তাদের প্রভু থেকে। আমরা (সকল নবীকে সমান ভাবে মান্য করি) কাউকে কারো থেকে আলাদা করি না। আমরা আল্লাহর কাছে আত্মসমর্পণ করেছি।

ঈমান ও আক্বীদাহঃ ইসলাম অর্থ আত্মসমর্পণ। আল্লাহর কাছে আত্মসমর্পণই ইসলামের মূল শিক্ষা। যে ব্যক্তি আল্লাহর কাছে আত্মসমর্পণ করলো সে মুসলিম আর যে করলো না সে কাফির।

নিজের চিন্তা চেতনা, ইবাদাত আরাধনা, ইচ্ছা-অনিচ্ছা, পছন্দ-অপছন্দ, ইত্যাদি সবকিছুকে আল্লাহর ইচ্ছার উপর সপে দেয়ার নাম আল্লাহর কাছে আত্মসমর্পণ করা।

কোনো ব্যক্তি আল্লাহর কাছে আত্মসমর্পণ করার পর আল্লাহর ইচ্ছা-ই হবে তার ইচ্ছা, আল্লাহর পছন্দ-ই হবে তার পছন্দ, আল্লাহর আদেশ পালন-ই হবে তার জীবনের লক্ষ্য আর আল্লাহর আনুগত্যই হবে তার চিন্তা ও চেতনা। এবং এভাবে জীবনযাপন করাকে-ই বলা হয় ইবাদাত।

وَمَنْ يَّبْتَغِ غَيْرَ الْاِسْلَامِ دِيْنًا فَلَنْ يُّقْبَلَ مِنْهُ ۚ وَهُوَ فِى الْاٰخِرَةِ مِنَ الْخٰسِرِيْنَ ﴿٨٥﴾

যে ব্যক্তির কোনোকিছুই কবুল করা হয় না

৮৫. যে ব্যক্তি ইসলাম ছাড়া অন্য দ্বীনের (আদর্শ, নীতিমালা, বিধান, মতবাদের) সন্ধান করলো তার (ঈমান, ইবাদাতসহ) কোনোকিছু-ই কবুল করা হবে না। আর আখেরাতে সে হবে (চির তরে) ক্ষতিগ্রস্থ।

كَيْفَ يَهْدِى اللّٰهُ قَوْمًا كَفَرُوْا بَعْدَ اِيْمَانِهِمْ وَ شَهِدُوْٓا اَنَّ الرَّسُوْلَ حَقٌّ وَّ جَآءَهُمُ الْبَيِّنٰتُ ؕ وَ اللّٰهُ لَا يَهْدِى الْقَوْمَ الظّٰلِمِيْنَ ﴿٨٦﴾ اُولٰٓئِكَ جَزَآؤُهُمْ اَنَّ عَلَيْهِمْ لَعْنَةَ اللّٰهِ وَ الْمَلٰٓئِكَةِ وَ النَّاسِ اَجْمَعِيْنَ ﴿٨٧﴾ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا ۚ لَا يُخَفَّفُ عَنْهُمُ الْعَذَابُ وَ لَا هُمْ يُنْظَرُوْنَ ﴿٨٨﴾ اِلَّا الَّذِيْنَ تَابُوْا مِنْۢ بَعْدِ ذٰلِكَ وَ اَصْلَحُوْا ۫ فَاِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ﴿٨٩﴾

যে মুসলিম কুফর করবে

৮৬. আল্লাহ কি করে ওই জাতিকে হেদায়াত করবেন, যারা ঈমান আনার পর কুফর করে, আবার নবী সত্য বলে সাক্ষীও দেয়? অথচ তাদের কাছে রয়েছে বায়্যিনাত (সুস্পষ্ট বিধান। যারা এমন করে তারা কুফরের মত মহাপাপে জড়িয়ে যায়) আর আল্লাহ জালিমদেরকে (পাপিষ্ঠদেরকে /মুশরিকদেরকে /যারা অন্যের অধিকার হরণ করে তাদেরকে) হেদায়াত করেন না।

ঈমান ও আক্বীদাহঃ ঈমান আনার পর কুফর করলে অথবা শিরক করলে ঈমান বিনষ্ট হয়ে সকল আ'মাল বরবাদ হয়ে যায়। আর যে মুসলিম এমন করে তাকে মুনাফিক বলা হয়।

মুনাফিক চির জাহান্নামী, মুনাফিকের জন্য নিম্নতম জাহান্নাম। কোনো মুনাফিক মারা গেলে তার জানাযা পড়া বা তার জন্য দোয়া করাও নিষিদ্ধ। মুনাফিকের জন্য শাফায়াত করতে কাউকে অনুমতি দেয়া হবে না।

(কুফর, শিরক ও মুনাফিকী সম্পর্কে জানতে হলে আমাদের ইসলাম শিক্ষা সিলেবাসের ৪র্থ বই "ঈমানের উপর অবিচল থাকা" দেখে নিন)

৮৭-৮৯. (যারা ঈমান আনা সত্ত্বেও কুফর করে) এসব লোকের পরিণতি হলোঃ তাদের উপর আল্লাহ লা'নত, ফিরিস্তাদের লা'নত, লা'নত সকল মানুষের। তারা এতে চিরদিন থাকবে, কমানো হবে না আযাব, দেয়া হবে না অবকাশ। কিন্তু যে ব্যক্তি তাওবাহ করে নিজেকে শুধরে নিল (আল্লাহ তাকে মাফ করে দেন। কারণ) আল্লাহ গাফুর, রাহীম।

ঈমান ও আক্বীদাহঃ তাওবাহ মানুষের জন্য মহান আল্লাহর অন্যতম করুণা। তাওবাহ সকল পাপকে মোচন করে মানুষকে নিস্পাপ বানিয়ে ফেলে।

জ্ঞাতব্যঃ তাওবাহ অর্থ ফিরে আসা, পাপের পথ ছেড়ে সৎপথে ফিরে আসার নাম তাওবাহ এবং অতীত পাপের জন্য আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাওয়ার নাম ইস্তিগফার। তাওবাহ ও ইস্তিগফার করলে সকল পাপ মাফ হয়ে যায়। মানুষকে প্রথম তাওবাহ করতে হয় ইসলাম গ্রহণের আগে কুফর ও শিরক থেকে। মানে যাবতীয় কুফর ও শিরক থেকে ইসলামের পথে ফিরে এসে ইসলাম গ্রহণ করতে হয়। তারপর তাওবাহ করতে হয় জীবন ভর। আর এ তাওবাহ হলো পাপের পথ ছেড়ে সৎপথে ফিরে আসার তাওবাহ।

লা'নত পরিচিতিঃ লা'নত অর্থ হচ্ছে আল্লহর রহমত থেকে বঞ্চিত করা। যাকে আল্লাহ লা'নত করেন সে দুনিয়াতে হয় হেদায়াত বঞ্চিত আর আখেরাতে হয় জান্নাত বঞ্চিত।

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بَعْدَ إِيمَانِهِمْ ثُمَّ ازْدَادُوا كُفْرًا لَّن تُقْبَلَ تَوْبَتُهُمْ ۚ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الضَّالُّونَ ﴿٩٠﴾
إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَمَاتُوا وَهُمْ كُفَّارٌ فَلَن يُقْبَلَ مِنْ أَحَدِهِم مِّلْءُ الْأَرْضِ ذَهَبًا وَلَوِ افْتَدَىٰ بِهِ ۗ
أُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ وَمَا لَهُم مِّن نَّاصِرِينَ ﴿٩١﴾

যাদের তাওবাহ কবুল হয় না

৯০. আর যেসব লোক ঈমান আনার পর কুফর করলো এবং কুফরকে আরও বাড়িয়ে তুলল তাদের তাওবাহ কবুল করা হবে না। আর তারা হলো বিভ্রান্ত।

ঈমান ও আক্বীদাহঃ তাওবাহ কবুলের শর্ত হচ্ছে পাপ ছেড়ে নিজেকে শুধরে নেয়া। পাপের উপর ঠিকে থাকলে তাওবাহ কবুল হয় না।

৯১. (মানুষ মারা যাবার পরও তিনভাবে উপকৃত হতে পারে। এর একটি হচ্ছে প্রবাহমান সাদাক্বাহ। কিন্তু ইসলাম গ্রহণের পর) যে বা যারা কুফর করলো এবং কুফরের উপর মারা গেল তার মুক্তিপণ হিসেবে দুনিয়া ভর্তি স্বর্ন দান করলেও কাজ হবে না। তাদের তরে কঠিন আযাব। তাদের সাহায্য করার কেউ নেই।

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتّٰى تُنْفِقُوْا مِمَّا تُحِبُّوْنَ وَمَا تُنْفِقُوْا مِنْ شَيْءٍ فَاِنَّ اللّٰهَ بِهٖ عَلِيْمٌ ﴿٩٢﴾

পুণ্য অর্জনে করনীয়

৯২. তোমরা পুণ্য লাভ করতে পারবে না, যতক্ষন না তোমাদের প্রিয়বস্তু (আল্লাহর পথে) খরচ করবে। তোমরা যা খরচ করো আল্লাহ এ ব্যাপারে অবগত।

জ্ঞাতব্যঃ আল্লাহর তরে ব্যয় করতে হয় সবচেয়ে প্রিয় বস্তু, অবহেলিত বা অপ্রিয় বস্তু আল্লাহর রাহে ব্যয় করা উচিত নয়।

كُلُّ الطَّعَامِ كَانَ حِلًّا لِّبَنِيْٓ اِسْرَآءِيْلَ اِلَّا مَا حَرَّمَ اِسْرَآءِيْلُ عَلٰى نَفْسِهٖ مِنْ قَبْلِ اَنْ تُنَزَّلَ التَّوْرٰىةُ ؕ قُلْ فَاْتُوْا بِالتَّوْرٰىةِ فَاتْلُوْهَآ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ ﴿٩٣﴾ فَمَنِ افْتَرٰى عَلَى اللّٰهِ الْكَذِبَ مِنْۢ بَعْدِ ذٰلِكَ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الظّٰلِمُوْنَ ﴿٩٤﴾

উটের মাংস এবং আল্লাহর উপর মিথ্যাচার

সূত্রঃ উটের মাংস সর্বদা-ই সুখাদ্য হিসেবে পরিচিত। মানব ইতিহাসে উট সর্বদা-ই হালাল ছিল। শুধু ইয়াকুব আঃ মান্নত করে উট খাওয়া বর্জন করেছিলেন। তিনি বাত রোগে আক্রান্ত হয়ে শপথ করেছিলেনঃ আল্লাহ সুস্থতা দান করলে (সবচেয়ে প্রিয় খাবার) উঠের মাংস বর্জন করবেন। সুস্থ হবার পর তিনি উট বর্জন করেছিলেন। কারণ উট ছিল তার সবচেয়ে প্রিয় খাবার। তার দেখাদেখি তার সন্তানরাও উটের মাংস বর্জন করতে শুরু করে।

আল্লাহর দেয়া একটি সুখাদ্যকে এভাবে বর্জন করা আল্লাহর পছন্দ হলো না। তাই তাদের সাজা স্বরূপ তাওরাতে এটাকে হারাম করা হয়। এসব ঘটনা ছিল ইবরাহীম আঃ এর পরে। এর সাথে ইবরাহীম আঃ বা তার আদর্শের কোনো সম্পর্ক ছিল না। কিন্তু তাসত্ত্বেও ব্যাপারটিকে ইবরাহীম আঃ এর সাথে সম্পৃক্ত করে এটাকে ইবরাহীমের আদর্শ হিসেবে প্রচার করত ইয়াহুদ উলামা সমাজ। তারা বলতঃ ইবরাহীম এটা হারাম করেছেন।

পটভূমিঃ একদা কতিপয় ইয়াহুদ নবী সাঃকে বললঃ আপনি বলছেন আপনি ইবরাহীমের আদর্শ মেনে চলেন। (আবার আপনি উটের মাংস খাচ্ছেন) অথচ ইবরাহীম উটের মাংস খেতেন না। (কারণ আল্লাহ এটা হারাম করেছেন।) তাদের এমন মিথ্যা দাবীকে খন্ডন করে নাযিল হয়ঃ (জালালাইন)

৯৩-৯৪. তাওরাত নাযিলের আগে সকল প্রকার (হালাল) খাবার-ই বনী-ইসরাঈলের জন্য হালাল ছিল, তবে শুধু ইসরাঈল (মান্নত করে) একটি খাবার (উট) নিজের জন্য নিষিদ্ধ করেছিল। (হে নবী! তাদেরকে) বলো! (তোমরা বলছ আল্লাহ এটা হারাম করেছেন।) তাওরাত আনো এবং পাঠ করো যদি তোমরা সত্যবাদী হও। (এটা-ই হলো আসল ঘটনা) এতদসত্ত্বেও যারা আল্লাহর উপর মিথ্যাচার করে তারা পাপিষ্ঠ।

ঈমান ও আক্বীদাহঃ আল্লাহ আমাদের রাব্ব। আমাদের জন্য বৈধ-অবৈধ, করনীয়-বর্জনীয়, হালাম-হারাম

নির্ধারনের একমাত্র বৈধ অধিকারী হলেন আল্লাহ। আল্লাহর নির্ধারিত কোনো হারামকে হালাল বা হালালকে হারাম বলা আল্লাহর উপর মিথ্যাচারের শামিল। এমন করা কুফর, ঈমান বিনষ্টকারী মহাপাপ। কোনো মুসলিম এমন করলে তার ঈমান বিনষ্ট হয়ে সকল আ'মাল নিষ্ফল ও বরবাদ হয়ে যায়। উল্লেখ্য আজকাল আমাদের সমাজে দুই ধরণের হারাম পরিলক্ষিত হয়। যথাঃ মানসূস হারাম ও মুজতাহাদ হারাম।

মানসূস হারামঃ যে হারামের কথা কুরআন বা মুতাওয়াতির হাদীছে স্পষ্টভাবে বর্ণিত হয়েছে এটা হলো মানসূস হারাম। যেমনঃ মৃত পশুপাখি, শূকরের মাংস এবং প্রবাহমান রক্ত। এসব বস্তু হারাম হওয়ার কথা আল-কুরআনে স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। মানসূস হারামকে হালাল বা মানসূস হালালকে হারাম মনে করা ঈমান বিনষ্টকারী মহাপাপ।

মুজতাহাদ হারামঃ যে হারাম কুরআন বা হাদীছে স্পষ্টভাবে বর্ণিত হয়নি। বরং ফিক্বহী নিয়মে পড়ে নিষিদ্ধ ঘোষিত হয়েছে, এটা মুজতাহাদ হারাম। মুজাতাহাদ হারাম আসলে হারাম নয়। বরং এগুলো আসলে মাকরূহ। ইসলামের প্রথম যোগে এগুলোকে মাকরূহ হিসেবে-ই মানা হত। তারপর এলো ফিক্বহ বিশ্লেষণের যোগ। তখন এগুলোকে বলা হলো মাকরূহ তাহরিমী। তারপর মাকরূহ তাহরিমীকে বিশ্লেষণ করে বলা হলো "হারামের কাছাকাছি"। আর বর্তমানে অতি বাড়াবাড়ি করে অনেকে-ই এসব বিষয়কে বলছেন হারাম আর কেউ কেউ বলছেন সাফ হারাম। যেমনঃ কচ্ছপ, ডলফিন বা কাকড়া খাওয়া। মুজতাহাদ হারামের ব্যাপারে ভিন্নমত থাকা স্বাভাবিক। এসব ব্যাপারে দলীল ভিত্তিক ভিন্নমত গ্রহণ যোগ্য এবং এতে পাপ হয় না।

বিঃ দ্রঃ= মুজতাহাদ হারাম আসলে হারাম নয়। শারীয়াহ মতে এসব বিষয়কে হারাম বলা যায় না। ফিক্বহের পরিভাষায় এসবকে মাহরূহ (তাহরিমী) বলা হয়। কিন্তু আজকাল অনেক আলিমই এসব বিষয়কে বলে থাকেন হারাম বা সাফ হারাম।

قُلْ صَدَقَ اللّٰهُ ۟ فَاتَّبِعُوْا مِلَّةَ اِبْرٰهِيْمَ حَنِيْفًا ؕ وَ مَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ ﴿۹۵﴾

দ্বীন পালন করতে হয় হানীফ পদ্ধতিতে

৯৫. বলো! আল্লাহ সত্য বলেছেন। সুতরাং তোমরা সবাই "হানীফ" পদ্ধতিতে ইবরাহীমের আদর্শ অনুকরণ করবে। আর (মনে রাখবে) সে কখনো মুশরিক ছিল না।

জ্ঞাতব্যঃ সকল মত ও পথ, সকল নীতি আদর্শ ও দর্শন বাদ দিয়ে এককভাবে আল্লাহর দ্বীন ও বিধান মেনে চলার নাম "হানীফ" পদ্ধতিতে দ্বীন মেনে চলা।

اِنَّ اَوَّلَ بَيْتٍ وُّضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِىْ بِبَكَّةَ مُبٰرَكًا وَّ هُدًى لِّلْعٰلَمِيْنَ ﴿۹۶﴾ فِيْهِ اٰيٰتٌۢ بَيِّنٰتٌ مَّقَامُ اِبْرٰهِيْمَ ۚ وَ مَنْ دَخَلَهٗ كَانَ اٰمِنًا ؕ وَ لِلّٰهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ اِلَيْهِ سَبِيْلًا ؕ وَ مَنْ كَفَرَ فَاِنَّ اللّٰهَ غَنِىٌّ عَنِ الْعٰلَمِيْنَ ﴿۹۷﴾

মানব কল্যাণে নির্মিত প্রথম ঘর এবং মাক্কামু ইবরাহীম

৯৬-৯৭. (ইয়াহুদ দাবী করত তাদের ক্বিবলাহ-ই আসল, তাদের ক্বিবলাহ মানব ইতিহাসে সবচেয়ে পুরাতন এবং ঐতিহ্যবাহী। তাদের এমন দাবীকে খন্ডন করে নাযিল হলো)

নিশ্চয় মানব কল্যাণে নির্মিত প্রথম ঘর এটা-ই যা বাক্কায় (মাক্কায়) অবস্থিত, (এ বাকাটির অর্থ

এভাবেও করা যায়ঃ) নিশ্চয় মানুষের কল্যাণার্থে গঠনকৃত প্রথম স্থান এটাই যা বাক্কাহ (লামে খ্যাত অর্থাৎ এখান থেকেই পৃথিবীর গঠন শুরু হয়েছে এবং মক্কাহ নামক এ ভূ-খন্ডটিই প্রথম পানির উপর ভেসে উঠা ভূমি আর এটাই পৃথিবীর কেন্দ্রস্থল) যা বরকতময় এবং বিশ্ববাসীর পথিকৃৎ। তাতে রয়েছে অনেকগুলো সুস্পষ্ট নিদর্শন (যেমনঃ স্বাফা, মারওয়া, রুকন, হাজর আসওয়াদ, হাতীম, যামযাম, ইত্যাদি। আর এসবের একটি হচ্ছে) "মাক্বামু ইবরাহীম"। যে এখানে প্রবেশ করলো সে নিরাপদ। মানুষের উপর ফরজ হলো আল্লাহর জন্য হাজ্জ করা (আর এ ফরজ শুধু তার জন্য) যে ব্যক্তি এখানে পৌছাতে সক্ষম হবে। আর (সাধ্য থাকা সত্ত্বেও) যে ব্যক্তি (হাজ্জ) করবে না (সে জেনে রাখুক) আল্লাহ কারো মুখাপেক্ষী নন।

জ্ঞাতব্যঃ মাক্বাম অর্থ দাঁড়ানোর স্থান। মাক্বামু ইবরাহীম অর্থ ইবরাহীমের দাঁড়ানোর স্থান। ইবরাহীম আঃ এর একটি বিশেষ পাথর ছিল। পাথরটিতে ইবরাহীম আঃ এর পদচিহ্ন রয়েছে। এ পাথরকে বলা হয় "মাক্বামু ইবরাহীম"। পাথরটিতে কীভাবে ইবরাহীম আঃ এর পদচিহ্ন পড়েছে এ নিয়ে দুধরণের বর্ণনা পাওয়া যায়।

যেমন..

কা'বাহ নির্মাণকালে তিনি এ পাথরে উঠতেন। পাথরটি তাকে নিয়ে স্বয়ংক্রিয়ভাবে উঠানামা করত। যেখানে প্রয়োজন সেখানে দাড়িয়ে থাকত। (কুরতুবী, জালালাইন)

কা'বাহ নির্মাণের পর ইবরাহীম আ. এ পাথরটিতে দাঁড়িয়ে ছিলেন। তখন পাথরটির উপর ইবরাহীম আঃ এর পদচিহ্ন পড়ে গিয়েছে। (হাশিমী)

বর্তমান মাত্বাফে পাথরটিকে বিশেষভাবে রাখা হয়েছে। তাওয়াফের পর এ পাথরকে সামনে রেখে দুই রাকায়াত সালাত আদায় করা হয়।

قُلْ يٰٓاَهْلَ الْكِتٰبِ لِمَ تَكْفُرُوْنَ بِاٰيٰتِ اللّٰهِ وَ اللّٰهُ شَهِيْدٌ عَلٰى مَا تَعْمَلُوْنَ ﴿٩٨﴾ قُلْ يٰٓاَهْلَ الْكِتٰبِ لِمَ تَصُدُّوْنَ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ مَنْ اٰمَنَ تَبْغُوْنَهَا عِوَجًا وَّ اَنْتُمْ شُهَدَآءُ ؕ وَ مَا اللّٰهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُوْنَ ﴿٩٩﴾

আল্লাহর দ্বীনে বক্রতা অনুসন্ধান করা বা প্রতিবন্ধকতা তৈরি করা কুফর

৯৮. বলো! হে আহলে কিতাব! কেন তোমরা আল্লাহর বিধান অমান্য করছ? অথচ তোমরা জানো (যে এটাই সঠিক।)

৯৯. বলো! হে আহলে কিতাব! কেন তোমরা (আল্লাহর দ্বীনে) বক্রতা অনুসন্ধান করে এমন লোকদেরকে আল্লাহর পথ থেকে ফিরিয়ে রাখছ যারা ঈমান আনতে আগ্রহী? অথচ তোমরাই সাক্ষী (যে মুহাম্মাদের আনিত দ্বীন-ই সঠিক। তোমরা যা করছ এসব-ই হলো মহাপাপ) আল্লাহ বে-খবর নন তোমাদের কাজ সম্পর্কে।

ঈমান ও আক্বীদাহঃ আল্লাহর পথে বাঁধার সৃষ্টি করা অথবা দ্বীনের দাওয়াত, দ্বীনের প্রচার, দ্বীনি শিক্ষা বা দ্বীন প্রতিষ্ঠায় প্রতিবন্ধক হওয়া ঈমান বিনষ্টকারী মহাপাপ। কোনো মুসলিম এমন করলে তার ঈমান নষ্ট হয়ে সকল আ'মাল নিস্ফল ও বরবাদ হয়ে যায় আর সে হয়ে যায় চির জাহান্নামী মুনাফিক। এমন লোক মারা গেলে তার জন্য দোয়া করা বা তার জানাযা পড়াও নিষিদ্ধ। (দেখুন সূরাহ তাওবাহঃ ৮৪)

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِنْ تُطِيْعُوْا فَرِيْقًا مِّنَ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتٰبَ يَرُدُّوْكُمْ بَعْدَ اِيْمَانِكُمْ كٰفِرِيْنَ

.....

﴿١٠٠﴾ وَ كَيْفَ تَكْفُرُوْنَ وَ اَنْتُمْ تُتْلٰى عَلَيْكُمْ اٰيٰتُ اللّٰهِ وَ فِيْكُمْ رَسُوْلُهٗ ؕ وَ مَنْ يَّعْتَصِمْ بِاللّٰهِ فَقَدْ هُدِيَ اِلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ ﴿١٠١﴾

জাতীয় ঐক্য বনাম বিভাজন ও বিভক্তি

পটভূমিঃ আউস ও খাযরাজ মদীনার দুটি প্রসিদ্ধ গোত্র। গোত্র দুটির মাঝে যুদ্ধ লেগে-ই থাকত। অস্ত্র ব্যবসা ও সূদী কারবারের স্বার্থে এতে ইন্ধন দিত ইয়াহুদ।

রাসূল সাঃ মদীনাহ আসার পর ইসলামের প্রভাবে আউস ও খাযরাজ ভাই ভাই হয়ে যায়, থেমে যায় যোগ যোগ ধরে চলমান যুদ্ধ। তখন ইয়াহুদ তাদেরকে পুরানা শত্রুতার কথা মনে করিয়ে দিতে থাকে এবং এক পর্যায়ে আবার যুদ্ধের উপক্রম হয়। এমন পরিস্থিতি বর্ণনা করে নাযিল হলো...

১০০. মুঅমিনগণ! তোমরা যদি আহলে কিতাবের অনুকরণ করো তবে তারা তোমাদের (পরস্পরে যুদ্ধ বাধিয়ে দেবে এবং) ঈমানের পর তোমাদেরকে আবার কুফরে ফিরিয়ে নেবে।

১০১. তোমরা কেন কুফর করবে? অথচ তোমাদের কাছে আল্লাহর আয়াত (কিতাব, বিধান) ও আল্লাহর রাসূল বিদ্যমান। যে ব্যক্তি মজবুত ভাবে আল্লাহকে আঁকড়ে থাকবে তাকে সোজা পথে পরিচালিত করা হবে।

জ্ঞাতব্যঃ দলাদলি কখনো যুদ্ধের কারণ হয়ে দাঁড়ায় এবং পরস্পরে যুদ্ধ কখনো কুফর পর্যন্ত পৌছে দেয়। মুসলিমদের জাতীয় ঐক্য বজায় রাখা ফরজ এবং জাতীয় ঐক্য বিনষ্ট করে দলাদলি করা কুফর। তখনকার দিনে এমন কুফর করে বিভ্রান্ত হয়েছিল ইয়াহুদ আর বর্তমানে এমন কুফরে জড়িয়ে পড়েছে আমাদের অনেকেই।

কুফর ঈমান বিনষ্টকারী মহাপাপ। কুফর করলে ঈমান বিনষ্ট হয়ে সকল আ'মাল নিষ্ফল ও বরবাদ হয়ে যায়। কুফর থেকে বাঁচার একমাত্র উপায় আল্লাহর কিতাব ও রাসূল সাঃ এর আদর্শ আঁকড়ে থাকা।

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ حَقَّ تُقٰتِهٖ وَ لَا تَمُوْتُنَّ اِلَّا وَ اَنْتُمْ مُّسْلِمُوْنَ ﴿١٠٢﴾

তাক্বওয়া ও আত্মসমর্পণ

১০২. ওহে যারা ঈমান এনেছো! (শোনো!) তোমরা আল্লাহর তাকওয়া অর্জন করো, যথাযথ তাকওয়া। আর (শোন! পরিপূর্ণভাবে) আত্মসমর্পণ না করে যেন তোমাদের মৃত্যু না হয়।

জ্ঞাতব্যঃ উক্ত আয়াত নাযিলের পর সাহাবাগণ ভাবনায় পড়ে গেলেন, বললেনঃ এমন সাধ্য কার আছে (যে যথাযথ ভাবে আল্লাহর তাকওয়া অর্জন করবে)? রাসূল সাঃ বললেন আল্লাহর বিধানের কাছে আত্মসমর্পণ করো। সাহাবাগণ আল্লাহর বিধানকে পরিপূর্ণভাবে মেনে নিয়ে আত্মসমর্পণের ঘোষণা দিলেন। পরে নাযিল হলোঃ তোমরা আল্লাহর তাকওয়া অর্জন করো তোমাদের সাধ্য অনুযায়ী। (তাগাবুনঃ ১৬) অর্থাৎ সূরাহ তাগাবুনের আয়াত দ্বারা উক্ত আয়াতের বিধানকে রহিত করা হয়েছে।

وَ اعْتَصِمُوْا بِحَبْلِ اللّٰهِ جَمِيْعًا وَّ لَا تَفَرَّقُوْا ۠ وَ اذْكُرُوْا نِعْمَتَ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ اِذْ كُنْتُمْ اَعْدَآءً فَاَلَّفَ بَيْنَ قُلُوْبِكُمْ فَاَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهٖۤ اِخْوَانًا ۚ وَ كُنْتُمْ عَلٰى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَاَنْقَذَكُمْ مِّنْهَا ؕ

كَذٰلِكَ يُبَيِّنُ اللّٰهُ لَكُمْ اٰيٰتِهٖ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُوْنَ ﴿١٠٣﴾

জাতীয় ঐক্য বজায় রাখা ফরজ এবং ঐক্য ভঙ্গ করা কুফর

১০৩. আর (শোনো!) তোমরা (দুনিয়ার সকল মুসলিম) ঐক্যবদ্ধ ভাবে আল্লাহর আদর্শ আঁকড়ে থাকো, তোমরা দলে দলে বিভক্ত হয়ে যেও না। তোমাদের উপর আল্লাহর নিয়ামত স্মরণ করো, যখন তোমরা পরস্পরের শত্রু ছিলে, আল্লাহ (ইসলামী ভাতৃত্ববোধের মাধ্যমে) তোমাদের অন্তরকে পরস্পরে মিলিয়ে দিয়েছেন। আল্লাহর দয়ায় তোমরা এখন ভাই ভাই হয়ে গেছো।

জ্ঞাতব্যঃ ইসলামের মূল শিক্ষা সামাজিক ও জাতীয় ঐক্য। দুনিয়ার সকল মুসলিম থাকবে একতাবদ্ধ, একই সমাজ ভুক্ত, একই নেতা ও একই শাসনের আওতাধীন। মুসলিম ঐক্যের এ একক ফর্মূলার নাম খিলাফাহ। আল্লাহর আদেশ পালন করে ঐক্যবদ্ধ জাতি গঠন করেছিলেন রাসূল সাঃ। পরে এ ধারাবাহিকতা বজায় রেখেছিলেন সম্মানিত খালীফাহগণ।

- ❖ প্রথমে খুলাফা রাশিদীন,
- ❖ তারপর উমাইয়্যাহ খিলাফাহ,
- ❖ তারপর আব্বাসীয় খিলাফাহ,
- ❖ সবশেষে উছমানী খিলাফাহ।

কিন্তু ১৯২৪ ঈসায়ী সনে আন্তর্জাতিক চক্রান্তের মাধ্যমে ধ্বংস করা হয় ইসলামী খালীফাহ। তখন..

- ☒ রাসূল সাঃ এর হাতে গড়া তাওহীদী সমাজ ভেঙ্গে গঠন করা হয় কুফরি সমাজ।
- ☒ কুরআনের বিধান বাদ দিয়ে চালু করা হয় মানব রচিত ও মনগড়া বিধান।
- ☒ এক জাতি ভেঙ্গে তৈরি করা হয় অনেক জাতি।
- ☒ মুসলিম জাতীয়তাবাদের জায়গায় চালু করা হয় আঞ্চলিক জাতীয়তাবাদ।
- ☒ খিলাফাহর জায়গা দখন করে নেয় গণতান্ত্রিক রাজনীতি।
- ☒ ইসলামী অর্থনীতির বদলে চালু করা হয় পুঁজিবাদী অর্থনীতি।
- ☒ ওহী ভিত্তিক শিক্ষানীতির জয়াগায় চালু করা হয় বস্তুবাদী শিক্ষানীতি।

এভাবে জাতীয় ঐক্য ধ্বংস করে আল্লাহর আদেশ লঙ্ঘন করা হয়।

বিশেষ হুঁশিয়ারিঃ

⊗ উম্মতের মাঝে বিভেদ ও বিভাজন তৈরি করে দলে দলে বিভক্ত হয়ে যাওয়া কুফর, ঈমান বিনষ্টকারী মহাপাপ। (দেখুনঃ আল-ইমরানঃ ১০৩, ১০৫, আনয়া মঃ ১৫৩, ১৫৯, তাওবাহঃ ১০৭, ত্বাহাঃ ৯৪, রূমঃ ৩২, শুরাঃ ১৪)।

⊗ বিভক্তি, বিভাজন বা দলবাজির মূল কারণ ব্যক্তি বা গোষ্টির স্বার্থ সংরক্ষণ এবং প্রতিহিংসা। (দেখুনঃ ৪২ শুরাঃ ১৪)

⊗ যারা উম্মতের মাঝে বিভক্তি বা বিভাজন তৈরি করে রাসূল সাঃ এর সাথে তাদের কোনো সম্পর্ক থাকে না। (দেখুনঃ ৬ আনয়া মঃ ১৫৯)

⊗ আবু-হুরাইরাহ রাঃ থেকে বর্ণিত, রাসূল সাঃ বলেছেনঃ ইয়াহুদ ৭১ (অথবা বলেছেন ৭২) দলে বিভক্ত হয়েছিল। খ্রিষ্টানরাও তাই। আর আমার উম্মত ৭৩ দলে বিভক্ত হবে। এরা সবাই জাহান্নামী হবে একটিমাত্র দল ছাড়া। লোকজন বললঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ! ওই দল কোনটি? বললেনঃ যারা আমার ও আমার সাহাবাদের আদর্শে অবিচল থাকবে। (আবু-দাউদঃ ৪৫৯৬, তিরমিযীঃ ২৬৪০, ইবন মাজাঃ ৪৭৯। হাদীছটি সাহীহ)

⊗ সূরাহ আনয়া'মের ১৫৯ তম আয়াতের ভাষ্য মতে যেহেতু রাসূলের সাথে দলবাজদের সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে যায়। তাতে বুঝা যায় জান্নাতে শুধু তারাই যাবে যারা দলবাজি করবে না।

وَ لْتَكُنْ مِّنْكُمْ اُمَّةٌ يَّدْعُوْنَ اِلَى الْخَيْرِ وَ يَاْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَ يَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ ؕ وَ اُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ ﴿١٠٤﴾

সৎকাজের আদেশ এবং অসৎকাজে নিষেধ

১০৪. তোমাদের (ইসলামী সমাজের) মাঝে এমন একদল মানুষ বিদ্যমান থাকা আবশ্যক যারা (মানুষকে) কল্যাণের দিকে আহ্বান করবে, মা'রূফের (তথা সৎকাজের, আইন ও রীতি মেনে চলার) আদেশ করবে আর মুনকার (তথা অসৎকাজের, আইন ও রীতি বহির্ভূত কাজ) থেকে নিষেধ করবে। আর (যে সমাজে এব্যবস্থা চালু থাকবে) তারাই সফল হতে পারবে।

জ্ঞাতব্যঃ দ্বীন প্রতিষ্ঠা ও দ্বীনের প্রতিরক্ষানীতির নাম জিহাদ ফী সাবীলিল্লাহ। যারা জিহাদ করে তাদের বলা হয় মুহাজিদ। মুজাহিদরা হলো ইসলামের সামরিক বাহিনী।

ইসলামী সমাজ প্রতিষ্ঠার পর সমাজের শৃংখলা বজায় রাখার সবচেয়ে কার্যকর নীতি হচ্ছে "আমর বি-ল- মা'রূফ ওয়া নাহি আনি-ল-মুনকার"। আমাদের সমাজে যাকে বলা হয় সৎকাজের আদেশ ও অসৎকাজে নিষেধ। যেসব লোক এ দায়িত্ব পালন করবে তারা হলো ইসলামী সরকারের আইন শৃংখলা রক্ষাকারী বিশেষ বাহিনী।

ইসলামী সরকারের দায়িত্ব হলো সমাজে এমন একদল মানুষকে নিয়োগ দেয়া যারা হবে ইসলামী বিধানের ব্যাপারে অভিজ্ঞ, বিচারিক জ্ঞান সম্পন্ন। সমাজ ও সরকারের পক্ষ থেকে উনাদেরকে বিচারিক ক্ষমতাও দেয়া হবে। উনারা সৎকাজের আদেশ করবে এবং অসৎকাজে নিষেধ করবে তথা জনসাধারণের আইন ও রীতি মেনে চলা নিশ্চিত করবে এবং অবৈধ, বেআইনি ও রীতি বিরোধী কাজ থেকে সাধারণ মানুষকে বিরত রাখবে। ইসলামী সরকার ও সমাজের উপর এটা একটি ফরজ দায়িত্ব। (সৎকাজের আদেশ এবং অসৎকাজে নিষেধ সম্পর্কে জানতে আমাদের ইসলাম শিক্ষা সিলেবাস এবং ডিপ্লোমা ইন শারীয়াহ সিলেবাস দেখে নিন)

وَ لَا تَكُوْنُوْا كَالَّذِيْنَ تَفَرَّقُوْا وَ اخْتَلَفُوْا مِنْۢ بَعْدِ مَا جَآءَهُمُ الْبَيِّنٰتُ ؕ وَ اُولٰٓئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيْمٌ ﴿١٠٥﴾

দলবাজদের সমর্থন করাও নিষিদ্ধ

১০৫. আর (হে আমার বান্দারা!) তোমরা তাদের মত হইও না! যারা পরস্পরে মতবিরোধ করেছে এবং দলে দলে বিভক্ত হয়ে গেছে (ভিন্নমতকে ভিন্ন পথ বানিয়ে ফেলেছে) অথচ তাদের কাছে বিদ্যমান ছিল সুস্পষ্ট প্রমাণ (আল্লাহর কিতাব। আল্লাহর কিতাব বিদ্যমান থাকা সত্ত্বেও অতীতে যারা দলাদলি করেছে এবং তোমাদের যারা দলাদলি করবে) তাদের তরে মহা আযাব।

আইন ও বিধানঃ উক্ত আয়াতে তাদের সঙ্গ দিতে এবং সমর্থন করতে নিষেধ করা হয়েছে যারা পরস্পরে মতবিরোধ করে দলে দলে বিভক্ত হয়ে যায় অর্থাৎ যারা ভিন্নমতকে ভিন্ন পথ বানিয়ে ফেলেছে এবং বানিয়ে ফেলছে। তাই ইসলামী বিধান মতে বিবাদ, বিভক্তি, বিভাজন ও দলাদলি যেমন নিষিদ্ধ ঠিন তেমনিভাবে যারা এসব জঘন্য কাজ করে তাদের সঙ্গ দেওয়া বা তাদের সমর্থন করাও নিষিদ্ধ, হারাম।

ঈমান ও আক্বীদাহঃ ইসলামে দলীল ভিত্তিক ভিন্নমত অনুমোদিত হলেও বিভক্তি, বিভাজন, দলাদলি ও ভিন্ন পথ বানানো সম্পূর্ণভাবে নিষিদ্ধ। যারা এমন করে তারা বিভ্রান্ত। অতীতে দ্বীন নিয়ে দলাদলি করে বিভ্রান্ত হয়েছিল ইয়াহুদ আর বর্তমানে একই পথে বিভ্রান্ত হচ্ছে আমাদের কত মানুষ। দলবাজদের সঙ্গ দেয়া বা তাদের সমর্থন করাও নিষিদ্ধ।

উল্লেখ্য দলীল ভিত্তিক ভিন্নমত আর ভিন্ন পথ এক নয়। দলীল ভিত্তিক ভিন্নমত ইসলামে অনুমোদিত। তবে এ ভিন্নমতকে ভিন্ন পথ বানিয়ে ফেললে এটা দলাদলি বা দলবাজিতে পরিণত হয়। আর আজকাল অনেক ক্ষেত্রে

এমনই করা হচ্ছে। (দ্বীন নিয়ে দলাদলি সম্পর্কে জানতে দেখুনঃ সুরাহ মুঅমিনূনঃ ৫৩ এবং এ সম্পর্কে আরও বিস্তারিত জানতে দেখুন আমাদের বই "ভিন্নমত ভিন্ন পথ জাতীয় ঐক্য ও বিজাতীয় অনুকরণ"।)

يَّوْمَ تَبْيَضُّ وُجُوْهٌ وَّ تَسْوَدُّ وُجُوْهٌ ۚ فَاَمَّا الَّذِيْنَ اسْوَدَّتْ وُجُوْهُهُمْ ۫ اَكَفَرْتُمْ بَعْدَ اِيْمَانِكُمْ فَذُوْقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُوْنَ ﴿١٠٦﴾ وَ اَمَّا الَّذِيْنَ ابْيَضَّتْ وُجُوْهُهُمْ فَفِيْ رَحْمَةِ اللّٰهِ ؕ هُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ ﴿١٠٧﴾

ঈমান আনার পর কুফর করার পরিণাম

১০৬. সে দিন (হাশরের দিন) কিছু মুখ হবে উজ্জ্বল আর কিছু মুখ হবে মলিন। যাদের মুখ মলিন হবে (তাদেরকে বলা হবে) তোমরা ঈমানের পর কুফর করেছিলে..? তাই আযাব আস্বাদন করো। তোমরা যে কুফর করেছ এটা হলো এর পরিণতি।

ঈমান ও আক্বীদাহঃ ঈমান আনা সত্ত্বেও অনেক মানুষ-ই কুফর শিরকে জড়িয়ে পড়ে। (দেখুন সূরাহ ইউসুফঃ ১০৬) কোনো মানুষ ঈমান আনার পর কুফর শিরকে জড়িয়ে পড়লে সে মুনাফিক হয়ে যায়। মুনাফিক আখেরাতে চির জাহান্নামী। মুনাফিকের জন্য শাফায়াত করতেও কাউকে অনুমতি দেয়া হবে না। মুনাফিক মারা গেলে তাদের জন্য দোয়া করা বা তাদের জানাযায় শরীক হওয়াও নিষিদ্ধ। (দেখুন সূরাহ তাওবাহঃ ৮৪)

(মুসলিম ৩ প্রকারঃ মুঅমিন, ফাসিক ও মুনাফিক। এ সম্পর্কে দেখুন সূরাহ বাকারাহঃ ৭)

(মুনাফিক সম্পর্কে জানতে দেখুনঃ আমাদের ইসলাম শিক্ষা সিলেবাসের ৪র্থ বই "ঈমানের উপর অবিচল থাকা"এর মুনাফিক অধ্যায়)

১০৭. আর যাদের মুখ উজ্জ্বল হবে তারা থাকবে আল্লাহর রহমতে (তথা জান্নাতে।) তারা সেখানে চিরকাল থাকবে।

تِلْكَ اٰيٰتُ اللّٰهِ نَتْلُوْهَا عَلَيْكَ بِالْحَقِّ ؕ وَ مَا اللّٰهُ يُرِيْدُ ظُلْمًا لِّلْعٰلَمِيْنَ ﴿١٠٨﴾ وَ لِلّٰهِ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَ مَا فِي الْاَرْضِ ؕ وَ اِلَى اللّٰهِ تُرْجَعُ الْاُمُوْرُ ﴿١٠٩﴾

আল্লাহর বিধান ও সার্বভৌমত্ব

১০৮. এসব হলো আল্লাহর আয়াত (কিতাব ও বিধান,) আমরা এসব তোমার কাছে বর্ণনা করছি যথাযথভাবে, আল্লাহ বিশ্ববাসীর প্রতি অবিচার করতে চান না।

১০৯. আসমানসমূহে এবং যমীনে যা কিছু আছে, এ-সবকিছুর সার্বিক মালিকানা আল্লাহর। সবকিছু প্রত্যাবর্তিত হচ্ছে আল্লাহর দিকে-ই।

জ্ঞাতব্যঃ মালিকানা দুই প্রকারঃ বিধিবদ্ধ মালিকানা ও সার্বিক মালিকানা।

- ❖ যে মালিকানা আইনের আওতাধীন, যে মালিকানায় জবাবদিহিতা আছে, যে মালিকানায় যা ইচ্ছা তাই করা যায় না, এটা হলো বিধিবদ্ধ মালিকানা।
- ❖ যে মালিকানা কোনো আইন বা নিয়মের আওতাধীন নয়, যে মালিকানায় কোনো জবাবদিহিতা নেই, যে মালিকানায় যা ইচ্ছা তাই করা যায়, এটাকে বলে সার্বিক মালিকানা বা সার্বভৌম মালিকানা।

সে মতে একমাত্র আল্লাহর মালিকানা-ই সার্বিক ও সার্বভৌম। আল্লাহ ছাড়া বাকি সকলের মালিকানা বিধিবদ্ধ।

كُنْتُمْ خَيْرَ اُمَّةٍ اُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَاْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَ تَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَ تُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ ؕ وَ لَوْ اٰمَنَ اَهْلُ الْكِتٰبِ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ ؕ مِنْهُمُ الْمُؤْمِنُوْنَ وَ اَكْثَرُهُمُ الْفٰسِقُوْنَ ﴿١١٠﴾

উত্তম জাতি হবার উপায়

১১০. (হে মুসলিম জাতি!) তোমরা-ই উত্তম জাতি, মানবতার কল্যাণে তোমাদের আবির্ভাব ঘটানো হয়েছে, তোমরা আদেশ করবে মা'রূফের (সৎকাজের, আইন ও রীতিনীতি মেনে চলার) আর নিষেধ করবে মুনকার (অসৎকাজ, আইন ও রীতিনীতি ভঙ্গ করা) থেকে এবং আল্লাহর প্রতি ঈমান রাখবে। আহলে কিতাব যদি ঈমান আনত তবে তাদের জন্য ভালো-ই হত। কিন্তু তাদের কিছু মানুষ মুঅমিন আর অধিকাংশ-ই পাপিষ্ঠ (কাফির।)

জ্ঞাতব্যঃ মহান আল্লাহ আমাদের এ জাতিকে উত্তম জাতি বলেছেন। কারণ হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে আমরা মা'রূফ তথা সৎকাজ এবং আইন ও রীতিনীতি মেনে চলার আদেশ করব এবং মুনকার তথা অসৎকাজ এবং আইন ও রীতিনীতি বিরোধী সকল কাজ থেকে নিষেধ করব। আর যে সমাজে এ নীতি মানা হবে এটা-ই হবে উত্তম সমাজ।

ইসলামী সরকার ও নেতাদের দায়িত্ব হলো সমাজে এমন একদল মানুষকে নিয়োগ দেয়া যারা হবে ইসলামী বিধানের ব্যাপারে অভিজ্ঞ, বিচারিক জ্ঞান সম্পন্ন। সমাজ ও সরকারের পক্ষ থেকে উনাদেরকে বিচারিক ক্ষমতাও দেয়া হবে। উনারা মা'রূফের আদেশ করবে এবং মুনকার থেকে নিষেধ করবে। ইসলামী সরকার ও সমাজের উপর এটা হলো ফরজ দায়িত্ব। (সৎকাজের আদেশ এবং অসৎকাজের নিষেধ সম্পর্কে আমাদের ইসলাম শিক্ষা সিলেবাস এবং ডিপ্লোমা ইন শারীয়াহ সিলেবাস দেখে নিন)

لَنْ يَّضُرُّوْكُمْ اِلَّاۤ اَذًى ؕ وَ اِنْ يُّقَاتِلُوْكُمْ يُوَلُّوْكُمُ الْاَدْبَارَ ۫ ثُمَّ لَا يُنْصَرُوْنَ ﴿١١١﴾ ضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ اَيْنَ مَا ثُقِفُوْۤا اِلَّا بِحَبْلٍ مِّنَ اللّٰهِ وَ حَبْلٍ مِّنَ النَّاسِ وَ بَآءُوْ بِغَضَبٍ مِّنَ اللّٰهِ وَ ضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الْمَسْكَنَةُ ؕ ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ كَانُوْا يَكْفُرُوْنَ بِاٰيٰتِ اللّٰهِ وَ يَقْتُلُوْنَ الْاَنْۢبِيَآءَ بِغَيْرِ حَقٍّ ؕ ذٰلِكَ بِمَا عَصَوْا وَّ كَانُوْا يَعْتَدُوْنَ ﴿١١٢﴾ لَيْسُوْا سَوَآءً ؕ مِنْ اَهْلِ الْكِتٰبِ اُمَّةٌ قَآئِمَةٌ يَّتْلُوْنَ اٰيٰتِ اللّٰهِ اٰنَآءَ الَّيْلِ وَ هُمْ يَسْجُدُوْنَ ﴿١١٣﴾ يُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَ الْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَ يَاْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَ يَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَ يُسَارِعُوْنَ فِى الْخَيْرٰتِ ؕ وَ اُولٰٓئِكَ مِنَ الصّٰلِحِيْنَ ﴿١١٤﴾ وَ مَا يَفْعَلُوْا مِنْ خَيْرٍ فَلَنْ يُّكْفَرُوْهُ ؕ وَ اللّٰهُ عَلِيْمٌۢ بِالْمُتَّقِيْنَ ﴿١١٥﴾ اِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لَنْ تُغْنِىَ عَنْهُمْ اَمْوَالُهُمْ وَ لَاۤ اَوْلَادُهُمْ مِّنَ اللّٰهِ شَيْـًٔا ؕ وَ اُولٰٓئِكَ اَصْحٰبُ النَّارِ ۚ هُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ ﴿١١٦﴾ مَثَلُ مَا يُنْفِقُوْنَ فِىْ هٰذِهِ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا كَمَثَلِ رِيْحٍ فِيْهَا صِرٌّ اَصَابَتْ حَرْثَ قَوْمٍ ظَلَمُوْۤا اَنْفُسَهُمْ فَاَهْلَكَتْهُ ؕ وَ مَا ظَلَمَهُمُ اللّٰهُ وَ لٰكِنْ اَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُوْنَ ﴿١١٧﴾

ইয়াহুদীদের অপকর্ম

১১১. তারা (ইয়াহুদ) তোমাদের তেমন ক্ষতি করতে পারবে না, শুধু সাময়িক কষ্ট দেয়া ছাড়া। তোমাদের সাথে যুদ্ধ করলে তারা পালিয়ে যাবে। তখন তারা কোনো সাহায্যকারী খুঁজে পাবে না। (১১১-১২০ আয়াত পর্যন্ত ইয়াহুদীদের ব্যাপারে)

১১২. তাদের উপর ঢেলে দেয়া হয়েছে লাঞ্ছনা। তারা যেখানে-ই অবস্থান করুক আল্লাহর (প্রতিনিধি হিসেবে মুসলিমদের) বা অন্য মানুষের আশ্রয়ে থাকতে হবে। তারা আল্লাহর গজবে পতিত হয়েছে, তাদের উপর ঢেলে দেয়া হয়েছে নিরাপত্তাহীনতা। কারণ তারা আল্লাহর বিধান অমান্য করেছে, অন্যায়ভাবে নবীগণকে হত্যা করেছে। আর এসবের কারণ তাদের অবাধ্যতা ও সীমালঙ্ঘন। (অবাধ্যতা ও সীমালঙ্ঘন মানুষকে কুফরের দিকে ধাবিত করে)

১১৩. তাদের সকলে আবার সমান নয়। আহলে কিতাবের কিছু মানুষ (সত্যের উপর) প্রতিষ্ঠিত, যারা রাতে আল্লাহর আয়াত (কিতাব) পাঠ করে এবং (আল্লাহকে) সিজদাহ করে,

১১৪. তারা আল্লাহ ও আখেরাতে ঈমান রাখে, মা'রূফের আদেশ করে এবং মুনকার থেকে নিষেধ করে আর ভালো কাজে প্রতিযোগিতা করে। (যারা এমন করে) তারাই সৎলোক।

১১৫. তারা যেসব সৎকর্ম করবে এসবের অবমূল্যায়ন করা হবে না। মুত্তাক্বীদের ব্যাপারে আল্লাহ খুব অবগত। (যে ব্যক্তি আল্লাহর ভয়ে কুফর শিরক ও পাপাচার থেকে বিরত থাকে তাকে মুত্তাক্বী বলা হয়।)

১১৬. যারা কুফর করবে তাদের সম্পদ বা সন্তান তাদেরকে আল্লাহ (আযাব) থেকে বাঁচাতে পারবে না। তারা হবে জাহান্নামের অধিবাসী। সেখানে তারা চিরদিন থাকবে,

জ্ঞাতব্যঃ মুঅমিন ও ফাসিকদের নেক সন্তান এবং আল্লাহর পথে ব্যয়কৃত সম্পদ আখেরাতে কাজে আসবে। আর কাফির, মুশরিক, নাস্তিক ও মুনাফিকদের সন্তান ও সম্পদ নেক হলেও এবং তাদের সম্পদ আল্লাহর পথে ব্যয় হলেও এ সন্তান ও সম্পদ তাদের কোনো কাজে আসবে না। এমনকি তাদের জন্য শাফায়াত করতেও কাউকে অনুমতি দেয়া হবে না।

১১৭. (যারা কুফর করে) তারা দুনিয়ার জীবনে যেসব দান খয়রাত করে এসবের উপমা হলো পাপিষ্ঠদের ফসলের উপর বয়ে যাওয়া সর্বনাশা ঝড়ের মত, যা সবকিছু ধ্বংস করে দেয়। (আখেরাতে তারা দান খয়রাতসহ কোনো কাজের ফল পাবে না। তাদের কর্মফল নস্যাৎ করে) আল্লাহ তাদের উপর অবিচার করেননি, বরং (আল্লাহর বিধান অমান্য করে) তারাই নিজের উপর অবিচার করেছে।

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَتَّخِذُوْا بِطَانَةً مِّنْ دُوْنِكُمْ لَا يَاْلُوْنَكُمْ خَبَالًا ؕ وَدُّوْا مَا عَنِتُّمْ ۚ قَدْ بَدَتِ الْبَغْضَآءُ
مِنْ اَفْوَاهِهِمْ ۖ وَمَا تُخْفِيْ صُدُوْرُهُمْ اَكْبَرُ ؕ قَدْ بَيَّنَّا لَكُمُ الْاٰيٰتِ اِنْ كُنْتُمْ تَعْقِلُوْنَ ﴿۱۱۸﴾ هٰٓاَنْتُمْ
اُولَآءِ تُحِبُّوْنَهُمْ وَلَا يُحِبُّوْنَكُمْ وَتُؤْمِنُوْنَ بِالْكِتٰبِ كُلِّهٖ ۚ وَاِذَا لَقُوْكُمْ قَالُوْٓا اٰمَنَّا ۖ وَاِذَا خَلَوْا عَضُّوْا
عَلَيْكُمُ الْاَنَامِلَ مِنَ الْغَيْظِ ؕ قُلْ مُوْتُوْا بِغَيْظِكُمْ ؕ اِنَّ اللّٰهَ عَلِيْمٌۢ بِذَاتِ الصُّدُوْرِ ﴿۱۱۹﴾ اِنْ تَمْسَسْكُمْ

حَسَنَةٌ تَسُؤْهُمْ وَ اِنْ تُصِبْكُمْ سَيِّئَةٌ يَّفْرَحُوْا بِهَا ؕ وَ اِنْ تَصْبِرُوْا وَ تَتَّقُوْا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْـًٔا ؕ اِنَّ اللّٰهَ بِمَا يَعْمَلُوْنَ مُحِيْطٌ ﴿۱۲۰﴾

কাফিরদের আপন করে নেওয়ার পরিণতি

১১৮. ওহে যারা ঈমান এনেছ (শোন!) তোমরা নিজেদের লোক (তথা মুঅমিন) ব্যতীত অন্যকে (তথা কোনো কাফির, মুশরিক, আহলে কিতাব বা মুনাফিককে) একান্ত আপনজন হিসেবে গ্রহণ করো না। কারণ তোমাদের ক্ষতি সাধনের কোনো সুযোগই তারা হাত ছাড়া করবে না। তারা চায় তোমরা ক্ষতিগ্রস্থ হও। (মাঝে মাঝে) তাদের মুখ থেকে শত্রুতা বেরিয়ে আসে। তাদের অন্তরে যা লুকানো রয়েছে এটা বড়ই জঘন্য। আমি তোমাদের জন্য আমার আয়াত পরিষ্কার করে বর্ণনা করছি। যদি তোমরা বুঝতে পারতে..

১১৯. তোমরা তাদেরকে পছন্দ করো, অথচ তারা তোমাদেরকে পছন্দ করে না। তোমরা সকল কিতাব বিশ্বাস করো (কিন্তু তারা তোমাদের কিতাব বিশ্বাস করে না, আদর্শগতভাবে তারা দ্বিমুখী) তোমাদের সাক্ষাতে তারা (মুঅমিণ হওয়ার অভিনয় করে এবং) বলেঃ আমরাও মুঅমিন আর অন্তড়ালে তোমাদের উপর গুস্বায় দাঁত কামড়ায়। (সুতরাং তাদেরকে আপন করে কাছে জায়গা দিয়ে ক্ষতি করার সুযোগ করে দিও না। বরং) বলে দাওঃ তোমরা তোমাদের গুস্বা নিয়ে-ই মরো। নিশ্চয় আল্লাহ অন্তরের খবর রাখেন।

১২০. তোমাদের সুখে তারা ব্যথিত হয় আর তোমাদের দুঃখে প্রফুল্ল হয়। তোমরা অবিচল থাকলে, সাবধান থাকলে তারা (তেমন) ক্ষতি করতে পারবে না। তাদের সবকিছু-ই আছে আল্লাহর বেষ্টনীতে।

وَ اِذْ غَدَوْتَ مِنْ اَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِيْنَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ ؕ وَ اللّٰهُ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ ﴿۱۲۱﴾ اِذْ هَمَّتْ طَّآئِفَتٰنِ مِنْكُمْ اَنْ تَفْشَلَا ۙ وَ اللّٰهُ وَلِيُّهُمَا ؕ وَ عَلَى اللّٰهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُوْنَ ﴿۱۲۲﴾ وَ لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللّٰهُ بِبَدْرٍ وَّ اَنْتُمْ اَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللّٰهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ ﴿۱۲۳﴾

অহুদ যুদ্ধে গমন

১২১. (এখান থেকে অহুদ যুদ্ধের আলোচনা শুরু হয়েছে। প্রসঙ্গত এসেছে অর্থনীতি ও মুনাফিকীর আলোচনা। রাসূল সাঃকে সম্বোধন করে মহান আল্লাহ তায়া'লা বলছেনঃ স্মরণ করো) তুমি যখন সকালবেলা পরিবার থেকে বের হয়ে মুঅমিনদেরকে যুদ্ধ ক্ষেত্রে নিয়ে যাচ্ছিলে। (আল্লাহ এটা প্রত্যক্ষ করেছেন) আল্লাহ সর্বশ্রোতা, মহাজ্ঞানী।

১২২. যখন তোমাদের মাঝে দুটি গোত্র (বনী-সালিমাহ ও বনী-হারিছাহ) কাপুরুষতা করার (যুদ্ধ থেকে পালিয়ে যাওয়ার) ইচ্ছা করেছিল। কিন্তু আল্লাহ তাদের অভিভাবক হয়ে (তাদের অবিচল রেখে) ছিলেন। মুঅমিনদের উচিত শুধু আল্লাহর উপরই ভরসা রাখা।

১২৩. (হে মুসলিমগণ! স্মরণ করো) নিকট অতীতে বদর যুদ্ধেও আল্লাহ তোমাদেরকে সাহায্য করেছেন, তখন তোমরা দুর্বল (হলেও মুত্তাক্বী) ছিলে। সুতরাং তোমরা আল্লাহর তাকওয়া বজায় রাখো, যেন তোমরা শোকর করতে পার।

(আল্লাহর ভয়ে যাবতীয় কুফর, শিরক ও পাপাচার থেকে বেঁচে থাকার নাম তাকওয়া। আর যে ব্যক্তি তাকওয়া অর্জন করেছে তাকে বলা হয় মুত্তাক্বী। আর কখনো কোনো পাপ হয়ে গেলে তৎক্ষণাৎ তাওবাহ ও ইস্তিগফার করা মুত্তাক্বীদের অন্যতম বৈশিষ্ট্য।)

اِذْ تَقُوْلُ لِلْمُؤْمِنِيْنَ اَلَنْ يَّكْفِيَكُمْ اَنْ يُّمِدَّكُمْ رَبُّكُمْ بِثَلٰثَةِ اٰلٰفٍ مِّنَ الْمَلٰٓئِكَةِ مُنْزَلِيْنَ ﴿١٢٤﴾ بَلٰٓى ۙ اِنْ تَصْبِرُوْا وَ تَتَّقُوْا وَ يَاْتُوْكُمْ مِّنْ فَوْرِهِمْ هٰذَا يُمْدِدْكُمْ رَبُّكُمْ بِخَمْسَةِ اٰلٰفٍ مِّنَ الْمَلٰٓئِكَةِ مُسَوِّمِيْنَ ﴿١٢٥﴾ وَ مَا جَعَلَهُ اللّٰهُ اِلَّا بُشْرٰى لَكُمْ وَ لِتَطْمَئِنَّ قُلُوْبُكُمْ بِهٖ ؕ وَ مَا النَّصْرُ اِلَّا مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ الْعَزِيْزِ الْحَكِيْمِ ﴿١٢٦﴾ لِيَقْطَعَ طَرَفًا مِّنَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْٓا اَوْ يَكْبِتَهُمْ فَيَنْقَلِبُوْا خَآئِبِيْنَ ﴿١٢٧﴾

তিন হাজার ফিরিস্তার সাহায্য

১২৪. (অহুদ যুদ্ধে মুসলিম সৈন্য ছিল ১০০০ জন, মুনাফিক নেতা আব্দুল্লাহ বিন উবাই এর মাঝে ৩০০ সেনা নিয়ে পালিয়ে গেলে বাকি থাকেন ৭০০ জন। আর মুশরিক সেনা ছিল ৩০০০। বিষয়টির প্রতি ইঙ্গিত করে নাযিল হয়.. হে নবী!)
তুমি যখন মুমিনদের (উৎসাহ দিয়ে) বলছিলেঃ রাব্ব যদি তিন হাজার ফিরিস্তা পাঠিয়ে তোমাদের সাহায্য করেন তবে কি তোমাদের জন্য যথেষ্ট হবে..?

১২৫. (রাসূল সাঃ এর এমন আশ্বাসের ব্যাপারে আল্লাহ বললেন) অবশ্যই, তোমরা যদি অবিচল থাকো, সাবধান থাকো আর শত্রু যদি অতর্কিত হামলা চালায় তবে তোমার রাব্ব পাঁচ হাজার ফিরিস্তার বিশেষ বাহিনী দিয়ে তোমাদেরকে সাহায্য করবেন।

১২৬. আল্লাহ এটা করেছেন তোমাদেরকে সুসংবাদ দেওয়ার জন্য, যাতে তোমাদের অন্তরে প্রশান্তি বজায় থাকে। নতুবা সাহায্য তো শুধু আল্লাহ থেকে-ই হয়, তিনি মহাপরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।

১২৭. (আল্লাহ এমনটি করেছেন) কিছু কাফিরকে নিঃশেষ করতে, তাদের লাঞ্ছিত করতে, যেন তারা ব্যর্থ হয়ে ফিরে যায়।

لَيْسَ لَكَ مِنَ الْاَمْرِ شَيْءٌ اَوْ يَتُوْبَ عَلَيْهِمْ اَوْ يُعَذِّبَهُمْ فَاِنَّهُمْ ظٰلِمُوْنَ ﴿١٢٨﴾ وَ لِلّٰهِ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَ مَا فِي الْاَرْضِ ؕ يَغْفِرُ لِمَنْ يَّشَآءُ وَ يُعَذِّبُ مَنْ يَّشَآءُ ؕ وَ اللّٰهُ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ﴿١٢٩﴾

কারো তাওবাহ কবুল করা বা কাউকে আযাব দেওয়া রাসূলের এখতিয়ারাধীন নয়

পটভূমিঃ মুসলিমের এক বর্ণনা মতে অহুদ যুদ্ধে রাসূল সাঃ এর দাঁত ভেঙ্গে গিয়েছিল, মাথা ফেটে রক্ত ঝরছিল।

রাসূল সাঃ তখন বলেছেনঃ ওই জাতি কি করে সফল হবে? যারা তাদের রাসূলের মাথা ফাটিয়ে দেয়, দাঁত ভেঙ্গে দেয় অথচ তিনি তাদেরকে আল্লাহর প্রতি ডাকছেন? এ ঘটনার প্রতি ইঙ্গিত করে নাযিল হয়..

১২৮. (হে নবী!) তাদের তাওবাহ কবুল করার বা পাপের কারণে তাদের সাজা দেয়ার বিষয়টি তোমার এখতিয়ারাধীন নয়।

১২৯. আসমানসমূহ এবং যমীনে যাকিছু আছে এ সবকিছুর সার্বিক মালিকানা শুধু-ই আল্লাহর। তিনি যাকে খুশী ক্ষমা করেন আর যাকে ইচ্ছা আযাব দেন। আর আল্লাহ হলেন ক্ষমাশীল, দয়াময়। (মালিকানা ও সার্বভৌমত্ব সম্পর্কে জানতে এই সূরার ১০৯ তম আয়াত দেখে নিন)

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَاْكُلُوا الرِّبٰوٓا اَضْعَافًا مُّضٰعَفَةً ۠ وَ اتَّقُوا اللّٰهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ ﴿١٣٠﴾ وَ اتَّقُوا النَّارَ الَّتِيْٓ اُعِدَّتْ لِلْكٰفِرِيْنَ ﴿١٣١﴾ وَ اَطِيْعُوا اللّٰهَ وَ الرَّسُوْلَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُوْنَ ﴿١٣٢﴾ وَ سَارِعُوْٓا اِلٰى مَغْفِرَةٍ مِّنْ رَّبِّكُمْ وَ جَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمٰوٰتُ وَ الْاَرْضُ ۙ اُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِيْنَ ﴿١٣٣﴾

সুদ হারাম

১৩০. ওহে যারা ঈমান এনেছো! (শোন!) তোমরা সুদ গ্রহণ করো না যা চক্রবৃদ্ধি হারে বাড়তে-ই থাকে। তোমরা বরং আল্লাহর তাকওয়া অর্জন করো, এতেই তোমরা সফল হতে পারবে।

আইন ও বিধানঃ সুদ হারাম। সুদকে বৈধ মনে করা বা নীতগতভাবে সুদ হারাম হওয়াকে অবজ্ঞা করা কুফর। আর হারাম জেনেও সুদ গ্রহণ করা মহাপাপ।

১৩১. আর ওই আগুন থেকে বাঁচ, যা কাফিরদের জন্য তৈরি করা হয়েছে।

১৩২. তোমরা (পাপের পথে না গিয়ে) আল্লাহ ও রাসূলের আনুগত্য করো, এতে তোমাদের প্রতি দয়া করা হবে।

১৩৩. এবং প্রভুর ক্ষমা ও জান্নাতের দিকে ছুটে চলো, যার প্রশস্ততা আসমান যমীনের সমান। যা তৈরি করা হয়েছে মুত্তাক্বীদের জন্য,

(আল্লাহর ভয়ে যাবতীয় কুফর, শিরক ও পাপাচার থেকে বেঁচে থাকার নাম তাকওয়া। আর যে ব্যক্তি তাকওয়া অর্জন করেছে তাকে বলা হয় মুত্তাক্বী। আর কখনো কোনো পাপ হয়ে গেলে তৎক্ষণাৎ তাওবাহ ও ইস্তিগফার করা মুত্তাক্বীদের অন্যতম বৈশিষ্ট্য।)

الَّذِيْنَ يُنْفِقُوْنَ فِي السَّرَّآءِ وَ الضَّرَّآءِ وَ الْكٰظِمِيْنَ الْغَيْظَ وَ الْعَافِيْنَ عَنِ النَّاسِ ؕ وَ اللّٰهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِيْنَ ﴿١٣٤﴾ وَ الَّذِيْنَ اِذَا فَعَلُوْا فَاحِشَةً اَوْ ظَلَمُوْٓا اَنْفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللّٰهَ فَاسْتَغْفَرُوْا لِذُنُوْبِهِمْ ۫ وَ مَنْ يَّغْفِرُ الذُّنُوْبَ اِلَّا اللّٰهُ ۫ وَ لَمْ يُصِرُّوْا عَلٰى مَا فَعَلُوْا وَ هُمْ يَعْلَمُوْنَ ﴿١٣٥﴾ اُولٰٓئِكَ جَزَآؤُهُمْ مَّغْفِرَةٌ مِّنْ رَّبِّهِمْ وَ جَنّٰتٌ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا ؕ وَ نِعْمَ اَجْرُ الْعٰمِلِيْنَ ﴿١٣٦﴾

মুত্তাক্বী ও মুহসিনরা যখন কোনো পাপ করে ফেলে

১৩৪. যারা স্বচ্ছল-অস্বচ্ছল সর্বাবস্থায় (আল্লাহর পথে) ব্যয় করে, গুম্বা নিয়ন্ত্রন করে, মানুষকে ক্ষমা করে (তারাই ইহসানকারী তথা মুহসিন।) আর আল্লাহ মুহসিনদের ভালবাসেন।

১৩৫. তারা (মুত্তাক্বী ও মুহসিনরা) যখন কোনো অশ্লীলকাজ করে ফেলে অথবা কোনো পাপ করে ফেলে তখন আল্লাহকে স্মরণ করে এবং নিজের পাপের জন্য মাগফিরাত কামনা করে (ফলে আল্লাহ তাদেরকে ক্ষমা করে দেন। কারণ) আল্লাহ ছাড়া আর কে আছে যে তাদের ক্ষমা করবে..? আর তারা জ্ঞাতসারে পাপকাজে লেগে থাকে না। (অশ্লীলকাজ হলো যিনার আগে যেসব কাজ করা হয়)

১৩৬. (যারা এমন করে) আল্লাহর কাছে তাদের প্রতিদান হলো জান্নাত, যার তলদেশে প্রবাহিত কত নহর। তারা সেখানে চিরকাল থাকবে। (দেখো!) সৎকর্মীদের প্রতিদান কত-ই উত্তম হয়।

মুত্তাক্বী ও মুহসিন পরিচিতিঃ তাকওয়া শব্দটি এসেছে বিক্বায়াহ থেকে। আর বিক্বায়াহ অর্থ বেঁচে থাকা। সে মতে আল্লাহর ভয়ে যাবতীয় কুফর শিরক ও কাবীরাহ গোনাহ থেকে বিরত থাকাকে বলা আল্লাহর তাকওয়া। আর যে বা যারা তাকওয়া অর্জন করে তাদেরকে বলা হয় মুত্তাক্বী।

আর ইহসান অর্থ সুন্দর করা। নিজের ঈমান, ইসলাম, আমল, আখলাক, স্বভাব, চরিত্র, কথাবার্তা, ইত্যাদি সুন্দর করাকে বলা হয় ইহসান। আর যে ব্যক্তি ইহসান করে তাকে বলা হয় মুহসিন। ইহসান মুঅমিনের অন্যতম বৈশিষ্ট। (ইহসান সম্পর্কে আরও জানতে ডিপ্লোমা ইন শারীয়াহ সিলেবাসের "ইহসান" অধ্যায়টি দেখে নিন।)

মুত্তাক্বী যখন পাপ করে ফেলেঃ মুত্তাক্বী নিস্পাপ নয়। মুত্তাক্বী থেকেও পাপ হতে পারে। তবে মুত্তাক্বী ব্যক্তির বৈশিষ্ট্য হলো সে কোনো অশ্লীল কাজ অথবা পাপকাজ করে ফেললে তৎক্ষণাৎ আল্লাহকে স্মরণ করবে এবং আল্লাহর কাছে মাফ চেয়ে নেবে। যে কথা বলা হয়েছে ১৩৫ তম আয়াতে। এ আয়াতের বাস্তব অনুশীলন প্রসঙ্গে সাহাবা রাঃহুম থেকে কয়েকটি ঘটনাও তাফসীরের কিতাবাদিতে পাওয়া যায়। যেমন..

ঘটনাঃ ১ = নাবহাল আল-তাম্মার নামে মদীনাতে একজন সাহাবী ছিলেন তাকে আবু-মুক্বিল নামে ডাকা হত। পেশায় তিনি ছিলেন খেজুর ব্যবসায়ী। একদা তার কাছে অতি সুন্দরী একজন মহিলা এলে তিনি তাকে জড়িয়ে ধরে চুমু দিয়ে ছিলেন। পরে তিনি বুঝতে পারেন তিনি পাপ করে ফেলেছেন। তিনি রাসূল সাঃএর কাছে এসে নিজের অপরাধ স্বীকার করে এর প্রতিকার (সাজা) কামনা করলেন। তখন এ আয়াতটি নাযিল হয়। (তাফসীর কুরতুবী)

ঘটনাঃ ২ = মদীনাতে যাবার পর রাসূল সাঃ একজন মুহাজির আর একজন আনসার সাহাবীর মাঝে ভাতৃত্ব স্থাপন করে দিয়েছিলেন। এমনি এক ভাই যুদ্ধে গেলে অন্য ভাই তার স্ত্রীকে চুম্বন করেছিলেন। (এ ঘটনাটি অনেক দীর্ঘ। আমি সংক্ষিপ্ত ভাবে তুলে ধরছি। বিস্তারিত দেখতে চাইলে তাফসীর কুরতুবী দেখে নিন। ইমাম কুরতুবী বলেছেনঃ ঘটনাটি বর্ণনা করে তিরমিযী বলেছেন হাদিসটি হাসান।)

قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِكُمْ سُنَنٌ ۙ فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ ﴿١٣٧﴾

আল্লাহর রীতি

১৩৭. (পাপের পরিণতিতে আযাব দেয়ার) এমন রীতি ইতোপূর্বে অনেক (জাতির উপর) অতিবাহিত হয়েছে। সুতরাং তোমরা যমীনে ভ্রমণ করো, দেখো! প্রত্যাখ্যানকারীদের পরিণতি কেমন ছিল?

هٰذَا بَيَانٌ لِّلنَّاسِ وَ هُدًى وَّ مَوْعِظَةٌ لِّلْمُتَّقِيْنَ ﴿١٣٨﴾ وَ لَا تَهِنُوْا وَ لَا تَحْزَنُوْا وَ اَنْتُمُ الْاَعْلَوْنَ اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ ﴿١٣٩﴾

বিজয়ের পূর্বশর্ত

১৩৮. এ কুরআন হচ্ছে মানবজাতির জন্য সুস্পষ্ট বর্ণনা আর মুত্তাক্বীদের জন্য হেদায়াত ও উপদেশ।

১৩৯. তোমরা উদ্যমহীন হইও না, পেরেশান হইও না, তোমরা-ই বিজয়ী হবে যদি তোমরা মুঅমিন হও।

اِنْ يَّمْسَسْكُمْ قَرْحٌ فَقَدْ مَسَّ الْقَوْمَ قَرْحٌ مِّثْلُهٗ ؕ وَ تِلْكَ الْاَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ ۚ وَ لِيَعْلَمَ اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَ يَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَآءَ ؕ وَ اللّٰهُ لَا يُحِبُّ الظّٰلِمِيْنَ ﴿١٤٠﴾ وَ لِيُمَحِّصَ اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَ يَمْحَقَ الْكٰفِرِيْنَ ﴿١٤١﴾ اَمْ حَسِبْتُمْ اَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَ لَمَّا يَعْلَمِ اللّٰهُ الَّذِيْنَ جٰهَدُوْا مِنْكُمْ وَ يَعْلَمَ الصّٰبِرِيْنَ ﴿١٤٢﴾

অহুদ যুদ্ধ এবং আল্লাহর পরীক্ষা

১৪০-১৪১. (অহুদযুদ্ধে ৭০জন মুসলিম নিহত হবার কারণে) তোমাদের যদি আঘাত লেগে থাকে তবে (বদরে ৭০ জনকে হারিয়ে) এমন আঘাত তাদেরও লেগেছে। (জয়পরাজয় আর উত্থান-পতনের) এ দিনকে আমরা পালাবদল করে মানুষকে দিয়ে থাকি। (এর কারণ হলো) মুঅমিনদের বাছাই করা এবং তোমাদের কিছু মানুষকে শহীদ হিসেবে গ্রহণ করা। (নতুবা) আল্লাহ জালিমদের পছন্দ করেন না। আল্লাহ এমনটি করে থাকেন শুধুমাত্র মুঅমিনদের পরিচ্ছন্ন করতে এবং কাফিরদের নির্মূল করতে।

১৪২. (হে মুসলিমগণ!) তোমরা কি মনে করো (এমনিতে-ই) জান্নাতে চলে যাবে? আল্লাহ প্রকাশ করবেন না; তোমাদের কে (আল্লাহর পথে) জিহাদ করে আর কে (দ্বীনের উপর) অবিচল থাকে?

وَ لَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ الْمَوْتَ مِنْ قَبْلِ اَنْ تَلْقَوْهُ ۫ فَقَدْ رَاَيْتُمُوْهُ وَ اَنْتُمْ تَنْظُرُوْنَ ﴿١٤٣﴾

শাহাদাত প্রত্যাশা করা সাহাবাদের রীতি

পটভূমিঃ যেসব সাহাবা বদর যুদ্ধে শরীক হতে পারেননি তারা আরও একটি যুদ্ধ চেয়েছিলেন এবং বলেছিলেনঃ সুযোগ পেলে আল্লাহর পথে যুদ্ধ করে শহীদ হয়ে যাব। কিন্তু অহুদ যুদ্ধের কঠিন পরিস্থিতে অনেকে-ই পালিয়ে যান। (কুরতুবী) উনাদের প্রতি ইঙ্গিত করে নাযিল হয়েছে..

১৪৩. (যুদ্ধের আগে) তোমরা মৃত্যু কামনা করেছিলে। এখন (বাস্তবতা) প্রত্যক্ষ করেছ, তোমরা-ই এর প্রত্যক্ষদর্শী।

জ্ঞাতব্যঃ পরিস্থিতির সম্মুখীন হয়ে অনেকে পালিয়ে গেলেও যারা অবিচল ছিলেন এবং বীরদর্পে যুদ্ধ করে শহীদ হয়েছেন তাদের একজন হলেন আনাস বিন নাদ্বার রাঃ, আনাস বিন মালিক রাঃ এর চাচা। মুসলিমগণ পালাতে শুরু করলে তিনি বললেনঃ হে আল্লাহ! এরা যা করছে, আমি এসব থেকে মুক্ত। তিনি আরও বললেনঃ আমি জান্নাতের ঘ্রান পাচ্ছি। তারপর তিনি শত্রুর উপর ঝাপিয়ে পড়েন এবং যুদ্ধ করে শহীদ হয়ে যান। আনাস রাঃ বলেনঃ আমরা আঙুলের চাপ (ফিঙ্গার প্রিন্ট) দেখে তাকে শনাক্ত করেছি। তার দেহে আশিটিরও বেশী জখম ছিল। (কুরতুবী) সূরাহ আহযাবের ২৩ তম আয়াতে মহান আল্লাহ এসব মুজাহিদের প্রশংসা করেছেন।

وَ مَا مُحَمَّدٌ اِلَّا رَسُوْلٌ ۚ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ ؕ اَفَاْئِنْ مَّاتَ اَوْ قُتِلَ انْقَلَبْتُمْ عَلٰۤى اَعْقَابِكُمْ ؕ وَ مَنْ يَّنْقَلِبْ عَلٰى عَقِبَيْهِ فَلَنْ يَّضُرَّ اللّٰهَ شَيْـًٔا ؕ وَ سَيَجْزِى اللّٰهُ الشّٰكِرِيْنَ ﴿۱۴۴﴾ وَ مَا كَانَ لِنَفْسٍ اَنْ تَمُوْتَ اِلَّا بِاِذْنِ اللّٰهِ كِتٰبًا مُّؤَجَّلًا ؕ وَ مَنْ يُّرِدْ ثَوَابَ الدُّنْيَا نُؤْتِهٖ مِنْهَا ۚ وَ مَنْ يُّرِدْ ثَوَابَ الْاٰخِرَةِ نُؤْتِهٖ مِنْهَا ؕ وَ سَنَجْزِى الشّٰكِرِيْنَ ﴿۱۴۵﴾

অহুদ যুদ্ধঃ দুনিয়ার জন্য কাজ করা আর আখেরাতের জন্য কাজ করা

পটভূমিঃ অহুদ যুদ্ধে রাসূল সাঃ এর শিরস্ত্রাণ ভেঙ্গে মাথায় ঢুকে গিয়েছিল এবং দাঁত ভেঙ্গে গিয়েছিল। চতুর্মুখী আক্রমণে আহত হয়ে তিনি পড়ে গিয়েছিলেন। তাকে নিরাপত্তা দিতে কয়েকজন সাহাবী শহীদ হয়েছেন। কয়েকজন সাহাবী রাসূল সাঃ এর চার পাশে মানব ঢাল তৈরি করে নিরাপদে পাহাড়ে পৌছাতে সক্ষম হন। তথাপিও মুহাম্মাদ নিহত হয়েছেন বলে সংবাদ রটে গেলে অনেকে হতাশ হয়ে গিয়েছিলেন। এসবের প্রতি ইঙ্গিত করে নাযিল হয়....

১৪৪. মুহাম্মাদ রাসূল বৈ কিছুই নয়। ইতোপূর্বে অনেক রাসূল অতিবাহিত হয়েছেন। (কোনো রাসূলই চিরস্থায়ী ছিল না, মুহাম্মাদ ও চিরস্থায়ী নয়) তাই সে যদি মারা যায় অথবা নিহত হয় তাহলে তোমরা কি পূর্বাবস্থায় (কুফরে) ফিরে যাবে..? তোমাদের কেউ পুর্বাবস্থায় ফিরে গেলে আল্লাহর কোনো ক্ষতি হবে না। তবে যারা শোকর আদায় করবে আল্লাহ অচিরেই তাদের প্রতিদান দেবেন।

১৪৫. (মানুষ যুদ্ধ থেকে পালায় মৃত্যু ভয়ে। অথচ) কারো মৃত্যু আসে না আল্লাহর অনুমতি ছাড়া। (প্রত্যেকের মৃত্যুকাল) নির্ধারিত এবং লিপিবদ্ধ। যে ব্যক্তি (তার কাজের বদলে) দুনিয়ার প্রতিদান কামনা করে আমি তার জন্য নির্ধারিত অংশ-ই তাকে দিয়ে থাকি, (এর চেয়ে বেশী নয়।) আর যে ব্যক্তি তার কাজের প্রতিদান হিসেবে আখেরাত কামনা করে আমি তাকে ওটা-ই দান করি। আমি অচিরেই দেব কৃতজ্ঞদের প্রতিদান।

জ্ঞাতব্যঃ স্কুল, কলেজ বা মাদরাসার পরীক্ষায় পাশ করা, ভালো চাকরী পাওয়া, ব্যবসায় উন্নতি, মনের মানুষকে কাছে পাওয়া, নেতৃত্ব লাভ করা, ইত্যাদি সবই দুনিয়া। এসব বিষয় অর্জন করতে বা এমন উদ্দেশ্য হাসিলের জন্য দান খয়রাত করার অথবা এজন্য নফল ইবাদাত করার অর্থ দাড়ায় দুনিয়ার জন্য আ'মাল করা।

যে বা যারা দুনিয়া হাসিলের জন্য আ'মাল করে তাদেরকে দুনিয়ার এতোটুকু-ই দেয়া হয় যা তাদের জন্য নির্ধারিত ছিল। অর্থাৎ এসব আ'মালের ফলে তাদের ভাগ্যের কোনো পরিবর্তন ঘটে না। আর দুনিয়ার জন্য কাজ করার

কারণে এসব কাজের ছাওয়াব আখেরাতে পাওয়া যাবে না। তাই সাবধান! বন্ধুগণ! সাবধান!! ইবাদাত করতে হবে শুধু-ই আল্লাহর জন্য এবং এর প্রতিদান আশা করতে হবে শুধু-ই আখেরাতে। তবে ইবাদাত করার পর দুনিয়া কামনা করে আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করা যাবে।

وَ كَاَيِّنْ مِّنْ نَّبِيٍّ قٰتَلَ ۙ مَعَهٗ رِبِّيُّوْنَ كَثِيْرٌ ۚ فَمَا وَ هَنُوْا لِمَاۤ اَصَابَهُمْ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَ مَا ضَعُفُوْا وَ مَا اسْتَكَانُوْا ؕ وَ اللّٰهُ يُحِبُّ الصّٰبِرِيْنَ ﴿١٤٦﴾ وَ مَا كَانَ قَوْلَهُمْ اِلَّاۤ اَنْ قَالُوْا رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا ذُنُوْبَنَا وَ اِسْرَافَنَا فِيْۤ اَمْرِنَا وَ ثَبِّتْ اَقْدَامَنَا وَ انْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكٰفِرِيْنَ ﴿١٤٧﴾ فَاٰتٰىهُمُ اللّٰهُ ثَوَابَ الدُّنْيَا وَ حُسْنَ ثَوَابِ الْاٰخِرَةِ ؕ وَ اللّٰهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِيْنَ ﴿١٤٨﴾

আল্লাহর পথের যুদ্ধাদের বৈশিষ্ট্য

পটভূমিঃ অহুদ যুদ্ধের এক পর্যায়ে সংবাদ রটে যায়ঃ "মুহাম্মাদ নিহত হয়েছেন"। এতে অনেক সাহাবী যুদ্ধ ত্যাগ করলেন। (অনেকে রাসূল সাঃ এর খুজ করছিলেন) কায়া'ব বিন মালিক বলেনঃ হঠাৎ মিগফার (শিরস্ত্রাণের নীচে পরিধেয় কাপড়) এর ফাঁক দিয়ে রাসূল সাঃ এর চুখ দেখতে পেয়ে আমি চিৎকার করে উঠিঃ এইতো আল্লাহর রাসূল। তিনি ইঙ্গিতে আমাকে চুপ থাকতে বললেন! (কুরতুবী) এ ঘটনার প্রতি ইঙ্গিত করে নাযিল হলো..

১৪৬. অতীতে প্রভুভক্ত কত লোক নবীর সঙ্গী হয়ে যুদ্ধ করেছে। আল্লাহর পথে আগত কঠিন পরিস্থিতির সম্মুখীন হয়েও তারা উৎসাহ হারায়নি, হতাশ হয়ে যায়নি, দুর্বল হয়ে পড়েনি। (বরং আল্লাহর পথে অবিচল থেকে যুদ্ধ করেছে) আল্লাহ তাদের ভালোবাসেন যারা সবর করে।

(যে কোনো কঠিন পরিস্থিতিতে ঈমান ও ইসলামের উপর অবিচল থাকার নাম সবর)

১৪৭. (অতীতে নবীগণের সঙ্গী হয়ে যারা যুদ্ধ করেছিল তারা অনেক কঠিন পরিস্থিতির সম্মুখীন হয়েছে এবং এমন অবস্থায়) তারা শুধু বলেছেঃ হে রাব্ব! আমাদের পাপসমূহ মাফ করে দাও, আমাদের দোষত্রুটি ক্ষমা করো, আমাদের অবস্থানকে মজবুত করো আর কাফিরদের মোকাবিলায় আমাদের সাহায্য করো।

১৪৮. ফলে আল্লাহ তাদের দান করেছেন দুনিয়ার প্রতিদান (বিজয় ও গনিমত) তাদের আখেরাতের প্রতিদান আরও উত্তম। (কারণ তারা ছিল মুহসিন) আর আল্লাহ মুহসিনদের ভালোবাসেন।

জ্ঞাতব্যঃ ইহসান অর্থ সুন্দর করা। নিজের ঈমান, ইসলাম, আমল, আখলাক, স্বভাব, চরিত্র, কথাবার্তা, ইত্যাদি সুন্দর করাকে বলা হয় ইহসান। আর ব্যক্তি ইহসানের অধিকারী হলে তাকে বলা হয় মুহসিন। ইহসান মুঅমিনের অন্যতম বৈশিষ্ট। (ইহসান সম্পর্কে আরও জানতে আমাদের ডিপ্লোমা ইন শারীয়াহ সিলেবাসের "ইহসান" অধ্যায়টি দেখে নিন।)

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْۤا اِنْ تُطِيْعُوا الَّذِيْنَ كَفَرُوْا يَرُدُّوْكُمْ عَلٰۤى اَعْقَابِكُمْ فَتَنْقَلِبُوْا خٰسِرِيْنَ ﴿١٤٩﴾ بَلِ اللّٰهُ مَوْلٰىكُمْ ۚ وَ هُوَ خَيْرُ النّٰصِرِيْنَ ﴿١٥٠﴾ سَنُلْقِيْ فِيْ قُلُوْبِ الَّذِيْنَ كَفَرُوا الرُّعْبَ بِمَاۤ اَشْرَكُوْا بِاللّٰهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهٖ سُلْطٰنًا ۚ وَ مَاْوٰىهُمُ النَّارُ ؕ وَ بِئْسَ مَثْوَى الظّٰلِمِيْنَ ﴿١٥١﴾

কাফিরদের আনুগত্য মেনে নিলে কি হবে..?

১৪৯. মুঅমিনগণ! তোমরা যদি (আদর্শগতভাবে) কাফিরদের আনুগত্য মেনে নেও তবে তারা তোমাদেরকে পূর্বাবস্থায় (কুফরে) ফিরিয়ে নেবে, আর তখন তোমরা (চিরতরে) ক্ষতিগ্রস্থ হয়ে যাবে।

১৫০. আসলে আল্লাহই তোমাদের মাওলা (নীতিনির্ধারক), আর তিনি হলেন সর্বশ্রেষ্ট সাহায্যকারী।

১৫১. (তোমরা কাফির শক্তিকে ভয় করো না।) আমি কাফিরদের অন্তরে ভীতি ঢেলে দেব। কারণ তারা আল্লাহর সাথে শিরক করে, অথচ আল্লাহ এ ব্যাপারে (শিরককে বৈধতা দিয়ে) কোনো প্রমাণ নাযিল করেননি। (যারা এমন করে) তাদের ঠিকানা জাহান্নাম। পাপিষ্ঠদের আবাস খুবই জঘন্য।

লক্ষণীয়ঃ এখানে লক্ষণীয় ব্যাপার হলোঃ "আল্লাহ কাফিরদের অন্তরে ভীতি ঢেলে দেবেন। কারণ তারা শিরক করেছে"। এতে বুঝা যায় কুফর ও শিরক দুটি স্বতন্ত্র পাপ হলেও কখনো কখনো পাপ দুটি একীভূত হয়ে যায়। যদিও একাডেমিকভাবে কুফর তুলনামূলকভাবে শিরক থেকে ব্যাপক ও বিস্তৃত। মানে সকল মুশরিক-ই কাফির হয় তবে সকল কাফির মুশরিক হয় না। যেমন এক ব্যক্তি বাস্তব জীবনে ইসলাম মেনে চলে তবে "হুদুদ" মানে না। তার এ পাপকে কুফর বলা যাবে তবে শিরক নয়।

وَ لَقَدْ صَدَقَكُمُ اللّٰهُ وَعْدَهٗۤ اِذْ تَحُسُّوْنَهُمْ بِاِذْنِهٖ ۚ حَتّٰۤى اِذَا فَشِلْتُمْ وَ تَنَازَعْتُمْ فِى الْاَمْرِ وَ عَصَيْتُمْ مِّنْۢ بَعْدِ مَاۤ اَرٰىكُمْ مَّا تُحِبُّوْنَ ؕ مِنْكُمْ مَّنْ يُّرِيْدُ الدُّنْيَا وَ مِنْكُمْ مَّنْ يُّرِيْدُ الْاٰخِرَةَ ۚ ثُمَّ صَرَفَكُمْ عَنْهُمْ لِيَبْتَلِيَكُمْ ۚ وَ لَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ ؕ وَ اللّٰهُ ذُوْ فَضْلٍ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ ﴿۱۵۲﴾ اِذْ تُصْعِدُوْنَ وَ لَا تَلْوٗنَ عَلٰۤى اَحَدٍ وَّ الرَّسُوْلُ يَدْعُوْكُمْ فِىْۤ اُخْرٰىكُمْ فَاَثَابَكُمْ غَمًّۢا بِغَمٍّ لِّكَيْلَا تَحْزَنُوْا عَلٰى مَا فَاتَكُمْ وَ لَا مَاۤ اَصَابَكُمْ ؕ وَ اللّٰهُ خَبِيْرٌۢ بِمَا تَعْمَلُوْنَ ﴿۱۵۳﴾ ثُمَّ اَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِّنْۢ بَعْدِ الْغَمِّ اَمَنَةً نُّعَاسًا يَّغْشٰى طَآئِفَةً مِّنْكُمْ ۙ وَ طَآئِفَةٌ قَدْ اَهَمَّتْهُمْ اَنْفُسُهُمْ يَظُنُّوْنَ بِاللّٰهِ غَيْرَ الْحَقِّ ظَنَّ الْجَاهِلِيَّةِ ؕ يَقُوْلُوْنَ هَلْ لَّنَا مِنَ الْاَمْرِ مِنْ شَىْءٍ ؕ قُلْ اِنَّ الْاَمْرَ كُلَّهٗ لِلّٰهِ ؕ يُخْفُوْنَ فِىْۤ اَنْفُسِهِمْ مَّا لَا يُبْدُوْنَ لَكَ ؕ يَقُوْلُوْنَ لَوْ كَانَ لَنَا مِنَ الْاَمْرِ شَىْءٌ مَّا قُتِلْنَا هٰهُنَا ؕ قُلْ لَّوْ كُنْتُمْ فِىْ بُيُوْتِكُمْ لَبَرَزَ الَّذِيْنَ كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقَتْلُ اِلٰى مَضَاجِعِهِمْ ۚ وَ لِيَبْتَلِيَ اللّٰهُ مَا فِىْ صُدُوْرِكُمْ وَ لِيُمَحِّصَ مَا فِىْ قُلُوْبِكُمْ ؕ وَ اللّٰهُ عَلِيْمٌۢ بِذَاتِ الصُّدُوْرِ ﴿۱۵۴﴾

অহুদ যুদ্ধঃ আল্লাহর প্রতিশ্রুতি

পটভূমিঃ অহুদ যুদ্ধের শুরুতে মুসলিমদের বিজয় হয় এবং মুশরিকরা পালিয়ে যায়। মুসলিম বাহিনীর পিছনে একটি ছোট পাহাড় ছিল। যার বর্তমান নাম জাবাল রুমাত (তীরান্দাজদের পাহাড়)। রাসূল সাঃ এখানে ৫০জন তীরান্দাজ

নিয়োগ করেছিলেন। হুকুম ছিলঃ কোনো অবস্থাতেই তারা যেন স্থান ছেড়ে না যায়। কিন্তু মুশরিকদের পালাতে দেখে এ দলের অনেকেই নিজের অবস্থান ছেড়ে চলে যান। সেনাপতি তাদেরকে বারণ করেছিলেন। কিন্তু তারা সেনাপতির আদেশ লঙ্ঘন করে এবং যুদ্ধ শেষ হয়ে গেছে বলে দলনেতার সাথে বিবাদ করে তারপর চলে যায়। যদিও দলনেতাসহ কয়েকজন অনড় থেকে প্রাণপণ লড়াই করে শহীদ হয়েছেন।

খালিদ বিন ওয়ালিদ তখন মুশরিক বাহিনীর অশ্বারোহী দলের বিচক্ষন কমান্ডার। মুসলিমদের পিছন অরক্ষিত দেখে ২শত অশ্বারোহী নিয়ে পিছন থেকে হামলা করেন খালিদ। তীব্র আক্রমণে মুসলিম সৈন্যরা হতভম্ব হয়ে যায়। পড়তে থাকে লাশের পর লাশ। এ ঘটনার প্রতি ইঙ্গিত করে নাযিল হয়েছে..

১৫২. আল্লাহ তার প্রতিশ্রুতি পূর্ণ করেছেন, যখন আল্লাহর সাহায্যে তোমরা তাদের হত্যা করছিলে। অবশেষে তোমরা ভীরু (যুদ্ধের শৃঙ্খলা ভঙ্গ করে সেনাপতির আদেশের অবাধ্য) হয়ে গেলে, (পাহাড়ে অবস্থানের) বিষয়টি নিয়ে পরস্পরে বিবাদ করলে, তোমাদের পছন্দের বস্তু (গণিমত) দেখার পর (নবীর আদেশের) অবাধ্য হয়ে গেলে। তোমাদের কিছুলোক দুনিয়া চায় আর কিছু লোক আখেরাত চায়। অতঃপর তোমাদের পরীক্ষা করার জন্য তিনি তোমাদেরকে (তার সাহায্য থেকে) বিরত রাখলেন (ফলে তোমরা পালাতে শুরু করলে।) তবে এজন্য আল্লাহ তোমাদেরকে মাফ করে দিয়েছেন। আল্লাহ মুঅমিনদের প্রতি খুব-ই অনুগ্রহশীল।

১৫৩. (হে মুসলিমগণ! স্মরণ করো) যখন (যুদ্ধের ময়দান ছেড়ে) তোমরা উপরে (পাহাড়ে) উঠে যাচ্ছিলে। কেউ কারো প্রতি ভ্রুক্ষেপ করছিলে না, পিছন থেকে রাসূল তোমাদের ডাকছিলেন। (তাতেও তোমরা সাড়া দিচ্ছিলে না) ফলে আল্লাহ তোমাদের মুসীবতের উপর মুসীবত ঢেলে দিলেন। যেন যা (বিজয় ও গণিমত) হারিয়েছ আর যা (পরাজয় ও ক্ষয়ক্ষতি) পেয়েছ এ জন্য দুঃখ না করো। তোমরা যা করো আল্লাহ সর্ববিষয়ে অবগত।

১৫৪. এসব মুসীবতের পর তিনি নাযিল করেছেন প্রশান্তি ও তন্দ্রা, যা তোমাদের অনেককে আচ্ছাদিত করেছিল। আর অনেকে জীবন বাঁচাতে ব্যস্ত হয়ে আল্লাহ সম্পর্কে ভুল ও কুফরি ধারণা পোষণ করতে লাগল। তারা বললঃ (আমরা মদীনায় থেকে প্রতিরোধের কথা বলেছিলাম) আমাদের কথার কি মূল্য দেয়া হয়েছে? (তাদের) বলে দাওঃ সকল সিদ্ধান্তের মালিক আল্লাহ। তাদের অন্তরে যা গোপন রয়েছে তারা এটা প্রকাশ করতে পারছে না। তারা (মনে মনে) বলছেঃ আমাদের কথা মানা হলে এভাবে মরতে হত না। বলোঃ (তাক্বদীরে) যাদের মৃত্যু নির্ধারিত ছিল তারা ঘরে বসে থাকলেও মৃত্যুর স্থানে ছুটে আসতে হত। (আল্লাহ এ পরিস্থিতি সৃষ্টি করেছেন) তোমাদের অন্তরের বিষয় পরীক্ষা করার জন্য, তোমাদের অন্তরকে পরিচ্ছন্ন করার জন্য। আল্লাহ অন্তরের বিষয়েও অবগত।

إِنَّ الَّذِيْنَ تَوَلَّوْا مِنْكُمْ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعٰنِ ۙ إِنَّمَا اسْتَزَلَّهُمُ الشَّيْطٰنُ بِبَعْضِ مَا كَسَبُوْا ۚ وَ لَقَدْ
عَفَا اللّٰهُ عَنْهُمْ ۗ إِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ حَلِيْمٌ ﴿١٥٥﴾ يٰٓأَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَكُوْنُوْا كَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَ

قَالُوْا لِاِخْوَانِهِمْ اِذَا ضَرَبُوْا فِي الْاَرْضِ اَوْ كَانُوْا غُزًّى لَّوْ كَانُوْا عِنْدَنَا مَا مَاتُوْا وَ مَا قُتِلُوْا ۚ لِيَجْعَلَ اللّٰهُ ذٰلِكَ حَسْرَةً فِيْ قُلُوْبِهِمْ ؕ وَ اللّٰهُ يُحْيٖ وَ يُمِيْتُ ؕ وَ اللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ بَصِيْرٌ ﴿١٥٦﴾ وَ لَئِنْ قُتِلْتُمْ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ اَوْ مُتُّمْ لَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللّٰهِ وَ رَحْمَةٌ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُوْنَ ﴿١٥٧﴾ وَ لَئِنْ مُّتُّمْ اَوْ قُتِلْتُمْ لَاِاَلَى اللّٰهِ تُحْشَرُوْنَ ﴿١٥٨﴾

যুদ্ধ থেকে পালানো বনাম আল্লাহর পথে শহীদ

১৫৫. (অহুদ যুদ্ধে) দুই দলের মোকাবিলা কালে যারা (যুদ্ধ থেকে) পালিয়ে ছিল, শয়তান তাদের পদস্খলন ঘটিয়েছিল, তাদের-ই কৃতকর্মের কারণে। তবে আল্লাহ তাদের মাফ করে দিয়েছেন। নিশ্চয় আল্লাহ ক্ষমাশীল, সহনশীল।

১৫৬. মুঅমিনগণ! তোমরা তাদের মত হইও না, যারা কুফর করে (যুদ্ধ থেকে পালিয়ে থাকে) আর তাদের যেসব ভাই অভিযানে বা যুদ্ধে (মারা) যায় তাদের সম্পর্কে বলেঃ আমাদের সঙ্গে থাকলে এভাবে মরত না বা নিহত হত না। (এমন করার কারণ) যেন আল্লাহ তাদের মনে পরিতাপ সৃষ্টি করেন। আসলে জীবন-মৃত্যুর মালিক আল্লাহ। আল্লাহ প্রত্যক্ষ করেন তোমাদের সকল কাজ।

১৫৭-১৫৮. যে ব্যক্তি আল্লাহর পথে নিহত হলো বা মারা গেল (সে আল্লাহর ক্ষমা ও দয়া অর্জন করলো আর যারা বেঁচে থাকলো তারা হয়ত দুনিয়ার সম্পদ বা সম্মান অর্জন করবে।) আর আল্লাহর ক্ষমা ও দয়া এদের অর্জন থেকে অনেক উত্তম। তোমরা মারা যাও বা নিহত হও, সবাই আল্লাহর কাছে-ই ফিরে যাচ্ছ।

ঈমান ও আক্বীদাহঃ যুদ্ধ থেকে পালিয়ে যাওয়া মহাপাপ। হাদীছে বর্ণিত ৭টি ধ্বংসাত্বক পাপের মধ্যে একটি হচ্ছে যুদ্ধ থেকে পালিয়ে যাওয়া বা পালিয়ে থাকা। যুদ্ধ থেকে পালিয়ে গেলে বা পালিয়ে থাকলে আল্লাহর গজবে পড়তে হবে এবং জাহান্নামে যেতে হবে বলে আল কুরআনে হুঁশিয়ারি দেওয়া হয়েছে। (দেখুন সূরাহ আনফালঃ ১৫-১৬)

পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি আল্লাহর পথে নিহত হয় সে শহীদ। শহীদ হওয়ার মানে হচ্ছে আল্লাহর কাছে এক বিশেষ মর্যাদার অধিকারী হওয়া। শহীদ ব্যক্তির কবরের জীবন তথা বারযাখ জীবন নেই। শহীদের রূহ সরাসরি জান্নাতে চলে যায়। শহীদ ব্যক্তি বিচার দিবসে বিচারের সম্মুখীন হবে না। তারা হবে বিচারের দর্শক।

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللّٰهِ لِنْتَ لَهُمْ ۚ وَ لَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيْظَ الْقَلْبِ لَا نْفَضُّوْا مِنْ حَوْلِكَ ۪ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَ اسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَ شَاوِرْهُمْ فِي الْاَمْرِ ۚ فَاِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ ؕ اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِيْنَ ﴿١٥٩﴾

নেতার বৈশিষ্টঃ বিনয় ও নম্রতা

১৫৯. (হে নবী! তোমার প্রতি) আল্লাহর বিশেষ দয়ার কারণে তুমি তাদের (জনতার) প্রতি নম্র ও বিনয়ী হয়েছ। তুমি কর্কশ ও কঠিন হলে মানুষ তোমা থেকে দূরে থাকত। সুতরাং তাদের (ভুলত্রুটি) মাফ করে দেবে, তাদের হয়ে (আল্লাহর কাছে) মাগফিরাত কামনা করবে এবং

(গুরুত্বপূর্ণ) বিষয়াদিতে তাদের সাথে পরামর্শ করবে। আর সিদ্ধান্ত পাকা করার পর আল্লাহর উপর তাওয়াক্কুল (ভরসা) করবে। নিশ্চয় আল্লাহ তাওয়াক্কুল কারীদের ভালোবাসেন।

জ্ঞাতব্যঃ মতামত বা পরামর্শ দিতে হয় সিদ্ধান্তের আগে, সিদ্ধান্তের পর কোনো মতামত বা পরামর্শ গ্রহণযোগ্য হয় না।

اِنۡ يَّنۡصُرۡكُمُ اللّٰهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمۡ ۚ وَاِنۡ يَّخۡذُلۡكُمۡ فَمَنۡ ذَا الَّذِىۡ يَنۡصُرُكُمۡ مِّنۡۢ بَعۡدِهٖ ؕ وَعَلَى اللّٰهِ فَلۡيَتَوَكَّلِ الۡمُؤۡمِنُوۡنَ ﴿۱۶۰﴾

ভরসা করতে হবে শুধুই আল্লাহর উপর

১৬০. আল্লাহ যদি সাহায্য করেন কেউ তোমাদের উপর বিজয়ী হতে পারবে না আর আল্লাহ যদি লাঞ্ছিত করেন তবে আর কে আছে যে তোমাদেরকে সাহায্য করবে? মুঅমিনরা যেন শুধু আল্লাহর উপর-ই ভরসা রাখে।

وَ مَا كَانَ لِنَبِىٍّ اَنۡ يَّغُلَّ ؕ وَمَنۡ يَّغۡلُلۡ يَاۡتِ بِمَا غَلَّ يَوۡمَ الۡقِيٰمَةِ ۚ ثُمَّ تُوَفّٰى كُلُّ نَفۡسٍ مَّا كَسَبَتۡ وَ هُمۡ لَا يُظۡلَمُوۡنَ ﴿۱۶۱﴾ اَفَمَنِ اتَّبَعَ رِضۡوَانَ اللّٰهِ كَمَنۡۢ بَآءَ بِسَخَطٍ مِّنَ اللّٰهِ وَ مَاۡوٰىهُ جَهَنَّمُ ؕ وَ بِئۡسَ الۡمَصِيۡرُ ﴿۱۶۲﴾ هُمۡ دَرَجٰتٌ عِنۡدَ اللّٰهِ ؕ وَاللّٰهُ بَصِيۡرٌۢ بِمَا يَعۡمَلُوۡنَ ﴿۱۶۳﴾ لَقَدۡ مَنَّ اللّٰهُ عَلَى الۡمُؤۡمِنِيۡنَ اِذۡ بَعَثَ فِيۡهِمۡ رَسُوۡلًا مِّنۡ اَنۡفُسِهِمۡ يَتۡلُوۡا عَلَيۡهِمۡ اٰيٰتِهٖ وَ يُزَكِّيۡهِمۡ وَ يُعَلِّمُهُمُ الۡكِتٰبَ وَ الۡحِكۡمَةَ ۚ وَاِنۡ كَانُوۡا مِنۡ قَبۡلُ لَفِىۡ ضَلٰلٍ مُّبِيۡنٍ ﴿۱۶۴﴾

নবীর উপর মিথ্যা অপবাদ

পটভূমিঃ বদরের গণীমতে একটি মূল্যবান লাল চাদর ছিল। বন্টনের সময় চাদরটি পাওয়া গেল না। কেউ কেউ মনে করলোঃ হয়ত রাসূল সাঃ নিজের জন্য রেখে দিয়েছেন। (কুরতুবীঃ আবু-দাউদ, তিরমিযী। তিরমিযী বলেছেন হাদীছটি হাসান) তাদের এ মিথ্যা সন্দেহ খন্ডন করে নাযিল হলো..

১৬১. নবী কখনো গনিমত চুরি করেন না। কেউ গনিমত চুরি করলে কিয়ামতের দিন এটা সঙ্গে নিয়ে হাজির হবে। তখন সবাইকে পরিপূর্ণ প্রতিদান দেওয়া হবে। কারো প্রতি অবিচার করা হবে না।

১৬২. যে ব্যক্তি আল্লাহর সন্তুষ্টি কামনা করে সে কি ওই ব্যক্তির সমান? যে (অবাধ্যতার কারণে) আল্লাহর ক্রোধে পতিত হয়, ফলে তার ঠিকানা হয় জাহান্নাম, জঘন্যতম আবাস?

১৬৩. (যে বা যারা আনুগত্যের মাধ্যমে আল্লাহর সন্তুষ্টি কামনা করে) তারা আল্লাহর কাছে মর্যাদাবান। আল্লাহ প্রত্যক্ষ করেন তাদের সকল কাজ।

১৬৪. আল্লাহ মুঅমিনদের প্রতি দয়া করেছেন, যখন তাদের কাছে রাসূল বানিয়ে পাঠিয়েছেন তাদেরই একজনকে, যে তাদের কাছে আল্লাহর আয়াত পাঠ করবে, তাদের তাযকিয়্যাহ করবে, শিখাবে কিতাব ও হিকমাহ (কুরআন ও সুন্নাহ) যদিও আগে তারা চরম বিভ্রান্ত ছিল।

তাযকিয়্যাহ পরিচিতিঃ তাযকিয়্যাহ অর্থ বিশুদ্ধ করণ, শুদ্ধি করণ, পরিচ্ছন্ন করণ, ইত্যাদি। আল কুরআনের অনেক আয়াতে শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে। তাফসীর জালালাইনে এর অর্থ লিখা হয়েছে অন্তরকে "শিরক মুক্ত করা"। আর তাফসীর কুরতুবীতে এর অর্থ লিখা হয়েছে.. অন্তর দিয়ে ঈমান আনা /অন্তরকে কুফর, শিরক ও পাপ মুক্ত করা /সম্পদের যাকাত আদায় করা।

তাযকিয়াহর প্রকারভেদঃ তাযকিয়্যাহ আসলে ৩ প্রকার হয়ে থাকে। যথা..

- **ঈমানের তাযকিয়্যাহঃ** অর্থাৎ নিজের ঈমান তথা আক্বীদাহ বিশ্বাসকে বিশুদ্ধ করা এবং বিশুদ্ধ রাখা। আর এর পদ্ধতি হিসেবে উলামা সমাজের সর্বসম্মত নীতিমালা হলোঃ দালীল ক্বাত্বয়ী' তথা শুধু আল-কুরআনের মুহকাম আয়াত এবং মুতাওয়াতির মানের হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত বিষয়সমূহকে ঈমান ও আক্বীদাহ অংশ হিসেবে বিশ্বাস করা।
- **আমলের তাযকিয়্যাহঃ** অর্থাৎ নিজের কর্ম ও জীবনকে বিশুদ্ধ করা এবং বিশুদ্ধ রাখা। আর এর পদ্ধতি হিসেবে উলামা সমাজের সর্বসম্মত নীতিমালা হলোঃ বিশুদ্ধ দলীল ছাড়া কোনো বিষয়কে আমলে পরিণত না করা। উল্লেখিত উভয় প্রকার তাযকিয়্যাহ করার জন্য-ই নবী রাসূলগণকে পাঠানো হয়। যে কথা বলা হয়েছে সূরাহ জুমুয়াহ এর ২য় আয়াতে।
- **ক্বলবের তাযকিয়্যাহঃ** অর্থাৎ নিজের আত্মা বা অন্তরকে বিশুদ্ধ করা ও বিশুদ্ধ রাখা। মানুষের ক্বলব তথা মানব আত্মা বা মানব অন্তর যেহেতু সম্পূর্ণরূপে আল্লাহর এখতিয়ারাধীন। তাই কোনো মানুষ এটাকে বিশুদ্ধ করতে পারবে না। যে কথা বলা হয়েছে সূরাহ নিসার ৪৯ তম আয়াতে।

তাযকিয়্যাহর সঠিক পদ্ধতিঃ আল-কুরআন অধ্যায়ন করে, আল-কুরআনের অনুশীলন করে, আল-কুরআনের নীতিমালা মেনে নিজের ঈমান আমাল ও আত্মাকে কুফর শিরক ও পাপাচার থেকে মুক্ত করা এবং মুক্ত রাখাই তাযকিয়্যাহর সঠিক পদ্ধতি।

একটি ভুলের অবসানঃ আমাদের সমাজের কিছু ভন্ড তাযকিয়্যাহ শব্দ ব্যবহার করে লোকজনকে বুঝায় পীরের কাছে মুরিদ হয়ে তাদের বানানো তরিকা মেনে মারিফত ও তরিকতের নামে মনগড়া যিকির ও অযিফা পাঠ করা এবং পীর থেকে সনদ ও ইজাজত নিয়ে সমাজে পীরের খলীফাহ (প্রতিনিধি) হিসেবে কাজ করা।

اَوَ لَمَّآ اَصَابَتْكُمْ مُّصِيْبَةٌ قَدْ اَصَبْتُمْ مِّثْلَيْهَا ۙ قُلْتُمْ اَنّٰى هٰذَا ؕ قُلْ هُوَ مِنْ عِنْدِ اَنْفُسِكُمْ ؕ اِنَّ اللّٰهَ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيْرٌ ﴿١٦٥﴾ وَ مَآ اَصَابَكُمْ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعٰنِ فَبِاِذْنِ اللّٰهِ وَ لِيَعْلَمَ الْمُؤْمِنِيْنَ ﴿١٦٦﴾ وَ لِيَعْلَمَ الَّذِيْنَ نَافَقُوْا ۚۖ وَ قِيْلَ لَهُمْ تَعَالَوْا قَاتِلُوْا فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ اَوِ ادْفَعُوْا ؕ قَالُوْا لَوْ نَعْلَمُ قِتَالًا لَّا اتَّبَعْنٰكُمْ ؕ هُمْ لِلْكُفْرِ يَوْمَئِذٍ اَقْرَبُ مِنْهُمْ لِلْاِيْمَانِ ۚ يَقُوْلُوْنَ بِاَفْوَاهِهِمْ مَّا لَيْسَ فِىْ قُلُوْبِهِمْ ؕ وَ اللّٰهُ اَعْلَمُ بِمَا يَكْتُمُوْنَ ﴿١٦٧﴾ اَلَّذِيْنَ قَالُوْا لِاِخْوَانِهِمْ وَ قَعَدُوْا لَوْ اَطَاعُوْنَا مَا قُتِلُوْا ؕ قُلْ فَادْرَءُوْا عَنْ اَنْفُسِكُمُ الْمَوْتَ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ ﴿١٦٨﴾

বিপর্যয়ের কারণ এবং মুঅমিনদের জন্য সান্তনা

১৬৫. (হে মুসলিমগণ!) তোমরা যদি (অহুদ যুদ্ধে ৭০ জন সঙ্গী হারিয়ে) ক্ষতির সম্মুখীন হয়ে থাকো তবে তারাও (বদর যুদ্ধে ৭০ নিহত ৭০ বন্দী, মোট ১৪০ জন সঙ্গীকে হারিয়ে) এরচেয়ে দ্বিগুন ক্ষতির

সম্মুখীন হয়েছে। তোমরা বলছঃ এমনটি কেন হলো? (হে নবী! তাদেরকে) বলে দাওঃ এমনটি হয়েছে তোমাদের (শৃঙ্খলা ভঙ্গের) কারণেই। নিশ্চয় আল্লাহ সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী। (আল্লাহর কোনো জবাবদিহিতা নাই)

১৬৬-১৬৭. (অহুদ যুদ্ধে) দুই দলের মোকাবিলাকালে তোমাদের যেসব ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে এটা আল্লাহর অনুমোদনে-ই হয়েছে। আর তিনি এমনটি করেছেন মুঅমিনদের ব্যাপারে বাস্তবে জেনে নিতে এবং মুনাফিকদের ব্যাপারটিও বাস্তবে জেনে নিতে। যাদের বলা হয়েছিলঃ (শত্রু বাহিনী এগিয়ে আসছে। এখন তোমাদের সামনে দুটি অপশন রয়েছে। হয়তো এগিয়ে গিয়ে) আল্লাহ পথে (আক্রমণাত্মক) যুদ্ধ করতে হবে অথবা (মদীনায় থেকে দুশমনকে) প্রতিহত করতে হবে। (কিছু লোক মদীনায় থেকে শত্রুকে প্রতিহত করার পরামর্শ দিলেও সাহাবাগণ তখন বাইরে গিয়ে আক্রমণ করার পক্ষে রায় দিয়েছিলেন এবং মুসলিম বাহিনী অহুদ পর্যন্ত অগ্রসর হয়েছিলেন। কিন্তু যুদ্ধের প্রাক্কালে একদল মুনাফিক বেঁকে বসল) তারা বলেছিলঃ (এটাকে সঙ্গত) যুদ্ধ মনে করলে অবশ্যই আমরা তোমাদের সঙ্গী হতাম। তারা সেদিন ঈমানের থেকে কুফরের বেশী নিকটতম ছিল। তাদের মুখে ছিল এক, অন্তরে ভিন্ন। আল্লাহ জানেন তাদের গোপনীয় সব।

১৬৮. তারা নিজে (যুদ্ধ থেকে) বিরত থেকেছে এবং অন্যদের সম্পর্কে বলেছেঃ আমাদের কথা মানলে তাদেরকে এভাবে মরতে হত না। বলো! পারলে মৃত্যু থেকে নিজেকে রক্ষা করো যদি তোমরা সত্যবাদী হয়ে থাকো।

وَ لَا تَحْسَبَنَّ الَّذِيْنَ قُتِلُوْا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ اَمْوَاتًا ؕ بَلْ اَحْيَآءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُوْنَ ﴿١٦٩﴾ فَرِحِيْنَ بِمَآ اٰتٰىهُمُ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهٖ ۙ وَ يَسْتَبْشِرُوْنَ بِالَّذِيْنَ لَمْ يَلْحَقُوْا بِهِمْ مِّنْ خَلْفِهِمْ ۙ اَلَّا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَ لَا هُمْ يَحْزَنُوْنَ ﴿١٧٠﴾ يَسْتَبْشِرُوْنَ بِنِعْمَةٍ مِّنَ اللّٰهِ وَ فَضْلٍ ۙ وَّ اَنَّ اللّٰهَ لَا يُضِيْعُ اَجْرَ الْمُؤْمِنِيْنَ ﴿١٧١﴾

আল্লাহর পথে শহীদ যারা

১৬৯. যারা আল্লাহর পথে নিহত হয় তাদেরকে মৃত বলে ধারনাও করো না। আসলে তারা জীবিত (তারা সরাসরি জান্নাতে গিয়ে সবুজ পাখি হয়ে উড়ে বেড়ায় এবং) প্রভুর পক্ষ থেকে তাদের রিজক (খাবার) সরবরাহ করা হয়।

১৭০-১৭১. তারা আল্লাহর অনুগ্রহ (জান্নাত) পেয়ে আনন্দিত এবং যারা এখনো তাদের সাথে মিলিত হতে পারেনি বরং পিছনে (দুনিয়ায়) রয়েগেছে, তারা এদের সুসংবাদ দিচ্ছে যে, এদের কোনো ভয় নেই, কোনো চিন্তা নেই। আল্লাহর নিয়ামত ও অনুগ্রহ পেয়ে তারা প্রফুল্ল। আল্লাহ নস্যাৎ করেন না মুঅমিনদের প্রতিদান।

اَلَّذِيْنَ اسْتَجَابُوْا لِلّٰهِ وَ الرَّسُوْلِ مِنْۢ بَعْدِ مَآ اَصَابَهُمُ الْقَرْحُ لِلَّذِيْنَ اَحْسَنُوْا مِنْهُمْ وَ اتَّقَوْا اَجْرٌ عَظِيْمٌ ﴿١٧٢﴾ اَلَّذِيْنَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ اِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوْا لَكُمْ فَاخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ اِيْمَانًا وَّ قَالُوْا حَسْبُنَا اللّٰهُ وَ نِعْمَ الْوَكِيْلُ ﴿١٧٣﴾ فَانْقَلَبُوْا بِنِعْمَةٍ مِّنَ اللّٰهِ وَ فَضْلٍ لَّمْ يَمْسَسْهُمْ سُوْٓءٌ ۙ وَّ اتَّبَعُوْا رِضْوَانَ اللّٰهِ ؕ وَ اللّٰهُ ذُوْ فَضْلٍ عَظِيْمٍ ﴿١٧٤﴾ اِنَّمَا ذٰلِكُمُ الشَّيْطٰنُ يُخَوِّفُ اَوْلِيَآءَهٗ ۪ فَلَا تَخَافُوْهُمْ وَ خَافُوْنِ اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ ﴿١٧٥﴾

অহুদ যুদ্ধঃ কাফির শক্তিকে বড় করে দেখানো শয়তানের চাল

পটভূমিঃ অহুদ যুদ্ধে সাহাবাদের অনেকে-ই আহত ছিলেন। যুদ্ধ শেষে কিছু আগন্তুকের মাধ্যমে খবর এলো আবু সুফিয়ান মুশরিক বাহিনী নিয়ে ফিরে আসছে। রাসূল সাঃ আগ বাড়িয়ে মোকাবিলার আহ্বান জানালে সাহাবাগণ সাড়া দিলেন এবং বললেনঃ আমাদের জন্য আল্লাহ-ই যথেষ্ট, তিনিই সর্বোত্তম অভিভাবক। সাহাবাদের এমন পদক্ষেপে মহান আল্লাহ খুশী হলেন এবং নাযিল হলোঃ

১৭২. যারা আহত অবস্থায়ও আল্লাহ ও রাসূলের ডাকে সাড়া দিয়েছে; তাদের মাঝে যারা মুহসিন ও মুত্তাক্বী তাদের জন্য রয়েছে মহাপ্রতিদান।

১৭৩. (যুদ্ধের পর আগন্তুক) লোকজন যখন বললঃ তারা (মুশরিকরা) তোমাদের বিরুদ্ধে একত্রিত হয়ে (পুনরায় ধেয়ে) আসছে, তাই তাদের ভয় করো (এবং পালিয়ে যাও।) তখন তারা বললঃ আমাদের জন্য আল্লাহ-ই যথেষ্ট, তিনি-ই সর্বোত্তম অভিভাবক।

১৭৪. (সাহাবাগণ এগিয়ে গেলে মুশরিক বাহিনী পালিয়ে যায় এবং সাহাবাগণ উনাদের পণ্য বাজারে বিক্রি করে অনেক লাভবান হন। ঘটনার প্রতি ইঙ্গিত করে আল্লাহ বলছেনঃ) তারা (মুসলিম বাহিনী) আল্লাহর নিয়ামত ও অনুগ্রহ (বিজয় ও ব্যবসা) নিয়ে ফিরে আসে। কোনো অনিষ্ট-ই তাদের স্পর্শ করতে পারেনি। তারা আল্লাহর সন্তুষ্টি কামনা করেছিল। আর আল্লাহ মহাঅনুগ্রহশীল।

১৭৫. শয়তান তার অনুসারীদের ব্যাপারে ভীতি ছড়ায়। তাই তোমরা তাদের ভয় করো না, তোমরা শুধু আমাকে-ই ভয় করবে যদি তোমরা মুঅমিন হয়ে থাকো।

(কাফির শক্তিকে বড় করে দেখানো এবং কাফিরদের ব্যাপারে ভীতি ছড়ানো শয়তানের কাজ)

وَ لَا يَحْزُنْكَ الَّذِيْنَ يُسَارِعُوْنَ فِي الْكُفْرِ ۚ اِنَّهُمْ لَنْ يَّضُرُّوا اللّٰهَ شَيْـًٔا ؕ يُرِيْدُ اللّٰهُ اَلَّا يَجْعَلَ لَهُمْ حَظًّا فِي الْاٰخِرَةِ ۚ وَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيْمٌ ﴿١٧٦﴾ اِنَّ الَّذِيْنَ اشْتَرَوُا الْكُفْرَ بِالْاِيْمَانِ لَنْ يَّضُرُّوا اللّٰهَ شَيْـًٔا ۚ وَ لَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ ﴿١٧٧﴾ وَ لَا يَحْسَبَنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْٓا اَنَّمَا نُمْلِيْ لَهُمْ خَيْرٌ لِّاَنْفُسِهِمْ ؕ اِنَّمَا نُمْلِيْ لَهُمْ لِيَزْدَادُوْٓا اِثْمًا ۚ وَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِيْنٌ ﴿١٧٨﴾

মুসলিম হয়েও যারা কুফরের দিকে ধাবমান

১৭৬. (মুসলিম হয়েও) যারা কুফরের দিকে ধাবিত হয়; তাদের নিয়ে চিন্তা করো না। তারা আল্লাহর কোনো ক্ষতি করতে পারবে না। আল্লাহ চান আখেরাতে তাদের কিছুই না থাকুক (তাই তারা এমন করে।) তাদের তরে কঠিন আযাব।

১৭৭. যারা কুফরের বিনিময়ে ঈমান বিকিয়ে দেয় তারা আল্লাহর কোনো ক্ষতি করতে পারে না। তাদের তরে যন্ত্রনাদায়ক আযাব।

১৭৮. যারা কুফর করে তারা যেন না ভাবেঃ আমি তাদের যে অবকাশ দিচ্ছি এটা তাদের জন্য কল্যাণকর। আমরা তাদের অবকাশ দেই যেন তারা পাপ করে। তাদের তরে লাঞ্ছনার আযাব।

কুফর পরিচিতিঃ কুফর অর্থ অবিশ্বাস করা, প্রত্যাখ্যান করা, অবজ্ঞা করা, অমান্য করা, অকৃতজ্ঞ হওয়া, গোপন করা, ইত্যাদি। সেমতে..

- ❖ আল্লাহর দেয়া কোনো তথ্য অবিশ্বাস করা ;
- ❖ আল্লাহর বিধান প্রত্যাখ্যান করা;
- ❖ আল্লাহর কোনো বিধানকে অবজ্ঞা বা অবহেলা করা;
- ❖ আল্লাহর কর্তৃক নির্ধারিত কোনো ফরজ বিধানকে ঐচ্ছিক মনে করা;
- ❖ আল্লাহর কোনো আদেশ বা নিষেধ অমান্য করা এবং এর বিপক্ষে অবস্থান নেওয়া;
- ❖ আল্লাহর দ্বীন কায়েমে বা দ্বীনি দাওয়াতে বাঁধা দেওয়া বা বাঁধার সৃষ্টি করা;
- ❖ আল্লাহর প্রতি অকৃতজ্ঞ হওয়া;
- ❖ আল্লাহর দেয়া কোনো তথ্য গোপন করা;

তথা উল্লেখিত কাজসমূহের মাঝে যে কোনো একটিতে জড়িয়ে পড়া কুফর। এছাড়াও যাদু এবং আল্লাহ, রাসূল বা দ্বীনি বিষয়াদি নিয়ে উপহাস করাও কুফর।

مَا كَانَ اللّٰهُ لِيَذَرَ الْمُؤْمِنِيْنَ عَلٰى مَآ اَنْتُمْ عَلَيْهِ حَتّٰى يَمِيْزَ الْخَبِيْثَ مِنَ الطَّيِّبِ ؕ وَ مَا كَانَ اللّٰهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ وَ لٰكِنَّ اللّٰهَ يَجْتَبِيْ مِنْ رُّسُلِهٖ مَنْ يَّشَآءُ ۪ فَاٰمِنُوْا بِاللّٰهِ وَ رُسُلِهٖ ۚ وَ اِنْ تُؤْمِنُوْا وَ تَتَّقُوْا فَلَكُمْ اَجْرٌ عَظِيْمٌ ﴿۱۷۹﴾ وَ لَا يَحْسَبَنَّ الَّذِيْنَ يَبْخَلُوْنَ بِمَآ اٰتٰىهُمُ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهٖ هُوَ خَيْرًا لَّهُمْ ؕ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَّهُمْ ؕ سَيُطَوَّقُوْنَ مَا بَخِلُوْا بِهٖ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ ؕ وَ لِلّٰهِ مِيْرَاثُ السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ ؕ وَ اللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرٌ ﴿۱۸۰﴾

মুঅমিন ও মুনাফিক

১৭৯. তোমরা এখন যে অবস্থায় আছ; আল্লাহ মুঅমিনদেরকে (সর্বদা) এ অবস্থায় ছেড়ে দেবেন না। (পরকালে) তিনি নিকৃষ্ট থেকে উৎকৃষ্টকে (মুনাফিক থেকে মুঅমিনকে) আলাদা করবেন (তখন মুঅমিনগণ যাবে জান্নাতে আর মুনাফিকরা জাহান্নামে। দুনিয়ার জীবনে মুনাফিক চিনার জন্য)

আল্লাহ তোমাদেরকে গায়েবের জ্ঞান দান করবেন না। (এমনকি তিনি সকল রাসূলকেও এ ব্যাপারে অবগত করেন না। বরং) তিনি তার রাসূলগণের মাঝে যাকে চান শুধু তাকে-ই (মুনাফিকদের তালিকা সম্পর্কে) অবগত করেন। তোমরা আল্লাহ ও রাসুলের উপর ঈমান আনবে। তোমরা যদি ঈমান আনো এবং তাকওয়া অর্জন করো তবে তোমাদের দেওয়া হবে মহাপুরস্কার।

জ্ঞাতব্যঃ মুনাফিকদের তালিকা রাসূল সাঃকে জানানো হয়েছিল। তিনি হুযাইফাহ রাঃকে জানিয়ে ছিলেন। তাই হুযাইফাহ সকলের জানাযায় শরীক হতেন না।

১৮০. যারা আল্লাহর দেয়া সম্পদের (যাকাতের) ব্যাপারে কার্পণ্য করে তারা যেন না ভাবে এ সম্পদ তাদের জন্য কল্যাণ বয়ে আনবে। বরং আসলে এটা তাদের জন্য ক্ষতিকর প্রমাণিত হবে। কৃপণের সম্পদ পরকালে তার গলার বেড়ি হবে। আসমান যমীনের সার্বিক মালিকানা আল্লাহর। আল্লাহ তোমাদের সকল কাজের খবর রাখেন।

জ্ঞাতব্যঃ মালিকানা দুই প্রকার বিধিবদ্ধ মালিকানা ও সার্বিক মালিকানা।

- ❖ যে মালিকানা আইনের আওতাধীন, যে মালিকানায় জবাবদিহিতা আছে, যে মালিকানায় যা ইচ্ছা তাই করা যায় না, এটা হলো বিধিবদ্ধ মালিকানা।
- ❖ যে মালিকানা কোনো আইন বা নিয়মের আওতাধীন নয়, যে মালিকানায় জবাবদিহিতা নাই, যে মালিকানায় যা ইচ্ছা তাই করা যায়, এটাকে বলে সার্বিক মালিকানা বা সার্বভৌম মালিকানা। একমাত্র আল্লাহর মালিকানা সার্বিক ও সার্বভৌম। আল্লাহ ছাড়া সকলের মালিকানা বিধিবদ্ধ।

ঈমান ও আক্বীদাহঃ উল্লেখ্য মুসলিম তিন প্রকারঃ মুঅমিন, ফাসিক ও মুনাফিক।

মুঅমিনঃ যে মুসলিম..

- ❖ সকল প্রকার ত্বাগূতকে বর্জন করলো,
- ❖ ঈমানের মৌলিক বিষয় সমূহে অবিচল আস্থা ও বিশ্বাস রাখলো।
- ❖ বাস্তব জীবনে ইসলামী শারীয়াহ মেনে চলল সে মুঅমিন।

মুঅমিন আল্লাহর ওয়ালী, মুঅমিন নিশ্চিত জান্নাতী। মুঅমিনগণ পরকালে ফাসিকদের জন্য শাফায়াত করার অধিকারী হবে যদি আল্লাহ তাদের অনুমতি দেন।

ফাসিকঃ যে মুসলিম..

- ❖ সকল প্রকার ত্বাগূতকে বর্জন করলো,
- ❖ ঈমানের মৌলিক বিষয় সমূহে অবিচল আস্থা ও বিশ্বাস রাখলো,
- ❖ তবে বাস্তব জীবনে ইসলামের যাবতীয় বিধান মেনে চলতে পারলো না সে ফাসিক।

ফাসিক পরকালে ভয়াবহ বিপদের সম্মুখীন হবে। ইচ্ছা হলে আল্লাহ তাদের মাফ করে দেবেন আর ইচ্ছা হলে সাজা দেবেন। তবে ফাসিক চির জাহান্নামী হবে না। মেয়াদী সাজা ভোগের পর তাকে মুক্ত করা হবে। সকল ফাসিককে আবার জাহান্নামে যেতে হবে না। নেক লোকদের শাফায়াতে (সুপারিশে) অনেক ফাসিক-ই মাফ পেয়ে যাবে। মুঅমিনগণ পরকালে ফাসিকদের জন্য শাফায়াত করতে পারবে যদি আল্লাহ তার জন্য শাফায়াতের অনুমতি দেন।

মুনাফিকঃ যে মুসলিম বিশ্বাসে অবিচল নয় অথবা ত্বাগূত বর্জন করেনি সে মুনাফিক। মুনাফিক মুসলিম হয়েও কুফর করে, শিরক করে। মুনাফিক ইসলাম ও কুফের সংমিশ্রণে নতুন পথ তৈরি করে। মুনাফিক মানুষের কাছে মুসলিম

হিসেবে পরিচিত হলেও আল্লাহর তালিকায় কাফির। মুনাফিক চির জাহান্নামী। মুনাফিকের ঈমান বিনষ্ট হয়ে সকল আ'মাল বরবাদ হয়ে যায়। পরকালে মুনাফিকের জন্য শাফায়া'ত করতেও কাউকে অনুমতি দেয়া হবে না। মুনাফিক মারা গেলে তার জানাযা পড়া বা তার জন্য দোয়া করাও নিষিদ্ধ। সূরাহ তাওবাহর ৮৪ তম আয়াতে এ ব্যাপারে সুস্পষ্ট নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়েছে।

(মুনাফিক সম্পর্কে জানতে দেখুন আমাদের ইসলাম শিক্ষা সিলেবাসের ৪র্থ বই "ঈমানের উপর অবিচল থাকা"র মুনাফিক অধ্যায় অথবা আমাদের বই "মুঅমিন ও মুনাফিক")

لَقَدْ سَمِعَ اللّٰهُ قَوْلَ الَّذِيْنَ قَالُوْٓا اِنَّ اللّٰهَ فَقِيْرٌ وَّ نَحْنُ اَغْنِيَآءُ ۘ سَنَكْتُبُ مَا قَالُوْا وَ قَتْلَهُمُ الْاَنْۢبِيَآءَ بِغَيْرِ حَقٍّ ۙ وَّ نَقُوْلُ ذُوْقُوْا عَذَابَ الْحَرِيْقِ ﴿۱۸۱﴾ ذٰلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ اَيْدِيْكُمْ وَ اَنَّ اللّٰهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيْدِ ﴿۱۸۲﴾ اَلَّذِيْنَ قَالُوْٓا اِنَّ اللّٰهَ عَهِدَ اِلَيْنَآ اَلَّا نُؤْمِنَ لِرَسُوْلٍ حَتّٰى يَاْتِيَنَا بِقُرْبَانٍ تَاْكُلُهُ النَّارُ ؕ قُلْ قَدْ جَآءَكُمْ رُسُلٌ مِّنْ قَبْلِيْ بِالْبَيِّنٰتِ وَ بِالَّذِيْ قُلْتُمْ فَلِمَ قَتَلْتُمُوْهُمْ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ ﴿۱۸۳﴾ فَاِنْ كَذَّبُوْكَ فَقَدْ كُذِّبَ رُسُلٌ مِّنْ قَبْلِكَ جَآءُوْ بِالْبَيِّنٰتِ وَ الزُّبُرِ وَ الْكِتٰبِ الْمُنِيْرِ ﴿۱۸۴﴾

ইয়াহুদীদের মিথ্যাচার

পটভূমিঃ যখন নাযিল হলো "কে আছো? আল্লাহকে ঋণ দেবে? উত্তম ঋণ। আল্লাহ তাকে অনেক গুণ বাড়িয়ে দেবেন"। (২/২৪৫)

তখন ইয়াহুদ নেতা হুয়াই বিন আখত্বাব (রাসূল সাঃ এর স্ত্রী স্বাফিয়্যাহ বিনত হুয়াই এর পিতা) সহ কয়েকজন ইয়াহুদ (মশকারা করে) বললঃ "আল্লাহ ফকীর আর আমরা ধনী" তাই তো তিনি আমাদের থেকে ঋণ চেয়েছেন। (কুরতুবী) তাদের এ উদ্ধত্যপূর্ণ উক্তির প্রতি ইঙ্গিত করে নাযিল হয়েছে..

১৮১-১৮২. আল্লাহ তাদের কথা শুনেছেন; যারা বলেছেঃ "আল্লাহ ফকীর আর আমরা ধনী"। তাদের এসব কথা এবং অন্যায়ভাবে নবীগণকে হত্যা করা (ইত্যাদি অপকর্ম সমূহ) আমরা লিখে রাখছি। (এর পরিণতিতে পরকালে তাদের) বলা হবেঃ জ্বলন্ত আযাব আস্বাদন করো, এটা-ই তোমাদের কর্মফল। আল্লাহ বান্দার উপর অবিচার করেন না।

পটভূমিঃ একদা কায়া'ব বিন আশরাফসহ কয়েকজন ইয়াহুদ নেতা রাসূল সাঃ এর কাছে এসে বললঃ তুমি মনে করো আল্লাহ তোমাকে আমাদের রাসূল বানিয়ে পাঠিয়েছেন। অথচ আল্লাহ আমাদের কাছে যে কিতাব পাঠিয়েছেন ওখানে আমাদের থেকে অঙ্গীকার নেয়া হয়েছে "আমরা যেন কোনো রাসূলকে বিশ্বাস না করি যতক্ষণ না আকাশ থেকে আগুন এসে তার কুরবানী ভক্ষন করবে"। (কুরতুবী) আসলে এসব-ই ছিল মিথ্যাচার। তাদের এসব মিথ্যাচারকে খন্ডন করে নাযিল হয়েছে..

১৮৩. যারা বলেঃ আল্লাহ আমাদের থেকে অঙ্গীকার নিয়েছেনঃ যেন কোনো নবীকে বিশ্বাস না করি, যতক্ষণ না (আকাশ থেকে) আগুন এসে তার কুরবানী ভক্ষন করবে।

বলে দাওঃ তোমরা যা বলছ এটা এবং আরও অনেক সুস্পষ্ট প্রমাণ নিয়ে এসেছিলেন আগেকার রাসূলগণ। তোমরা সত্য হলে কেন তাদেরকে হত্যা করেছিলে?

১৮৪. তারা যদি তোমাকে (নবী হিসেবে মেনে নিতে) অস্বীকার করে তবে (চিন্তা করো না। কারণ) তোমার আগের রাসূলগণকেও অস্বীকার করা হয়েছে যারা বায়্যিনাত, পুস্তিকা ও আলোকিত কিতাব নিয়ে এসেছিল।

كُلُّ نَفْسٍ ذَآئِقَةُ الْمَوْتِ ؕ وَ اِنَّمَا تُوَفَّوْنَ اُجُوْرَكُمْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ ؕ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَ اُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ ؕ وَ مَا الْحَيٰوةُ الدُّنْيَآ اِلَّا مَتَاعُ الْغُرُوْرِ ﴿١٨٥﴾

প্রতিটি প্রাণীকেই মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করতে হবে

১৮৫. প্রতিটি প্রাণীকেই মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করতে হবে। (মৃত্যুর পর শুরু হবে তোমাদের চিরস্থায়ী জীবন। তোমরা দুনিয়ার জীবনে যা করবে) পরকালে তোমাদেরকে এসবের পরিপূর্ণ প্রতিদান দেয়া হবে। তখন যাকে জাহান্নাম থেকে রক্ষা করা হবে আর জান্নাতে প্রবেশ করানো হবে সে-ই হলো আসল সফল ব্যক্তি। আর (সদা মনে রাখবে) দুনিয়ার জীবন ধোঁকার সামগ্রী ছাড়া কিছু-ই নয়।

لَتُبْلَوُنَّ فِيْۤ اَمْوَالِكُمْ وَ اَنْفُسِكُمْ وَ لَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتٰبَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَ مِنَ الَّذِيْنَ اَشْرَكُوْۤا اَذًى كَثِيْرًا ؕ وَ اِنْ تَصْبِرُوْا وَ تَتَّقُوْا فَاِنَّ ذٰلِكَ مِنْ عَزْمِ الْاُمُوْرِ ﴿١٨٦﴾

আমাদেরকে অবশ্যই পরীক্ষার সম্মুখীন হতে হবে

১৮৬. অবশ্যই তোমরা তোমাদের সম্পদ ও জীবন নিয়ে পরিক্ষার সম্মুখীন হবে এবং আগেকার আহলে কিতাব ও মুশরিকদের থেকে শুনতে হবে আপত্তিকর অনেক কিছু। এমতাবস্থায় অবিচল ও সাবধান থাকা তোমাদের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

وَ اِذْ اَخَذَ اللّٰهُ مِيْثَاقَ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتٰبَ لَتُبَيِّنُنَّهٗ لِلنَّاسِ وَ لَا تَكْتُمُوْنَهٗ فَنَبَذُوْهُ وَرَآءَ ظُهُوْرِهِمْ وَ اشْتَرَوْا بِهٖ ثَمَنًا قَلِيْلًا ؕ فَبِئْسَ مَا يَشْتَرُوْنَ ﴿١٨٧﴾ لَا تَحْسَبَنَّ الَّذِيْنَ يَفْرَحُوْنَ بِمَاۤ اَتَوْا وَّ يُحِبُّوْنَ اَنْ يُّحْمَدُوْا بِمَا لَمْ يَفْعَلُوْا فَلَا تَحْسَبَنَّهُمْ بِمَفَازَةٍ مِّنَ الْعَذَابِ ۚ وَ لَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ ﴿١٨٨﴾

আল্লাহর কিতাবের তথ্য গোপন ও দলাদলি

১৮৭. (স্মরণ করো!) আল্লাহ যখন আহলে কিতাব থেকে শপথ নিয়েছিলেনঃ তোমরা (কিতাবের) সবকিছু মানুষের জন্য উন্মুক্ত করে দেবে, (কোনো কিছু) গোপন করবে না। কিন্তু তারা এ শপথকে অগ্রাহ্য করে সামান্য (দুনিয়ার) বিনিময়ে এসব বদলে ফেলেছে (অর্থ, সম্পদ, সম্মান ও জন সমর্থন ধরে রাখার জন্য তারা আল্লাহর কিতাবের অনেক তথ্য-ই গোপন করে রাখে।) তাদের এ

অর্জন খুব-ই জঘন্য।

১৮৮. যারা নিজেদের (কর্ম, চিন্তা, মতামত, ইত্যাদি) অর্জন নিয়ে পরিতৃপ্ত হয়ে যায় এবং কোনো কাজ না করেও প্রশংসা কুড়াতে পছন্দ করে তাদের নিয়ে চিন্তা করো না, মনে করো নাঃ তারা আযাব থেকে বেঁচে যাবে। তাদের তরে যন্ত্রনাদায়ক আযাব।

জ্ঞাতব্যঃ আমরা যমীনে আল্লাহর প্রতিনিধি। তাই মুসলিম হিসেবে আমাদের দায়িত্ব অনেক। দ্বীন পালন, দ্বীন প্রচার ও দ্বীন প্রতিষ্ঠা আমাদের অন্যতম প্রধান দায়িত্ব। আমাদের উচিতঃ দায়িত্ব পালনে যথাসাধ্য চেষ্টা করা এবং দায়িত্বে অবহেলা সহ ত্রুটি বিচ্যুতির জন্য আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাওয়া। কিন্তু আজকাল আমাদের অনেকে-ই এমন পরিপূর্ণ দ্বীন পালন না করে আংশিক ভাবে দ্বীন পালন করছেন এবং নিজের কাজের উপর সন্তুষ্টি প্রকাশ করছেন তথা নিজের কাজকে যথেষ্ট মনে করছেন। অথচ..

- ❖ যারা নিজের কাজকে যথেষ্ট মনে করে
- ❖ যারা নিজের দল ও মতকেই একমাত্র সঠিক মনে করে
- ❖ যারা নিজের দল ও মতের বাইরে কিছু মেনে নিতে চায় না
- ❖ যারা নিজের দল ও মতকে কুরআন হাদীছে মানদন্ডে যাছাই করতে রাজি নয়
- ❖ যারা কাজ না করেও প্রশংসা কুড়াতে চায়।

তারা জাহান্নামী। তাদের জন্য কঠিন আযাব।

وَ لِلّٰهِ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ ؕ وَ اللّٰهُ عَلٰى كُلِّ شَیْءٍ قَدِیْرٌ ﴿۱۸۹﴾ اِنَّ فِیْ خَلْقِ السَّمٰوٰتِ وَ
الْاَرْضِ وَ اخْتِلَافِ الَّیْلِ وَ النَّهَارِ لَاٰیٰتٍ لِّاُولِی الْاَلْبَابِ ﴿۱۹۰﴾ الَّذِیْنَ یَذْكُرُوْنَ اللّٰهَ قِیٰمًا وَّ
قُعُوْدًا وَّ عَلٰى جُنُوْبِهِمْ وَ یَتَفَكَّرُوْنَ فِیْ خَلْقِ السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ ۚ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هٰذَا بَاطِلًا ۚ
سُبْحٰنَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ ﴿۱۹۱﴾ رَبَّنَاۤ اِنَّكَ مَنْ تُدْخِلِ النَّارَ فَقَدْ اَخْزَیْتَهٗ ؕ وَ مَا لِلظّٰلِمِیْنَ مِنْ
اَنْصَارٍ ﴿۱۹۲﴾ رَبَّنَاۤ اِنَّنَا سَمِعْنَا مُنَادِیًا یُّنَادِیْ لِلْاِیْمَانِ اَنْ اٰمِنُوْا بِرَبِّكُمْ فَاٰمَنَّا ۚ رَبَّنَا فَاغْفِرْ لَنَا
ذُنُوْبَنَا وَ كَفِّرْ عَنَّا سَیِّاٰتِنَا وَ تَوَفَّنَا مَعَ الْاَبْرَارِ ﴿۱۹۳﴾ رَبَّنَا وَ اٰتِنَا مَا وَعَدْتَّنَا عَلٰى رُسُلِكَ وَ لَا
تُخْزِنَا یَوْمَ الْقِیٰمَةِ ؕ اِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِیْعَادَ ﴿۱۹۴﴾ فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ اَنِّیْ لَاۤ اُضِیْعُ عَمَلَ
عَامِلٍ مِّنْكُمْ مِّنْ ذَكَرٍ اَوْ اُنْثٰى ۚ بَعْضُكُمْ مِّنْۢ بَعْضٍ ۚ فَالَّذِیْنَ هَاجَرُوْا وَ اُخْرِجُوْا مِنْ دِیَارِهِمْ وَ
اُوْذُوْا فِیْ سَبِیْلِیْ وَ قٰتَلُوْا وَ قُتِلُوْا لَاُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَیِّاٰتِهِمْ وَ لَاُدْخِلَنَّهُمْ جَنّٰتٍ تَجْرِیْ مِنْ تَحْتِهَا
الْاَنْهٰرُ ۚ ثَوَابًا مِّنْ عِنْدِ اللّٰهِ ؕ وَ اللّٰهُ عِنْدَهٗ حُسْنُ الثَّوَابِ ﴿۱۹۵﴾

কিভাবে দোয়া করলে কবুল হয় এবং কাদের দোয়া কবুল করা হয়?

১৮৯. আসমানসমূহ এবং যমীনের সার্বিক মালিকানা আল্লাহর। আল্লাহ সর্বময় ক্ষমতার

অধিকারী।

১৯০-১৯১. নিশ্চয় আসমানসমূহ ও যমীনের সৃষ্টি এবং রাত ও দিনের পরিবর্তনে শিক্ষা রয়েছে বিজ্ঞ লোকদের জন্য, যারা দাঁড়ানো বসা শায়িত তথা সর্বাবস্থায় আল্লাহর যিকর (ইবাদাত) করে, আসমান যমীনের সৃষ্টি (রহস্য) নিয়ে চিন্তা করে (এবং বলে) হে রাব্ব! তুমি কোনো কিছু-ই অহেতুক সৃষ্টি করোনি, তুমি মহান, জাহান্নামের আযাব থেকে আমাদেরকে বাঁচাও।

জ্ঞাতব্যঃ যিকর অর্থ স্মরণ, স্মরণিকা, আলোচনা, সমালোচনা, বাণী ইত্যাদি। আমাদের বাংলা সমাজে শব্দটিকে একটু বদলিয়ে বলা হয় যিকির বা জিকির। আল কুরআনের অনেক জায়গায় যিকর বলে আল-কুরআনকে বুঝানো হয়েছে, অনেক জায়গায় নামাযকে যিকর বলা হয়েছে। মোট কথা যিকর শব্দটি আল কুরআনে অনেক অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। যেমনঃ আল-কুরআন, ইবাদাত, নামায, আলোচনা, সমালোচনা, স্মরণ, জ্ঞান, শারীয়াহ, জীবন বিধান, উপদেশ, ইত্যাদি।

কিন্তু আমাদের সমাজের কিছু মানুষ শব্দটিকে বিচ্যুত করে যিকর বলে বুঝিয়ে থাকেনঃ কোনো পীরের বানানো তরিকা অনুযায়ী বিশেষ নিয়মে এবং বিশেষ ভঙ্গিতে কিছু শব্দ জপ করা। তারা শব্দটিকে তার মূল ধারা থেকে বিচ্যুত করে অনেকটা ভিন্ন ধারায় নিয়ে যেভাবে আসল অর্থ থেকে অন্য ধারায় প্রবাহিত করছেন এটা অবশ্যই "তাহরীফ" হিসেবে গণ্য হবে।

১৯২. হে রাব্ব! যাকে তুমি জাহান্নামে পাঠালে সে (চিরতরে) অপদস্থ হয়ে গেল। জালিমদের সাহায্য করার কেউ নেই।

১৯৩. হে রাব্ব! আমরা শোনেছিঃ একজন আহ্বানকারী ঈমানের দিকে আহ্বান করছে। (সে বলছে) তোমরা প্রভুর প্রতি ঈমান আনো, আমরা তখন ঈমান এনেছি। সুতরাং হে রাব্ব! আমাদের অপরাধসমূহ মাফ করে দাও, আমাদের পাপসমূহ মোচন করে দাও আর নেক লোকদের সঙ্গী হয়ে যেন আমাদের মরণ হয়।

১৯৪. হে রাব্ব! তুমি রাসূলের মাধ্যমে (ঈমানের বিনিময়ে জান্নাতের) যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছ, এটা পূর্ণ করো, কিয়ামতের দিন আমাদের অপমানিত করো না। নিশ্চয় তুমি প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করো না।

১৯৫. (যারা এমন হয় এবং এভাবে দোয়া করে) আল্লাহ তাদের দোয়া কবুল করেন। (তিনি বলেন) আমি তোমাদের (মুঅমিনদের) পুরুষ-নারী; কারো আমলই নিস্ফল করি না। তোমরা একে অপরের অংশ। যারা হিজরত করে, (দ্বীনের জন্য) যাদেরকে বাড়িঘর থেকে বিতাড়িত করা হয় এবং আমার পথে যাদেরকে কষ্ট দেয়া হয় আর যারা (আমার তরে) মারে এবং মরে; আমি তাদের পাপসমূহ মোচন করে দেই, তাদের দান করি জান্নাত, যার তলদেশে প্রবাহিত কত নহর। আল্লাহর পক্ষ থেকে এটা-ই তাদের প্রতিদান। আর আল্লাহর কাছেই রয়েছে উত্তম প্রতিদান।

لَا يَغُرَّنَّكَ تَقَلُّبُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا فِي الْبِلَادِ ﴿١٩٦﴾ مَتَاعٌ قَلِيْلٌ ثُمَّ مَأْوٰىهُمْ جَهَنَّمُ ۚ وَ بِئْسَ الْمِهَادُ ﴿١٩٧﴾ لٰكِنِ الَّذِيْنَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ لَهُمْ جَنّٰتٌ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا

نُزُلًا مِّنْ عِنْدِ اللّٰهِ ؕ وَ مَا عِنْدَ اللّٰهِ خَيْرٌ لِّلْاَبْرَارِ ﴿۱۹۸﴾

দুনিয়ার প্রভাব প্রতিপত্তি বনাম আখেরাতের পুরস্কার

১৯৬-১৯৭. দেশে দেশে কাফিরদের প্রভাব প্রতিপত্তি যেন তোমাকে ধোঁকায় না ফেলে। (কারণ এসব হলো ক্ষণস্থায়ী দুনিয়ার) সামান্য উপকরণ। আর তাদের স্থায়ী ঠিকানা হলো জাহান্নাম। এটা হলো নিকৃষ্টতম আবাস।

১৯৮. পক্ষান্তরে যারা তাদের প্রভুর তাকওয়া অর্জন করে তাদের তরে জান্নাত; যার তলদেশে প্রবাহিত কত নহর, সেখানে তারা চিরকাল থাকবে, এটা হলো আল্লাহর আপ্যায়ন। সৎলোকদের জন্য আল্লাহর কাছে রয়েছে উৎকৃষ্ট পুরস্কার।

وَ اِنَّ مِنْ اَهْلِ الْكِتٰبِ لَمَنْ يُّؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَ مَاۤ اُنْزِلَ اِلَيْكُمْ وَ مَاۤ اُنْزِلَ اِلَيْهِمْ خٰشِعِيْنَ لِلّٰهِ ۙ لَا يَشْتَرُوْنَ بِاٰيٰتِ اللّٰهِ ثَمَنًا قَلِيْلًا ؕ اُولٰٓئِكَ لَهُمْ اَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ ؕ اِنَّ اللّٰهَ سَرِيْعُ الْحِسَابِ ﴿۱۹۹﴾

আহলে কিতাবের কিছু মানুষ ঈমান আনবে

১৯৯. নিশ্চয় আহলে কিতাবের কিছু মানুষ আল্লাহর প্রতি ঈমান আনবে, তোমাদের উপর ও তাদের উপর নাযিল কৃত বিষয়ের প্রতি ঈমান আনবে এবং এসব করবে বিনীত হয়ে শুধুই আল্লাহর (সন্তুষ্টি অর্জনের) জন্য। তারা সামান্য (দুনিয়ার) বিনিময়ে আল্লাহর বিধানকে বদলে দেবে না। তাই (যারা এমন হবে) তাদের প্রতিদান রয়েছে প্রভুর কাছে। আল্লাহ খুব দ্রুত হিসাব গ্রহণকারী।

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اصْبِرُوْا وَ صَابِرُوْا وَ رَابِطُوْا وَ اتَّقُوا اللّٰهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ ﴿۲۰۰﴾

মুঅমিনের করনীয়

২০০. ওহে যারা ঈমান এনেছো (শোন!) তোমরা..

- ❖ সবর করবে (তথা আল্লাহর পথে অটল ও অবিচল থাকবে)
- ❖ নিজেরা পরস্পরের (সম্পর্ক ও ঐক্য বজায় রাখার) ব্যাপারে অবিচল থাকবে,
- ❖ রিবাত করবে (তথা যুদ্ধকালীন সময়ে এবং ইসলামী দেশ ও মুসলিম উম্মাহর সীমান্ত পাহারায় সদা তৎপর থাকবে)
- ❖ আর আল্লাহর তাকওয়া অর্জন করবে,
- ❖ এতে তোমরা সফল হতে পারবে।

তাকওয়া ও মুত্তাক্বী পরিচিতিঃ মুত্তাক্বী শব্দটি এসেছে তাক্বওয়া থেকে আর তাক্বওয়ার মূল শব্দ বিক্বায়াহ অর্থ বেঁচে থাকা। আল্লাহর ভয়ে যাবতীয় কুফর, শিরক ও পাপাচার থেকে বেঁচে থাকার নাম তাক্বওয়া। আর যে ব্যক্তি তাক্বওয়া অর্জন করলো তাকে বলা হয় মুত্তাক্বী। মুত্তাক্বী ব্যক্তি থেকে কোন পাপ হয়ে গেলে তৎক্ষণাৎ সে তাওবাহ করে এবং আল্লাহর কাছে মাগফিরাত কামনা করে । এটা হলো মুত্তাক্বীদের বৈশিষ্ট্য।

উল্লেখ্য তাক্বওয়ার ৩টি স্তর রয়েছে। যথা.. অত্যাবশ্যকীয় তাক্বওয়া, আবশ্যকীয় তাক্বওয়া এবং পরিপূর্ণ তাক্বওয়া।

অত্যাবশ্যকীয় তাকওয়াঃ প্রতিটি মুসলিমের জন্য অত্যাবশ্যকীয় তাকওয়া হলো সকল প্রকার কুফর ও শিরক থেকে বেঁচে থাকা। মুসলিম পুরুষ নারী সবাইকে অত্যাবশ্যকীয়ভাবে এ তাকওয়া অর্জন করতে হবে। নতুবা কুফর শিরকে জড়িয়ে গেলে তার ঈমান বাঁচানো সম্ভব হবে না। বরং তখন তার ঈমান নষ্ট হয়ে যাবে এবং সে চির জাহান্নামী মুনাফিক হয়ে যাবে।

আবশ্যকীয় তাকওয়াঃ প্রতিটি মুঅমিনের জন্য আবশ্যকীয় তাক্বওয়া হলো সকল প্রকার কাবীরাহ থেকে বেঁচে থাকা। মুঅমিন হতে হলে এবং মুঅমিন হিসেবে জীবন যাপন করতে হলে অবশ্যই এতোটুকু তাকওয়া অর্জন করতে হবে। নতুবা সে ফাসিক হয়ে যাবে এবং তার আখেরাত অনিশ্চিত হয়ে যাবে।

পরিপূর্ণ তাকওয়াঃ অর্থাৎ ছোটবড় সকল প্রকার পাপ থেকে বেঁচে থাকা, যা মানুষের পক্ষে প্রায় অসম্ভব। মহান আল্লাহ-ই কেবল তার পছন্দের বান্দাকে এ তাওয়ার অধিকারী করতে পারেন।

সূরাহ আল-নিসা ৪ سورة النساء

নিসা অর্থ নারীগণ, মহিলাগণ। এ সূরায় পারিবারিক এবং সামাজিক আইন ও বিধান সংক্রান্ত অনেক বিষয় বর্ণিত হয়েছে। সূরাহটি মাদানী। এ সূরায় মোট আয়াত ১৭৬টি।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

يٰٓاَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوْا رَبَّكُمُ الَّذِىْ خَلَقَكُمْ مِّنْ نَّفْسٍ وَّاحِدَةٍ وَّ خَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَ بَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيْرًا وَّ نِسَآءً ۚ وَ اتَّقُوا اللّٰهَ الَّذِىْ تَسَآءَلُوْنَ بِهٖ وَ الْاَرْحَامَ ؕ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيْبًا ﴿۱﴾

বিসমিল্লাহি-র-রাহ'মানি-র-রাহীম

দুনিয়ার সকল মানুষ এক-ই পরিবার এবং এক-ই জাতি ভুক্ত

১. হে মানুষ! তোমাদের প্রভুর তাক্বওয়া অর্জন করো, যিনি একব্যক্তি (আদম) থেকে তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন এবং তার থেকে সৃষ্টি করেছেন তার সঙ্গিনী (হাওয়্যাকে) আর তাদের দুজন থেকে (বিশ্বব্যাপী) বিস্তৃত করেছেন কত পুরুষ ও নারী। তাই তোমরা আল্লাহর তাক্বওয়া অর্জন করো। তার এবং আত্মীয়তার দোহাই দিয়ে তোমরা পরস্পরে (কত কিছু) কামনা করো। নিশ্চয় আল্লাহ তোমাদের রাক্বীব (তত্ত্বাবধানকারী, প্রত্যক্ষকারী, সুরক্ষাকারী।)

জ্ঞাতব্যঃ দুনিয়ার সকল মানুষ একই বাবা মার সন্তান। মানুষ সে যে ধর্মের, যে বর্ণের বা যে দেশের-ই হক না কেন, মানুষ হিসেবে সকলেই সমান। মানুষকে মানুষ হিসেবে-ই দেখতে হবে, মানুষ হিসেবে-ই মূল্যায়ন করতে হবে। এটা মানুষের মানবাধিকার। অন্যায়ভাবে কোনো মানুষকে অবজ্ঞা বা অবহেলা করলে তার অধিকার নষ্ট করা হবে।

তাক্বওয়া এর মূল শব্দ "বিক্বায়াহ" অর্থ বেঁচে থাকা বা বিরত থাকা। আল্লাহর ভয়ে যাবতীয় কুফর শিরক ও পাপাচার থেকে বিরত থাকাকে বলা হয় আল্লাহর তাক্বওয়া। আর যে ব্যক্তি তাক্বওয়া অর্জন করে তাকে বলা হয় মুত্তাক্বী।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

জাতি, জাতীয়তা ও জাতীয়তাবাদঃ একটি জাতি অন্য জাতির কাছে যে পরিচয়ে পরিচিত হয় এটা-ই তার জাতীয়তা। আর যে নীতি বা আদর্শের উপর ভিত্তি করে জাতীয়তা প্রতিষ্ঠিত হয় এটা হলো জাতীয়তাবাদ। মানুষের মাঝে তিন ধরনের জাতীয়তাবাদ লক্ষ্য করা যায়। যথা..

১. আঞ্চলিক জাতীয়তাবাদঃ একটি নির্দিষ্ট অঞ্চল তথা ভৌগলিক সীমারেখাকে কেন্দ্র করে জাতি গঠনের নীতি বা দর্শনকে বলা হয় আঞ্চলিক জাতীয়তাবাদ। আঞ্চলিক জাতীয়তাবাদ বর্তমান বিশ্বের সবচেয়ে শক্তিশালী দর্শন, বর্তমানে বিশ্বের দেশে দেশে এ নীতিই মানা হচ্ছে। বর্তমান বিশ্বে ইসরাঈল ছাড়া আর সকল দেশে-ই এ নীতি মেনে অঞ্চল ভিত্তিক জাতি গঠন করা হয়েছে। যেমনঃ

❖ আমরা যারা বাংলাদেশের নাগরিক তারা বাংলাদেশী

- ❖ যারা ভারতের নাগরিক তারা ভারতীয়
- ❖ যারা পাকিস্তানের নাগরিক তারা পাকিস্তানী
- ❖ যারা ইরাকের নাগরিক তারা ইরাকী
- ❖ যারা সৌদি আরবের নাগরিক তারা সৌদি, ইত্যাদি।

বিঃ দ্রঃ= ইসলামী বিধান মতে দুনিয়ার সকল মুসলিম এক-ই জাতি, মুসলিম জাতি। তাই অঞ্চল ভিত্তিক প্রদেশ, দেশ, ইমারাত, সালতানাত গঠন করলেও অঞ্চল ভিত্তিক জাতি গঠন কোনো অবস্থাতেই বৈধ নয়।

২. ভাষা ভিত্তিক জাতীয়তাবাদঃ একটি নির্দিষ্ট ভাষাকে কেন্দ্র করে যখন একটি জাতি পরিচিত হয়; তখন এটাকে বলা হয় ভাষা ভিত্তিক জাতীয়তাবাদ। যেমন..

- ❖ আমরা যারা বাংলা ভাষায় কথা বলি (পশ্চিমবঙ্গ, আসাম বা অন্য দেশের নাগরিক হলেও) তারা বাঙ্গালী।
- ❖ যারা আরবী ভাষায় কথা বলে (সৌদি আরব, ইরাক, মিশর, সিরিয়া, লেবানন, জর্ডান, ইত্যাদি যে কোনো দেশের নাগরিক হক) তারা সবাই আরবী। ইত্যাদি।

৩. ধর্মীয় জাতীয়তাবাদ বা ধর্ম ভিত্তিক জাতীয়তাবাদঃ একটি জাতি যখন ধর্মকে কেন্দ্র করে গঠিত ও পরিচিত হয় তখন এটাকে বলা হয় ধর্মীয় জাতীয়াতাবাদ বা ধর্ম ভিত্তিক জাতীয়তাবাদ। যেমন....

- ❖ আমরা যারা ইসলাম মেনে চলি তারা মুসলিম।
- ❖ যারা খৃষ্টানিজম মেনে চলে তারা খৃষ্টান।
- ❖ যারা ইয়াহুদীবাদ মেনে চলে তারা ইয়াহুদী।
- ❖ যারা হিন্দুত্ববাদ মেনে চলে তারা হিন্দু, ইত্যাদি।

আমাদের জাতীয় পরিচয়ঃ আমরা মুসলিম, মুসলিম-ই আমাদের নাম এবং মুসলিম-ই আমাদের জাতীয় পরিচয়। যে নীতি মেনে আমাদের জাতি গঠিত হয়েছে এর নাম "মুসলিম জাতীয়তাবাদ"। সুতরাং এটা-ই আমাদের জাতীয়তা, এটা-ই আমাদের পরিচয় আর এটাই আমাদের আদর্শ। ইরশাদ হচ্ছে...

وَ جَاهِدُوْا فِي اللّٰهِ حَقَّ جِهَادِهٖ ؕ هُوَ اجْتَبٰىكُمْ وَ مَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّيْنِ مِنْ حَرَجٍ ؕ مِلَّةَ اَبِيْكُمْ اِبْرٰهِيْمَ ؕ هُوَ سَمّٰىكُمُ الْمُسْلِمِيْنَ ﴿۷۸﴾

তোমরা আল্লাহর জন্য জিহাদ করো, পরিপূর্ণ জিহাদ। (জিহাদের জন্য) তিনিই তোমাদেরকে মনোনীত করেছেন। তিনি দ্বীনি ব্যাপারে তোমাদের উপর কঠোরতা আরোপ করেননি। তোমাদের পিতা ইবরাহীমের আদর্শ (আকড়ে থাকো।) তিনিই মুসলিম হিসেবে তোমাদের নামকরণ করেছেন.. । (২২ হাজ্জঃ ৭৮)

وَ اٰتُوا الْيَتٰمٰۤى اَمْوَالَهُمْ وَ لَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيْثَ بِالطَّيِّبِ ۪ وَ لَا تَاْكُلُوْۤا اَمْوَالَهُمْ اِلٰۤى اَمْوَالِكُمْ ؕ اِنَّهٗ كَانَ حُوْبًا كَبِيْرًا ﴿۲﴾

ইয়াতীমের সম্পদ

পটভূমিঃ কোনো নাবালিগ (অপ্রাপ্ত বয়স্ক) শিশুর পিতা মারা গেলে তাকে ইয়াতীম বলা হয়। আমাদের সমাজে উর্দু উচ্চারণের সাথে সামঞ্জস্য রেখে বলা হয় ইয়াতীম। ইয়াতীম এর বাংলা প্রতিশব্দ অনাথ।

উল্লেখ্যঃ সাধারণত ছেলেরা স্বপ্নদোষের মাধ্যমে আর মেয়েরা ঋতুস্রাবের মাধ্যমে বালিগ হয়।

২. তোমরা ইয়াতীমের সম্পদ (যথাযথভাবে) তাদের কাছে ফিরিয়ে দাও, (তোমাদের) নিকৃষ্ট বস্তুকে (ইয়াতীমের/অন্য কারো) উৎকৃষ্ট বস্তুর সাথে বদলিয়ে রেখে দিও না এবং নিজের সম্পদের সাথে মিশিয়ে তাদের সম্পদ ভক্ষণ করো না। নিশ্চয় এসব কাজ গুরুতর অপরাধ।

আইন ও বিধানঃ ইয়াতিমের সম্পদের বিধান হলো...

- ❖ পিতা সম্পদ রেখে মারা গেলে ইয়াতীম শিশুদের সম্পদ রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব তার আত্মীয়স্বজন, সমাজ ও সরকারের।
- ❖ ইয়াতীমের সম্পদ সংরক্ষণ এবং এতিম শিশুর লালনপালনের জন্য কোনো ব্যক্তি, প্রতিষ্ঠান বা কমিটিকে অভিভাবক বানিয়ে দায়িত্ব দিতে হবে।
- ❖ ইয়াতীমের সম্পদ ভক্ষণ করা বা আত্মসাৎ করা অমানবিক অপরাধ।
- ❖ ইয়াতীম বড় হবার পর তার সম্পদ যথাযথভাবে তার কাছে ফিরিয়ে দিতে হবে।
- ❖ ইয়াতীমের সম্পদ বদলে ফেলা তথা ভালো ভালো বস্তু রেখে তুলনামূলক মন্দ বস্তু বদলে নিলে পাপ হয়।

وَ اِنۡ خِفۡتُمۡ اَلَّا تُقۡسِطُوۡا فِی الۡیَتٰمٰی فَانۡکِحُوۡا مَا طَابَ لَکُمۡ مِّنَ النِّسَآءِ مَثۡنٰی وَ ثُلٰثَ وَ رُبٰعَ ۚ فَاِنۡ خِفۡتُمۡ اَلَّا تَعۡدِلُوۡا فَوَاحِدَۃً اَوۡ مَا مَلَکَتۡ اَیۡمَانُکُمۡ ؕ ذٰلِکَ اَدۡنٰۤی اَلَّا تَعُوۡلُوۡا ﴿۳﴾

একজন পুরুষের জন্য সর্বোচ্চ চারটি পর্যন্ত বিয়ে করা

পটভূমিঃ রাসূল সাঃ এর সময়ে আরব সমাজে অধিক বিয়ের প্রচলন ছিল। সাধারণত পুরুষরা তখন সম্পদশালী ইয়াতীম মেয়েদের বিয়ে করতে বেশী পছন্দ করত। কারণ এদেরকে বিয়ে করলে সম্পদও পাওয়া যেত আবার এদেরকে অন্য বউয়ের মত অধিকার দিতে হত না। কারণ এরা ইয়াতীম, এদের পক্ষে কথা বলার কেউ নেই। এদের ব্যাপারে বিধান নিয়ে নাযিল হয়েছে..

৩. (হে মুসলিমগণ!) তোমরা যদি আশংকা করো যে, ইয়াতীম মেয়েদের (বিয়ে করলে অন্যস্ত্রীর সঙ্গে তাদের) সমঅধিকার দিতে পারবে না তখন (ইয়াতীম মেয়েদের বিয়ে না করে তোমাদের পছন্দ মত) দুইজন, তিনজন বা চারজন করে অন্য নারীকে বিয়ে করবে। আর যদি আশঙ্কা করো যে (একাধিক স্ত্রীর মাঝে) সমতা বজায় রাখতে পারবে না তবে এক স্ত্রী অথবা অধীনস্থ দাসী (নিয়ে সন্তুষ্ট থাকবে।) এটা হলো অবিচার থেকে বেঁচে থাকার উত্তম পন্থা।

আইন ও বিধানঃ একজন পুরুষের জন্য একসাথে চারজন পর্যন্ত স্ত্রী রাখা বৈধ। পুরুষকে এ অধিকার দিয়েছেন স্বয়ং আল্লাহ তায়া'লা। ইসলামী বিধান মতে ২য়, ৩য় বা ৪র্থ বিয়ে করার জন্য ১ম স্ত্রীর অনুমতি নেওয়া বাধ্যতামূলক নয় (তবে বাংলাদেশের সরকারী আইনে এটা বাধ্যতামূলক।)

ঈমান ও আক্বীদাহঃ একজন পুরুষের জন্য ৪ জন স্ত্রী রাখার বৈধতা নিয়ে যে বিধান দেয়া হয়েছে এটা হলো আল কুরআনে বর্ণিত সুস্পষ্ট বিধান। তাই মুঅমিন হতে হলে বা মুঅমিন থাকতে হলে বিধানটি অবশ্যই মেনে নিতে হবে। আল্লাহর এ বিধানকে অমান্য করলে বা মানতে অস্বীকার করলে বা প্রত্যাখ্যান করলে বা অবজ্ঞা করলে কুফর হবে রবং কোনো মুসলিম এমন করলে সে মুনাফিক হয়ে যাবে।

একটি প্রপাগান্ডা ও এর জবাবঃ আজকাল পশ্চিমা সভ্যতার নামে ইসলাম বিরোধী অপপ্রচার এবং ইসলামের ত্রুটি অন্বেষণ ভয়াবহ রূপ ধারণ করেছে। অনেক ক্ষেত্রে ইসলামের সুন্দর বিষয়গুলোকেও অসুন্দর বানিয়ে উপস্থাপন করা হয়। এরমধ্যে একটি হলো একজন পুরুষের জন্য ৪টি বিয়ের বিষয়। বিষয়টির উপর আপত্তি উত্থাপন করে বলা হয় এতে নাকি নারী অধিকার খর্ব করা হয়?!

মজার কথা হলো যারা এ অভিযোগ উত্থাপন করেন তারা-ই আবার গার্লফ্রেন্ডস বা যৌনসঙ্গিনী রাখার নীতিকে সমর্থন করে বলেন "এটি হচ্ছে প্রাপ্ত বয়স্ক নারীপুরুষের পছন্দের স্বাধীনতা বা স্বাধীন মনমানসিকতার

বহিঃপ্রকাশ"। তারা একজন পুরুষের জন্য একই সাথে একাধিক গার্লফ্রেন্ডস বা যৌনসঙ্গিনী রাখার নীতিকে সমর্থন করে আসলে মেনেই নিয়েছেন যে একজন পুরুষের জীবনে একাধিক নারীসঙ্গ প্রয়োজন হতে পারে অথবা ভালোবাসার কারণে এমনটি হতে পারে।

আসলে বিষয়টি এমনই। জীবনের তাগিদে বা নানা কারণে কখনো কখনো একজন পুরুষের জন্য একাধিক নারীকে সেল্টার বা সঙ্গ দেয়ার প্রয়োজন হতে পারে এবং এটা-ই স্বাভাবিক। আর এসব কারণেই পশ্চিমারা গার্লফ্রেন্ডস নীতি প্রণয়ন করেছে আর ইসলাম দিয়েছে ৪ বিয়ের নীতি।

এখন বিবেচ্য বিষয় হলো কোন নীতিতে নারী অধিকার খর্ব হয় আর কোন নীতিতে নারী অধিকার সংরক্ষিত হয়? আসুন! বিষয়টি একটু খতিয়ে দেখা যাক..

ইসলামে ৪ টি পর্যন্ত বিয়েকে বৈধতা দেওয়ার মূল বিষয় হলো কোনো পুরুষ কোনো নারী সঙ্গ চাইলে...

- ❖ প্রথমে তাকে বিয়ে করতে হয়।
- ❖ তাকে সামাজিক অধিকার ও স্বীকৃতি দিতে হয়।
- ❖ তার দায়ভার কাঁধে তুলে নিতে হয়।
- ❖ তাকে পারিবারিক ও সামাজিকভাবে স্ত্রীর মর্যাদা দিতে হয়।
- ❖ তাকে মোহর দিতে হয়।
- ❖ তার থাকা খাওয়াসহ ভরণপোষণের দায়িত্ব নিতে হয়।
- ❖ ইচ্ছে হলেও তাকে ছুঁড়ে ফেলা যায় না বরং বিবাহ ভঙ্গের জন্য এক নিয়মতান্ত্রিক প্রক্রিয়া অবলম্বন করতে হয়।

পক্ষান্তরে পশ্চিমানীতিতে গার্লফ্রেন্ডস বা যৌনসঙ্গী বানালে

- ❖ তাকে বিয়ে করতে হয় না।
- ❖ তাকে সামাজিক অধিকার ও স্বীকৃতি দিতে হয় না।
- ❖ তার কোনো দায়দায়িত্ব নিতে হয় না।
- ❖ তাকে পারিবারিক ও সামাজিকভাবে স্ত্রীর মর্যাদা দিতে হয় না।
- ❖ তাকে মোহর বা আর্থিক সাপোর্ট দিতে হয় না।
- ❖ তার থাকা খাওয়াসহ ভরণপোষণের কোনো দায়িত্ব নিতে হয় না।
- ❖ আর কিছুদিন ভোগ করার পর ইচ্ছে হলেই তাকে ছুঁড়ে ফেলা যায়, এজন্য কোনো নিয়মনীতি মানতে হয় না।

সুতরাং আশা করি অতি সামান্য জ্ঞান সম্পন্ন মানুষও বুঝতে পারবে কোন নীতি উত্তম আর নারী অধিকারের সংরক্ষক? চার বিয়ে, না গার্লফ্রেন্ডস নীতি?

وَ اٰتُوا النِّسَآءَ صَدُقٰتِهِنَّ نِحْلَةً ؕ فَاِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَیْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوْهُ هَنِیْٓـًٔا مَّرِیْٓـًٔا ﴿۴﴾

স্ত্রীর মোহর আদায় করা আবশ্যক

৪. (হে মুসলিমগণ!) তোমরা সন্তুষ্ট চিত্তে স্ত্রীদেরকে তাদের মোহর (পরিপূর্ণভাবে) আদায় করে দেবে আর তারা যদি নিজ থেকে কিছু ছাড় দেয় তবে এটাও খুশী হয়ে গ্রহণ করবে।

আইন ও বিধানঃ

- ❖ বিবাহকালে মোহর পাওয়া স্ত্রীর অধিকার আর মোহর আদায় করা পুরুষের ফরজ দায়িত্ব।
- ❖ মোহর নগদ আদায় করা ইসলামের বিধান এবং এটা-ই রাসূল সাঃ ও সাহাবাদের অনুশ্রিত সুন্নাহ।
- ❖ মোহর আদায় না করা বা মোহর নিয়ে টালবাহানা করা অনৈতিক ও অবৈধ কাজ।

- ❖ বিবাহ সম্পাদন করার সময় মোহর ধার্য করে নিতে হয়।
- ❖ বিবাহ সম্পাদন করার সময় মোহর ধার্য না করলে "মোহর মিছিল" (নববধূর সমান সুন্দরী এবং সমান গুণবতী তার অন্য বোন বা ফুফুদের সমপরিমাণ মোহর) দিতে হয়।
- ❖ বিবাহ সম্পাদন করার সময় যে মোহর ধার্য করা হয়েছে এটাকে সঙ্গত মনে না করলে নবদম্পতি এ মোহরে সংশোধনী আনতে পারবে।
- ❖ মোহর ধার্য করে বিয়ে করার পর স্ত্রীর সাথে শারীরিক সম্পর্ক করার অথবা শারীরিক সম্পর্কের জন্য স্ত্রী নিজেকে স্বামীর কাছে উপস্থাপন করার আগে তাকে তালাক দিলে অর্ধেক মোহর দিতে হয়।
- ❖ আর যদি বিবাহের সময় মোহর ধার্য করা না হয় এবং শারীরিক সম্পর্ক করার বা স্ত্রী শারীরিক সম্পর্কের জন্য নিজেকে একান্তভাবে স্বামীর কাছে উপস্থাপন করার আগে তালাক হয়ে যায় তবে কোনো মোহর দিতে হবে না বরং স্বামী তার সাধ্য মত মাতা' (উপহার) দিয়ে স্ত্রীকে বিদায় জানাবে। (এ সম্পর্কে আরও জানতে দেখুন সূরাহ বাক্বারাহঃ ২৩৬, ২৩৭)

وَ لَا تُؤْتُوا السُّفَهَآءَ اَمْوَالَكُمُ الَّتِیْ جَعَلَ اللّٰهُ لَكُمْ قِیٰمًا وَّ ارْزُقُوْهُمْ فِیْهَا وَ اكْسُوْهُمْ وَ قُوْلُوْا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوْفًا ﴿۵﴾

মানসিক প্রতিবন্ধীর সম্পদের রক্ষণাবেক্ষণ

৫. (হে মানুষ!) আল্লাহ যে সম্পদকে (দুনিয়ায়) তোমাদের জন্য প্রতিষ্ঠার মাধ্যম হিসেবে নির্ধারণ করে দিয়েছেন তোমরা এ সম্পদ নির্বোধ লোকদের হাতে তুলে দিও না (যদিও সে আইনগতভাবে এ সম্পদের মালিক হয়।) তবে (এ সম্পদ থেকে) তাদের অন্ন, বস্ত্র (প্রয়োজনীয়) খরচ করবে এবং তাদের সাথে সুন্দরভাবে কথা বলবে।

জ্ঞাতব্যঃ নির্বোধ বা মানসিক প্রতিবন্ধীর হাতে সম্পদ হস্তান্তর করা উচিত নয়। নির্বোধ ব্যক্তি সম্পদের মালিক হলে সম্পদ তার হাতে হস্তান্তর না করে তার পরিবার /আত্মীয়স্বজন / সমাজ / সরকার তার সম্পদ তত্ত্বাবধান করবে এবং এ সম্পদ থেকে মালিকের জন্য প্রয়োজনীয় খরচ করবে। আর আসলে-ই লোকটি নির্বোধ কি না, এ সম্পর্কে রিপোর্ট দেবে ডাক্তার আর সিদ্ধান্ত দেবে সরকারী আদালত অথবা সরকার অনুমোদিত যথাযত কর্তৃপক্ষ।

وَ ابْتَلُوا الْیَتٰمٰی حَتّٰۤی اِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ ۚ فَاِنْ اٰنَسْتُمْ مِّنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوْۤا اِلَیْهِمْ اَمْوَالَهُمْ ۚ وَ لَا تَاْكُلُوْهَاۤ اِسْرَافًا وَّ بِدَارًا اَنْ یَّكْبَرُوْا ؕ وَ مَنْ كَانَ غَنِیًّا فَلْیَسْتَعْفِفْ ۚ وَ مَنْ كَانَ فَقِیْرًا فَلْیَاْكُلْ بِالْمَعْرُوْفِ ؕ فَاِذَا دَفَعْتُمْ اِلَیْهِمْ اَمْوَالَهُمْ فَاَشْهِدُوْا عَلَیْهِمْ ؕ وَ كَفٰی بِاللّٰهِ حَسِیْبًا ﴿۶﴾

ইয়াতীমের সম্পদ সংরক্ষণ ও হস্তান্তর প্রক্রিয়া

৬. (তত্ত্বাবধানকারী ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান ইয়াতীমের সম্পদ হস্তান্তরের আগে) ইয়াতীমকে পরীক্ষা করবে।

- ❖ ইয়াতীম যখন বিবাহযোগ্য (বালিগ) হয়ে যাবে এবং (সম্পদের ব্যবহার ও তত্ত্বাবধানে) সক্ষম বলে মনে হবে তখন তাদের সম্পদ তাদের কাছে হস্তান্তর করবে।
- ❖ তারা বড় হয়ে যাচ্ছে বলে তড়িঘড়ি করে বা অপচয় করে (তাদের সম্পদ) ভক্ষণ করবে না।

- ❖ (ইয়াতীমের সম্পদ তত্বাবধানকারী ব্যক্তি) ধনী হলে (ইয়াতীমের মাল ব্যবহার থেকে) বিরত থাকবে আর গরীব হলে নিয়ম মত (পারিশ্রমিক হিসেবে) ব্যবহার করতে পারবে।
- ❖ তাদের সম্পদ হস্তান্তরকালে সাক্ষী রাখবে আর (সঠিকভাবে হিসাব করবে। মনে রাখবে) হিসাবের জন্য আল্লাহই যথেষ্ট

আইন ও বিধানঃ

- ❖ ইয়াতীম শিশুর সম্পদ থাকলে এ সম্পদের সংরক্ষণ করা তার পরিবার, সমাজ ও সরকারের দায়িত্ব।
- ❖ ইয়াতীম শিশু বালিগ হওয়া পর্যন্ত তার সম্পদের সংরক্ষণ করতে হবে।
- ❖ ইয়াতীম শিশু বালিগ হয়ে গেলে সে যদি মানসিক প্রতিবন্ধী বা নির্বোধ না হয় এবং সম্পদ সংরক্ষণ ও ব্যবহারে সক্ষম মনে হয় তখন তার সম্পদ তার কাছে হস্তান্তর করতে হবে।
- ❖ সম্পদ হস্তান্তরকালে সাক্ষী রাখতে হবে।
- ❖ সম্পদের হস্তান্তর প্রক্রিয়া ও সাক্ষ্যির লিখিত ডকুমেন্ট রাখা উত্তম।
- ❖ ইয়াতীমের সম্পদ সংরক্ষণকারী ব্যক্তি ধনী হলে কোনো প্রকার পারিশ্রমিক ছাড়াই স্বেচ্ছাসেবক হিসেবে কাজটি করবে আর গরীব হলে নিয়মতান্ত্রিক পারিশ্রমিক নিতে পারবে।
- ❖ ইয়াতীমের সম্পদ নিয়ে কোনো প্রকার দুর্নীতি বা অনিয়মের আশ্রয় নেয়া যাবে না।

لِلرِّجَالِ نَصِيْبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدٰنِ وَ الْاَقْرَبُوْنَ ۪ وَ لِلنِّسَآءِ نَصِيْبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدٰنِ وَ الْاَقْرَبُوْنَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ اَوْ كَثُرَ ؕ نَصِيْبًا مَّفْرُوْضًا ﴿۷﴾ وَ اِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ اُولُوا الْقُرْبٰى وَ الْيَتٰمٰى وَ الْمَسٰكِيْنُ فَارْزُقُوْهُمْ مِّنْهُ وَ قُوْلُوْا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوْفًا ﴿۸﴾

ইসলামী উত্তরাধিকার আইন

৭. বাবা-মা ও আত্মীয়স্বজনের রেখে যাওয়া সম্পদে পুরুষের অংশ রয়েছে।
বাবা-মা ও আত্মীয়স্বজনের রেখে যাওয়া সম্পদে নারীর অংশ রয়েছে।
কম বা বেশী যাই হোক সকলের অংশ-ই নির্ধারিত। (এখান থেকে উত্তরাধিকার আইন শুরু হয়েছে)

৮. (সম্পদে অংশ পাবে না, এমন) আত্মীয়স্বজন, ইয়াতীম, মিসকিন বণ্টনকালে উপস্থিত থাকলে তাদেরকেও (এ সম্পদ থেকে ঐচ্ছিকভাবে) কিছু দান করবে এবং তাদের সাথে সুন্দর করে কথা বলবে।

জ্ঞাতব্যঃ যেসব আত্মীয়স্বজন সম্পদে অংশ পায় না তবে তাদেরকে কিছু দান করার কথা বলা হয়েছে এমন আত্মীয়স্বজনের ৩টি উদাহরণ..

- ❖ ফাহাদ সাহেবের ২য় স্ত্রী জামিলাহ খাতুন। জামিলাহ খাতুনের আগে একটা বিয়ে হয়েছিল। সে ঘর থেকে আবিদাহ নামের একটি মেয়ে সন্তান রয়েছে। জামিলাহ যখন ফাহাদ সাহেবের কাছে বিয়ে হয়। আবিদাহ তখন মাত্র ৩ বছরের ইয়াতীম শিশু। ফাহাদ সাহেব আবিদাহকে খুব আদর করে বড় করেছেন। তাকে বাপের অভাব বুঝতে দেননি। এখন ফাহাদ সাহেব মারা গেছেন এবং অঢেল সম্পদ রেখে গেছেন। আজ সে সম্পদ বণ্টন হচ্ছে। ফাহাদ সাহেবের ঔরসজাত সন্তানগণ এসম্পদে অংশ পাচ্ছেন, স্ত্রী হিসেবে অংশ পাচ্ছেন জামিলাহ খাতুনও। কিন্তু আবিদাহ যেহেতু ফাহাদ সাহেবের ঔরসজাত সন্তান নয় তাই সে ওই সম্পদে অংশ

পাচ্ছে না। এমতাবস্থায় সম্পদ বন্টনের আগে তাকে ওই সম্পদ থেকে দান করার কথা বলা হয়েছে।

- ❖ মূসা সাহেব উনার ভাইবোনদেরকে খুব আদর করতেন। সদা তাদের খেয়াল রাখতেন। গত মাসে তিনি মারা গেছেন। উনার ছেলেমেয়েরা আজ সম্পদ বন্টনের আয়োজন করেছে। যেহেতু মূসা সাহেবের ছেলে আছে তাই উনার ভাইবোন উনার সম্পদে অংশ পাবে না। কিন্তু ভাইয়ের সম্পদ বন্টনে তারাও হাজির হয়েছে। এমতাবস্থায় ওই সম্পদ বন্টনের আগে ওখান থেকে উনার ভাইবোনদেরকে কিছু দান করার কথা বলা হয়েছে।
- ❖ ফাহিম একটি ইয়াতীম ছেলে। ফাহিম যখন ৫ম শ্রেণীতে পড়ে তখন তার বাবা-মা মারা গিয়েছেন। ফাহিম যে মাদরাসায় পড়তো সেই মাদরাসাহর শিক্ষক মুফতী ফয়সল সাহেব ফাহিমকে লালনপালন করে বড় করেছেন। ফাহিম ফয়সল সাহেবকে পিতার মত করেই দেখেছে। ফয়সল সাহেব গত ১০ দিন আগে মারা গেছেন। আজ উনার সম্পদ বণ্টন হচ্ছে। ফাহিম যেহেতু উনার ঔরসজাত সন্তান নয় তাই সে উনার সম্পদে অংশ পাবে না। তাই ওই সম্পদ বণ্টন কালে তাকে কিছু দিতে বলা হয়েছে।

وَ لْيَخْشَ الَّذِيْنَ لَوْ تَرَكُوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعٰفًا خَافُوْا عَلَيْهِمْ ۠ فَلْيَتَّقُوا اللّٰهَ وَ لْيَقُوْلُوْا قَوْلًا سَدِيْدًا ﴿٩﴾ اِنَّ الَّذِيْنَ يَاْكُلُوْنَ اَمْوَالَ الْيَتٰمٰى ظُلْمًا اِنَّمَا يَاْكُلُوْنَ فِيْ بُطُوْنِهِمْ نَارًا ؕ وَ سَيَصْلَوْنَ سَعِيْرًا ﴿١٠﴾

ইয়াতীমের সম্পদ ভক্ষণ

৯. (মানুষের স্বাভাবিক স্বভাব হলো) যারা অসহায় সন্তান রেখে (কোথাও) চলে যায় তারা এসব সন্তানের ব্যাপারে শঙ্কিত থাকে (যে অন্যরা এদের সাথে কেমন আচরণ করবে) তাই তারা যেন (অন্যের ইয়াতীম সন্তানের ব্যাপারেও) আল্লাহর তাক্বওয়া অর্জন করে এবং সঠিকভাবে কথা বলে। (আল্লাহর ভয়ে কুফর, শিরক ও পাপাচার থেকে বেঁচে থাকাকে তাক্বওয়া বলে)

১০. যারা অন্যায়ভাবে ইয়াতীমের সম্পদ ভক্ষণ করে তারা আগুন দিয়ে উদরপুর্তি করছে এবং অচিরে-ই তারা জাহান্নামে পতিত হবে।

يُوْصِيْكُمُ اللّٰهُ فِيْۤ اَوْلَادِكُمْ ۗ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْاُنْثَيَيْنِ ۚ فَاِنْ كُنَّ نِسَآءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۚ وَ اِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ؕ وَ لِاَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ اِنْ كَانَ لَهٗ وَلَدٌ ۚ فَاِنْ لَّمْ يَكُنْ لَّهٗ وَلَدٌ وَّ وَرِثَهٗۤ اَبَوٰهُ فَلِاُمِّهِ الثُّلُثُ ۚ فَاِنْ كَانَ لَهٗۤ اِخْوَةٌ فَلِاُمِّهِ السُّدُسُ مِنْۢ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُّوْصِيْ بِهَاۤ اَوْ دَيْنٍ ؕ اٰبَآؤُكُمْ وَ اَبْنَآؤُكُمْ لَا تَدْرُوْنَ اَيُّهُمْ اَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا ؕ فَرِيْضَةً مِّنَ اللّٰهِ ؕ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلِيْمًا حَكِيْمًا ﴿١١﴾

ইসলামী উত্তরাধিকার আইন এবং অসিয়ত

১১. তোমাদের সন্তানের ব্যাপারে আল্লাহ আদেশ দিচ্ছেনঃ (উত্তরাধিকার সম্পদে)

- ❖ এক পুরুষ পাবে দুই নারীর সমান (এ নীতিমালা মেনে-ই সম্পদ বণ্ঠন করতে হবে)

- ❖ (স্বত্ত্বাধিকারী শুধু দুই বা) দুইয়ের অধিক নারী হলে তারা পাবে (রেখে যাওয়া সম্পদের) দুই তৃতীয়াংশ।
- ❖ আর (স্বত্ত্বাধিকারী শুধু) একজন নারী হলে সে পাবে (রেখে যাওয়া সম্পদের) অর্ধেক।
- ❖ মৃত ব্যক্তির সন্তান থাকলে তার বাবা-মা প্রত্যেকে পাবে এক ষষ্ঠমাংশ।
- ❖ আর (মৃত ব্যক্তির) সন্তান না থাকলে বাবা-মা পুরো সম্পত্তির মালিক হয়ে যাবে, তখন মা পাবে এক তৃতীয়াংশ (আর বাকি দুই তৃতীয়াংশ বাবার।)
- ❖ আর (উত্তরাধিকারী শুধু) বোন হলে মা পাবে এক ষষ্ঠমাংশ।

(এ বণ্ঠন হবে মৃত ব্যক্তির) ঋণ পরিশোধ ও অসিয়ত (বৈধ উইল) পালনের পর। তোমরা জানো নাঃ কে তোমাদের বেশী উপকারী? বাবা-মা, না সন্তান? (তাই তোমাদের উত্তরাধিকার নীতিমালা) আল্লাহ নির্ধারণ করে দিয়েছেন। আল্লাহ মহাজ্ঞানী, প্রজ্ঞাময়।

আইন ও বিধানঃ উল্লেখ্য মৃত ব্যক্তির সম্পদ থেকে...

- ❖ প্রথমে তার কাফন দাফন করতে হবে। কাফন দাফনে পুরো সম্পদ ব্যয় হলেও সমস্যা নেই।
- ❖ কাফন দাফনের পর অবশিষ্ট সম্পদ থেকে ঋণ পরিশোধ করতে হবে। ঋণ পরিশোধে প্রয়োজনে সমস্ত সম্পদ ব্যয় করা যাবে।
- ❖ ঋণ পরিশোধের পর অবশিষ্ট সম্পদ থেকে মৃত ব্যক্তির অসিয়ত (উইল) পুরা করতে হবে। অসিয়তে এক তৃতীয়াংশের বেশী সম্পদ ব্যয় করা যাবে না। এক তৃতীয়াংশের বেশী সম্পদের উইল করলে অথবা সম্পদে অংশ পায় এমন কারো জন্য উইল করলে এ উইল বাতিল হয়ে যাবে।

وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ اَزْوَاجُكُمْ اِنْ لَّمْ يَكُنْ لَّهُنَّ وَلَدٌ ۚ فَاِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِنْۢ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُّوْصِيْنَ بِهَآ اَوْ دَيْنٍ ؕ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ اِنْ لَّمْ يَكُنْ لَّكُمْ وَلَدٌ ۚ فَاِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِّنْۢ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوْصُوْنَ بِهَآ اَوْ دَيْنٍ ؕ وَاِنْ كَانَ رَجُلٌ يُّوْرَثُ كَلٰلَةً اَوِ امْرَاَةٌ وَّ لَهٗۤ اَخٌ اَوْ اُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ ۚ فَاِنْ كَانُوْۤا اَكْثَرَ مِنْ ذٰلِكَ فَهُمْ شُرَكَآءُ فِي الثُّلُثِ مِنْۢ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُّوْصٰى بِهَآ اَوْ دَيْنٍ ۙ غَيْرَ مُضَآرٍّ ۚ وَصِيَّةً مِّنَ اللّٰهِ ؕ وَاللّٰهُ عَلِيْمٌ حَلِيْمٌ ﴿١٢﴾ تِلْكَ حُدُوْدُ اللّٰهِ ؕ وَمَنْ يُّطِعِ اللّٰهَ وَ رَسُوْلَهٗ يُدْخِلْهُ جَنّٰتٍ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا ؕ وَذٰلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ ﴿١٣﴾ وَ مَنْ يَّعْصِ اللّٰهَ وَ رَسُوْلَهٗ وَ يَتَعَدَّ حُدُوْدَهٗ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيْهَا ۪ وَ لَهٗ عَذَابٌ مُّهِيْنٌ ﴿١٤﴾

বিবাহিত পুরুষ ও নারী একে অপরের উত্তরাধিকারী হবে

১২. তোমাদের (মৃত) স্ত্রীর যদি সন্তান না থাকে তবে তোমরা পাবে তাদের রেখে যাওয়া সম্পদের অর্ধেক আর স্ত্রীর সন্তান থাকলে তোমরা পাবে এক চতুর্থাংশ (এ বণ্ঠন হবে) তাদের ঋণ

পরিশোধ ও অসিয়ত পূরণের পর।

- ❖ তোমাদের (মুসলিম পুরুষদের) সন্তান না থাকলে স্ত্রীগণ (সম্মিলিতভাবে) পাবে রেখে যাওয়া সম্পদের এক চতুর্থাংশ। আর তোমাদের সন্তান থাকলে স্ত্রীগণ পাবে এক অষ্টমাংশ (এ বণ্ঠন হবে) তোমাদের ঋণ ও অসিয়ত পূরণের পর।
- ❖ যদি কোনো পুরুষ বা নারী কালালাহ (যার বাপদাদা বা ছেলে বেঁচে নেই) হয় এবং তার উত্তরাধিকারী হয় এক ভাই অথবা এক বোন তবে তারা উভয়ে পাবে ষষ্ঠমাংশ করে। আর স্বত্তাধিকারী একের বেশী (ভাই-বোন) হলে সবাই এক তৃতীয়াংশ ভাগ করে নেবে, (এ বণ্ঠন হবে) ঋণ পরিশোধ ও অসিয়ত পূরনের পর।
- ❖ (উত্তরাধিকার সম্পদ বণ্ঠনের সময় লক্ষ্য রাখবে) যেন কারো ক্ষতি না হয়। এটা আল্লাহর নির্দেশ। আল্লাহ মহাজ্ঞানী, সহনশীল।

১৩. এটা (উত্তরাধিকার আইন) আল্লাহর নির্ধারিত সীমানা। যে ব্যক্তি (উত্তরাধিকার আইনসহ জীবনের সকল ক্ষেত্রে) আল্লাহ ও রাসূলের আনুগত্য করবে সে জান্নাতে যাবে, যার তলদেশে প্রবাহিত কত নহর এবং সেখানে সে চিরদিন থাকবে আর এটা-ই মহাসাফল্য।

১৪. পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি (কোনো বিষয়ে) আল্লাহ ও রাসূলের অবাধ্য হবে তথা আল্লাহর সীমানা লঙ্ঘন করবে সে জাহান্নামে যাবে এবং সেখানে চিরদিন থাকবে। তার তরে লাঞ্ছনার আযাব।

وَ الّٰتِیۡ یَاۡتِیۡنَ الۡفَاحِشَۃَ مِنۡ نِّسَآئِکُمۡ فَاسۡتَشۡہِدُوۡا عَلَیۡہِنَّ اَرۡبَعَۃً مِّنۡکُمۡ ۚ فَاِنۡ شَہِدُوۡا فَاَمۡسِکُوۡہُنَّ فِی الۡبُیُوۡتِ حَتّٰی یَتَوَفّٰىہُنَّ الۡمَوۡتُ اَوۡ یَجۡعَلَ اللّٰہُ لَہُنَّ سَبِیۡلًا ﴿۱۵﴾ وَ الَّذٰنِ یَاۡتِیٰنِہَا مِنۡکُمۡ فَاٰذُوۡہُمَا ۚ فَاِنۡ تَابَا وَ اَصۡلَحَا فَاَعۡرِضُوۡا عَنۡہُمَا ؕ اِنَّ اللّٰہَ کَانَ تَوَّابًا رَّحِیۡمًا ﴿۱۶﴾

যিনার বিচার ও সাজা

১৫. তোমাদের (মুসলিমদের) কোনো নারী অশ্লীল কাজ (যিনা) করলে তোমাদের (মুসলিমদের) থেকে চারজন পুরুষকে সাক্ষী রাখবে। তারা (পুরুষের লিঙ্গ নারীর যোনির ভিতরে দেখেছে বলে) সাক্ষ্য দিলে ওই নারীকে ঘরে বন্দী করে রাখবে যতক্ষণ না তার মৃত্যু হয় অথবা যতক্ষণ না আল্লাহ জারি করেন অন্য বিধান। (যিনা করলে গৃহবন্দি রাখার বিধানটি রহিত করে পরে অন্যবিধান দেওয়া হয়েছে। যা সূরাহ নূরে বর্ণিত হয়েছে।)

আইন ও বিধানঃ যেসব অপরাধের সাজা মহান আল্লাহ কর্তৃক নির্ধারণ করে দেওয়া হয়েছে এগুলোকে হুদুদ বলা হয়।

- ❖ হুদুদ মুসলিমদের উপর প্রয়োগ হয়, অমুসলিমদের উপর হুদুদ প্রয়োগ হয় না। তবে তাদেরকে অন্যভাবে সাজা দিতে হয়।
- ❖ হুদুদ প্রয়োগের জন্য মুসলিম পুরুষ-ই কেবল সাক্ষ্য হিসেবে বিবেচিত হয়। অমুসলিমের সাক্ষ্য বা নারীর সাক্ষ্য দিয়ে হুদুদ কায়েম করা যাবে না। তবে অন্য সাজা দেওয়া যাবে।
- ❖ ইসলামের শুরুতে বিধান ছিল কোনো নারী যিনা করলে তাকে আজীবন গৃহবন্দী করে রাখা হত। এখন আর এমন সাজা নেই।

১৬. তোমাদের কেউ (মুসলিম নারী বা পুরুষ) এমন কাজ (যিনা) করলে তোমরা (ইসলামী সরকার/আদালত) তাদের উভয়কে সাজা দেবে। তারা যদি তাওবাহ করে নিজেকে শুধরে নেয় তবে তাদেরকে মাফ করে দেবে। নিশ্চয় আল্লাহ তাওবাহ কবুলকারী, দয়াময়।

আইন ও বিধানঃ নারী বা পুরুষ যে কেউ যিনা করলে তাকে সাজা দেওয়া হবে এবং শুধু নারী বা পুরুষ হওয়ার কারণে এ সাজার মাঝে কোনো পার্থক্য হবে না। কেউ যদি যিনা করে আর তার কেইস আদালত পর্যন্ত না গড়ায় তবে তাওবাহ ও ইস্তিগফার করলে আশা করা যায় আল্লাহ তাকে মাফ করে দেবেন। উল্লেখ্য প্রাপ্ত বয়স্ক নারী ও পুরুষ একত্রে যৌন সঙ্গম করলে পুরুষের লিঙ্গের অগ্রভাগ যদি নারী যোনির ভিতরে চলে যায় কেবল তখন-ই একাজকে হুদুদের নিয়মে শাস্তিযোগ্য যিনা হিসেবে ধরা হবে। অন্যতায় তার উপর হুদুদ কায়েম করা যাবে না।

اِنَّمَا التَّوْبَةُ عَلَى اللّٰهِ لِلَّذِيْنَ يَعْمَلُوْنَ السُّوْٓءَ بِجَهَالَةٍ ثُمَّ يَتُوْبُوْنَ مِنْ قَرِيْبٍ فَاُولٰٓئِكَ يَتُوْبُ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ ؕ وَ كَانَ اللّٰهُ عَلِيْمًا حَكِيْمًا ﴿۱۷﴾ وَ لَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِيْنَ يَعْمَلُوْنَ السَّيِّاٰتِ ۚ حَتّٰٓى اِذَا حَضَرَ اَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ اِنِّيْ تُبْتُ الْـٰٔنَ وَ لَا الَّذِيْنَ يَمُوْتُوْنَ وَ هُمْ كُفَّارٌ ؕ اُولٰٓئِكَ اَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا اَلِيْمًا ﴿۱۸﴾

তাওবাহঃ কখন কবুল হবে আর কখন হবে না

১৭. তাওবাহর ব্যাপারে আল্লাহর উপর কেবল তাদের-ই অধিকার রয়েছে; যারা অজ্ঞতাবশত পাপ করার পর বিলম্ব না করে তাওবাহ করবে, আল্লাহ তাদের তাওবাহ কবুল করেন। আল্লাহ মহাজ্ঞানী, হা'কীম (তথা হুকুমের মালিক, নীতি নির্ধারক, প্রজ্ঞাময়, মহাকৌশলী।)

১৮. আর যারা (সারা জীবন) পাপাচারে মত্ত থাকবে আর মৃত্যুকালে বলবে "তাওবাহ করলাম" এবং যারা কুফর অবস্থায় মারা যায় তাদের এ তাওবাহ গ্রহণযোগ্য নয়। তাদের জন্য আমি তৈরি রেখেছি যন্ত্রনাদায়ক আযাব।

জ্ঞাতব্যঃ তাওবাহ অর্থ ফিরে আসা। পাপের পথ ছেড়ে সৎপথে ফিরে এসে নিজেকে শুধরে নেয়ার নাম তাওবাহ। আর পাপের জন্য আল্লাহর কাছে মাফ চাওয়াকে বলে ইস্তিগফার। তাওবাহ ও ইস্তিগফার করলে সকল পাপ মাফ হয়ে যায়।

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا يَحِلُّ لَكُمْ اَنْ تَرِثُوا النِّسَآءَ كَرْهًا ؕ وَ لَا تَعْضُلُوْهُنَّ لِتَذْهَبُوْا بِبَعْضِ مَآ اٰتَيْتُمُوْهُنَّ اِلَّآ اَنْ يَّاْتِيْنَ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ ۚ وَعَاشِرُوْهُنَّ بِالْمَعْرُوْفِ ۚ فَاِنْ كَرِهْتُمُوْهُنَّ فَعَسٰٓى اَنْ تَكْرَهُوْا شَيْـًٔا وَّ يَجْعَلَ اللّٰهُ فِيْهِ خَيْرًا كَثِيْرًا ﴿۱۹﴾

জোর পূর্বক কোনো নারীর অভিভাবক বনে যাওয়া

পটভূমিঃ তখনকার সময়ে স্বামী মারা গেলে স্বামীর পরিবার স্বয়ংক্রিয়ভাবেই স্ত্রীর মালিক বনে যেত এবং স্ত্রীর ভবিষ্যত স্বামী পরিবারের হাতে ছেড়ে দেয়া হত। স্বামীর পরিবার তাদের পছন্দের পাত্রের কাছে ওই নারীকে বিয়ে

দিত অথবা এভাবেই রেখে দিত। এতে ওই নারীর ইচ্ছা বা অনিচ্ছা দেখা হত না। এ নিয়ম রহিত করে নাযিল হয়েছে..

১৯. ওহে যারা ঈমান এনেছো! (শোন!) জোরপূর্বক কোনো নারীর উত্তরাধিকার বনে যাওয়া তোমাদের জন্য বৈধ নয়। তোমরা স্ত্রীকে যা দিয়েছ এসবের কোনোকিছু রেখে দিতে (বাহানা বানানোর জন্য) তাদের আটকিয়ে রেখো না। তবে কেউ প্রকাশ্যে অশ্লীলকাজ (যিনা) করলে (আইনগত ব্যবস্থা নিবে এবং এ অবস্থায়ও) তাদের সাথে ভালো ব্যবহার করবে। তোমরা তাদের অপছন্দ করলে (মনে রেখো) হতে পারে; তোমরা যা পছন্দ করো না আল্লাহ তাতে অনেক কল্যাণ রেখেছেন।

আইন ও বিধানঃ কোনো নারীকে তার ইচ্ছার বাইরে জোর করে বিয়ে দেওয়া অথবা তার ইচ্ছার বাইরে তার ব্যাপারে অন্য কোনো সিদ্ধান্ত দেওয়া বেআইনি।

وَ اِنۡ اَرَدۡتُّمُ اسۡتِبۡدَالَ زَوۡجٍ مَّکَانَ زَوۡجٍ ۙ وَّ اٰتَیۡتُمۡ اِحۡدٰىہُنَّ قِنۡطَارًا فَلَا تَاۡخُذُوۡا مِنۡہُ شَیۡـًٔا ؕ اَ تَاۡخُذُوۡنَہٗ بُہۡتَانًا وَّ اِثۡمًا مُّبِیۡنًا ﴿۲۰﴾ وَ کَیۡفَ تَاۡخُذُوۡنَہٗ وَ قَدۡ اَفۡضٰی بَعۡضُکُمۡ اِلٰی بَعۡضٍ وَّ اَخَذۡنَ مِنۡکُمۡ مِّیۡثَاقًا غَلِیۡظًا ﴿۲۱﴾

তালাকের পর স্ত্রীকে কিভাবে বিদায় দিবে

২০. (হে মুসলিমগণ!) তোমরা এক স্ত্রীর বদলে (তাকে তালাক দিয়ে) অন্য স্ত্রী গ্রহণ করতে চাইলে ১ম স্ত্রীকে যে সম্পদ দিয়েছ এর থেকে কোনোকিছু রেখে দিও না (কারণ এসব কাজ পাপ হিসেবে বিবেচিত হবে।) মিথ্যা অযুহাত ও প্রকাশ্য পাপ জেনেও কি তোমরা এটা করতে চাইবে?

২১. তোমরা এটা (স্ত্রীর সম্পদ) কিভাবে রেখে দেবে? অথচ তোমরা পরস্পরে মিলিত হয়েছো এবং (বিবাহের মাধ্যমে) নারীরা তোমাদের থেকে (ন্যায় সঙ্গত অধিকার ও উত্তম ব্যবহারের) অঙ্গীকার নিয়েছে।

জ্ঞাতব্যঃ বিয়ের অন্যতম একটি মূল বিষয় হলো স্ত্রীকে ন্যায়সঙ্গত অধিকার দেওয়ার এবং তার সাথে উত্তম ব্যবহার করার অঙ্গীকার।

আইন ও বিধানঃ পুরুষের পক্ষ থেকে স্ত্রীকে যা দেওয়া হয় তালাকের পর এর কোনোকিছু রেখে দেয়া বৈধ নয়। স্ত্রীকে তালাক দিলে বিদায় কালে তার যাবতীয় সম্পদ দিয়ে দিতে হবে।

وَ لَا تَنۡکِحُوۡا مَا نَکَحَ اٰبَآؤُکُمۡ مِّنَ النِّسَآءِ اِلَّا مَا قَدۡ سَلَفَ ؕ اِنَّہٗ کَانَ فَاحِشَۃً وَّ مَقۡتًا ؕ وَسَآءَ سَبِیۡلًا ﴿۲۲﴾ حُرِّمَتۡ عَلَیۡکُمۡ اُمَّہٰتُکُمۡ وَ بَنٰتُکُمۡ وَ اَخَوٰتُکُمۡ وَ عَمّٰتُکُمۡ وَ خٰلٰتُکُمۡ وَ بَنٰتُ الۡاَخِ وَ بَنٰتُ الۡاُخۡتِ وَ اُمَّہٰتُکُمُ الّٰتِیۡۤ اَرۡضَعۡنَکُمۡ وَ اَخَوٰتُکُمۡ مِّنَ الرَّضَاعَۃِ وَ اُمَّہٰتُ نِسَآئِکُمۡ وَ رَبَآئِبُکُمُ الّٰتِیۡ فِیۡ حُجُوۡرِکُمۡ مِّنۡ نِّسَآئِکُمُ الّٰتِیۡ دَخَلۡتُمۡ بِہِنَّ ۫ فَاِنۡ لَّمۡ تَکُوۡنُوۡا دَخَلۡتُمۡ بِہِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَیۡکُمۡ

وَحَلَآئِلُ اَبۡنَآئِكُمُ الَّذِيۡنَ مِنۡ اَصۡلَابِكُمۡ ۙ وَاَنۡ تَجۡمَعُوۡا بَيۡنَ الۡاُخۡتَيۡنِ اِلَّا مَا قَدۡ سَلَفَ ؕ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ غَفُوۡرًا رَّحِيۡمًا ﴿۲۳﴾

যেসব নারীকে বিয়ে করা হারাম

২২. (হে মুসলিমগণ!) তোমাদের বাপ-দাদা যাদের সাথে নিকাহ (বিবাহ/যৌনসঙ্গম) করেছে তোমরা তাদের সাথে নিকাহ (বিবাহ বা সহবাস) করবে না। তবে যা অতীত হয়ে গেছে (এটা নিয়ে ভেবো না, শুধু নতুন করে আর এমন কাজ করবে না) নিশ্চয় এ হচ্ছে অশ্লীলতা ও পাপকাজ এবং নিকৃষ্টতম পন্থা।

২৩. তোমাদের জন্য হারাম করা হয়েছে..

- ❖ তোমাদের মা,
- ❖ তোমাদের মেয়ে,
- ❖ তোমাদের বোন,
- ❖ তোমাদের ফুফু,
- ❖ তোমাদের খালা,
- ❖ ভাইয়ের মেয়ে,
- ❖ বোনের মেয়ে,
- ❖ তোমাদের দুধ মা,
- ❖ তোমাদের দুধ বোন,
- ❖ তোমাদের স্ত্রীদের মা (মানে তোমাদের শাশুড়ী, সঙ্গম করা হয়েছে এমন স্ত্রীর সাথে তালাক হয়ে গেলেও শাশুড়ি মাহরাম হিসেবে থেকে যায়।)
- ❖ তোমরা যে স্ত্রীর সাথে সঙ্গম করে ফেলেছ ওই স্ত্রীর (গর্ভজাত এবং অন্যস্বামীর ঔরসজাত) মেয়ে যে তোমাদের কাছে লালিতপালিত, তবে স্ত্রীর সাথে সঙ্গম না করে (তালাক দিয়ে) থাকলে (তার মেয়েকে বিয়ে করতে) অসুবিধা নেই,
- ❖ তোমাদের নিজের ঔরসজাত ছেলের হালাইল (স্ত্রী ও দাসী)
- ❖ আর এক সাথে দুই বোন। (তাই তোমরা এদের কাউকে বিয়ে করো না।)

তবে অতীতে যা হয়ে গেছে (আল্লাহর এসব মাফ করে দিয়েছেন) আল্লাহ ক্ষমাশীল, দয়াময়।

وَّ الْمُحْصَنٰتُ مِنَ النِّسَآءِ اِلَّا مَا مَلَكَتْ اَيْمَانُكُمْ ۚ كِتٰبَ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ ۚ وَ اُحِلَّ لَكُمْ مَّا وَرَآءَ ذٰلِكُمْ اَنْ تَبْتَغُوْا بِاَمْوَالِكُمْ مُّحْصِنِيْنَ غَيْرَ مُسٰفِحِيْنَ ؕ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهٖ مِنْهُنَّ فَاٰتُوْهُنَّ اُجُوْرَهُنَّ فَرِيْضَةً ؕ وَ لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيْمَا تَرٰضَيْتُمْ بِهٖ مِنْۢ بَعْدِ الْفَرِيْضَةِ ؕ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلِيْمًا حَكِيْمًا ﴿۲۴﴾

২৪. আর (হারাম করা হয়েছে) অন্যের বিবাহিতা স্ত্রী। তবে (যুদ্ধরত কাফিরের) যে স্ত্রী তোমাদের হস্তগত হয়ে যায় (সে তোমাদের জন্য হালাল হয়ে যায়।) এটা হলো আল্লাহর বিধান। উল্লেখিত নারীগণ ছাড়া বাকি নারীরা তোমাদের জন্য হালাল, তোমরা সম্পদ ব্যয় (মোহর আদায়) করে বিয়ের জন্য তাদের খুঁজ করবে, যিনার জন্য নয়। (বিয়ের পর) তাদের সাথে শারীরিক সম্ভোগ করে ফেললে নির্ধারিত মোহর দিয়ে দিবে। (মোহর) নির্ধারনের পর উভয়ের সম্মতিতে এতে পরিবর্তন আনা দোষের নয়। নিশ্চয় আল্লাহ মহাজ্ঞানী, প্রজ্ঞাময়।

আইন ও বিধানঃ অন্যের বিবাহিতা স্ত্রীকে বিয়ে করা হারাম। তবে যুদ্ধরত কাফির শত্রুর স্ত্রী মুসলিমদের অধীনে চলে এলে ওই স্ত্রী মুসলিমদের জন্য হালাল হয়ে যায়।

- ❖ বিয়ের সঙ্গে সঙ্গে মোহর আদায় করা উত্তম। দৈহিক মিলনের পর মোহর আদায় করা ফরজ হয়ে যায়।
- ❖ মিলনের আগে তালাক দিলে অর্ধেক মোহর দিতে হয়।
- ❖ মোহর নির্ধারণ করার পর পুরুষ নারী উভয়ে ইচ্ছা করলে উভয়ের সম্মতিতে মোহর পরিবর্তন করতে পারবে।

وَ مَنْ لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا اَنْ يَّنْكِحَ الْمُحْصَنٰتِ الْمُؤْمِنٰتِ فَمِنْ مَّا مَلَكَتْ اَيْمَانُكُمْ مِّنْ فَتَيٰتِكُمُ الْمُؤْمِنٰتِ ؕ وَاللّٰهُ اَعْلَمُ بِاِيْمَانِكُمْ ؕ بَعْضُكُمْ مِّنْۢ بَعْضٍ ۚ فَانْكِحُوْهُنَّ بِاِذْنِ اَهْلِهِنَّ وَ اٰتُوْهُنَّ اُجُوْرَهُنَّ بِالْمَعْرُوْفِ مُحْصَنٰتٍ غَيْرَ مُسٰفِحٰتٍ وَّ لَا مُتَّخِذٰتِ اَخْدَانٍ ۚ فَاِذَاۤ اُحْصِنَّ فَاِنْ اَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنٰتِ مِنَ الْعَذَابِ ؕ ذٰلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ ؕ وَ اَنْ تَصْبِرُوْا خَيْرٌ لَّكُمْ ؕ وَ اللّٰهُ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ﴿۲۵﴾ يُرِيْدُ اللّٰهُ لِيُبَيِّنَ لَكُمْ وَ يَهْدِيَكُمْ سُنَنَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَ يَتُوْبَ عَلَيْكُمْ ؕ وَ اللّٰهُ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ ﴿۲۶﴾ وَ اللّٰهُ يُرِيْدُ اَنْ يَّتُوْبَ عَلَيْكُمْ وَ يُرِيْدُ الَّذِيْنَ يَتَّبِعُوْنَ الشَّهَوٰتِ اَنْ تَمِيْلُوْا مَيْلًا عَظِيْمًا ﴿۲۷﴾ يُرِيْدُ اللّٰهُ اَنْ يُّخَفِّفَ عَنْكُمْ ۚ وَ خُلِقَ الْاِنْسَانُ ضَعِيْفًا ﴿۲۸﴾

দাসী বিয়ে

২৫. তোমাদের কোনো পুরুষের যদি স্বাধীন মুসলিম নারীকে বিয়ে করার সামর্থ্য না থাকে তবে সে (অন্যের) ঈমানদার (মুসলিম) দাসীকে বিয়ে করতে পারবে। (কারো ঈমানের ব্যাপারে তোমরা

সঠিকভাবে জানতে পারবে না। কারণ ঈমান অন্তরের ব্যাপার।) ঈমানের ব্যাপারে আল্লাহ-ই ভালো জানেন। (তাই দাসীটি মুসলিম হলেই তোমরা বিয়ে করতে পারবে)

- ❖ (মুসলিম দাসীকে বিয়ে করতে সঙ্কোচ করবে না। কারণ মুসলিম হিসেবে) তোমরা (ও তারা) একে অপরের অংশ।
- ❖ তবে তাদের বিয়ে করবে যথাযথ অভিভাবকের (মালিকের) অনুমতি সাপেক্ষে।
- ❖ (তোমরা কোনো নারীর সঙ্গ চাইলে) বিধি মত মোহর দিয়ে বিবাহিতা স্ত্রী হিসেবে তাদের গ্রহণ করবে, রক্ষিতা বা গোপন প্রেমিকা (গার্লফ্রেন্ডস) হিসেবে নয়।
- ❖ বিয়ের পর কোনো দাসী যদি যিনায় লিপ্ত হয় তবে তার সাজা হবে স্বাধীন নারীর অর্ধেক।
- ❖ যেসব পুরুষ (কাম তাড়নার কারণে) পাপে জড়িয়ে পড়ার আশঙ্কা করবে (দাসী বিয়ের) এ বিধান তাদের জন্য।
- ❖ আর (দাসী বিয়ে না করে) সবর করাই (সামাজিক দৃষ্টিকোন থেকে) তোমাদের জন্য কল্যাণকর।
- ❖ (তোমরা আল্লাহর বিধান মেনে চলবে এবং আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাইবে। কারণ) আল্লাহ গাফূর, রাহীম।

২৬. আল্লাহ চান (তার বিধান) তোমাদের জন্য স্পষ্টভাবে বর্ণনা করতে, আগেকার সৎ লোকদের আদর্শে তোমাদের পরিচালিত করতে এবং তোমাদের তাওবাহ কবুল করতে। আল্লাহ মহাজ্ঞানী, প্রজ্ঞাময়।

২৭. আল্লাহ চান তোমাদের (সঠিক পথে) ফিরিয়ে আনতে আর যারা (আল্লাহর পথ ছেড়ে) মনগড়া পথে চলে তারা চায় যেন তোমরা সম্পূর্ণরূপে বিভ্রান্ত হয়ে যাও । (একমাত্র আল্লাহর পথ-ই সঠিক পথ, এ পথ ছাড়া বাকি সব মানব রচিত, মনগড়া, বিভ্রান্তি ও কুফর।)

২৮. আল্লাহ তোমাদের (চলার পথ) সহজ করতে চান। কারণ সৃষ্টিগতভাবে মানুষ অতি দুর্বল।

আইন ও বিধানঃ

- ❖ মালিক তার দাসদাসীর অভিভাবক। দাসদাসীর অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থানসহ সকল চাহিদা পুরন করা মালিকের দায়িত্ব। দাসদাসীর শারীরিক চাহিদা মিটানোর জন্য তাদের বিয়ের ব্যবস্থা করাও মালিকের দায়িত্ব।
- ❖ মালিকের অনুমতি ব্যতীত দাসদাসীর বিয়ে বৈধ হবে না।
- ❖ মালিক চাইলে (মুসলিম বা অমুসলিম যে) কোনো দাসীকে বিয়ে না দিয়ে নিজের বিছানায় নিতে পারবে। এতে সামাজিক ও আইনগতভাবে দাসীর সম্মান বৃদ্ধি পাবে। দাসীর গর্ভ থেকে মালিকের ঔরশজাত সন্তান জন্ম নিলে ওই দাসীর স্বাধীন হবার পথ নিশ্চিত হয়ে যায় এবং ওই দাসীকে বিক্রি করা মালিকের জন্য অবৈধ হয়ে যায়।
- ❖ দাসদাসীকে বিয়ে দেবার পরও মালিক তাদের থেকে সেবা নিতে পারবে তবে অন্যের বিবাহে থাকা অবস্থায় ওই দাসীর সাথে শারীরিক সম্পর্ক করতে পারবে না।
- ❖ কোনো মুসলিম পুরুষ অন্যের দাসীকে বিয়ে করতে চাইলে শুধু মুসলিম বা আহলে কিতাব দাসীকে বিয়ে করতে পারবে। কোনো মুশরিক বা নাস্তিক দাসীকে বিয়ে করতে পারবে না।
- ❖ মালিক তার মুশরিক বা নাস্তিক দাসীকে বিয়ে দিতে চাইলে কোনো অমুসলিম পুরুষের কাছে বিয়ে দিতে পারবে।
- ❖ মালিক নিজে চাইলে অমুসলিম দাসীকেও তার শয্যাসঙ্গিনী বানাতে পারবে।

ইসলামে দাসদাসীর অধিকারঃ

- ❖ মালিক যে মানের খাদ্য পানীয় বা জীবন উপকরণ ভোগ করবে দাসদাসীকেও সেই মানে রাখতে হবে।
- ❖ দাসদাসীর উপর তাদের সাধ্যের বাইরে দায়িত্ব চাপানো যাবে না।
- ❖ মালিক যদি দাসদাসীর উপর অবিচার করে তবে তারা ইসলামী আদালতে বিচার প্রার্থী হতে পারবে এবং আদালত ইনসাফের সহিত সঠিক বিচার করবে।
- ❖ আইনের চোখে মালিক বা দাস সবাই সমান, তাই আদালত কারো পক্ষ অবলম্বন করবে না।
- ❖ দাসদাসীকে মালিক পরিবারের সদস্য হিসেবেই দেখা হবে।
- ❖ দাসদাসী সকল ইবাদতের জন্য দ্বিগুণ ছাওয়াবের অধিকারী হবে।
- ❖ দাসদাসী (হুদূদ মানের কোনো মারাত্মক) অপরাধ করলে তাদের সাজা হবে স্বাধীন মানুষের অর্ধেক।

বিঃ দ্রঃ= ইউরপীয় ইউনিয়ন এবং জাতিসঙ্ঘ সনদ মতে বিশ্ব থেকে দাস প্রথা রহিত করা হয়েছে এবং নিষিদ্ধ করা হয়েছে। আর রাসূল সাঃ এর পর কোনো ইসলামী আইনকে রহিত করার ক্ষমতা কারো নেই।

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَاْكُلُوْٓا اَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ اِلَّآ اَنْ تَكُوْنَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۣ وَلَا تَقْتُلُوْٓا اَنْفُسَكُمْ ۭ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا ﴿٢٩﴾ وَمَنْ يَّفْعَلْ ذٰلِكَ عُدْوَانًا وَّظُلْمًا فَسَوْفَ نُصْلِيْهِ نَارًا ۭ وَكَانَ ذٰلِكَ عَلَي اللّٰهِ يَسِيْرًا ﴿٣٠﴾

অন্যের সম্পদ ভক্ষণ

২৯. ওহে যারা ঈমান এনেছো! (শোনো!) তোমরা অন্যায়ভাবে একে অপরের (তথা এক মুসলিম অন্য মুসলিমের) সম্পদ ভক্ষণ করো না। তবে উভয়ের সম্মতিতে ব্যবসা/বিনিময় করলে (এর মাধ্যমে হস্তান্তরিত সম্পদ তোমাদের জন্য হালাল হবে।) তোমরা একে অপরকে হত্যা করো না। আল্লাহ তোমাদের প্রতি দয়াময়। (তাই তদীয় বিধান স্পষ্ট করে বর্ণনা করেছেন এবং তিনি তোমাদের দয়া ও ক্ষমা করতে চান)

৩০. আর যে কেউ অন্যায়ভাবে (আল্লাহর) সীমানা লঙ্ঘন করে এমন কাজে জড়িয়ে পড়বে আমরা অচিরেই তাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করব। আর এটা আল্লাহর জন্য অতি সহজ।

اِنْ تَجْتَنِبُوْا كَبَاۗىِٕرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّاٰتِكُمْ وَنُدْخِلْكُمْ مُّدْخَلًا كَرِيْمًا ﴿٣١﴾

পাপ, পাপের প্রতিক্রিয়া ও পাপ মোচনের উপায়

৩১. (হে আমার বান্দারা!) তোমরা যদি (আল্লাহর) নিষেধকৃত কাবীরাহ (মহাপাপ) সমূহ থেকে বিরত থাকো তবে আমি তোমাদের ছোট পাপসমূহ মোচন করে দেব এবং তোমাদের প্রবেশ করাব সম্মানিত স্থানে (জান্নাতে।)

পাপ পরিচিতিঃ বাস্তব জীবনের কোনো ব্যাপারে আল্লাহর বিধান অমান্য করা অপরাধ। আর এ অপরাধকে-ই ধর্মীয় দৃষ্টিকোন থেকে বলা হয় পাপ। পাপ সাধারণত দুই প্রকার হয়ে থাকে। যথাঃ কাবীরাহ ও ছাগীরাহ তথা মহাপাপ ও ছোটপাপ।

আল-কুরআনের সুস্পষ্ট আয়াত অথবা মুতাওয়াতির হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত কোনো হারামে জড়িয়ে পড়া অথবা কোনো ফরজ তরক করা তথা আল্লাহ বা রাসূলের কোনো আদেশ লঙ্ঘন করা অথবা আল্লাহ বা রাসূল সরাসরি নিষেধ করেছেন এমন কোনো কাজ করে ফেলা মারাত্মক অপরাধ, আর এটাকে-ই বলা হয় কাবীরাহ গোনাহ, বড় গোনাহ বা মহাপাপ। আর এ ছাড়া বাকি পাপ সমূহ হলো ছোট পাপ।

পাপ মোচণের উপায়ঃ অযু, নামায, তিলাওয়াত, সাওম, হাজ্জ, উমরাহ, নবীর উপর সালাত ও সালাম পাঠ, মসজিদে যাতায়াত, জ্ঞান অন্বেষণ, তাসবিহ, তাহলিল, মানব কল্যাণ, সৃষ্টির সেবা ইত্যাদি সৎকাজের মাধ্যমে ছোট পাপসমূহ মাফ হয়ে যায়। এটা আমাদের উপর মহান আল্লাহর এক বিশেষ দয়া এবং পাপ মোচনের স্বয়ংক্রিয় পদ্ধতি। আর বড়পাপ তাওবাহ ব্যতীত মাফ হয় না। বড়পাপ মোচনের জন্য তাওবাহ ও ইস্তিগফার করতে হয়।

উল্লেখ্যঃ আল্লাহর ভয়ে (মনে প্রানে সংকল্প করে) নিজেকে শোধরে নিয়ে পাপ ছেড়ে সৎপথে ফিরে আসার নাম তাওবাহ আর পাপের জন্য অনুশোচনা করে আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাওয়ার নাম ইস্তিগফার।

পাপের প্রতিক্রিয়াঃ পাপ একটি প্রতিক্রিয়াশীল কাজ। মানুষের স্বভাবে, জীবনে এবং ঈমানে পাপের প্রতিক্রিয়া হয়ে থাকে। পাপের প্রতিক্রিয়া হয় ৩ ভাবে । যথা..

প্রতিক্রিয়াঃ ১. পাপের প্রাথমিক প্রভাব পড়ে মানুষের স্বভাবচরিত্র ও ইজ্জত সম্মানের উপর। মানুষের স্বভাবের উপর ছোট বড় সকল পাপের প্রভাব পড়ে। তাই নিজের স্বভাবচরিত্রকে স্বচ্ছ ও পরিচ্ছন্ন রাখতে ছোট-বড় সকল পাপ থেকে বেঁচে থাকা আবশ্যক।

প্রতিক্রিয়াঃ ২. কাবীরাহ বা মহাপাপ আমাদের ঈমানে আঘাত করে । মহাপাপের প্রভাবে ঈমান কখনো দুর্বল হয়ে পড়ে আর কখনো একেবারে বিনষ্ট হয়ে যায়। অর্থাৎ মহাপাপ দুই ধরনের হয় এবং এর প্রতিক্রিয়াও হয় দুই ধরনের।

প্রতিক্রিয়াঃ ৩. কিছু কাবীরাহ খুব ভয়াবহ এবং এর প্রতিক্রিয়াও ধ্বংসাত্মক। এসব পাপের প্রভাবে ঈমান বিনষ্ট হয়ে সকল আ'মাল বরবাদ হয়ে যায়। ফলে অনেক নেক আমল করেও আখেরাতে ক্ষমার কোনো উপায় থাকে না। যারা এসব পাপ করে তারা আর মুঅমিন থাকে না বরং মুনাফিক ও চির জাহান্নামী হয়ে যায়।

যে মহাপাপ মানুষের ঈমানকে বিনষ্ট করে সকল আ'মাল ও ইবাদাতকে নিস্ফল ও বরবাদ করে দেয় এগুলো হচ্ছে কুফর ও শিরক। কোনো মুসলিম ব্যক্তি যদি যে কোনো ভাবে সনাতন বা আধুনিক যে কোনো প্রকার কুফর বা শিরকে জড়িয়ে পড়ে তবে তার ঈমান বিনষ্ট হয়ে সকল আ'মাল ও ইবাদাত নিস্ফল ও বরবাদ হয়ে যাবে। ইরশাদ হচ্ছে..

وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ ﴿٥﴾

কেউ ঈমান আনা সত্ত্বেও কুফর করলে তার সকল আ'মাল নিস্ফল ও বরবাদ হয়ে যায় আর আখেরাতে সে ক্ষতিগ্রস্থ (চির জাহান্নামী) হয়ে যায়। (৫ মা-ইদাহঃ ৫)

وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ ﴿٦٥﴾

তোমার কাছে এবং তোমার পূর্ববর্তী নবীদের কাছে এই মর্মে ওহী পাঠানো হয়েছে যে, "শিরক করলে তোমার সকল আ'মাল নিস্ফল ও বরবাদ হয়ে যাবে" তখন তুমি ক্ষতিগ্রস্থ হয়ে যাবে। (৩৯ যুমারঃ ৬৫)

আর কিছু কাবীরাহ এমন আছে যা ঈমানকে একেবারে নষ্ট করে দেয় না তবে এর প্রভাবে ঈমান দুর্বল ও রুগ্ন হয়ে যায়। যারা এসব পাপ করে তারাও আর মুঅমিন থাকে না। বরং ফাসিক হয়ে যায়। তবে যেহেতু এদের ঈমান নষ্ট হয় না তাই আখেরাতে আল্লাহর করুণা ও ক্ষমার আশা থেকে যায়।

কাবীরাহ বা মহাপাপের তালিকাঃ আল-কুরআন আমাদেরকে সুস্পষ্টভাবে জানিয়ে দিয়েছে যে পাপ দুই প্রকার এবং এক প্রকার পাপের নাম কাবীরাহ। তবে কাবীরাহ বা মহাপাপের কোনো তালিকা আল-কুরআনে স্পষ্ট করে উল্লেখ করা হয়নি। কোনো একক হাদীছেও রাসূল সা. এমন তালিকা বর্ণনা করেননি। তবে একটি হাদীছে ৭টি মহাপাপের তালিকা দিয়ে এগুলোকে ধ্বংসাত্বক ৭ নামে অভিহিত করা হয়েছে। আর এগুলো হচ্ছে..

ধ্বংসাত্বক ৭		
১	শিরক (আল্লাহর সাথে শরীক করা)	ধ্বংসাত্বক হিসাবে কুফুর ও শিরক একই ধরনের। আল কুরআনের একাধিক আয়াতে শিরককে কুফর বলা হয়েছে। (দেখুন সূরাহ যুমার আয়াত ৮)
২	যাদু	যাদু আসলে কুফরেরই অংশ, যাদু করলে ঈমান নষ্ট হয়ে যায়
৩	আল্লাহ যাদেরকে হত্যা করা হারাম করেছেন এমন কাউকে অন্যায়ভাবে হত্যা করা	কানো মুসলিমকে অন্যায়ভাবে হত্যা করা মহাপাপ আর এ অন্যায় হত্যাকে হালাল মনে করা কুফর।
৪	সুদ গ্রহণ	সুদ গ্রহণ করা মহাপাপ। তবে সুদকে নীতিগতভাবে মেনে নেওয়া কুফর।
৫	ইয়াতীমের সম্পদ ভক্ষণ	যে ব্যক্তি ইয়াতীমের সম্পদ ভক্ষণ করলো সে আগুন দিয়ে উদর পুর্তি করলো।
৬	যুদ্ধ থেকে পালিয়ে যাওয়া বা পালিয়ে থাকা	যে ব্যক্তি যুদ্ধ থেকে পালালো সে চির জাহান্নামী। (দেখুন আনফালঃ ১৬)
৭	সতীসাধ্বী মুসলিম নারীকে তার অসাবধানতার সুযোগ নিয়ে যিনার অপবাদ দেয়া	যে ব্যক্তি এমন করলো সে চারজন মানসম্পন্ন সাক্ষীর মাধ্যমে প্রমাণ করতে না পারলে তাকে এর সাজা ভোগ করতে হবে।
উল্লেখিত ৭টি পাপ ব্যতীত আর যেসব পাপকে কাবীরাহ হিসেবে হাদীছে উল্লেখ করা হয়েছে এগুলো হচ্ছে..		
৮	কুফর	কুফর করলে ঈমান বিনষ্ট হয়ে সকল আ'মাল নিস্ফল ও বরবাদ হয়ে যায়।
৯	মিথ্যা কথা বলা বা মিথ্যা সাক্ষ্য দেয়া	
১০	যিনা করা	
১১	চুরি করা	
১২	মদ্যপান বা মাদকাসক্তি	
১৩	ডাকাতি বা রাহাজানি	
১৪	পরনিন্দা (গীবত)	
১৫	পরচর্চা (নামীমাহ), ইত্যাদি	

নীচের টেবিলটিতে কুফর ও শিরক সম্পর্কে কিছু ধারণা দেওয়া হলো...

বিষয়	ধরণ	সংজ্ঞা	উপমা	প্রতিক্রিয়া
বড় শিরক	ইবাদাতে শিরক	আল্লাহর ইবাদাত করতে যা কিছু করা হয় আল্লাহ ছাড়া অন্যের জন্য এমন কিছু করা।	নামাযে আমরা বিশেষ ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে বা বসে বিশেষ কিছু পাঠ করি, রোজায় আমরা আল্লাহর জন্য খাদ্য পানীয় ও যৌন সম্ভোগ বর্জন করি, হাজ্জে বিশেষ দিনে বিশেষ সময়ে বিশেষ স্থানে গমন ও অবস্থান করি, আমরা আল্লাহর নামে কুরবানী তথা উৎসর্গ করি, তাই আল্লাহ ছাড়া অন্যের জন্য এমন কিছু করলে শিরক হয়।	শিরক করলে ঈমান বিনষ্ট হয়ে সকল আ'মাল নিস্ফল ও বরবাদ হয়ে যায়।
বড় শিরক	প্রভুত্বে শিরক	আল্লাহ ছাড়া অন্যকে বিধান দাতা হিসেবে মেনে নেয়া বা আল্লাহর বিধানের বিপরীতে অন্যের বিধান মেনে নেওয়া।	আল্লাহর বিধানের বিপরীতে অন্যের বিধান মেনে নেওয়া আল্লাহর বিধানের বিপরীতে অন্যের ফতোয়া বা আদেশ মেনে নেওয়া, আল্লাহর ছাড়া অন্যকে বিধান দাতার আসনে বসানো	এমন করলে ঈমান বিনষ্ট হয়ে যায়।
বড় শিরক	কর্তৃত্বে শিরক	আল্লাহর বিধানের বিপরীতে মানব রচিত বা মনগড়া কোনো নীতি আদর্শ মতবাদ বা দর্শন মেনে নেওয়া।	খিলাফতের স্থলে গণতান্ত্রিক শাসন, শারীয়া'হ ভিত্তিক সমাজ ব্যবস্থার স্থলে স্যাকুলার সমাজ, মুসলিম জাতীয়তাবাদের স্থলে আঞ্চলিক জাতীয়তাবাদ, ইত্যাদি।	এমন করলে ঈমান বিনষ্ট হয়ে যায়।
বড় শিরক	বৈশিষ্টে শিরক	আল্লাহর কোনো বৈশিষ্টে অন্যকে বিশেষিত করা।	আল্লাহ ছাড়া অন্যকে আ'লিমু-ল-গাইব মনে করা, আল্লাহ ছাড়া অন্যকে হাজির নাযির (সর্বত্র বিরাজমান ও সর্বদ্রষ্টা) মনে করা, আল্লাহ ছাড়া অন্যকে গাউছ মনে করা ইত্যাদি	
ছোট শিরক	কসম	আল্লাহ ছাড়া অন্যের নামে কসম করা	যেমনঃ মায়ের কসম, বাবার কসম, ছেলের কসম, মেয়ের কসম, চন্দ্রের কসম, সূর্যের কসম, কাবার কসম, জীবনের কসম, মরণের কসম ইত্যাদি	এমন করা মহাপাপ
ছোট শিরক	রিয়া	মানুষের প্রশংসা পাবার জন্য বা আল্লাহ ছাড়া অন্যের জন্য সৎকাজ করা	যেমনঃ বাবা, মা স্বামী, উস্তাদ, পীর, নেতা বা অন্য কাউকে খুশি করার জন্য অথবা মানুষের প্রশংসা কুড়াবার জন্য নেক কাজ করা ইত্যাদি।	মহাপাপ ও ইবাদাতের ছাওয়াব নষ্ট

ছোট শিরক	তাবিজ কবজ	কোনো অনিষ্ট থেকে সুরক্ষার জন্য তাবিজ কবস	আমাদের সমাজে অনিষ্ট থেকে সুরক্ষার জন্য মাছের কাঁটা, গাছের জড়ি, কড়ি বা আজেবাজে তাবিজ ঝুলানোর রেওয়াজ রয়েছে। কুরআনের আয়াত বা সাহীহ সুন্নাহ থেকে পাওয়া কোনো দোয়া ব্যতীত অন্য কিছু দিয়ে তাবিজ ঝুলালে শিরক হয়।	মহাপাপ
কুফর	অস্বীকার করা	আল্লাহর দেয়া সুস্পষ্ট কোনো তথ্য বা বিধান মানতে অস্বীকার করা	যেমনঃ অনেকে বলে থাকেন.. জিন্নভূত বলতে কিছুই নেই, অথচ কুরআনে জিন্নের কথা উল্লেখ আছে, বিজ্ঞান বলে আসমান বলতে কিছু নেই, ইত্যাদি।	ঈমান বিনষ্ট এবং আ'মাল বরবাদ
কুফর	অমান্য করা	আল্লাহর দেয়া কোনো বিধান অমান্য করা	সালাতের অবশ্যকতাকে অমান্য করে সালাতকে ঐচ্ছিক মনে করা, রমজানের রোজাকে ঐচ্ছিক মনে করা, হিজাব, সমাজনীতি বা ইসলামী বিচার ও শাসনবিধি অমান্য করা	ঈমান বিনষ্ট হয়ে যায়
কুফর	অবজ্ঞা করা	আল্লাহর দেয়া কোনো বিধানকে অবজ্ঞা করা	কুরআনে বর্ণিত সুস্পষ্ট কোনো হারামকে অবজ্ঞা করা, ইসলামী বিচার ও শাসনবিধি অমান্য করা	ঈমান বিনষ্ট হয়ে যায়
কুফর	গোপন করা	আল্লাহর দেয়া কোনো কোনো বিধান বা তথ্য গোপন করা	জিহাদের বিধানকে গোপন করা, চার বিয়ের বিধানকে গোপন করা, হুদুদ সংক্রান্ত বিধি বিধানকে গোপন করা ইত্যাদি	ঈমান বিনষ্ট হয়ে যায়
কুফর	কিছু মানা আর কিছু না মানা	আল্লাহর বিধানের কিছু মানা আর কিছু না মানা।	নামাযের ব্যাপারে আল্লাহর বিধান মানলেও রাজনীতির ব্যাপারে অন্যের বিধান, রোজার ব্যাপারে আল্লাহর বিধান মানলেও সমাজনীতির ব্যাপারে অন্য বিধান ইত্যাদি,	ঈমান বিনষ্ট হয়ে যায়
কুফর	যাদু	শয়তানী শক্তি ব্যবহার করে কর্ম হাসিল করা	আমাদের সমাজে তাবিজের নামে যা দেওয়া হয় এর অধিকাংশই যাদু। সংখ্যার তাবিজ, নকশার তাবিজ, আল্লাহ ছাড়া অন্য নামের তাবিজ,	ঈমান বিনষ্ট হয়ে যায়

وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللّٰهُ بِهٖ بَعْضَكُمْ عَلٰى بَعْضٍ ؕ لِلرِّجَالِ نَصِيْبٌ مِّمَّا اكْتَسَبُوْا ؕ وَلِلنِّسَآءِ نَصِيْبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَ ؕ وَسْـَٔلُوا اللّٰهَ مِنْ فَضْلِهٖ ؕ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُلِّ شَىْءٍ عَلِيْمًا ﴿٣٢﴾

আল্লাহর সিদ্ধান্তে সন্তুষ্ট থাকা

পটভূমিঃ পুরুষরা আল্লাহর পথে যুদ্ধ করে অনেক পুণ্য অর্জন করে থাকে। এজন্য আফসোস করে উম্মু সালামাহ রাঃ একদা বললেনঃ আমরা যদি পুরুষ হতাম, আমরাও যুদ্ধ করতাম, আমরাও তাদের সমান ছাওয়াবের অধিকারী হতাম। বিষয়টির প্রতি ইঙ্গিত করে নাযিল হয়েছে.. (জালালাইন)

৩২. (হে মানুষ! মনে রেখো!) আল্লাহ তোমাদের কাউকে কারো উপর (কোনো বিষয়ে) শ্রেষ্টত্ব দিয়েছেন, (তাই তোমরা এটা মেনে নিও।) আর এমন কিছু কামনা করো না (যাতে আল্লাহর প্রতি অসন্তুষ্টি প্রকাশ পায়।) পুরুষ যা অর্জন করবে এর প্রতিফল তারা পাবে আর নারী যা অর্জন করবে এর প্রতিফল তারা পাবে। তাই তোমরা (এসব নিয়ে চিন্তা না করে) আল্লাহর অনুগ্রহ কামনা করো। (মনে রাখবে) আল্লাহ সর্ববিষয়ে অবগত।

وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِىَ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدٰنِ وَالْاَقْرَبُوْنَ ؕ وَالَّذِيْنَ عَقَدَتْ اَيْمَانُكُمْ فَاٰتُوْهُمْ نَصِيْبَهُمْ ؕ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ شَهِيْدًا ﴿٣٣﴾

পাতানো সম্পর্ক

৩৩. বাবা-মা ও আত্মীয়স্বজনের রেখে যাওয়া সম্পদে আমরা (আল্লাহ) সকলের ন্যায়সঙ্গত অধিকার নির্ধারণ করে দিয়েছি। আর তোমরা যদি শপথের মাধ্যমে কারো সাথে (পাতানো) সম্পর্ক স্থাপন করে থাকো তাহলে তাকেও তার ন্যায়সঙ্গত অংশ দিও। নিশ্চয় আল্লাহ সকল বিষয় প্রত্যক্ষকারী।

জ্ঞাতব্যঃ রাসূল সাঃ মদীনায় যাবার পর সাহাবাদের মাঝে ভ্রাতৃত্ব স্থাপন করে দিয়েছিলেন। আরব সমাজে এটাকে বলা হত শপথের মাধ্যমে পাতানো সম্পর্ক। ইসলামের সূচনাতে এমন সম্পর্কের লোকজনকেও সম্পদে উত্তরাধিকার দেয়া হত। পরে তাদের উত্তরাধিকারের বিধানটি রহিত করা হয়েছে। কারণ মিরাছ বণ্ঠনের আয়াতে তাদের জন্য অংশ নির্ধারণ করা হয়নি। তবে মিরাছ বণ্ঠনের আগে তাদেরকে কিছু দেয়া উত্তম।

اَلرِّجَالُ قَوّٰمُوْنَ عَلَى النِّسَآءِ بِمَا فَضَّلَ اللّٰهُ بَعْضَهُمْ عَلٰى بَعْضٍ وَّبِمَآ اَنْفَقُوْا مِنْ اَمْوَالِهِمْ ؕ فَالصّٰلِحٰتُ قٰنِتٰتٌ حٰفِظٰتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللّٰهُ ؕ وَالّٰتِىْ تَخَافُوْنَ نُشُوْزَهُنَّ فَعِظُوْهُنَّ وَاهْجُرُوْهُنَّ فِى الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوْهُنَّ ۚ فَاِنْ اَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوْا عَلَيْهِنَّ سَبِيْلًا ؕ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيْرًا ﴿٣٤﴾

পারিবারিক আইনঃ স্বামী স্ত্রীর দ্বন্দ

৩৪. পুরুষ নারীর উপর কর্তৃত্বশীল। কারণ..

❖ আল্লাহ মানুষের মাঝে কাউকে কারো উপর (পুরুষকে নারীর উপর) প্রাধান্য দিয়েছেন।

❖ পুরুষ (নারীর অভিভাবকত্ব গ্রহণ করে নারীর ভরণপোষণের দায়িত্ব পালন করে এবং এ জন্য) সম্পদ ব্যয় করে।

(তাই নারীর উচিত তার অভিভাবক হিসেবে পুরুষের আনুগত্য মেনে নেয়া। কারণ) পুণ্যবতী নারীরা অনুগত হয় এবং (অভিভাবকের) অনুপস্থিতিতেও আল্লাহর সুরক্ষানীতি মেনে (নিজের ও পরিবারের ইজ্জত সম্মানসহ) সকল বিষয়ে সুরক্ষা দিয়ে থাকে।

তোমাদের কেউ স্ত্রী থেকে অবাধ্যতার আশংকা করলে (প্রথমে) তাকে উপদেশ দেবে, (এতে কাজ না হলে সাজা স্বরূপ) বিছানা আলাদা করে দেবে, (তাতেও কাজ না হলে সামান্য) প্রহার করবে। (তবে শরীরে দাগ বা জখম হয়ে যায় এমন প্রহার করবে না।) অতঃপর তারা যদি তোমাদের আনুগত্য মেনে নেয় তবে (তালাক বা) অন্য কোনো পন্থা অবলম্বন করবে না। নিশ্চয় আল্লাহ সর্বমহান, সবচেয়ে বড়।

জ্ঞাতব্যঃ স্বামী তার স্ত্রীর অভিভাবক। স্ত্রী অন্যায় করলে এর প্রাথমিক বিচারের ভার স্বামীর। বিচারক হিসেবে অন্যায়ের প্রতিকার স্বরূপ স্বামী তার স্ত্রীকে সাজা দিতে পারবে। আর এ সাজার সর্বশেষ ও চূড়ান্ত পর্যায় হচ্ছে সামান্য প্রহার। উক্ত আয়াতে অবাধ্য স্ত্রীকে সাজার বিধান দেয়া হয়েছে। তবে কোন কোন বিষয়ে অবাধ্য হলে সাজা দেয়া যাবে এটা নির্ধারণ করা হয়নি। তাই সাজা স্বরূপ প্রহার বৈধ হবার জন্য ফক্বীহ ইমামগণ তিন ধরনের অবাধ্যতাকে চিহ্নিত করেছেন। যথাঃ

❖ ঠিক মত সালাত আদায় না করা। অর্থাৎ স্ত্রী নিয়মিত সালাত আদায় না করলে তাকে সাজা দেয়া যাবে।
❖ বিনা অজুহাতে স্বামীর বিছানায় না যাওয়া। অর্থাৎ স্বামী ডাকলে স্ত্রী যদি বিনা কারণে স্বামীর বিছানায় না যায় তবে তাকে সাজা দেওয়া যাবে।
❖ বলার পরও বিনা অজুহাতে স্বামীর কাছে সৌন্দর্য প্রকাশ না করা বা না সাজা। অর্থাৎ স্বামী বলার পরও স্ত্রী যদি তার সৌন্দর্য (সাজ সজ্জা বা শরীরের কোনো অঙ্গ) প্রকাশ না করে তবে তাকে সাজা দেয়া যাবে।
❖ ফিক্বহ মতে এ তিন কারণ ব্যতীত অন্য কারণে স্ত্রীকে প্রহার করা বৈধ নয়। সুতরাং কোনো স্ত্রী যদি ঠিক মত রান্নাবান্না না করে বা গৃহস্থলি কাজ না করে তবে এজন্য তাকে প্রহার করা যাবে না। আর উল্লেখিত তিন কারণ পাওয়া গেলেও প্রহার বৈধ হবার জন্য কয়েকটি শর্ত আরোপ করেছেন ফাক্বীহগণ। যথাঃ
❖ জখমি হয়ে যায় এমন ভাবে বা এমন কিছু দিয়ে আঘাত করা যাবে না এবং জখমি করা যাবে না।
❖ মুখে, লজ্জাস্থানে বা স্পর্শকাতর কোনো জাগায় আঘাত করা যাবে না। ইত্যাদি। (কুরতুবী)

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا ۚ إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا ﴿٣٥﴾

পারিবারিক আইনঃ স্বামী স্ত্রীর দ্বন্দ মিমাংসার পদ্ধতি

৩৫. (হে মুসলিম সমাজ, সরকার ও অভিভাবকগণ!) তোমরা যদি তাদের উভয়ের (কোনো স্বামী-স্ত্রীর) মাঝে দ্বন্দের বা বিরোধের আশংকা করো তবে পুরুষ পক্ষে একজন ও নারী পক্ষে একজন করে (উভয় পক্ষে মোট ২জন) মিমাংসাকারী ঠিক করে দেবে (যারা স্বামী-স্ত্রী উভয় থেকে মিমাংসার বা বিচ্ছেদের ব্যাপারে পূর্ণ ক্ষমতা প্রাপ্ত হবে।) তারা উভয়ে যদি মীমাংসা চায় তবে আল্লাহ তাদের মাঝে সম্প্রীতি তৈরি করে দেবেন। নিশ্চয় আল্লাহ মহাজ্ঞানী, সর্ববিষয়ে অবগত।

জ্ঞাতব্যঃ স্বামী স্ত্রীর মাঝে কোনো বিষয় নিয়ে দ্বন্দ বা বিরোধ দেখা দিলে এটা মিমাংসার উদ্যোগ নেয়া পরিবার,

সমাজ ও সরকারের দায়িত্ব। তারা আয়াতে উল্লেখিত পদ্ধতিতে এ দ্বন্দ বা বিরোধ নিরসনের চেষ্টা করবে।

وَاعْبُدُوا اللّٰهَ وَلَا تُشْرِكُوْا بِهٖ شَيْـًٔا وَّبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا وَّبِذِى الْقُرْبٰى وَالْيَتٰمٰى وَالْمَسٰكِيْنِ وَالْجَارِ ذِى الْقُرْبٰى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنْۢبِ وَابْنِ السَّبِيْلِ ۙ وَمَا مَلَكَتْ اَيْمَانُكُمْ ۗ اِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالًا فَخُوْرَا ﴿٣٦﴾

শিরক ও ইহসান

৩৬. তোমরা (মানব ও দানব জাতি) ইবাদাত করবে শুধুই আল্লাহর, আল্লাহর সাথে কোনো প্রকার শিরক করবে না। আর বাবা-মা, আত্মীয়স্বজন, ইয়াতীম, মিসকীন, নিকট প্রতিবেশী, পার্শ্ববর্তি প্রতিবেশী, পার্শ্ববর্তি সঙ্গী (সফর সঙ্গী /জীবন সঙ্গী) পথিক আর অধীনস্থ সকলের সাথে ইহসান (সুন্দর ব্যবহার) করবে। (তোমরা দম্ভ করবে না। কারণ) কোনো অহংকারী দাম্ভিককে আল্লাহ পছন্দ করেন না।

শিরক পরিচিতিঃ শিরক অর্থ শরীক করা বা অংশীদার বানানো। শিরক মহাপাপ। শিরক করলে ঈমান বিনষ্ট হয়ে সকল আ'মাল নিস্ফল ও বরবাদ হয়ে যায়। কিন্তু তাসত্ত্বেও সমাজের অনেক মানুষ-ই শিরক করে থাকে। আমাদের সমাজে আল্লাহর সাথে শিরক করা হয় নানাভাবে। যেমন..

- ❖ আল্লাহর ছেলে আছে, মেয়ে আছে বা পরিবার আছে মনে করলে আল্লাহর জাতিসত্ত্বায় শিরক হয়।
- ❖ আল্লাহর ইবাদত করতে যা করা হয় অন্যের জন্য এমন কিছু করলে ইবাদাতে শিরক হয়।
- ❖ আল্লাহর প্রভুত্ব, কর্তৃত্ব ও সার্বভৌমত্বে অন্যকে আল্লাহর মত মনে করলে আল্লাহর উলুহিয়্যাতে শিল্পক হয়।
- ❖ আল্লাহর বিধানের বিপরীতে অন্য কারো বানানো আইন বা বিধান মেনে নিলে আল্লাহর রুবুবিয়্যাতে শিরক হয়।
- ❖ আল্লাহর বিচার ও শাসননীতির বিপরীতে অন্যের বিচার বা শাসননীতি মেনে নিলে আল্লাহর হাকিমিয়্যাতে শিরক হয়।
- ❖ আল্লাহর কোনো বৈশিষ্ট্যে অন্যকে আল্লাহর সমান বা সমকক্ষ মনে করলে আল্লাহর বৈশিষ্টে শিরক হয়।
- ➢ উল্লেখিত শিরক সমূহ হচ্ছে বড় শিরক। নীচের ৩টি হচ্ছে ছোট শিরক।
- ❖ আল্লাহ ছাড়া অন্য নামে কসম করলে শিরক হয়।
- ❖ মানুষ থেকে প্রতিদান পাবার জন্য বা আল্লাহ ছাড়া অন্যের সন্তুষ্টির জন্য কোনো সৎকাজ করলে রিয়া হয় এবং রিয়াও এক প্রকার শিরক, হাদীছে রিয়াকে শিরক খাফিয়্য বা গোপন শিরক বলা হয়েছে।
- ❖ কুরআনের আয়াত (বা মাসনুন দোয়া) ছাড়া অন্যকিছু দিয়ে তাবিজ ঝুলালেও শিরক হয়।

ইহসানঃ ইহসান অর্থ সুন্দর করা। ইসলামী পরিভাষায় নিজের ঈমান, ইসলাম, আদব আখলাক, স্বভাব চরিত্র, ইবাদাত বন্দেগী, ইত্যাদি সুন্দর করাকে "ইহসান" বলা হয়। হাদীছ জিবরাঈল নামে খ্যাত বুখারী মুসলিমের এক দীর্ঘ হাদীছে জিবরাঈল আঃ প্রশ্ন করেছিলেন "ইহসান" কি? উত্তরে রাসূল সাঃ বলেছিলেনঃ "আল্লাহর ইবাদাত এমনভাবে করবে যেন তুমি আল্লাহকে দেখছো। আর যদি তাকে দেখতে না পারো তবে (মনে রাখবে) তিনি তোমাকে দেখছেন"।

ঈমান ও আক্বীদাহঃ আল্লাহর বিধানের বিপরীতে অন্যের দাসত্ব বা আনুগত্য শিরকের শামিল। শিরক ঈমান বিনষ্টকারী মহাপাপ। শিরক করলে ঈমান বিনষ্ট হয়ে সকল আমাল ও ইবাদাত নিষ্ফল ও বরবাদ হয়ে যায়।

অধিকারঃ উত্তম ব্যবহার আত্মীয় অনাত্মীয়, ধনী গরীব, পরিচিত অপরিচিত সকলের অধিকার। তাই সকলের সাথে

উত্তম ব্যবহার করতে হবে। অন্যথায় অধিকার নষ্টের অপরাধে অপরাধী হতে হবে তথা জালিম হিসেবে চিহ্নিত হতে হবে।

الَّذِيْنَ يَبْخَلُوْنَ وَ يَاْمُرُوْنَ النَّاسَ بِالْبُخْلِ وَ يَكْتُمُوْنَ مَآ اٰتٰىهُمُ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهٖ ؕ وَاَعْتَدْنَا لِلْكٰفِرِيْنَ عَذَابًا مُّهِيْنًا ﴿۳۷﴾ وَ الَّذِيْنَ يُنْفِقُوْنَ اَمْوَالَهُمْ رِئَآءَ النَّاسِ وَ لَا يُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَ لَا بِالْيَوْمِ الْاٰخِرِ ؕ وَ مَنْ يَّكُنِ الشَّيْطٰنُ لَهٗ قَرِيْنًا فَسَآءَ قَرِيْنًا ﴿۳۸﴾ وَ مَا ذَا عَلَيْهِمْ لَوْ اٰمَنُوْا بِاللّٰهِ وَ الْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَ اَنْفَقُوْا مِمَّا رَزَقَهُمُ اللّٰهُ ؕ وَ كَانَ اللّٰهُ بِهِمْ عَلِيْمًا ﴿۳۹﴾

কৃপণতা ও রিয়া

৩৭. যারা নিজে কার্পণ্য করে (যাকাত আদায় করে না), অন্যকে কার্পণ্যের কথা বলে (যাকাত না দিতে প্ররোচিত করে) আর আল্লাহর অনুগ্রহ (ধন সম্পদ) গোপন করে রাখে (তারা মূলত কুফর করে। আর) আমি কাফিরদের জন্য তৈরি করেছি লাঞ্ছনার আযাব। (উল্লেখ্য যাকাত না দেওয়া কুফর নয় তবে যাকাত প্রথাকে অপছন্দ করা বা আবজ্ঞা করা কুফর।)

৩৮. আর যারা লোক দেখানোর জন্য সম্পদ ব্যয় করে এবং আল্লাহ ও আখেরাতে ঈমান রাখে না (তারা শয়তানের সঙ্গী হয়ে গেল) আর শয়তান যার সঙ্গী হলো সে বড় নিকৃষ্ট সঙ্গী পেল।

৩৯. তারা (লোকজন) যদি আল্লাহ ও আখেরাতে ঈমান আনত এবং আল্লাহর দেওয়া সম্পদ (আল্লাহর পথে) খরচ করত.? তবে তাদের কি ক্ষতি হত? আল্লাহ তাদের ব্যাপারে সম্যক অবগত।

اِنَّ اللّٰهَ لَا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ ۚ وَ اِنْ تَكُ حَسَنَةً يُّضٰعِفْهَا وَ يُؤْتِ مِنْ لَّدُنْهُ اَجْرًا عَظِيْمًا ﴿۴۰﴾ فَكَيْفَ اِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ اُمَّةٍۭ بِشَهِيْدٍ وَّ جِئْنَا بِكَ عَلٰى هٰٓؤُلَآءِ شَهِيْدًا ﴿۴۱﴾ يَوْمَئِذٍ يَّوَدُّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَ عَصَوُا الرَّسُوْلَ لَوْ تُسَوّٰى بِهِمُ الْاَرْضُ ؕ وَ لَا يَكْتُمُوْنَ اللّٰهَ حَدِيْثًا ﴿۴۲﴾

আল্লাহর বিচার

৪০. আল্লাহ (কারো প্রতি) সামান্যতম অবিচার করেন না। কর্ম সৎ হলে তিনি বহুগুণ (১০-৭০০ গুণ) বাড়িয়ে দেন আর (মুঅমিন ব্যক্তিকে) তিনি নিজ থেকে দান করেন মহাপুরস্কার।

৪১. কেমন হবে? (বিচার দিবসে) যখন আমরা প্রত্যেক জাতি থেকে একজন করে সাক্ষী (তাদের নবীকে) উঠাব আর (হে মুহাম্মদ) তোমাকে সাক্ষী বানাব অন্য সকলের উপর,

৪২. যারা কুফর করবে এবং রাসূলের অবাধ্য হবে তারা সেদিন কামনা করবে; যদি তাদের উপর মাটি চাপা পড়ে বরাবর হয়ে যেত। তারা আল্লাহ থেকে কিছুই গোপন করতে পারবে না।

জ্ঞাতব্যঃ আমাদের সমাজের অনেক মানুষ নিজেকে মুসলিম মনে করে কিন্তু বাস্তব জীবনে রাসূল সাঃ এর আনিত

বিধান মেনে চলে না। যারা এমন করে তারা রাসূলের অবাধ্য হিসেবে বিবেচিত হবে। পরকালে রাসূলের অবাধ্যরা কাফিরদের সঙ্গী হয়ে মৃত্যু কামনা করবে।

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ لَا تَقْرَبُوا۟ ٱلصَّلَوٰةَ وَأَنتُمْ سُكَٰرَىٰ حَتَّىٰ تَعْلَمُوا۟ مَا تَقُولُونَ وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِى سَبِيلٍ حَتَّىٰ تَغْتَسِلُوا۟ ۚ وَإِن كُنتُم مَّرْضَىٰٓ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَآءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ ٱلْغَآئِطِ أَوْ لَٰمَسْتُمُ ٱلنِّسَآءَ فَلَمْ تَجِدُوا۟ مَآءً فَتَيَمَّمُوا۟ صَعِيدًا طَيِّبًا فَٱمْسَحُوا۟ بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَفُوًّا غَفُورًا ﴿٤٣﴾

অযু গোসলের বদলে তায়াম্মুম

পটভূমিঃ (ইসলামের সূচনাতে মদ্যপান নিষিদ্ধ ছিল না। তাই সামাজিক নিয়ম হিসেবে অনেক মুসলিমও মদ পান করতেন। এমনি এক সময়ের ঘটনা) আলী রাঃ বলেনঃ একদা আব্দুর রহমান বিন আউফ আমাদেরকে দাওয়াত করে খাওয়ালেন এবং মদ্যপানও করালেন। মদের প্রভাবে আমরা নেশাগ্রস্থ হয়ে গেলাম। (মাগরিবের) নামাযের সময় হলে লোকজন আমাকে এগিয়ে দিল। (আমি ইমাম হয়ে নামায পড়াচ্ছিলাম) আমি তিলাওয়াত করলামঃ **কুল ইয়া আয়্যুহা-ল-কাফিরূন, লা-আ'বুদু মা-তা'বুদূন, ওয়া নাহনু না'বুদু মা-তা'বুদূন** (বলোঃ হে কাফিররা! তোমরা যার ইবাদাত করো আমি তার ইবাদাত করি না, **আমরা ইবাদাত করি যার ইবাদাত তোমরা করো**।) এসকল বিষয়ের প্রতি ইঙ্গিত করে নাযিল হয়েছে.. (কুরতুবী, তিরমিযী, ইমাম তিরমিযী বলেছেন হাদীছটি সাহীহ)

৪৩. মুঅমিনগণ! তোমরা নেশাগ্রস্থ অবস্থায় সালাতের কাছেও যাবে না; যতক্ষণ না বুঝতে পারবে যে তোমরা কী বলছো। আর জুনুবী (গোসল ফরজ) অবস্থায়ও না; যতক্ষণ না গোসল করবে। তবে পথ চলা অবস্থায় (অতিক্রম করতে পারবে।)

আর তোমরা অসুস্থ অবস্থায় বা সফররত অবস্থায় মলমূত্র ত্যাগ করে অথবা স্ত্রী স্পর্শ (সহবাস) করে (পবিত্রতা হাসিলের জন্য) পানি না পেলে (অযু ও গোসলের বদলে) পবিত্র স্বাঈ'দ (মাটি, বালু, পাথর) দিয়ে তায়াম্মুম করবে তথা মুখমন্ডল ও হাত মাসেহ করবে। নিশ্চয় আল্লাহ মার্জনাকারী, ক্ষমাশীল।

আইন ও বিধানঃ

- ❖ বেহুঁশ বা মাতাল ব্যক্তি যে নিজের কথা বুঝতে পারে না এমতাবস্থায় তার সালাত শুদ্ধ হয় না।
- ❖ পূর্ণ পবিত্রতা ব্যতীত সালাত শুদ্ধ হয় না। পবিত্রতা হচ্ছে সালাতের পূর্বশর্ত।
- ❖ পরিপূর্ণ পবিত্রতা হাসিল করতে হলে জুনুবী (যার উপর গোসল ফরজ) ব্যক্তিকে গোসল করতে হয়। আর জুনুবী না হলে অযু করে পূর্ণ পবিত্রতা হাসিল করা যায়।
- ❖ স্ত্রী সহবাস করলে অথবা স্বপ্নদোষ হলে অথবা অন্য কোনো উপায়ে স্ববেগে বীর্যপাত হলে অথবা ঋতুস্রাব বা সন্তান প্রসবের পর গ্রাব বন্ধ হলে গোসল ফরজ হয়।
- ❖ অযু বা গোসলের জন্য পানি না পাওয়া গেলে অথবা পানি ব্যবহারে সক্ষম না হলে অথবা পানির ব্যবহার স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর হলে অযু ও গোসলের বদলে তায়াম্মুম করতে হয়।
- ❖ মাটি, বালি, পাথর, অথবা এসব দিয়ে তৈরি বস্ত (যেমন ইট, টাইলস, দেয়াল, ইত্যাদি) দিয়ে তায়াম্মুম করা যায়।
- ❖ অযুর বদলে তায়াম্মুম আর গোসলের বদলে তায়াম্মুম এক-ই রকম হয়, শুধু নিয়ত আলাদা।
- ❖ তায়াম্মুম আবার দুই ভাবে করা যায়। যথা..

১. তায়াম্মুমের নিয়তে মাটিতে একবার হাত মেরে মুখ মন্ডল ও দুই হাতের কব্জি পর্যন্ত মাসেহ করলে তায়াম্মুম হয়ে যায়।

(রাসূল সাঃ আম্মার রাঃকে এভাবে তায়াম্মুম শিক্ষা দিয়েছেন। দেখুন তিরমিযীঃ ১৩৯, তায়াম্মুম পরিচ্ছদ, হাদীছটি সাহীহ। আলী, আম্মার, ইবন আব্বাস সহ অনেক সাহাবী এই তায়াম্মুম পছন্দ করতেন। ইমাম আহমদ ও ইসহাক এই তায়াম্মুমকে পছন্দ করেছেন।)

২. তায়াম্মুমের নিয়তে একবার মাটিতে হাত মেরে মুখমণ্ডল মাসেহ করবে। তারপর পুনরায় হাত মেরে দুই হাতের কনুই পর্যন্ত মাসেহ করবে।

(এমন তায়াম্মুমের ব্যাপারে অনেক সাহাবী থেকে হাদীছ বর্ণিত হয়েছে। ইমাম আবু হানীফাহ, মালিক, শাফিয়ী গং ইমামগণ এ তায়াম্মুমকে অধিক পছন্দ করেছেন)

اَلَمۡ تَرَ اِلَى الَّذِيۡنَ اُوۡتُوۡا نَصِيۡبًا مِّنَ الۡكِتٰبِ يَشۡتَرُوۡنَ الضَّلٰلَةَ وَ يُرِيۡدُوۡنَ اَنۡ تَضِلُّوا السَّبِيۡلَ ﴿٤٤﴾ وَ اللّٰهُ اَعۡلَمُ بِاَعۡدَآئِكُمۡ ؕ وَ كَفٰى بِاللّٰهِ وَلِيًّا وَّ كَفٰى بِاللّٰهِ نَصِيۡرًا ﴿٤٥﴾

আল্লাহর কিতাব পেয়েও যারা বিভ্রান্ত

৪৪. (হে নবী!) তুমি কি তাদেরকে (ইয়াহুদ নাসারাদেরকে) দেখনি? যাদেরকে কিতাব (তাওরাত, যাবূর, ইনজীল) দেওয়া হয়েছিল তাসত্ত্বেও তারা (আল্লাহর কিতাব ছেড়ে) বিভ্রান্ত হয়ে গেছে। তারা চায় তোমরাও (মুসলিমরাও আল্লাহর কিতাব ছেড়ে দিয়ে তাদের মত) সঠিক পথ থেকে বিভ্রান্ত হয়ে যাও।

৪৫. তোমাদের শত্রু সম্পর্কে আল্লাহ খুবই অবগত। ওয়ালী হিসেবে আল্লাহ-ই যথেষ্ট আর সাহায্যকারী হিসেবেও আল্লাহ-ই যথেষ্ট। (ওয়ালী অর্থ অভিভাবক, মিত্র, উত্তরাধিকারী, ইত্যাদি। ওয়ালী সম্পর্কে জানতে দেখুনঃ বাক্বারাহঃ ১০৭)

জ্ঞাতব্যঃ হেদায়াতের একমাত্র উৎস আল্লাহর কিতাব। যে ব্যক্তি আল্লাহর কিতাব মেনে চলবে সে-ই হেদায়াত পাবে আর যে মানবে না সে বিভ্রান্ত হয়ে যাবে। তাই আল্লাহর কিতাব-ই হচ্ছে আইন ও জ্ঞানের একমাত্র সঠিক উৎস। তবে হ্যাঁ...

- ❖ কোনো বিষয়ের সমাধান আল্লাহর কিতাবে স্পষ্টভাবে না পাওয়া গেলে দেখতে হবে রাসূল সাঃ এর সুন্নাহ বা হাদীছ।
- ❖ আর হাদীছে না পাওয়া গেলে সাহাবাদের উক্তি।
- ❖ এবং তাতেও না পাওয়া গেলে শর্তসাপেক্ষে ইজমা ও কিয়াস।
- ❖ এটা-ই ফিক্বহী নিয়ম এবং এটা-ই ইমাম আবু হানীফাহ রাহিঃসহ অন্যান্য মাযহাবের মূল কথা।

বিভ্রান্তিঃ অনেকে এ বিষয়টিকে সঠিকভাবে না মেনে বিভ্রান্তি সৃষ্টি করেন। যেমন..

- ❖ আমাদের সমাজের অনেকেই দ্বাইফ বা মাওদ্বু হাদীছকে আল্লাহর কিতাবের বিপরীতে দাঁড় করিয়ে সমাজে বিভ্রান্তি ছড়ান। অথচ হাদীছ কখনো কুরআনের বিপরীতে দলীল হিসেবে গণ্য হয় না।
- ❖ অনেকে আবার ইমামের মতামত বা ইজতিহাদকে হাদীছের বিপরীতে দলীল হিসেবে উপস্থাপন করেন। অথচ কোনো ইমামের উক্তি বা ইজতিহাদ কখনো সাহীহ হাদীছের বিপরীতে দলীল হতে পারে না। এবং এটা-ই সকল ইমামের ঐক্যবদ্ধ উক্তি।
- ❖ না বুঝে বা পরিপক্ক জ্ঞানের অভাবে অনেকে আবার মাযহাবকে কুরআন বা হাদীছের বিপরীতে এনে হাজির করেন। অথচ মাযহাব কখনো কুরআন বা সুন্নাহর বিপরীতে দাড়াতে পারে না। বরং কুরআন এবং সুন্নাহর

আনুগত্য ও অনুকরণ-ই মাযহাবের মূল কথা।

مِنَ الَّذِيْنَ هَادُوْا يُحَرِّفُوْنَ الْكَلِمَ عَنْ مَّوَاضِعِهٖ وَ يَقُوْلُوْنَ سَمِعْنَا وَ عَصَيْنَا وَ اسْمَعْ غَيْرَ مُسْمَعٍ وَّ رَاعِنَا لَيًّا بِاَلْسِنَتِهِمْ وَ طَعْنًا فِي الدِّيْنِ ؕ وَ لَوْ اَنَّهُمْ قَالُوْا سَمِعْنَا وَ اَطَعْنَا وَ اسْمَعْ وَ انْظُرْنَا لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ وَ اَقْوَمَ ۙ وَ لٰكِنْ لَّعَنَهُمُ اللّٰهُ بِكُفْرِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُوْنَ اِلَّا قَلِيْلًا ﴿٤٦﴾

ইয়াহুদীদের স্বভাব

৪৬. ইয়াহুদরা (আল্লাহর কিতাবের) শব্দকে তাহরীফ করতো, তারা বলতোঃ শুনলাম, (তবে) মানতে পারলাম না। (তাদের আলিমরা জনতাকে) বলতো (মুহাম্মদের কথা) শোনবে, না শোনার মত করে। তারা মুখ ব্যাংচিয়ে তিরস্কার করে (নবীকে) বলতোঃ রাই'না। এমন না করে তারা যদি বলতোঃ শুনলাম আর মেনে নিলাম। (আলিমরা যদি জনতাকে বলতো মানার জন্য) শোন, (আর নবীকে বলতোঃ) লক্ষ্য করুন! তবে কত উত্তম ও কল্যাণকর হত।

কিন্তু (তারা যা করছে এসবই কুফর। আর) এসব কুফরের কারণে আল্লাহ তাদের লা'নত করেছেন। ফলে ঈমান তারা কমই আনবে।

তাহরীফ পরিচিতিঃ তাহরীফ অর্থ পরিবর্তন। আল্লাহর কালামের শব্দ, অর্থ, মর্ম বা বিধান বদলে ফেলাকে তাহরীফ বলা হয়। আল্লাহর কিতাবে তাহরীফ করা কুফর। তখনকার যোগে তাহরীফ করত ইয়াহুদ উলামা সমাজ আর আজকাল আমাদের অনেক আলিমও তাহরীফ করে থাকেন। তবে আজকাল শব্দ বদল হয় না বরং মর্ম, ভাবার্থ ও বিধান বদল করা হয়। (তাহরীফ সম্পর্কে আরও জানতে দেখুন "কুরআন বোঝার মৌলিক নীতিমালা" বইয়ের "তাহরীফ" পাঠ)

রাঈ'নাঃ আরবী রাঈ'না অর্থ আমাদের রাখাল, আমাদের নেতা অর্থেও শব্দটি ব্যবহৃত হয়। তবে হিব্রু ভাষায় "রাঈ'না" একটি গালি। ধূর্ত ইয়াহুদ আলিমগণ রাসূল সাঃকে সম্বোধন করতে "রাঈ'না" শব্দটি ব্যবহার করতো। বাহ্যত তারা বুঝাতো আমাদের নেতা আর মনে মনে গালি অর্থে ব্যবহার করে মজা পেত।

তাই মহান আল্লাহ এধরনের বহুরূপী শব্দের ব্যবহার থেকে আমাদের নিষেধ করেছেন। ইসলাম স্বচ্ছ ও পরিচ্ছন্ন জীবন শিক্ষা দেয়। তাই বহুরূপী হওয়া বা হটকার হওয়ার কোনো সুযোগ ইসলামে নেই।

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتٰبَ اٰمِنُوْا بِمَا نَزَّلْنَا مُصَدِّقًا لِّمَا مَعَكُمْ مِّنْ قَبْلِ اَنْ نَّطْمِسَ وُجُوْهًا فَنَرُدَّهَا عَلٰۤى اَدْبَارِهَاۤ اَوْ نَلْعَنَهُمْ كَمَا لَعَنَّاۤ اَصْحٰبَ السَّبْتِ ؕ وَ كَانَ اَمْرُ اللّٰهِ مَفْعُوْلًا ﴿٤٧﴾ اِنَّ اللّٰهَ لَا يَغْفِرُ اَنْ يُّشْرَكَ بِهٖ وَ يَغْفِرُ مَا دُوْنَ ذٰلِكَ لِمَنْ يَّشَآءُ ۚ وَ مَنْ يُّشْرِكْ بِاللّٰهِ فَقَدِ افْتَرٰۤى اِثْمًا عَظِيْمًا ﴿٤٨﴾

কুরআন বিমুখ জীবন

৪৭. হে আহলে কিতাব! তোমাদের কাছে আগত (নবী, দ্বীন ও কিতাবকে) সত্যায়নকারী যে কিতাব (আল-কুরআন) আমি নাযিল করেছি তোমরা এতে ঈমান আনো (তথা এ কিতাবকে মেনে নাও,) নতুবা এমন সময় আসবে যখন আমরা (অমান্যকারীদের) মুখায়ব বিকৃত করে উল্টো দিকে

ঘুরিয়ে দেব, অথবা তাদেরকে লা'নত করব, যেমন লা'নত করেছিলাম শনিবারের (মৎস শিকারী) মানুষদের। আর (তোমরা তো জানো যে) আল্লাহর আদেশ বাস্তবায়িত হবেই।

৪৮. আল্লাহ তার সাথে কৃত শিরক কখনো ক্ষমা করবেন না। শিরক ছাড়া বাকি সকল পাপ ইচ্ছা হলে ক্ষমা করে দেবেন। যে ব্যক্তি আল্লাহর সাথে শিরক করলো, সে মহাপাপ করলো।

হুঁশিয়ারিঃ যে বা যারা বাস্তব জীবনে কুরআন বিমুখ হয়ে যাবে তাদের পরিণাম হবে ভয়াবহ। এক সময়ে তাদের মুখায়ব বিকৃত করা হবে, তাদের লা'নত করা হবে এবং নানা ধরনের সাজা দেয়া হবে। কিন্তু দুঃখের বিষয় হলোঃ আমাদের সমাজে মুসলিম হিসেবে পরিচিত অনেক মানুষ নানাভাবে এবং নানা পন্থায় কুরআন বিমুখ জীবন যাপনে অভ্যস্থ হয়ে পড়েছেন। যেমন..

- যেসব মুসলিম সমাজতান্ত্রিক ধারায় জীবন যাপন করছেন তারা কুরআন বিমুখ। কারণ কুরআনের বিধান হচ্ছে বাস্তব জীবনে আল্লাহর বিধান মেনে চলা আর সমাজতান্ত্রিকরা ধর্ম বিরুধী বিধায় তারা আল্লাহর বিধান মেনে চলে না। তাই তারা কুরআন বিমুখ হয়ে যায়।
- যেসব মুসলিম স্যাকুলার ধারায় জীবন যাপন করছেন তারা কুরআন বিমুখ। কারণ কুরআনের বিধান হচ্ছে বাস্তব জীবনের সকল ক্ষেত্রে কুরআনিক আইন মেনে চলা আর স্যাকুলাররা তাদের জীবনের অনেক ক্ষেত্রে কুরআন পরিপন্থী আইন, বিধান ও নীতি মেনে কুরআন বিমুখ হয়ে যায়।
- যেসব মুসলিম ন্যাশনালিষ্ট হয়ে গেছেন তারা কুরআন বিমুখ। কারণ কুরআনের মূল শিক্ষা বিশ্ব মুসলিমের জাতীয় ঐক্য আর ন্যাশনালিজমের (আঞ্চলিক জাতীয়তাবাদের) মূল শিক্ষা অঞ্চল ভিত্তিক বিভাজন।
- যেসব মুসলিম আক্বীদাহ বিশ্বাসে তথা আদর্শগতভাবে ডেমোক্রেট বা গণতান্ত্রিক হয়ে যায় তারাও কুরআন বিমুখ। কারণ আল-কুরআন আল্লাহর সার্বভৌমত্ব শিক্ষা দেয় আর গণতন্ত্র শিক্ষা দেয় মানুষের সার্বভৌমত্ব।
- যেসব মুসলিম আদর্শগতভাবে ক্যাপিটালিজম বা পুঁজিবাদ মেনে নেয় তারাও কুরআন বিমুখ। কারণ আল-কুরআনের বিধান হচ্ছে সুদ হারাম আর পুঁজিবাদের মূল ভিত্তিই সুদ।
- যেসব মুসলিম উম্মতের মাঝে বিভাজন তৈরি করে দলেদলে বিভক্ত হয়ে যায় তথা যে বা যারা দ্বীন নিয়ে দলাদলিতে রত তারাও কুরআন বিমুখ। কারণ আল-কুরআনের মূল শিক্ষা মুসলিম জাতির জাতীয় ঐক্য আর তারা উম্মতকে বিভক্ত করে দলাদলি করে থাকে।

সুতরাং হে আখেরাত মুখী ভাই ও বোনেরা! এখনো সময় আছে, সাবধান হয়ে যান। এবং আসুন! উল্লেখিত সকল মত ও পথসহ কুফর ও শিরকের সকল পথ ত্যাগ করে কুরআনের পথে ফিরে আসি। হে আল্লাহ! তুমি আমাদের সহায় হও।

শিরক পরিচিতিঃ শিরক অর্থ শরীক করা, অংশীদার বানানো। শিরক মহাপাপ, শিরক ক্ষমার অযোগ্য। আমাদের সমাজে নানাভাবে আল্লাহর সাথে শিরক করা হয়ে। যেমন..

- আল্লাহর ছেলে আছে, মেয়ে আছে বা পরিবার আছে মনে করলে আল্লাহর জাতিসত্ত্বায় শিরক হয়।
- আল্লাহর ইবাদত করতে যা করা হয় অন্যের জন্য এমন কিছু করলে ইবাদাতে শিরক হয়।
- আল্লাহর প্রভুত্ব, কর্তৃত্ব ও সার্বভৌমত্বে অন্যকে আল্লাহর মত মনে করলে আল্লাহর উলুহিয়্যাতে শিরক হয়।
- আল্লাহর বিধানের বিপরীতে অন্য কারো বানানো আইন বা বিধান মেনে নিলে আল্লাহর রুবুবিয়্যাতে শিরক হয়।
- আল্লাহর বিচার ও শাসননীতির বিপরীতে অন্যের বিচার ও শাসননীতি মেনে নিলে আল্লাহর হাকিমিয়্যাতে শিরক হয়।
- আল্লাহর কোনো বৈশিষ্ট্যে অন্যকে আল্লাহর সমান বা সমকক্ষ মনে করলে আল্লাহর বৈশিষ্ট্যে শিরক হয়।
- উল্লেখিত শিরক সমূহ হচ্ছে বড় শিরক।

- ❖ আল্লাহ ছাড়া অন্য নামে কসম করলে শিরক হয়।
- ❖ মানুষ থেকে প্রতিদান পাবার জন্য বা আল্লাহ ছাড়া অন্যের সন্তুষ্টির জন্য কোনো সৎকাজ করলে রিয়া হয় এবং রিয়াও এক প্রকার শিরক, হাদীছে রিয়াকে শিরক খাফিয়্য বা গোপন শিরক বলা হয়েছে।
- ❖ কুরআনের আয়াত (বা মাসনূন দোয়া) ছাড়া অন্য কিছু দিয়ে তাবিজ ঝুলালেও শিরক হয়। এ ৩টি হচ্ছে ছোট শিরক।

(শিরক সম্পর্কে জানতে দেখুনঃ আমাদের ইসলাম শিক্ষা সিলেবাসের ৪র্থ বই "ঈমানের উপর অবিচল থাকা"র শিরক অধ্যায়)

اَلَمْ تَرَ اِلَى الَّذِيْنَ يُزَكُّوْنَ اَنْفُسَهُمْ ؕ بَلِ اللّٰهُ يُزَكِّيْ مَنْ يَّشَآءُ وَلَا يُظْلَمُوْنَ فَتِيْلًا ﴿٤٩﴾ اُنْظُرْ كَيْفَ يَفْتَرُوْنَ عَلَى اللّٰهِ الْكَذِبَ ؕ وَكَفٰى بِهٖۤ اِثْمًا مُّبِيْنًا ﴿٥٠﴾

তাযকিয়্যাহ

৪৯. তাদের দেখনি? যারা নিজে নিজেকে তাযকিয়্যাহ করে/একে অপরকে তাযকিয়্যাহ করে। আসলে (কেউ কাউকে তাযকিয়্যাহ করতে পারে না আল্লাহ ছাড়া। তাযকিয়্যাহ করার একমাত্র ক্ষমতা আল্লাহর হাতে। এবং) আল্লাহ তাযকিয়্যাহ করেন যাকে খুশী। (যে বা যারা তাযকিয়্যাহর জন্য নিজেকে যোগ্য করে গড়ে তুলবে আল্লাহ তাকেই তাযকিয়্যাহ করবেন) কারো প্রতি সামান্যতম অবিচার করা হবে না।

তাযকিয়্যাহ পরিচিতিঃ তাযকিয়াহ অর্থ বিশুদ্ধ করণ, শুদ্ধি করণ, পরিচ্ছন্ন করুণ, ইত্যাদি। আল কুরআনের অনেক আয়াতে শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে। তাফসীর জালালাইনে এর অর্থ লিখা হয়েছে অন্তরকে "শিরক মুক্ত করা"। আর তাফসীর কুরতুবীতে এর অর্থ লিখা হয়েছে. অন্তর দিয়ে ঈমান আনা /অন্তরকে কুফর, শিরক ও পাপ মুক্ত করা /সম্পদের যাকাত আদায় করা।

তাযকিয়্যাহর প্রকারভেদঃ তাযকিয়্যাহ আসলে ৩ প্রকার হয়ে থাকে। যথা..

ঈমানের তাযকিয়্যাহঃ অর্থাৎ নিজের ঈমান তথা আকীদাহ বিশ্বাসকে বিশুদ্ধ করা এবং বিশুদ্ধ রাখা। আর এর পদ্ধতি হিসেবে উলামা সমাজের সর্বসম্মত নীতিমালা হলোঃ দালীল ক্বাতয়ী তথা শুধু আল-কুরআনের মুহকাম আয়াত এবং মুতাওয়াতির মানের হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত বিষয়সমূহকে-ই শুধু ঈমান ও আক্বীদাহ অংশ হিসেবে বিশ্বাস করা।

আমালের তাযকিয়্যাহঃ অর্থাৎ নিজের কর্ম ও জীবনকে বিশুদ্ধ করা এবং বিশুদ্ধ রাখা। আর এর পদ্ধতি হিসেবে উলামা সমাজের সর্বসম্মত নীতিমালা হলোঃ বিশুদ্ধ দলীল ছাড়া কোনো বিষয়কে আমলে পরিণত না করা। উল্লেখিত উভয় প্রকার তাযকিয়্যাহ করার জন্য-ই নবী রাসূলগণকে পাঠানো হয়। যে কথা বলা হয়েছে সূরাহ জুমুয়াহ এর ২য় আয়াতে।

ক্বলবের তাযকিয়্যাহঃ অর্থাৎ নিজের আত্মা বা অন্তরকে বিশুদ্ধ করা ও বিশুদ্ধ রাখা। মানুষের ক্বলব তথা মানব আত্মা বা মানব অন্তর যেহেতু সম্পূর্ণরূপে আল্লাহর এখতিয়ারাধীন। তাই কোনো মানুষ এটাকে বিশুদ্ধ করতে পারবে না। যে কথা বলা হয়েছে সূরাহ নিসার ৪৯ তম আয়াতে।

তাযকিয়্যাহর সঠিক পদ্ধতিঃ আল-কুরআন অধ্যায়ন করে, আল-কুরআনের অনুশীলনী করে, আল-কুরআনের নীতিমালা মেনে নিজের ঈমান, ইসলাম ও আত্মাকে কুফর শিরক ও পাপাচার থেকে মুক্ত করা এবং মুক্ত রাখা তথা মুক্ত করতে ও মুক্ত রাখতে আপ্রাণ চেষ্টা করা-ই তাযকিয়্যাহর সঠিক পদ্ধতি।

একটি ভুলের অবসানঃ আমাদের সমাজের পীর নামের কিছু ভন্ড তাযকিয়্যাহ শব্দ ব্যবহার করে লোকজনকে বুঝায় পীরের কাছে মুরিদ হয়ে তাদের বানানো তরিকা মেনে মারিফত ও তরিকতের নামে মনগড়া যিকির ও অযিফা পাঠ করা এবং পীর থেকে সনদ ও ইজাজত নিয়ে সমাজে পীরের খালীফাহ (প্রতিনিধি) হিসেবে কাজ করা।

অনেক ভন্ডপীর আবার তার মুরিদের তাযকিয়্যাহ হয়ে গেছে বলে সনদ ও দিয়ে দেয়। এদের প্রতি ইঙ্গিত করে নাযিল হয়েছে..

৫০. লক্ষ্য করো! তারা (নিজে নিজেকে /একে অন্যকে তাযকিয়্যাহ করতে সক্ষম বলে) কিভাবে আল্লাহর উপর মিথ্যা রটনা করে যাচ্ছে। আর সুস্পষ্ট পাপ হিসেবে এটা-ই যথেষ্ট।

اَلَمْ تَرَ اِلَى الَّذِيْنَ اُوْتُوْا نَصِيْبًا مِّنَ الْكِتٰبِ يُؤْمِنُوْنَ بِالْجِبْتِ وَ الطَّاغُوْتِ وَ يَقُوْلُوْنَ لِلَّذِيْنَ كَفَرُوْا هٰٓؤُلَآءِ اَهْدٰى مِنَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا سَبِيْلًا ﴿٥١﴾ اُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ لَعَنَهُمُ اللّٰهُ ؕ وَ مَنْ يَّلْعَنِ اللّٰهُ فَلَنْ تَجِدَ لَهٗ نَصِيْرًا ﴿٥٢﴾

আদর্শ বিচ্যুত উলামা

৫১. (হে নবী!) তুমি কি তাদেরকে (বনী-ইসরাঈলের আলিমদের) দেখনি? যাদেরকে কয়েকটি কিতাব (তাওরাত, যাবূর, ইঞ্জীল) দেওয়া হয়েছে তাসত্ত্বেও তারা জিবত ও ত্বাগুতকে (মূর্তি, সৌধ, যাদুগর, তথা কুফর শক্তিকে) মেনে নিয়েছে আর কাফিরদের সম্পর্কে বলেছেঃ এরা মুঅমিনদের চেয়ে অধিক সঠিক।

জ্ঞাতব্যঃ এ কাজটি করেছিল একদল ইয়াহুদ আলিম। বদর যুদ্ধে পরাজিত হবার পর জনসমর্থন ধরে রাখার জন্য মক্কার মুশরিকরা এক বিরাট উলামা সম্মেলনের আয়োজন করেছিল। কায়া'ব বিন আশরাফসহ মদীনার কয়েকজন ইয়াহুদী আলিম এতে যোগদান করেছিল। মক্কাহ সফরে এসে তারা মক্কাবাসীর প্রথা মত তাদের মুর্তি, সৌধ ও জাতীয় স্থাপনা সমূহ পরিদর্শন করেছিল, মক্কার মুশরিকদের প্রতি সমর্থন ব্যক্ত করেছিল এবং মুহাম্মাদ ও তার অনুসারীরা বিভ্রান্ত বলে ফতোয়া জারি করেছিল। ফলে..

৫২. আল্লাহ এদেরকে লা'নত করেছেন আর আল্লাহ যাদের লা'নত করেন তাদের সাহায্য করার মত কাউকে তুমি খুঁজে পাবে না। (আল্লাহর রহমত ও ক্ষমা থেকে চিরতরে বঞ্চিত করাকে লা'নত বলা হয়)

ঈমান ও আক্বীদাহঃ যেসব আলিম কাফির মুশরিকদের সাথে সম্পর্ক রাখে এবং জিবত ও ত্বাগূতকে মেনে নেয় অথবা ইসলামের দায়ী, কর্মী বা মুজাহিদের বিরুদ্ধে ফতোয়া জারি করে (যা আজকাল অনেকেই করছে) আল্লাহ তাদের লা'নত করেন।

اَمْ لَهُمْ نَصِيْبٌ مِّنَ الْمُلْكِ فَاِذًا لَّا يُؤْتُوْنَ النَّاسَ نَقِيْرًا ﴿٥٣﴾ اَمْ يَحْسُدُوْنَ النَّاسَ عَلٰى مَآ اٰتٰىهُمُ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهٖ ۚ فَقَدْ اٰتَيْنَآ اٰلَ اِبْرٰهِيْمَ الْكِتٰبَ وَ الْحِكْمَةَ وَ اٰتَيْنٰهُمْ مُّلْكًا عَظِيْمًا ﴿٥٤﴾ فَمِنْهُمْ مَّنْ اٰمَنَ بِهٖ وَ مِنْهُمْ مَّنْ صَدَّ عَنْهُ ؕ وَ كَفٰى بِجَهَنَّمَ سَعِيْرًا ﴿٥٥﴾ اِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا بِاٰيٰتِنَا سَوْفَ نُصْلِيْهِمْ نَارًا ؕ كُلَّمَا نَضِجَتْ جُلُوْدُهُمْ بَدَّلْنٰهُمْ جُلُوْدًا غَيْرَهَا لِيَذُوْقُوا الْعَذَابَ ؕ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَزِيْزًا حَكِيْمًا

﴿٥٦﴾ وَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَ عَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ سَنُدْخِلُهُمْ جَنّٰتٍ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ خٰلِدِيْنَ فِيْهَآ اَبَدًا ؕ لَهُمْ فِيْهَآ اَزْوَاجٌ مُّطَهَّرَةٌ ۫ وَّ نُدْخِلُهُمْ ظِلًّا ظَلِيْلًا ﴿٥٧﴾

দলবাজ উলামা

পটভূমিঃ আল্লাহ মুহাম্মাদ সাঃকে নবী বানিয়েছেন কিন্তু বনী-ইসরাঈলের আলিম সমাজ এটা মেনে নিতে পারেনি। কারণ তারা চাচ্ছিল নবী হবেন তাদের একজন। দলীয় লোক ছাড়া অন্যকে নবী মানতে তাদের আপত্তি ছিল। আসলে আল্লাহর সিদ্ধান্ত অপছন্দ করা কুফর। তাই তাদের প্রতি ইঙ্গিত করে নাযিল হয়েছে..

৫৩. তবে কি আল্লাহর ক্ষমতায় (নবী মনোনয়নে) তারাও অংশীদার (যে তারা যাকে পছন্দ করবে আল্লাহ তাকে-ই নবী বা রাসূল বানাবেন?) এমন হলে তারাতো খেজুর বিচির ছালও (অন্য) কাউকে দিত না।

৫৪. (তাদের দলীয় লোক ছাড়া) অন্যকে আল্লাহ অনুগ্রহ (নবুয়ত ও নেতৃত্ব) দান করেছেন বলে তারা হিংসা করছে? অথচ ইতোপূর্বে আমি (তাদেরকে তথা) ইবরাহীম পরিবারকে কিতাব ও হিকমাহ (নবুয়ত) দান করেছি, দিয়েছি বিশাল রাজত্ব। (যে রাজত্বের অংশীদার তারা ছিল। এখন অন্যকে দিলে হিংসা কেন?)

৫৫. তাদের কিছুলোক তার (মুহাম্মাদের) প্রতি ঈমান এনেছে (তথা নবী হিসেবে তাকে মেনে নিয়েছে) আর কিছুলোক তার (প্রতি ঈমান আনা) থেকে বিরত রয়েছে। (যারা মুহাম্মাদের উপর ঈমান থেকে বিরত রয়েছে) তাদের দাহন করতে জাহান্নামই যথেষ্ট।

৫৬. যারা আমার বিধান (তথা মুহাম্মাদের আনীত শারীয়া'হ) অমান্য করবে আমি তাদের জাহান্নামে নিক্ষেপ করব। সেখানে তাদের গায়ের ত্বক জ্বলে গেলে নতুন ত্বক লাগিয়ে দেওয়া হবে, যেন তারা আযাব আস্বাদন করতে পারে। নিশ্চয় আল্লাহ মহাপরাক্রমশালী, মহাকৌশলী।

৫৭. আর যারা ঈমান আনবে এবং (ঈমানের সহিত) সৎকাজ করবে তাদের প্রবেশ করাব জান্নাতে, যার তলদেশে প্রবাহিত কত নহর, তারা সেখানে চিরকাল থাকবে, থাকবে পরিচ্ছন্ন সঙ্গিনীগণ ছায়াময় শীতল স্থানে।

اِنَّ اللّٰهَ يَاْمُرُكُمْ اَنْ تُؤَدُّوا الْاَمٰنٰتِ اِلٰٓى اَهْلِهَا ۙ وَ اِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ اَنْ تَحْكُمُوْا بِالْعَدْلِ ؕ اِنَّ اللّٰهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهٖ ؕ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ سَمِيْعًۢا بَصِيْرًا ﴿٥٨﴾

আইন ও বিধানের মূলনীতিঃ ন্যায়, সাম্য ও অধিকার

৫৮. (হে মুসলিম জাতি!) আল্লাহ তোমাদেরকে আদেশ দিচ্ছেনঃ তোমরা প্রতিটি আমানত তার প্রাপকের কাছে পৌছে দেবে, (তথা সবাইকে তার ন্যায়সঙ্গত অধিকার দেবে) আর মানুষের মাঝে যখন বিচার ও শাসন করবে তখন অবশ্যই আ'দল (ন্যায়, সাম্য ও ইনসাফ) করবে। আল্লাহ অবশ্যই তোমাদেরকে খুবই কল্যাণকর আদেশ দিচ্ছেন। নিশ্চয় আল্লাহ সর্বশ্রোতা, সর্বদ্রষ্টা।

জ্ঞাতব্যঃ এ আয়াতের মর্ম অনেক ব্যাপক ও বিস্তৃত। শারীয়াহর প্রায় সবকিছুই এর আওতায় এসে যায়। তাই

মুফাসসীরগণ এ আয়াতকে "উম্মুহাতু-ল-আহকাম" এর একটি (বিধানের জননী বা বিধানের মূলনীতি সমূহের একটি) বলে অভিহিত করেছেন। (কুরতুবী)

আইন ও বিধানঃ আ'দল তথা জীবনের সকল ক্ষেত্রে ন্যায় সাম্য ও ইনসাফ করা, আমানত রক্ষা করা আর প্রতিটি আমানতকে তার প্রাপকের কাছে পৌঁছে দেওয়া আমাদের ফরজ দায়িত্ব।

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا۟ أَطِيعُوا۟ ٱللَّهَ وَأَطِيعُوا۟ ٱلرَّسُولَ وَأُو۟لِى ٱلْأَمْرِ مِنكُمْ ۖ فَإِن تَنَٰزَعْتُمْ فِى شَىْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى ٱللَّهِ وَٱلرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْءَاخِرِ ۚ ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿٥٩﴾

শারীয়াহ আইনের মূল বিষয় আনুগত্য

৫৯. ওহে যারা ঈমান এনেছো (শোনো!) তোমরা আল্লাহর আনুগত্য করো আর আনুগত্য করো রাসূলের এবং তোমাদের (মুঅমিনদের) মধ্য থেকে কর্তৃত্বের অধিকারী ব্যক্তিদের। তোমরা যদি আল্লাহ ও আখেরাতের ব্যাপারে ঈমান এনে থাকো তবে নিজেদের মাঝে বিবাদমান যাবতীয় বিষয় নিয়ে আল্লাহ ও রাসূলের (শারিয়াহ আইনের) কাছে ছুটে যাও। এটা-ই হবে উত্তম ও সুন্দর সমাধান।

জ্ঞাতব্যঃ শারীয়াহ আইনের মূল বিষয় আনুগত্য। আনুগত্য করতে হয় আল্লাহর আর আনুগত্য করতে হয় রাসূলের এবং ইসলামী সরকার ও সমাজের কর্তা ব্যক্তিদের। তার মধ্যে...

- ❖ আল্লাহর আনুগত্য হবে শর্তহীন, যে আনুগত্যের মূলভিত্তি দাসত্ব।
- ❖ রাসূলের আনুগত্য করতে হয় আল্লাহর অনুমোদন সাপেক্ষে। (দেখুন একটু সামনে সূরাহ নিসাঃ ৬৪)
- ❖ আর কর্তা ব্যক্তিদের আনুগত্য হবে আল্লাহ ও রাসূলের দেওয়া মূলনীতির আওতাধীন থেকে।
- ❖ আল্লাহর বিধানের বাইরে গিয়ে অন্য কারো আনুগত্য বৈধ নয়।
- ❖ কোনো কাফির বা মুনাফিক মসনদে আসীন হয়ে গেলেও তার আদেশ মানতে মুঅমিনরা বাধ্য নয়।

ঈমান ও আক্বীদাহঃ বিবাদ মিমাংসার জন্য আল্লাহ ও রাসূল তথা কুরআন ও সুন্নাহর দিকে ধাবিত হওয়া আর কুরআন সুন্নাহয় বর্ণিত নীতিমালা এবং আইন ও বিধান মেনে যাবতীয় বিবাদ মিমাংসা করা মুঅমিনের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। এতে অন্যকিছু করা কুফর তথা ঈমান বিনষ্টকারী মহাপাপ।

কোনো মুসলিম এমন করলে তার ঈমান বিনষ্ট হয়ে সকল আ'মাল নিষ্ফল ও বরবাদ হয়ে যাবে এবং সে হয়ে যাবে চির জাহান্নামী ধিকৃত মুনাফিক। তখন তার জন্য শাফায়াত করারও কোনো সুযোগ থাকবে না এবং তার জন্য দান খয়রাত বা দোয়া করলেও কাজে আসবে না। এমনকি তার জানাযায় শরীক হতে, তার জন্য দোয়া করতে এবং তার কবরে দাড়াতেও নিষেধ করা হয়েছে। (দেখুন সূরাহ তাওবাহঃ ৮৪)

أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ ءَامَنُوا۟ بِمَآ أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَآ أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَن يَتَحَاكَمُوٓا۟ إِلَى ٱلطَّٰغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوٓا۟ أَن يَكْفُرُوا۟ بِهِۦ ۖ وَيُرِيدُ ٱلشَّيْطَٰنُ أَن يُضِلَّهُمْ ضَلَٰلًۢا بَعِيدًا ﴿٦٠﴾

ত্বাগুতের কাছে বিচার প্রার্থী হওয়া

পটভূমিঃ মদীনাতে বিশর নামী একলোক বাস করত। লোকটি বাহ্যত মুসলিম ছিল। কিন্তু তার কাছে জাগতিক

স্বার্থটাই বড় ছিল। বিশর অন্যায়ভাবে এক ইয়াহুদীর জমি দখল করে নেয়। ইয়াহুদ বিচারের জন্য রাসূল সাঃ এর কাছে আসতে চাইল। (রাসূল সাঃ মদীনার নেতা। তখনকার সমাজ ব্যবস্থায় আলাদা বিচার বিভাগ ছিল না। নেতাগণই বিচার করতেন) আর বিশর যেতে চাইল ইয়াহুদ নেতা কায়া'ব বিন আশরাফের কাছে। (কারণ তাকে ঘুষ দিয়ে নিজের পক্ষে রায় নেয়া সহজ হবে) কিন্তু ইয়াহুদ রাজি হলো না। শেষ পর্যন্ত মামলাটি মুহাম্মাদ সাঃ এর আদালতে উঠলো। শুনানির পর রাসূল সাঃ ইয়াহুদের পক্ষে রায় দিলেন।

কিন্তু বিশর এতে সন্তুষ্ট হলো না। সে আবু-বকর রাঃ এর কাছে গিয়ে পুনর্বিচার দাবী করলো। ঘটনার বিবরণ শোনে তিনিও ইয়াহুদের পক্ষে রায় দিলেন। বিশর এতেও সন্তুষ্ট হলো না। সে উমর রাঃ এর কাছে গিয়ে আবার বিচার প্রার্থী হলো। ইয়াহুদ বললঃ আমরা রাসূল ও আবু-বকরের কাছে গিয়েছিলাম। তারা আমার পক্ষে রায় দিয়েছেন। উমর রাঃ বিশরকে জিজ্ঞেস করলেনঃ লোকটি কি ঠিক বলছে? বিশর বললঃ জি..। উমর বললেনঃ অপেক্ষা করো। তিনি তলোয়ার এনে বিশরের জীবনলিলা সাঙ্গ করেদিলেন এবং ঘোষণা করলেনঃ যে ব্যক্তি রাসূলের বিচারে সন্তুষ্ট নয় এটাই তার উপযুক্ত বিচার। তখন থেকে তিনি ফারুক (হক আর বাতিল আলাদাকারী) উপাধিতে ভূষিত হলেন। (ঐতিহাসিকভাবে প্রমাণিত মত হলোঃ ইসলামের সূচনাতে উমর ইসলাম গ্রহণের পর ইসলামকে প্রকাশ্যে জনসম্মুখে নিয়ে এসেছিলেন এবং তখন থেকে তিনি ফারুক উপাধিতে ভুষিত হন) এতে নাযিল হয়েছে।

সূত্রঃ তাফসীর কুরতুবী, তবে হাদীছটি দ্বাইফ। দ্বাইফ হাদীছ আক্বীদাহ বা বিধানের ক্ষেত্রে দলীল হয় না। তবে আমরা এখানে ইতিহাস বা ঘটনা বর্ণনার জন্য এনেছি।

৬০. (হে নবী!) তুমি কি তাদেরকে দেখনি? যারা মনে করেঃ তারা তোমার উপর নাযিলকৃত এবং ইতোপূর্বে নাযিলকৃত (কিতাব ও বিধানের) প্রতি ঈমান এনেছে। আর বিচার নিয়ে যেতে চায় ত্বাগূতের কাছে? অথচ তাদের আদেশ দেওয়া হয়েছিল ত্বাগূতকে প্রত্যাখ্যান করতে। শয়তান তাদেরকে পরিপূর্ণভাবে বিভ্রান্ত করে দিতে চায়।

জ্ঞাতব্যঃ ত্বাগূত এর মূলশব্দ তুগইয়ান অর্থ অবাধ্যতা। আল্লাহ ও রাসূলের অবাধ্য ব্যক্তি, ব্যক্তিবর্গ ও অশুভ শক্তিকে ত্বাগূত বলে। সবচেয়ে বড় ত্বাগূত শয়তান। বিভ্রান্তির মাধ্যম হিসেবে মূর্তিকেও ত্বাগূত বলা হয়।

ঈমান ও আক্বীদাহঃ ত্বাগূতকে মেনে নেওয়া কুফর, ঈমান বিনষ্টকারী মহাপাপ। তাগূতকে মেনে নিলে ঈমান বিনষ্ট হয়ে সকল আ'মাল নিষ্ফল ও বরবাদ হয়ে যায়। স্বেচ্ছায় বা সন্তুষ্ট চিত্তে ত্বাগূতের কাছে বিচার প্রার্থী হওয়াও কুফর।

وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَىٰ مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنكَ صُدُودًا ﴿٦١﴾
فَكَيْفَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ ثُمَّ جَاءُوكَ يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا إِحْسَانًا وَتَوْفِيقًا ﴿٦٢﴾ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ يَعْلَمُ اللَّهُ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَعِظْهُمْ وَقُل لَّهُمْ فِي أَنفُسِهِمْ قَوْلًا بَلِيغًا ﴿٦٣﴾

মুনাফিকের স্বভাবঃ ধর্ম ও জীবন বিধান

৬১. (যে সকল মুসলিম ত্বাগূতকে মেনে নিয়ে নিজেদের ঈমান বিনষ্ট করে ফেলেছে) তাদেরকে যদি বলা হয়ঃ আসো! (জীবন বিধান হিসেবে) আল্লাহর নাযিলকৃত কিতাব ও রাসূলের আদর্শ মেনে চলি। তখন তুমি দেখবে ওই মুনাফিকরা তোমা থেকে কেটে পড়ছে।

জ্ঞাতব্যঃ আসলে মুসলিম ৩ প্রকার। মুঅমিন, ফাসিক ও মুনাফিক। (দেখুন সূরাহ বাক্বারাহঃ ৭) মুনাফিকরা ইসলামকে ধর্ম হিসেবে মেনে নেয় কিন্তু জীবন আদর্শ হিসেবে মেনে নিতে পারে না।

৬২. তখন কেমন হবে? যখন নিজ কৃতকর্মের ফলে ওই মুনাফিকরা বিপদের সম্মুখীন হবে। তখন তো তোমার কাছে এসে আল্লাহর নামে কসম করে বলবেঃ আমরা সুন্দর (জীবন) এবং সম্প্রীতিই কামনা করেছি।

৬৩. এদের অন্তরের খবর আল্লাহ-ই ভালো জানেন। তাই (আল্লাহর আদেশ হলো) তোমরা এদেরকে উপেক্ষা করে চলো, এদেরকে উপদেশ দাও আর একান্তে (ডেকে এনে) চূড়ান্ত কথা শুনিয়ে দাও।

ঈমান ও আক্বীদাহঃ মুনাফিক ব্যক্তি যতই দান খয়রাত করুক, নামায রোজা করুক বা হাজ্জ উমরাহ করুক, এতে কোনো কাজ হবে না। মুনাফিকের ঈমান নষ্ট হয়ে সকল আ'মাল নিষ্ফল ও বরবাদ হয়ে যায়। মুনাফিক চির জাহান্নামী। মুনাফিকের জন্য জাহান্নামের নিম্নতম গহ্বর। মুনাফিকের জন্য শাফায়াত করতেও কাউকে অনুমতি দেয়া হবে না।

(মুনাফিক সম্পর্কে জানতে দেখুনঃ আমাদের ইসলাম শিক্ষা সিলেবাসের ৪র্থ বই "ঈমানের উপর অবিচল থাকা" এর মুনাফিক অধ্যায়)

وَمَآ اَرْسَلْنَا مِنْ رَّسُوْلٍ اِلَّا لِيُطَاعَ بِاِذْنِ اللّٰهِ ؕ وَلَوْ اَنَّهُمْ اِذْ ظَّلَمُوْٓا اَنْفُسَهُمْ جَآءُوْكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللّٰهَ وَ
اسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُوْلُ لَوَجَدُوا اللّٰهَ تَوَّابًا رَّحِيْمًا ﴿٦٤﴾ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُوْنَ حَتّٰى يُحَكِّمُوْكَ فِيْمَا
شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوْا فِيْٓ اَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوْا تَسْلِيْمًا ﴿٦٥﴾

মুঅমিন হবার ৩ শর্ত

৬৪. আমরা (আল্লাহ। অধিক সম্মান বুঝাতে বহুবচন ব্যবহার করা হয়েছে) রাসূল পাঠাইঃ যেন আল্লাহর অনুমোদন সাপেক্ষে তাদের আনুগত্য করা হয়। লোকজন পাপ করে যদি তোমার কাছে ছুটে আসে এবং আল্লাহর কাছে ক্ষমা চায় আর রাসূলও যদি তাদের হয়ে ক্ষমার আবেদন করেন তবে তারা আল্লাহকে তাওবাহ কবুলকারী ও দয়াময় পাবে।

৬৫. না..! (হে মুহাম্মাদ!) তোমার প্রভুর কসম! তারা কেও মুঅমিন হতে পারবে না, যতক্ষণ না তাদের জীবনের সকল ক্ষেত্রে "তাহকীম" (আইন ও বিধান তৈরি করা, বিচার ও শাসন করা, আদেশ জারি করা) এর জন্য তোমার কাছে আসবে, তোমার দেওয়া বিচার ফয়সালা বিনা দ্বিধায় মেনে নেবে এবং সম্পূর্ণরূপে আত্মসমর্পণ করবে।

ঈমান ও আক্বীদাহঃ উক্ত আয়াত থেকে বুঝা যায়ঃ মুঅমিন হতে হলে....

- ❖ জীবনের সকল ক্ষেত্রে আইন ও বিধান তৈরি করতে হবে ইসলামী শারীয়াহ মেনে এবং সকল বিষয়ে বিচার ও শাসন করতে হবে আল্লাহর বিধান মেনে,
- ❖ আল্লাহর দেওয়া যাবতীয় বিধান তথা শারীয়াহ আইন বিনা দ্বিধায় মেনে নিতে হবে।
- ❖ আল্লাহর বিধানের কাছে সম্পূর্ণরূপে আত্মসমর্পণ করতে হবে।
- ❖ উল্লেখিত তিন শর্তের কোনো একটি পূরণ না করলে মুঅমিন হওয়া যাবে না। আল্লাহর বিধানের বাইরে গিয়ে কেইস মামলা বা বিচার ফয়সালা করলে মানুষ মুনাফিক হয়ে যায়।

وَ لَوْ اَنَّا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ اَنِ اقْتُلُوْٓا اَنْفُسَكُمْ اَوِ اخْرُجُوْا مِنْ دِيَارِكُمْ مَّا فَعَلُوْهُ اِلَّا قَلِيْلٌ مِّنْهُمْ ؕ وَ لَوْ اَنَّهُمْ فَعَلُوْا مَا يُوْعَظُوْنَ بِهٖ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ وَ اَشَدَّ تَثْبِيْتًا ﴿٦٦﴾ وَّ اِذًا لَّاٰتَيْنٰهُمْ مِّنْ لَّدُنَّاۤ اَجْرًا عَظِيْمًا ﴿٦٧﴾ وَّ لَهَدَيْنٰهُمْ صِرَاطًا مُّسْتَقِيْمًا ﴿٦٨﴾ وَ مَنْ يُّطِعِ اللّٰهَ وَ الرَّسُوْلَ فَاُولٰٓئِكَ مَعَ الَّذِيْنَ اَنْعَمَ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ مِّنَ النَّبِيّٖنَ وَ الصِّدِّيْقِيْنَ وَ الشُّهَدَآءِ وَ الصّٰلِحِيْنَ ۚ وَ حَسُنَ اُولٰٓئِكَ رَفِيْقًا ﴿٦٩﴾ ذٰلِكَ الْفَضْلُ مِنَ اللّٰهِ ؕ وَ كَفٰى بِاللّٰهِ عَلِيْمًا ﴿٧٠﴾

বিবাদ নয় আনুগত্য-ই কাম্য

পটভূমিঃ একদা সাবিত বিন ক্বাইস রাঃ এক ইয়াহুদের সাথে আলোচনা করছিলেন। ইয়াহুদ বললঃ আল্লাহ আমাদের বলেছিলেনঃ নিজেদেরকে হত্যা করতে। আমরা করেছি। আমাদের ৭০ হাজার লোক নিহত হয়েছে। সাবিত রাঃ বললেনঃ আল্লাহ আদেশ করলে আমরাও তাই করতাম। (কুরতুবী) বিষয়টির প্রতি ইঙ্গিত করে নাযিল হয়েছে..

৬৬-৬৮. আমি যদি তাদের উপর ফরজ করতাম যে "তোমরা নিজেদেরকে হত্যা করো অথবা নিজ নিজ ঘরবাড়ি থেকে বেরিয়ে যাও" তবে তাদের অল্প লোকই এটা পালন করত। তাই (এসব বিষয় নিয়ে বিবাদ না করে) তাদেরকে যে আদেশ দেয়া হয়েছে এসব মেনে চলা-ই তাদের জন্য কল্যাণকর ও দৃঢ়তার বহিঃপ্রকাশ। আর এমন হতে পারলে-ই আমি তোমাদেরকে দান করব মহাপুরস্কার এবং পরিচালিত করব সঠিক পথে।

৬৯. (এখন কথা হলো) যে ব্যক্তি আল্লাহ ও রাসূলের আনুগত্য করবে তারা (সে ও তার সঙ্গীরা পরকালে) নবী, সিদ্দীক, শহীদ ও সৎলোকদের সঙ্গী হবে। আর সঙ্গী হিসেবে এরা কতই উৎকৃষ্ট।

৭০. এসব-ই হলো আল্লাহর বিশেষ অনুগ্রহ। আর জ্ঞানী হিসেবে আল্লাহ-ই যথেষ্ট।

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا خُذُوْا حِذْرَكُمْ فَانْفِرُوْا ثُبَاتٍ اَوِ انْفِرُوْا جَمِيْعًا ﴿٧١﴾

জাতীয় প্রতিরক্ষার ব্যাপারে সুদৃঢ় থাকতে হবে

৭১. মুঅমিনগণ! তোমরা নিজেদের (জাতীয়) প্রতিরক্ষার ব্যাপারে সাবধানতা অবলম্বন করবে আর (প্রয়োজনে) ছোট ছোট দলে (বিভক্ত হয়ে গেরিলা) যুদ্ধ করবে অথবা সম্মিলিতভাবে (সম্মুখ যুদ্ধ করবে। উভয় প্রকার যুদ্ধই আল্লাহ থেকে অনুমোদিত)

জ্ঞাতব্যঃ ইসলাম গতানুগতিক কোনো ধর্ম নয়। ইসলাম হলো একটি পরিপূর্ণ জীবন আদর্শ। ইসলামে যেমন ধর্মীয় রীতিনীতি রয়েছে তেমনি রয়েছে সমাজনীতি, অর্থনীতি, প্রতিরক্ষানীতি, সমরনীতি, শিক্ষানীতি, রাজনীতি, আইন বিচার ও শাসনসহ মানব জীবনের প্রয়োজনীয় সবকিছু।

ইসলাম বিশ্বব্যাপী ইউনিক সমাজ ও জাতি গঠনের তাগিদ করেছে এবং এর সঠিক ফর্মুলা দিয়েছে। মহান আল্লাহর নির্দেশিত এ সমাজ ও জাতি গঠন করে ইসলামকে সামাজিক ও জাতীয়ভাবে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন রাসূল সাঃ ও সাহাবাগণ।

প্রতিটি জাতির মত ইসলামেরও রয়েছে নিজস্ব প্রতিরক্ষানীতি। ইসলামী প্রতিরক্ষানীতির নাম জিহাদ ফী সাবীলিল্লাহ। মহান আল্লাহ আমাদের আদেশ দিচ্ছেন আমরা যেন জাতীয় প্রতিরক্ষা মজবুত রাখি এবং গেরিলা যুদ্ধ ও সম্মুখ সমর উভয় প্রকার যুদ্ধের জন্য সদা তৈরি থাকি। সুতরাং এটা আমাদের ফরজ দায়িত্ব।

وَإِنَّ مِنْكُمْ لَمَنْ لَّيُبَطِّئَنَّ ۚ فَإِنْ أَصَابَتْكُمْ مُّصِيبَةٌ قَالَ قَدْ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيَّ إِذْ لَمْ أَكُنْ مَّعَهُمْ شَهِيدًا ﴿٧٢﴾ وَلَئِنْ أَصَابَكُمْ فَضْلٌ مِّنَ اللَّهِ لَيَقُولَنَّ كَأَنْ لَّمْ تَكُنْۢ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُ مَوَدَّةٌ يَّا لَيْتَنِي كُنْتُ مَعَهُمْ فَأَفُوزَ فَوْزًا عَظِيمًا ﴿٧٣﴾ فَلْيُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يَشْرُونَ الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا بِالْاٰخِرَةِ ۭ وَمَنْ يُّقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيُقْتَلْ أَوْ يَغْلِبْ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا ﴿٧٤﴾

যুদ্ধা মুসলিম ও যুদ্ধ বিমুখ মুসলিম

৭২-৭৩. (হে মুসলিমগণ!) তোমাদের কিছুলোক (যুদ্ধের ব্যাপারে) গড়িমসি করে এবং (যুদ্ধে তোমাদের) বিপর্যয় ঘটলে বলেঃ আল্লাহ আমাদের প্রতি সদয় ছিলেন বলেই আমরা তাদের (মুজাহিদদের) সঙ্গে যাইনি। আর তোমরা (মুজাহিদরা) আল্লাহর অনুগ্রহ (বিজয় ও গনিমত) হাসিল করলে এমনভাবে কথা বলে যেন তারা তোমাদের থেকে আলাদা, তখন বলেঃ হায় হায়! আমরা যদি তাদের সঙ্গে যেতাম তবে অনেক লাভবান হতে পারতাম। (তোমাদের যারা এমন হয়ে যায় তারা মুনাফিক,)

৭৪. পক্ষান্তরে যারা তাদের দুনিয়ার জীবনকে আখেরাতের বিনিময়ে বিক্রি করে দিয়েছে (অর্থাৎ যারা প্রকৃত মুঅমিন) তারা অবশ্যই আল্লাহর পথে যুদ্ধ করবে। আর যে ব্যক্তি আল্লাহর পথে যুদ্ধ করে সে নিহত হক বা বিজয়ী; আমি (আল্লাহ) অচিরেই তাকে দেব মহাপুরস্কার। (আল্লাহ কেবল ওইসব মুঅমিন থেকে-ই তাদের জান ও মাল খরিদ করেন যারা আল্লাহর পথে যুদ্ধ করে। সম্পূরক আয়াত সুরাহ তাওবাহঃ ১১১)

জ্ঞাতব্যঃ যে সৈন্য দেশ ও জাতির জন্য যুদ্ধ করে সরকারের পক্ষ থেকে তাকে পুরস্কৃত করা হয়। মুসলিমরা আল্লাহর প্রতিনিধি আর ইসলামী দেশ হলো আল্লাহর বিধান মত পরিচালিত দেশ। তাই এমন দেশ ও জাতির জন্য যুদ্ধ করলে মহান আল্লাহ খুশী হন এবং তাদেরকে দান করেন মহাপুরস্কার। আর এ মহাপুরস্কার হলো "শাহাদাত" নামীয় মহান মর্যাদা। যে ব্যক্তি এ মর্যাদা পাবে সে মৃত্যু ও আখেরাতের নিয়মতান্ত্রিকতা থেকে মুক্ত। তার রূহ দুনিয়া থেকে সরাসরি জান্নাতে চলে যাবে এবং সবুজ পাখি হয়ে ঘুরে বেড়াবে আর পরকালে তাকে বিচারের সম্মুখীন হতে হবে না। সে হবে মহাবিচারের দর্শক।

وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هٰذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ أَهْلُهَا ۚ وَاجْعَلْ لَّنَا مِنْ لَّدُنْكَ وَلِيًّا وَّاجْعَلْ لَّنَا مِنْ لَّدُنْكَ نَصِيرًا ﴿٧٥﴾ الَّذِينَ آمَنُوا يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ۚ وَالَّذِينَ كَفَرُوا يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ الطَّاغُوتِ

فَقَاتِلُوْٓا اَوْلِيَآءَ الشَّيْطٰنِ ۚ اِنَّ كَيْدَ الشَّيْطٰنِ كَانَ ضَعِيْفًا ﴿٧٦﴾

বিশ্ব মানবতার মুক্তির জন্য যুদ্ধ

৭৫. (হে মুসলিমগণ!) তোমাদের কি হয়েছে? তোমরা কেন আল্লাহর পথে যুদ্ধ করছো না?! অথচ অসহায় পুরুষ, নারী ও শিশুরা ফরিয়াদ করছেঃ হে রাব্ব! এ জনপদের লোকেরা জালিম, তাই এখান থেকে আমাদের উদ্ধার করো, তোমার পক্ষ থেকে কাউকে আমাদের ওয়ালী (উদ্ধারকারী) বানিয়ে দাও, পাঠাও কোনো সাহায্যকারী। (ওয়ালী সম্পর্কে জানতে দেখুন বাক্বারাহঃ ১০৭)

৭৬. যারা ঈমান আনে তারা যুদ্ধ করে আল্লাহর পথে আর যারা কুফর করে তারা যুদ্ধ করে ত্বাগূতের পথে। সুতরাং (হে আমার বান্দারা!) তোমরা শয়তানের আওলিয়াদের (মিত্রদের) সাথে যুদ্ধ করো। নিশ্চয় শয়তানের চক্রান্ত অতি দুর্বল হয়ে থাকে। (আল্লাহর অবাধ্য ব্যক্তি, ব্যক্তিবর্গ ও শক্তিকে ত্বাগূত বলা হয়। আর সকল ত্বাগূত-ই শয়তানের মিত্র হিসেবে কাজ করে।)

ঈমান ও আক্বীদাহঃ অসহায় মানুষকে অত্যাচার ও অবিচার থেকে রক্ষা করা এবং সবাইকে তাদের মৌলিক অধিকার ফিরিয়ে দেয়া মুসলমানদের মানবিক বৈশিষ্ট্য এবং এটা আমাদের নৈতিক ও ঈমানী দায়িত্ব। এ দায়িত্ব আল্লাহ প্রদত্ব। এ দায়িত্ব পালনের জন্য প্রচেষ্টা করা জিহাদের অংশ এবং এ পথে নিহত হলে শহীদ।

اَلَمْ تَرَ اِلَى الَّذِيْنَ قِيْلَ لَهُمْ كُفُّوْٓا اَيْدِيَكُمْ وَ اَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ وَ اٰتُوا الزَّكٰوةَ ۚ فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ اِذَا فَرِيْقٌ مِّنْهُمْ يَخْشَوْنَ النَّاسَ كَخَشْيَةِ اللّٰهِ اَوْ اَشَدَّ خَشْيَةً ۚ وَ قَالُوْا رَبَّنَا لِمَ كَتَبْتَ عَلَيْنَا الْقِتَالَ ۚ لَوْ لَآ اَخَّرْتَنَآ اِلٰٓى اَجَلٍ قَرِيْبٍ ۭ قُلْ مَتَاعُ الدُّنْيَا قَلِيْلٌ ۚ وَ الْاٰخِرَةُ خَيْرٌ لِّمَنِ اتَّقٰى وَ لَا تُظْلَمُوْنَ فَتِيْلًا ﴿٧٧﴾

দুনিয়া, না আখেরাত?

৭৭. (হে নবী!) তুমি কি তাদেরকে (মক্কায় থাকা কালীন মুসলিমদেরকে) দেখনি? (কাফিরদের অত্যাচার সহ্য করতে না পেরে তারা তখন যুদ্ধের অনুমতি চেয়েছিল এবং তখন) তাদেরকে বলা হয়েছিলঃ নিজের হাতকে সংযত রাখো এবং সালাত কায়েম করো আর যাকাত আদায় করো। (তখন তারা যুদ্ধ করতে চাচ্ছিল) আর এখন যুদ্ধ ফরজ হবার পর তাদের কিছুলোক মানুষকে এমনভাবে ভয় করতে লাগলো যেমন ভয় করা (উচিত) আল্লাহকে বা এরচেয়ে বেশী ভয়। তারা বললঃ হে রাব্ব! এখন কেন যুদ্ধ ফরজ করলে? কেন আমাদেরকে আরও অবকাশ দিলে না? বলে দাওঃ দুনিয়ার ভোগ বিলাসিতা অতি নগন্য (এবং এ দুনিয়ার জন্যই তোমরা জিহাদ বিমুখ হয়েছো। জিহাদে গেলে তোমরা আখেরাতে জান্নাতের মালিক হবে।) আর আখেরাত উত্তম ও চিরস্থায়ী। (তোমরা দুনিয়ায় যা করবে আখেরাতে তাই পাবে) তোমাদের উপর সামান্যতম অবিচার করা হবে না। (প্রয়োজনে যুদ্ধ করা প্রতিটি মুসলিমের উপর ফরজ।)

اَيْنَ مَا تَكُوْنُوْا يُدْرِكْكُّمُ الْمَوْتُ وَلَوْ كُنْتُمْ فِيْ بُرُوْجٍ مُّشَيَّدَةٍ ؕ وَاِنْ تُصِبْهُمْ حَسَنَةٌ يَّقُوْلُوْا هٰذِهٖ مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ ۚ وَاِنْ تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَّقُوْلُوْا هٰذِهٖ مِنْ عِنْدِكَ ؕ قُلْ كُلٌّ مِّنْ عِنْدِ اللّٰهِ ؕ فَمَالِ هٰٓؤُلَآءِ الْقَوْمِ لَا يَكَادُوْنَ يَفْقَهُوْنَ حَدِيْثًا ﴿٧٨﴾

মুনাফিকের স্বভাবঃ দোষারূপ

৭৮. (হে মানুষ!) তোমরা যেখানেই থাকো, মৃত্যু তোমাদের পেয়ে-ই যাবে, যদিও তোমরা সুরক্ষিত দুর্গে অবস্থান করো। (কিন্তু কিছু মানুষের স্বভাব হলো) তাদের জন্য কল্যাণকর কিছু (যুদ্ধে বিজয় ও গণিমত প্রাপ্তি) ঘটলে তারা বলেঃ এসব আল্লাহ থেকে এসেছে আর অকল্যাণকর কিছু (পরাজয় ও প্রাণহানি) ঘটলে বলেঃ এসব তোমার কারণে হয়েছে (মানে এজন্য তারা নবীকে দোষারূপ করত। এমন করত মদীনাহর মুনাফিকরা। আল্লাহ তায়া'লা বলছেন) বলে দাওঃ সবকিছু-ই আল্লাহ থেকে হয়। এদের কি হয়েছে? এতোটুকু কথাও বুঝে না!

مَآ اَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنَ اللّٰهِ ۘ وَمَآ اَصَابَكَ مِنْ سَيِّئَةٍ فَمِنْ نَّفْسِكَ ؕ وَاَرْسَلْنٰكَ لِلنَّاسِ رَسُوْلًا ؕ وَكَفٰى بِاللّٰهِ شَهِيْدًا ﴿٧٩﴾

তোমার জীবনে আগত অকল্যাণের জন্য কে দায়ী ?

৭৯. (হে মানুষ! মনে রেখো) তোমার কাছে কল্যাণকর যা আসে সব আল্লাহ থেকে আসে আর অকল্যাণকর যা হয় সব হয় তোমার নিজের কারণে। (হে নবী!) আমি তোমাকে সকল মানুষের জন্য রাসূল বানিয়ে পাঠিয়েছি। (তোমার রিসালাতের) সাক্ষী হিসেবে আল্লাহই যথেষ্ট।

مَنْ يُّطِعِ الرَّسُوْلَ فَقَدْ اَطَاعَ اللّٰهَ ۚ وَمَنْ تَوَلّٰى فَمَآ اَرْسَلْنٰكَ عَلَيْهِمْ حَفِيْظًا ﴿٨٠﴾

আনুগত্য

৮০. যে ব্যক্তি রাসূলের আনুগত্য করলো সে আল্লাহর-ই আনুগত্য করলো (কারণ রাসূল হলেন আল্লাহর প্রতিনিধি) আর যে ব্যক্তি (আনুগত্য) বিমুখ হলো (সে বিভ্রান্ত হয়ে গেল। তবে তুমি কোনো চিন্তা করো না।) আমরা তোমাকে তাদের রক্ষক হিসেবে প্রেরণ করিনি। (মানে আল্লাহর আযাব থেকে কাউকে রক্ষা করা তোমার কাজ নয়)

জ্ঞাতব্যঃ শারীয়াহ আইনের মূল বিষয় আনুগত্য। আনুগত্য করতে হয় আল্লাহর, রাসূলের এবং কর্তা ব্যক্তিদের। তারমধ্যে

- ❖ আল্লাহর আনুগত্য হবে শর্তহীন, যে আনুগত্যের মূলভিত্তি দাসত্ব।
- ❖ রাসূলের আনুগত্য করতে হয় আল্লাহর অনুমোদন সাপেক্ষে। (দেখুন নিসাঃ ৬৪)
- ❖ আর কর্তাব্যক্তিদের আনুগত্য হবে আল্লাহ ও রাসূলের দেয়া মূলনীতির আওতাধীন থেকে।
- ❖ আল্লাহর বিধানের বাইরে গিয়ে অন্য কারো আনুগত্য বৈধ নয়।

وَيَقُوْلُوْنَ طَاعَةٌ فَاِذَا بَرَزُوْا مِنْ عِنْدِكَ بَيَّتَ طَآئِفَةٌ مِّنْهُمْ غَيْرَ الَّذِىْ تَقُوْلُ ؕ وَاللّٰهُ يَكْتُبُ مَا يُبَيِّتُوْنَ ۚ فَاَعْرِضْ عَنْهُمْ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ ؕ وَكَفٰى بِاللّٰهِ وَكِيْلًا ﴿٨١﴾ اَفَلَا يَتَدَبَّرُوْنَ الْقُرْاٰنَ ؕ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللّٰهِ لَوَجَدُوْا فِيْهِ اخْتِلَافًا كَثِيْرًا ﴿٨٢﴾

মানুষের তোষামোদি এবং তাদাব্বুরু-ল-কুরআন

৮১. (হে নবী!) কিছু মানুষ (তোমার কাছে এসে) বলবেঃ (আমরা আপনার) অনুগত। আর তোমার কাছ থেকে বেরিয়ে গিয়ে রাতের আঁধারে তোমার বিরুদ্ধে চক্রান্ত করবে এবং এমন সব (কথা) বলবে যা তুমি বলোনি। আল্লাহ লিখে রাখছেন তাদের সকল চক্রান্ত। সুতরাং তুমি তাদেরকে উপেক্ষা করবে এবং আল্লাহর উপর ভরসা রাখবে। আর (আল্লাহ তোমাকে রক্ষা করবেন) রক্ষক হিসেবে আল্লাহই যথেষ্ট।

৮২. তারা কি কুরআন নিয়ে তাদাব্বুর (গবেষণা) করে না? কুরআন যদি আল্লাহ ছাড়া অন্য থেকে আসত তবে এতে অনেক গরমিল পাওয়া যেত।

তাদাব্বুর পরিচিতিঃ তাদাব্বুর হলো আল-কুরআনকে এমনভাবে অধ্যয়ন করা যাতে এর মর্ম অনুধাবন করা যায় এবং সাধারণ মানুষের সামনে এমনভাবে উপস্থাপন করা যায় যেন বাস্তব জীবনে মেনে চলা তাদের জন্য সহজ হয়। (এ সম্পর্কে আরও জানতে দেখুন সূরাহ ৩৮ স্বোয়াদঃ ২৯)

জ্ঞাতব্যঃ মুনাফিকদের অন্যতম বদ স্বভাব হলো চক্রান্ত করা। তারা সামনে এলে তোষামোদ করে আর পিছনে করে চক্রান্ত। সুতরাং বাস্তব জীবনে যেসব মানুষের মাঝে এমন স্বভাব পাওয়া যাবে তাদের থেকে সাবধান থাকা উচিত।

وَاِذَا جَآءَهُمْ اَمْرٌ مِّنَ الْاَمْنِ اَوِ الْخَوْفِ اَذَاعُوْا بِهٖ ؕ وَلَوْ رَدُّوْهُ اِلَى الرَّسُوْلِ وَاِلٰٓى اُولِى الْاَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِيْنَ يَسْتَنْۢبِطُوْنَهٗ مِنْهُمْ ؕ وَلَوْلَا فَضْلُ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهٗ لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطٰنَ اِلَّا قَلِيْلًا ﴿٨٣﴾

সংবাদ, সাংবাদিকতা ও সংবাদ মাধ্যম তথা সম্প্রচার নীতি

৮৩. যখন নিরাপত্তা জনিত কোনো সমস্যা হয় অথবা ভীতিকর কোনো সংবাদ আসে তখন (যাচাই বাছাই না করেই) তারা (মন্দ ও অজ্ঞ লোকেরা) এসব প্রচার করে দেয়। তারা যদি এসব বিষয়কে (প্রচার না করে) রাসূল ও দায়িত্বশীলদের কাছে নিয়ে যেত আর চিন্তাশীল লোকেরা যদি বিষয়টি (নিয়ে ভাবনা চিন্তা করে ভালো ভাবে) অনুধাবন করত (এবং ভালোমন্দ যাচাই করার পর কল্যাণকর ভাবে প্রচার করত তবে কতই উত্তম হত। আসলে মন্দের প্রচার ও প্রসার শয়তানী কাজ। আর) তোমাদের উপর আল্লাহর অনুগ্রহ ও দয়া না থাকলে তোমাদের অল্প কজন ছাড়া বাকি সবাই শয়তানের অনুকরণ করতে।

জ্ঞাতব্যঃ এ আয়াতে সংবাদ, সাংবাদিকতা ও সংবাদ মাধ্যম তথা সম্প্রচার নীতিমালা বর্ণিত হয়েছে। সংবাদ ঢালাওভাবে প্রচার না করে জনহিতকর পদ্ধতিতে প্রচার করা উচিত। এ আয়াত থেকে বুঝা যায়; মিডিয়া বা সংবাদ

মাধ্যম ৩ ধাপে কাজ করবে। যেমন..

- ❖ কিছুলোক সংবাদ সংগ্রহ করবে।
- ❖ কিছুলোক সংবাদ যাছাই বাছাই ও বিশ্লেষণ করবে।
- ❖ কিছুলোক সংবাদটিকে জনহিতৈকর পদ্ধতিতে উপস্থাপন ও সম্প্রচার করবে। (প্রাসঙ্গিক আয়াত দেখুনঃ নিসাঃ ১৪৮, হুজরাত ঃ ৬)

فَقَاتِلْ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ۚ لَا تُكَلَّفُ اِلَّا نَفْسَكَ وَ حَرِّضِ الْمُؤْمِنِيْنَ ۚ عَسَى اللّٰهُ اَنْ يَّكُفَّ بَاْسَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا ؕ وَ اللّٰهُ اَشَدُّ بَاْسًا وَّ اَشَدُّ تَنْكِيْلًا ﴿٨٤﴾

যুদ্ধে অবিচল থাকা

৮৪. (হে নবী!) তুমি (একা হলেও) আল্লাহর পথে যুদ্ধ করবে। (মনে রাখবে) তোমাকে শুধু-ই তোমার জন্য জবাবদিহি করতে হবে (তোমাকে অন্য কারো জন্য জবাবদিহি করতে হবে না।) আর মুঅমিনদের (যুদ্ধের জন্য) উৎসাহিত করবে। হয়ত আল্লাহ কাফিরদের শক্তি ধ্বংস করে দেবেন। আল্লাহ শক্তিতে প্রবল, শাস্তিদানেও কঠোর।

জ্ঞাতব্যঃ সময়ে একা হলেও আল্লাহর হুকুমের উপর অবিচল থাকতে হয় তথা আল্লাহর পথে যুদ্ধ করতে হয়। হুনাইন যুদ্ধের সময় রাসূল সাঃ এমনটি করেছিলেন। যখন অল্প কজন ব্যতীত মুসলিম বাহিনীর বাকি সবাই পালিয়ে যাচ্ছিল নবী সা. তখনো আল্লাহর পথে অবিচল ছিলেন এবং একা-ই প্রতিরোধ গড়ে তুলতে চেষ্টা করেছেন। (দেখুন তাওবাহঃ ২৫)

যুদ্ধঃ উল্লেখ্য প্রতিটি দেশ জাতি ও সরকারের-ই প্রতিরক্ষানীতি বা যুদ্ধনীতি থাকে। যুদ্ধনীতি বা প্রতিরক্ষানীতি ছাড়া কোনো দেশ জাতি বা সরকার-ই পূর্ণতা লাভ করতে পারে না।

ইসলাম শুধু একটি ধর্ম-ই নয়। বরং ইসলাম হলো একটি পরিপূর্ণ জীবন আদর্শ। দেশ জাতি ও সরকার গঠন ও পরিচালনা ইসলামের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। ইসলাম তার জাতির জন্য যে যুদ্ধনীতি বা প্রতিরক্ষানীতি ঠিক করে দিয়েছে এর নাম জিহাদ ফী সাবীলিল্লাহ। দেশ জাতি ও সরকার গঠন, পরিচালনা, প্রতিরক্ষা, মানুষের অধিকার আদায়, সম্পদ ইজ্জত ও জীবন রক্ষা, ইত্যাদির জন্য যুদ্ধ করা মানুষের মৌলিক দায়িত্ব। এ দায়িত্ব পালন করলে আল্লাহ খুশী হয়ে অনেক ছাওয়াব দান করেন। আর এটাকেই বলা হয় জিহাদ ফী সাবীলিল্লাহ।

مَنْ يَّشْفَعْ شَفَاعَةً حَسَنَةً يَّكُنْ لَّهٗ نَصِيْبٌ مِّنْهَا ۚ وَ مَنْ يَّشْفَعْ شَفَاعَةً سَيِّئَةً يَّكُنْ لَّهٗ كِفْلٌ مِّنْهَا ؕ وَ كَانَ اللّٰهُ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ مُّقِيْتًا ﴿٨٥﴾

সুপারিশ

৮৫. যে ব্যক্তি কোনো ভালোর জন্য সুপারিশ করবে সে এর অংশ পাবে আর যে ব্যক্তি মন্দের জন্য সুপারিশ করবে তাকে এর দায়ভার নিতে হবে। আল্লাহ সবকিছুর উপর ক্ষমতাবান।

জ্ঞাতব্যঃ বিপদগ্রস্থ মানুষের জন্য সুপারিশ করা যুগ যুগ ধরে চলমান একটি সামাজিক প্রথা। ইসলাম যেহেতু সর্বকালীন ও সার্বজনীন তাই এ সুপারিশের জন্যও নীতিমালা ঠিক করে দিয়েছে ইসলাম।

সুপারিশ করা যাবে ভালো মানুষের জন্য ও ভালোকাজের জন্য। এমন সুপারিশ প্রশংসনীয় এবং সুপারিশকারী ব্যক্তি এজন্য ছাওয়াবের অংশীদার হবে। পক্ষান্তরে মন্দলোক বা মন্দকাজের জন্য সুপারিশ করা বৈধ নয়। কেউ এমন সুপারিশ করলে সুপারিশকারীকে এজন্য দায়ী করা হবে।

وَاِذَا حُيِّيْتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوْا بِاَحْسَنَ مِنْهَآ اَوْ رُدُّوْهَا ۗ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ حَسِيْبًا ﴿٨٦﴾

অভিবাদন

৮৬. (হে মুসলিমগণ!) যখন কেউ তোমাদেরকে অভিবাদন জানাবে তখন তোমরা তাকে এরচেয়ে উত্তম অভিবাদন জানাবে অথবা সমান অভিবাদন ফিরিয়ে দিবে। নিশ্চয় আল্লাহ সর্ববিষয়ে হিসাব গ্রহণকারী।

জ্ঞাতব্যঃ অভিবাদন একটি সামাজিক প্রথা। মানুষ পরস্পরে সাক্ষাৎ হলে একে অরপকে অভিবাদন জানাবে, এটা-ই স্বাভাবিক এবং এটা-ই ইসলামের শিক্ষা। আল্লাহর নির্ধারিত একমাত্র অভিবাদন হলো সালাম। আল কুরআনে বলা হয়েছে..

তারা (ফিরিস্তাগণ) তার (ইব্রাহীমের) কাছে এসে (অভিবাদন জানাতে) বললঃ সালাম। (এর প্রতিউত্তরে) সে (ইব্ররাহীম) বললঃ সালাম..। (৫১ যারিয়াতঃ ২৫। তাই সালাম, সালামুন আলাইকুম /সালামুন আলাইক, আস-সালামু আলাইকুম /আস-সালামু আলাইক, ইত্যাদি শব্দ দিয়ে সালাম বা অভিবাদন জানানো যায়।)

যে কোনো বিশেষ দিনে এবং স্বাভাবিক অবস্থায় সালামই হচ্ছে একমাত্র সুন্নাহ অভিবাদন। সালাম ছাড়া অন্য সব অভিবাদন সুন্নাহ পরিপন্থী। যেমন "ঈদ মোবারক" "জুমা মোবারক" "শাদী মোবারক" ইত্যাদি অভিবাদন মানুষের বানানো এবং এসবের একটিও রাসূল সা. বা সাহাবাদের সুন্নাহ নয়। তাই এসব পরিহার করাই উত্তম। তবে অভিবাদন হিসেবে না বলে দোয়া হিসেবে বা শুভেচ্ছা হিসেবে এসব শব্দের ব্যবহার উত্তম না হলেও অবৈধ হবে না।

ঈদের দিনে সাহাবাগণ পরস্পরের জন্য বিশেষ দোয়া করে বলতেন "তাক্বাব্বালাল্লাহু মিন্না ওয়া মিনকুম" মানে আল্লাহ আমাদের ও তোমাদের থেকে (নেক কাজ ও দোয়া সমূহ) কবুল করুক। (ইমাম আহমদ বলেছেন হাদীছটির সনদ জাইয়্যিদ তথা গ্রহণযোগ্য)

اَللّٰهُ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ۗ لَيَجْمَعَنَّكُمْ اِلٰى يَوْمِ الْقِيٰمَةِ لَا رَيْبَ فِيْهِ ۗ وَمَنْ اَصْدَقُ مِنَ اللّٰهِ حَدِيْثًا ﴿٨٧﴾

আল্লাহই একক ইলাহ

৮৭. আল্লাহ; নেই কোনো ইলাহ তিনি ছাড়া। কিয়ামত দিবসে তিনি সবাইকে একত্রিত করবেন, এতে কোনো সন্দেহ নেই। (এটা হলো আল্লাহর কথা।) আর আল্লাহর চেয়ে সত্য কথা আর কে বলতে পারে..?

ঈমান ও আক্বীদাহঃ সবচেয়ে সত্যবাদী হলেন আল্লাহ। তাই আল্লাহর কথা তথা আল-কুরআনের বাণীকে ক্বাত্বয়ী বা অকাট্ট দলীল হিসেবে মেনে নিতে হয়। এমন দলীলের ভিত্তিতে প্রমাণিত "হ্যাঁ বাচক" বিষয়সমূহ ফরজ আর "না বাচক" বিষয়সমূহ হারাম হয়। আর এমন দলীল না মানলে কুফর হয়।

ইলাহ পরিচিতিঃ মানুষ যার দাসত্ব করে, জীবনের সকল ক্ষেত্রে যার আনুগত্য ও কর্তৃত্ব মেনে চলে, যার কাছে শর্তহীনভাবে আত্মসমর্পণ করে, যিনি মানুষকে পাপের সাজা ও পূন্যের পুরস্কার দেন, ক্ষমা করেন, তাওবাহ কবুল করেন, যার মালিকানা হয় সার্বভৌম আর ক্ষমতা হয় নিরঙ্কুশ, যিনি সকল কিছুর উৎস, তিনি-ই ইলাহ। আল্লাহ-ই একমাত্র ইলাহ। আর কোনো ইলাহ নেই আল্লাহ ছাড়া।

فَمَا لَكُمْ فِي الْمُنٰفِقِيْنَ فِئَتَيْنِ وَ اللّٰهُ اَرْكَسَهُمْ بِمَا كَسَبُوْا ؕ اَتُرِيْدُوْنَ اَنْ تَهْدُوْا مَنْ اَضَلَّ اللّٰهُ ؕ وَ مَنْ
يُّضْلِلِ اللّٰهُ فَلَنْ تَجِدَ لَهٗ سَبِيْلًا ﴿٨٨﴾ وَدُّوْا لَوْ تَكْفُرُوْنَ كَمَا كَفَرُوْا فَتَكُوْنُوْنَ سَوَآءً فَلَا تَتَّخِذُوْا
مِنْهُمْ اَوْلِيَآءَ حَتّٰى يُهَاجِرُوْا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ؕ فَاِنْ تَوَلَّوْا فَخُذُوْهُمْ وَ اقْتُلُوْهُمْ حَيْثُ وَجَدْتُّمُوْهُمْ ۪ وَ لَا
تَتَّخِذُوْا مِنْهُمْ وَلِيًّا وَّ لَا نَصِيْرًا ﴿٨٩﴾ اِلَّا الَّذِيْنَ يَصِلُوْنَ اِلٰى قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَ بَيْنَهُمْ مِّيْثَاقٌ اَوْ
جَآءُوْكُمْ حَصِرَتْ صُدُوْرُهُمْ اَنْ يُّقَاتِلُوْكُمْ اَوْ يُقَاتِلُوْا قَوْمَهُمْ ؕ وَ لَوْ شَآءَ اللّٰهُ لَسَلَّطَهُمْ عَلَيْكُمْ
فَلَقٰتَلُوْكُمْ ۚ فَاِنِ اعْتَزَلُوْكُمْ فَلَمْ يُقَاتِلُوْكُمْ وَ اَلْقَوْا اِلَيْكُمُ السَّلَمَ ۙ فَمَا جَعَلَ اللّٰهُ لَكُمْ عَلَيْهِمْ
سَبِيْلًا ﴿٩٠﴾ سَتَجِدُوْنَ اٰخَرِيْنَ يُرِيْدُوْنَ اَنْ يَّاْمَنُوْكُمْ وَ يَاْمَنُوْا قَوْمَهُمْ ؕ كُلَّمَا رُدُّوْٓا اِلَى الْفِتْنَةِ
اُرْكِسُوْا فِيْهَا ۚ فَاِنْ لَّمْ يَعْتَزِلُوْكُمْ وَ يُلْقُوْٓا اِلَيْكُمُ السَّلَمَ وَ يَكُفُّوْٓا اَيْدِيَهُمْ فَخُذُوْهُمْ وَ اقْتُلُوْهُمْ
حَيْثُ ثَقِفْتُمُوْهُمْ ؕ وَ اُولٰٓئِكُمْ جَعَلْنَا لَكُمْ عَلَيْهِمْ سُلْطٰنًا مُّبِيْنًا ﴿٩١﴾

মুনাফিকদের সাথে ইসলামী সরকারের আচরণ

পটভূমিঃ যাইদ বিন ছাবিত রাঃ থেকে বর্ণিত, রাসূল সাঃ অহুদ যুদ্ধে বের হলেন। সাথে আরও অনেক মুসলিম বের হয়েছিলেন কিন্তু কিছু লোক যুদ্ধ না করে-ই ফিরে গেল, যা পালিয়ে যাবার শামিল।

ইসলামী বিধান মতে যুদ্ধ থেকে পালিয়ে আসা মহাপাপ তথা মারাত্মক অপরাধ। তাই যুদ্ধ সমাপ্তির পর এদের বিচার নিয়ে কথা উঠলো। সাহাবাদের কেউ কেউ বললেনঃ এদের হত্যা করা হক আর কেউ কেউ এতে অসম্মতি জানালেন (এবং বিষয়টি নিয়ে সামান্য বিবাদ সৃষ্টি হলো।) (কুরতুবীঃ মুসলিম) এ ঘটনার প্রতি ইঙ্গিত করে নাযিল হয়েছে..

৮৮. (হে মুঅমিনগণ!) তোমাদের কি হয়েছে? তোমরা কেন মুনাফিকদের ব্যাপারে দ্বিধাবিভক্ত হয়ে গেলে? আল্লাহ তাদের ফিরিয়ে দিয়েছেন তাদের কৃতকর্মের কারণে-ই। আল্লাহ যাকে বিভ্রান্ত করেছেন, তোমরা কি তাদেরকে হেদায়াত করতে চাও? আল্লাহ কাউকে বিভ্রান্ত করতে চাইলে তাদের (হেদায়াতের জন্য) তোমরা কোনো পথ খুঁজে পাবে না। (মুঅমিন, ফাসিক ও মুনাফিক সম্পর্কে জানতে দেখুন বাক্বারাহঃ ৭)

৮৯. (যারা যুদ্ধ থেকে পালিয়েছে তারা কুফর করেছে) তারা চায় তোমরাও তাদের মত কুফর করো যেন তোমরা ও তারা সমান হয়ে যাও। (যেহেতু তারা তোমাদেরকে দিয়ে কুফর করাতে চায়) তাই তোমরা তাদেরকে ওয়ালী হিসেবে গ্রহণ করো না, যতক্ষণ না তারা আল্লাহর পথে হিজরত করে। আর তারা বিমুখ হলে তাদের যেখানে পাবে সেখানেই পাকড়াও করবে এবং (প্রয়োজনে) হত্যা করবে। আর (শোন!) তোমরা তাদের কাউকে-ই ওয়ালী বা সাহায্যকারী বানাবে না। (ওয়ালী সম্পর্কে জানতে দেখুন বাক্বারাহঃ ১০৭)

৯০. তারা (মুনাফিকরা তোমাদের থেকে পালিয়ে গিয়ে) যদি এমন কোনো জাতির সাথে মিলিত হয়। যাদের সাথে তোমাদের শান্তিচুক্তি রয়েছে, অথবা তারা যদি নিরুপায় হয়ে আবার তোমাদের

কাছে চলে আসে এবং তোমাদের পক্ষে বা বিপক্ষে যুদ্ধ না করার অঙ্গীকার করে (তবে তোমরা তাদেরকে আশ্রয় দেবে। মনে রাখবে) আল্লাহ চাইলে তাদেরকে তোমাদের উপর ক্ষমতা দিতে পারতেন, তখন তারা তোমাদের বিরদ্ধে (অস্ত্র ধরত তথা) যুদ্ধ করতো।

আর তোমাদের থেকে বিচ্ছিন্ন হবার পর তারা যদি যুদ্ধ না করে শান্তি প্রস্তাব পাঠায় তখন তোমরা এ প্রস্তাব মেনে নেবে। (কারণ তখন) তাদের বিরুদ্ধে (সামরিক) ব্যবস্থা নিতে আল্লাহ তোমাদের জন্য (বৈধতার) কোনো পথ খোলা রাখেননি।

জ্ঞাতব্যঃ মুসলিম ভাতৃত্ববোধ ও মানবাধিকারের ক্ষেত্রে এ আয়াতটি মাইল ফলকের মতো। মুনাফিকী, শত্রুতা, সমাজ ও সরকারের বিরোধিতা করা স্বত্ত্বেও হাতিয়ার না ধরলে তাদের বিরুদ্ধে সামরিক পদক্ষেপ নিতে বারণ করা হয়েছে এবং শুধুমাত্র মানবিক কারণে তাদেরকে ছেড়ে দেওয়ার কথা বলা হয়েছে। মানবাধিকার ও ক্ষমার এমন নমুনা ইসলাম ছাড়া আর কে দেখাতে পারবে?

৯১. আর তোমরা এমনকিছু মানুষও পাবে যারা (বহুরূপী ও ধূর্ত, যারা মুসলিম কাফির সবার সাথে সমান তালে সম্পর্ক রাখে। কারণ তারা) তোমাদের থেকেও নিরাপদ থাকতে চায় আবার তাদের স্বজাতি (কাফিরদের) থেকেও নিরাপদ থাকতে চায়। (এরা নিজেকে মুসলিম হিসেবে পরিচয় দেয়, আবার) ফিতনার (কুফর শিরকের) প্রতি আহ্বান করা হলে তাতেও জড়িয়ে পড়ে। এসব লোক যদি তোমাদের (সাথে যুদ্ধ) থেকে নিবৃত্ত না হয়, সন্ধির প্রস্তাব না পাঠায় এবং নিজেদের হাতকে সংযত না রাখে, তবে তারা যেখানে অবস্থান গড়বে সেখান থেকে-ই তাদেরকে ধরে আনবে এবং (প্রয়োজনে) হত্যা করবে, কারণ এদের বিরুদ্ধে (হত্যাসহ প্রয়োজনীয় যে কোনো) ব্যবস্থা নিতে আমি (আল্লাহ) তোমাদেরকে বৈধতা দিয়েছি।

আইন ও বিধানঃ উপরের আয়াতসমূহে মুনাফিকের সাথে ইসলামী সরকারের আচরণবিধি বর্ণিত হয়েছে। এসব হলো ইসলামী দেশের প্রতিরক্ষা, পররাষ্ট্র এবং মানবাধিকারের নীতিমালা সম্বলিত বিধান। যেমন..

- ❖ মুনাফিকরা যদি ইসলামী সরকারের আনুগত্য থেকে বের হয়ে যায় এবং ইসলামী সরকারের সাথে শান্তি চুক্তিতে আবদ্ধ কোনো দেশ বা জাতির সহিত মিলিত হয় তবে ইসলামী সরকার মানবিক কারণে তাদের এই আশ্রয় দেওয়াকে মেনে নেবে।
- ❖ মুনাফিকরা যদি ইসলামী সরকারের আনুগত্য থেকে বের হয়ে যাবার পর আবার ফিরে আসে এবং ইসলামী সরকারের বিরুদ্ধে যুদ্ধ না করার প্রতিশ্রুতি দিয়ে অঙ্গীকার করে তবে ইসলামী সরকার মানবিক কারণে তাদের আশ্রয় দেবে।
- ❖ মুনাফিকরা যদি ইসলামী সরকারের সাথে বিদ্রোহ করে শত্রুর সহিত মিলিত হয়, তবে তাদেরকে শত্রু হিসেবেই দেখা হবে এবং তাদের বিরুদ্ধে প্রয়োজনে যে কোনো পদক্ষেপ নেয়া বৈধ হবে।
- ❖ মুনাফিকরা যদি ইসলামী দেশের সীমান্তের বাইরে গিয়ে আলাদা বসবাস করে এবং ইসলামী দেশের বিরুদ্ধে যুদ্ধে না জড়ানোর প্রতিশ্রুতি না দেয় তবে সরকার তাদের বিরুদ্ধে যে কোনো ব্যবস্থা নিতে পারবে।

وَ مَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ اَنْ يَّقْتُلَ مُؤْمِنًا اِلَّا خَطَـًٔا ۚ وَ مَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَـًٔا فَتَحْرِيْرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ وَّ دِيَةٌ
مُّسَلَّمَةٌ اِلٰۤى اَهْلِهٖۤ اِلَّاۤ اَنْ يَّصَّدَّقُوْا ؕ فَاِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَّكُمْ وَ هُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيْرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ ؕ وَ اِنْ

كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَ بَيْنَهُمْ مِّيْثَاقٌ فَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ اِلٰٓى اَهْلِهٖ وَ تَحْرِيْرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ ۚ فَمَنْ لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِّنَ اللّٰهِ ؕ وَ كَانَ اللّٰهُ عَلِيْمًا حَكِيْمًا ﴿٩٢﴾ وَ مَنْ يَّقْتُلْ مُؤْمِنًا مُّتَعَمِّدًا فَجَزَآؤُهٗ جَهَنَّمُ خٰلِدًا فِيْهَا وَ غَضِبَ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَ لَعَنَهٗ وَ اَعَدَّ لَهٗ عَذَابًا عَظِيْمًا ﴿٩٣﴾

হত্যার বিচার ও বিধান

৯২. কোনো মুঅমিনের (মুসলিমের) জন্য বৈধ নয় অন্য মুঅমিনকে হত্যা করা তবে ভুলবশত (করে ফেললে সে কথা ভিন্ন।)

- যে ব্যক্তি ভুলবশত কোনো মুঅমিনকে হত্যা করলো তাকে অবশ্যই (কাফফারাহ এবং দিয়াত উভয়টি-ই আদায় করতে হবে।)
- (কোনো মুঅমিনকে ভুলবশত হত্যার কাফফারাহ হিসেবে হত্যাকারী) একজন মুঅমিন দাসকে মুক্ত করবে এবং নিহত ব্যক্তির পরিবারকে দিয়াত (রক্তপণ) আদায় করবে। তবে নিহতের পরিবার মাফ করে দিলে (দিয়ত মাফ হয়ে যাবে কিন্তু কাফফারাহ মাফ হবে না।)
- নিহত মুসলিম ব্যক্তি শত্রু দেশের নাগরিক হলে (দিয়াত দিতে হবে না তবে কাফফারাহ হিসেবে) শুধু একজন মুঅমিন দাসকে মুক্ত করে দিতে হবে।
- আর সে (নিহত মুসলিম ব্যক্তি) যদি এমন দেশের নাগরিক হয় যাদের সাথে তোমাদের (তথা ইসলামী সরকারের নিরাপত্তা) চুক্তি রয়েছে তবে (হত্যাকারী) নিহত ব্যক্তির পরিবারকে দিয়াত আদায় করবে এবং (কাফফারাহ ও আদায় করবে। তথা) একজন মুমিন দাসকে মুক্ত করবে।
- নিহত ব্যক্তি যদি (মুক্ত করার জন্য) দাস না পায় (তবুও কাফফারাহ রহিত হবে না। বরং) তখন (হত্যার কাফফারাহ হিসেবে) লাগাতার দুই মাস রোজা রাখবে।
- (হত্যাকারী এসব করবে) আল্লাহর পক্ষ থেকে তাওবাহ (কবুলের পন্থা) হিসেবে। আল্লাহ মহাজ্ঞানী, প্রজ্ঞাময়। (সুতরাং আল্লাহর দেওয়া সকল বিধান-ই জ্ঞানগর্ভ এবং প্রজ্ঞায় ভরপুর)

৯৩. আর কেউ যদি ইচ্ছাকৃত ভাবে কোনো মুঅমিনকে হত্যা করে তবে তার সাজা হলো জাহান্নাম। সেখানে সে চিরকাল থাকবে। আল্লাহ তার প্রতি গুস্বা হবেন, তাকে লা'নত করবেন, তার জন্য প্রস্তুত করবেন মহাআযাব।

আইন ও বিধানঃ উপরের দুই আয়াতে হত্যা সংক্রান্ত দন্ডবিধি বর্ণিত হয়েছে। যেমন..

- ইচ্ছাকৃত ভাবে কোনো মুঅমিনকে হত্যা করা হারাম।
- ইচ্ছাকৃত ভাবে কোনো মুঅমিনকে হত্যার সাজা আখেরাতে জাহান্নাম আর দুনিয়াতে কিসাস। তবে নিহত ব্যক্তির পরিবার মাফ করে দিলে কিসাস মাফ হয়ে যায়।
- ভুলবশত কোনো মুঅমিনকে হত্যার সাজা দিয়াত (রক্তপণ) ও কাফফারাহ (আল্লাহ প্রদত্ত জরিমানা।)
- হত্যাকারী, হত্যাকারীর পরিবার, সমাজ, সম্প্রদায় ও সরকার মিলে নিহতের পরিবারকে দিয়াত (রক্তপণ) আদায় করবে।
- দিয়াত হলো দুনিয়ার সাজা। আর আখেরাতে আল্লাহর সাজা থেকে বাঁচতে হলে কাফফারাহ হিসেবে দাস মুক্ত করতে হবে। দাস মুক্ত করতে অক্ষম হলে দুই মাস লাগাতার রোজা রাখবে।

- ❖ নিহতের পরিবার মাফ করে দিলে দিয়াত (রক্তপণ) মাফ হয়ে যায়। তবে কাফফারাহ মাফ হয় না।
- ❖ নিহত মুসলিম ব্যক্তি যদি ইসলামী দেশের নাগরিক না হয়ে এমন কোনো দেশের নাগরিক হয় যাদের সাথে ইসলামী সরকারের নিরাপত্তা চুক্তি রয়েছে তবে দিয়াত এবং কাফ্ফারাহ দুটিই দিতে হবে।
- ❖ নিহত মুসলিম ব্যক্তি শত্রু দেশের নাগরিক হলে শুধু কাফফারাহ দিতে হবে, দিয়াত নয়।
- ❖ ইসলামী দেশের কাফির নাগরিককে হত্যা করলেও দিয়াত দিতে হবে। অনুরূপভাবে ইসলামী দেশের সাথে শান্তি বা নিরাপত্তা চুক্তিতে আবদ্ধ অন্য কোনো দেশের কাফির নাগরিককে হত্যা করলেও দিয়াত দিতে হবে। বুখারীর এক বর্ণনায় আব্দুল্লাহ বিন আমর রাঃ বলেন, রাসূল সা. বলেছেন "যে ব্যক্তি চুক্তিবদ্ধ কাউকে হত্যা করলো সে জান্নাতের গন্ধও পাবে না। যদিও এ গন্ধ ৪০ বছরের দূরত্ব থেকেও পাওয়া যাবে। (বুখারী)

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِذَا ضَرَبْتُمْ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ فَتَبَيَّنُوْا وَلَا تَقُوْلُوْا لِمَنْ اَلْقٰٓى اِلَيْكُمُ السَّلٰمَ لَسْتَ مُؤْمِنًا ۚ تَبْتَغُوْنَ عَرَضَ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا فَعِنْدَ اللّٰهِ مَغَانِمُ كَثِيْرَةٌ ۭ كَذٰلِكَ كُنْتُمْ مِّنْ قَبْلُ فَمَنَّ اللّٰهُ عَلَيْكُمْ فَتَبَيَّنُوْا ۭ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرًا ﴿٩٤﴾

অপরাধ তদন্ত না করে সাজা দেয়া যাবে না

পটভূমিঃ একদা একদল মুসলিম যুদ্ধে যাচ্ছিলেন। পথে এক রাখালকে দেখতে পেলেন। রাখাল মুসলিম বাহিনীকে সালাম করলো এবং বললঃ লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ। তাসত্ত্বেও একজন মুসলিম তাকে হত্যা করলো এবং তার পশুগুলো নিয়ে এলো। (কুরতুবীঃ বুখারী) ঘটনাটির প্রতি ইঙ্গিত করে এবং এব্যাপারে বিধান দিয়ে নাযিল হলো...

৯৪. ওহে যারা ঈমান এনেছো! (শোনো!) তোমরা যখন আল্লাহর পথে অভিযানে বের হবে তখন (কারো বিরুদ্ধে পদক্ষেপ নেবার আগে) তদন্ত করবে আর কেউ যদি তোমাদেরকে সালাম করে তবে তাকে বলবে নাঃ "তুমি মুমিন নও"।

তোমরা দুনিয়ার সম্পদ কামনা করো, অথচ আল্লাহর কাছে অনেক গনিমত রয়েছে। (ভুলে যেও না) ইতোপূর্বে তোমরাও এমন (অসহায়) ছিলে। আল্লাহ তোমাদের উপর অনুগ্রহ করেছেন (তাই তোমরা আজ ক্ষমতাবান হয়েছো।) সুতরাং (কারো উপর হাত তুলার আগে অবশ্যই) তদন্ত করবে। (মনে রেখো) তোমরা যা করো আল্লাহ এসবের খবর রাখেন।

আইন ও বিধানঃ ভালোভাবে যাচাই-বাছাই তথা পরিপূর্ণ তদন্ত না করে কাউকে অপরাধী বলা বা কারো সম্পর্কে খারাপ মন্তব্য করা মোটেই উচিত নয়।

لَا يَسْتَوِي الْقٰعِدُوْنَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ غَيْرُ اُولِي الضَّرَرِ وَالْمُجٰهِدُوْنَ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ بِاَمْوَالِهِمْ وَاَنْفُسِهِمْ ۭ فَضَّلَ اللّٰهُ الْمُجٰهِدِيْنَ بِاَمْوَالِهِمْ وَاَنْفُسِهِمْ عَلَى الْقٰعِدِيْنَ دَرَجَةً ۭ وَكُلًّا وَّعَدَ اللّٰهُ الْحُسْنٰى ۭ وَفَضَّلَ اللّٰهُ الْمُجٰهِدِيْنَ عَلَى الْقٰعِدِيْنَ اَجْرًا عَظِيْمًا ﴿٩٥﴾ دَرَجٰتٍ مِّنْهُ وَمَغْفِرَةً وَّرَحْمَةً ۭ وَكَانَ اللّٰهُ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا ﴿٩٦﴾

যুদ্ধা মুঅমিন আর যুদ্ধে শামিল না হওয়া মুঅমিন সমান নয়

৯৫. যে মুঅমিন বিনা কারণে যুদ্ধে শামিল হওয়া থেকে বিরত থাকে আর যে মুজাহিদ তার সম্পদ ও জীবন দিয়ে আল্লাহর পথে যুদ্ধ করে এরা কখনো সমান হতে পারে না। যুদ্ধে শামিল না হওয়া মুঅমিনের উপর আল্লাহর পথে যুদ্ধরত মুজাহিদকে আল্লাহ্ অনেক মর্যাদা দিয়ে থাকেন তবে তিনি সকল মুঅমিনকে উত্তম পরিণতির প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। যুদ্ধে শামিল না হওয়া মুঅমিনের উপর যুদ্ধরত মুজাহিদকে আল্লাহ্ মহাপুরস্কারে পুরস্কৃত করবেন।

৯৬. (আর তা হলো) সুউচ্চ মর্যাদা, সাধারণ ক্ষমা আর আল্লাহর রহমত। আল্লাহ হলেন গাফূর, রাহীম।

إِنَّ الَّذِينَ تَوَفّٰهُمُ الْمَلٰٓئِكَةُ ظَالِمِيٓ أَنفُسِهِمْ قَالُوا فِيمَ كُنتُمْ ۖ قَالُوا كُنَّا مُسْتَضْعَفِينَ فِي الْأَرْضِ ۖ قَالُوٓا أَلَمْ تَكُنْ أَرْضُ اللّٰهِ وَاسِعَةً فَتُهَاجِرُوا فِيهَا ۖ فَأُولٰٓئِكَ مَأْوٰهُمْ جَهَنَّمُ ۖ وَسَآءَتْ مَصِيرًا ﴿٩٧﴾ إِلَّا الْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَآءِ وَالْوِلْدَانِ لَا يَسْتَطِيعُونَ حِيلَةً وَلَا يَهْتَدُونَ سَبِيلًا ﴿٩٨﴾ فَأُولٰٓئِكَ عَسَى اللّٰهُ أَن يَعْفُوَ عَنْهُمْ ۚ وَكَانَ اللّٰهُ عَفُوًّا غَفُورًا ﴿٩٩﴾ وَمَن يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللّٰهِ يَجِدْ فِي الْأَرْضِ مُرٰغَمًا كَثِيرًا وَسَعَةً ۚ وَمَن يَخْرُجْ مِنۢ بَيْتِهِۦ مُهَاجِرًا إِلَى اللّٰهِ وَرَسُولِهِۦ ثُمَّ يُدْرِكْهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُۥ عَلَى اللّٰهِ ۗ وَكَانَ اللّٰهُ غَفُورًا رَّحِيمًا ﴿١٠٠﴾

কাফির সমাজে বসবাস ও হিজরত

পটভূমিঃ ইসলাম শুধু তথাকথিত কোনো ধর্ম নয়। ইসলাম সর্বকালীন, সার্বজনীন। ইসলাম একটি পরিপূর্ণ জীবন আদর্শ। ধর্ম, সমাজ, জাতি, আইন, আদালত, সংস্কার, সংস্কৃতি, সাহিত্য, বিনোদন, শিক্ষানীতি, অর্থনীতি, সবই আছে ইসলামে। জীবন যাপনের সকল বিষয়ে মূলনীতি ঠিক করে দিয়েছে ইসলাম।

ইসলামী আইনে দেশ, জাতি ও সমাজ গঠন করা মুসলিমদের ফরজ দারিত্ব। তাই পৃথিবীর কোথাও ইসলামী সমাজ তথা খিলাফাহ পদ্ধতির সরকার গঠিত হলে বিশ্বের সকল মুসলিমের উপর ওয়াজিব হয়ে যায় হিজরত করে সেখানে চলে যাওয়া। কারণ ইসলামী সমাজে বসবাস না করলে কুরআনের উপর পরিপূর্ণভাবে আমল করা অসম্ভব। বিষয়টির প্রতি ইঙ্গিত করে এবং এব্যাপারে বিধান দিয়ে নাযিল হয়েছে..

৯৭. যারা (যেসব মুসলিম কাফির সমাজে বসবাস করে) নিজের উপর অবিচার তথা মহাপাপ করেছে; মৃত্যুকালে ফিরিস্তা তাদেরকে বলবেঃ কেন (কাফিরদের সঙ্গে) বসবাস করেছিলে? তারা বলবেঃ আমরা অসহায় ছিলাম। (তাই কিছু করতে পারিনি।) ফিরিস্তা বলবেঃ আল্লাহর যমীন কি বিস্তৃত ছিল না? তোমরা হিজরত করতে পারতে! (যারা সন্তুষ্টচিত্তে কাফির সমাজে বসবাস করে কাফিরদের রীতিনীতি মেনে নেবে) তাদের ঠিকানা হলো জাহান্নাম, নিকৃষ্টতম আবাস।

আইন ও বিধানঃ পৃথিবীর কোথাও ইসলামী খিলাফাহ প্রতিষ্ঠিত থাকলে হিজরত করে সেখানে চলে যাওয়া সকল মুসলিমের উপর ওয়াজিব হয়ে যায়। তখন আর কাফির সমাজে বসবাস করা বৈধ থাকে না।

৯৮-৯৯. তবে যেসব পুরুষ নারী ও শিশুরা একান্ত-ই নিরুপায়, যারা পথের দিশা জানে না (তারা

হিজরত না করলে জাহান্নামে যেতে হবে না।) এসব লোকদেরকে আল্লাহ হয়ত মাফ করে দেবেন। আল্লাহ মার্জনাকারী, ক্ষমাশীল।

১০০. আর যে ব্যক্তি আল্লাহর পথে হিজরত করবে সে যমীনে অনেক আশ্রয়স্থল ও সুযোগসুবিধা খুঁজে পাবে। যে ব্যক্তি আল্লাহ ও রাসূলের প্রতি হিজরতের জন্য বের হবে এবং (পথে) মারা যাবে তাকে প্রতিদান দেওয়ার দায়িত্ব আল্লাহর। আল্লাহ গাফূর, রাহী'ম।

وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا ۚ إِنَّ الْكَافِرِينَ كَانُوا لَكُمْ عَدُوًّا مُبِينًا ﴿١٠١﴾

কসর সালাত

১০১. (হে মুঅমিনগণ!) তোমরা যখন সফরে থাকবে এবং কাফিরদের আক্রমণের আশঙ্কা করবে তখন সালাত কসর (সংক্ষেপ) করে ফেললে তোমাদের কোনো সমস্যা হবে না। নিশ্চয় কাফিররা তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু।

আইন ও বিধানঃ কসর অর্থ সংক্ষেপ করা। ৪ রাকায়াত ফরজ সালাতকে ২ রাকায়াত করে আদায় করার নাম কসর। সফরে বের হয়ে নিজের শহর ছেড়ে গেলেই কসর শুরু হয়ে যায় এবং ফিরে আসা পর্যন্ত অব্যাহত থাকে। আল-কুরআনে কসরের জন্য শর্ত দেয়া হয়েছে "কাফিরদের আক্রমণের আশঙ্কা থাকা"। কিন্তু পরে সফর অবস্থায় সকল পরিস্থিতিতে-ই কসর অব্যহত রাখতে বলেছেন রাসূল সাঃ।

হানাফী আলিমগণের মতে কসর আবশ্যকীয়। সফরে বের হলে জোহর, আসর ও ইশা সালাত কসর হিসেবে-ই আদায় করতে হবে। আর শাফিয়ী আলিমগণের মতে কসর ঐচ্ছিক, বাধ্যতা মূলক নয়।

কতটুকু সফর করলে কসর করা হবে আল কুরআন বা হাদীছে এ সম্পর্কে সুস্পষ্ট করে কিছু বলা নেই। তাই বিষয়টি নিয়ে ফিক্বহী ইমামগণের মাঝে ভিন্নমতের সৃষ্টি হয়েছে। সর্বনিম্ন মত হচ্ছে ৬ মাইল আর (সর্বোচ্চ) ৪৮ মাইল। (আর এটা-ই হানাফী আলিমগণের অভিমত)

وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ فَإِذَا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ ۖ وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَىٰ لَمْ يُصَلُّوا فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ ۗ وَدَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ تَغْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَتِكُمْ فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُمْ مَيْلَةً وَاحِدَةً ۚ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ كَانَ بِكُمْ أَذًى مِنْ مَطَرٍ أَوْ كُنْتُمْ مَرْضَىٰ أَنْ تَضَعُوا أَسْلِحَتَكُمْ ۖ وَخُذُوا حِذْرَكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا ﴿١٠٢﴾

যুদ্ধ ক্ষেত্রে সালাতঃ কাফিররা চায় মুসলিমরা অস্ত্রসস্ত্র থেকে গাফিল থাকুক

১০২. (হে নবী! কোনো অভিযানে বের হলে) তুমি যখন তাদের সঙ্গে থাকবে এবং তাদের নিয়ে

(জামায়াতে) সালাত আদায় করবে তখন (সবাই এক সাথে সালাতে দাড়াবে না। বরং কিছুলোক শত্রুর মোকাবিলায় রয়ে যাবে। আর) কিছুলোক তোমার সাথে সালাতে দাঁড়াবে, (সালাতরত অবস্থায়) তারা যেন নিজ নিজ অস্ত্র হাতে রাখে। (এক রাকায়াত সমাপ্ত করে) সিজদাহ করার পর তারা পিছনে চলে যাবে আর যারা সালাত না পড়ে (শত্রুর মোকাবিলায়) পিছনে ছিল তারা এসে সালাতে দাঁড়াবে। তারাও যেন নিজেদের অস্ত্র ধরে রাখে এবং সতর্ক থাকে। কাফিররা চায় তোমরা অস্ত্রশস্ত্র ও আসবাবপত্র থেকে গাফিল হয়ে যাও আর তারা অতর্কিত হামলা করে (সব ধ্বংস করে দিক।) তবে অসুস্থতা বা বৃষ্টি জনিত অসুবিধার কারণে (সালাতের সময়) অস্ত্র রেখে দিলে তোমাদের কোনো পাপ হবে না। কিন্তু তোমরা (সর্বাবস্থায়) সতর্কতা বজায় রাখবে। আল্লাহ কাফিরদের জন্য প্রস্তুত রেখেছেন লাঞ্ছনার আযাব।

আইন ও বিধানঃ যুদ্ধ ক্ষেত্রে এভাবে সালাত আদায়ের বিধান রয়েছে। নেতা ইচ্ছা করলে যুদ্ধ ক্ষেত্রে এভাবে সালাত আদায় করতে পারবে।

فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلٰوةَ فَاذْكُرُوا اللّٰهَ قِيٰمًا وَّ قُعُوْدًا وَّ عَلٰى جُنُوْبِكُمْ ۚ فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ فَأَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ ۚ إِنَّ الصَّلٰوةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ كِتٰبًا مَّوْقُوْتًا ﴿١٠٣﴾

ফরজ সালাতের পর করনীয় সুন্নাহ সমূহ

১০৩. আর তোমরা যখন সালাত শেষ করে ফেলবে তখন দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে, বসে বসে বা কাত হয়ে (মানে যে কোনো অবস্থায়) আল্লাহর যিকির করতে পারবে। আর নিরাপদ পরিস্থিতিতে (স্বাভাবিক নিয়মে) সালাত কায়েম করবে। নিশ্চয় সময় মত সালাত আদায় করা মুঅমিনদের ফরজ দায়িত্ব।

জ্ঞাতব্যঃ ফরজ সালাতের পর রাসূল সাঃ কিছুক্ষণ যিকির আযকার করতেন। এগুলোকে মাসনূন আযকার বলা হয়। এ আযকারসমূহ দাড়িয়ে, বসে বা অন্যভাবেও করা যায়। ফরজ সালাতের পর সম্মিলিত ভাবে কিছু পড়া, বা সম্মিলিত ভাবে হাত তুলে দোয়া করা সুন্নতের পরিপন্থী কাজ।

وَ لَا تَهِنُوْا فِي ابْتِغَآءِ الْقَوْمِ ۖ إِنْ تَكُوْنُوْا تَأْلَمُوْنَ فَإِنَّهُمْ يَأْلَمُوْنَ كَمَا تَأْلَمُوْنَ ۚ وَ تَرْجُوْنَ مِنَ اللّٰهِ مَا لَا يَرْجُوْنَ ۗ وَكَانَ اللّٰهُ عَلِيْمًا حَكِيْمًا ﴿١٠٤﴾

শত্রুর পিছনে ধাওয়া করা

১০৪. (হে মুসলিমগণ!) তোমরা শত্রুর পিছনে ধাওয়া করতে শৈথিল্য করবে না। তোমাদের যদি কষ্ট হয়ে থাকে তবে (মনে রাখবে) এমন কষ্ট তাদেরও হয়েছে। (বাড়তি সুবিধা হিসেবে) তোমরা আল্লাহ থেকে (প্রতিদানের) আশা করো, যা তারা করে না। আল্লাহ মহাজ্ঞানী, প্রজ্ঞাময়।

اِنَّاۤ اَنۡزَلۡنَاۤ اِلَيۡكَ الۡكِتٰبَ بِالۡحَقِّ لِتَحۡكُمَ بَيۡنَ النَّاسِ بِمَاۤ اَرٰىكَ اللّٰهُ ؕ وَ لَا تَكُنۡ لِّلۡخَآئِنِيۡنَ خَصِيۡمًا ﴿۱۰۵﴾ وَّ اسۡتَغۡفِرِ اللّٰهَ ؕ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ غَفُوۡرًا رَّحِيۡمًا ﴿۱۰۶﴾ وَ لَا تُجَادِلۡ عَنِ الَّذِيۡنَ يَخۡتَانُوۡنَ اَنۡفُسَهُمۡ ؕ اِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ مَنۡ كَانَ خَوَّانًا اَثِيۡمًا ﴿۱۰۷﴾ يَّسۡتَخۡفُوۡنَ مِنَ النَّاسِ وَ لَا يَسۡتَخۡفُوۡنَ مِنَ اللّٰهِ وَ هُوَ مَعَهُمۡ اِذۡ يُبَيِّتُوۡنَ مَا لَا يَرۡضٰى مِنَ الۡقَوۡلِ ؕ وَ كَانَ اللّٰهُ بِمَا يَعۡمَلُوۡنَ مُحِيۡطًا ﴿۱۰۸﴾ هٰۤاَنۡتُمۡ هٰٓؤُلَآءِ جٰدَلۡتُمۡ عَنۡهُمۡ فِى الۡحَيٰوةِ الدُّنۡيَا فَمَنۡ يُّجَادِلُ اللّٰهَ عَنۡهُمۡ يَوۡمَ الۡقِيٰمَةِ اَمۡ مَّنۡ يَّكُوۡنُ عَلَيۡهِمۡ وَكِيۡلًا ﴿۱۰۹﴾ وَ مَنۡ يَّعۡمَلۡ سُوۡٓءًا اَوۡ يَظۡلِمۡ نَفۡسَهٗ ثُمَّ يَسۡتَغۡفِرِ اللّٰهَ يَجِدِ اللّٰهَ غَفُوۡرًا رَّحِيۡمًا ﴿۱۱۰﴾ وَ مَنۡ يَّكۡسِبۡ اِثۡمًا فَاِنَّمَا يَكۡسِبُهٗ عَلٰى نَفۡسِهٖ ؕ وَ كَانَ اللّٰهُ عَلِيۡمًا حَكِيۡمًا ﴿۱۱۱﴾ وَ مَنۡ يَّكۡسِبۡ خَطِيۡٓـئَةً اَوۡ اِثۡمًا ثُمَّ يَرۡمِ بِهٖ بَرِيۡٓـئًا فَقَدِ احۡتَمَلَ بُهۡتَانًا وَّ اِثۡمًا مُّبِيۡنًا ﴿۱۱۲﴾ وَ لَوۡ لَا فَضۡلُ اللّٰهِ عَلَيۡكَ وَ رَحۡمَتُهٗ لَهَمَّتۡ طَّآئِفَةٌ مِّنۡهُمۡ اَنۡ يُّضِلُّوۡكَ ؕ وَ مَا يُضِلُّوۡنَ اِلَّاۤ اَنۡفُسَهُمۡ وَ مَا يَضُرُّوۡنَكَ مِنۡ شَىۡءٍ ؕ وَ اَنۡزَلَ اللّٰهُ عَلَيۡكَ الۡكِتٰبَ وَ الۡحِكۡمَةَ وَ عَلَّمَكَ مَا لَمۡ تَكُنۡ تَعۡلَمُ ؕ وَ كَانَ فَضۡلُ اللّٰهِ عَلَيۡكَ عَظِيۡمًا ﴿۱۱۳﴾ لَا خَيۡرَ فِىۡ كَثِيۡرٍ مِّنۡ نَّجۡوٰىهُمۡ اِلَّا مَنۡ اَمَرَ بِصَدَقَةٍ اَوۡ مَعۡرُوۡفٍ اَوۡ اِصۡلَاحٍۢ بَيۡنَ النَّاسِ ؕ وَ مَنۡ يَّفۡعَلۡ ذٰلِكَ ابۡتِغَآءَ مَرۡضَاتِ اللّٰهِ فَسَوۡفَ نُؤۡتِيۡهِ اَجۡرًا عَظِيۡمًا ﴿۱۱۴﴾

একটি চুরির ঘটনা, রাসূল সাঃ এর বিচার এবং বিচারকে প্রভাবিত করার অপচেষ্টা

পটভূমিঃ বিশর, বাশীর ও মুবাশশির নামে তিন ভাই মদীনার নিকটে বাস করত। তাদেরকে বলা হত বানী-উবাইরাক্ব (তথা উবাইরাক্ব পরিবার।) বিশরকে আবু-ত্বামাহ বলে ডাকা হত। তাদের চাচত ভাই ছিল উসাইর বিন উরওয়াহ।

বৃদ্ধ সাহাবী রিফায়া'হ বিন যাইদ রাঃ এর মাশরাবাহ (মূল ঘরের বাইরে পানি ও শরাবের মটকা এবং অন্যান্ন বস্তু সংরক্ষণের জন্য আলাদা ছোট ঘর) থেকে বর্ম ও আটা চুরি হয়ে গেল। বিশর ও তার ভাইয়েরা রাতের আঁধারে চুরি করে চুরাইকৃত মাল লাবীদ বিন সাহল এবং যাইদ বিন সামীন নামীয় ব্যক্তির বাড়ির কাছে মাটিতে পুতে রাখলো, যাতে মাল ধরা পড়লে ওই লোককে দায়ী করা হয়।

আটার বস্তায় ছিদ্র ছিল এবং ছিদ্র দিয়ে আটা পড়ছিল। তাই মাশরাবাহ থেকে বিশরের ঘর পর্যন্ত আটার লাইন পড়ে গিয়েছিল। লোকজন রাতে বিশরের ঘরে বাতি জ্বলতেও দেখেছে। তাই মানুষ বলাবলি শুরু করলো উবাইরাক্ব পরিবার চুরি করেছে।

চুরির ব্যাপারে মামলা করার জন্য সাহাবী রিফায়া'হ তার ভাতিজা ক্বাতাদাহ বিন নু'মানকে রাসূল সা. এর কাছে পাঠালেন। (তিনি ঘটনা বর্ণনা করে রাসূল সাঃ এর কাছে মামলা করলেন।) খবর পেয়ে উসাইর বিন উরওয়াহ ছুটে এলো এবং বললঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ! কিছু লোক একটা নিরপরাধ পরিবারের পিছু লেগেছে। তাদের অপমান করার জন্য কোনো প্রমাণ ছাড়াই চুরির অপবাদ দিচ্ছে। আসলে তারা খুব সৎ ও দ্বীনদার লোক। উসাইর নানাভাবে রাসূল

সা.এর কাছে তার চাচতো ভাইদের পক্ষে সাফাই গেয়ে যাচ্ছিল। এক পর্যায়ে রাসূল সাঃ তার কথা বিশ্বাস করে রিফায়া'হ ও ক্বাতাদাহর প্রতি গুস্বা হলেন। ঘটনার প্রতি ইঙ্গিত করে (১০৫-১১৪ তম আয়াত) নাযিল হয়েছে..

১০৫. (হে নবী!) আমরা তোমার প্রতি নাযিল করেছি যথাযথ কিতাব। যেন তুমি বিচার ও শাসন করো আল্লাহর বাতানো বিধান মেনে। আর (সাবধান!) তুমি কোনো অপরাধীর পক্ষে ওকালতি করবে না। (কারো অপরাধ প্রমাণ হবার পর তার পক্ষে ওকালতি করা তথা তার সাফাই গাওয়া নিষিদ্ধ।)

১০৬. (উপরে উল্লেখিত চুরির মামলায় তুমি যা করেছো এজন্য) আল্লাহর কাছে ক্ষমা চেয়ে নাও। নিশ্চয় আল্লাহ ক্ষমাশীল, দয়াময়।

১০৭. আর (শোনো!) যারা নিজেদেরকে পাপের পথে ঠেলে দেয় তুমি তাদের পক্ষে কথা বলবে না। আল্লাহ কোনো ঘাতক পাপীকে পছন্দ করেন না।

১০৮. (চুরাই মাল মাটিতে পুতে) তারা মানুষ থেকে লুকিয়ে ফেলেছে কিন্তু আল্লাহ থেকে লুকাতে পারেনি। আল্লাহ তাদের সঙ্গে ছিলেন যখন তারা রাতের আঁধারে (নিজে চুরি করে অন্যের ঘাড়ে দোষ চাপানোর মত) জঘন্য ধরণের কথাবার্তা বলছিল। তাদের সকল কাজ আল্লাহর বেষ্টনীতে রয়েছে।

১০৯. (হে মুসলিমগণ! শোনো!) দুনিয়ার এ জীবনে তোমরা তাদের পক্ষে কথা বলতে পারবে কিন্তু আখেরাতে আল্লাহর সামনে কে কথা বলবে? কে নেবে তাদের (পাপের) দায়?

১১০. পাপ করার পর, নিজের উপর অবিচার করার পর তারা যদি ক্ষমা চেয়ে নিত তবে আল্লাহকে ক্ষমাশীল ও দয়াময় পেত।

১১১. যে ব্যক্তি পাপ করলো সে নিজেরই ক্ষতি করলো। আল্লাহ আ'লীম, হাকীম।

১১২. নিজে পাপ করে বা অপরাধ করে কোনো নিরপরাধীর ঘাড়ে এটা চাপিয়ে দেয়া জঘন্যতম অপবাদ।

১১৩. (হে নবী) তোমার প্রতি আল্লাহর করুণা ও দয়া না হলে কিছুলোক (চুরির মামলায়) তোমাকে প্রায় বিচ্যুত করে ফেলছিল। কিন্তু (আল্লাহর দয়ায়) তারা তোমার ক্ষতি করতে পারেনি বরং তারা নিজেরা-ই বিভ্রান্ত হয়েছে। আল্লাহ তোমার প্রতি কিতাব ও হিকমাহ (ওহী ভিত্তিক বিচার ব্যবস্থা) নাযিল করেছেন, তোমাকে শিখিয়েছেন অজানা অনেক কিছু। তোমার প্রতি আল্লাহর অনুগ্রহ খুব বেশী। (আসল ঘটনা প্রকাশিত হবার পর উবাইরিক পরিবার মুরতাদ হয়ে পালিয়ে ছিল)

১১৪. অধিকাংশ গোপন কথাই মন্দ হয়। তবে সাদাকাহ, সৎকাজ অথবা বিবাদ মীমাংসা করতে (যেসব গোপন কথা বলা হয় এসব হলো কল্যাণকর।) যে ব্যক্তি আল্লাহর সন্তুষ্টি কামনায় এমন করবে তাকে অবশ্যই পুরস্কৃত করা হবে।

وَمَنْ يُّشَاقِقِ الرَّسُوْلَ مِنْۢ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدٰى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيْلِ الْمُؤْمِنِيْنَ نُوَلِّهٖ مَا تَوَلّٰى وَنُصْلِهٖ جَهَنَّمَ ۭ وَسَاۗءَتْ مَصِيْرًا ﴿١١٥﴾

মনগড়া পথ

১১৫. আর হেদায়াত সুস্পষ্ট হওয়া সত্ত্বেও যে ব্যক্তি রাসূলের বিরুদ্ধাচরণ করবে, মুঅমিনদের পথ ছেড়ে অন্য পথ ধরবে, সে যেদিকে ফিরে আমি সেদিকে-ই তাকে ফিরিয়ে দেব এবং তাকে নিক্ষেপ করব জাহান্নামে, যা জঘন্যতম আবাস।

জ্ঞাতব্যঃ আজকাল অনেকেই নেতা মানা, আইন মানা, পীর মানা, আলিম মানা বা ইমাম মানার নামে রাসূল সাঃ এর হাদীছকে অবজ্ঞা করে থাকেন। অথচ হেদায়াতের একমাত্র পথ রাসূল সাঃ এর অনুকরণ। যে পথ আঁকড়ে ধরে ছিলেন রাসূল সাঃ এর সাহাবাগণ। রাসূল সাঃ এর অনুকরণ ছেড়ে অন্য পথে গেলে বা অন্য পথ ধরলে বিভ্রান্তি অনিবার্য হয়ে যায়।

إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَٰلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ ۚ وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا ﴿١١٦﴾

শিরক

১১৬. আল্লাহর সাথে যদি শিরক করা হয় তবে তিনি কখনো তা ক্ষমা করবেন না। এছাড়া বাকি সকল পাপ তিনি যাকে খুশী মাফ করে দেবেন। যে ব্যক্তি আল্লাহর সাথে শিরক করলো সে চরমভাবে বিভ্রান্ত হয়ে গেল।

ঈমান ও আক্বীদাহঃ আখেরাতে নাজাতের একমাত্র সম্বল শিরক মুক্ত ঈমান। তাই নিজের ঈমানকে শিরক মুক্ত রাখুন। শিরক সম্পর্কে জানুন। মনে রাখবেন যে কোনোভাবে শিরকে জড়িয়ে পড়লে সব বরবাদ হয়ে যায়। (শিরক সম্পর্কে জানতে দেখুন আমাদের ইসলাম শিক্ষা সিলেবাসের ৪র্থ বই "ঈমানের উপর অবিচল থাকা")

শিরক পরিচিতিঃ শিরক অর্থ শরীক করা, অংশীদার বানানো। এখানে শিরক বলে বুঝানো হয়েছে আল্লাহর সাথে শিরক করা। আল্লাহর সাথে শিরক নানাভাবে হয়ে থাকে। যেমন..

- ❖ আল্লাহর ছেলে আছে, মেয়ে আছে বা পরিবার আছে মনে করলে আল্লাহর জাতিসত্ত্বায় শিরক হয়।
- ❖ আল্লাহর ইবাদত করতে যা করা হয় অন্যের জন্য এমন কিছু করলে ইবাদাতে শিরক হয়।
- ❖ আল্লাহর প্রভুত্ব, কর্তৃত্ব ও সার্বভৌমত্বে অন্যকে আল্লাহর মত মনে করলে আল্লাহর উলুহিয়্যাতে শিরক হয়।
- ❖ আল্লাহর বিধানের বিপরীতে অন্যকারো বানানো আইন, বিধান বা তরিকা মেনে নিলে আল্লাহর রুবুবিয়্যাতে শিরক হয়।
- ❖ আল্লাহর বিচার ও শাসননীতির বিপরীতে অন্যকারো বিচার বা শাসননীতি মেনে নিলে আল্লাহর হাকিমিয়্যাতে শিরক হয়।
- ❖ আল্লাহর কোনো বৈশিষ্ট্যে অন্যকে আল্লাহর সমান বা সমকক্ষ মনে করলে আল্লাহর বৈশিষ্ট্যে শিল্পক হয়।
- ➢ উল্লেখিত শিরকসমূহ হচ্ছে বড় শিল্পক। নীচের ৩টি হচ্ছে ছোট শিরক..
- ❖ আল্লাহ্ ছাড়া অন্য নামে কসম করলে শিরক হয়।
- ❖ মানুষ থেকে প্রতিদান পাবার জন্য বা আল্লাহ্ ছাড়া অন্যের সন্তুষ্টির জন্য কোনো সৎকাজ করলে রিয়া হয় এবং রিয়াও এক প্রকার শিরক, হাদীছে রিয়াকে শিরক খাফিয়্য বা গোপন শিরক বলা হয়েছে।
- ❖ কুরআনের আয়াত (বা মাসনুন দোয়া) ছাড়া অন্য কিছু দিয়ে তাবিজ ঝুলালেও শিরক হয়।

اِنْ يَّدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِهٖٓ اِلَّآ اِنٰثًا ۚ وَاِنْ يَّدْعُوْنَ اِلَّا شَيْطٰنًا مَّرِيْدًا ﴿١١٧﴾ لَّعَنَهُ اللّٰهُ ۘ وَقَالَ لَاَتَّخِذَنَّ مِنْ عِبَادِكَ نَصِيْبًا مَّفْرُوْضًا ﴿١١٨﴾ وَّلَاُضِلَّنَّهُمْ وَلَاُمَنِّيَنَّهُمْ وَلَاٰمُرَنَّهُمْ فَلَيُبَتِّكُنَّ اٰذَانَ الْاَنْعَامِ وَلَاٰمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللّٰهِ ۭ وَمَنْ يَّتَّخِذِ الشَّيْطٰنَ وَلِيًّا مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُّبِيْنًا ﴿١١٩﴾ يَعِدُهُمْ وَيُمَنِّيْهِمْ ۭ وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطٰنُ اِلَّا غُرُوْرًا ﴿١٢٠﴾ اُولٰۗىِٕكَ مَاْوٰىهُمْ جَهَنَّمُ وَلَا يَجِدُوْنَ عَنْهَا مَحِيْصًا ﴿١٢١﴾

শয়তান ও পশুর কর্নচ্ছেদন

১১৭. (মুশরিকদের অধিকাংশ দেবী-ই নারী মূর্তি হয়ে থাকে। আর মূর্তি সংস্কৃতির আসল রূপকার হচ্ছে শয়তান। এদিকে ইঙ্গিত করে নাযিল হয়েছে) তারা আল্লাহকে ছেড়ে কিছু নারী (মূর্তি)র উপাসনা করে, উপাসনা করে বিদ্রোহী শয়তানের।

১১৮-১১৯. অথচ আল্লাহ তাকে (শয়তানকে) লা'নত করেছেন, সে বলেছেঃ (হে রাব্ব!) আমি অবশ্যই আপনার অনেক বান্দাকে (আমার পথে) টেনে আনব। আমি তাদের বিভ্রান্ত করব, তাদেরকে আশা দেব, আদেশ করব, (আমার হুকুমে) তারা পশুর কর্ণচ্ছেদন করবে। আমি তাদেরকে আদেশ করব (এবং আমার আদেশে) তারা আল্লাহর সৃষ্টিকে বদলে দেবে/বিকৃতি ঘটাবে। সুতরাং (হে মানুষ! মনে রেখো!) যে ব্যক্তি আল্লাহকে ছেড়ে শয়তানকে ওয়ালী বানালো সে চরমভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হয়ে গেল। (ওয়ালী সম্পর্কে জানতে দেখুনঃ বাক্বারাহঃ ১০৭)

আইন ও বিধানঃ এমন কিছু করা বৈধ নয় যাতে আল্লাহর সৃষ্টিকে বদলে দেয়া হয়। যেমনঃ পুরুষকে নারীতে রূপান্তর করা, মানুষ বা পশুকে খাসী বানানো, প্লাস্টিক সার্জারি করে রূপ বা আকৃতি বদল, পশুর কর্নচ্ছেদন, ইত্যাদি।

১২০. তাই শয়তান তাদেরকে প্রতিশ্রুতি দেয়, আশ্বাস দেয়। (হে মানুষ! জেনে রাখো!) শয়তানের প্রতিশ্রুতি ধোঁকা বৈ কিছুই নয়।

১২১. (যারা শয়তানের আনুগত্য করে) তাদের ঠিকানা জাহান্নাম। তারা এ থেকে পলায়নের কোনো পথ খুজে পাবে না।

وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ سَنُدْخِلُهُمْ جَنّٰتٍ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ خٰلِدِيْنَ فِيْهَآ اَبَدًا ۭ وَعْدَ اللّٰهِ حَقًّا ۭ وَمَنْ اَصْدَقُ مِنَ اللّٰهِ قِيْلًا ﴿١٢٢﴾

আল্লাহর ওয়াদা সত্য

১২২. আর যারা ঈমান আনে এবং (ঈমানের সহিত) সৎকাজ করে, আমরা (অধিক সম্মান বুঝাতে "আমি" এর স্থলে "আমরা" বলা হয়েছে।) তাদেরকে প্রবেশ করাব জান্নাতে, যার তলদেশে প্রবাহিত কত নহর। তারা সেখানে চিরকাল থাকবে। আল্লাহর ওয়াদা সত্য। আল্লাহর চেয়ে অধিক সত্যবাদী আর কে?

لَيْسَ بِاَمَانِيِّكُمْ وَ لَاۤ اَمَانِيِّ اَهْلِ الْكِتٰبِ ؕ مَنْ يَّعْمَلْ سُوْٓءًا يُّجْزَ بِهٖ ۙ وَ لَا يَجِدْ لَهٗ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ وَلِيًّا وَّ لَا نَصِيْرًا ﴿۱۲۳﴾ وَ مَنْ يَّعْمَلْ مِنَ الصّٰلِحٰتِ مِنْ ذَكَرٍ اَوْ اُنْثٰى وَ هُوَ مُؤْمِنٌ فَاُولٰٓئِكَ يَدْخُلُوْنَ الْجَنَّةَ وَ لَا يُظْلَمُوْنَ نَقِيْرًا ﴿۱۲۴﴾

কে জান্নাতে যাবে

পটভূমিঃ ইবন আব্বাস রাঃ বলেছেনঃ ইয়াহুদ ও খৃষ্টান বলতঃ জান্নাতে শুধু আমরাই যাব, অন্য কেউ নয়। আর কুরাইশ বলতঃ আমরা পুনরুত্থিত হব না।

ক্বাতাদাহ ও সুদ্দী রাহিঃ বলেছেনঃ একদল মুসলিম আর একদল আহলে কিতাব একদা পরস্পরে গৌরব করছিল। আহলে কিতাব বললঃ আমাদের নবী তোমাদের নবীর আগে এসেছেন এবং আমাদের কিতাব তোমাদের কিতাবের আগে এসেছে। তাই আমরা তোমাদের থেকে উত্তম। মুসলিম বললঃ আমাদের নবী সর্বশেষ নবী, আমাদের কিতাব আগেকার সকল কিতাবকে রহিত করে দিয়েছে। তাই আমরা তোমাদের চেয়ে উত্তম। ঘটনার প্রতি ইঙ্গিত করে নাযিল হয়েছে..

১২৩. তোমাদের কামনা সঠিক নয়, সঠিক নয় আহলে কিতাবের কামনাও। (মুসলিম, ইয়াহুদ, খৃষ্টান) যে কেউ পাপ করবে তাকে সাজা পেতে হবে। তখন সে আল্লাহ ছাড়া কোনো ওয়ালী খুঁজে পাবে না, পাবে না কোনো সাহায্যকারী। (ওয়ালী সম্পর্কে জানতে দেখুন সূরাহ বাক্বারাহঃ ১০৭)

১২৪. আর যে পুরুষ বা নারী সৎকাজ করবে সে মুঅমিন হলে অবশ্যই জান্নাতে প্রবেশ করবে। (পরকালে সবার প্রতি ইনসাফ করা হবে) কারো প্রতি সামান্যতম অবিচার করা হবে না।

وَ مَنْ اَحْسَنُ دِيْنًا مِّمَّنْ اَسْلَمَ وَجْهَهٗ لِلّٰهِ وَ هُوَ مُحْسِنٌ وَّ اتَّبَعَ مِلَّةَ اِبْرٰهِيْمَ حَنِيْفًا ؕ وَ اتَّخَذَ اللّٰهُ اِبْرٰهِيْمَ خَلِيْلًا ﴿۱۲۵﴾

সবচেয়ে উত্তম ব্যক্তি

১২৫. তার চেয়ে উত্তম দ্বীনদার (আদর্শবান) আর কে হতে পারে, যে ব্যক্তি..

- আল্লাহর কাছে আত্মসমর্পণ করলো,
- ইহসান (তার ঈমান, ইসলাম, ইবাদাত, কাজকর্ম, আচার ব্যবহার ও কথাবার্তা সুন্দর) করলো,
- আর হানীফ পদ্ধতিতে ইবরাহীমের আদর্শ অনুকরণ করলো? (ইবরাহীম আঃ ছিলেন উত্তম আদর্শের অধিকারী। তাই) আল্লাহ ইবরাহীমকে খালীল বানিয়েছেন। (উল্লেখ্য সকল প্রকার শিরক বর্জন করে তাওহীদের উপর অবিচল থাকা-ই ইব্রাহীম আঃ এর আদর্শ। আর মানব রচিত সকল নীতিমালা, দর্শন, মতবাদ ও আদর্শ বর্জন করে একমাত্র আল্লাহর দেওয়া দ্বীন তথা আদর্শ মেনে চলাকে বলা হয় হানীফ পদ্ধতিতে দ্বীন মেনে চলা।)

وَلِلّٰهِ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ ؕ وَكَانَ اللّٰهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُّحِيْطًا ﴿١٢٦﴾

সার্বভৌম মালিকানা

১২৬. আকাশসমূহে যাকিছু আছে এবং পৃথিবীতে যাকিছু আছে এসবকিছুর সার্বিক মালিকানা একমাত্র আল্লাহর। সবকিছু আছে আল্লাহর বেষ্টনীতে।

জ্ঞাতব্যঃ মালিকানা দুই প্রকার। বিধিবদ্ধ মালিকানা ও সার্বিক মালিকানা বা সার্বভৌম মালিকানা।

- ❖ যে মালিকানা আইনের আওতাধীন, যে মালিকানায় জবাবদিহিতা আছে, যে মালিকানায় নিয়ম বা বিধান মেনে চলতে হয়, এটা হলো বিধিবদ্ধ মালিকানা। আল্লাহ ছাড়া অন্য সকলের মালিকানা বিধিবদ্ধ।
- ❖ যে মালিকানা কোনো আইন বা নিয়মের আওতাধীন নয়, যে মালিকানায় কোনো জবাবদিহিতা নেই, যে মালিকানায় যা ইচ্ছা তাই করা যায়, এটাকে বলা হয় সার্বিক মালিকানা বা সার্বভৌম মালিকানা। একমাত্র আল্লাহর মালিকানা-ই সার্বিক ও সার্বভৌম।

وَيَسْتَفْتُوْنَكَ فِي النِّسَآءِ ؕ قُلِ اللّٰهُ يُفْتِيْكُمْ فِيْهِنَّ ۙ وَمَا يُتْلٰى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتٰبِ فِيْ يَتٰمَى النِّسَآءِ الّٰتِيْ لَا تُؤْتُوْنَهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ وَتَرْغَبُوْنَ اَنْ تَنْكِحُوْهُنَّ وَالْمُسْتَضْعَفِيْنَ مِنَ الْوِلْدَانِ ۙ وَاَنْ تَقُوْمُوْا لِلْيَتٰمٰى بِالْقِسْطِ ؕ وَمَا تَفْعَلُوْا مِنْ خَيْرٍ فَاِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِهٖ عَلِيْمًا ﴿١٢٧﴾

ইনসাফ

১২৭. তারা নারীদের (উত্তরাধিকার) সম্পর্কে ফতোয়া (সিদ্ধান্ত) চায়। বলে দাও! তোমরা যে সব ইয়াতীম মেয়েদেরকে বিয়ে করতে চাও কিন্তু তাদেরকে উপযুক্ত মোহর দিতে চাও না (তাদের ব্যাপারে) এবং অসহায় শিশুদের ব্যাপারে আল্লাহ ফতোয়া (সিদ্ধান্ত) দিয়েছেন, যা বর্ণিত আছে তোমাদের কাছে আগত কিতাবে (তথা আল-কুরআনে আর এটা হলো) তোমরা ইয়াতীমের ব্যাপারে ইনসাফ করবে। আর (মনে রাখবে) তোমরা কল্যাণকর যত কাজ করো আল্লাহ এসব ব্যাপারে অবগত আছেন। (তাই নাম ফলক লাগিয়ে বা ঘোষণা দিয়ে দান, সাদাক্বাহ বা ইবাদাতের কথা প্রকাশ করতে হবে না।)

وَاِنِ امْرَاَةٌ خَافَتْ مِنْۢ بَعْلِهَا نُشُوْزًا اَوْ اِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَآ اَنْ يُّصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا ؕ وَالصُّلْحُ خَيْرٌ ؕ وَاُحْضِرَتِ الْاَنْفُسُ الشُّحَّ ؕ وَاِنْ تُحْسِنُوْا وَتَتَّقُوْا فَاِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرًا ﴿١٢٨﴾ وَلَنْ تَسْتَطِيْعُوْٓا اَنْ تَعْدِلُوْا بَيْنَ النِّسَآءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيْلُوْا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوْهَا كَالْمُعَلَّقَةِ ؕ وَاِنْ تُصْلِحُوْا وَتَتَّقُوْا فَاِنَّ اللّٰهَ كَانَ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا ﴿١٢٩﴾ وَاِنْ يَّتَفَرَّقَا يُغْنِ اللّٰهُ كُلًّا مِّنْ سَعَتِهٖ ؕ وَكَانَ اللّٰهُ وَاسِعًا حَكِيْمًا ﴿١٣٠﴾

স্বামী-স্ত্রীর সমঝোতা

১২৮. কোনো স্ত্রী যদি আশঙ্কা করে যে স্বামী তাকে অবহেলা করবে বা উপেক্ষা করবে তখন তারা উভয়ে (চাইলে) সমঝোতা করতে পারবে আর সমঝোতা করাই উত্তম। (অন্যথায় ভালোবাসা ও অধিকারের ব্যাপারে) মানুষকে কৃপণতার দিকে ঠেলে দেওয়া হবে। তোমরা যদি সৎকাজ করো আর তাক্বওয়া অর্জন করো (তবে আল্লাহর কাছে উত্তম পুরস্কার পাবে।) নিশ্চয় আল্লাহ তোমাদের সকল কাজের খবর রাখেন।

১২৯. তোমাদের প্রবল ইচ্ছা থাকলেও তোমরা স্ত্রীদের মাঝে পূর্ণ ইনসাফ করতে পারবে না। (কারণ পরিপূর্ণ ইনসাফ করা মানুষের সাধ্যের বাইরে) তবে (এতোটুকু ইনসাফ অবশ্যই করতে হবে যে) তোমরা (এক স্ত্রীর প্রতি) একেবারে ঝুঁকে গিয়ে অন্য স্ত্রীকে ঝুলন্ত অবস্থায় ফেলে দিও না। তোমরা যদি নিজেকে শুধরে নাও এবং তাক্বওয়া অর্জন করো তবে (তোমাদের জন্য) আল্লাহ ক্ষমাশীল, দয়াময়।

মুত্তাক্বীর বৈশিষ্ট্যঃ আল্লাহর ভয়ে কুফর শিরক ও পাপাচার থেকে বেঁচে থাকাকে তাক্বওয়া বলে। আর যে ব্যক্তি তাক্বওয়া অর্জন করলো তাকে বলা হয় মুত্তাক্বী। মুত্তাক্বী ব্যক্তি কোনো পাপ করে ফেললে তৎক্ষণাৎ আল্লাহর দিকে ধাবিত হয় এবং তাওবাহ ও ইস্তিগফার করে। এটা হলো মুত্তাক্বীর বৈশিষ্ট্য।

১৩০. আর তারা উভয়ে যদি (মনে করে একত্রে চলতে পারবে না আর এজন্য সুন্দরভাবে বিবাহ বিচ্ছেদ করে) আলাদা হয়ে যায় তবে আল্লাহ তার অফুরন্ত ভান্ডার থেকে তাদের সকলের অভাব মোচন করে দেবেন। আল্লাহ হলেন সর্বউদার, প্রজ্ঞাময়।

وَلِلّٰهِ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ ؕ وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتٰبَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَاِيَّاكُمْ اَنِ اتَّقُوا اللّٰهَ ؕ وَاِنْ تَكْفُرُوْا فَاِنَّ لِلّٰهِ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ ؕ وَكَانَ اللّٰهُ غَنِيًّا حَمِيْدًا ﴿١٣١﴾ وَلِلّٰهِ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ ؕ وَكَفٰى بِاللّٰهِ وَكِيْلًا ﴿١٣٢﴾ اِنْ يَّشَاْ يُذْهِبْكُمْ اَيُّهَا النَّاسُ وَيَاْتِ بِاٰخَرِيْنَ ؕ وَكَانَ اللّٰهُ عَلٰى ذٰلِكَ قَدِيْرًا ﴿١٣٣﴾

সার্বভৌম মালিকানা

১৩১. আসমানসমূহে এবং যমীনে যাকিছু আছে এসবকিছুর সার্বিক মালিকানা একমাত্র আল্লাহর। আমি আগেকার আহলে কিতাবকে এবং বিশেষ করে তোমাদেরকে নির্দেশ দিচ্ছিঃ তোমরা সবাই আল্লাহর তাক্বওয়া অর্জন করো। আর যদি তোমরা কুফর করো তবে (জেনে রাখো) আসমানসমূহে এবং যমীনে যাকিছু আছে এসবকিছুর সার্বিক মালিকানা একমাত্র আল্লাহর। আল্লাহ হলেন অভাবমুক্ত, চিরপ্রশংসিত। (মালিকানা সম্পর্কে জানতে একটু উপরে ১২৬তম আয়াত দেখে নিন)

১৩২. আসমানসমূহে এবং যমীনে যাকিছু আছে এসবকিছুর সার্বিক মালিকানা আল্লাহর। ওয়াকীল (অভিভাবক, কর্ম সম্পাদনকারী, দায়িত্বশীল) হিসেবে আল্লাহই যথেষ্ট।

১৩৩. হে মানুষ! (সাবধান হয়ে যাও।) আল্লাহ চাইলে তোমাদের সকলকে ধ্বংস করে দিতে পারবেন এবং তোমাদের স্থলাভিষিক্ত করতে পারবেন অন্যদেরকে। আল্লাহ এমনটি করতে সক্ষম।

مَنْ كَانَ يُرِيْدُ ثَوَابَ الدُّنْيَا فَعِنْدَ اللّٰهِ ثَوَابُ الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ ؕ وَكَانَ اللّٰهُ سَمِيْعًا بَصِيْرًا ﴿١٣٤﴾

দুনিয়ার জন্য ইবাদাত করা

১৩৪. যে ব্যক্তি দুনিয়ার প্রতিদান চায় (সে জেনে রাখুক) আল্লাহর কাছে দুনিয়া ও আখেরাতের প্রতিদান রয়েছে। আল্লাহ সব শোনেন, সব দেখেন। (তাই শুধু দুনিয়ার জন্য আমল করে নিজের আখেরাতকে বরবাদ করে দিও না)

জ্ঞাতব্যঃ আমাদের সমাজে এমন অনেক মানুষ রয়েছেন যারা রোগ মুক্তির জন্য সাদাক্বাহ করেন, পরীক্ষা পাশের জন্য নামায পড়েন, ব্যবসায় উন্নতির জন্য তিলাওয়াত করেন, ভালো বিয়ে হবার জন্য রোজা রাখেন, সন্তান লাভের জন্য হাজ্জ বা উমরাহ করেন, দোয়া করার জন্য কাউকে সাহায্য করেন, ইত্যাদি।

এভাবে দুনিয়া হাসিলের জন্য ইবাদাত করলে আখেরাতে ছাওয়াব পাওয়া যাবে না। (দেখুন সূরাহ বাক্বারাহঃ ২০০) ইবাদাত করতে হবে শুধুই আখেরাতের ছাওয়াবের জন্য তবে ইবাদাতের পর দুনিয়ার জন্য দোয়া করা যাবে। অর্থাৎ ইবাদাত হবে শুধু-ই আল্লাহর জন্য আর ইবাদাতের পর দোয়া করা যাবে দুনিয়া ও আখেরাতের জন্য।

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كُوْنُوْا قَوّٰمِيْنَ بِالْقِسْطِ شُهَدَآءَ لِلّٰهِ وَلَوْ عَلٰۤى اَنْفُسِكُمْ اَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالْاَقْرَبِيْنَ ۚ اِنْ يَّكُنْ غَنِيًّا اَوْ فَقِيْرًا فَاللّٰهُ اَوْلٰى بِهِمَا ۫ فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوٰۤى اَنْ تَعْدِلُوْا ۚ وَاِنْ تَلْوٗۤا اَوْ تُعْرِضُوْا فَاِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرًا ﴿١٣٥﴾

ন্যায়, সাম্য ও ইনসাফ

১৩৫. ওহে যারা ঈমান এনেছো (শোনো!) তোমরা ন্যায়, সাম্য ও ইনসাফের জন্য উঠে দাঁড়াও এবং নিজের বিরুদ্ধে, বাবা-মার বিরুদ্ধে, আত্মীয়-স্বজনের বিরুদ্ধে হলেও আল্লাহর (ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠার) জন্য সঠিক সাক্ষ্য দাও। (যার বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দেবে) সে ধনী হোক বা গরীব, (মনে রাখবে) আল্লাহর অধিকার এদের চেয়েও বেশী। তাই (ধনীর ভয়ে বা ধনের লোভে, অথবা গরীবের প্রতি করুণা বশত মিথ্যা সাক্ষ্য দেবে না।) আর তোমরা "হাওয়া"র অনুকরণ করবে না। বরং সদা ন্যায় বিচার করবে। তোমরা যদি (বিচার বা সাক্ষ্য) পালটে দেও অথবা (ন্যায় ও সাম্য থেকে) মুখ ফিরিয়ে নেও তবে (মনে রেখো) আল্লাহ তোমাদের সকল কাজের খবর রাখেন। (তাই এর উপযুক্ত ফল তোমরা অবশ্যই পাবে)

হাওয়া পরিচিতিঃ হাওয়া অর্থ প্রবৃত্তি, মনগড়া, মানব রচিত। আল্লাহর আইন, বিধান ও রীতিনীতির বাইরে যা আছে এসব-ই মনগড়া ও মানব রচিত। তাই এসবকে হাওয়া বলা হয়। মানুষ নানাভাবে হাওয়ার অনুকরণ করে থাকে। যেমন...

- ❖ অনেক মানুষ আল্লাহর বিধানের বিপরীতে মানবরচিত কোনো আইন, বিধান, মতবাদ, দর্শন বা আদর্শ মেনে নেয় এবং মেনে চলে। এসব-ই হাওয়ার অনুকরণ।

- ❖ অনেকে আবার আল্লাহর বিধানের বিপরীতে গিয়ে মনগড়া মসলক, মিনহাজ বা তরিকার নামে উম্মতের মাঝে বিভক্তি ও বিভাজন তৈরি করে। এগুলোও হাওয়ার অনুকরণ।
- ❖ অনেকে আবার বাস্তব জীবনে আল্লাহর দেওয়া রীতিনীতি ও আদর্শের তোয়াক্কা না করে মনে যা চায় তাই করে থাকে। এগুলোও হাওয়ার অনুকরণ। এভাবে অনেকে অনেক ভাবে নিজের বা অন্যের হাওয়ার অনুকরণ করে থাকে।

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اٰمِنُوْا بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ وَالْكِتٰبِ الَّذِيْ نَزَّلَ عَلٰى رَسُوْلِهٖ وَالْكِتٰبِ الَّذِيْٓ اَنْزَلَ مِنْ قَبْلُ ۭ وَمَنْ يَّكْفُرْ بِاللّٰهِ وَمَلٰۗىِٕكَتِهٖ وَكُتُبِهٖ وَرُسُلِهٖ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلٰلًۢا بَعِيْدًا ﴿١٣٦﴾ اِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا ثُمَّ كَفَرُوْا ثُمَّ اٰمَنُوْا ثُمَّ كَفَرُوْا ثُمَّ ازْدَادُوْا كُفْرًا لَّمْ يَكُنِ اللّٰهُ لِيَغْفِرَ لَهُمْ وَلَا لِيَهْدِيَهُمْ سَبِيْلًا ﴿١٣٧﴾

ঈমান ও কুফর

১৩৬. ওহে যারা ঈমান এনেছো! (বলে মনে করো, শোনো) তোমরা ঈমান আনবে আল্লাহ উপর, তার রাসূলের উপর, রাসূলের প্রতি নাযিলকৃত কিতাবের উপর এবং ইতোপূর্বে নাযিলকৃত কিতাবের উপর। আর (মনে রেখো!) যে ব্যক্তি আল্লাহ, আল্লাহর ফিরিস্তাকূল, আল্লাহর কিতাবসমূহ, আল্লাহর রাসূলগণ ও আখেরাতের উপর ঈমান আনলো না সে চরমভাবে বিভ্রান্ত হয়ে গেলো।

১৩৭. আর যারা ঈমান আনলো, পরে কুফর করলো, আবার ঈমান আনলো, আবার কুফর করলো, তারপর কুফরকে পরিপক্ক করে নিল, আল্লাহ তাদের ক্ষমা করবেন না, পরিচালিত করবেন না সঠিক পথে।

ঈমান পরিচিতিঃ ঈমান অর্থ অবিচল আস্থা ও বিশ্বাস। ঈমান আনতে হলে ৩টি কাজ করতে হয়। যথা..

- ❖ আল্লাহ ও রাসূলগণের বাতানো সকল বিষয়ে অবিচল আস্থা ও বিশ্বাস রাখতে হয় (আর এটা-ই ঈমানের মূল বিষয়। ঈমানের এ অংশকে আক্বীদাহও বলা হয়। বিশ্বাসে নড়বড়ে হলে ঈমান হয় না বরং এটাকে কুফর বলা হয়।)
- ❖ আল্লাহর দেওয়া এবং রাসূলের আনিত যাবতীয় বিধি-বিধানকে নৈতিক ও আদর্শিকভাবে মেনে নিতে হয়। এটা হচ্ছে ঈমানের নৈতিক ও আদর্শিক দিক।
- ❖ ঈমানের ঘোষণা দিতে হয়। (এটা ঈমানের সামাজিক দিক। ঘোষণা না দিয়ে গোপন রাখলেও ঈমান হয়ে যায়। দেখুনঃ সূরাহ গাফিরঃ ২৮)
- ❖ বাস্তব জীবনে আল্লাহর বিধান মেনে চলতে হয়। (বাস্তব জীবনে পরিপূর্ণভাবে আল্লাহর বিধান মেনে চলতে না পারলে ঈমান দুর্বল হয়ে যায় এবং যে ব্যক্তি এমন করে সে আর মুঅমিন তথা ঈমানদার থাকে না বরং ফাসিক হয়ে যায় এবং তাঁর আখেরাত অনিশ্চিত হয়ে যায়।)

কুফর পরিচিতিঃ কুফর অর্থ অবিশ্বাস করা, প্রত্যাখ্যান করা, অবজ্ঞা করা, অমান্য করা, অকৃতজ্ঞ হওয়া, গোপন করা, ইত্যাদি। সেমতে..

- ❖ আল্লাহর দেয়া কোনো তথ্য অবিশ্বাস করা;
- ❖ আল্লাহর বিধান প্রত্যাখ্যান করা;
- ❖ আল্লাহর কোনো বিধানকে অবজ্ঞা বা অবহেলা করা;
- ❖ আল্লাহর কর্তৃক নির্ধারিত কোনো ফরজ বিধানকে ঐচ্ছিক মনে করা

- ❖ আল্লাহর কোনো আদেশ বা নিষেধ অমান্য করা এবং এর বিপক্ষে অবস্থান নেওয়া;
- ❖ আল্লাহর দ্বীন কায়েমে বা দ্বীনি দাওয়াতে বাধা দেওয়া বা বাধার সৃষ্টি করা; আল্লাহর অকৃতজ্ঞ হওয়া;
- ❖ আল্লাহর দেয়া কোনো তথ্য গোপন করা।

তথা উল্লেখিত কাজসমূহের মাঝে যে কোনো একটিতে জড়িয়ে পড়া কুফর। এছাড়াও যাদু এবং আল্লাহ, রাসূল বা দ্বীনি বিষয়াদি নিয়ে উপহাস করাও কুফর।

بَشِّرِ الْمُنٰفِقِيْنَ بِاَنَّ لَهُمْ عَذَابًا اَلِيْمَا ﴿١٣٨﴾ الَّذِيْنَ يَتَّخِذُوْنَ الْكٰفِرِيْنَ اَوْلِيَآءَ مِنْ دُوْنِ الْمُؤْمِنِيْنَ ؕ اَيَبْتَغُوْنَ عِنْدَهُمُ الْعِزَّةَ فَاِنَّ الْعِزَّةَ لِلّٰهِ جَمِيْعًا ﴿١٣٩﴾

শত্রু ও মিত্র নির্ধারনের নীতিমালা/মুনাফিকের পরিণতি

১৩৮-১৩৯. মুনাফিকদের এই মর্মে সংবাদ দাও যে, নিশ্চয় তাদের তরে রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক আযাব, যারা মুঅমিনদের ছেড়ে কাফিরদেরকে আওলিয়া বানায়। মুনাফিকরা কি ওই কাফিরদের কাছে ইজ্জত চায়? আসলে সকল ইজ্জতের মালিক একমাত্র আল্লাহ। (আওলিয়া হলো ওয়ালী শব্দের বহুবচন। আর ওয়ালী অর্থ অভিভাবক, মিত্র, উত্তরাধিকার, ইত্যাদি।)

ঈমান ও আক্বীদাহঃ মুঅমিনদের ছেড়ে কাফিরদের ওয়ালী বানানো কুফর এবং এটা হলো বিভ্রান্তির অন্যতম পথ। কোনো মুসলিম এমন করলে সে মুনাফিক হয়ে যায়। হয়ে যায় চির জাহান্নামী। মুনাফিকের জানাযা পড়তে এবং তার জন্য দোয়া করতে নিষেধ করেছেন স্বয়ং আল্লাহ তায়া'লা। মুনাফিকের জন্য শাফায়াত করতেও কাউকে অনুমতি দেওয়া হবে না।

জ্ঞাতব্যঃ আসলে আমরা কাকে ওয়ালী বা মিত্র বানাব আর কাকে শত্রু, এসব বিষয়ও ঠিক করে দিয়েছে ইসলাম। কারণ শত্রু ও মিত্র নির্ধারণ মানব জীবনে খুবই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। আক্বীদাহর পরিভাষায় এটাকে বলা হয় "আল-ওয়ালা ওয়াল-বারা" তথা মিত্র ও শত্রু নির্ধারনের নীতিমালা।

(ওয়ালী সম্পর্কে জানতে দেখুনঃ বাকারাহঃ ১০৭। আর মুনাফিক এবং "আল-ওয়ালা ওয়াল-বারা" সম্পর্কে জানতে দেখুনঃ আমাদের ইসলাম শিক্ষা সিলেবাসের ৪র্থ বই "ঈমানের উপর অবিচল থাকা")

وَ قَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتٰبِ اَنْ اِذَا سَمِعْتُمْ اٰيٰتِ اللّٰهِ يُكْفَرُ بِهَا وَ يُسْتَهْزَاُ بِهَا فَلَا تَقْعُدُوْا مَعَهُمْ حَتّٰى يَخُوْضُوْا فِيْ حَدِيْثٍ غَيْرِهٖۤ اِنَّكُمْ اِذًا مِّثْلُهُمْ ؕ اِنَّ اللّٰهَ جَامِعُ الْمُنٰفِقِيْنَ وَ الْكٰفِرِيْنَ فِيْ جَهَنَّمَ جَمِيْعَا ﴿١٤٠﴾

যে মজলিসে বসলে ঈমান চলে যায়

১৪০. আল্লাহ তদীয় কিতাবে তোমাদের উপর (যেসব বিধান) নাযিল করেছেন (এসবের অন্যতম একটি হলো) যখন তোমরা শোনবে কোথাও (কোনো মিটিং বা মজলিসে) আল্লাহর কোনো আয়াত (বিধান, কিতাব বা নিদর্শন) নিয়ে উপহাস করা হচ্ছে অথবা ওই আয়াতকে অমান্য (বা অন্য কোনো ভাবে ওই আয়াতের সাথে কুফর) করা হচ্ছে তখন তোমরা তাদের সাথে বসবে না,

যতক্ষণ না তারা (এসব কুফরি আলোচনা বাদ দিয়ে) অন্য আলোচনায় ফিরে যায়। অন্যথায় তোমরাও তাদের মত (ঈমানহারা হয়ে মুনাফিক) হয়ে যাবে। আর আল্লাহ সকল কাফির ও মুনাফিকদেরকে জাহান্নামে একত্রিত করবেন।

আইন ও বিধানঃ কুফর অর্থ অবিশ্বাস করা, প্রত্যাখ্যান করা, অবজ্ঞা করা, অমান্য করা, অকৃতজ্ঞ হওয়া, গোপন করা, ইত্যাদি। কোনো মজলিসে যদি আল্লাহ, আল্লাহর রাসূল, আল্লাহর কিতাব, আল্লাহ থেকে আগত কোনো নিদর্শন তথা রাসূলগণের দ্বারা প্রকাশিক মু'জিযা অথবা আল্লাহর কোনো বিধান নিয়ে এমন কিছু করা হয় অথবা এসবের কোনোটি নিয়ে উপহাস করা হয় তবে এসব নিয়ে কুফর করা হলো। আর যে মজলিসে কোনো প্রকার কুফর করা হয় সেখানে বসা মুসলিমদের জন্য নিষিদ্ধ। যে মুসলিম এমন মজলিসে বসবে সে মুনাফিক হয়ে যাবে। কিন্তু আজকাল অনেকেই এসব কথা বুঝে না। আমাদের রাজনৈতিক বৈঠক, সামাজিক বৈঠকসহ অনেক জায়গাতেই আল্লাহর কিতাব ও বিধানের সাথে কুফর করা হয় কিন্তু তাসত্ত্বেও অনেক মুসলিম সেখানে বসে থাকেন।

الَّذِيْنَ يَتَرَبَّصُوْنَ بِكُمْ ۚ فَاِنْ كَانَ لَكُمْ فَتْحٌ مِّنَ اللّٰهِ قَالُوْٓا اَلَمْ نَكُنْ مَّعَكُمْ ۖ وَاِنْ كَانَ لِلْكٰفِرِيْنَ نَصِيْبٌ ۙ
قَالُوْٓا اَلَمْ نَسْتَحْوِذْ عَلَيْكُمْ وَنَمْنَعْكُمْ مِّنَ الْمُؤْمِنِيْنَ ۭ فَاللّٰهُ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ ۭ وَلَنْ يَّجْعَلَ
اللّٰهُ لِلْكٰفِرِيْنَ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ سَبِيْلًا ﴿١٤١﴾ اِنَّ الْمُنٰفِقِيْنَ يُخٰدِعُوْنَ اللّٰهَ وَهُوَ خَادِعُهُمْ ۚ وَاِذَا
قَامُوْٓا اِلَى الصَّلٰوةِ قَامُوْا كُسَالٰى يُرَاۗءُوْنَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُوْنَ اللّٰهَ اِلَّا قَلِيْلًا ﴿١٤٢﴾ مُّذَبْذَبِيْنَ بَيْنَ
ذٰلِكَ لَآ اِلٰى هٰٓؤُلَاۗءِ وَلَآ اِلٰى هٰٓؤُلَاۗءِ ۭ وَمَنْ يُّضْلِلِ اللّٰهُ فَلَنْ تَجِدَ لَهٗ سَبِيْلًا ﴿١٤٣﴾

মুনাফিকঃ স্বভাব ও পরিণতি

১৪১. (মুনাফিকরা মুঅমিন ও কাফির উভয় দলের সাথে সম্পর্ক রাখে। তোমরা যুদ্ধে গেলে) তারা (মুনাফিকরা খবরের) অপেক্ষায় থাকে। আল্লাহর সাহায্যে তোমাদের বিজয় হলে তারা বলে "আমরাতো তোমাদের-ই সঙ্গী" আর কাফিররা বিজয়ী হলে তাদেরকে বলেঃ "আমরা কি তোমাদের আগলে রাখিনি? মুঅমিনদের থেকে তোমাদের রক্ষা করিনি"? (অর্থাৎ মুনাফিকরা সব দলের কাছ থেকে-ই প্রশংসা কুড়াতে চায় এবং সকলের উপর নিজেদের অবদান প্রকাশ করতে চায়।) কিয়ামতের দিন আল্লাহ সকলের বিচার করবেন। আল্লাহ কোনো কাফিরকে মুঅমিনদের বিরোধিতা করার বৈধতা দেননি। (মুসলিম ৩ প্রকার মুঅমিন, ফাসিক ও মুনাফিক। দেখুন সূরাহ বাক্বারাহঃ ৭)

১৪২. মুনাফিকরা আল্লাহর সাথে প্রতারণা করে, তাদের এ প্রতারণার বদলা তিনি অবশ্যই দেবেন। এরা অলসভাবে লোক দেখানোর জন্য নামাযে দাড়ায়, আল্লাহর স্মরণ তারা খুব কমই করে।

১৪৩. তারা (ঈমান ও কুফরের) মাঝে ঝুলন্ত। এদিকেও নয়, অদিকেও নয়। (তাই আল্লাহ এদেরকে বিভ্রান্ত করে দেন) আর আল্লাহ যাকে বিভ্রান্ত করেন তুমি তার জন্য কোনো পথ খুঁজে পাবে না।

اَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَتَّخِذُوا الْكٰفِرِيْنَ اَوْلِيَآءَ مِنْ دُوْنِ الْمُؤْمِنِيْنَ ؕ اَتُرِيْدُوْنَ اَنْ تَجْعَلُوْا لِلّٰهِ عَلَيْكُمْ سُلْطٰنًا مُّبِيْنًا ﴿١٤٤﴾ اِنَّ الْمُنٰفِقِيْنَ فِى الدَّرْكِ الْاَسْفَلِ مِنَ النَّارِ ۚ وَلَنْ تَجِدَ لَهُمْ نَصِيْرًا ﴿١٤٥﴾ اِلَّا الَّذِيْنَ تَابُوْا وَ اَصْلَحُوْا وَ اعْتَصَمُوْا بِاللّٰهِ وَ اَخْلَصُوْا دِيْنَهُمْ لِلّٰهِ فَاُولٰٓئِكَ مَعَ الْمُؤْمِنِيْنَ ؕ وَ سَوْفَ يُؤْتِ اللّٰهُ الْمُؤْمِنِيْنَ اَجْرًا عَظِيْمًا ﴿١٤٦﴾ مَا يَفْعَلُ اللّٰهُ بِعَذَابِكُمْ اِنْ شَكَرْتُمْ وَ اٰمَنْتُمْ ؕ وَ كَانَ اللّٰهُ شَاكِرًا عَلِيْمًا ﴿١٤٧﴾

ওয়ালী ও মিত্র

১৪৪. ওহে যারা ঈমান এনেছো (শোন!) তোমরা (শুধু মুঅমিনদেরকে-ই মিত্র বানাবে) মুঅমিন ব্যতীত কোনো কাফিরকে ওয়ালী (মিত্র) বানাবে না। (এমন করলে তোমাদের জন্য আল্লাহর গযব অবধারিত হয়ে যাবে) তোমরা কি তোমাদের বিরুদ্ধে (পদক্ষেপ নেবার জন্য) আল্লাহকে সুস্পষ্ট প্রমাণ দিতে চাও?

ঈমান ও আক্বীদাহঃ মুঅমিনগণ ওয়ালী (মিত্র, অভিভাবক, উত্তরাধিকারী, ক্ষমতাবান শাসক, একান্ত আপনজন) বানাবে শুধু মুঅমিনকেই। মুঅমিন ব্যতীত কোনো কাফিরকে ওয়ালী বানালে কুফর হয়। কোনো মুসলিম এমন কাজ করলে তার ঈমান বিনষ্ট হয়ে সকল আ'মাল নিষ্ফল ও বরবাদ হয়ে যায় এবং সে হয়ে যায় মুনাফিক। মুনাফিক মানব সমাজে মুসলিম হিসেবে পরিচিত হলেও আল্লাহর তালিকায় কাফির, মুনাফিক চির জাহান্নামী। মুনাফিক মারা গেলে তার জানাযায় শরীক হওয়া বা তার জন্য দোয়া করাও নিষিদ্ধ। (দেখুনঃ সূরাহ তাওবাহঃ ৮৪)

১৪৫. মুনাফিকগন অবশ্যই জাহান্নামের অতল গহ্বরে নিক্ষিপ্ত হবে। তাদের সাহায্য করার মত কাউকে খুঁজে পাবে না।

১৪৬. তবে যারা তাওবাহ করে নিজেকে শুধরে নেবে, আল্লাহকে আঁকড়ে থাকবে এবং শুধু-ই আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য বিশুদ্ধ দ্বীন মেনে চলবে, তারা মুঅমিনদের সঙ্গী হয়ে যাবে। আল্লাহ অচিরেই মুঅমিনদের দিবেন মহাপুরস্কার।

১৪৭. (হে মানুষ!) তোমরা যদি ঈমান আনো এবং শোকর আদায় করো তবে তোমাদেরকে সাজা দিয়ে আল্লাহর কি লাভ..? আল্লাহ চিরকৃতজ্ঞ, মহাজ্ঞানী।

জ্ঞাতব্যঃ অন্তরে নিয়ামতের গুরুত্ব অনুধাবন করে মুখে স্বীকৃতি দেয়া এবং বাস্তব জীবনে আল্লাহর বিধান মেনে নেয়ার নাম আল্লাহর শোকর আদায় করা।

لَا يُحِبُّ اللّٰهُ الْجَهْرَ بِالسُّوْٓءِ مِنَ الْقَوْلِ اِلَّا مَنْ ظُلِمَ ؕ وَ كَانَ اللّٰهُ سَمِيْعًا عَلِيْمًا ﴿١٤٨﴾

সম্প্রচার নীতি

১৪৮. মন্দ কথা (বা মন্দ কাজ) প্রচার/প্রকাশ করা আল্লাহ পছন্দ করেন না তবে কারো উপর জুলুম (অবিচার/অধিকার নষ্ট) হলে (সে এটা প্রকাশ করতে পারবে।) আল্লাহ সর্বশ্রোতা, মহাজ্ঞানী।

জ্ঞাতব্যঃ এ আয়াতে প্রচার, প্রকাশনা ও প্রচার মাধ্যমের নীতিমালা বর্ণিত হয়েছে। মন্দের প্রকাশ, প্রচার ও সম্প্রচার আল্লাহর কাছে পছন্দনীয় নয়। কারণ প্রচারে প্রসার ঘটে। তাইতো বলা হয় "প্রচারেই প্রসার"। সুতরাং মন্দ প্রচারিত হলে সমাজে মন্দের প্রভাব বাড়বে, এটা-ই স্বভাবিক। তাই ইলিকট্রিক মিডিয়া, প্রিন্ট মিডিয়া, সোশাল মিডিয়াসহ সকল মিডিয়ায় এবং ব্যক্তিগত ও সামাজিক প্রচারনায় মন্দ এড়িয়ে চলতে হবে। মনে রাখতে হবেঃ মন্দের প্রচার সমাজকে ধ্বংসের দিকে নিয়ে যাবে এবং পাপ ও পাপাচারের প্রসার ঘটাবে। (প্রাসঙ্গিক আয়াত দেখুনঃ নিসাঃ ৮৩, হুজরাতঃ ৬)

اِنْ تُبْدُوْا خَيْرًا اَوْ تُخْفُوْهُ اَوْ تَعْفُوْا عَنْ سُوْٓءٍ فَاِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَفُوًّا قَدِيْرًا ﴿١٤٩﴾

মন্দকে এড়িয়ে চলা

১৪৯. তোমরা (যেসব) সৎকাজ প্রকাশ্যে করো বা গোপনে করো অথবা মন্দকে এড়িয়ে চলো (আল্লাহর কাছে এর প্রতিদান পাবে।) নিশ্চয় আল্লাহ মার্জনাকারী, মহাশক্তিধর। (সৎকাজ করা যেমন ছাওয়াবের কাজ, অসৎকাজ এড়িয়ে চলাও তেমনি ছাওয়াব হয়)

اِنَّ الَّذِيْنَ يَكْفُرُوْنَ بِاللّٰهِ وَ رُسُلِهٖ وَ يُرِيْدُوْنَ اَنْ يُّفَرِّقُوْا بَيْنَ اللّٰهِ وَ رُسُلِهٖ وَ يَقُوْلُوْنَ نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ وَّ نَكْفُرُ بِبَعْضٍ ۙ وَّ يُرِيْدُوْنَ اَنْ يَّتَّخِذُوْا بَيْنَ ذٰلِكَ سَبِيْلًا ﴿١٥٠﴾ اُولٰٓئِكَ هُمُ الْكٰفِرُوْنَ حَقًّا ۚ وَ اَعْتَدْنَا لِلْكٰفِرِيْنَ عَذَابًا مُّهِيْنًا ﴿١٥١﴾

আসল কাফির

১৫০-১৫১. যারা আল্লাহ ও রাসূলের সাথে কুফর করে (তথা তাদের অবাধ্য হয়),

- ❖ যারা আল্লাহ ও রাসূলের মাঝে বিভাজন তৈরি করে (তথা রাসূলের হাদীছকে আল্লাহর কিতাবের বিপরীতে দাঁড় করায়)।
- ❖ যারা বলে কিছু মানি আর কিছু মানি না।
- ❖ যারা ঈমান ও কুফরের মাঝে নতুন পথ বানাতে চায়,

এরা হলো আসল কাফির। এসব কাফিরদের তরে আমরা তৈরি করেছি (জাহান্নামে) যন্ত্রণাদায়ক আযাব।

ঈমান ও আক্বীদাহঃ মুঅমিন হতে হলে পরিপূর্ণভাবে ইসলামকে মেনে নিতে হয় এবং মেনে চলতে হয়। জীবনের কিছু ক্ষেত্রে ইসলাম আর কিছু ক্ষেত্রে অন্যথা করলে মুঅমিন হওয়া যায় না। ইসলামের সাথে অন্য কিছু মিশ্রিত করে নতুন পথ তৈরী করা কুফর, ঈমান বিনষ্টকারী মহাপাপ। কোনো মুসলিম এমন করলে সে মুনাফিক হয়ে যায়। মুনাফিক চির জাহান্নামী। মুনাফিক জাহান্নামের নিম্নতম গহ্বরে পতিত হবে। মুনাফিক মারা গেলে তাদের জানাযা পড়া বা তাদের জন্য দোয়া করাও নিষিদ্ধ। (দেখুন সূরাহ তাওবাহঃ ৮৪) মুনাফিকের জন্য শাফায়াত করতেও কাউকে অনুমতি দেয়া হবে না। (মুসলিম ৩ প্রকার মুআমিন, ফাসিক ও মুনাফিক। দেখুন বাক্বারাহঃ ৭)

وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا بِاللّٰهِ وَرُسُلِهٖ وَلَمْ يُفَرِّقُوْا بَيْنَ اَحَدٍ مِّنْهُمْ اُولٰٓئِكَ سَوْفَ يُؤْتِيْهِمْ اُجُوْرَهُمْ ؕ وَكَانَ اللّٰهُ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا ﴿١٥٢﴾

আল্লাহ কাদেরকে পুরস্কার দেবেন

১৫২. পক্ষান্তরে যারা আল্লাহ ও রাসূলের প্রতি ঈমান আনবে এবং তাদের কাউকে কারো থেকে আলাদা করবে না, আল্লাহ তাদের প্রতিদান দেবেন। আল্লাহ হলেন গাফূর, রাহীম।

জ্ঞাতব্যঃ আজকাল কিছু মানুষ এমন আছে যারা আল্লাহর কথার বিপরীতে দ্বাইফ ও মাওদ্বু হাদীছকে দাঁড় করিয়ে আল্লাহ্ ও রাসূলের মাঝে বিভাজন তৈরি করতে চায়। যারা এমন করে তারা বিভ্রান্ত।

يَسْـَٔلُكَ اَهْلُ الْكِتٰبِ اَنْ تُنَزِّلَ عَلَيْهِمْ كِتٰبًا مِّنَ السَّمَآءِ فَقَدْ سَاَلُوْا مُوْسٰٓى اَكْبَرَ مِنْ ذٰلِكَ فَقَالُوْٓا اَرِنَا اللّٰهَ جَهْرَةً فَاَخَذَتْهُمُ الصّٰعِقَةُ بِظُلْمِهِمْ ۚ ثُمَّ اتَّخَذُوا الْعِجْلَ مِنْۢ بَعْدِ مَا جَآءَتْهُمُ الْبَيِّنٰتُ فَعَفَوْنَا عَنْ ذٰلِكَ ۚ وَاٰتَيْنَا مُوْسٰى سُلْطٰنًا مُّبِيْنًا ﴿١٥٣﴾ وَرَفَعْنَا فَوْقَهُمُ الطُّوْرَ بِمِيْثَاقِهِمْ وَقُلْنَا لَهُمُ ادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَّقُلْنَا لَهُمْ لَا تَعْدُوْا فِى السَّبْتِ وَاَخَذْنَا مِنْهُمْ مِّيْثَاقًا غَلِيْظًا ﴿١٥٤﴾

আল্লাহর দ্বীন থেকে দূরে থাকার বাহানা

পটভূমিঃ আজকাল আমাদের সমাজে অনেক মানুষ এমন আছে যারা নিজেকে মুসলিম হিসেবে পরিচয় দেয় কিন্তু ইসলামী আইন ও বিধান পছন্দ করে না। এসব লোক নানা বাহানায় আল্লাহর বিধান থেকে দূরে থাকে এবং থাকতে চায়। অতীতে এমন করত ইয়াহুদ সমাজ। মানুষকে ইসলাম থেকে দূরে রাখতে তাদের একটি বাহানা ছিল কুরআন নাযিলের দীর্ঘসূত্রিতা। আল-কুরআন ধীরে ধীরে নাযিল হয়ে দীর্ঘ ২৩ বছরে পূর্ণতা পেয়েছে।

এমন দীর্ঘসূত্রিতাকে বাহানা বানিয়ে ইয়াহুদ আলিমগণ মানুষকে বুঝাত, মুহাম্মদের কাছে আগত কিতাব আল্লাহর কালাম নয়। কারণ আল্লাহর কালাম এমনভাবে দীর্ঘ সময়ে নাযিল হয় না। একথার প্রমাণ স্বরূপ তারা বলতঃ মূসার কাছে কিতাব একসাথে এসেছে, দাউদের কাছেও এসেছে একসাথে। কুরআন আল্লাহর কালাম হলে এটাও একসাথে নাযিল হত।

তারা মুহাম্মাদ সাঃকে বলত "তুমি আকাশে আরোহণ করো এবং একসাথে পূর্ণ কিতাব নিয়ে আসো। তখন বুঝা যাবে তুমি সত্য নবী"। এসব কথার প্রতি ইঙ্গিত করে নাযিল হয়...

১৫৩. আহলে কিতাব চায় তুমি আকাশ থেকে (একত্রে পূর্ণ) কিতাব নামিয়ে আনো। (আসলে এটা

তাদের অভ্যাস) তারা মূসার কাছে এরচেয়েও বড় কিছু চেয়েছিল, বলেছিলঃ প্রকাশ্যে আল্লাহ দেখাও। এমন অবাস্তব অন্যায় (আবদার) এর কারণে ভয়াবহ গর্জন তাদেরকে পাকড়াও করেছিল (এবং এ গর্জনে তাদের মৃত্যু হয়েছিল।) তাদের কাছে সুস্পষ্ট প্রমাণ আসা সত্ত্বেও তারা বাছুরকে (ইলাহ হিসেবে) মেনে নিয়ে (বিভ্রান্ত হয়ে) ছিল। এতদসত্ত্বেও আমি তাদেরকে মাফ করে দিয়েছি, মূসাকে দিয়েছি সুস্পষ্ট আয়াত (কিতাব। কিন্তু তারা এ কিতাব মেনে চলতে রাজি হয়নি।)

১৫৪. (তাই আল্লাহর কিতাব মত জীবন যাপনের) প্রতিশ্রুতি আদায়ের জন্য আমি (আল্লাহ্) তাদের উপর তুলে ছিলাম পাহাড়। বলেছিলাম শহরে (জেরুছালেমে/জেরুজালেমে) প্রবেশ করো অবনত শিরে। বলেছিলাম শনিবারে সীমালঙ্ঘন করো না। এবং (এসব কথা মেনে চলার জন্য) তাদের থেকে সুদৃঢ় অঙ্গীকার নিয়েছিলাম। (তাসত্ত্বেও তারা এসব অঙ্গীকার ভঙ্গ করেছে)

জ্ঞাতব্যঃ শনিবার ছিল ইয়াহুদ সমাজে ইবাদতের দিন। এ দিনে ব্যবসা বানিজ্য, শিকারসহ অন্যান্য দুনিয়াবী কাজকর্ম নিষিদ্ধ ছিল। এ নিষেধ অমান্য করে তারা মৎস শিকার করেছিল। শনিবারে সীমালঙ্ঘন বলে এদিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে।

فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِّيْثَاقَهُمْ وَ كُفْرِهِمْ بِاٰيٰتِ اللّٰهِ وَ قَتْلِهِمُ الْاَنْۢبِيَآءَ بِغَيْرِ حَقٍّ وَّ قَوْلِهِمْ قُلُوْبُنَا غُلْفٌ ؕ بَلْ طَبَعَ اللّٰهُ عَلَيْهَا بِكُفْرِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُوْنَ اِلَّا قَلِيْلًا ﴿۱۵۵﴾ وَّ بِكُفْرِهِمْ وَ قَوْلِهِمْ عَلٰى مَرْيَمَ بُهْتَانًا عَظِيْمًا ﴿۱۵۶﴾

কুফরের ফলে অন্তরে মোহর লাগিয়ে দেয়া হয়

১৫৫-১৫৬. এসব অঙ্গীকার ভঙ্গ করার কারণে,

- ❖ আল্লাহর বিধান অমান্য করার কারণে,
- ❖ অন্যায়ভাবে নবীগণকে হত্যা করার কারণে,
- ❖ "আমাদের অন্তর আবৃত" এমন কথা বলার কারণে,
- ❖ তথা এসব কুফরের কারণে আল্লাহ তাদের অন্তরে মোহর লাগিয়ে দিয়েছেন। তাই ঈমান তারা কমই আনবে। (আল্লাহ এমন করেছেন) তাদের কুফরের কারণে, মারইয়ামকে জঘন্যতম অপবাদ দেয়ার কারণে,

ঈমান ও আক্বীদাহঃ আল্লাহ পরিষ্কার জানিয়ে দিয়েছেন মারইয়াম সতী। তাসত্ত্বেও তারা তাকে অসতী বলেছে এবং আল্লাহর কথাকে অবিশ্বাস করেছে, যা অবশ্যই কুফর। ঠিক এক-ই কারণে আইশা রাঃকে অসতী বলাও কুফর, যা করে বর্তমানের শিয়া সম্প্রদায়।

জ্ঞাতব্যঃ উপরের ২ আয়াতে ৫টি কুফরের কথা বলা হয়েছে। যথা..

- ❖ আল্লাহর সাথে কৃত অঙ্গীকার ভঙ্গ করা (অর্থাৎ জীবনের সকল ক্ষেত্রে এক আল্লাহর প্রভুত্ব, কর্তৃত্ব ও সার্বভৌমত্ব মেনে না চলা। এটা একটা কুফর।)
- ❖ আল্লাহর বিধান অমান্য করা (জীবনের যে কোনো ক্ষেত্রে আল্লাহর দেওয়া সুস্পষ্ট কোনো বিধানকে অমান্য করা কুফর।)
- ❖ নবী রাসূল বা উনাদের উত্তরসুরীদেরকে অন্যায়ভাবে হত্যা করা (যেমন আজকাল দেশে দেশে মুজাহিদদের হত্যা করা

হচ্ছে এটাও কুফর।)

- ❖ দ্বীনের বিপরীতে গিয়ে দাম্ভিক উক্তি করা (যেমন আজকাল অনেকেই করে থাকেন, এটাও কুফর।)
- ❖ আল্লাহর কিতাবের বিপরীতে গিয়ে মারইয়ামের (বা আইশাহর) উপর যিনার অপবাদ দেয়া।

এসব কুফর থেকে আমাদের সাবধান হতে হবে। কারণ কুফর করলে অন্তরে মোহর লেগে যায়। তখন ওই ব্যক্তি আর সঠিক পথ খুঁজে পায় না।

وَّ قَوْلِهِمْ اِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيْحَ عِيْسَى ابْنَ مَرْيَمَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ۚ وَ مَا قَتَلُوْهُ وَ مَا صَلَبُوْهُ وَ لٰكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ ؕ وَ اِنَّ الَّذِيْنَ اخْتَلَفُوْا فِيْهِ لَفِيْ شَكٍّ مِّنْهُ ؕ مَا لَهُمْ بِهٖ مِنْ عِلْمٍ اِلَّا اتِّبَاعَ الظَّنِّ ۚ وَ مَا قَتَلُوْهُ يَقِيْنًۢا ﴿۱۵۷﴾ بَلْ رَّفَعَهُ اللّٰهُ اِلَيْهِ ؕ وَ كَانَ اللّٰهُ عَزِيْزًا حَكِيْمًا ﴿۱۵۸﴾ وَ اِنْ مِّنْ اَهْلِ الْكِتٰبِ اِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهٖ قَبْلَ مَوْتِهٖ ۚ وَ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ يَكُوْنُ عَلَيْهِمْ شَهِيْدًا ﴿۱۵۹﴾

ঈসা আঃএর আকাশে আরোহণ

১৫৭. (ইয়াহুদ বলে) "আমরা আল্লাহর রাসূল ঈসা বিন মারইয়ামকে হত্যা করেছি"। আর এমন বলার কারণে (আল্লাহ তাদের লা'নত করেছেন।) আসলে তারা ঈসাকে হত্যা করতে পারেনি, শূলিতে চড়াতে পারেনি। বরং তাদের জন্য অন্য একজনকে (ঈসা) সাদৃশ্য বানিয়ে দেওয়া হয়েছিল (তারা ঈসা মনে করে অন্যজনকে হত্যা করেছে।) তাদের যারা এ ব্যাপারে (আল্লাহর কথার বিপরীতে) ভিন্নমত পোষণ করছে (ঈসা হত্যার ব্যাপারে) তারাও সন্দিহান। তাদের কাছে সঠিক তথ্য ছিল না, তারা শুধু ধারণা করেছিল। নিশ্চিত সত্য হলোঃ তারা ঈসাকে হত্যা করতে পারেনি।

১৫৮. বরং আল্লাহ তাকে নিজের কাছে তুলে নিয়েছেন। আল্লাহ হলেন আ'যীয, হাকীম (অপ্রতিরুদ্ধ, মহাকৌশলী)

১৫৯. তার (ঈসার) মৃত্যুর আগে আহলে কিতাবের কেউ তার উপর ঈমান না এনে পার পাবে না (কারণ তখন ঈমান না এনে কেউ বেঁচে থাকতে পারবে না।) পরকালে সে (ঈসা) তাদের (আহলে কিতাবের) বিরুদ্ধে সাক্ষী হবে।

জ্ঞাতব্যঃ ঈসা আঃ বেঁচে আছেন। ইয়াহুদ তার ঘর অবরোধ করেছিল কিন্তু তাকে হত্যা করতে পারেনি। আল্লাহ তাকে আকাশে উঠিয়ে নিয়েছেন। কিয়ামতের আগে তিনি আবার আসবেন এবং মুসলিম জাতির নেতৃত্ব দেবেন। তখন সকল ইয়াহুদকে হত্যা করা হবে। ঈমান না এনে কেউ তখন বাঁচতে পারবে না। (বিস্তারিত দেখুন সূরাহ আল ইমরানঃ ৫২, ৫৫)

فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِيْنَ هَادُوْا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبٰتٍ اُحِلَّتْ لَهُمْ وَ بِصَدِّهِمْ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ كَثِيْرًا ﴿۱۶۰﴾ وَّ اَخْذِهِمُ الرِّبٰوا وَ قَدْ نُهُوْا عَنْهُ وَ اَكْلِهِمْ اَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ ؕ وَ اَعْتَدْنَا لِلْكٰفِرِيْنَ مِنْهُمْ عَذَابًا اَلِيْمًا ﴿۱۶۱﴾

সুদ এবং অন্যায়ভাবে মানুষের সম্পদ ভক্ষণের পরিণতি

১৬০. ইয়াহুদীদের জুলুমের (অবিচারের, অধিকার হরণের) কারণে, আল্লাহর পথ থেকে অনেক (মানুষকে) ফিরিয়ে রাখার কারণে, আমি তাদের তরে অনেক সুখাদ্যও হারাম করেছিলাম যা তাদের জন্য হালাল ছিল।

১৬১. আর নিষেধ করা সত্ত্বেও সুদ গ্রহণ করা, অন্যায়ভাবে মানুষের সম্পদ ভক্ষণ করা (কুফর। অথচ তাদের আলিমগণ এসব কাজকে শর্তসাপেক্ষে বৈধতা দিয়েছিল। আর আল্লাহর বাতানো কোনো সুস্পষ্ট হারামকে যে কোনো ভাবে বৈধতা দেওয়া কুফর। আর) কাফিরদের তরে আমরা তৈরি করেছি যন্ত্রণাদায়ক আযাব।

لٰكِنِ الرّٰسِخُوْنَ فِي الْعِلْمِ مِنْهُمْ وَ الْمُؤْمِنُوْنَ يُؤْمِنُوْنَ بِمَآ اُنْزِلَ اِلَيْكَ وَ مَآ اُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ وَ الْمُقِيْمِيْنَ الصَّلٰوةَ وَ الْمُؤْتُوْنَ الزَّكٰوةَ وَ الْمُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَ الْيَوْمِ الْاٰخِرِ ؕ اُولٰٓئِكَ سَنُؤْتِيْهِمْ اَجْرًا عَظِيْمًا ﴿١٦٢﴾

পরিপক্ক জ্ঞানী

১৬২. তবে তাদের (আহলে কিতাবের) যারা জ্ঞানে পরিপক্ক এবং যারা মুঅমিন; তারা তোমার প্রতি এবং ইতোপূর্বে নাযিলকৃত বিষয়ের প্রতি ঈমান রাখে, সালাত কায়েম করে, যাকাত আদায় করে এবং আল্লাহ ও আখেরাতে বিশ্বাস করে, (আর যারা এমন করবে) আমি তাদের দেব মহাপুরস্কার।

জ্ঞাতব্যঃ জ্ঞানের প্রথম এবং প্রধান কাজ হচ্ছে নিজের কল্যাণ করা এবং অকল্যাণ থেকে বেঁচে থাকা। মুঅমিন ব্যক্তি নিজেকে জাহান্নাম থেকে রক্ষা করে এবং জান্নাতের অধিকারী বনে যায় তাই মুঅমিন হলো প্রকৃত জ্ঞানী আর কাফির হলো আসল মুর্খ।

اِنَّآ اَوْحَيْنَآ اِلَيْكَ كَمَآ اَوْحَيْنَآ اِلٰى نُوْحٍ وَّ النَّبِيّٖنَ مِنْۢ بَعْدِهٖ ۚ وَ اَوْحَيْنَآ اِلٰٓى اِبْرٰهِيْمَ وَ اِسْمٰعِيْلَ وَ اِسْحٰقَ وَ يَعْقُوْبَ وَ الْاَسْبَاطِ وَ عِيْسٰى وَ اَيُّوْبَ وَ يُوْنُسَ وَ هٰرُوْنَ وَ سُلَيْمٰنَ ۚ وَ اٰتَيْنَا دَاوٗدَ زَبُوْرًا ﴿١٦٣﴾ وَ رُسُلًا قَدْ قَصَصْنٰهُمْ عَلَيْكَ مِنْ قَبْلُ وَ رُسُلًا لَّمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ ؕ وَ كَلَّمَ اللّٰهُ مُوْسٰى تَكْلِيْمًا ﴿١٦٤﴾ رُسُلًا مُّبَشِّرِيْنَ وَ مُنْذِرِيْنَ لِئَلَّا يَكُوْنَ لِلنَّاسِ عَلَى اللّٰهِ حُجَّةٌۢ بَعْدَ الرُّسُلِ ؕ وَ كَانَ اللّٰهُ عَزِيْزًا حَكِيْمًا ﴿١٦٥﴾

নবী রাসূল ও ওহী

১৬৩. (হে নবী!) নিশ্চয় আমরা তোমার কাছে ওহী পাঠিয়েছি, যেমন ওহী পাঠিয়েছি নূহ ও পরবর্তী নবীদের কাছে। আর ওহী পাঠিয়েছি ইবরাহীম, ইসমাঈল, ইসহাক, ইয়াকুব, তাদের বংশধর নবীগণ আর ঈসা, আইয়্যুব, ইউনুস, হারুন ও সুলাইমান (সহ অন্যান্য নবীগণ) এর কাছে। এবং আমরা দাউদকে যাবূর দিয়েছি। (মহান আল্লাহর সম্মানার্থে "আমি" এর জায়গায় "আমরা" শব্দ ব্যবহার করা হয়।)

১৬৪. ইতোমধ্যে-ই আমরা তোমার কাছে অনেক রাসূলের বর্ণনা দিয়েছি আর অনেক রাসূলের বর্ণনা দেইনি। আল্লাহ মূসার সাথে সরাসরি কথা বলেছেন।

১৬৫. রাসূলগণ হলেন (আনুগত্যকারীদের জন্য) সুসংবাদ দাতা আর (অবাধ্যদের জন্য) সতর্ককারী। রাসূল আসার পর আল্লাহর সামনে মানুষের আর কোনো অজুহাত থাকলো না। (মানুষ আর বলতে পারবে নাঃ আমাদের কাছে যদি রাসূল পাঠাতেন তবে আমরা ভালো হয়ে যেতাম) আল্লাহ মহাপরাক্রমশালী, মহাকৌশলী।

لٰكِنِ اللّٰهُ يَشْهَدُ بِمَآ اَنْزَلَ اِلَيْكَ اَنْزَلَهٗ بِعِلْمِهٖ ۚ وَالْمَلٰٓئِكَةُ يَشْهَدُوْنَ ۭ وَكَفٰى بِاللّٰهِ شَهِيْدًا ﴿١٦٦﴾

আল্লাহ সাক্ষ্য দিচ্ছেন

১৬৬. সুতরাং তোমার প্রতি নাযিলকৃত (কিতাব ও শারীয়াহর) ব্যাপারে আল্লাহ সাক্ষ্য দিচ্ছেন যে, তিনি জেনে বুঝে-ই এসব নাযিল করেছেন, ফিরিস্তাগণও একই সাক্ষ্য দিচ্ছে আর সাক্ষী হিসেবে আল্লাহ-ই যথেষ্ট।

اِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَصَدُّوْا عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ قَدْ ضَلُّوْا ضَلٰلًۢا بَعِيْدًا ﴿١٦٧﴾

আল্লাহর পথ থেকে মানুষকে ফিরিয়ে রাখা

১৬৭. যারা নিজে কুফর করে এবং (অন্য মানুষকে) আল্লাহর পথ থেকে ফিরিয়ে রাখে, তারা চরমভাবে বিভ্রান্ত হয়ে যায়।

ঈমান ও আক্বীদাহঃ দ্বীন কায়েমে বা দ্বীন পালনে বাঁধা দেয়া বা বাঁধার সৃষ্টি করা অথবা অন্য যে কোনো পন্থায় দ্বীন থেকে মানুষকে ফিরিয়ে রাখা কুফর। যারা এমন করে তাদের ঈমান বিনষ্ট হয়ে সকল আমাল নিষ্ফল ও বরবাদ হয়ে যায়।

اِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَظَلَمُوْا لَمْ يَكُنِ اللّٰهُ لِيَغْفِرَ لَهُمْ وَلَا لِيَهْدِيَهُمْ طَرِيْقًا ﴿١٦٨﴾ اِلَّا طَرِيْقَ جَهَنَّمَ خٰلِدِيْنَ فِيْهَآ اَبَدًا ۭ وَكَانَ ذٰلِكَ عَلَي اللّٰهِ يَسِيْرًا ﴿١٦٩﴾

জুলুমের পরিণাম

১৬৮-১৬৯. যারা কুফর করে, জুলম (শিরক) করে, আল্লাহ কখনো তাদের ক্ষমা করেন না, তাদের পরিচালিত করেন না সঠিক পথে। বরং (তিনি তাদেরকে) জাহান্নামের পথে (পরিচালিতে করেন) সেখানে তারা চিরকাল থাকবে। আর আল্লাহর জন্য এটা অতি সহজ ব্যাপার।

يٰٓاَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاۗءَكُمُ الرَّسُوْلُ بِالْحَقِّ مِنْ رَّبِّكُمْ فَاٰمِنُوْا خَيْرًا لَّكُمْ ۭ وَاِنْ تَكْفُرُوْا فَاِنَّ لِلّٰهِ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ۭ وَكَانَ اللّٰهُ عَلِيْمًا حَكِيْمًا ﴿١٧٠﴾

আল্লাহর বিধান অমান্য করা কুফর

১৭০. হে মানুষ! প্রভুর পক্ষ থেকে সঠিক বিধান নিয়ে তোমাদের কাছে এসেছে একজন রাসূল।

সুতরাং এসবে ঈমান আনা-ই (তথা এসব মেনে নেওয়া-ই) তোমাদের জন্য কল্যাণকর। আর যদি তোমরা কুফর (আল্লাহর বিধান অমান্য) করো তবে (মনে রাখো!) আসমানসমূহে এবং যমীনে যা কিছু আছে এসবকিছুর সার্বিক মালিকানা আল্লাহর। আর আল্লাহ হলেন মহাজ্ঞানী, মহাকৌশলী।

ঈমান ও আক্বীদাঃ একমাত্র আল্লাহর নাযিলকৃত বিধান-ই সঠিক, এছাড়া বাকি সব মানব রচিত ও মনগড়া এবং এসব মেনে নেওয়া কুফর। কোনো মুসলিম যদি আল্লাহর আইন বা বিধানের বিপরীতে অন্য কোনো আইন বা বিধান মেনে নেয় অথবা আল্লাহর কোনো আইনকে অবজ্ঞা বা অবহেলা করে তবে তার ঈমান বিনষ্ট হয়ে সকল আ'মাল নিষ্ফল ও বরবাদ হয়ে যাবে এবং সে হয়ে যাবে মুনাফিক।

মুনাফিক চির জাহান্নামী। মুনাফিকের জন্য নিম্নতম জাহান্নাম। বিচার দিবসে মুনাফিকের জন্য শাফায়াত করতেও কাউকে অনুমতি দেয়া হবে না। মুনাফিক মারা গেলে তার জানাযায় শরীক হওয়া এবং তার জন্য দোয়া করাও নিষিদ্ধ। (দেখুন সূরাহ তাওবাহঃ ৮৪)

জ্ঞাতব্যঃ মালিকানা দুই প্রকার। বিধিবদ্ধ মালিকানা ও সার্বিক মালিকানা বা সার্বভৌম মালিকানা।

- যে মালিকানা আইনের আওতাধীন, যে মালিকানায় জবাবদিহিতা আছে, যে মালিকানায় নিয়ম বা বিধান মেনে চলতে হয়, এটা হলো বিধিবদ্ধ মালিকানা। আল্লাহ ছাড়া অন্য সকলের মালিকানা বিধিবদ্ধ।
- যে মালিকানা কোনো আইন বা নিয়মের আওতাধীন নয়, যে মালিকানায় কোনো জবাবদিহিতা নেই, যে মালিকানায় যা ইচ্ছা তাই করা যায়, এটা হচ্ছে সার্বিক মালিকানা বা সার্বভৌম মালিকানা। একমাত্র আল্লাহর মালিকানাই সার্বভৌম।

يٰٓاَهْلَ الْكِتٰبِ لَا تَغْلُوْا فِيْ دِيْنِكُمْ وَ لَا تَقُوْلُوْا عَلَى اللّٰهِ اِلَّا الْحَقَّ ؕ اِنَّمَا الْمَسِيْحُ عِيْسَى ابْنُ مَرْيَمَ رَسُوْلُ اللّٰهِ وَ كَلِمَتُهٗ ۚ اَلْقٰىهَاۤ اِلٰى مَرْيَمَ وَ رُوْحٌ مِّنْهُ ۫ فَاٰمِنُوْا بِاللّٰهِ وَ رُسُلِهٖ ۫ۚ وَ لَا تَقُوْلُوْا ثَلٰثَةٌ ؕ اِنْتَهُوْا خَيْرًا لَّكُمْ ؕ اِنَّمَا اللّٰهُ اِلٰهٌ وَّاحِدٌ ؕ سُبْحٰنَهٗۤ اَنْ يَّكُوْنَ لَهٗ وَلَدٌ ۘ لَهٗ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَ مَا فِي الْاَرْضِ ؕ وَ كَفٰى بِاللّٰهِ وَكِيْلًا ﴿۱۷۱﴾ لَنْ يَّسْتَنْكِفَ الْمَسِيْحُ اَنْ يَّكُوْنَ عَبْدًا لِّلّٰهِ وَ لَا الْمَلٰٓئِكَةُ الْمُقَرَّبُوْنَ ؕ وَ مَنْ يَّسْتَنْكِفْ عَنْ عِبَادَتِهٖ وَ يَسْتَكْبِرْ فَسَيَحْشُرُهُمْ اِلَيْهِ جَمِيْعًا ﴿۱۷۲﴾

অতি গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটি বিষয়

১৭১. হে আহলে কিতাব!..

- দ্বীন নিয়ে বাড়াবাড়ি করো না। (দ্বীনে মনগড়া উক্তি এবং দলীয় দৃষ্টিভঙ্গির অনুপ্রবেশের ফলে তৈরি হয় বাড়াবাড়ি)
- আল্লাহর ব্যাপারে সত্য বৈ মিথ্যা বলো না।
- ঈসা বিন মারইয়াম একজন রাসূল ছাড়া কিছু-ই নয়।
- আল্লাহ তদীয় বাণী মারইয়ামের কাছে পাঠিয়ে ছিলেন (এবং এতেই তার জন্ম হয়েছে)
- সে আল্লাহর পক্ষ থেকে মহাশক্তি (নিয়ে এসেছিল।)
- সুতরাং তোমরা এক আল্লাহ ও তাঁর রাসূলগণের প্রতি ঈমান আনো,

- ❖ তৃত্ববাদের কথা বলো না। (এমন ধারণা থেকে) বিরত থাকো, আর এতে-ই তোমাদের কল্যাণ।
- ❖ আল্লাহ-ই একক ইলাহ।
- ❖ তিনি সন্তান গ্রহণের উর্দ্ধে।
- ❖ আসমানসমূহে এবং যমীনে যাকিছু আছে এসবকিছুর সার্বিক মালিকানা শুধু-ই তাঁর।
- ❖ অভিভাবক হিসেবে আল্লাহ-ই যথেষ্ট।

১৭২. মাসীহ আল্লাহর দাসত্ব অগ্রাহ্য করেনি, অগ্রাহ্য করেনি সম্মানিত কোনো ফিরিস্তা। যে ব্যক্তি আল্লাহর দাসত্ব থেকে বেরিয়ে যাবে, দম্ভ করবে (তার জানা উচিত) তিনি সবাইকে তার কাছে জমা করবেন।

জ্ঞাতব্যঃ "আল্লাহ, ঈসা এবং পবিত্র আত্মা; এ তিনে মিলে খোদা" এমন ধারণাকে বলা হয় তৃত্ববাদ। খৃষ্টানরা তৃত্ববাদে বিশ্বাসী। দ্বীন নিয়ে বা দ্বীনি বিষয়াদি নিয়ে বাড়াবাড়ি করা বিভ্রান্তির পথ। নবী, রাসূল, পীর, উলামা, ইমাম, ফিক্বহ, মিনহাজ, মযহব, দল, ইত্যাদি সবকিছুকেই তার সঠিক অবস্থানে রাখতে হয়। এসব নিয়ে বাড়াবাড়ি বিভ্রান্তি ডেকে আনতে পারে। তাই সকল প্রকার বাড়াবাড়ি থেকে সাবধান থাকা আবশ্যক।

فَاَمَّا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَ عَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ فَيُوَفِّيْهِمْ اُجُوْرَهُمْ وَ يَزِيْدُهُمْ مِّنْ فَضْلِهٖ ۚ وَ اَمَّا الَّذِيْنَ اسْتَنْكَفُوْا وَ اسْتَكْبَرُوْا فَيُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا اَلِيْمًا ۙ وَّ لَا يَجِدُوْنَ لَهُمْ مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ وَلِيًّا وَّ لَا نَصِيْرًا ﴿١٧٣﴾

দম্ভ ও অহমিকা

১৭৩. সুতরাং যারা ঈমান আনবে এবং (ঈমানের সহিত) সৎকাজ করবে আল্লাহ তাদেরকে পরিপূর্ণ প্রতিদান দেবেন বরং নিজ থেকে আরও বাড়িয়ে দেবেন। আর যারা অগ্রাহ্য করবে, দম্ভ করবে, তাদেরকে দেবেন যন্ত্রণাদায়ক আযাব। তারা কোনো সাহায্যকারী বা আশ্রয় খুঁজে পাবে না আল্লাহ ছাড়া।

يٰۤاَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَآءَكُمْ بُرْهَانٌ مِّنْ رَّبِّكُمْ وَ اَنْزَلْنَاۤ اِلَيْكُمْ نُوْرًا مُّبِيْنًا ﴿١٧٤﴾ فَاَمَّا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا بِاللّٰهِ وَ اعْتَصَمُوْا بِهٖ فَسَيُدْخِلُهُمْ فِيْ رَحْمَةٍ مِّنْهُ وَ فَضْلٍ ۙ وَّ يَهْدِيْهِمْ اِلَيْهِ صِرَاطًا مُّسْتَقِيْمًا ﴿١٧٥﴾

নূর

১৭৪. হে মানুষ! প্রভুর পক্ষ থেকে তোমাদের কাছে এসেছে উজ্জল প্রমাণ (নবী মুহাম্মাদ) আর আমি তোমাদের প্রতি নাযিল করেছি সুস্পষ্ট নূর (আল-কুরআন।)

১৭৫. সুতরাং যারা আল্লাহর উপর ঈমান আনবে এবং ঈমানের উপর অবিচল থাকবে, তিনি তাদেরকে প্রবেশ করাবেন স্বীয় রহমত ও অনুগ্রহে (তথা দ্বীন ইসলামে) আর তাদের পরিচালিত করবেন সোজা পথে (তথা জান্নাতের পথে।)

জ্ঞাতব্যঃ নূর অর্থ আলো। দুনিয়ার অন্ধকারে মানুষ আলোর সাহায্যে পথ চলে। আর কুফরের অন্ধকারে মানুষকে আলোর পথ দেখাতে আল্লাহ পাঠিয়েছেন নবী রাসূল, কিতাব এবং দ্বীন। তাই আল কুরআনে এসবকে নূর বলা হয়েছে। যেমনঃ

- ❖ এখানে সূরাহ নিসার ১৭৪ তম আয়াতে আল-কুরআনকে নূর বলা হয়েছে
- ❖ সূরাহ মাইদাহর ১৫ তম আয়াতে নবী সাঃ এর প্রতি ইঙ্গিত করে নূর শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে
- ❖ সূরাহ তাওবাহর ৩২ তম আয়াতে আল্লাহর দ্বীনের প্রতি ইঙ্গিত করে নূর শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে
- ❖ সূরাহ নূরের ৩৫ তম আয়াতে স্বয়ং আল্লাহ তায়া'লাকে নূর বলা হয়েছে
- ❖ সূরাহ বাক্বারাহর ২৫৭ তম আয়াতে ঈমান ও ইসলামের প্রতি ইঙ্গিত করে নূর শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে।

يَسْتَفْتُوْنَكَ ۭ قُلِ اللّٰهُ يُفْتِيْكُمْ فِي الْكَلٰلَةِ ۭ اِنِ امْرُؤٌا هَلَكَ لَيْسَ لَهٗ وَلَدٌ وَّ لَهٗٓ اُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ ۚ وَ هُوَ يَرِثُهَآ اِنْ لَّمْ يَكُنْ لَّهَا وَلَدٌ ۭ فَاِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثٰنِ مِمَّا تَرَكَ ۭ وَاِنْ كَانُوْٓا اِخْوَةً رِّجَالًا وَّ نِسَاۗءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْاُنْثَيَيْنِ ۭ يُبَيِّنُ اللّٰهُ لَكُمْ اَنْ تَضِلُّوْا ۭ وَاللّٰهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمٌ ﴿١٧٦﴾

কালালাহর সম্পদ বণ্ঠন

পটভূমিঃ জাবির বিন আব্দুল্লাহ আল-আনসারী আল-খাযরাজী রাঃ একজন আনসারী সাহাবী ছিলেন। তার পিতা আব্দুল্লাহ অহুদ যুদ্ধে শহীদ হয়েছেন। জাবির রাঃ বদর আর অহুদ যুদ্ধে শরীক হতে পারেননি। কারণ বোনদের দেখাশোনার জন্য পিতা তাকে ঘরে রেখে গিয়েছিলেন। জারিব রাঃ বলেন পিতার ইন্তিকালের পর আমি আর কোনো যুদ্ধ থেকে পিছিয়ে থাকিনি। জাবির একজন খ্যাতনামা যুদ্ধা ছিলেন এবং প্রসিদ্ধ মুহাদ্দীছ ছিলেন। তিনি ১৫৪০টি হাদীছ বর্ণনা করেছেন এবং ১২০ জন সাহাবী তার থেকে হাদীছ বর্ণনা করেছেন।

ইমাম বুখারী জাবির রাঃ থেকে বর্ণনা করেন, জাবির রাঃ বলেনঃ একদা আমি খুব অসুস্থ হয়ে পড়ি, আমি বেহুঁশ হয়ে যাই। রাসূল সাঃ আমাকে দেখতে এলেন। তিনি অযু করলেন এবং অযুর পানি আমার উপর ছিটিয়ে দিলেন। এতে আমার হুঁশ ফিরে এলো। আমি বললামঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমার সম্পদের উত্তরাধিকারী কে হবে (কারণ তার পিতা জীবিত ছিলেন না এবং তার কোনো ছেলেও ছিল না। আর যে ব্যক্তির মৃত্যুকালে তার পিতা বা ছেলে থাকে না তাকে "কালালাহ" বলা হয়।) এ ব্যাপারে বিধান দিয়ে নাযিল হয়ঃ (উল্লেখ্য জাবির রাঃ তখন মারা যাননি। তিনি ৯৪ বছর বয়সে ৭৪ হিজরীতে ইন্তেকাল করেছেন।)

১৭৬. (হে নবী!) লোকজন তোমার কাছে (কালালাহর ব্যাপারে) ফতোয়া চায়। বলে দাওঃ কালালাহর ব্যাপারে আল্লাহ ফতোয়া (সিদ্ধান্ত) দিয়েছেন। (আর এটা হলো..)

- ❖ মৃত ব্যক্তির যদি বংশধর (ছেলে বা পিতা তথা উত্তরসূরি ও পূর্বসূরি) না থাকে বরং শুধু এক বোন থাকে তবে এক বোন পাবে রেখে যাওয়া সম্পত্তির অর্ধেক।
- ❖ আর মৃত (ব্যক্তি যদি নারী হয় এবং এক ভাই রেখে মারা যায়। তবে এ) বোনের বংশধর (ছেলে বা পিতা তথা উত্তরসূরি ও পূর্বসূরি) না থাকলে ভাই পুরা সম্পত্তি পেয়ে যাবে।
- ❖ (কালালার উত্তরাধিকারী) দুই (বা অধিক) বোন হলে তারা পাবে রেখে যাওয়া সম্পত্তির দুই তৃতীয়াংশ ।
- ❖ আর ভাইবোন মিলে (এমন ব্যক্তির উত্তরাধিকারী) হলে "এক পুরুষ দুই নারীর সমান" হিসেবে সত্ত্বাধিকারী হবে।

আল্লাহ তোমাদের জন্য (তার বিধান) বর্ণনা করেছেন, যেন তোমরা (সম্পদ বণ্ঠনের ব্যাপারে ন্যায় থেকে) বিচ্যুত না হও। আল্লাহ সর্ববিষয়ে মহাজ্ঞানী।

সূরাহ আল-মাইদাহ ৫ سورة المائدة

মাইদাহ অর্থ খাঞ্চা, খাদ্য সরবরাহের বড় থালা। ঈসা আঃ এর উম্মত আকাশ থেকে খাঞ্চা ভরা খাবারের জন্য আল্লাহর কাছে আবদার করেছিল। তাদের আবদার রাখতে গিয়ে ঈসা আঃ আল্লাহর কাছে দোয়া করেছিলেন। আর ঈসা আঃ এর দোয়ার ফলে আল্লাহ্ খাঞ্চা ভরা খাবার পাঠিয়ে ছিলেন। এ সূরায় (১১২-১১৫ এই ৪ আয়াতে) ওই খাঞ্চার কথা আলোচিত হয়েছে। সূরাহ মা-ইদাহ আল-কুরআনের খুব-ই গুরুত্বপূর্ণ একটি সূরাহ। এ সূরায় হালাল-হারামের বিধানসহ ইসলামী শারীয়া'হর অনেক বিধিবিধান সুস্পষ্টভাবে বর্ণিত হয়েছে। তাই বাস্তব জীবনে মেনে চলার জন্য সূরাহটি জানা এবং বুঝা তথা অধ্যয়ন করা খুব-ই গুরুত্বের দাবি রাখে। সূরাহটি মাদানী। সূরাহ ফাতহ' এর পর নাযিল হয়েছে। এ সূরায় মোট আয়াত ১২০টি।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اَوْفُوْا بِالْعُقُوْدِ ۭ اُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيْمَةُ الْاَنْعَامِ اِلَّا مَا يُتْلٰى عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَاَنْتُمْ حُرُمٌ ۭ اِنَّ اللّٰهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيْدُ ﴿١﴾

বিসমিল্লাহি-র-রাহমানি-র-রাহীম

হালাল পশু

১. ওহে যারা ঈমান এনেছো (শোনো!) তোমরা (আল্লাহর সাথে ও মানুষের সাথে করা) সকল অঙ্গীকার পূর্ণ করবে। তোমাদের জন্য হালাল করা হয়েছে আনয়া'ম (তৃণভূঞ্জী গবাদি নিরীহ) জাতীয় পশু তবে ঐসব (পশু) ছাড়া যেগুলোর (হারাম হবার) কথা সামনে উল্লেখ করা হবে। (হালাল পশুপাখি খাওয়া যাবে) ইহরাম অবস্থায় শিকার ব্যতীত (কারণ ইহরাম অবস্থায় শিকার করা হালাল নয়। এটা হলো আল্লাহর হুকুম।) আল্লাহ "হু'কম" করেন (বিধান তৈরি করেন /আদেশ জারি করেন) যেমন খুশী।

হু'কম পরিচিতিঃ হু'কম **(حكم)** শব্দটি সাধারণত কয়েকটি অর্থে ব্যবহৃত হয় । যথা..

- হুকম অর্থ আদেশ করা বা অধ্যাদেশ জারি করা। (যেমন বলা হয়, এটাই আল্লাহর হুকম অর্থাৎ এটাই আল্লাহর আদেশ বা অধ্যাদেশ)
- হুকম অর্থ আইন ও বিধান। (যেমন বলা হয় আহকামুদ্দীন বা আহকামু-শ-শারীয়া'হ অর্থাৎ দ্বীনি বিধান বা শারীয়াহ আইন)
- হুকম অর্থ বিচার করা। (যেমন বিচারককে বলা হয় হাকিম, বিচারালয়কে বলা হয় মাহকামাহ)
- হুকম অর্থ শাসন। (যেমন বলা হয় ইসলামী হুকুমত অর্থাৎ ইসলামী শাসন ব্যবস্থা)
- হুকম অর্থ নীতি নির্ধারণ করা। (যেমন আল্লাহকে বলা হয় "আহকামু-ল-হাকিমীন" তথা সর্বোচ্চ নীতি নির্ধারক)

আইন ও বিধানঃ গবাদি পশু (যেমনঃ গরু, মহিষ, ছাগল, ভেড়া, উট, ঘোড়া, ইত্যাদি) এবং তৃণভোজী অন্যান্য নিরীহ পশু (যেমনঃ হরিণ, নীলগাই, খরগোস, ইত্যাদি) খাওয়া হালাল হবে যদি এটা ইসলামী শারীয়া'হ মতে জবাই করা হয়।

বিঃ দ্রঃ= ঘোড়া খাওয়া হালাল, এতে কোনো সন্দেহ নেই। তবে ঘোড়া যেহেতু যুদ্ধের হাতিয়ার এবং এটা খেয়ে ফেললে যুদ্ধের হাতিয়ার কমে যাবে, শুধু এজন্য ইমাম আবু হানীফাহ রাহিঃ ঘোড়া খেতে নিরুৎসাহিত করে এটাকে মাকরূহ বলেছেন।

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تُحِلُّوْا شَعَآىِٕرَ اللّٰهِ وَ لَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَ لَا الْهَدْيَ وَ لَا الْقَلَآىِٕدَ وَلَآ ءَآمِّيْنَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ يَبْتَغُوْنَ فَضْلًا مِّنْ رَّبِّهِمْ وَ رِضْوَانًا ؕ وَاِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوْا ؕ وَ لَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ اَنْ صَدُّوْكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ اَنْ تَعْتَدُوْا ۘ وَتَعَاوَنُوْا عَلَى الْبِرِّ وَ التَّقْوٰى ۪ وَ لَا تَعَاوَنُوْا عَلَى الْاِثْمِ وَ الْعُدْوَانِ ۪ وَ اتَّقُوا اللّٰهَ اِنَّ اللّٰهَ شَدِيْدُ الْعِقَابِ ﴿٢﴾

কয়েকটি হারাম খাবার ও হারাম কর্ম

২. ওহে যারা ঈমান এনেছো (শোনো!) তোমরা হালাল মনে করো না..

- আল্লাহর শায়া'ইর (আল্লাহর বিধান বা নিদর্শনকে অবজ্ঞা করা)
- মাসজিদ হারাম (এ যুদ্ধবিগ্রহ করা)
- হাদয়ী (মক্কার হারামে জবেহের জন্য ধার্যকৃত পশু (নির্ধারিত স্থানে আসার আগে) জবেহ বা ভক্ষণ করা)
- ক্বালাইদ (হাজ্জ বা উমরার চিহ্নবাহী পশু ভক্ষণ বা কাফেলায় আক্রমণ করা)
- আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে সম্মানিত ঘরের যাত্রী (যে ব্যক্তি হাজ্জ বা উমরাহর উদ্দেশ্যে বের হয়েছে যদিও কাফেলা ভুক্ত নয় বা হাজ্জের চিহ্নবাহী নয়; তাদের জান মালের ক্ষতি সাধন।)
- আর যখন তোমরা (হাজ্জ বা উমরাহ সমাপ্ত করে) হালাল হয়ে যাবে তখন শিকার করতে পারবে।
- (এতোদিন) যারা মাসজিদ হারাম থেকে তোমাদেরকে বিরত রেখেছে তাদের সাথে শত্রুতা যেন তোমাদেরকে সীমালঙ্ঘনে প্ররোচিত করতে না পারে। (কোনো অবস্থাতে-ই সীমালঙ্ঘন করা বৈধ নয়)
- তোমরা সৎকাজ করতে এবং পাপ থেকে বিরত থাকতে একে অপরকে সাহায্য করবে, তবে পাপ করতে বা সীমালঙ্ঘন করতে কেউ কাউকে সাহায্য করবে না।
- তোমরা আল্লাহর তাকওয়া অর্জন করবে। (জেনে রাখো) আল্লাহ শাস্তিদানে খুব-ই কঠোর।

তাকওয়া ও মুত্তাক্বী পরিচিতিঃ আল্লাহর ভয়ে কুফর শিরক ও পাপাচার থেকে বিরত থাকার নাম তাকওয়া। আর যে ব্যক্তি তাকওয়া অর্জন করে সে হয় মুত্তাক্বী। মুত্তাক্বী ব্যক্তি থেকে কখনো কোনো পাপ হয়ে গেলে সে তৎক্ষণাৎ তাওবাহ করে এবং আল্লাহর কাছে ক্ষমা চেয়ে নেয়।

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَ الدَّمُ وَ لَحْمُ الْخِنْزِيْرِ وَ مَآ اُهِلَّ لِغَيْرِ اللّٰهِ بِهٖ وَ الْمُنْخَنِقَةُ وَ الْمَوْقُوْذَةُ وَ الْمُتَرَدِّيَةُ وَ النَّطِيْحَةُ وَ مَآ اَكَلَ السَّبُعُ اِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ وَ مَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ وَ اَنْ تَسْتَقْسِمُوْا بِالْاَزْلَامِ ؕ ذٰلِكُمْ فِسْقٌ ؕ اَلْيَوْمَ يَىِٕسَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْ دِيْنِكُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَ اخْشَوْنِ ؕ اَلْيَوْمَ اَكْمَلْتُ لَكُمْ دِيْنَكُمْ وَ اَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِيْ وَ رَضِيْتُ لَكُمُ الْاِسْلَامَ دِيْنًا ؕ فَمَنِ اضْطُرَّ فِيْ مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِّاِثْمٍ ۙ فَاِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ﴿٣﴾

কিছু হারাম খাদ্য ও আল্লাহর ক্ষমা

৩. (হে মুসলিমগণ!) তোমাদের তরে হারাম করা হয়েছে..

- মৃত {তথা মৃত পশু/পাখি। তবে পানিতে জীবন যাপনকারী (মাছ) অথবা স্থল ভাগের জারাদ (পঙ্গপাল) মরে গেলেও হালাল থাকে}
- (প্রবাহমান) রক্ত, (তথা যে রক্ত প্রাণীকুলের রগ দিয়ে প্রবাহিত হয়। তাই পশুপাখির মাংস না ধোয়ে রান্না করলেও হারাম হয় না। কারণ এতে লেগে থাকা রক্ত প্রবাহমান নয়)
- শূকরের মাংস, (তথা শূকরের সবকিছু)
- আল্লাহ ছাড়া অন্য নামে জবেহকৃত (পশুপাখি। উল্লেখিত চার ধরনের পশুপাখি চিরতরে হারাম)
- আর যা (যে পশু বা পাখি) শ্বাসরুদ্ধ হয়ে (মারা গেছে)
- অথবা আঘাতে (মারা গেছে)
- অথবা উপর থেকে পড়ে (মারা গেছে)
- অথবা অন্য পশু/পাখির আক্রমনে মারা গেছে,
- অথবা (যে পশু বা পাখির কিছু অংশ) হিংস্র পশু পাখি খেয়ে ফেলেছে (উল্লেখিত ৫ধরনের পশুপাখি হারাম।) তবে (মরার আগে) জবেহ করে নিলে (হালাল হয়ে যায়।)
- আর যেসব পশুপাখি নুস্বুবে (সৌধ, মিনার, মাজার বা জাতীয় অথবা গোত্রীয়ভাবে সম্মান করা হয় এমন স্থাপনায়) জবেহ করা হয়েছে বা তীর দিয়ে (লটারির মাধ্যমে) বণ্ঠন করা হয়েছে (এটাও হারাম) এবং এসব (হারাম খাদ্য গ্রহণ করা) পাপ। (উল্লেখ্য হালাল-হারামের এ বিধান শুধু মুসলিমদের জন্য। ইসলামী দেশে বসবাসকারী কাফিররা তাদের পছন্দ মত সব খেতে পারবে। ইসলামী সরকার বা সমাজ এতে বাঁধা দিতে পারবে না।)

  কাফিররা আজ তোমাদের দ্বীনের ব্যাপারে হতাশ হয়ে গেছে। (তারা আর তোমাদের দ্বীনকে সার্বিক ভাবে ধ্বংস করে দিতে পারবে না।) তাই তোমরা (নীতিগতভাবে) তাদেরকে ভয় করো না, বরং ভয় করো শুধু আমাকে-ই (যাতে আমার নীতি থেকে বিচ্যুত হয়ে না যাও।)

  আজকের (বিদায় হাজ্জে আরাফার) এ দিনে আমি আমার বিধানকে তোমাদের উপর পূর্ণতা দান করলাম, আমার নিয়ামত (ইসলামী শারীয়াহ) তোমাদের জন্য পরিপূর্ণ করে দিলাম এবং তোমাদের জীবন আদর্শ হিসেবে একমাত্র ইসলামকে নির্ধারণ করে দিয়ে আমি তোমাদের উপর সন্তুষ্ট হয়ে গেলাম।

  তবে কোনো ব্যক্তি যদি পাপ বা অবাধ্যতা ব্যতীত শুধু ক্ষুধার তাড়নায় বা নিরুপায় হয়ে (হারাম খাদ্য খেয়ে ফেলে তবে আল্লাহ তাকে মাফ করে দেবেন। কারণ) আল্লাহ হলেন ক্ষমাশীল, দয়াময়।

আইন ও বিধানঃ উক্ত আয়াতকে সাধারণ ভাবে নিলে বুঝা যায় সকল প্রকার মৃত-ই হারাম। তবে এ আয়াতে উল্লেখিত মৃত শব্দের ব্যাপকতাকে তাখস্বীস্ব (সীমিত) করে অনেক হাদীছে মাছ আর জারাদ (পঙ্গপাল বা বনজ ফড়িং) মরে গেলেও তা খাওয়া হালাল বলে উল্লেখ করা হয়েছে। আর আদর্শগত ভাবে আল্লাহর বিধান মেনে নেওয়ার পর নিরুপায় হয়ে জীবন বা স্বাস্থ্য বাঁচাতে হারাম খাবার খেয়ে নিলে আল্লাহ ক্ষমা করে দেন।

يَسْـَٔلُوْنَكَ مَاذَآ اُحِلَّ لَهُمْ ؕ قُلْ اُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبٰتُ ۙ وَمَا عَلَّمْتُمْ مِّنَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِيْنَ تُعَلِّمُوْنَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَكُمُ اللّٰهُ فَكُلُوْا مِمَّآ اَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ وَاذْكُرُوا اسْمَ اللّٰهِ عَلَيْهِ ۖ وَاتَّقُوا اللّٰهَ ؕ اِنَّ اللّٰهَ سَرِيْعُ الْحِسَابِ ﴿٤﴾

পশুপাখি দিয়ে শিকার করানো এবং শিকারকৃত পশুপাখি খাওয়ার বিধান

পটভূমিঃ আদি বিন হাতিম রাঃ সহ কিছু সাহাবীর পেশা ছিল শিকার করা। তারা কুকুর ও ঈগল দিয়ে পশুপাখি শিকার করতেন। উল্লেখিত আয়াত নাযিলের পর তারা বললেনঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ! অনেক সময় আমরা জবেহ করতে পারি না, মাঝে মাঝে পশুপাখি মরে যায়, এসব খাওয়া কি আমাদের জন্য হালাল হবে? এসব বিষয়ে বিধান দিয়ে নাযিল হয়েছে..

৪. (হে নবী!) তারা তোমার কাছে জানতে চায়ঃ কোন ধরনের বস্তু তাদের জন্য হালাল। বলে দাওঃ তোমাদের জন্য হালাল করা হয়েছে সকল উত্তম (খাবার।)

আল্লাহ তোমাদেরকে যা (শিকার পদ্ধতি) শিক্ষা দিয়েছেন; তোমরা তোমাদের শিকারি পশুপাখিকে এ বিষয়ে প্রশিক্ষণ দেবে তারপর (তোমাদের প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত পশুপাখী শিকার করে) তোমাদেরকে যা এনে দেবে এটা (মরে গেলেও) তোমরা খেতে পারবে তবে (সাবধান! প্রশিক্ষনপ্রাপ্ত পশু/পাখীকে শিকারের জন্য) ছাড়ার সময় আল্লাহর নাম উল্লেখ করবে। (ছাড়ার সময়ে আল্লাহর নাম না নিলে ওই পশুপাখির মৃত শিকার খাওয়া তোমাদের জন্য হালাল হবে না। হে মুঅমিনগণ!) তোমরা আল্লাহর তাকওয়া অর্জন করো। নিশ্চয় আল্লাহ দ্রুত হিসাব গ্রহণকারী।

আইন ও বিধানঃ

- ❖ প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত কুকুর, চিতা, ঈগল বা অন্য পশুপাখি দিয়ে শিকার করানো বৈধ।
- ❖ শিকারি পশুপাখি যখন মালিকের কথায় শিকারে যাবে আবার মালিকের আদেশে ফিরে আসবে তখন বুঝা যাবে এটা প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত হয়ে গেছে।
- ❖ প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত পশুপাখিকে শিকারে ছাড়ার সময় আল্লাহর নামে ছাড়তে হবে।
- ❖ প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত পশুপাখিকে আল্লাহর নামে ছেড়ে দিলে এর শিকার করা পশু বা পাখি মরে গেলেও হালাল হবে, যদি যখমী হয়ে রক্ত ঝরে থাকে।
- ❖ তীর দিয়ে শিকার করলে তীর ছুড়ার সময় আল্লাহর নামে ছুড়তে হবে। আল্লাহর নামে তীর ছুড়লে ওই তীরে যখমী হয়ে মরে গেলেও এটা হালাল।
- ❖ বন্দুক দিয়ে শিকার করলে বন্দুকের গুলি আল্লাহর নামে ছুড়তে হবে। আল্লাহর নামে ছুড়া গুলি লেগে যখমী হয়ে রক্ত বের হলে এটা মরে গেলেও হালাল হবে।

اَلْيَوْمَ اُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبٰتُ ؕ وَطَعَامُ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتٰبَ حِلٌّ لَّكُمْ ۖ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَّهُمْ ۫ وَالْمُحْصَنٰتُ مِنَ الْمُؤْمِنٰتِ وَالْمُحْصَنٰتُ مِنَ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتٰبَ مِنْ قَبْلِكُمْ اِذَآ اٰتَيْتُمُوْهُنَّ اُجُوْرَهُنَّ مُحْصِنِيْنَ

غَيْرَ مُسٰفِحِيْنَ وَ لَا مُتَّخِذِيْٓ اَخْدَانٍ ؕ وَ مَنْ يَّكْفُرْ بِالْاِيْمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهٗ وَ هُوَ فِي الْاٰخِرَةِ مِنَ الْخٰسِرِيْنَ ﴿٥﴾

আহলে কিতাবের খাবার ও তাদের নারী বিয়ে করার বিধান

৫. (হে মুসলিমগণ!) আজকের এ দিনে তোমাদের জন্য হালাল করা হয়েছে সকল পবিত্র বস্তু। আহলে কিতাবের খাবার তোমাদের জন্য হালাল এবং তোমাদের খাবার তাদের জন্য হালাল। মুসলিম সতী নারী আর আগেকার আহলে কিতাবের সতী নারী (তোমাদের জন্য হালাল) যখন তোমরা মোহর দিয়ে বৈধ ভাবে (স্ত্রী হিসেবে তাদেরকে গ্রহণ করবে), রক্ষিতা বা গার্লফ্রেন্ড হিসেবে নয়। (রক্ষিতা বা গার্লফ্রেন্ড হিসেবে নারীর সাথে যৌন সম্পর্ক স্থাপন করাকে বৈধ মনে করলে কুফর হবে) আর যে ব্যক্তি ঈমান আনা সত্ত্বেও কুফর করবে তার সকল আমল বরবাদ হয়ে যাবে। আর আখেরাতে সে (চিরতরে) ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে যাবে।

ঈমান ও আক্বীদাহঃ রক্ষিতা বা গার্লফ্রেন্ড হিসেবে নারীর সাথে যৌন সম্পর্ক স্থাপন করাকে বৈধ মনে করলে কুফর হয়। আর কুফর, শিরক ঈমান বিনষ্টকারী মহাপাপ। কোনো মুসলিম যদি কোনো প্রকার কুফর শিরক বা মুনাফিকীর সাথে জড়িয়ে পড়ে তবে তার ঈমান বিনষ্ট হয়ে সকল আ'মাল নিষ্ফল ও বরবাদ হয়ে যায়।

আইন ও বিধানঃ

- ❖ আহলে কিতাব তথা ইয়াহুদ ও খৃষ্টানের জবেহ কৃত পশুপাখি আমাদের জন্য হালাল ।
- ❖ আহলে কিতাবের নারীদের বিয়ে করা মুসলিম পুরুষদের জন্য হালাল তবে তাদের পুরুষকে বিয়ে করা মুসলিম নারীদের জন্য হালাল নয়। কারণ আল্লাহ শুধু তাদের নারীদের বিবাহের কথা বলেছেন, তাদের পুরুষদের বিবাহের কথা বলেননি।

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِذَا قُمْتُمْ اِلَى الصَّلٰوةِ فَاغْسِلُوْا وُجُوْهَكُمْ وَ اَيْدِيَكُمْ اِلَى الْمَرَافِقِ وَ امْسَحُوْا بِرُءُوْسِكُمْ وَ اَرْجُلَكُمْ اِلَى الْكَعْبَيْنِ ؕ وَاِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوْا ؕ وَاِنْ كُنْتُمْ مَّرْضٰٓى اَوْ عَلٰى سَفَرٍ اَوْ جَآءَ اَحَدٌ مِّنْكُمْ مِّنَ الْغَآئِطِ اَوْ لٰمَسْتُمُ النِّسَآءَ فَلَمْ تَجِدُوْا مَآءً فَتَيَمَّمُوْا صَعِيْدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوْا بِوُجُوْهِكُمْ وَ اَيْدِيْكُمْ مِّنْهُ ؕ مَا يُرِيْدُ اللّٰهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِّنْ حَرَجٍ وَّ لٰكِنْ يُّرِيْدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَ لِيُتِمَّ نِعْمَتَهٗ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ ﴿٦﴾

অযু, গোসল ও তায়াম্মুম

৬. মুঅমিনগণ! তোমরা যখন সালাতে দাঁড়াবে তখন...

- ❖ নিজ নিজ মুখমন্ডল আর কনুই পর্যন্ত উভয় হাত ধৌত করে নেবে, মাথা মাসেহ করবে এবং কায়া'ব (টাখনু) পর্যন্ত পাও (ধৌত করবে।)
- ❖ আর তোমরা জুনুবী হলে (স্ত্রী সহবাস করলে বা বীর্যপাত ঘটালে) উত্তম রূপে পবিত্রতা হাসিল

করবে (তথা গোসল করবে।)

❖ তোমরা যদি অসুস্থ হও অথবা সফরে থাকো আর মলমূত্র ত্যাগ করে (অযুর জন্য) অথবা নারী স্পর্শ করে (তথা সঙ্গম করে গোসলের জন্য) পানি না পাও (অথবা পানি ব্যবহারে সক্ষম না হও) তবে (অযু ও গোসলের বদলে) পবিত্র স্বাঈদ (মাটি, বালু, পাথর) দিয়ে তায়াম্মুম করবে তথা মুখমন্ডল ও হাত মাসেহ করবে।

আল্লাহ তোমাদের উপর কষ্ট চাপিয়ে দিতে চান না, তিনি তোমাদেরকে পবিত্র করতে চান এবং তোমাদের উপর তার নিয়ামত পরিপূর্ণ করতে চান, যেন তোমরা শোকর আদায় করো।

আইন ও বিধানঃ সালাতের জন্য পবিত্রতা অর্জন করা পূর্বশর্ত। পবিত্রতা ব্যতীত সালাত শুদ্ধ হয় না। সালাতের পবিত্রতা অযু, গোসল ও তায়াম্মুম এ ৩ ভাবে অর্জন করা হয়।

❖ সাধারণত পবিত্রতার জন্য অযু করতে হয়।

❖ মুখ মন্ডল ধৌত করা, দুই হাত কনুই পর্যন্ত ধৌত করা, মাথা মাসেহ করা এবং দুই পাও কা'ব (টাখনু) পর্যন্ত ধৌত করার নাম অযু। অযুতে নিয়ত করা এবং বিসমিল্লাহ বলা আবশ্যক। নিয়ত না করলে অযুর ছাওয়াব পাওয়া যায় না আর বিসমিল্লাহ না বললে অযুর বরকত হাসিল হয় না। এছাড়া কুলি করা, নাকে পানি দেয়া ও কান মাসেহ করা অযুর সুন্নত কাজ। (এটা হলো হানাফী ফিক্বহের অযু। কোনো কোনো ফিক্বহ মতে অযুতে নিয়ত করা, বিসমিল্লাহ বলা, কুলি করা ও নাকে পানি দেওয়া আবশ্যক।)

❖ স্ত্রী সহবাস করার পর অথবা অন্যভাবে বীর্যপাত ঘটানোর পর অথবা ঋতুস্রাব বা সন্তান জন্মের পর চলমান স্রাব বন্ধ হবার পর পবিত্রতা হাসিলের জন্য গোসল করতে হয় এবং এটা হলো ফরজ গোসল।

❖ পবিত্রতার নিয়তে সমস্ত শরীর ধৌত করার নাম গোসল। (হানাফী মতে গোসলে কুলি করতে হয় এবং নাকে পানি দিতে হয়, এছাড়া গোসল শুদ্ধ হয় না। হানাফী মতে নিয়ত না করলেও গোসল হয়ে যায়। কোনো কোনো ফিক্বহ মতে গোসলে নিয়ত করা আবশ্যক। তবে কুলি করা বা নাকে পানি দেওয়া ফরজ নয়।)

❖ অযু ও গোসলে পবিত্রতা হাসিলের জন্য পানি ব্যবহার করা হয়।

❖ পানি না পেলে বা পানি ব্যবহারে সক্ষম না হলে অথবা পানি ব্যবহার স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর হলে অযু ও গোসলের বদলে তায়াম্মুম করতে হয়।

❖ মাটি, বালি, পাথর অথবা এসব দিয়ে বানানো বস্তু (ইট, টাইলস, দেয়াল ইত্যাদি) দিয়ে তায়াম্মুম করা যায়।

❖ তায়াম্মুম দুই ভাবে করা যায়ঃ

ক. তায়াম্মুমের নিয়তে মাটিতে হাত স্পর্শ করে এ হাত দিয়ে মুখ মন্ডল মাসেহ করবে, পুনরায় মাটিতে হাত স্পর্শ করে এ হাত দিয়ে দুই হাত কনুই পর্যন্ত মাসেহ করবে। এটা হলো পরিপূর্ণ তায়াম্মুম। এটা হানাফী, শাফিয়ী ও মালিকী ফিক্বহের পছন্দনীয় পদ্ধতি।

খ. তায়াম্মুমের নিয়তে মাটিতে হাত স্পর্শ করে ওই হাত দিয়ে মুখ মন্ডল ও দুই হাতের কব্জি পর্যন্ত মাসেহ করবে। এ তায়াম্মুম পবিত্রতার জন্য যথেষ্ট। ইমাম আহমাদ রাহিঃ এ তায়াম্মুমককে যথেষ্ট বলেছেন।

তায়াম্মুমের উভয় পদ্ধতি-ই হাদিসে বর্ণিত হয়েছে। (দেখুন তিরমিযী তায়াম্মুম পরিচ্ছদ)

❖ অযু ও গোসলের তায়াম্মুম একই রকম হয় এবং একই ভাবে করতে হয়, শুধু নিয়ত ভিন্ন।

وَاذْكُرُوْا نِعْمَةَ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ وَمِيْثَاقَهُ الَّذِيْ وَاثَقَكُمْ بِهٖٓ ۙ اِذْ قُلْتُمْ سَمِعْنَا وَاَطَعْنَا ۡ وَاتَّقُوا اللّٰهَ ۭ اِنَّ اللّٰهَ عَلِيْمٌۢ بِذَاتِ الصُّدُوْرِ ﴿٧﴾

আল্লাহর সাথে কৃত অঙ্গীকার

৭. (হে মুসলিমগণ!) তোমাদের উপর আল্লাহর নিয়ামত স্মরণ করো এবং আল্লাহর সাথে তোমরা যেসব অঙ্গীকার করেছ (এগুলো পূর্ণ করো।) যখন তোমরা বলেছিলে "আমরা (আল্লাহর কথা) শুনেছি এবং আমরা তার আনুগত্য মেনে নিয়েছি"। আর আল্লাহর তাকওয়া অর্জন করো। নিশ্চয় আল্লাহ অন্তরের বিষয়েও অবগত। (আল্লাহর ভয়ে যাবতীয় কুফর শিরক ও পাপাচার থেকে বিরত থাকার নাম তাকওয়া)

জ্ঞাতব্যঃ আল্লাহর কাছে আত্মসমর্পণ করে দুটি সাক্ষ্য দেয়ার মাধ্যমে আমরা ইসলাম গ্রহণ করেছি। দুইটি সাক্ষ্যের..

১মটি হলোঃ "নেই কোনো ইলাহ আল্লাহ ছাড়া"। এ সাক্ষ্যের সারকথা হচ্ছে বাস্তব জীবনের সকল ক্ষেত্রে এক আল্লাহর প্রভুত্ব, কর্তৃত্ব ও সার্বভৌমত্ব মেনে নেওয়া ও মেনে চলা এবং আল্লাহর বিধানের বিপরীতে অন্য কিছু না মানার অঙ্গীকার করা। আর..

২য়টি হলোঃ "মুহাম্মাদ আল্লাহর বান্দা ও রাসূল"। এ সাক্ষ্যের সারকথা হচ্ছে জীবনের সকল ক্ষেত্রে ও সকল কাজে মুহাম্মাদ সাঃ কে জীবন আদর্শ হিসেবে মেনে নেওয়ার অঙ্গীকার করা।

সুতরাং বাস্তব জীবনের সকল ক্ষেত্রে এক আল্লাহর প্রভুত্ব, কর্তৃত্ব ও সার্বভৌমত্ব মেনে নিতে হবে এবং সকল বিষয়ে নবী সাঃকে অনুকরণীয় আদর্শ হিসেবে মেনে চলতে হবে। জীবনের কোনো ক্ষেত্রে বা কোনো বিষয়ে এসবের বিপরীত কিছু করা, কিছু বলা বা কোনো পদক্ষেপ নেওয়ার মানে-ই হচ্ছে আল্লাহর সাথে কৃত অঙ্গীকার ভঙ্গ করা।

আল্লাহর সাথে কৃত অঙ্গীকার ভঙ্গ করা হারাম ও বিভ্রান্তির পথ। যারা এমন করে তারা বিভ্রান্ত হয়ে চির জাহান্নামী হয়ে যায়।

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كُوْنُوْا قَوّٰمِيْنَ لِلّٰهِ شُهَدَآءَ بِالْقِسْطِ ۖ وَ لَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلٰٓى اَلَّا تَعْدِلُوْا ؕ
اِعْدِلُوْا هُوَ اَقْرَبُ لِلتَّقْوٰى ۖ وَ اتَّقُوا اللّٰهَ ؕ اِنَّ اللّٰهَ خَبِيْرٌۢ بِمَا تَعْمَلُوْنَ ﴿۸﴾ وَعَدَ اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَ عَمِلُوا
الصّٰلِحٰتِ ۙ لَهُمْ مَّغْفِرَةٌ وَّ اَجْرٌ عَظِيْمٌ ﴿۹﴾ وَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَ كَذَّبُوْا بِاٰيٰتِنَآ اُولٰٓئِكَ اَصْحٰبُ
الْجَحِيْمِ ﴿۱۰﴾

ন্যায় বিচার, আইনের শাসন ও সমান অধিকার

৮. ওহে যারা ঈমান এনেছো (শোনো!) তোমরা ন্যায় বিচারের স্বার্থে আল্লাহর জন্য সাক্ষ্য দিতে উঠে দাঁড়াও। কারো প্রতি শত্রুতা যেন আ'দল (ন্যায় ও সাম্য) প্রতিষ্ঠায় তোমাদের প্রতিবন্ধক হতে না পারে। তোমরা আ'দল করো (তথা ন্যায় ও সাম্য বজায় রাখো।) এটা হলো তাকওয়ার জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ। আর আল্লাহর তাকওয়া অর্জন করো। নিশ্চয় আল্লাহ খবর রাখেন তোমাদের সকল কাজের।

৯-১০. যারা ঈমান আনে এবং (ঈমানের সহিত) সৎকাজ করে, আল্লাহ তাদের ওয়াদা দিচ্ছেন সাধারণ ক্ষমা ও মহাপুরস্কারের। আর যারা কুফর করে, আমার বিধান অমান্য করে, তারা জাহান্নামী।

জ্ঞাতব্যঃ ন্যায়, ইনসাফ ও সাম্য প্রতিষ্ঠার জন্য এবং এসব প্রতিষ্ঠার পর এটা ধরে রাখার জন্য সাধ্যমত চেষ্টা করা সকল মানুষের মানবিক দায়িত্ব এবং মুসলিমদের ঈমানী দায়িত্ব। ন্যায় বিচারের মূল বিষয় আইনের শাসন বজায় রাখা এবং আইনের চোখে সবাইকে সমানভাবে দেখা, আর এটাকেই বলা হয় সাম্য, সমতা বা সমান অধিকার।

আইন ও বিধানঃ ন্যায়, সাম্য ও ইনসাফ প্রতিষ্ঠিত করা এবং বজায় রাখা মুসলমানদের ফরজ দায়িত্ব। আর ন্যায় বিচারের জন্য সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো সাক্ষ্য। তাই সাক্ষ্য দিতে হবে সঠিকভাবে এবং আল্লাহর জন্য। মিথ্যা সাক্ষ্য ন্যায় বিচারকে বিঘ্নিত করে, তাই মিথ্যা সাক্ষ্য দেয়া হারাম এবং জঘন্যতম মহাপাপ। রাসূল সাঃ যে ৭টি পাপকে ধ্বংসাত্মক বলে অভিহিত করেছেন, এর মধ্যে একটি হলো মিথ্যা সাক্ষ্য দেয়া।

ঈমান ও আক্বীদাহঃ কুফর ঈমান বিনষ্টকারী মহাপাপ। যে বা যারা কুফর করে তাদের ঈমান বিনষ্ট হয়ে সকল আ'মাল নিষ্ফল ও বরবাদ হয়ে যায়। আর ঐলোক হয়ে যায় মুনাফিক তথা চির জাহান্নামী। আখেরাতে আল্লাহর রহমত ও ক্ষমা তাদের জন্য হারাম হয়ে যাবে। কিয়ামতের দিন তাদের জন্য শাফায়াত করতেও কাউকে অনুমতি দেয়া হবে না তথা তাদের বাঁচার আর কোনো সম্ভাবনাই বাকি থাকবে না।

কুফর পরিচিতিঃ কুফর অর্থ গোপন করা, অবিশ্বাস করা, অস্বীকার করা, অমান্য করা, অবজ্ঞা করা, ইত্যাদি। আল্লাহর দেওয়া কোনো তথ্য গোপন করা বা অবিশ্বাস করা অথবা আল্লাহর বিধান মানতে অস্বীকার বা অমান্য করা অথবা আল্লাহর কোনো বিধানকে অবজ্ঞা বা অবহেলা করা কুফর। আল্লাহর কোনো বিধান নিয়ে ঠাট্টা মশকারা করা এবং যাদু করাও কুফর।

কুফর করলে ঈমান বিনষ্ট হয়ে সকল আ'মাল ও ইবাদত নিষ্ফল ও বরবাদ হয়ে যায়। কোনো মুসলিম কোনো প্রকার কুফর বা শিরকে জড়িয়ে পড়লে সে ঈমান হারা হয়ে মুনাফিক হয়ে যায়, হয়ে যায় চির জাহান্নামী। এমন মানুষ মারা গেলে তাদের জানাযা পড়া বা তাদের জন্য দোয়া করাও নিষিদ্ধ। (দেখুন সূরাহ তাওবাহঃ ৮৪)

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اذْكُرُوْا نِعْمَتَ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ اِذْ هَمَّ قَوْمٌ اَنْ يَّبْسُطُوْٓا اِلَيْكُمْ اَيْدِيَهُمْ فَكَفَّ اَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ ۚ وَاتَّقُوا اللّٰهَ ۭ وَعَلَى اللّٰهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُوْنَ ﴿١١﴾

আল্লাহই সর্বোত্তম রক্ষক

পটভূমিঃ রাসূল সাঃ ১০ বছরের মাদানী জীবনে প্রায় ৮৭টি যুদ্ধ করেছেন। এসবের একটি ছিল যাতু-র-রাক্বা'। অভিযানের এক পর্যায়ে সাহাবাগণ ছোট ছোট দলে বিশ্রামরত ছিলেন। রাসূল সাঃও এক গাছের ডালে তলোয়ার ঝুলিয়ে বিশ্রামরত ছিলেন। গাউরাছ বিন হারিছ নামে এক কাফির বিষয়টি লক্ষ্য করলো। সে চুপি চুপি কাছে এসে রাসূল সাঃ এর তলোয়ার হাতে তুলে নিলো এবং আক্রমণ করতে উদ্যত হলো আর বললঃ মুহাম্মাদ! এখন তোমাকে কে বাঁচাবে? রাসূল সাঃ বললেন, আল্লাহ। একথা শোনে লোকটির দেহে কম্পন শুরু হলো এবং হাত থেকে তলোয়ার পড়ে গেল। সাহাবাগণ তাকে ধরে ফেললেন। এ ঘটনার প্রতি ইঙ্গিত করে নাযিল হয়েছে..

১১. মুঅমিনগণ! তোমাদের প্রতি আল্লাহর নিয়ামত স্মরণ করো, মানুষ যখন তোমাদের (রাসূলের) উপর হাত বাড়াতে উদ্যত হয়েছিল আল্লাহ তখন তাদের হাত রুখে দিয়েছেন। আর আল্লাহর তাকওয়া অর্জন করো। মুঅমিনরা যেন শুধু আল্লাহর উপরই ভরসা রাখে। (আল্লাহর ভয়ে যাবতীয় কুফর শিরক ও পাপাচার থেকে বেঁচে থাকাকে তাক্বওয়া বলে)

وَلَقَدْ اَخَذَ اللّٰهُ مِيْثَاقَ بَنِيْٓ اِسْرَآءِيْلَ ۚ وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ اثْنَىْ عَشَرَ نَقِيْبًا ۭ وَقَالَ اللّٰهُ اِنِّىْ مَعَكُمْ ۭ لَىِٕنْ اَقَمْتُمُ الصَّلٰوةَ وَاٰتَيْتُمُ الزَّكٰوةَ وَاٰمَنْتُمْ بِرُسُلِىْ وَعَزَّرْتُمُوْهُمْ وَاَقْرَضْتُمُ اللّٰهَ قَرْضًا حَسَنًا لَّاُكَفِّرَنَّ عَنْكُمْ سَيِّاٰتِكُمْ وَلَاُدْخِلَنَّكُمْ جَنّٰتٍ تَجْرِىْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ ۚ فَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذٰلِكَ مِنْكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَآءَ السَّبِيْلِ ﴿١٢﴾ فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِّيْثَاقَهُمْ لَعَنّٰهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوْبَهُمْ قٰسِيَةً ۚ يُحَرِّفُوْنَ الْكَلِمَ عَنْ مَّوَاضِعِهٖ ۙ وَنَسُوْا حَظًّا مِّمَّا ذُكِّرُوْا بِهٖ ۚ وَلَا تَزَالُ تَطَّلِعُ عَلٰى خَاۗىِٕنَةٍ مِّنْهُمْ اِلَّا قَلِيْلًا مِّنْهُمْ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاصْفَحْ ۭ اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِيْنَ ﴿١٣﴾

ইয়াহুদ সমাজ ও তাহরীফ

১২. আল্লাহ বাণী-ইসরাঈল (ইয়াহুদ) থেকে (আনুগত্য ও যুদ্ধের) শপথ নিয়েছিলেন এবং তাদের (১২ গোত্রের) জন্য ১২ জন নেতা ঠিক করে দিয়েছিলাম। (জেরুছালেম/জেরুজালেম পুনর্দখল অভিযানে দুশমনের অবস্থা পর্যবেক্ষণের জন্য তারা এ ১২ জনকে প্রতিনিধি হিসেবে পাঠিয়ে ছিল।) আল্লাহ বলেছিলেন আমি তোমাদের সঙ্গে আছি। তোমরা যদি সালাত কায়েম করো, যাকাত আদায় করো, রাসূলগণের উপর ঈমান রাখ, (শত্রুর মোকাবিলায়) তাদের শক্তি যোগাও, (যুদ্ধের খরচ মিটাতে) আল্লাহর পথে উত্তম ঋণ হিসেবে খরচ করো; তবে আমি তোমাদের পাপসমূহ মোচন করে দেব, তোমাদেরকে প্রবেশ করাব জান্নাতে, যার তলদেশে প্রবাহিত কত নহর। আর এতোকিছুর পরও তোমাদের কেউ যদি কুফর করে তবে সে সঠিক পথ থেকে বিচ্যুত হয়ে পড়বে। (কিন্তু এতোকিছুর পরও তারা আল্লাহর সাথে কৃত অঙ্গীকার ভঙ্গ করেছে।)

১৩. সুতরাং এসব অঙ্গীকার ভঙ্গের কারণে আমি তাদের লা'নত করেছি, তাদের অন্তরকে কঠিন বানিয়ে দিয়েছি। তারা (কিতাবের) শব্দকে সঠিক অবস্থান থেকে তাহরীফ করেছে, তাদেরকে দেয়া অনেক আদেশ-ই তারা ভুলে গেছে। তাদের বিশ্বাসঘাতকতার বর্ণনা তুমি প্রতিনিয়তই জানতে পারবে। তবে তুমি তাদের ক্ষমা করবে, মার্জনা করবে। (কারণ ক্ষমা ও মার্জনা সৎলোকের স্বভাব।) নিশ্চয় আল্লাহ সৎলোকদের পছন্দ করেন।

জ্ঞাতব্যঃ তাহরীফ অর্থ বদলে ফেলা। আল্লাহর কালামে শব্দগত, অর্থগত বা মর্মগত পরিবর্তনকে তাহরীফ বলা হয়। তখনকার দিনে ইয়াহুদ উলামা তাহরীফ করতো আর এখন তাহরীফ করছেন আমাদের কিছু আলিম উলামা। তাহরীফ সম্পর্কে আরও জানতে দেখুনঃ "কোরআন বোঝার মৌলিক নীতিমালা" বইয়ের তাহরীফ পাঠ।

وَمِنَ الَّذِيْنَ قَالُوْٓا اِنَّا نَصٰرٰٓى اَخَذْنَا مِيْثَاقَهُمْ فَنَسُوْا حَظًّا مِّمَّا ذُكِّرُوْا بِهٖ ۠ فَاَغْرَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاۗءَ اِلٰى يَوْمِ الْقِيٰمَةِ ۭ وَسَوْفَ يُنَبِّئُهُمُ اللّٰهُ بِمَا كَانُوْا يَصْنَعُوْنَ ﴿١٤﴾

ইয়াহুদ ও খৃষ্টান

১৪. আর যারা নিজেকে নাসারা (খৃষ্টান) বলে পরিচয় দেয় আমি তাদের থেকেও অঙ্গীকার নিয়েছি। তারাও তাদেরকে দেওয়া অনেক আদেশ ভুলে গেছে। ফলে আমি তাদের (ইয়াহুদ ও খৃষ্টানদের) মাঝে শত্রুতা ও বিদ্বেষ সঞ্চালন করে দিয়েছি যা কিয়ামত পর্যন্ত বলবত থাকবে। (ইতিহাস সাক্ষী ইয়াহুদীদের উপর সবচেয়ে বেশী অত্যাচার করেছে খৃষ্টানরা। ২টি বিশ্ব যুদ্ধসহ নানা সময়ে লাখ লাখ ইয়াহুদকে খৃষ্টানরা-ই হত্যা করেছে।) আল্লাহ অচিরেই তাদের অবগত করাবেন নিজ নিজ কর্মফল সম্পর্কে।

يٰٓاَهْلَ الْكِتٰبِ قَدْ جَآءَكُمْ رَسُوْلُنَا يُبَيِّنُ لَكُمْ كَثِيْرًا مِّمَّا كُنْتُمْ تُخْفُوْنَ مِنَ الْكِتٰبِ وَيَعْفُوْا عَنْ كَثِيْرٍ قَدْ جَآءَكُمْ مِّنَ اللّٰهِ نُوْرٌ وَّكِتٰبٌ مُّبِيْنٌ ﴿١٥﴾

নবী মুহাম্মাদ সাঃ

১৫. হে আহলে কিতাব! তোমাদের কাছে এসেছে আমার রাসূল (মুহাম্মাদ।) তোমরা কিতাবের যা গোপন করেছ এর অনেক কিছু-ই সে প্রকাশ করে দেবে আর অনেক কিছু করবে না। আল্লাহর পক্ষ থেকে তোমাদের কাছে এসেছে নূর (ইসলাম, নবী) আর সুস্পষ্ট কিতাব (আল-কুরআন।)

জ্ঞাতব্যঃ এখানে নূর শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে। নূর শব্দের শাব্দিক অর্থ আলো, যা দিয়ে পথ চলা যায়। আল কুরআনে নূর শব্দটি (আমার অনুসন্ধানে) ৩৩ বার ব্যবহৃত হয়েছে। এরমধ্যে অনেক জায়গায় ইসলামকে নূর বলা হয়েছে, অনেক জায়গায় তাওরাত, ইনজীল ও কুরআনকে নূর বলা হয়েছে। অনেক জায়গায় আল্লাহকে নূর বলা হয়েছে, কিছু জায়গায় চন্দ্রকে নূর বলা হয়েছে, কিছু জায়গায় আলোকে নূর বলা হয়েছে। কিছু জায়গায় নবীগণকে নূর বলা হয়েছে। নবীগণকে নূর বলে বুঝানো হয়ঃ নবীর আদর্শ, যার মাধ্যমে পথ চলা সহজ হয়। দুই এক জায়গায় মুহাম্মাদ সাঃকে উদ্দেশ্য করেও নূর শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে। এর মানে মুহাম্মাদ সাঃ সমগ্র মানব জাতির জন্য হেদায়াতের বাতি। তবে এর মানে এই নয় যে তিনি নূরের তৈরি।

يَّهْدِيْ بِهِ اللّٰهُ مَنِ اتَّبَعَ رِضْوَانَهٗ سُبُلَ السَّلٰمِ وَيُخْرِجُهُمْ مِّنَ الظُّلُمٰتِ اِلَى النُّوْرِ بِاِذْنِهٖ وَيَهْدِيْهِمْ اِلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ ﴿١٦﴾

আল্লাহ কাকে হেদায়ত করেন

১৬. যে ব্যক্তি আল্লাহর সন্তুষ্টি কামনা করে আল্লাহ এর (এ নূরের) মাধ্যমে তাকে শান্তির পথে পরিচালিত করেন, এবং তিনি আপন করুণায় তাকে বের করে আনেন সকল প্রকার অন্ধকার (কুফর) থেকে একমাত্র নূর (ইসলাম) এ আপন করুণায় আর তাকে পরিচালিত করেন সোজা পথে।

ঈমান ও আক্বীদাহঃ হেদায়াতের একমাত্র পথ কুরআনের অনুকরণ ও নবীর অনুসরণ। আল্লাহর কিতাব ও রাসূল সাঃ এর সুন্নতের বিপরীতে যা আছে সব বিভ্রান্তি ও মনগড়া। আর এটাকে বলা হয় ইত্তেবায়ে হাওয়া তথা (নিজের বা অন্যের) প্রবৃত্তির অনুকরণ।

لَقَدْ كَفَرَ الَّذِيْنَ قَالُوْٓا اِنَّ اللّٰهَ هُوَ الْمَسِيْحُ ابْنُ مَرْيَمَ ۭ قُلْ فَمَنْ يَّمْلِكُ مِنَ اللّٰهِ شَيْـــًٔا اِنْ اَرَادَ اَنْ يُّهْلِكَ الْمَسِيْحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَاُمَّهٗ وَمَنْ فِي الْاَرْضِ جَمِيْعًا ۭ وَلِلّٰهِ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا ۭ يَخْلُقُ مَا يَشَاۗءُ ۭ وَاللّٰهُ عَلٰي كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ﴿١٧﴾

খৃষ্টান সমাজ ও আল্লাহর সার্বভৌমত্ব

১৭. নিশ্চয় তারা (খৃষ্টানরা) কুফর করেছে যারা বলে "মাসীহ বিন মারইয়াম হলেন খোদা"। (হে নবী! তাদেরকে) জিজ্ঞেস করোঃ আল্লাহ যদি মাসীহ বিন মারইয়ামকে, তার মাকে এবং দুনিয়ার সবাইকে ধ্বংস করে দেন তবে কার সাধ্য আছে যে আল্লাহ থেকে তাদেরকে রক্ষা করবে? আসলে আসমানসমূহ, যমীন এবং উভয়ের মধ্যবর্তী সবকিছুর সার্বিক মালিকানা আল্লাহর। তিনি যা খুশী/যেভাবে খুশী সৃষ্টি করেন। আল্লাহ সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী।

জ্ঞাতব্যঃ মালিকানা দুই প্রকার। বিধিবদ্ধ মালিকানা ও সার্বিক মালিকানা বা সার্বভৌম মালিকানা।

- যে মালিকানা আইনের আওতাধীন, যে মালিকানায় জবাবদিহিতা আছে, যে মালিকানায় নিয়ম বা বিধান মেনে চলতে হয়, এটা হলো বিধিবদ্ধ মালিকানা। আল্লাহ ছাড়া অন্য সকলের মালিকানা বিধিবদ্ধ।
- যে মালিকানা কোনো আইন বা নিয়মের আওতাধীন নয়, যে মালিকানায় কোনো জবাবদিহিতা নেই, যে মালিকানায় যা ইচ্ছা তাই করা যায়, এটা হচ্ছে সার্বিক মালিকানা বা সার্বভৌম মালিকানা। একমাত্র আল্লাহর মালিকানাই সার্বিক ও সার্বভৌম।

وَقَالَتِ الْيَهُوْدُ وَالنَّصٰرٰى نَحْنُ اَبْنٰٓؤُا اللّٰهِ وَاَحِبَّاۗؤُهٗ ۭ قُلْ فَلِمَ يُعَذِّبُكُمْ بِذُنُوْبِكُمْ ۭ بَلْ اَنْتُمْ بَشَرٌ مِّمَّنْ خَلَقَ ۭ يَغْفِرُ لِمَنْ يَّشَاۗءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَّشَاۗءُ ۭ وَلِلّٰهِ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا ۡ وَاِلَيْهِ الْمَصِيْرُ ﴿١٨﴾

ইয়াহুদ ও নাসারা

১৮. ইয়াহুদ ও নাসারা বলেঃ আমরা আল্লাহর সন্তান এবং প্রিয়ভাজন। (তাদেরকে) বলো! তবে কেন পাপের কারণে তিনি তোমাদেরকে সাজা দিয়েছেন?
আসলে তোমরা (অন্যান্য মানুষের মতই) আল্লাহর সৃষ্টি মানুষ। আর (আল্লাহর নিয়ম হলো) তিনি যাকে খুশী ক্ষমা করেন আর যাকে ইচ্ছা সাজা দেন (এ নিয়ম তোমাদের বেলায়ও প্রযোজ্য।) আসমানসমূহ, যমীন এবং মধ্যবর্তি সবকিছুর মালিকানা আল্লাহর আর তাঁর কাছেই প্রত্যাবর্তন।

يٰٓاَهْلَ الْكِتٰبِ قَدْ جَاۗءَكُمْ رَسُوْلُنَا يُبَيِّنُ لَكُمْ عَلٰي فَتْرَةٍ مِّنَ الرُّسُلِ اَنْ تَقُوْلُوْا مَا جَاۗءَنَا مِنْۢ بَشِيْرٍ وَّلَا نَذِيْرٍ ۡ فَقَدْ جَاۗءَكُمْ بَشِيْرٌ وَّنَذِيْرٌ ۭ وَاللّٰهُ عَلٰي كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ﴿١٩﴾

নবী মুহাম্মাদ সাঃ

১৯. হে আহলে কিতাব! রাসূলগণের ধারাবাহিকতায় (প্রায় ৫৭৭ বছরের) দীর্ঘ বিরতির পর তোমাদের কাছে এসেছে আমার রাসূল (মুহাম্মাদ) যে তোমাদেরকে স্পষ্ট করে বলে দেবে (সবকিছু।) এখন তোমরা আর বলতে পারবে না "আমাদের কাছে কোনো সাবধানকারী ও সুসংবাদদাতা আসেননি"। কারণ এখন তোমাদের কাছে সাবধানকারী ও সুসংবাদদাতা এসে গেছে। আর (জেনে রাখো!) আল্লাহ সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী।

জ্ঞাতব্যঃ রাসূল সাঃ নবী হয়েছে ৬১০ ঈসায়ী সনে। মানে ঈসা আঃ এর জন্মের ৬১০ বছর পর। ঈসা আঃ জন্ম থেকে-ই নবী ছিলেন এবং ৩৩ বছর বয়সে আকাশে আরোহণ করেছেন। সে মতে ঈসা আঃ এর আকাশে আরোহণ থেকে মুহাম্মাদ সাঃ এর নবুয়ত পর্যন্ত সময়কাল হলো ৫৭৭ বছর।

وَ اِذْ قَالَ مُوْسٰى لِقَوْمِهٖ يٰقَوْمِ اذْكُرُوْا نِعْمَةَ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ اِذْ جَعَلَ فِيْكُمْ اَنْۢبِيَآءَ وَ جَعَلَكُمْ مُّلُوْكًا ۖ وَّ اٰتٰىكُمْ مَّا لَمْ يُؤْتِ اَحَدًا مِّنَ الْعٰلَمِيْنَ ﴿٢٠﴾ يٰقَوْمِ ادْخُلُوا الْاَرْضَ الْمُقَدَّسَةَ الَّتِيْ كَتَبَ اللّٰهُ لَكُمْ وَ لَا تَرْتَدُّوْا عَلٰۤى اَدْبَارِكُمْ فَتَنْقَلِبُوْا خٰسِرِيْنَ ﴿٢١﴾ قَالُوْا يٰمُوْسٰۤى اِنَّ فِيْهَا قَوْمًا جَبَّارِيْنَ ۖ وَ اِنَّا لَنْ نَّدْخُلَهَا حَتّٰى يَخْرُجُوْا مِنْهَا ۚ فَاِنْ يَّخْرُجُوْا مِنْهَا فَاِنَّا دٰخِلُوْنَ ﴿٢٢﴾ قَالَ رَجُلٰنِ مِنَ الَّذِيْنَ يَخَافُوْنَ اَنْعَمَ اللّٰهُ عَلَيْهِمَا ادْخُلُوْا عَلَيْهِمُ الْبَابَ ۚ فَاِذَا دَخَلْتُمُوْهُ فَاِنَّكُمْ غٰلِبُوْنَ ۙ وَ عَلَى اللّٰهِ فَتَوَكَّلُوْۤا اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ ﴿٢٣﴾ قَالُوْا يٰمُوْسٰۤى اِنَّا لَنْ نَّدْخُلَهَاۤ اَبَدًا مَّا دَامُوْا فِيْهَا فَاذْهَبْ اَنْتَ وَ رَبُّكَ فَقَاتِلَاۤ اِنَّا هٰهُنَا قٰعِدُوْنَ ﴿٢٤﴾ قَالَ رَبِّ اِنِّيْ لَاۤ اَمْلِكُ اِلَّا نَفْسِيْ وَ اَخِيْ فَافْرُقْ بَيْنَنَا وَ بَيْنَ الْقَوْمِ الْفٰسِقِيْنَ ﴿٢٥﴾

মূসা আঃ এর যুদ্ধের আহ্বান এবং বানী-ইসরাঈলের অস্বীকৃতি

২০. (স্মরণ করো) যখন মূসা বললঃ হে আমার জাতি! তোমাদের উপর আল্লাহর নিয়ামত স্মরণ করো; তিনি তোমাদের মাঝে অনেক রাসূল পাঠিয়েছেন, বানিয়েছেন অনেক বাদশা। তিনি তোমাদেরকে অনেক কিছু দিয়েছেন যা বিশ্বে আর কাউকে দেননি।

২১. হে আমার জাতি! এ পবিত্র যমীনে প্রবেশ (যুদ্ধ করে জেরুছালেম/জেরুজালেম পুনঃদখল) করাকে আল্লাহ তোমাদের উপর ফরজ করে দিয়েছেন। তাই (শত্রুকে হটিয়ে) তোমরা এখানে প্রবেশ করো, (শত্রুর ভয়ে) পিছন ফিরে যেও না। এতে তোমরা ক্ষতিগ্রস্থ হয়ে যাবে।

জ্ঞাতব্যঃ মূসা আঃ এর এ আহ্বানের পর তারা যুদ্ধ করতে রাজি হয়েছিল। মূসা আঃ তাদের থেকে আনুগত্য ও যুদ্ধের শপথ নিয়েছিলেন এবং শত্রুর অবস্থা পর্যবেক্ষনের জন্য ১২জন নেতাকে পাঠিয়েছিলেন। কিন্তু পরে শত্রুর ভয়ে ভীত হয়ে তারা যুদ্ধ করতে অস্বীকার করেছিল। যে কথা বলা হয়েছে একটু আগে ১২তম আয়াতে।

২২. তারা (মূসা আঃ যে ১২ জনকে পাঠিয়েছিলেন তাদের ১০ জন) বললঃ মুসা! এখানকার (জেরুছালেম/জেরুজালেমের) অধিবাসীরা অনেক শক্তিশালী। (তাদের মোকাবিলার সাধ্য আমাদের

নেই) যতক্ষণ তারা থাকবে আমরা সেখানে যাব না, তারা বের হয়ে যাবার পর আমরা সেখানে প্রবেশ করব।

২৩. (১২ জনের) যে দুজন আল্লাহর নিয়ামতের (জবাবদিহিতার) ব্যাপারে ভীত ছিল তারা (তাদের অনুগত সেনাদেরকে) বললঃ তোমরা সদর দরজা দিয়ে (শহরে) প্রবেশ করবে এবং (আল্লাহর হুকুম মেনে শহরে) প্রবেশ করলে তোমরা অবশ্যই বিজয়ী হবে। আর তোমরা শুধু আল্লাহর উপর-ই তাওয়াক্কুল করবে যদি তোমরা মুঅমিন হয়ে থাকো। (যথাসাধ্য কর্ম সম্পাদন করে ফলের জন্য আল্লাহর উপর ভরসা করার নাম তাওয়াক্কুল।)

২৪. তারা (ওই ২নেতা ছাড়া গোটা ইয়াহুদ সমাজ) বললঃ মুসা! যতক্ষণ শত্রুরা (শহরে) থাকবে আমরা সেখানে যাব না। (যুদ্ধ করতে চাইলে) তুমি আর তোমার রাব্ব গিয়ে যুদ্ধ করো, আমরা এখানেই বসে থাকলাম।

২৫. মুসা বললঃ হে রাব্ব! (এরা তাদের অঙ্গীকার ভঙ্গ করে যুদ্ধ থেকে পালাচ্ছে এবং আমার আনুগত্য থেকে বেরিয়ে গেছে। তাই আমি এদের ব্যাপারে আর কিছু বলতে পারছি না।) আমি কেবল আমার আর আমার ভাইয়ের জিম্মাদার। (আমরা দুই ভাই যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত।) আমাদেরকে ওই পাপিষ্ঠদের থেকে আলাদা করে দাও।

ঈমান ও আক্বীদাহঃ যুদ্ধ থেকে পালানো মহাপাপ। যে ৭টি মহাপাপকে রাসূল সাঃ ধ্বংসাত্বক ৭ বলে অভিহিত করেছেন এর অন্যতম একটি হচ্ছে যুদ্ধ থেকে পালানো। যে মুসলিম যুদ্ধ থেকে পালিয়ে যায় অথবা পালিয়ে থাকে অথবা যুদ্ধকে অপছন্দ করে সে মুনাফিক হয়ে যায়।

মুনাফিক মানুষের চোখে মুসলিম হলেও আল্লাহর তালিকায় কাফির। মুনাফিক চির জাহান্নামী। মুনাফিকের জন্য নিম্নতম জাহান্নাম। মুনাফিকের নামায, রোজা, হজ্জ, যাকাত দান খয়রাত সব নিষ্ফল ও বরবাদ হয়ে যায়। মুনাফিক মারা গেলে তাদের জানাযায় শরীক হওয়া এবং তাদের জন্য দোয়া করাও নিষিদ্ধ। পরকালে মুনাফিকের জন্য শাফায়াত করতে কাউকে অনুমতি দেয়া হবে না।

قَالَ فَإِنَّهَا مُحَرَّمَةٌ عَلَيْهِمْ أَرْبَعِينَ سَنَةً ۚ يَتِيهُونَ فِي الْأَرْضِ ۗ فَلَا تَأْسَ عَلَى الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ ﴿٢٦﴾

যুদ্ধ থেকে পালানোর সাজা

২৬. আল্লাহ বললেন (যুদ্ধ থেকে পালানোর সাজা স্বরূপ) আমি চল্লিশ বছরের জন্য তাদের তরে (এখান থেকে বের হওয়া) হারাম করে দিলাম। (৪০ বছর) তারা এখানেই ঘুরপাক খাবে। সুতরাং (হে মূসা!) ওই পাপিষ্ঠদের জন্য আফসোস করো না। (তারা বর্তমান মিশরের "তীহ" উপত্যকায় ৪০ বছর ঘুরপাক খেয়েছে)

وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ ۘ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ ۗ قَالَ لَأَقْتُلَنَّكَ ۖ قَالَ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ ﴿٢٧﴾

হাবিল ও কাবিলঃ কেবল মুত্তাক্বীদের আ'মাল-ই কবুল করা হয়

২৭. (হে নবী!) আদমের দুই ছেলের (হাবিল ও কাবিলের) কাহিনী লোকদের কাছে বর্ণনা করো। যখন তারা উভয়ে (দুই ভাইয়ের মাঝে কে সঠিক এটা নির্ধারনের জন্য একজনে মেষ আর একজনে তার উৎপাদিত কৃষিপণ্য আল্লাহর নামে) কুরবানী করলো, তখন তাদের একজনের (হাবিলের কুরবানী) কবুল করা হলো আর অন্যজনের (কাবিলের কুরবানী) কবুল করা হলো না। (কাবিলের কুরবানী কবুল না হওয়ায় সে রেগে গেল এবং এজন্য হাবিলকে দায়ী করে) বললঃ আমি তোমাকে মেরে ফেলব। (হাবিল) বললঃ (তোমার কুরবানী কবুল না হওয়ার জন্য আমি দায়ী নই। তুমি পাপ পথ ছেড়ে দাও এবং ভালো হয়ে যাও। তখন তোমার কুরবানীও কবুল হবে। কারণ) আল্লাহ কেবল মুত্তাক্বীদের থেকে-ই (তাদের আ'মাল) কবুল করে থাকেন।

জ্ঞাতব্যঃ মুত্তাক্বী শব্দটি এসেছে আরবী তাক্বওয়া থেকে। আর তাক্বওয়ার মূল শব্দ বিক্বায়াহ অর্থ বেঁচে থাকা, বিরত থাকা। ইসলামী পরিভাষায় যাবতীয় কুফর শিরক ও মহাপাপ থেকে বিরত থাকার নাম তাকওয়া। আর যে ব্যক্তি তাকওয়া অর্জন করলো (তথা কুফর শিরক ও পাপাচার থেকে বেঁচে থাকল) তাকে বলা হয় মুত্তাক্বী। উল্লেখ্য তাক্বওয়ার ৩টি স্তর রয়েছে। যথা.. অত্যাবশ্যকীয় তাক্বওয়া, আবশ্যক্যকীয় তাক্বওয়া এবং পরিপূর্ণ তাক্বওয়া।

অত্যাবশ্যকীয় তাক্বওয়াঃ প্রতিটি মুসলিমের জন্য অত্যাবশ্যকীয় তাকওয়া হলো সকল প্রকার কুফর ও শিরক থেকে বেঁচে থাকা। মুসলিম পুরুষ নারী সবাইকে অত্যাবশ্যকীয়ভাবে এ তাকওয়া অর্জন করতে হবে। নতুবা তার ঈমান বাঁচানো সম্ভব হবে না। বরং তখন তার ঈমান নষ্ট হয়ে যাবে এবং সে মুনাফিক হয়ে চির জাহান্নামী হয়ে যাবে।

আবশ্যকীয় তাক্বওয়াঃ প্রতিটি মুঅমিনের জন্য আবশ্যকীয় তাক্বওয়া হলো সকল প্রকার কাবীরাহ তথা মহাপাপ থেকে বেঁচে থাকা। মুঅমিন হতে হলে এবং মুঅমিন হিসেবে জীবন যাপন করতে হলে অবশ্যই এতোটুকু তাকওয়া অর্জন করতে হবে। নতুবা সে ফাসিক হয়ে যাবে এবং তার আখেরাত অনিশ্চিত হয়ে যাবে।

পরিপূর্ণ তাক্বওয়াঃ অর্থাৎ ছোট-বড় সকল প্রকার পাপ থেকে বেঁচে থাকা, যা মানুষের পক্ষে প্রায় অসম্ভব। মহান আল্লাহই কেবল তার পছন্দের বান্দাকে এমন তাক্বওয়ার অধিকারী করতে পারেন।

পর্যালোচনাঃ আল্লাহর নীতি হলোঃ তিনি শুধু মুত্তাক্বীদের ইবাদাত-ই কবুল করেন। বিশেষত যাদের অত্যাবশ্যকীয় তাক্বওয়াটুকুও নেই, যারা কুফর শিরকের মত মহাপাপের সাথে জড়িয়ে মুনাফিক হয়ে যায়; আল্লাহ্ তাদের ইবাদাত কবুল করেন না।

কবুলের আলামতঃ তখনকার সময়ে কুরবানীকৃত বস্তু কবুল করার জন্য আল্লাহর কাছে দোয়া করা হতো। কুরবানী কবুল হলে আকাশ থেকে আগুন এসে এটাকে জ্বালিয়ে যেত, এটা ছিল কুরবানী কবুলের আলামত। আর কুরবানী কবুল না হলে কুরবানীকৃত বস্তু এভাবেই পড়ে থাকত।

لَئِنْۢ بَسَطْتَّ اِلَيَّ يَدَكَ لِتَقْتُلَنِيْ مَآ اَنَا بِبَاسِطٍ يَّدِيَ اِلَيْكَ لِاَقْتُلَكَ ۚ اِنِّيْٓ اَخَافُ اللّٰهَ رَبَّ الْعٰلَمِيْنَ ﴿٢٨﴾
اِنِّيْٓ اُرِيْدُ اَنْ تَبُوْٓءَا بِاِثْمِيْ وَاِثْمِكَ فَتَكُوْنَ مِنْ اَصْحٰبِ النَّارِ ۚ وَذٰلِكَ جَزٰٓؤُا الظّٰلِمِيْنَ ﴿٢٩﴾ فَطَوَّعَتْ لَهٗ
نَفْسُهٗ قَتْلَ اَخِيْهِ فَقَتَلَهٗ فَاَصْبَحَ مِنَ الْخٰسِرِيْنَ ﴿٣٠﴾ فَبَعَثَ اللّٰهُ غُرَابًا يَّبْحَثُ فِي الْاَرْضِ لِيُرِيَهٗ

كَيْفَ يُوَارِيْ سَوْءَةَ اَخِيْهِ ؕ قَالَ يٰوَيْلَتٰى اَعَجَزْتُ اَنْ اَكُوْنَ مِثْلَ هٰذَا الْغُرَابِ فَاُوَارِيَ سَوْءَةَ اَخِيْ ۚ فَاَصْبَحَ مِنَ النّٰدِمِيْنَ ﴿٣١﴾

লাশ দাফনের ব্যবস্থা

২৮-২৯. (হাবিল আরও বলল) তুমি আমাকে হত্যা করতে হাত বাড়ালেও আমি তোমাকে হত্যার জন্য হাত বাড়াব না। কারণ আমি রাব্বুল আ'লামীন আল্লাহকে ভয় করি। আমি চাই তুমি আমার ও তোমার পাপ বহন করে জাহান্নামীদের সঙ্গী হও। আর এটাই হলো জালিমদের পরিণতি।

৩০. সে (কাবিল) তার ভাইকে হত্যা করতে এভাবেই উদ্যত হলো এবং হত্যা করে ফেলল। ফলে সে (চিরতরে) ক্ষতিগ্রস্থ হয়ে গেল।

৩১. (হত্যার পর কাবিল ভাইয়ের লাশ নিয়ে বিপাকে পড়লো। তখন তাকে শিক্ষা দেবার জন্য) আল্লাহ একটি কাকপক্ষী পাঠালেন। (কাবিল মৃতদেহ বহন করে ক্লান্ত হয়ে বিশ্রাম করছিল) কাকপক্ষীটি (কাবিলের চোখের সামনে আরেকটি কাককে মেরে) মাটি খুঁড়ে (মৃত কাককে দাফন করে) দেখিয়ে দিল ভাইয়ের লাশ কীভাবে দাফন করতে হয়। (কাকপক্ষীর কান্ড দেখে অবাক হয়ে কাবিল) বললঃ হায় হায়! আমি ওই কাকপক্ষীর মতও হতে পারলাম না। ভাইয়ের মৃত দেহ দাফন করার (বুদ্ধিটাও আমার হলো না) আর এজন্য সে লজ্জিত হলো।

জ্ঞাতব্যঃ এটাই ছিল দুনিয়ার প্রথম মৃত ব্যক্তি। মানব ইতিহাসের প্রথম মর্ত্যটি ছিল হত্যাকান্ড। একজন মন্দ ব্যক্তি তার নিজের দোষ অন্যের ঘাড়ে চাপিয়ে একজন ভালো মানুষকে হত্যা করেছিল। আর মৃত ব্যক্তির লাশ দাফন মানুষ শিখেছিল কাক থেকে।

مِنْ اَجْلِ ذٰلِكَ كَتَبْنَا عَلٰى بَنِيْٓ اِسْرَآءِيْلَ اَنَّهٗ مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ اَوْ فَسَادٍ فِي الْاَرْضِ فَكَاَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيْعًا ؕ وَمَنْ اَحْيَاهَا فَكَاَنَّمَآ اَحْيَا النَّاسَ جَمِيْعًا ؕ وَلَقَدْ جَآءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنٰتِ ثُمَّ اِنَّ كَثِيْرًا مِّنْهُمْ بَعْدَ ذٰلِكَ فِي الْاَرْضِ لَمُسْرِفُوْنَ ﴿٣٢﴾

হত্যার পরিণাম

৩২. আর এজন্য-ই আমি বাণী-ইসরাঈলের তরে লিখে দিয়েছিলামঃ যে ব্যক্তি হত্যা বা ফাসাদ (কুফর, শিরক, ডাকাতির মত জঘন্য অপরাধ) ছাড়া কাউকে হত্যা করলো সে যেন সকল মানুষকে হত্যা করলো আর যে ব্যক্তি কোনো মানুষের জীবন বাঁচালো সে যেন সকল মানুষের জীবন বাঁচালো। আমার রাসূলগণ মানুষের কাছে এসেছিল বায়্যিনাত (সুস্পষ্ট প্রমাণাদি) নিয়ে। তাসত্ত্বেও অধিকাংশ মানুষ যমীনে ফাসাদ করে থাকে।

إِنَّمَا جَزٰٓؤُا الَّذِيْنَ يُحَارِبُوْنَ اللّٰهَ وَ رَسُوْلَهٗ وَ يَسْعَوْنَ فِي الْاَرْضِ فَسَادًا اَنْ يُّقَتَّلُوْٓا اَوْ يُصَلَّبُوْٓا اَوْ تُقَطَّعَ اَيْدِيْهِمْ وَ اَرْجُلُهُمْ مِّنْ خِلَافٍ اَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْاَرْضِ ؕ ذٰلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَ لَهُمْ فِي الْاٰخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيْمٌ ﴿٣٣﴾ اِلَّا الَّذِيْنَ تَابُوْا مِنْ قَبْلِ اَنْ تَقْدِرُوْا عَلَيْهِمْ ۚ فَاعْلَمُوْٓا اَنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ﴿٣٤﴾

ইসলামী সরকারের সাথে বিদ্রোহের পরিণাম

পটভূমিঃ রাসূল সাঃএর সময়ে উ'রাইনাহ সম্প্রদায়ের কিছু লোক মদীনাহ এসে ইসলাম গ্রহণ করেছিল কিন্তু মদিনার আবহাওয়ায় তারা অসুস্থ হয়ে পড়লো। রাসূল সাঃ তাদেরকে মদীনার বাইরে সরকারী পশু খামারে পাঠিয়ে দিলেন এবং বলে দিলেন "তোমরা উঠের পেশাব ও দুধ পান করবে"।

তারা সুস্থ হবার পর মুরতাদ হয়ে গেল এবং সরকারী খামারের রক্ষককে হত্যা করে খামারের পশু নিয়ে পালিয়ে গেল (যা ছিল ইসলামী সরকারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের শামিল।) রাসূল সাঃ ঘটনা জানতে পেরে তাদের ধরে আনার জন্য এক ঝটিকা দল প্রেরণ করলেন। দুপুরের দিকে তাদেরকে ধরে আনা হলো এবং বিচারের পর তাদের মৃত্যুদন্ড বাস্তবায়িত করা হলো। (কুরতুবীঃ ঘটনাটি আবু-দাউদসহ অনেক কিতাবে বর্ণিত হয়েছে) এর পরিপ্রেক্ষিতে নাযিল হলো...

৩৩. যারা আল্লাহ ও রাসূলের (ইসলামী সরকারের) বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে, যমীনে ফাসাদ করে, এদের সাজা হলো (অপরাধ অনুপাতে) মৃত্যুদণ্ড দেওয়া, শূলিতে চড়ানো, হাত ও পা বিপরীত দিক থেকে (ডান হাত, বাম পা) কেটে ফেলা অথবা দেশান্তর করা। এসব হলো দুনিয়ার লাঞ্ছনা। আর আখেরাতে তাদের তরে কঠিন আযাব।

৩৪. তবে তোমরা (সরকারের পুলিশ বা আর্মি) গ্রেফতার করার আগে তারা যদি তাওবাহ করে নেয় (তবে তাদের মাফ করে দিও) জেনে রাখো! আল্লাহ ক্ষমাশীল, দয়াময়।

আইন ও বিধানঃ মুরতাদ হওয়া, বিদ্রোহ করা, গুম, হত্যা, ডাকাতি, রাহাজানি ইত্যাদি মহাপাপ। ইসলামী বিধান মতে এসব পাপের সাজা বড় ভয়াবহ। এমনকি অপরাধ অনুপাতে মৃত্যুদন্ড ও হতে পারে। ইসলামী আদালত অপরাধের ধরণ বুঝে তাদের বিচার করবে এবং সরকার এ বিচারের রায় বাস্তবায়ন করবে।

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ وَ ابْتَغُوْٓا اِلَيْهِ الْوَسِيْلَةَ وَ جَاهِدُوْا فِيْ سَبِيْلِهٖ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ ﴿٣٥﴾

ওয়াসীলাহ/জীবনে সফল হতে চাইলে যে ৩টি কাজ করতে হবে

৩৫. ওহে যারা ঈমান এনেছো (শোনো!) তোমরা আল্লাহর তাকওয়া অর্জন করো এবং আল্লাহর ওয়াসীলাহ (সান্নিধ্য) অনুসন্ধান করো আর আল্লাহর পথে জিহাদ করো। এতে তোমরা সফল হতে পারবে।

ঈমান ও আক্বীদাহঃ ওয়াসীলাহ অর্থ মাধ্যম, উপায়, উপকরণ, সান্নিধ্য। কোনো লক্ষ্য অর্জনের জন্য যেসব উপায় বা উপকরণ ব্যবহার করা হয় এসবই হলো ওয়াসীলাহ। মানব জীবনের মূল লক্ষ্য হলো আল্লাহর নৈকট্য অর্জন করা। তাই যে ইবাদাতের মাধ্যমে আল্লাহর নৈকট্য অর্জন করা হয় এসবই হলো ওয়াসীলাহ। হাসান বসরী, মুজাহিদ, ক্বাতাদাহ, আ'ত্বা, সুদ্দী, বিন যাইদ, আব্দুল্লাহ বিন কাছীর রাহিঃ সহ তাফসীর ও হাদীছের প্রসিদ্ধ প্রায়

সকল ইমামই এখানে ওয়াসীলাহ শব্দের এমন অর্থ বর্ণনা করেছেন। (দেখুন তাফসীর কুরতুবী) কিন্তু আমাদের সমাজের এক শ্রেণীর ভন্ড পীর মানুষকে বুঝায় ওয়াসীলাহ অর্থ পীর ধরা।

জ্ঞাতব্যঃ উক্ত আয়াতে সফলতার মাধ্যম হিসেবে তিনটি কাজ করতে বলা হয়েছে। যথা..

- ❖ আল্লাহর তাকওয়া অর্জন করা (তথা আল্লাহর ভয়ে কুফর, শিরক ও যাবতীয় কাবীরাহ গোনাহ থেকে বিরত থাকা)
- ❖ ওয়াসীলাহ অনুসন্ধান করা (তথা ভেজালমুক্ত ইবাদাতের মাধ্যমে আল্লাহর নৈকট্য অর্জনের চেষ্টা করা)
- ❖ আল্লাহর পথে জিহাদ করা। (তথা দ্বীন কায়েম, দ্বীনের প্রতিরক্ষা ও উম্মতের জন্য যুদ্ধসহ সর্বাত্মক প্রচেষ্টা অব্যহত রাখা)

যে মুসলিম তার বাস্তব জীবনে এ তিনটি কাজের সমন্বয় ঘটাতে পারবে সে সফল হবে, ইন শা-আল্লাহ।

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ أَنَّ لَهُمْ مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا وَّ مِثْلَهُ مَعَهُ لِيَفْتَدُوا بِهِ مِنْ عَذَابِ يَوْمِ الْقِيٰمَةِ مَا تُقُبِّلَ مِنْهُمْ ۚ وَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿٣٦﴾ يُرِيدُونَ أَنْ يَّخْرُجُوا مِنَ النَّارِ وَ مَا هُمْ بِخٰرِجِينَ مِنْهَا وَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّقِيمٌ ﴿٣٧﴾

কুফরের পরিণাম

৩৬-৩৭. (দুনিয়ার জীবনে) যারা কুফর করবে তারা পরকালের আযাব থেকে বাঁচার জন্য দুনিয়ার সবকিছু এবং সাথে এর সমপরিমাণ (আরও সম্পদ) ফিদয়াহ (মুক্তিপণ হিসেবে) দিলেও কোনো কাজ হবে না, তাদের তরে যন্ত্রনাদায়ক আযাব। তারা জাহান্নাম থেকে বেরিয়ে যেতে চাইবে কিন্তু পারবে না। তাদের তরে চিরস্থায়ী আযাব।

ঈমান ও আক্বীদাহঃ কুফর অর্থ গোপন করা, অবিশ্বাস করা, অস্বীকার করা, অমান্য করা, অবজ্ঞা করা, ইত্যাদি। আল্লাহর দেওয়া কোনো তথ্য গোপন করা বা অবিশ্বাস করা অথবা আল্লাহর বিধান মানতে অস্বীকার বা অমান্য করা অথবা আল্লাহর কোনো বিধানকে অবজ্ঞা বা অবহেলা করা কুফর। আল্লাহর কোনো বিধান নিয়ে ঠাট্টা মশকারা করা এবং যাদু করাও কুফর।

কুফর করলে ঈমান বিনষ্ট হয়ে সকল আ'মাল ও ইবাদত নিষ্ফল ও বরবাদ হয়ে যায়। কোনো মুসলিম কোনো প্রকার কুফর বা শিরকে জড়িয়ে পড়লে সে ঈমান হারা হয়ে চিরজাহান্নামী মুনাফিক হয়ে যায়। এমন মানুষ মারা গেলে তাদের জানাযা পড়া এবং তাদের জন্য দোয়া করাও নিষিদ্ধ। (দেখুন সূরাহ তাওবাহঃ ৮৪)

وَ السَّارِقُ وَ السَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَآءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللّٰهِ ۗ وَ اللّٰهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٣٨﴾

চোরের সাজা বিষয়ক আইন

৩৮. চোর এবং চোরনী; তাদের (সাজা সরুপ) উভয়ের হাত কেটে ফেল। এটা হলো আল্লাহর পক্ষ থেকে তাদের কৃতকর্মের উপযুক্ত সাজা। আল্লাহ মহাপরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময় (সুতরাং এমন সাজার মধ্যে অনেক প্রজ্ঞা লুকায়িত আছে যদিও তোমরা বুঝ না।)

আইন ও বিধানঃ

- ❖ কোনো পাপের জন্য আল্লাহর নির্ধারিত সাজাকে হুদুদ (এক বচনে হাদ্দ) বলা হয়।
- ❖ চুরির সাজা আল্লাহ কর্তৃক নির্ধারিত, তাই এটাও একটি হাদ্দ।
- ❖ সংরক্ষিত স্থান থেকে চুরি করলে হাদ্দ প্রয়োগ করা যায়।

- ❖ উন্মুক্ত স্থান থেকে চুরি করলে হাদ্দ প্রয়োগ করা যায় না। বরং আদালত বা রাষ্ট্রের পক্ষ থেকে অন্য সাজা দিতে হয়।
- ❖ চুরির হাদ্দ প্রয়োগের জন্য একটি নির্ধারিত পরিমাণ রয়েছে। এ পরিমানের কম সম্পদ চুরি করলে হাদ্দ প্রয়োগ হবে না।
- ❖ চুরি প্রমাণ করতে হলে দুইজন মুত্তাক্বী পুরুষ সাক্ষীর সাক্ষ্য প্রয়োজন। যথেষ্ট প্রমাণ ছাড়া হাদ্দ কায়েম করা হবে না।
- ❖ যে মালে চুরের অংশ আছে এমন মাল চুরি করলে হাদ্দ প্রয়োগ হবে না বরং অন্য বিচার হবে।
- ❖ সরকারী মাল চুরি করলে হাদ্দ প্রয়োগ হবে না তবে অন্য সাজা দেওয়া যাবে।
- ❖ যে মালের মালিকানা পরিপূর্ণভাবে সুপ্রতিষ্ঠিত নয় (যেমনঃ পানিতে মাছ, জংগলে পশু, মুক্ত পাখি) এমন মাল চুরি করলে হাদ্দ প্রয়োগ হবে না।
- ❖ চুরাইকৃত মালামাল কারো কাছে পাওয়া গেলে হাদ্দ প্রয়োগের জন্য এটা যথেষ্ট প্রমাণ হিসেবে বিবেচিত হবে না। তবে এ মাল অবশ্যই ফিরত দিতে হবে।
- ❖ কোনো অপরাধে কেউ সাক্ষী হলে ন্যায় বিচারের স্বার্থে সাক্ষী দেয়া আবশ্যক, সাক্ষ্য গোপন করা অন্যায়। কিন্তু হুদুদের সাক্ষ্য গোপন করা উত্তম। অর্থাৎ, যেসব মামলায় সাক্ষ্য না দিলে মানুষের অধিকার নষ্ট হয় এতে সাক্ষ্য দেয়া আবশ্যক। আর যেসব মামলায় সাক্ষ্য না দিলে মানুষ হুদুদ থেকে বেঁচে যায়, এসব মামলায় সাক্ষ্য না দেয়া উত্তম।
- ❖ চুরির মামলায় সাক্ষ্য না দিলে চোর হাদ্দ থেকে বেঁচে যায় তবে মালিকের অধিকার নষ্ট হয়। তাই এখানে বলবেঃ আমি জানি এসব মালামাল অমুক ব্যক্তির। তবে কেমন করে এর কাছে এসেছে বা সে কেন নিয়েছে জানি না। এতে মালিক তার সম্পদ ফিরত পাবে, চোরও হাদ্দ থেকে বেঁচে যাবে। (দেখুন কুদুরীঃ সাক্ষ্য অধ্যায়)

فَمَنْ تَابَ مِنْۢ بَعْدِ ظُلْمِهٖ وَ اَصْلَحَ فَاِنَّ اللّٰهَ يَتُوْبُ عَلَيْهِ ؕ اِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ﴿٣٩﴾ اَلَمْ تَعْلَمْ اَنَّ اللّٰهَ
لَهٗ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ ؕ يُعَذِّبُ مَنْ يَّشَآءُ وَ يَغْفِرُ لِمَنْ يَّشَآءُ ؕ وَ اللّٰهُ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ﴿٤٠﴾

তাওবাহ ও সার্বভৌমত্ব

৩৯. অপরাধ করার পর যে ব্যক্তি তাওবাহ করলো এবং নিজেকে শুধরে নিল; আল্লাহ তার তাওবাহ কবুল করেন। নিশ্চয় আল্লাহ ক্ষমাশীল, দয়াময়।

জ্ঞাতব্যঃ তাওবাহ অর্থ ফিরে আসা। পাপ ছেড়ে সৎপথে ফিরে আসাকে তাওবাহ বলা হয়। তাওবাহ করার পর অতীত পাপের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করতে হয়। অতীত পাপের জন্য আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করার নাম ইস্তিগফার। তাওবাহ ও ইস্তিগফারের মাধ্যমের অতীতের সকল গোনাহ মাফ হয়ে যায়।

৪০. তুমি কি জানো না? আসমানসমূহের এবং যমীনের সার্বভৌমত্ব একমাত্র আল্লাহর? তিনি যাকে ইচ্ছা আযাব দেন, যাকে খুশী মাফ করে দেন। আল্লাহ সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী।

জ্ঞাতব্যঃ মালিকানা দুই প্রকার। বিধিবদ্ধ মালিকানা ও সার্বিক মালিকানা বা সার্বভৌম মালিকানা।

- ❖ যে মালিকানা আইনের আওতাধীন, যে মালিকানায় জবাবদিহিতা আছে, যে মালিকানায় নিয়ম বা বিধান মেনে চলতে হয়, এটা হলো বিধিবদ্ধ মালিকানা। আল্লাহ ছাড়া অন্য সকলের মালিকানা বিধিবদ্ধ।
- ❖ যে মালিকানা কোনো আইন বা নিয়মের আওতাধীন নয়, যে মালিকানায় কোনো জবাবদিহিতা নেই, যে মালিকানায় যা ইচ্ছা তাই করা যায়, তা হচ্ছে সার্বিক মালিকানা বা সার্বভৌম মালিকানা। একমাত্র আল্লাহর মালিকানাই সার্বিক ও সার্বভৌম।

يٰٓاَيُّهَا الرَّسُوْلُ لَا يَحْزُنْكَ الَّذِيْنَ يُسَارِعُوْنَ فِي الْكُفْرِ مِنَ الَّذِيْنَ قَالُوْٓا اٰمَنَّا بِاَفْوَاهِهِمْ وَ لَمْ تُؤْمِنْ قُلُوْبُهُمْ ۛ وَ مِنَ الَّذِيْنَ هَادُوْا ۛ سَمّٰعُوْنَ لِلْكَذِبِ سَمّٰعُوْنَ لِقَوْمٍ اٰخَرِيْنَ ۙ لَمْ يَاْتُوْكَ ؕ يُحَرِّفُوْنَ الْكَلِمَ مِنْۢ بَعْدِ مَوَاضِعِهٖ ۚ يَقُوْلُوْنَ اِنْ اُوْتِيْتُمْ هٰذَا فَخُذُوْهُ وَ اِنْ لَّمْ تُؤْتَوْهُ فَاحْذَرُوْا ؕ وَ مَنْ يُّرِدِ اللّٰهُ فِتْنَتَهٗ فَلَنْ تَمْلِكَ لَهٗ مِنَ اللّٰهِ شَيْـًٔا ؕ اُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ لَمْ يُرِدِ اللّٰهُ اَنْ يُّطَهِّرَ قُلُوْبَهُمْ ؕ لَهُمْ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ ۖ وَّ لَهُمْ فِي الْاٰخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيْمٌ ﴿٤١﴾

মুনাফিক, ইয়াহুদ ও তাহরীফ

৪১. হে রাসূল! (তোমার উম্মতের মাঝে কিছু মানুষ এমন আছে) যারা মুখে বলে "ঈমান এনেছি" কিন্তু অন্তর দিয়ে ঈমান আনে না (ঐ মুনাফিকরা) আর ইয়াহুদরা কুফরের দিকে দ্রুত ধাবমান হচ্ছে। তাই এদের কুফরের দিকে ধাবিত হওয়া যেন তোমাকে ভাবনায় না ফেলে।

(কারণ) তারা মিথ্যাচার শোনতে অভ্যস্ত (তাই শয়তান মার্কা মানুষের মিথ্যাচার শোনে কুফরের দিকে ধাবমান হচ্ছে।) আরও কিছুলোক (মানব শয়তান) আছে যারা এখনো তোমার কাছে আসেনি (তবে ভবিষ্যতে আসবে) এরা (ঐ মুনাফিকরা) তখন তাদের কথাও শোনবে। (অর্থাৎ যে যুগে যে কাফির-ই আসুক, মুনাফিকরা ওই কাফিরের কথা শোনবে, মেনে নিবে এবং কুফরের দিকে ধাবমান হবে। এটাই মুনাফিকদের রীতি।)

তারা আল্লাহর বাণীকে তার সঠিক অবস্থান থেকে তাহরীফ করে (আর তোমার কাছে মামলা পাঠিয়ে) বলে "এমন (ফয়সালা) দিলে মেনে নেবে আর এমন দিলে মানবে না" (এমনটি করেছিল একদল ইয়াহুদ উলামা। তারা রাসূল সাঃ এর কাছে যিনার মামলা পাঠিয়ে বলেছিলঃ "রাজম" এর সাজা দিলে মানবে না আর অন্য সাজা দিলে মেনে নেবে। আসলে অধিক পাপের কারণে আল্লাহ তাদের বিভ্রান্ত করে রেখেছেন। আর) আল্লাহ কাউকে বিভ্রান্ত করতে চাইলে তুমি কিছুই করতে পারবে না।

(যারা এমন করে) আল্লাহ তাদের অন্তর পরিচ্ছন্ন করবেন না। তাদের তরে দুনিয়ায় লাঞ্ছনা আর আখেরাতে কঠিন আযাব।

লক্ষ্যণীয় বিষয় সমূহঃ এখানে মুনাফিক ও ইয়াহুদকে একত্রিত করা হয়েছে। কারণ তাদের স্বভাব প্রায় একই ধরনের।

- ❖ আল্লাহর কিতাব-ই জ্ঞানের একমাত্র উৎস। কোনো বিষয়ে সুস্পষ্ট বিধিবিধান আল্লাহর কিতাবে পাওয়া না গেলে তখন রাসূলের সুন্নাহ জ্ঞানের ও আইনের উৎস হিসেবে বিবেচিত হয়। আর প্রয়োজনে ইজতিহাদ করতে হলে কুরআন সুন্নাহর মূলনীতি মেনেই করতে হবে।
- ❖ দ্বীনি ব্যাপারে কুরআন সুন্নাহর বিপরীতে যা বলা হয় বা করা হয় এ সবই মিথ্যাচার।
- ❖ বিভ্রান্তদের মিথ্যাচার মেনে নেওয়া মুনাফিকদের স্বভাব। তখনকার সময়ে এমন করে বিভ্রান্ত হয়েছিল ইয়াহুদ আর এখন এমন করে বিভ্রান্ত হচ্ছে আমাদের মুনাফিক সমাজ।
- ❖ যারা "শারীয়াহর বিধান নিজের বা দলের পছন্দ মত হলে মানে নতুবা মানে না" তারা বিভ্রান্ত। তখনকার দিনে এমন করে বিভ্রান্ত হয়েছিল ইয়াহুদ উলামা। আর আজকাল এমন করে বিভ্রান্ত হচ্ছে আমাদের অনেক

মানুষ। এদের মাঝে সবচেয়ে এগিয়ে রয়েছে, সেকুল্যাররা, বিদয়াতীরা এবং দলবাজ আলিমরা।

❖ কুরআন বা হাদীছের কোনো বাণীকে তার আসল অর্থ বা মর্ম থেকে বিচ্যুত করার নাম তাহরীফ। তাহরীফ করা কুফর ও বিভ্রান্তির পথ। তখনকার দিনে এমন করতো ইয়াহুদ আর এখনকার দিনে এমন করছে সুবিধাবাদী কিছু মানুষ।

سَمّٰعُوْنَ لِلْكَذِبِ اَكّٰلُوْنَ لِلسُّحْتِ ؕ فَاِنْ جَآءُوْكَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ اَوْ اَعْرِضْ عَنْهُمْ ۚ وَاِنْ تُعْرِضْ عَنْهُمْ فَلَنْ يَّضُرُّوْكَ شَيْـًٔا ؕ وَاِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ ؕ اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِيْنَ ﴿٤٢﴾

ইসলামী আদালতে অমুসলিম বাদীর বিচার

৪২. (এরা হলো) মিথ্যা গ্রহণকারী, হারামখোর। এরা (মামলা নিয়ে) এলে (তোমার ইচ্ছা হলে) বিচার করবে অথবা প্রত্যাখ্যান করে দেবে। তুমি যদি এদের বিচার প্রত্যাখ্যান করো তবুও এরা কিছু করতে পারবে না। আর যদি বিচার করো তবে ইনসাফের সাথে করবে। নিশ্চয় আল্লাহ ইনসাফকারীদের ভালবাসেন।

আইন ও বিধানঃ কোনো অমুসলিম যদি বাদী হয়ে বিচার নিয়ে ইসলামী আদালতে আসে তবে এর বিধান নিম্নরূপঃ

❖ বাদী-বিবাদী উভয়ে যদি ইসলামী দেশের নাগরিক না হয়। বরং শুধু (আহলু-ল-আ'হদ) ভিসা নিয়ে ইসলামী দেশে অবস্থানকারী হয় তবে বিচার করা বা না করা বিচারকের এখতিরাধীন।

❖ বাদী-বিবাদী উভয়ে ইসলামী দেশের নাগরিক (আহলু-য-যিম্মাহ) হলে বিচারকের এখতিয়ার নিয়ে ইমামগণ বিভক্ত হয়ে গেছেন। কেউ বলেছেনঃ বিচার করতে হবে আর কেউ বলেছেনঃ করতে বাধ্য নয়। (অর্থাৎ বিষয়টি নিয়ে সমকালীন সরকার আলোচনা ও বিধান তৈরির অধিকার রাখে)

❖ মামলার একপক্ষ মুসলিম আর অন্যপক্ষ অমুসলিম হলে এমন মামলা নেওয়া বা না নেওয়ার ব্যাপারে বিচারকের এখতিয়ার থাকে না। তখন মামলা নিতেই হবে এবং বিচার করতেই হবে (যদি অন্য কোনো অসুবিধা না হয়।) (দেখুন কুরতুবী)

❖ ইসলামী দেশের অমুসলিম নাগরিকগণ তাদের ধর্মীয় বিধান মতে নিজ নিজ ধর্মীয় আদালতে বিচার চাইতে পারবে।

وَ كَيْفَ يُحَكِّمُوْنَكَ وَ عِنْدَهُمُ التَّوْرٰىةُ فِيْهَا حُكْمُ اللّٰهِ ثُمَّ يَتَوَلَّوْنَ مِنْۢ بَعْدِ ذٰلِكَ ؕ وَ مَاۤ اُولٰٓئِكَ بِالْمُؤْمِنِيْنَ ﴿٤٣﴾

যারা আল্লাহর কিতাব মত বিচার করে না তারা মুঅমিন নয়

৪৩. তারা (ইয়াহুদরা) মামলা নিয়ে তোমার কাছে কেন আসবে? তাদের কাছে তাওরাত বিদ্যমান আছে, তাতে আছে আল্লাহর বিধান। তাসত্ত্বেও তারা (আল্লাহর বিধান মত বিচার ও শাসন না করে) পিছনে (কুফরে) ফিরে যাচ্ছে। কারণ তারা মুঅমিন (আল্লাহর বিধানে বিশ্বাসী) নয়।

ঈমান ও আক্বীদাহঃ মুঅমিন হতে হলে ৩টি কাজ করতে হয়। যথা..

❖ সকল প্রকার ত্বাগূতকে বর্জন করতে হয়।

❖ ঈমানের যাবতীয় বিষয়ে সন্দেহমুক্ত হয়ে অবিচল আস্থা ও বিশ্বাস রাখতে হয়।

- ❖ বাস্তব জীবনের সকল ক্ষেত্রে ইসলামী আইন ও বিধান মেনে নিতে হয় এবং মেনে চলতে হয়।
- ❖ বাস্তব জীবনে ইসলাম মেনে চলতে হলে নিম্নে বর্ণিত কাজগুলো করতে হবে। তথা..
- ❖ দৈনন্দিন কাজে (তথা খাদ্য, পানীয়, পোশাক, আদব আখলাক, স্বভাব চরিত্র, ইত্যাদি বিষয়ে) ইসলামী বিধান মেনে চলতে হবে।
- ❖ যাবতীয় ইবাদাতে ইসলামী বিধান মেনে চলতে হবে। মনগড়া পন্থায় বা মনগড়া তরিকা মেনে ইবাদত করলে হবে না।
- ❖ দুনিয়াবী কাজে (তথা ব্যবসাবানিজ্য, শিক্ষা, রাজনীতি, অর্থনীতি, সমাজনীতি, বিচার, শাসন, সংস্কার, সংস্কৃতি, বিনোদন, ইত্যাদিতে) ইসলামী বিধান মেনে চলতে হবে। ইসলাম ছাড়া অন্য কোনো দর্শন, আদর্শ, নীতিমালা বা বিধান মেনে নিলে হবে না।
- ❖ সামাজিক ও পারিবারিক সম্পর্ক তথা মানুষে মানুষে যে সম্পর্ক গড়ে উঠে এতে ইসলামী নিয়মনীতি ও বিধিবিধান মেনে চলতে হবে। কারো সাথে নীতি বহির্ভুত অবৈধ সম্পর্ক করা যাবে না।
- ❖ আর মুঅমিন হবার পর ৩টি দায়িত্ব পালন করতে হয়। যথা..
- ❖ মৃত্য পর্যন্ত ঈমানের উপর অটল ও অবিচল থাকতে হয় এবং জীবনের সকল ক্ষেত্রে ইসলামী শারীয়াহ মেনে চলতে হয়।
- ❖ ঈমান ও ইসলামের (ব্যাপারে প্রয়োজনীয় জ্ঞান অর্জন করে সে অনুযায়ী) দাওয়াত দিতে হয়।
- ❖ সমাজে দ্বীন কায়েমের জন্য সাধ্যমত প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখতে হয় এবং প্রয়োজনে যুদ্ধ করতে হয়।

আইন ও বিধানঃ যে বা যারা আল্লাহর কিতাব মত বিচার করে না তারা মুঅমিন নয় বরং মুনাফিক।

إِنَّآ أَنزَلْنَا التَّوْرٰىةَ فِيهَا هُدًى وَّ نُوْرٌ ۚ يَحْكُمُ بِهَا النَّبِيُّوْنَ الَّذِيْنَ اَسْلَمُوْا لِلَّذِيْنَ هَادُوْا وَ الرَّبّٰنِيُّوْنَ وَ الْاَحْبَارُ بِمَا اسْتُحْفِظُوْا مِنْ كِتٰبِ اللّٰهِ وَ كَانُوْا عَلَيْهِ شُهَدَآءَ ۚ فَلَا تَخْشَوُا النَّاسَ وَ اخْشَوْنِ وَ لَا تَشْتَرُوْا بِاٰيٰتِيْ ثَمَنًا قَلِيْلًا ۭ وَ مَنْ لَّمْ يَحْكُمْ بِمَآ اَنْزَلَ اللّٰهُ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْكٰفِرُوْنَ ﴿٤٤﴾

যারা আল্লাহর বিধান মত বিচার ও শাসন করে না

৪৪. আমি-ই নাযিল করেছি তাওরাত, তাতে ছিল হেদায়াত ও নূর। (আল্লাহর কাছে) আত্মসমর্পণকারী নবীগণ, প্রভুভক্ত (শাসকগণ) ও আলিমগণ এটা মেনে-ই ইয়াহুদীদের মাঝে বিচার ও শাসন করেছেন। আল্লাহর এ কিতাব সংরক্ষণের দায়ভার ছিল তাদের উপর। তারাই ছিল এর প্রত্যক্ষদর্শী। (সুতরাং হে মুসলিমগণ! তোমরাও বিচার ও শাসন করবে আল্লাহর নাযিলকৃত বিধান মেনে। আল্লাহর বিধান মত বিচার ও শাসনের ব্যাপারে কোনো) মানুষকে ভয় করবে না বরং (আল্লাহর নাযিলকৃত বিধান মত বিচার ও শাসন না করলে কী পরিণতি ভোগ করতে হবে এ কথা ভেবে) তোমরা শুধু আমাকেই ভয় করবে। আর সামান্য বিনিময়ে (দুনিয়ার স্বার্থে) আমার বিধান বদলে দিও না (তথা অন্য কিছু মেনে নিও না।) কারণ যে (বা যারা শাসক, প্রশাসক, বিচারক, আদেশদাতা, আইন প্রনেতা বা পরিচালক হয়েও) আল্লাহর নাযিলকৃত বিধান মত "হুকম" (বিচার, শাসন, আদেশ জারি ও আইন প্রণয়ন) করে না তারা (সে ও তার অনুসারীরা সবাই) কাফির (হয়ে যায়।)

ঈমান ও আক্বীদাহঃ আল্লাহর বিধানের বিপরীতে অন্য কারো বিধান মেনে বিচার বা শাসন করা কুফর, ঈমান বিনষ্টকারী মহাপাপ। কোনো মুসলিম এমন করলে তার ঈমান বিনষ্ট হয়ে সকল আ'মাল নিষ্ফল ও বরবাদ হয়ে যায় এবং সে হয়ে যায় মুনাফিক।

মুনাফিক চির জাহান্নামী। মুনাফিকের জন্য নিম্নতম জাহান্নাম। মুনাফিক মারা গেলে তার জানাযায় শরীক হওয়া এবং তার জন্য দোয়া করাও নিষিদ্ধ। পরকালে মুনাফিকের জন্য শাফায়াত করতেও কাউকে অনুমতি দেয়া হবে না। মুনাফিক মানুষের চোখে মুসলিম হিসেবে পরিচিত হলেও আল্লাহর তালিকায় কাফির।

আইন ও বিধানঃ আল্লাহর নাযিলকৃত বিধান মত বিচার ও শাসন করা ফরজ এবং এতে অন্যকিছু করা হারাম।

হুকম পরিচিতিঃ হুকম (حكم) শব্দটি সাধারণত কয়েকটি অর্থে ব্যবহৃত হয়। যথা..

- ❖ হুকম অর্থ আদেশ করা বা অধ্যাদেশ জারি করা। (যেমন বলা হয় এটাই আল্লাহর হুকম অর্থাৎ এটাই আল্লাহর আদেশ বা অধ্যাদেশ)
- ❖ হুকম অর্থ আইন ও বিধান। (যেমন বলা হয় আহকামুদ্দীন বা আহকামু-শ-শারীয়াহ অর্থাৎ দ্বীনি বিধান বা শারীয়াহ আইন)
- ❖ হুকম অর্থ বিচার করা। (যেমন বিচারককে বলা হয় হাকিম, বিচারালয়কে বলা হয় মাহকামাহ)
- ❖ হুকম অর্থ শাসন। (যেমন বলা হয় ইসলামী হুকুমত অর্থাৎ ইসলামী শাসনব্যবস্থা)
- ❖ হুকম অর্থ নীতি নির্ধারণ করা। (যেমন আল্লাহকে বলা হয় "আহকামু-ল-হাকিমীন" তথা সর্বোচ্চ নীতি নির্ধারক)

আর এসব বিষয় বিবেচনা করেই আমরা হুকম শব্দের তরজমা করেছি "বিচার ও শাসন"। যদিও কেউ কেউ তরজমা করেছেন বিচার ও ফয়সালা।

وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَآ أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنفَ بِالْأَنفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ ۚ فَمَن تَصَدَّقَ بِهِۦ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَّهُۥ ۚ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَآ أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰٓئِكَ هُمُ الظَّٰلِمُونَ ﴿٤٥﴾

ইসলামী দন্ডবিধিঃ কিসাস

৪৫. আমরা তাওরাতে তাদের জন্য লিখে দিয়েছিলাম "জানের বদলে জান, চোখের বদলে চোখ, নাকের বদলে নাক, কানের বদলে কান, দাঁতের বদলে দাঁত তথা প্রতিটি আঘাতের (বদলে আঘাত আর এটাই) কিসাস (তথা সমতা বজায় রেখে বিচার। তবে বাদি পক্ষের) কেউ ক্বিস্বাস্ব মাফ করে দিলে, এটা তার (বিবাদীর) জন্য কাফফারাহ (মাফের উসিলা) হয়ে যাবে। আর যে (বা যারা শাসক, প্রশাসক, বিচারক, আদেশদাতা, আইন প্রনেতা বা পরিচালক হয়েও) আল্লাহর নাযিলকৃত বিধান মতে বিচার ও শাসন করে না তারা (সে ও তাদের অনুসারীরা) জালিম (মুশরিক হয়ে যায় এবং এতে আল্লাহর হাকিমিয়্যাহ তথা কর্তৃত্বে শিরক হয়।)

ঈমান ও আক্বীদাহঃ আল্লাহর বিধানের বাইরে গিয়ে অন্য বিধান মেনে বিচার বা শাসন করলে শিরক হয়। কারণ এতে অন্যকে (তথা যার বানানো আইন মত বিচার ও শাসন করা হয়েছে তাকে) বিধান দাতা হিসেবে মেনে নেওয়া হয় এবং এতে আল্লাহর রুবুবিয়্যাহ ও হাকিমিয়্যাহ তথা প্রভুত্বে ও কর্তৃত্বে শিরক হয়, যা ঈমান বিনষ্টকারী মহাপাপ। কোনো মুসলিম এমন করলে তার ঈমান বিনষ্ট হয়ে সকল আ'মাল নিষ্ফল ও বরবাদ হয়ে যায় এবং সে হয়ে যায় মুনাফিক।

আইন ও বিধানঃ ইসলামী দন্ডবিধির মৌলিক একটি বিধান হচ্ছে ক্বিসাস। ক্বিসাস ন্যায় ও সাম্যের মানদন্ড। অপরাধী সে যেই হোক, যত বড় হোক বা যতই প্রভাবশালী হোক, সকলেই কিসাসের আওতাধীন। রাজা, বাদশা বা প্রেসিডেন্ট কারো ক্ষমতা নেই কিসাস মাফ করার। কিসাস মাফ করতে পারবে একমাত্র নিহতের ওয়ালী।

وَ قَفَّيْنَا عَلٰٓى اٰثَارِهِمْ بِعِيْسَى ابْنِ مَرْيَمَ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرٰىةِ ۖ وَ اٰتَيْنٰهُ الْاِنْجِيْلَ فِيْهِ هُدًى وَّ نُوْرٌ ۙ وَّ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرٰىةِ وَ هُدًى وَّ مَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِيْنَ ﴿٤٦﴾ وَ لْيَحْكُمْ اَهْلُ الْاِنْجِيْلِ بِمَآ اَنْزَلَ اللّٰهُ فِيْهِ ؕ وَ مَنْ لَّمْ يَحْكُمْ بِمَآ اَنْزَلَ اللّٰهُ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْفٰسِقُوْنَ ﴿٤٧﴾

আল্লাহর নাযিলকৃত বিধান মত বিচার ও শাসন না করা

৪৬. (আদম আঃ এর পর পাঠানো হয়েছে আরও অনেক নবী।) নবী পাঠানোর ধারাবাহিকতায় দীর্ঘ বিরতির পর আমি পাঠিয়েছি ঈসা বিন মারইয়ামকে। সে তার আগেকার তাওরাতকে সত্যায়ন করেছে। আর আমি তাকে দান করেছি ইনজীল। যাতে ছিল হেদায়াত, নূর, আগেকার কিতাবের সত্যায়ন, সঠিক দিক নির্দেশনা এবং মুত্তাক্বীদের জন্য উপদেশ।

৪৭. ইনজিল ধারীরাও যেন আল্লাহর নাযিলকৃত বিধান মত বিচার ও শাসন করে। কারণ যে (বা যারা শাসক, প্রশাসক, বিচারক, আদেশদাতা, আইন প্রনেতা বা পরিচালক হয়েও) আল্লাহর নাযিলকৃত বিধান মত বিচার ও শাসন করে না তারা ফাসিক তথা পাপিষ্ঠ।

পর্যালোচনাঃ যে বা যারা আল্লাহর নাযিলকৃত আইন ও বিধান মত বিচার ও শাসন করে না তাদেরকে

- এক আয়াতে কাফির,
- এক আয়াতে জালিম
- এবং এক আয়াতে ফাসিক বলা হয়েছে।

সাধারণত আল-কুরআনের অনেক জায়গায় জালিম বলে মুশরিক এবং ফাসিক বলে পাপিষ্ঠ বুঝানো হয়েছে। আর কুফর ও শিরক দুটুই ঈমান বিনষ্টকারী মহাপাপ। অর্থাৎ কোনো মুসলিম যদি আল্লাহর বিধানের বিপরীতে গিয়ে অন্য বিধান মত বিচার বা শাসন করে তবে তাদের ঈমান বিনষ্ট হয়ে সকল আ'মাল নিষ্ফল ও বরবাদ হয়ে যায় আর ওই ব্যক্তি হয়ে যায় চির জাহান্নামী মুনাফিক। (এ ব্যাপারে আরও জানতে দেখুন সূরাহ ২৪ নূরঃ ৪৭-৫১)

وَ اَنْزَلْنَآ اِلَيْكَ الْكِتٰبَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتٰبِ وَ مُهَيْمِنًا عَلَيْهِ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَآ اَنْزَلَ اللّٰهُ وَ لَا تَتَّبِعْ اَهْوَآءَهُمْ عَمَّا جَآءَكَ مِنَ الْحَقِّ ؕ لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَّ مِنْهَاجًا ؕ وَ لَوْ شَآءَ اللّٰهُ لَجَعَلَكُمْ اُمَّةً وَّاحِدَةً وَّ لٰكِنْ لِّيَبْلُوَكُمْ فِيْ مَآ اٰتٰىكُمْ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرٰتِ ؕ اِلَى اللّٰهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيْعًا فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ فِيْهِ تَخْتَلِفُوْنَ ﴿٤٨﴾

আল্লাহর বিধানের বিপরীতে মানব রচিত কোনোকিছু মেনে নেয়া

৪৮. (হে নবী! সর্বশেষে) আমি তোমার প্রতি নাযিল করেছি যথাযথ কিতাব, যা আগেকার সকল কিতাবের সত্যায়ন ও সংরক্ষনকারী। সুতরাং তুমি (মুহাম্মাদ এবং তোমার উম্মত) বিচার ও শাসন করবে আল্লাহর নাযিলকৃত কিতাব ও বিধান মতে। তোমার কাছে আগত সঠিক বিধানের বিপরীতে মানুষের মনগড়া কোনোকিছু মেনে নিবে না। আমি তোমাদের সকল জাতির জন্য

শারীয়াহ ও মিনহাজ (জীবন বিধান ও কর্মপদ্ধতি) ঠিক করে দিয়েছি। (সুতরাং তোমরা সবাই আমার নির্ধারিত নীতিমালা ও মিনহাজ মেনে চলবে এবং মানুষের বানানো সকল নীতিমালা ও তরিকা বর্জন করবে আর মনে রাখবে) আল্লাহ চাইলে তোমাদের সবাইকে একই জাতিভুক্ত করতে পারতেন। কিন্তু (তিনি এমনটি করেননি) তিনি তোমাদেরকে পরীক্ষা করেন তদীয় বিধান দিয়ে। তাই তোমরা সৎকাজে প্রতিযোগিতা করবে। তোমরা সবাই আল্লাহর কাছে ফিরে যাচ্ছ। যেসব বিষয়ে তোমরা বিভক্ত হয়ে যাচ্ছ তিনিই দেবেন এর সঠিক ফয়সালা।

ঈমান ও আক্বীদাহঃ ইসলাম একটি পরিপূর্ণ জীবন আদর্শ। ধর্ম, সমাজ, দেশ, জাতি, রাজনীতি, অর্থনীতি, শিক্ষানীতি, সংস্কার, সংস্কৃতি, বিচার, শাসনসহ জীবনের তাগিদে যাকিছু প্রয়োজন হয় এসবের সমন্বয়ে মহান আল্লাহ্ যে জীবন আদর্শ নির্ধারণ করে দিয়েছেন এটাই ইসলাম। বাস্তব জীবনের সকল ক্ষেত্রে মেনে চলতে হবে ইসলামী বিধান। একটি দেশ, জাতি ও সমাজের জন্য বিচার ও শাসন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। তাই জীবনের অন্যান্য বিষয়াদির মত বিচার এবং শাসনেও আল্লাহর বিধান মেনে চলতে হবে, এটাই ঈমানের দাবী এবং এটাই আল্লাহর আদেশ। এতে অন্যকিছু করলে আল্লাহর বিধানের সাথে কুফর করা হবে এবং এর ফলে ঈমান বিনষ্ট হয়ে সকল আ'মাল নিষ্ফল ও বরবাদ হয়ে যাবে। আর যে মুসলিম এমন কাজ করবে সে হয়ে যাবে চির জাহান্নামী মুনাফিক। যদিও সে নামাযী, হাজী, দাড়িওয়ালা, রোজাদার ও পর্দাশীল হয়।

আইন ও বিধানঃ আল্লাহর নাযিলকৃত বিধান মত বিচার ও শাসন করা ফরজ এবং আল্লাহর আইনের বিপরীতে অন্য আইন মেনে বিচার ও শাসন করা কুফর ও শিরক তথা ঈমান বিনষ্টকারী মহাপাপ।

وَاَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَآ اَنْزَلَ اللّٰهُ وَلَا تَتَّبِعْ اَهْوَآءَهُمْ وَاحْذَرْهُمْ اَنْ يَّفْتِنُوْكَ عَنْۢ بَعْضِ مَآ اَنْزَلَ اللّٰهُ اِلَيْكَ ؕ فَاِنْ تَوَلَّوْا فَاعْلَمْ اَنَّمَا يُرِيْدُ اللّٰهُ اَنْ يُّصِيْبَهُمْ بِبَعْضِ ذُنُوْبِهِمْ ؕ وَاِنَّ كَثِيْرًا مِّنَ النَّاسِ لَفٰسِقُوْنَ ﴿٤٩﴾

মনগড়া কোনোকিছু মেনে নিলে আল্লাহর আযাব অনিবার্য হয়ে যায়

৪৯. (হে মুহাম্মাদ!) তুমি (এবং তোমার উম্মত) মানুষের মাঝে "হুকম" (বিচার, শাসন, আদেশ ও আইন তৈরি) করবে আল্লাহর নাযিলকৃত বিধান মতে। তোমরা মানুষের আহওয়া (মনগড়া) কোনোকিছুর অনুকরণ করবে না। বরং (যারা আল্লাহর বিধানের বিপরীতে মনগড়া আইন, বিধান, নীতিমালা, মতবাদ, তরিকা, মসলক, মিনহাজ, ইত্যাদি বানায় এবং যারা মেনে নেয়) তোমরা তাদেরকে বর্জন করবে, যেন তারা আল্লাহর নাযিলকৃত কোনো বিধান থেকে তোমাকে বিচ্যুত করতে না পারে। আর জেনে রাখো! (কেবল তারা-ই আল্লাহর বিধান থেকে বিরত থাকে) যাদেরকে সাজা দেওয়ার ব্যাপারে আল্লাহ চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত করে ফেলেছেন তাদের-ই কৃত পাপের কারণে। (আর মনে রাখবে) অধিকাংশ মানুষ-ই পাপিষ্ঠ। (প্রতি হাজারে মাত্র একজন মানুষ জান্নাতী হবে আর ৯৯৯ জন হবে জাহান্নামী। বুখারীঃ তাফসীর অধ্যায়)

জ্ঞাতব্যঃ উক্ত আয়াত থেকে যেসব বিষয় বুঝতে পেলাম তা হলো..

- ❖ বিচার ও শাসন করতে হবে আল্লাহর নাযিলকৃত বিধান মেনে,
- ❖ আল্লাহর বিধানের বিপরীতে কারো মনগড়া নীতি, আদর্শ, দর্শন, আইন, বিধান, মতবাদ, মসলক, তরিকা,

মিনহাজ, ইত্যাদি কোনোকিছুই মানা যাবে না,

- যারা আল্লাহর বিধানের বিপরীতে মনগড়া নীতি, আদর্শ, দর্শন, আইন, বিধান, মতবাদ, মসলক, তরিকা, মিনহাজ, ইত্যাদি তৈরি করে এবং যারা এসব মেনে নেয় তাদের বর্জন করতে হবে,
- তাদের বর্জন না করলে তারা আল্লাহর বিধান থেকে আমাদেরকেও বিচ্যুত করে ফেলবে,
- যারা আল্লাহর বিধান থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয় বা বিচ্যুত হয়ে যায় আল্লাহ তাদের সাজা দেন,
- দুনিয়ার অধিকাংশ মানুষই পাপিষ্ঠ।

ঈমান ও আক্বীদাহঃ আল্লাহর বিধান মত বিচার বা শাসন না করা অথবা মানব রচিত বা মনগড়া কোনোকিছু মেনে নেয়া কুফর, ঈমান বিনষ্টকারী মহাপাপ। কোনো মুসলিম এমন করলে তার ঈমান বিনষ্ট হয়ে সকল আ'মাল নিষ্ফল ও বরবাদ হয়ে যায় এবং সে হয়ে যায় চির জাহান্নামী মুনাফিক। এমন লোক মারা গেলে তাদের জানাযা পড়া বা তাদের জন্য দোয়া করাও নিষিদ্ধ। কিয়ামতের দিন মুনাফিকের জন্য শাফায়া'ত করতেও কাউকে অনুমতি দেয়া হবে না।

اَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُوْنَ ؕ وَمَنْ اَحْسَنُ مِنَ اللّٰهِ حُكْمًا لِّقَوْمٍ يُّوْقِنُوْنَ ﴿٥٠﴾

কুফরতান্ত্রিক নীতিমালা

৫০. তারা কি কুফরতান্ত্রিক "হুকম" (বিচার, শাসন, আইন ও বিধান) চায়? মুঅমিনের জন্য আল্লাহর চেয়ে উত্তম নীতি নির্ধারক আর কে?

হু'কম পরিচিতিঃ হুকম (حكم) শব্দটি সাধারণত কয়েকটি অর্থে ব্যবহৃত হয়। যথা..

- হুকম অর্থ আদেশ করা বা অধ্যাদেশ জারি করা। (যেমন বলা হয় এটাই আল্লাহর হুকম অর্থাৎ আল্লাহর আদেশ বা অধ্যাদেশ)
- হুকম অর্থ আইন ও বিধান। (যেমন বলা হয় আহকামুদ্দীন বা আহকামু-শ-শারীয়াহ অর্থাৎ দ্বীনি বিধান বা শারীয়াহ আইন)
- হুকম অর্থ বিচার করা। (যেমন বিচারককে বলা হয় হাকিম, আর বিচারালয়কে বলা হয় মাহকামাহ)
- হুকম অর্থ শাসন। (যেমন বলা হয় ইসলামী হুকুমত অর্থাৎ ইসলামী শাসন ব্যবস্থা)
- হুকম অর্থ নীতি নির্ধারণ করা। (যেমন আল্লাহকে বলা হয় "আহকামু-ল-হাকিমীন" তথা সর্বোচ্চ নীতি নির্ধারক)

আর এসব বিষয় বিবেচনা করেই আমরা হুকম শব্দের তরজমা করেছি "বিচার ও শাসন"। যদিও কেউ কেউ তরজমা করেছেন বিচার ও ফয়সালা।

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَتَّخِذُوا الْيَهُوْدَ وَالنَّصٰرٰۤى اَوْلِيَآءَ ۘ بَعْضُهُمْ اَوْلِيَآءُ بَعْضٍ ؕ وَمَنْ يَّتَوَلَّهُمْ مِّنْكُمْ فَاِنَّهٗ مِنْهُمْ ؕ اِنَّ اللّٰهَ لَا يَهْدِى الْقَوْمَ الظّٰلِمِيْنَ ﴿٥١﴾

শত্রু মিত্র নির্ধারনের নীতিমালা

৫১. ওহে যারা ঈমান এনেছো (শোন!) তোমরা ইয়াহুদ নাসারাদেরকে আওলিয়া বানিও না। (আসলে তারা তোমাদের আওলিয়া নয়,) তারা একে অপরের আওলিয়া। তোমাদের যে কেউ তাদেরকে ওয়ালী বানাবে সেও তাদের মাঝে গণ্য হবে। আল্লাহ পাপিষ্ঠদের হেদায়াত করেন না।

জ্ঞাতব্যঃ আমরা কাকে ওয়ালী বানাব আর কাকে বানাব না, এ সম্পর্কে মূলনীতি ঠিক করে দিয়েছেন মহান রাব্ব। আক্বীদার পরিভাষায় এটাকে বলা হয় "আল-ওয়ালা ওয়া-ল-বারা" তথা শত্রু মিত্র নির্ধারনের নীতিমালা।

ওয়ালী পরিচিতিঃ আওলিয়া হলো ওয়ালী শব্দের বহুবচন আর ওয়ালী অর্থ মিত্র, অভিভাবক, উত্তরাধিকারী, দায়িত্বশীল, কর্তৃত্বশীল, ইত্যাদি। যে সম্পর্ক বা বন্ধুত্বের টানে মানুষ একে অন্যের দায়ভার নিজ কাঁধে তুলে নেয়; এমন সম্পর্ককে বলা হয় আল-ওয়ালা বা ওয়ালায়াত আর ওই ব্যক্তিকে বলা হয় ওয়ালী। যেমন..

- ❖ পিতা সন্তানের ওয়ালী মানে অভিভাবক।
- ❖ সন্তান তার বৃদ্ধ বা মৃত বাবা-মার ওয়ালী, মানে দায়ভার বহনকারী বা দায়িত্বশীল।
- ❖ লড়াইয়ের ময়দানে একদল অন্যদলের ওয়ালী, তথা মিত্র।
- ❖ আল্লাহ আমাদের সকলের ওয়ালী, মানে আমাদের উপর কর্তৃত্বশীল।

কে ওয়ালী হবেঃ ওয়ালী ব্যক্তি হতে পারে, পরিবার হতে পারে, সম্প্রদায় হতে পারে, জাতি হতে পারে বা রাষ্ট্র হতে পারে। ওয়ালীর সাথে সামাজিক অভিভাবকত্ব এবং দায়দায়িত্ব জড়িত। সামাজিক চুক্তি, সামরিক চুক্তি, নিরাপত্তা চুক্তি, ইত্যাদির মাধ্যমেও পরস্পরের ওয়ালী হওয়া যায়। ওয়ালী হবার অনেক পদ্ধতি ও সূত্র রয়েছে। যথা...

- ❖ জন্ম সূত্রে মানুষ একে অপরের ওয়ালী হয়। যেমনঃ বাপ সন্তানের ওয়ালী (যদি সে মুঅমিন হয়)
- ❖ সামাজিক সূত্রে মানুষ একে অপরের ওয়ালী হয়। যেমনঃ স্বামী স্ত্রীর ওয়ালী, সরকার জনতার ওয়ালী (যদি তারা মুঅমিন হয়)
- ❖ কোনো কাফির, মুশরিক, নাস্তিক বা মুরতাদ মুঅমিনের (আত্মীয় হলেও) ওয়ালী হতে পারে না।
- ❖ এমনকি বাবা-মা ভাইবোনসহ পরিবারের লোকজনও যদি ঈমানের চেয়ে কুফরকে বেশী ভালোবাসে তবে তাদেরকেও ওয়ালী হিসেবে মেনে নেওয়া যাবে না। (দেখুন সূরাহ তাওবাহঃ ২৩)
- ❖ চুক্তির মাধ্যমেও ওয়ালী বানানো যায়। ব্যক্তি ব্যক্তির সাথে চুক্তি করতে পারবে, এভাবে পরিবার পরিবারের সাথে, সম্প্রদায় সম্প্রদায়ের সাথে, জাতি জাতির সাথে এবং রাষ্ট্র রাষ্ট্রের সাথে চুক্তি করে একে অপরকে ওয়ালী বানাতে পারবে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনাঃ বন্ধুত্বঃ মানুষ সামাজিক জীব। সমাজ বদ্ধ থাকা মানুষের স্বভাব। এক সাথে একই সমাজে বাস করতে গিয়ে মানুষ পরস্পরে সম্পর্কে জড়িয়ে পড়ে। একে অপরের আপন হয়ে যায়। এমন সম্পর্ককে বলা হয় বন্ধুত্ব।

ইসলাম সর্বকালীন সার্বজনীন। ইসলামই মানব জাতির জন্য আল্লাহর মনোনীত একমাত্র জীবন আদর্শ। জীবনের সকল বিষয়ে মৌলিক নীতিমালা ঠিক করে দিয়েছে ইসলাম। বন্ধুত্ব মানব জীবনের একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। তাই ব্যাপারটি এড়িয়ে যায়নি ইসলাম। শারীয়াহ বিধান মতে বন্ধুত্বের কয়েকটি ধাপ রয়েছে। যথাঃ

ক. সাধারণ বন্ধু, রাফিক্বঃ রাফিক্ব অর্থ কোমল, নমনীয়। চলার পথে, কর্মক্ষেত্রে বা সমাজের সদস্য হিসেবে মানুষের মাঝে পরস্পরে সম্পর্ক গড়ে উঠে। এক সময়ে এ সম্পর্ক হৃদ্যতায় রূপ নেয়। মানুষ তখন একে অন্যের প্রতি কোমল ও নমনীয় হয়ে যায়। এমন সম্পর্কের উপর গড়ে উঠা বন্ধুকে বলা হয় সাধারণ বন্ধু, রাফিক।

খ. বিশ্বস্থ বন্ধু, সাদীক্বঃ সাদীক্ব অর্থ বিশ্বস্থ। ধীরে ধীরে মানুষের সম্পর্ক আরও গভীর হতে থাকে। এক পর্যায়ে একে অন্যকে বিশ্বাস করতে শুরু করে। একে অপরকে বিশ্বাস করে নিজের ব্যক্তিগত ব্যাপারেও শামিল করে নেয়। এমন বন্ধুকে বলে সাদীক্ব, বিশ্বস্থ বন্ধু।

রাফিক্ব ও সাদীক্ব এ দুই ধরনের বন্ধুত্বের মূলভিত্তি মানবতা। মানুষ হিসেবে যে কারো সাথে এমন বন্ধুত্ব হতে পারে। এতে শারীয়াহ কোনো বাধা নিষেধ আরোপ করেনি।

গ. অন্তরঙ্গ বন্ধু বা আদর্শিক বন্ধু, খালীলঃ খালীল অর্থ অতি আপনজন, একান্ত বন্ধু, অন্তরঙ্গ বন্ধু। দিনে দিনে মানুষের সম্পর্ক আরও গভীর হয়। এক সময় বন্ধুত্বের সম্পর্ক এমন পর্যায়ে পৌছে যায় যে, এক বন্ধু অন্য বন্ধুর

আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়। এমন অন্তরঙ্গ বন্ধুকে বলে খালীল, একান্ত বন্ধু বা অন্তরঙ্গ বন্ধু।

এমন বন্ধুত্বের মূল বিষয় আন্তরিক ভালোবাসা বা একনিষ্ঠ ভালোবাসা। এমন বন্ধুত্ব সবার সাথে করা ভালো নয়। মন্দলোকের সাথে এমন সম্পর্ক করলে বিভ্রান্তির সম্ভাবনাই বেশী। তাই রাসূল সাঃ এমন বন্ধুত্বের ব্যাপারে সাবধান করে দিয়েছেন। বর্ণিত হয়েছেঃ

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل .. رواه أحمد، والترمذي، وأبو داود، والبيهقي

আবু-হুরাইরাহ রাঃ থেকে বর্ণিত, রাসূল সাঃ বলেছেন, মানুষ তার খালীলের আদর্শে আদর্শবান হয়। তাই ভাবতে হবে কাকে সে খালীল বানাবে। (আহমদ, আবু-দাউদ, তিরমিযী। ইমাম নববী বলেছেনঃ হাদীছটি সাহীহ।)

ঘ. ওয়ালীঃ ওয়ালী অর্থ মিত্র, অভিভাবক, উত্তরাধিকারী, দায়িত্বশীল। বন্ধুত্বের সম্পর্ক যখন এমন পর্যায়ে পৌছে যায় যে, এক বন্ধু আরেক বন্ধুর দায়ভার নিতে বা বন্ধুর জন্য কোনো ঝামেলায় জড়াতেও দ্বিধা করে না। অর্থাৎ যে বন্ধুত্বের সাথে অভিভাবকত্বসহ অনেক দায়ভার এসে যায়। এমন বন্ধুকে বলে ওয়ালী।

ওয়ালী হবার বা ওয়ালী বানাবার মূল ভিত্তি ঈমানঃ শুধু ঈমানের ভিত্তিতেই মানুষ একে অপরের ওয়ালী হতে পারবে বা ওয়ালী বানাতে পারবে। কাফির, মুশরিক বা মুনাফিক কখনো মুঅমিনের ওয়ালী হতে পারে না। এদের সাথে এমন সম্পর্ক রাখা পাপ ও বিভ্রান্তির পথ। প্রকৃত মুঅমিন না হলে আপন বাবা-মা, ভাইবোনদের সাথেও এমন সম্পর্ক রাখা নিষেধ। ইরশাদ হচ্ছেঃ

মুঅমিনগণ! তোমাদের বাবা-মা, ভাইবোন ঈমানের চেয়ে কুফরকে বেশী ভালবাসলে তাদের ওয়ালী বানিও না। যে তাদের ওয়ালী বানাবে সে জালিম (অপরাধী) হিসেবে গণ্য হবে। (৯ তাওবাহঃ ২৩)

সুতরাং...

- ❖ কাফির পিতা মুসলিম সন্তানের ওয়ালী হয় না। তাই মুসলিম সন্তান মারা গেলে কাফির পিতা তার সম্পদের উত্তরাধিকারী পায় না।
- ❖ কাফির সন্তান মুসলিম পিতা মাতার ওয়ালী হয় না। তাই মুসলিম পিতা মাতা মারা গেলে কাফির সন্তান তাদের সম্পদে অংশ পায় না।
- ❖ কাফির বা মুশরিক স্বামী মুসলিম স্ত্রীর ওয়ালী হয় না। তাই স্বামী মুরতাদ হয়ে গেলে বা কাফিরের স্ত্রী মুসলিম হয়ে গেলে তাদের বিবাহ ভেঙ্গে যায়। এবং এই স্ত্রী তালাক ছাড়াই অন্য মুসলিমকে বিয়ে করতে পারে।

(এসম্পর্কে জানতে আমাদের সিলেবাসের ৪র্থ বইয়ে "আল-ওয়ালা ওয়া-ল-বারা" পাঠটি পড়ে নিন)

فَتَرَى الَّذِيْنَ فِيْ قُلُوْبِهِمْ مَّرَضٌ يُّسَارِعُوْنَ فِيْهِمْ يَقُوْلُوْنَ نَخْشٰٓى اَنْ تُصِيْبَنَا دَآىِٕرَةٌ ؕ فَعَسَى اللّٰهُ اَنْ يَّاْتِيَ بِالْفَتْحِ اَوْ اَمْرٍ مِّنْ عِنْدِهٖ فَيُصْبِحُوْا عَلٰى مَآ اَسَرُّوْا فِيْٓ اَنْفُسِهِمْ نٰدِمِيْنَ ﴿٥٢﴾ وَ يَقُوْلُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اَهٰٓؤُلَآءِ الَّذِيْنَ اَقْسَمُوْا بِاللّٰهِ جَهْدَ اَيْمَانِهِمْ ۙ اِنَّهُمْ لَمَعَكُمْ ؕ حَبِطَتْ اَعْمَالُهُمْ فَاَصْبَحُوْا خٰسِرِيْنَ ﴿٥٣﴾

কাফিরদেরকে ওয়ালী বানালে সকল আ'মাল নিস্ফল হয়ে যায়

৫২. তুমি দেখবেঃ যাদের (যেসব মুসলিমের) অন্তর (মুনাফিকীর) রোগে আক্রান্ত তারা খুব দ্রুত এদের

(ইয়াহুদ নাসারাদের) দিকে ঝুকে পড়ছে এবং বলছে (এদের কথা না মানলে) বিপদের সম্ভাবনা আছে। ভবিষ্যতে আল্লাহ যদি (তোমাদেরকে) পূর্ণ বিজয়ী করেন বা অন্যকিছু দান করেন তবে গোপন অভিসন্ধির জন্য এরা অপমানিত হবে।

৫৩. তখন (এদের প্রতি ইঙ্গিত করে) মুঅমিনরা বলবেঃ এরাই তো তারা, যারা আল্লাহর নামে কসম করে বলত "আমরা তোমাদের সঙ্গী"। এদের সকল আ'মাল নিষ্ফল ও বরবাদ হয়ে যাবে, এরা (চির তরে) ক্ষতিগ্রস্থ হবে।

জ্ঞাতব্যঃ মুসলিম ৩ প্রকারঃ মুঅমিন, ফাসিক ও মুনাফিক। (বিস্তারিত দেখুন বাকারাহঃ ৭) যে মুসলিম ইয়াহুদ, নাসারাসহ কোনো কাফির বা মুশরিককে ওয়ালী বানায় সে মুনাফিক হয়ে যায় এবং তার সকল আ'মাল নিষ্ফল ও বরবাদ হয়ে যায়।

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مَنْ يَّرْتَدَّ مِنْكُمْ عَنْ دِيْنِهٖ فَسَوْفَ يَاْتِى اللّٰهُ بِقَوْمٍ يُّحِبُّهُمْ وَ يُحِبُّوْنَهٗٓ ۙ اَذِلَّةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ اَعِزَّةٍ عَلَى الْكٰفِرِيْنَ يُجَاهِدُوْنَ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَ لَا يَخَافُوْنَ لَوْمَةَ لَآئِمٍ ۭ ذٰلِكَ فَضْلُ اللّٰهِ يُؤْتِيْهِ مَنْ يَّشَآءُ ۭ وَاللّٰهُ وَاسِعٌ عَلِيْمٌ ﴿٥٤﴾ اِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللّٰهُ وَ رَسُوْلُهٗ وَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوا الَّذِيْنَ يُقِيْمُوْنَ الصَّلٰوةَ وَ يُؤْتُوْنَ الزَّكٰوةَ وَ هُمْ رٰكِعُوْنَ ﴿٥٥﴾ وَ مَنْ يَّتَوَلَّ اللّٰهَ وَ رَسُوْلَهٗ وَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا فَاِنَّ حِزْبَ اللّٰهِ هُمُ الْغٰلِبُوْنَ ﴿٥٦﴾

নিন্দার ঝড় উপেক্ষা করেও যারা আল্লাহর পথে জিহাদ করবে

৫৪. ওহে যারা ঈমান এনেছো (শোনো!) তোমাদের কেউ যদি দ্বীন ছেড়ে মুরতাদ হয়ে যায় তবে (মনে রেখো!) আল্লাহ (তার দ্বীনের হেফাজত ও প্রসারের জন্য) এমন লোকদের উঠাবেন..

- ❖ যাদেরকে তিনি ভালোবাসেন এবং তারাও তাকে ভালোবাসবে,
- ❖ যারা হবে মুঅমিনদের জন্য বিনয়ী আর কাফিরদের উপর কঠোর
- ❖ যারা আল্লাহর পথে জিহাদ করবে, নিন্দুকদের নিন্দার তোয়াক্কা করবে না।

এটা হলো (উল্লেখিত গুনে গুণান্বিত হওয়া) আল্লাহর বিশেষ অনুগ্রহ, তিনি যাকে খুশী এ অনুগ্রহ দান করেন। আল্লাহ সর্বউদার, মহাজ্ঞানী।

৫৫. (মনে রেখো! কর্তৃত্বশীল হিসেবে) তোমাদের ওয়ালী হলেন একমাত্র আল্লাহ এবং (অভিভাবক হিসেবে তোমাদের ওয়ালী হলেন) রাসূল আর (পরস্পরে দায়িত্বশীল হিসেবে তোমাদের ওয়ালী হলো) ওই সমস্ত মুঅমিনগণ, যারা সালাত কায়েম করে, যাকাত আদায় করে আর তারা হয় রুকুকারী (তথা আল্লাহর কাছে নতিস্বীকারকারী ও আল্লাহর অনুগত।)

জ্ঞাতব্যঃ আল্লাহ হলেন কর্তৃত্বশীল ওয়ালী, রাসূল সাঃ হলেন অভিভাবক হিসেবে ওয়ালী আর মুঅমিনগণ হলেন পরস্পরের ব্যাপারে দায়িত্বশীল ওয়ালী। (ওয়ালী সম্পর্কে জানতে দেখুনঃ বাকারাহঃ ১০৭ এবং সূরাহ মাইদাহ ৫১)

উক্ত আয়াত থেকে বুঝা যায়ঃ কিয়ামতের আগে এমন এক সময় আসবে যখন আল্লাহর পথে জিহাদ করা সাধারণ

মানুষের কাছে নিন্দনীয় কাজ হিসেবে বিবেচিত হবে এবং যারা জিহাদ করবে মানুষ তাদের অনেককে নিন্দা করবে। কিন্তু তখনো আল্লাহর এমন একদল বান্দা বিদ্যমান থাকবে যারা সকল প্রকার নিন্দা, সমালোচনা ও প্রপাগান্ডাকে উপেক্ষা করেও আল্লাহর পথে জিহাদ করবে, তারা আল্লাহকে ভালোবাসবে এবং আল্লাহও তাদেরকে ভালোবাসবেন। তারা হবে মুঅমিনদের জন্য কোমল আর কাফিরদের জন্য কঠোর। (হে আল্লাহ্! আমাদেরকেও এই দলে শামিল করে নাও, মালিক!)

আইন ও বিধানঃ দ্বীন ছেড়ে মুরতাদ হয়ে যাওয়া হারাম এবং এর সাজা দুনিয়ায় মৃত্যুদন্ড আর আখেরাতে চির জাহান্নাম। তবে ৩ দিনের মধ্যে তাওবাহ করে আবার দ্বীনে ফিরে এলে সাজা মাফ হয়ে যায়।

৫৬. যে ব্যক্তি আল্লাহ, রাসূল এবং মুঅমিনদেরকে ওয়ালী বানালো (সে আল্লাহর নীতি মেনে নিয়ে আল্লাহর দলভুক্ত হলো। আর) আল্লাহর দলই চূড়ান্ত বিজয়ী হয়।

জ্ঞাতব্যঃ কাকে ওয়ালী বানানো যাবে আর কাকে যাবে না; এ সম্পর্কে জানতে দেখুনঃ আমাদের ইসলাম শিক্ষা সিলেবাসের ৪র্থ বই "ঈমানের উপর অবিচল থাকা" এর "আল-ওয়ালা ওয়া-ল-বারা" অধ্যায়।

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَتَّخِذُوا الَّذِيْنَ اتَّخَذُوْا دِيْنَكُمْ هُزُوًا وَّ لَعِبًا مِّنَ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتٰبَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَ الْكُفَّارَ اَوْلِيَآءَ ۚ وَ اتَّقُوا اللّٰهَ اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ ﴿٥٧﴾

দ্বীনি বিষয়াদি নিয়ে উপহাস

৫৭. ওহে যারা ঈমান এনেছো! (শুনো!) তোমরা তাদেরকে ওয়ালী (মিত্র, অভিভাবক) বানিও না / ওয়ালী হিসেবে মেনে নিও না যারা তোমাদের দ্বীন নিয়ে হাসি-কৌতুক করে তারা তোমাদের আগেকার আহলে কিতাব হোক অথবা কাফির। (কারণ এসব হলো তাকওয়ার পরিপন্থী কাজ।) আর মুঅমিন হতে হলে তোমাদেরকে অবশ্যই আল্লাহর তাকওয়া অর্জন করতে হবে। (দ্বীনি বিষয়াদি নিয়ে হাসি-কৌতুক করা কুফর।) (আল্লাহর ভয়ে যাবতীয় কুফর শিরক ও পাপাচার থেকে বিরত থাকার নাম তাকওয়া)

ঈমান ও আক্বীদাহঃ দ্বীনি বিষয়াদি নিয়ে হাসি-কৌতুক বা উপহাস করা অথবা দ্বীনি কোনো বিষয় নিয়ে তামাশা করা কুফর, ঈমান বিনষ্টকারী মহাপাপ। কোনো মুসলিম এমন কাজ করলে তার ঈমান বিনষ্ট হয়ে আ'মাল ও ইবাদাত নিষ্ফল ও বরবাদ হয়ে যায় আর ওই ব্যক্তি হয়ে যায় চির জাহান্নামী মুনাফিক। মুনাফিক মারা গেলে তার জানাযায় শরীক হওয়া বা তার জন্য দোয়া করাও নিষিদ্ধ। (দেখুন সূরাহ তাওবাহঃ ৮৪) কিয়ামতের দিন মুনাফিকের জন্য শাফায়াত করতেও কাউকে অনুমতি দেয়া হবে না। যে ব্যক্তি কোনো মৃত মুনাফিকের জন্য দোয়া করলো সে মহাপাপ করলো। কারণ এটা সরাসরি আল্লাহর আদেশের লঙ্ঘন এবং সূরাহ তাওবাহর ৮৪ তম আয়াতের পরিপন্থী কাজ।

وَ اِذَا نَادَيْتُمْ اِلَى الصَّلٰوةِ اتَّخَذُوْهَا هُزُوًا وَّ لَعِبًا ؕ ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَعْقِلُوْنَ ﴿٥٨﴾

আযান নিয়ে উপহাস

পটভূমিঃ রাসূল সাঃ আযানের প্রচলন করলে কোনো কোনো ইয়াহুদ আযান নিয়ে উপহাস করতো এবং বলত, এরা এমন এক পদ্ধতি আবিষ্কার করেছে যা আগেকার কোনো নবীই করেননি। (কুরতুবী) তাদের এমন কর্মকান্ডের প্রতি

ইঙ্গিত করে নাযিল হয়েছে..

৫৮. তোমরা সালাতের জন্য আহ্বান করলে তারা এটাকে উপহাস ও তামাশার পাত্র বানায়। কারণ তারা হলো নির্বোধ জাতি।

ঈমান ও আক্বীদাহঃ আযানসহ ইসলামের কোনো বিধান বা সংস্কার নিয়ে উপহাস করা, তামাশা করা অথবা ঠাট্টা বিদ্রুপ করা কুফর, ঈমান বিনষ্টকারী মহাপাপ। কোনো মুসলিম এমন করলে তার সকল আ'মাল নিস্ফল ও বরবাদ হয়ে যায় আর সে হয়ে যায় চির জাহান্নামী মুনাফিক।

قُلْ يٰٓاَهْلَ الْكِتٰبِ هَلْ تَنْقِمُوْنَ مِنَّآ اِلَّآ اَنْ اٰمَنَّا بِاللّٰهِ وَ مَآ اُنْزِلَ اِلَيْنَا وَ مَآ اُنْزِلَ مِنْ قَبْلُ ۙ وَ اَنَّ اَكْثَرَكُمْ فٰسِقُوْنَ ﴿٥٩﴾ قُلْ هَلْ اُنَبِّئُكُمْ بِشَرٍّ مِّنْ ذٰلِكَ مَثُوْبَةً عِنْدَ اللّٰهِ ؕ مَنْ لَّعَنَهُ اللّٰهُ وَ غَضِبَ عَلَيْهِ وَ جَعَلَ مِنْهُمُ الْقِرَدَةَ وَ الْخَنَازِيْرَ وَ عَبَدَ الطَّاغُوْتَ ؕ اُولٰٓئِكَ شَرٌّ مَّكَانًا وَّ اَضَلُّ عَنْ سَوَآءِ السَّبِيْلِ ﴿٦٠﴾ وَ اِذَا جَآءُوْكُمْ قَالُوْٓا اٰمَنَّا وَ قَدْ دَّخَلُوْا بِالْكُفْرِ وَ هُمْ قَدْ خَرَجُوْا بِهٖ ؕ وَ اللّٰهُ اَعْلَمُ بِمَا كَانُوْا يَكْتُمُوْنَ ﴿٦١﴾ وَ تَرٰى كَثِيْرًا مِّنْهُمْ يُسَارِعُوْنَ فِى الْاِثْمِ وَ الْعُدْوَانِ وَ اَكْلِهِمُ السُّحْتَ ؕ لَبِئْسَ مَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ﴿٦٢﴾ لَوْ لَا يَنْهٰهُمُ الرَّبّٰنِيُّوْنَ وَ الْاَحْبَارُ عَنْ قَوْلِهِمُ الْاِثْمَ وَ اَكْلِهِمُ السُّحْتَ ؕ لَبِئْسَ مَا كَانُوْا يَصْنَعُوْنَ ﴿٦٣﴾

ইয়াহুদ সমাজের বিচ্যুতির কিছু নমুনা

পটভূমিঃ একদা কিছু ইয়াহুদ আলিম রাসূল সাঃ কে জিজ্ঞেস করলো আপনি কোন কোন নবীকে বিশ্বাস করেন। রাসূল সাঃ নবীগণের নাম বলতে লাগলেন। ঈসা আঃ এর কথা উল্লেখ করতেই তারা ক্ষেপে উঠলো, বললঃ আপনার দ্বীনের মত নিকৃষ্ট দ্বীন আর দেখিনি। (কুরতুবী) (ইয়াহুদ ঈসা আঃকে জারজ সন্তান মনে করে। তাই তাকে নবী বলায় তারা ক্ষেপে গিয়েছিল) এদের প্রতি ইঙ্গিত করে নাযিল হয়েছে...

৫৯. বলে দাওঃ হে আহলে কিতাব! তোমরা কি শুধু এজন্য-ই আমাদের বিরোধিতা করছ যে, আমরা আমাদের প্রতি নাযিলকৃত এবং ইতোপূর্বে নাযিলকৃত সবকিছুর প্রতি বিশ্বাস রাখি? আসলে তোমাদের অধিকাংশ-ই পাপিষ্ঠ।

৬০. বলো! বলে দেব কি? আল্লাহর কাছে সবচেয়ে নিকৃষ্ট পরিণতি কার?

- ❖ আল্লাহ যাদের লা'নত করেছেন,
- ❖ যাদের উপর গুস্বা হয়েছেন,
- ❖ যাদেরকে বানর ও শূকর বানিয়েছেন,
- ❖ যারা ত্বাগূতের দাসত্ব করেছে (এসব কাজ করেছে ইয়াহুদ সমাজ। তাই আল্লাহর কাছে) এরাই নিকৃষ্ট এবং এরাই সঠিক পথ থেকে বিচ্যুত।

৬১. এরা তোমাদের কাছে এসে বলেঃ আমরাও (আল্লাহ, রাসূল, জান্নাত, জাহান্নাম, ইত্যাদি বিষয়ে) ঈমান রাখি। অথচ তারা কুফর নিয়ে আসে আর কুফর নিয়ে বেরিয়ে যায়। (আসলে এরা

ঈমানদার নয় বরং এরা তাদের আসল পরিচয় গোপন করে রাখে। তবে) আল্লাহ জানেন এরা কি গোপন করছে।

ঈমান ও আক্বীদাহঃ কুফর অর্থ গোপন করা, অবিশ্বাস করা, অস্বীকার করা, অমান্য করা, অবজ্ঞা করা, ইত্যাদি। আল্লাহর দেওয়া কোনো তথ্য গোপন করা বা অবিশ্বাস করা অথবা আল্লাহর বিধান মানতে অস্বীকার বা অমান্য করা অথবা আল্লাহর কোনো বিধানকে অবজ্ঞা বা অবহেলা করা কুফর। আল্লাহর কোনো বিধান নিয়ে ঠাট্টা মশকারা করা এবং যাদু করাও কুফর। বাস্তব জীবনে ইসলাম ছাড়া অন্য কোনো আদর্শ, মতবাদ বা দর্শন মেনে নেওয়াও কুফর।

যে কোনো প্রকার কুফর করলে ঈমান বিনষ্ট হয়ে সকল আ'মাল ও ইবাদত নিস্ফল ও বরবাদ হয়ে যায়। কোনো মুসলিম কোনো প্রকার কুফর বা শিরকে জড়িয়ে পড়লে সে ঈমান হারা হয়ে মুনাফিক হয়ে যায়, হয়ে যায় চির জাহান্নামী। এমন মানুষ মারা গেলে তাদের জানাযা পড়া বা তাদের জন্য দোয়া করাও নিষিদ্ধ। (দেখুন সূরাহ তাওবাহঃ ৮৪)

৬২. তুমি দেখবেঃ এদের অনেকেই সীমালঙ্ঘন, পাপাচার ও হারামের প্রতি ঝুঁকে পড়ছে। এদের কাজকর্ম খুবই জঘন্য। (যে জাতির অধিকাংশ মানুষ হারামের দিকে ঝুকে পড়ে তাদের ধ্বংস অনিবার্য হয়ে উঠে)

৬৩. তাদের উলামা ও পীরগণ কেন লোকজনকে পাপাচার ও হারাম খাদ্য থেকে ফিরিয়ে রাখেনি? এটা (আলিমদের এ নিরবতা) বড়ই জঘন্য। (জনতাকে হারাম ও পাপ থেকে বিরত রাখা উলামা, পীর ও নেতাদের দায়িত্ব)

وَ قَالَتِ الْيَهُوْدُ يَدُ اللّٰهِ مَغْلُوْلَةٌ ؕ غُلَّتْ اَيْدِيْهِمْ وَ لُعِنُوْا بِمَا قَالُوْا ۘ بَلْ يَدٰهُ مَبْسُوْطَتٰنِ ۙ يُنْفِقُ كَيْفَ يَشَآءُ ؕ وَ لَيَزِيْدَنَّ كَثِيْرًا مِّنْهُمْ مَّاۤ اُنْزِلَ اِلَيْكَ مِنْ رَّبِّكَ طُغْيَانًا وَّ كُفْرًا ؕ وَ اَلْقَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَ الْبَغْضَآءَ اِلٰى يَوْمِ الْقِيٰمَةِ ؕ كُلَّمَاۤ اَوْقَدُوْا نَارًا لِّلْحَرْبِ اَطْفَاَهَا اللّٰهُ ۙ وَ يَسْعَوْنَ فِى الْاَرْضِ فَسَادًا ؕ وَ اللّٰهُ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِيْنَ ﴿٦٤﴾

পটভূমিঃ নুহাস্ব বিন আ'যূরা একজন ধনবান ইয়াহুদ নেতা। তার ছিল সুদী কারবার আর অস্ত্রের ব্যবসা। মুহাম্মাদ সাঃ মদিনাতে আসার পর তার ব্যবসায় ঘাটতী শুরু হয় তখন সে ক্ষিপ্ত হয়ে বলে উঠেঃ আল্লাহর হাত সংকুচিত হয়ে গেছে । (দেখুনঃ কুরতুবী) তার এ দম্ভোক্তিকে রহিত করে নাযিল হলোঃ

৬৪. ইয়াহুদ বলেঃ "আল্লাহর হাত সঙ্কুচিত"। আসলে তাদের হাত-ই সঙ্কুচিত (তারা আল্লাহর পথে খরচ করে না। তবে) এমন বলার কারণে তাদের উপর লা'নত। আসলে আল্লাহর দুই হাত সর্বদাই প্রসারিত, তিনি দান করেন যত খুশী/যেমন খুশী।

(হে নবী) তোমার উপর নাযিলকৃত কিতাব তাদের অনেকের কুফর ও অবাধ্যতাকে বাড়িয়ে তুলছে। আমি তাদের মাঝে দুশমনি আর হিংসা ঢেলে দিয়েছি যা কিয়ামত পর্যন্ত অব্যাহত থাকবে। তারা যখন-ই যুদ্ধের আগুন জ্বালিয়ে তুলে আল্লাহ (চাইলে) তখনই এটা নিভিয়ে দেন। তারা যমীনে ফাসাদ (কুফর, শিরক, অবিচার) করে বেড়ায়। আর আল্লাহ ফাসাদকারীদের পছন্দ করেন না।

জ্ঞাতব্যঃ ইয়াহুদ যখনই সীমালঙ্ঘন করেছে আল্লাহ তাদের থামিয়ে দিয়েছেন। তারা প্রথম সীমালঙ্ঘন করলে আল্লাহ বুখতে নসরকে পাঠিয়ে ছিলেন যে গণহত্যা করেছিল। তারপর সীমালঙ্ঘন করলে পাঠিয়ে ছিলেন বাতরাস আর-রুমীকে, তারপর ইরানের অগ্নিপূজারীদের, এরা সবাই তাদেরকে গণহারে হত্যা করেছিল। তারপর মুসলিমরা তাদের নিয়ন্ত্রণ করেছিল। তারপর ১ম ও ২য় বিশ্ব যুদ্ধে হিটলার গণহত্যা করেছিল। আর সর্বশেষ পাঠাবেন মাহদী ও ঈসা আঃকে।

وَ لَوْ اَنَّ اَهْلَ الْكِتٰبِ اٰمَنُوْا وَ اتَّقَوْا لَكَفَّرْنَا عَنْهُمْ سَيِّاٰتِهِمْ وَ لَاَدْخَلْنٰهُمْ جَنّٰتِ النَّعِيْمِ ﴿٦٥﴾ وَ لَوْ اَنَّهُمْ اَقَامُوا التَّوْرٰىةَ وَ الْاِنْجِيْلَ وَ مَاۤ اُنْزِلَ اِلَيْهِمْ مِّنْ رَّبِّهِمْ لَاَكَلُوْا مِنْ فَوْقِهِمْ وَ مِنْ تَحْتِ اَرْجُلِهِمْ ؕ مِنْهُمْ اُمَّةٌ مُّقْتَصِدَةٌ ؕ وَ كَثِيْرٌ مِّنْهُمْ سَآءَ مَا يَعْمَلُوْنَ ﴿٦٦﴾

ঈমান ও তাকওয়ার সুফল

৬৫. আহলে কিতাব যদি ঈমান আনত আর তাকওয়া অর্জন করত তবে আমি তাদের পাপসমূহ মোচন করে দিতাম, তাদের প্রবেশ করাতাম নিয়ামতে পরিপূর্ণ জান্নাতে।

৬৬. তারা যদি (তখনকার সময়ে) তাওরাত, ইনজীল এবং (এখন) তাদের তরে রাব্ব থেকে নাযিলকৃত (কুরআনের) বিধান প্রতিষ্ঠিত করত তবে তারা মাথার উপর থেকে এবং পায়ের নীচ থেকে রিজিক পেত। তাদের অল্প কিছুলোক ন্যায়পরায়ণ আর অধিকাংশই বদ স্বভাবের।

يٰۤاَيُّهَا الرَّسُوْلُ بَلِّغْ مَاۤ اُنْزِلَ اِلَيْكَ مِنْ رَّبِّكَ ؕ وَ اِنْ لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهٗ ؕ وَ اللّٰهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ ؕ اِنَّ اللّٰهَ لَا يَهْدِى الْقَوْمَ الْكٰفِرِيْنَ ﴿٦٧﴾

রাসূলের দায়িত্ব হলো পৌঁছে দেয়া

৬৭. হে রাসূল! তোমার রাব্ব থেকে তোমার প্রতি যা নাযিল হয়েছে তুমি এসব (জনতার কাছে) পৌঁছে দাও। এমন না করলে (ধরা হবে) তুমি রিসালাত পৌঁছাওনি। মানুষের অনিষ্ট থেকে আল্লাহ-ই তোমাকে রক্ষা করবেন। নিশ্চয় আল্লাহ কাফিরদেরকে (যারা জেনে বুঝে ইচ্ছাকৃতভাবে কুফর করে তাদেরকে) হেদায়াত করেন না। (যদি তারা নিজ থেকে না চায়।)

আইন ও বিধানঃ দ্বীন ইসলামের প্রচার ও প্রসারে সাধ্যমত কাজ করা মুসলিম হিসেবে আমাদের ফরজ দায়িত্ব।

قُلْ يٰۤاَهْلَ الْكِتٰبِ لَسْتُمْ عَلٰى شَىْءٍ حَتّٰى تُقِيْمُوا التَّوْرٰىةَ وَ الْاِنْجِيْلَ وَ مَاۤ اُنْزِلَ اِلَيْكُمْ مِّنْ رَّبِّكُمْ ؕ وَ لَيَزِيْدَنَّ كَثِيْرًا مِّنْهُمْ مَّاۤ اُنْزِلَ اِلَيْكَ مِنْ رَّبِّكَ طُغْيَانًا وَّ كُفْرًا ۚ فَلَا تَاْسَ عَلَى الْقَوْمِ الْكٰفِرِيْنَ ﴿٦٨﴾

কাফিরদের জন্য আফসোস করতে নেই

৬৮. বলো হে আহলে কিতাব! তোমরা যদি (মূসার সময়ে) তাওরাত, (ঈসার সময়ে) ইনজীল আর

(বর্তমানে) প্রভু থেকে নাযিলকৃত (কুরআনের) বিধান প্রতিষ্ঠিত না করো তবে (বুঝতে হবে) তোমরা কোনোকিছুর (কোনো দ্বীনের) উপর (অবিচল) নও। প্রভুর নাযিলকৃত (কিতাব, বিধান) তোমাদের অনেকের অবাধ্যতা ও কুফর বাড়িয়ে দিচ্ছে। (যারা কুফর করে আল্লাহ তাদের সাজা দেবেন। তাই তাদের ধ্বংস দেখে) কাফিরদের জন্য আফসোস করো না।

ঈমান ও আক্বীদাহঃ কুফর অর্থ গোপন করা, অবিশ্বাস করা, অস্বীকার করা, অমান্য করা, অবজ্ঞা করা, ইত্যাদি। আল্লাহর দেয়া কোনো তথ্য গোপন করা বা অবিশ্বাস করা অথবা আল্লাহর বিধান মানতে অস্বীকার বা অমান্য করা অথবা আল্লাহর কোনো বিধানকে অবজ্ঞা বা অবহেলা করা কুফর। আল্লাহর কোনো বিধান নিয়ে ঠাট্টা মশকারা করা এবং যাদু করাও কুফর। বাস্তব জীবনে ইসলাম ছাড়া অন্য কোনো আদর্শ, মতবাদ বা দর্শন মেনে নেওয়াও কুফর। কিন্তু দুঃখের বিষয় হলো আজকাল বিশ্বটাই চলছে মানব রচিত ও মনগড়া মতবাদ ও দর্শনের উপর ভিত্তি করে। আজকাল বিশ্বের সবচেয়ে শক্তিশালী দর্শন হচ্ছে আঞ্চলিক জাতীয়তাবাদ তারপর গণতন্ত্র, সেকুলারিজম, পুঁজিবাদ ও বস্তুবাদ।

যে কোনো প্রকার কুফর করলে ঈমান বিনষ্ট হয়ে সকল আ'মাল ও ইবাদত নিষ্ফল ও বরবাদ হয়ে যায়। কোনো মুসলিম কোনো প্রকার কুফর বা শিরকে জড়িয়ে পড়লে সে ঈমান হারা হয়ে মুনাফিক হয়ে যায়, হয়ে যায় চির জাহান্নামী। এমন মানুষ মারা গেলে তাদের জানাযা পড়া বা তাদের জন্য দোয়া করাও নিষিদ্ধ। (দেখুন সূরাহ তাওবাহঃ ৮৪)

إِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَ الَّذِيْنَ هَادُوْا وَ الصّٰبِـُٔوْنَ وَ النَّصٰرٰى مَنْ اٰمَنَ بِاللّٰهِ وَ الْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَ عَمِلَ صَالِحًا فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَ لَا هُمْ يَحْزَنُوْنَ ﴿٦٩﴾

আখেরাতের বিচার

৬৯. নিশ্চয় যারা মুঅমিন আর যারা ইয়াহুদ, সাবিয়ী ও নাসারা; তাদের যারা আল্লাহ ও আখেরাতে ঈমান এনেছে এবং (ঈমানের সহিত) সৎকাজ করেছে (আখেরাতে) তাদের কোনো ভয় নেই এবং তারা চিন্তিতও হবে না। (আখেরাতে বিচার হবে ঈমান ও আ'মাল বিবেচনায়, দল বা জাতি বিবেচনায় নয়।)

لَقَدْ اَخَذْنَا مِيْثَاقَ بَنِيْٓ اِسْرَآءِيْلَ وَ اَرْسَلْنَآ اِلَيْهِمْ رُسُلًا ؕ كُلَّمَا جَآءَهُمْ رَسُوْلٌۢ بِمَا لَا تَهْوٰٓى اَنْفُسُهُمْ ۙ فَرِيْقًا كَذَّبُوْا وَ فَرِيْقًا يَّقْتُلُوْنَ ﴿٧٠﴾ وَ حَسِبُوْٓا اَلَّا تَكُوْنَ فِتْنَةٌ فَعَمُوْا وَ صَمُّوْا ثُمَّ تَابَ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ ثُمَّ عَمُوْا وَ صَمُّوْا كَثِيْرٌ مِّنْهُمْ ؕ وَ اللّٰهُ بَصِيْرٌۢ بِمَا يَعْمَلُوْنَ ﴿٧١﴾

বানী-ইসরাঈলের বদ-স্বভাব

৭০. অবশ্যই আমরা বানী-ইসরাঈল থেকে (আমার রাসূলগণকে মেনে নেওয়ার এবং তাদের আনুগত্য করার) অঙ্গীকার নিয়েছিলাম এবং তাদের কাছে পাঠিয়েছিলাম অনেক রাসূল। কিন্তু যখনই কোনো রাসূল এমন কোনো বিধান নিয়ে এসেছে যা তাদের মনঃপূত হয়নি তারা তখনই (ওই

রাসূলের বিরোধিতা করেছে) অনেক রাসূলকে তারা অমান্য করেছে আর অনেককে হত্যা করেছে।

৭১. তারা ভাবতঃ (তারা আল্লাহর খালীলের আওলাদ, তারা আল্লাহর প্রিয় ভাজন। তাই) তাদের আযাব দেওয়া হবে না। (এমন বিশ্বাসের) ফলে তারা অন্ধ ও বধির হয়ে গিয়েছিল। তবুও আল্লাহ তাদের তাওবাহ কবুল করেছেন। অতঃপর তারা অনেকে আবার অন্ধ ও বধির হয়ে গিয়েছে। আল্লাহ প্রত্যক্ষ করেন তাদের সকল কাজ।

لَقَدْ كَفَرَ الَّذِيْنَ قَالُوْٓا اِنَّ اللّٰهَ هُوَ الْمَسِيْحُ ابْنُ مَرْيَمَ ۭ وَقَالَ الْمَسِيْحُ يٰبَنِيْٓ اِسْرَاۗءِيْلَ اعْبُدُوا اللّٰهَ رَبِّيْ وَرَبَّكُمْ ۭ اِنَّهٗ مَنْ يُّشْرِكْ بِاللّٰهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللّٰهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَاْوٰىهُ النَّارُ ۭ وَمَا لِلظّٰلِمِيْنَ مِنْ اَنْصَارٍ ﴿٧٢﴾ لَقَدْ كَفَرَ الَّذِيْنَ قَالُوْٓا اِنَّ اللّٰهَ ثَالِثُ ثَلٰثَةٍ ۘ وَمَا مِنْ اِلٰهٍ اِلَّآ اِلٰهٌ وَّاحِدٌ ۭ وَاِنْ لَّمْ يَنْتَهُوْا عَمَّا يَقُوْلُوْنَ لَيَمَسَّنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ ﴿٧٣﴾ اَفَلَا يَتُوْبُوْنَ اِلَى اللّٰهِ وَيَسْتَغْفِرُوْنَهٗ ۭ وَاللّٰهُ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ﴿٧٤﴾

কুফর বা শিরক করলে জান্নাত হারাম হয়ে যায়

৭২. যারা "মাসীহ বিন মারইয়ামকে খোদা বলেছে" তারা কুফর করেছে। অথচ মাসীহ নিজে বলেছে "হে বানী-ইসরাঈল! এক আল্লাহর দাসত্ব করো যিনি আমার ও তোমাদের সকলের রাব্ব"। যে ব্যক্তি আল্লাহর সাথে শিরক করে, আল্লাহ তার জন্য জান্নাত হারাম করে দেন, তার ঠিকানা হয় জাহান্নাম। জালিমদের সাহায্য করার কেউ নেই।

৭৩. যারা বলে "আল্লাহ তিনের এক" (অর্থাৎ যারা ত্রিত্ববাদে বিশ্বাস করে) তারা কুফর করেছে। আসলে ইলাহ একজনই। তারা যদি তাদের বলা এসব কথা থেকে বিরত না হয় (তবে তারা কাফিরই থেকে যাবে। আর) কাফিরদের গ্রাস করবে কঠিন আযাব।

৭৪. তারা কি আল্লাহর কাছে তাওবাহ ও ইস্তিগফার করবে না? (করলে আল্লাহ তাদের মাফ করে দেবেন।) আল্লাহ ক্ষমাশীল, দয়াময়।

তাওবাহ ও ইস্তিগফারঃ তাওবাহ অর্থ ফিরে আসা। পাপ ছেড়ে সৎপথে ফিরে আসাকে তাওবাহ বলে। ইস্তিগফার অর্থ ক্ষমা চাওয়া। পাপের জন্য আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাওয়াকে ইস্তিগফার বলে। তাওবাহ ও ইস্তিগফার বান্দা ও আল্লাহর ব্যাপার। তাই নিজের তাওবাহ এবং নিজের ইস্তিগফার নিজেই করতে হয়। নিজের জন্য ইস্তিগফার করতে অন্যকে অনুরোধ করা অবৈধ নয় তবে বিনিময় দিয়ে ইস্তিগফার করানো ইসলামী শিক্ষার পরিপন্থী।

শিরক পরিচিতিঃ আল্লাহর জাতি স্বত্ত্বা, প্রভুত্ব, কর্তৃত্ব, সার্বভৌমত্ব বা অন্য কোনো বৈশিষ্টে অন্যকে আল্লাহর সমান বা সমকক্ষ মনে করা অথবা আল্লাহর আইন, বিধান বা নীতি আদর্শের বিপরীতে অন্য কোনো আইন, বিধান বা নীতি আদর্শ মেনে নিলে শিরক হয়। এসব কাজ বড় শিরক। এসবের কোনো একটিতেও জড়িয়ে পড়লে ঈমান বিনষ্ট হয়ে সকল আ'মাল নিষ্ফল ও বরবাদ হয়ে যায়। কোনো মুসলিম এমন কাজ করলে আখেরাতে আল্লাহর রহমত ও মাগফিরাত তার জন্য হারাম হয়ে যায়। সে হয়ে যায় চির জাহান্নামী মুনাফিক।

কুফর পরিচিতিঃ কুফর অর্থ গোপন করা, অবিশ্বাস করা, অস্বীকার করা, অমান্য করা, অবজ্ঞা করা, ইত্যাদি। আল্লাহর দেয়া কোনো তথ্য গোপন করা বা অবিশ্বাস করা অথবা আল্লাহর বিধান মানতে অস্বীকার বা অমান্য করা অথবা আল্লাহর কোনো বিধানকে অবজ্ঞা বা অবহেলা করা কুফর। আল্লাহর কোনো বিধান নিয়ে ঠাট্টা মশকারা করা এবং যাদু করাও কুফর। বাস্তব জীবনে ইসলাম ছাড়া অন্য কোনো আদর্শ, মতবাদ বা দর্শন মেনে নেওয়াও কুফর।

ইলাহ পরিচিতিঃ মানুষ যার দাসত্ব করে, জীবনের সকল ক্ষেত্রে যার আনুগত্য ও কর্তৃত্ব মেনে চলে, যার কাছে শর্তহীনভাবে আত্মসমর্পণ করে, যিনি মানুষকে পাপের সাজা ও পূন্যের পুরস্কার দেন, যিনি মানুষের অভাব দূর করেন, ক্ষমা করেন, তাওবাহ কবুল করেন তিনিই মানুষের ইলাহ। আল্লাহই মানুষের একমাত্র ইলাহ। আর কোনো ইলাহ নাই আল্লাহ ছাড়া।

مَا الْمَسِيْحُ ابْنُ مَرْيَمَ اِلَّا رَسُوْلٌ ۚ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ ؕ وَ اُمُّهٗ صِدِّيْقَةٌ ؕ كَانَا يَاْكُلٰنِ الطَّعَامَ ؕ اُنْظُرْ كَيْفَ نُبَيِّنُ لَهُمُ الْاٰيٰتِ ثُمَّ انْظُرْ اَنّٰى يُؤْفَكُوْنَ ﴿۷۵﴾

ঈসা আঃ একজন রাসূল বৈ কিছুই নয়

৭৫. মাসীহ বিন মারইয়াম রাসূল বৈ কিছুই নয়। তার আগে অতিবাহিত হয়েছেন আরও কত রাসূল। তার মা একজন সত্যনিষ্ঠ মহিলা। তারা উভয়ে-ই খাদ্য গ্রহণ করত (আর আল্লাহ কখনো খাদ্য গ্রহণ করেন না) লক্ষ্য করোঃ আমি আয়াত সমূহ কত স্পষ্ট করে বর্ণনা করছি। তারপর লক্ষ্য করোঃ তারা কোথায় ঘুরপাক খাচ্ছে!

قُلْ اَتَعْبُدُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَّ لَا نَفْعًا ؕ وَ اللّٰهُ هُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ ﴿۷۶﴾ قُلْ يٰۤاَهْلَ الْكِتٰبِ لَا تَغْلُوْا فِيْ دِيْنِكُمْ غَيْرَ الْحَقِّ وَ لَا تَتَّبِعُوْۤا اَهْوَآءَ قَوْمٍ قَدْ ضَلُّوْا مِنْ قَبْلُ وَ اَضَلُّوْا كَثِيْرًا وَّ ضَلُّوْا عَنْ سَوَآءِ السَّبِيْلِ ﴿۷۷﴾

দ্বীনি ব্যাপারে বাড়াবাড়ি

৭৬. বলো! (জিজ্ঞেস করো!) তোমরা কেন আল্লাহ ছাড়া অন্যদের ইবাদাত করো, যারা তোমাদের উপকার বা ক্ষতি কিছুই করতে পারে না? অথচ আল্লাহ হলেন সর্বশ্রোতা, মহাজ্ঞানী।

৭৭. বলো! হে আহলে কিতাব! দ্বীনি ব্যাপারে অন্যায়ভাবে বাড়াবাড়ি করো না, আর (হে মুসলিমজাতি তোমরাও) এমন জাতির "আহওয়া" (মনগড়া নীতিমালা, আদর্শ, আইন, বিধান, মতবাদ, দর্শন ও তরিকা) অনুকরণ করো না যারা (আল্লাহর বিধান ছেড়ে) আগ থেকেই বিভ্রান্ত হয়ে গেছে, অনেক মানুষকে বিভ্রান্ত করেছে এবং সঠিক পথ থেকে বিচ্যুত হয়ে গেছে।

আহওয়া পরিচিতিঃ আহওয়া শব্দটি হাওয়া শব্দের বহুবচন আর হাওয়া অর্থ মনগড়া, মানব রচিত, প্রবৃত্তি, ইত্যাদি। আল্লাহর আইন, বিধান ও রীতিনীতির বাইরে যা আছে, যতকিছু আছে এসবকে একত্রে বলা হয় "হাওয়া"। মানুষ নানাভাবে হাওয়ার অনুকরণ করে থাকে। যেমন..

❖ অনেক মানুষ আল্লাহর বিধানের বিপরীতে মানবরচিত আইন, বিধান, মতবাদ, দর্শন বা আদর্শ মেনে নেয়

এবং মেনে চলে। এসবই হাওয়ার অনুকরণ।

- ❖ অনেকে আবার আল্লাহর বিধানের বিপরীতে মনগড়া মসলক, মিনহাজ বা তরিকার নামে উম্মতের মাঝে বিভক্তি ও বিভাজন তৈরি করে। এগুলোও হাওয়ার অনুকরণ।
- ❖ অনেকে আবার বাস্তব জীবনে আল্লাহর দেওয়া রীতিনীতি ও আদর্শের তোয়াক্কা না করে মনে যা চায় তাই করে। এগুলোও হাওয়ার অনুকরণ।
- ❖ এভাবে নানা জনে নানা পদ্ধতিতে নিজের বা অন্যের হাওয়ার অনুকরণ করে থাকে। (হাওয়া সম্পর্কে জানতে দেখুন সূরাহ নিসাঃ ১৩৫, সূরাহ আ'রাফঃ ১৭৬, সূরাহ জাছিয়াহঃ ২৩)

ঈমান ও আক্বীদাহঃ আল্লাহ ছাড়া অন্যের ইবাদাত (শর্তহীন আনুগত্য) করা শিরক। আর আল্লাহর বিধানের বিপরীতে কারো মনগড়া কোনোকিছু মেনে নেওয়া কুফর ও শিরক। কোনো মুসলিম এমন করলে তার ঈমান বিনষ্ট হয়ে সকল আ'মাল নিষ্ফল ও বরবাদ হয়ে যাবে এবং সে হয়ে যাবে চির জাহান্নামী মুনাফিক।

لُعِنَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْۢ بَنِيْٓ اِسْرَآءِيْلَ عَلٰى لِسَانِ دَاوٗدَ وَ عِيْسَى ابْنِ مَرْيَمَ ؕ ذٰلِكَ بِمَا عَصَوْا وَّ كَانُوْا يَعْتَدُوْنَ ﴿۷۸﴾ كَانُوْا لَا يَتَنَاهَوْنَ عَنْ مُّنْكَرٍ فَعَلُوْهُ ؕ لَبِئْسَ مَا كَانُوْا يَفْعَلُوْنَ ﴿۷۹﴾

কুফরের পরিণতি

৭৮. বাণী-ইসরাঈলের যারা (আলিম উলামা ও নেতারা) কুফর করেছে; দাউদ ও ঈসা বিন মারইয়ামের মুখে তাদেরকে লা'নত করা হয়েছে। কারণ তারা অবাধ্য হয়েছে, সীমালঙ্ঘন করেছে। (কুফরের পরিণতি লা'নত)

৭৯. (এর কারণ) মানুষ অন্যায় করলেও তারা (আলিম উলামা ও নেতারা) নিষেধ করতো না। (সৎকাজের আদেশ অসৎকাজে নিষেধ ত্যাগ করে) তারা যা করেছে এটা বড়ই জঘন্য। (ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও অসৎকাজে বাঁধা না দেয়া জঘন্যতম অপরাধ)

আইন ও বিধানঃ সৎকাজের আদেশ ও অসৎকাজে নিষেধ করা মুসলিম সমাজের ফরজ দায়িত্ব। ইসলামী সরকার বহিঃশত্রুর বিরূদ্ধে যুদ্ধ করবে আর আভ্যন্তরীণ সমাজে চালু রাখবে "সৎকাজের আদেশ ও অসৎকাজে নিষেধ"এর নীতি। এ সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে "কুরআন বোঝার মৌলিক নীতিমালা" বইয়ের "সৎ কাজের আদের ও অসৎ কাজের নিষেধ" অধ্যায়টি দেখে নিন।

تَرٰى كَثِيْرًا مِّنْهُمْ يَتَوَلَّوْنَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا ؕ لَبِئْسَ مَا قَدَّمَتْ لَهُمْ اَنْفُسُهُمْ اَنْ سَخِطَ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ وَ فِي الْعَذَابِ هُمْ خٰلِدُوْنَ ﴿۸۰﴾ وَ لَوْ كَانُوْا يُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَ النَّبِيِّ وَ مَآ اُنْزِلَ اِلَيْهِ مَا اتَّخَذُوْهُمْ اَوْلِيَآءَ وَ لٰكِنَّ كَثِيْرًا مِّنْهُمْ فٰسِقُوْنَ ﴿۸۱﴾

কাফিরদের সাথে মিত্রতা করাও কুফর

৮০. (হে নবী!) তুমি দেখবেঃ তাদের অনেকেই কাফিরদের সাথে মিত্রতা করছে। তারা যা করছে এটা খুবই জঘন্য। এজন্য আল্লাহ তাদের প্রতি গুস্বা হয়েছেন, তারা চিরদিন আযাবে কাটাবে।

৮১. তারা যদি আল্লাহ, নবী এবং নবীর উপর নাযিলকৃত বিধানে (আসলেই) ঈমান রাখত তবে কাফিরদেরকে ওয়ালী বানাত না (তথা কাফিরদের সাথে মিত্রতা করত না।) কিন্তু (তারা মুখে ঈমানের

কথা বললেও অন্তর দিয়ে ঈমান আনেনি। কারণ) তাদের অধিকাংশই পাপিষ্ঠ। (ওয়ালী সম্পর্কে জানতে দেখুনঃ বাকারাহঃ ১০৭)

জ্ঞাতব্যঃ আমরা কাকে ওয়ালী বানাব আর কাকে বানাব না তথা কার সাথে মিত্রতা করব আর কার সাথে করব না; এসম্পর্কেও মূলনীতি ঠিক করে দিয়েছেন মহান রাব্ব। আক্বীদার পরিভাষায় এসব মূলনীতিকে বলা হয় "আল-ওয়ালা ওয়া-ল-বারা" তথা শত্রু মিত্র নির্ধারনের নীতিমালা। এ সম্পর্কে জানতে আমাদের ইসলাম শিক্ষা সিলেবাসের ৪র্থ বই "ঈমানের উপর অবিচল থাকা" দেখে নিন।

ওয়ালী পরিচিতিঃ ওয়ালী অর্থ মিত্র, অভিভাবক, দায়িত্বশীল, কর্তৃত্বশীল। যে সম্পর্ক বা বন্ধুত্বের টানে মানুষ একে অন্যের দায়ভার নিজ কাঁধে তুলে নেয়; এমন সম্পর্ককে বলা হয় আল-ওয়ালা বা ওয়ালায়াত আর ওই ব্যক্তিকে বলা হয় ওয়ালী। যেমন..

- পিতা সন্তানের ওয়ালী মানে অভিভাবক।
- সন্তান তার বৃদ্ধ বা মৃত বাবা-মার ওয়ালী, মানে দায়ভার বহনকারী বা দায়িত্বশীল।
- লড়াইয়ের ময়দানে একদল অন্যদলের ওয়ালী, তথা মিত্র।
- আল্লাহ আমাদের সকলের ওয়ালী, মানে আমাদের উপর কর্তৃত্বশীল।

❖ **কে ওয়ালী হবেঃ** ওয়ালী ব্যক্তি হতে পারে, পরিবার হতে পারে, সম্প্রদায় হতে পারে, জাতি হতে পারে বা রাষ্ট্র হতে পারে। ওয়ালীর সাথে সামাজিক অভিভাবকত্ব এবং দায়দায়িত্ব জড়িত। সামাজিক চুক্তি, সামরিক চুক্তি, নিরাপত্তা চুক্তি, ইত্যাদির মাধ্যমেও পরস্পরের ওয়ালী হওয়া যায়। ওয়ালী হবার অনেক পদ্ধতি ও সূত্র রয়েছে। যথা...

- জন্ম সূত্রে মানুষ একে অপরের ওয়ালী হয় । যেমনঃ বাপ সন্তানের ওয়ালী (যদি সে মুঅমিন হয়)
- সামাজিক সূত্রে মানুষ একে অপরের ওয়ালী হয়। যেমনঃ স্বামী স্ত্রীর ওয়ালী, সরকার জনতার ওয়ালী (যদি তারা মুঅমিন হয়)
- কোনো কাফির, মুশরিক, নাস্তিক বা মুরতাদ মুঅমিনের (আত্মীয় হলেও) ওয়ালী হতে পারে না।
- এমনকি বাবা-মা ভাইবোনসহ পরিবারের লোকজনও যদি ঈমানের চেয়ে কুফরকে বেশী ভালোবাসে তবে তাদেরকেও ওয়ালী হিসেবে মেনে নেওয়া যাবে না। (দেখুন সূরাহ তাওবাহঃ ২৩)
- চুক্তির মাধ্যমেও ওয়ালী বানানো যায়। ব্যক্তি ব্যক্তির সাথে চুক্তি করতে পারবে, এভাবে পরিবার পরিবারের সাথে, সম্প্রদায় সম্প্রদায়ের সাথে, জাতি জাতির সাথে এবং রাষ্ট্র রাষ্ট্রের সাথে চুক্তি করে একে অপরকে ওয়ালী বানাতে পারবে।

বিঃ দ্রঃ= ওয়ালী আসলে এক প্রকার বন্ধু। আর ইসলামে বন্ধুত্বের কয়েকটি ধাপ রয়েছে। এ সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে দেখুন (৫ মাইদাহঃ ৫১) এর প্রাসঙ্গিক আলোচনা।

لَتَجِدَنَّ اَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِّلَّذِيْنَ اٰمَنُوا الْيَهُوْدَ وَ الَّذِيْنَ اَشْرَكُوْا ۚ وَ لَتَجِدَنَّ اَقْرَبَهُمْ مَّوَدَّةً لِّلَّذِيْنَ اٰمَنُوا الَّذِيْنَ قَالُوْٓا اِنَّا نَصٰرٰى ؕ ذٰلِكَ بِاَنَّ مِنْهُمْ قِسِّيْسِيْنَ وَ رُهْبَانًا وَّ اَنَّهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُوْنَ ﴿۸۲﴾

ইয়াহুদ ও খৃষ্টানদের মাঝে পার্থক্য

৮২. মুঅমিনদের ঘোরতর শত্রু হিসেবে তুমি পাবে ইয়াহুদ ও মুশরিকদেরকে। আর যারা বলে "আমরা নাসারা" তাদেরকে পাবে মুঅমিনদের প্রতি সহানুভূতিশীল। কারণ তাদের মাঝে অনেক আলিম ও সংসার ত্যাগী আবিদ রয়েছে আর তারা অহংকার করে না।

সূরাহ আল-মাইদাহ | পারা : ৭

وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنْزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَى أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ ﴿٨٣﴾ وَمَا لَنَا لَا نُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا جَاءَنَا مِنَ الْحَقِّ وَنَطْمَعُ أَنْ يُدْخِلَنَا رَبُّنَا مَعَ الْقَوْمِ الصَّالِحِينَ ﴿٨٤﴾ فَأَثَابَهُمُ اللَّهُ بِمَا قَالُوا جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ جَزَاءُ الْمُحْسِنِينَ ﴿٨٥﴾

কুরআন শোনার পর একদল খ্রিষ্টানের প্রতিক্রিয়া ও পুরস্কার

পটভূমিঃ রাসূল সাঃ মদীনায় হিজরতের আগে বেশ কিছু মুসলিম হিজরত করে হাবশায় (আফ্রিকায়) গিয়েছিলেন। হাবশার খৃষ্ঠান বাদশাহ নাজ্জাশী মানবিক কারণে নির্যাতিত মুসলিমদের আশ্রয় দিয়েছিলেন। ওইসব মুহাজির মুসলিমদের মাঝে নেতৃস্থানীয় ছিলেন আবু-ত্বালিবের ছেলে জাফর রাঃ।

বদর যুদ্ধে মক্কার মুশরিকদের ৭০জন নিহত ও ৭০জন বন্দী হয়। এর মাঝে আবু জেহেলসহ কয়েক জন শীর্ষ নেতাও ছিল। যুদ্ধের পর কুরাইশ প্রতিশোধ পরায়ন হয়ে উঠলো এবং হাবশাহ থেকে মুসলমানদের এনে হত্যার পরিকল্পনা করলো। তারা বেশ কিছু উপহারসহ মক্কার নেতা আ'মর বিন আ'স্ব এবং আব্দুল্লাহ বিন আবু-রাবীয়া'হকে নাজ্জাশীর কাছে পাঠালো। যেন নাজ্জাশীকে বুঝিয়ে মুসলিমদেরকে মক্কায় ফিরিয়ে এনে হত্যা করা যায়।

খবর পেয়ে রাসূল সাঃ একটি চিঠি দিয়ে আ'মর বিন উমাইয়্যাহ আল-দ্বামরী রাঃ কে পাঠালেন। নাজ্জাশী চিঠি পড়ে জাফর বিন আবু-ত্বালিব রাঃসহ মুহাজির মুসলিমদের ডেকে পাঠালেন। সাথে তার দেশের কয়েকজন খৃষ্টান উলামা ও পীরদের জমা করলেন।

রাজ দরবারে সভা জমে উঠলো এবং জাফর রাঃকে কুরআন পড়তে বলা হলো। তিনি সূরাহ মারইয়াম তিলাওয়াত করলেন। কুরআনে মারইয়াম ও ঈসা আঃ সম্পর্কে নিপুণ বর্ণনা শোনে খ্রিষ্টান উলামা ও পীরদের চোখে পানি এসে গেল। তারা কুরআনের যথার্থতা বুঝতে পারলো এবং এতে ঈমান আনলো। (দেখুনঃ তাফসীর কুরতুবী) এ ঘটনার প্রতি ইঙ্গিত করে নাযিল হলোঃ

৮৩. তুমি দেখবেঃ রাসূলের প্রতি নাযিলকৃত কিতাব শোনে তাদের চোখ অশ্রুসিক্ত হয়েগেছে, তারা সত্য বুঝতে পেরেছে এবং বলছেঃ হে রাব্ব! আমরা ঈমান এনেছি, সাক্ষ্য দাতাদের (ইসলাম গ্রহণকারীদের) তালিকায় আমাদের নাম লিখে নাও। (এখানে ইসলাম গ্রহণকারীদের সাক্ষ্যদাতা বলা হয়েছে। কারণ ইসলাম গ্রহণ করতে হলে ২টি সাক্ষ্য দিতে হয়)

৮৪. (তারা আরও বলেছে) কি হয়েছে, কেন আমরা আল্লাহর প্রতি ঈমান আনব না, কেন আগত সত্যকে মেনে নেব না? অথচ আমরা চাই আল্লাহ যেন সৎলোকদের সঙ্গে আমাদেরকে জান্নাত দান করেন। (জান্নাত কামনা করলে অবশ্যই ঈমান আনতে হবে এবং আগত সত্য তথা ইসলামী বিধান মেনে নিতে হবে)

৮৫. (যেহেতু তারা ঈমান এনেছে) এজন্য আল্লাহ তাদের দান করবেন জান্নাত যার তলদেশে প্রবাহিত কত নহর, সেখানে তারা চিরদিন থাকবে। আর সৎলোকদের পুরস্কার এমনই হয়ে থাকে।

وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَكَذَّبُوْا بِاٰيٰتِنَآ اُولٰٓئِكَ اَصْحٰبُ الْجَحِيْمِ ﴿٨٦﴾

কুফরের পরিণাম

৮৬. আর যারা কুফর করে তথা আমার বিধান অমান্য করে, তারা হলো জাহান্নামী।

ঈমান ও আক্বীদাহঃ কুফর অর্থ গোপন করা, অবিশ্বাস করা, অস্বীকার করা, অমান্য করা, অবজ্ঞা করা, ইত্যাদি। আল্লাহর দেয়া কোনো তথ্য গোপন করা বা অবিশ্বাস করা অথবা আল্লাহর বিধান মানতে অস্বীকার বা অমান্য করা অথবা আল্লাহর কোনো বিধানকে অবজ্ঞা বা অবহেলা করা কুফর। আল্লাহর কোনো বিধান নিয়ে ঠাট্টা মশকারা করা এবং যাদু করাও কুফর।

যে কোনো প্রকার কুফর করলে ঈমান বিনষ্ট হয়ে সকল আ'মাল ও ইবাদত নিষ্ফল ও বরবাদ হয়ে যায়। কোনো মুসলিম কোনো প্রকার কুফর বা শিরকে জড়িয়ে পড়লে সে ঈমান হারা হয়ে মুনাফিক হয়ে যায়, হয়ে যায় চির জাহান্নামী। এমন মানুষ মারা গেলে তাদের জানাযা পড়া বা তাদের জন্য দোয়া করাও নিষিদ্ধ। (দেখুন সূরাহ তাওবাহঃ ৮৪) (কুফর সম্পর্কে জানতে আমাদের ইসলাম শিক্ষা সিলেবাসের ৪র্থ বই "ঈমানের উপর অবিচল থাকা" এর কুফর অধ্যায় দেখে নিন)

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تُحَرِّمُوْا طَيِّبٰتِ مَآ اَحَلَّ اللّٰهُ لَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوْا ؕ اِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِيْنَ ﴿٨٧﴾ وَكُلُوْا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللّٰهُ حَلٰلًا طَيِّبًا ۪ وَّاتَّقُوا اللّٰهَ الَّذِيْٓ اَنْتُمْ بِهٖ مُؤْمِنُوْنَ ﴿٨٨﴾

হালালকে হারাম অথবা হারামকে হালাল বানানো

৮৭. ওহে যারা ঈমান এনেছো (শোন!) আল্লাহ তোমাদের জন্য যেসব পবিত্র বস্তু হালাল করেছেন তোমরা এসবকে হারাম বানিও না। আর (আল্লাহর বিধানের ব্যাপারে) সীমালঙ্ঘন/বাড়াবাড়ি করো না। আল্লাহ সীমালঙ্ঘনকারীদের পছন্দ করেন না।

ঈমান ও আক্বীদাহঃ হালাল হারাম তথা বৈধ অবৈধ নির্ধারনের একমাত্র বৈধ অধিকারী আল্লাহ তায়া'লা এবং এসব হলো আল্লাহর রুবুবিয়্যাহ বা প্রভুত্বের অংশ বিশেষ। আল্লাহর নির্ধারিত হালালকে হারাম বা হারামকে হালাল হিসেবে মেনে নিলে কুফর হয়। আর এভাবে হালালকে হারাম বা হারামকে হালাল করলে বা যে করে তাকে মেনে নিলে বা এমন করা বৈধ মনে করলে আল্লাহর রুবুবিয়্যাতে শিরক হয়। কুফর ও শিরক ঈমান বিনষ্টকারী মহাপাপ। কোনো মুসলিম এমন পাপ করলে তার ঈমান বিনষ্ট হয়ে সকল আ'মাল নিষ্ফল ও বরবাদ হয়ে যায় আর সে হয়ে যায় চির জাহান্নামী মুনাফিক। এমন লোক মারা গেলে তার জানাযা পড়া বা তার জন্য দোয়া করাও নিষিদ্ধ। (দেখুনঃ ৯/৮৪) পরকালে মুনাফিকের জন্য শাফায়াত করতেও কাউকে অনুমতি দেয়া হবে না।

(ঈমান বিনষ্টকারী পাপ সম্পর্কে জানতে দেখুনঃ আমাদের ইসলাম শিক্ষা সিলেবাসের ৪র্থ বই "ঈমানের উপর অবিচল থাকা")

আইন ও বিধানঃ হারাম দুই প্রকার। মানসুস হারাম ও মুজতাহাদ হারাম।

- ❖ যে বস্তু হারাম বলে অকাট্য দলীল তথা কুরআনের মুহকাম আয়াত অথবা মুতাওয়াতির মানের হাদীছে সরাসরি উল্লেখ আছে এগুলো হলো মানসুস হারাম। (যেমনঃ মৃত, রক্ত, শূকরের মাংস, ইত্যাদি)
- ❖ যে বস্তু হারাম বলে অকাট্য দলীল দ্বারা প্রমাণিত নয় বরং শুধু ফিক্বহের সূত্র ধরে হারাম হয়েছে এগুলো হলো মুজতাহাদ হারাম। (যেমনঃ কচ্ছপ খাওয়া, কাকড়া খাওয়া, ইত্যাদি। মুজতাহাদ হারাম আসলে হারাম নয় বরং মাকরূহ। কিন্তু পরিপক্ক জ্ঞানের অভাবে কেউ কেউ এগুলোকে হারাম মনে করেন।)
- ❖ মুজতাহাদ হারাম আসলে হারাম নয়। আসলে এগুলো হলো মাকরুহ। সুচনাতে এগুলোকে মাকরুহ-ই বলা

হতো। তারপর বলা হতো মাকরুহ তাহরিমী। তারপর বলা হতো হারামের কাছাকাছি। আর এখন অনেকে-ই বলেন হারাম আর কেউ কেউ বলেন সাফ হারাম।

❖ কোনো মানসুস হারামকে হালাল মনে করা কুফর আর মুজতাহাদ হারামের ব্যাপারে দলীল ভিত্তিক ভিন্নমত পোষণ করলে পাপ হয় না। (তাইতো অনেক উলামা কচ্ছপ, কাকড়া, ইত্যাদি খাবারকে হালাল বলেছেন এবং অনেক মুসলিম এসব খেয়েও থাকেন)

৮৮. (মুঅমিনগণ!) তোমরা আল্লাহর দেয়া হালাল ও পবিত্র খাদ্য গ্রহণ করো আর আল্লাহর তাকওয়া অর্জন করো, যদি আল্লাহর উপর ঈমান এনে থাক।

জ্ঞাতব্যঃ আল্লাহর ভয়ে যাবতীয় কুফর, শিরক ও মহাপাপ থেকে বেঁচে থাকার নাম তাকওয়া আর যে ব্যক্তি তাকওয়া অর্জন করে তাকে বলা হয় মুত্তাক্বী। মুত্তাক্বী ব্যক্তি কোন পাপ করে ফেললে তৎক্ষণাৎ আল্লাহর কাছে তাওবাহ ও ইস্তিগফার করে নেয়।

لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللّٰهُ بِاللَّغْوِ فِيْٓ اَيْمَانِكُمْ وَ لٰكِنْ يُّؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُّمُ الْاَيْمَانَ ۚ فَكَفَّارَتُهٗٓ اِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسٰكِيْنَ مِنْ اَوْسَطِ مَا تُطْعِمُوْنَ اَهْلِيْكُمْ اَوْ كِسْوَتُهُمْ اَوْ تَحْرِيْرُ رَقَبَةٍ ؕ فَمَنْ لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلٰثَةِ اَيَّامٍ ؕ ذٰلِكَ كَفَّارَةُ اَيْمَانِكُمْ اِذَا حَلَفْتُمْ ؕ وَ احْفَظُوْٓا اَيْمَانَكُمْ ؕ كَذٰلِكَ يُبَيِّنُ اللّٰهُ لَكُمْ اٰيٰتِهٖ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ ﴿٨٩﴾

কসম এবং কসমের কাফফারাহ

৮৯. লাগ'ওয়া (অনিচ্ছাকৃত) কসমের জন্য আল্লাহ তোমাদেরকে পাকড়াও করবেন না। তবে ইচ্ছাকৃত কসমের জন্য অবশ্যই পাকড়াও করবেন। (তোমরা কসম করলে এটা পূর্ণ করবে। আর কসম ভঙ্গ করলে কাফফারাহ দিবে। কসমের) কাফফারাহ হলো..

❖ দশজন মিসকীনকে খাদ্য দান করা, (তাদেরকে এমন মানের খাদ্য দেবে) যে খাবার তোমরা সাধারণত পরিবারে খেয়ে থাকো।

❖ অথবা (দশজন মিসকীনকে) বস্ত্র দান, (প্রত্যেককে ১ জোড়া করে বস্ত্র দেবে। একটি নীচের আর একটি উপরের)

❖ অথবা একজন দাসকে মুক্ত করে দেওয়া।

❖ আর (এ তিনটির কোনোটি) না পারলে তিনদিন রোজা পালন করা।

এটা হলো কসমের কাফফারাহ। তোমরা কসম (করলে এটা) রক্ষা করবে। আল্লাহ এভাবেই তার বিধান স্পষ্টভাবে বর্ণনা করেন, যেন তোমরা শোকর আদায় করো।

(কসম সম্পর্কে জানতে দেখুন বাকারাহঃ ২২৫। আল্লাহর নিয়ামতের গুরুত্ব অনুধাবন করে তার আনুগত্য করার নাম শোকর করা।)

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِنَّمَا الْخَمْرُ وَ الْمَيْسِرُ وَ الْاَنْصَابُ وَ الْاَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطٰنِ فَاجْتَنِبُوْهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ ﴿٩٠﴾ اِنَّمَا يُرِيْدُ الشَّيْطٰنُ اَنْ يُّوْقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَ الْبَغْضَآءَ فِي الْخَمْرِ وَ الْمَيْسِرِ وَ يَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللّٰهِ وَ عَنِ الصَّلٰوةِ ۚ فَهَلْ اَنْتُمْ مُّنْتَهُوْنَ ﴿٩١﴾ وَ اَطِيْعُوا اللّٰهَ وَ اَطِيْعُوا الرَّسُوْلَ وَ احْذَرُوْا ۚ فَاِنْ تَوَلَّيْتُمْ فَاعْلَمُوْٓا اَنَّمَا عَلٰى رَسُوْلِنَا الْبَلٰغُ الْمُبِيْنُ ﴿٩٢﴾

মদ, জোয়া, আনস্বাব ও আযলাম

৯০. ওহে যারা ঈমান এনেছো (শোনো!) মদ (মাদক), জোয়া, আনস্বাব ও আযলাম (ভাগ্যতীর/লটারি এসব হলো) পাপ, শয়তানের কাজ। সুতরাং তোমরা অবশ্যই এসব বর্জন করবে, এতে তোমরা সফল হতে পারবে।

জ্ঞাতব্যঃ আনস্বাব শব্দটি নুস্বব এর বহুবচন। মানুষ জাতীয়ভাবে বা সম্প্রদায়গত ভাবে সম্মান করে এমন সব স্থান, স্থাপনা ও সৌধকে নুস্বব বলা হয়। মক্কাতে ৩৬০টি নুস্বব ছিল। ইসলামী বিধানে স্থাপনা তিন প্রকার হয়ে থাকে। যথাঃ

- ❖ দিক নির্দেশনার জন্য তৈরি স্থাপনা। জনকল্যাণে ব্যবহৃত এসব স্থাপনাকে আ'লাম বলা হয়। এমন স্থাপনা তৈরি করা উত্তম ও কল্যাণকর।
- ❖ সৌন্দর্য ও শোভা বর্ধনে বানানো স্থাপনাকে বলা হয় মিনার। মিনার বানানো অপচয়। তবে মসজিদের শোভা বর্ধনে মিনার বানানো বৈধকাজ এবং ভালোকাজ।
- ❖ মর্যাদার প্রতীক হিসেবে যে সৌধ, মিনার বা স্থাপনা তৈরি করা হয় এসবকে বলা হয় নুস্বব। সাধারণত মুর্তি, মিনার, পাথর, স্থান, স্থাপনা, গাছ বা অন্য কোনো বস্তুকে নুস্বব হিসেবে ব্যবহার করা হয়।
- ❖ নুস্বুব বানানো, নুস্বুবকে সম্মান করা, নুস্বুবে উৎসর্গ করা, ভোগ দেয়া শিরক। নুস্বুবে জবেহকৃত পশুপাখি খাওয়া হারাম।

আইন ও বিধানঃ মদ পান বা মাদক সেবন নিষিদ্ধ, হারাম। সকল প্রকার জোয়া খেলা হারাম।

- ○ যে বস্তু অতিমাত্রা সেবন করলে নেশা হয় এর সল্পমাত্রা সেবন করাও হারাম।
- ○ মদ বা মাদকের উৎপাদন, সংরক্ষণ এবং ব্যবসাও হারাম। তবে মদ বস্তুটি পবিত্র না অপবিত্র এ সম্পর্কে কুরআন বা হাদীছে স্পষ্ট করে কিছু বলা হয়নি। তাই বিষয়টি নিয়ে ফাক্বীহগণের মাঝে ভিন্নমতের সৃষ্টি হয়েছে।
- ○ অধিকাংশ ফাক্বীহগণের মতে মদ অপবিত্র। তবে ইমাম রাবীয়াহ, লাইছ বিন সায়াদ, মুযানীসহ অনেকেই মদকে অপবিত্র বলেননি। তাদের মতে মদ পান হারাম করা হয়েছে মাদকের জন্য, তবে মদ বস্তুটি অপবিত্র নয় । কারণ এর মূল উপাদান পানি আর ফলের রস। আর এ উভয় বস্তুই পবিত্র।
- ○ ইমাম ছাওরী, আওযায়ী', লাইছ বিন সায়া'দ এবং কুফাবাসীর মতে মদকে ভিনেগার বানালে এটার পান ও ব্যবহার হালাল হয়ে যায়। আহলে হাদীছ এবং আহলে রায়ের অনেক উলামা এ মত পোষণ করেছেন।
- ○ কারো কারো মতে মদকে সিরকা (ভিনেগার) বানালেও এর ব্যবহার বৈধ হয় না। কারণ এক বস্তু একবার হারাম হয়ে গেলে আর হালাল হয় না।
- ○ ইমাম আবু-হানীফাহ রাহিঃ বলেছেনঃ মিশক বা লবণ মিশানোর পর মদ থেকে মাদক চলে গেলে এটা বৈধ

হয়ে যায়। ইমাম মুহাম্মাদ রাহিঃ বলেছেনঃ মদকে সিরকা বানালে এটার ব্যবহার করা বৈধ হয়ে যায়। তিনি বলেছেনঃ সিরকা বানানো ছাড়া অন্যভাবে মদকে ঔষধ হিসেবে ব্যবহার করা বৈধ হবে না।

- উভয় মতামত বর্ণনা করার পর ইমাম কুরতুবী লিখেছেনঃ সম্ভবত উক্ত আয়াত নাযিল হবার পর মদ থেকে (লোকজনকে বিরত রাখতে) সিরকা বানাতেও নিষেধ করা হয়েছিল পরে অনুমতি দেয়া হয়েছে।
- ইমাম মালিক রাহিঃ বলেছেনঃ কোনো খৃষ্টান যদি মদকে ভিনেগারে রূপান্তরিত করে তবে এর ব্যবহার মুসলিমদের জন্য হালাল হয়ে যাবে। আর কোনো মুসলিম ঔষধ হিসেবে সরাসরি মদ ব্যবহার করবে না, তবে ভিনেগারে রূপান্তরিত করার পর ব্যবহার করতে পারবে। ইমাম মালিক রাহিঃ এর এ মন্তব্য বর্ণনা করার পর ইমাম কুরতুবী লিখেছেনঃ ইমাম মালিক এবং উনার ছাত্রদের এমন মন্তব্য ভিনেগার হালালের পক্ষেই যায়, বিপক্ষে নয়।

৯১. শয়তান মদ (মাদক) ও জোয়ার মাধ্যমে তোমাদের মাঝে শত্রুতা ও বিদ্বেষ তৈরি করে আল্লাহর যিকর (দ্বীন) ও সালাত থেকে তোমাদেরকে বিরত রাখতে চায়। তোমরা কি (শয়তানের কথা মেনে নেবে এবং দ্বীনি কাজ ও সালাত থেকে) বিরত হয়ে যাবে?

যিকর পরিচিতিঃ যিকর অর্থ স্মরণ, স্মরণিকা, আলোচনা, সমালোচনা, বাণী ইত্যাদি। আমাদের বাংলা সমাজে শব্দটিকে একটু বদলিয়ে বলা হয় যিকির বা জিকির। আল কুরআনের অনেক জাগায় যিকর বলে আল-কুরআনকে বুঝানো হয়েছে, অনেক জাগায় নামাযকে যিকর বলা হয়েছে। মোটকথা যিকর শব্দটি আল কুরআনে অনেক অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। যেমনঃ আল-কুরআন, ইবাদাত, নামায, আলোচনা, সমালোচনা, স্মরণ, জ্ঞান, শারীয়াহ, জীবনবিধান, উপদেশ, ইত্যাদি।

কিন্তু আমাদের সমাজের কিছু মানুষ শব্দটিকে বিচ্যুত করে যিকর বলে বুঝিয়ে থাকেনঃ পীরের বানানো তরিকা অনুযায়ী বিশেষ নিয়মে এবং বিশেষ ভঙ্গিতে কিছু শব্দ জপ করা। তারা শব্দটিকে তার মূল ধারা থেকে বিচ্যুত করে অনেকটা ভিন্ন ধারায় নিয়ে যেভাবে আসল অর্থ থেকে অন্য ধারায় প্রবাহিত করছেন এটা অবশ্যই "তাহরীফ" হিসেবে গণ্য হবে।

৯২. (হে মুসলিমগণ!) তোমরা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করবে আর (শয়তান, শত্রু ও পাপাচার থেকে) সাবধান থাকবে। আর তোমরা কেউ যদি (পাপ পথে) ফিরে যাও তবে মনে রেখো! আমার রাসূলের দায়িত্ব শুধু স্পষ্টভাবে পৌঁছে দেওয়া।

জ্ঞাতব্যঃ আল্লাহর বাণী স্পষ্টভাবে পৌঁছে দেওয়া রাসূলের দায়িত্ব আর রাসূল সাঃ এর অনুপস্থিতিতে এ দায়িত্ব বর্তায় আমাদের উপর। তাই আমাদের দায়িত্ব হলো আল্লাহর বাণী স্পষ্টভাবে জনতার কাছে পৌঁছে দেওয়া। আল্লাহর বাণী নিয়ে ধুম্রজাল সৃষ্টি করা বা ঘুরপ্যাঁচ করা মোটেই উচিত নয়।

لَيْسَ عَلَى الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَ عَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ جُنَاحٌ فِيْمَا طَعِمُوْٓا اِذَا مَا اتَّقَوْا وَّ اٰمَنُوْا وَ عَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ ثُمَّ اتَّقَوْا وَّ اٰمَنُوْا ثُمَّ اتَّقَوْا وَّ اَحْسَنُوْا ؕ وَ اللّٰهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِيْنَ ﴿٩٣﴾

ইহসান ও মুহসিন

পটভূমিঃ আনাস রাঃ বলেন, একদা আমি আবু-ত্বালহা'এর ঘরে মদ পান করাচ্ছিলাম। এমন সময় বাহির থেকে কিসের আওয়াজ ভেসে এলো। আবু-ত্বালহা'হ বললেনঃ বাইরে গিয়ে শোনে আসো, কিসের আওয়াজ হচ্ছে। আমি বেরিয়ে গেলাম। ফিরে এসে বললামঃ মদ হারাম হয়ে গেছে এবং এটাই ঘোষিত হচ্ছে। আবু-ত্বালহাহ বললেনঃ

সব মদ ফেলে দাও। মটকা ভরা মদ ছিল। আমি সব ফেলে দিলাম। সেদিন (মানুষ রাস্তায় এত মদ ফেলে ছিল যে,) মদীনার গলিতে মদের নালা প্রবাহিত হয়েছে। লোকজন ভাবলঃ যারা মদ পেটে নিয়ে মারা গেছে তাদের কি হবে? (কুরতুবীঃ বুখারী) এতে নাযিল হলোঃ

৯৩. যারা ঈমান এনেছে, সৎকাজ করেছে তারা যা খেয়েছে এজন্য পাপ হবে না। কারণ তারা (তখনকার হারামসমূহ) বর্জন করেছিল, ঈমান এনেছিল এবং (ঈমানের সহিত) সৎকাজ করেছিল। (এখন যারা এসব) বর্জন করছে, ঈমান আনছে এবং (ভবিষ্যতে এ) বর্জন ও ঈমান অব্যাহত রাখবে এবং সৎকাজ করবে (তারা সবাই মুহসিন হিসেবে গণ্য হবে।) আর আল্লাহ মুহসিনদের ভালোবাসেন।

জ্ঞাতব্যঃ "মুহ'সিন" অর্থ ইহসানকারী। যে ব্যক্তি ইহসানের সাথে কাজ করে তাকে "মুহ'সিন" বলা হয়। "ইহ'সান" অর্থ সুন্দর করা। ইসলামী পরিভাষায় নিজের ঈমান, ইসলাম, আদব আখলাক, স্বভাব চরিত্র, ইবাদাত বন্দেগী, ইত্যাদি সুন্দর করাকে বলা হয় "ইহসান"। হাদীছ জিবরাঈল নামে খ্যাত বুখারী মুসলিমের এক দীর্ঘ হাদীছে জিবরাঈল আঃ প্রশ্ন করে ছিলেন "ইহসান" কি? উত্তরে রাসূল সাঃ বলেছিলেন, "আল্লাহর ইবাদাত এমনভাবে করবে যেন তুমি আল্লাহকে দেখছ। আর যদি তাকে দেখতে না পার তবে (মনে রাখবে) তিনি অবশ্যই তোমাকে দেখছেন"।

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَيَبْلُوَنَّكُمُ اللّٰهُ بِشَيْءٍ مِّنَ الصَّيْدِ تَنَالُهٗٓ اَيْدِيْكُمْ وَرِمَاحُكُمْ لِيَعْلَمَ اللّٰهُ مَنْ يَّخَافُهٗ بِالْغَيْبِ ۚ فَمَنِ اعْتَدٰى بَعْدَ ذٰلِكَ فَلَهٗ عَذَابٌ اَلِيْمٌ ﴿٩٤﴾ يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَاَنْتُمْ حُرُمٌ ۭ وَمَنْ قَتَلَهٗ مِنْكُمْ مُّتَعَمِّدًا فَجَزَآءٌ مِّثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ يَحْكُمُ بِهٖ ذَوَا عَدْلٍ مِّنْكُمْ هَدْيًۢا بٰلِغَ الْكَعْبَةِ اَوْ كَفَّارَةٌ طَعَامُ مَسٰكِيْنَ اَوْ عَدْلُ ذٰلِكَ صِيَامًا لِّيَذُوْقَ وَبَالَ اَمْرِهٖ ۭ عَفَا اللّٰهُ عَمَّا سَلَفَ ۭ وَمَنْ عَادَ فَيَنْتَقِمُ اللّٰهُ مِنْهُ ۭ وَاللّٰهُ عَزِيْزٌ ذُو انْتِقَامٍ ﴿٩٥﴾ اُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهٗ مَتَاعًا لَّكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ ۚ وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا ۭ وَاتَّقُوا اللّٰهَ الَّذِيْٓ اِلَيْهِ تُحْشَرُوْنَ ﴿٩٦﴾

আল্লাহর পরীক্ষাঃ ইহ'রাম অবস্থায় শিকার

পটভূমিঃ শনিবার ছিল ইয়াহুদীদের ইবাদাতের দিন। এ দিনে ব্যবসা বানিজ্য, মৎস শিকারসহ দুনিয়াবী কাজকর্ম ও উপার্জন নিষিদ্ধ ছিল। কিন্তু শনিবারে ঝাঁকে ঝাঁকে মাছ তীরে ভেসে আসত। আসলে এটা ছিল আল্লাহর পরীক্ষা। একদল ইয়াহুদ লোভ সামলাতে না পেরে নিষিদ্ধ হওয়া সত্ত্বেও মাছ শিকারে মেতে উঠলো। তারা আল্লাহর পরীক্ষায় ফেইল করেছিল।

মহান আল্লাহ রাসূল সাঃএর সাহাবাদেরও পরীক্ষা নিয়েছেন। আমাদের শারীয়া'হ মতে ইহরাম অবস্থায় পশুপাখি শিকার করা নিষিদ্ধ। হুদাইবিয়ার সফরে রাসূল সাঃ ও সাহাবাগণ ইহরাম অবস্থায় ছিলেন। তখন পশুপাখি একেবারে নাগালের কাছে চলে আসত। কিন্তু সাহাবাগণ শিকার করেননি। তারা আল্লাহর পরীক্ষায় পাশ করেছেন। তাদের প্রতি ইঙ্গিত করে নাযিল হয়েছে...

৯৪. মুঅমিনগণ! কিছু শিকারি জন্তু তোমাদের হাত ও তীরের নাগালে চলে আসবে। এভাবে আল্লাহ তোমাদের পরীক্ষা করবেন। যেন প্রকাশিত হয় তোমাদের মাঝে কে না দেখেও

আল্লাহকে ভয় করে (আর কে করে না।) যে ব্যক্তি সীমালঙ্ঘন করবে তার তরে যন্ত্রনাদায়ক আযাব।

৯৫. মুঅমিনগণ! তোমরা ইহ'রাম অবস্থায় (কোনো পশুপাখি) শিকার করবে না। তোমাদের কেউ ইচ্ছাকৃতভাবে শিকার করলে এর প্রতিকার (কাফফারাহ) হিসেবে শিকারকৃত প্রাণীর সমতুল্য "হাদয়ী" মক্কায় পৌঁছে দেবে। তোমাদের (মুসলিমদের) মাঝে বিচারিক জ্ঞান সম্পন্ন দুইজন ব্যক্তি (মান নির্ণয়ের) ফয়সালা করবে। অথবা (ইহরাম অবস্থায় শিকারের) কাফফারাহ হিসেবে মিসকীনকে খাদ্য দিবে বা সমপরিমাণ রোজা রাখবে। আর এভাবেই শিকারী ব্যক্তি তার কর্মফল ভোগ করবে। (তবে অতীতে যা করেছ এসব নিয়ে চিন্তা করো না। কারণ তোমাদের) অতীত আল্লাহ মাফ করে দিয়েছেন। আল্লাহ মহাপরাক্রমশালী, প্রতিশোধ গ্রহণকারী।

৯৬. তবে তোমাদের (হাজীদের) আর (জাহাজে অবস্থানকারী) সঙ্গীদের জীবিকার জন্য সাগরের শিকার ও খাদ্য তোমাদের জন্য হালাল করা হলো। ইহরামে থাকাকালীন শুধু স্থলচর শিকার তোমাদের জন্য হারাম করা হয়েছে (জলচর নয়।) তোমরা আল্লাহর তাকওয়া অর্জন করো আর (মনে রেখো) সবাই তার কাছেই ফিরে যাচ্ছ। (আল্লাহর ভয়ে যাবতীয় কুফর, শিরক ও পাপাচার থেকে বেঁচে থাকার নাম তাকওয়া)

আইন ও বিধানঃ অধিকাংশ উলামার মতে জলচর সকল প্রাণী-ই হালাল। কারণ উক্ত আয়াতে সাগরের শিকার এবং খাদ্যকে ব্যাপকভাবে বৈধ বলা হয়েছে। হাদীছেও ব্যাপকভাবে হালাল বলা হয়েছে, কোনো কিছুকে আলাদা করা হয়নি। তবে কুমির আর উভচর সাপ হালাল নয়। কারণ এটা জলচর নয়, উভচর।

- ❖ কোনো কোনো আলিম ব্যাঙ খাওয়া অবৈধ বলেছেন। কারণ রাসূল সাঃ ব্যাঙ মারতে নিষেধ করেছেন আর মারতে নিষেধ করা অবৈধ হবার ইঙ্গিত বহন করে।
- ❖ হানাফী আলিমগণের মতে জলচর প্রাণীদের মাঝে শুধু মাছ খাওয়া যাবে। মাছ ছাড়া অন্যকিছু খাওয়া মাকরূহ।

جَعَلَ اللّٰهُ الْكَعْبَةَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ قِيٰمًا لِّلنَّاسِ وَ الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَ الْهَدْيَ وَ الْقَلَآىِٕدَ ؕ ذٰلِكَ لِتَعْلَمُوْۤا اَنَّ اللّٰهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَ مَا فِي الْاَرْضِ وَ اَنَّ اللّٰهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمٌ ﴿۹۷﴾ اِعْلَمُوْۤا اَنَّ اللّٰهَ شَدِيْدُ الْعِقَابِ وَ اَنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ﴿۹۸﴾

কা'বাহঃ মানব জাতির স্থায়িত্বের প্রতিক

৯৭. আল্লাহ সম্মানিত ঘর কা'বাহকে মানব জাতির স্থায়িত্বের প্রতীক হিসেবে নির্ধারণ করেছেন। (যতদিন কা'বাহ থাকবে ততদিন কিয়ামত হবে না।) আর সম্মানিত মাস, হাদয়ী (মক্কায় জবেহ করার জন্য নির্ধারিত পশু), ক্বালাইদ (হাজ্জ কাফেলা, ইত্যাদিও আল্লাহর কাছে সম্মানিত।)

জেনে রাখো, আসমানসমূহে যা কিছু আছে এবং যমীনে যা কিছু আছে আল্লাহ এসকল ব্যাপারে অবগত। আল্লাহ সর্ববিষয়ে মহাজ্ঞানী।

৯৮. তোমরা জেনে রাখো! আল্লাহ শাস্তিদানে কঠোর এবং নিশ্চয় আল্লাহ ক্ষমাশীল, দয়াময়।

مَا عَلَى الرَّسُوْلِ اِلَّا الْبَلٰغُ ؕ وَاللّٰهُ يَعْلَمُ مَا تُبْدُوْنَ وَ مَا تَكْتُمُوْنَ ﴿٩٩﴾ قُلْ لَّا يَسْتَوِى الْخَبِيْثُ وَ الطَّيِّبُ وَ لَوْ اَعْجَبَكَ كَثْرَةُ الْخَبِيْثِ ۚ فَاتَّقُوا اللّٰهَ يٰۤاُولِى الْاَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ ﴿١٠٠﴾

ভালো আর মন্দ সমান নয়

৯৯. রাসূলের দায়িত্ব পৌঁছে দেওয়া বৈ কিছুই নয়। আল্লাহ জানেন তোমরা কি গোপন করো আর কি তোমরা প্রকাশ করো।

১০০. বলে দাওঃ ভালো আর মন্দ সমান নয়, যদিও (দুনিয়াতে মন্দ বেশী আর) মন্দের আধিক্য তোমাকে বিস্মিত করে ফেলে। হে বিজ্ঞ লোকেরা! আল্লাহর তাকওয়া অর্জন করো, এতে তোমরা সফল হতে পারবে। (আল্লাহর ভয়ে কুফর, শিরক ও পাপাচার থেকে বিরত থাকার নাম তাকওয়া। যথাসাধ্য তাকওয়া অর্জন করা আমাদের ফরজ দায়িত্ব।)

জ্ঞাতব্যঃ মন্দ লোক, মন্দ কাজ, মন্দ কথা, ইত্যাদি মন্দের ছড়াছড়ি বিশ্বময়। দুনিয়াতে সর্বদাই মন্দ বেশী ছিল, এখনো বেশী আছে এবং ভবিষ্যতেও বেশী থাকবে। তবে হাদীছ থেকে বুঝা যায় শুধু ঈসা আঃ এর শাসনকালে মন্দের প্রভাব কমে যাবে এবং তারপর আবার শুরু হবে। তাই আমরা যারা ভালো হতে চাই, ভালো কাজ করতে চাই, ভালো কথা বলতে চাই তাদেরকে অবশ্যই এসব মন্দের মোকাবেলা করতে হবে। ভালো পথে চলার জন্য এটাই আসল চ্যালেঞ্জ। তবে আমরা অটল ও অবিচল থাকতে পারলে আল্লাহ্ আমাদের সহায় হবেন, ইন শা-আল্লাহ।

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَسْـَٔلُوْا عَنْ اَشْيَآءَ اِنْ تُبْدَ لَكُمْ تَسُؤْكُمْ ۚ وَ اِنْ تَسْـَٔلُوْا عَنْهَا حِيْنَ يُنَزَّلُ الْقُرْاٰنُ تُبْدَ لَكُمْ ؕ عَفَا اللّٰهُ عَنْهَا ؕ وَ اللّٰهُ غَفُوْرٌ حَلِيْمٌ ﴿١٠١﴾ قَدْ سَاَلَهَا قَوْمٌ مِّنْ قَبْلِكُمْ ثُمَّ اَصْبَحُوْا بِهَا كٰفِرِيْنَ ﴿١٠٢﴾

অপ্রয়োজনীয় প্রশ্ন

পটভূমিঃ মানুষের জীবনে এমন অনেক বিষয় থাকে যেসব বিষয় না জানাই কল্যাণকর। এমন বিষয় জানার জন্য প্রশ্ন করা বা অপ্রয়োজনীয় প্রশ্ন মাঝে মাঝে সমস্যা তৈরি করে এবং মানুষকে অস্বস্তিতে ফেলে দেয়। কিন্তু এমন করা অনেকের স্বভাব। যেমন..

আনাস রা. থেকে বর্ণিত এক হাদীছে এসেছে, রাসূল সাঃ একদা বললেন, আমি এখানে অবস্থান করা অবস্থায় তোমরা যা প্রশ্ন করবে আমি উত্তর দেব। তখন এক ব্যক্তি বললঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ! "আমার চিরস্থায়ী আবাস কোথায়"? তিনি বললেন "জাহান্নামে"। আরেকজন বললঃ আমার বাপ কে? রাসূল সাঃ বললেনঃ অমুক। (কুরতুবীঃ বুখারী, মুসলিম) (রাসূল সাঃ ঐ ব্যক্তির মায়ের স্বামী ছাড়া অন্যের নাম বলেছিলেন। পরে বিষয়টি নিয়ে পরিবারে অনেক ঝামেলা হয়েছিল) এমন বিষয়াদির প্রতি ইঙ্গিত করে নাযিল হয়েছে...

১০১. ওহে যারা ঈমান এনেছো (শোনো!) তোমরা এমন কোনো বিষয়ে প্রশ্ন করো না যা প্রকাশ হলে তোমরা অস্বস্তিতে পড়ে যাবে। আর কুরআন নাযিলকালীন সময়ে এমন প্রশ্ন করলে সব প্রকাশ হয়ে যাবে। (তবে যা করে ফেলেছো এসব নিয়ে ভেবো না। কারণ) আল্লাহ তোমাদের মাফ করে দিয়েছেন। আল্লাহ ক্ষমাশীল, সহনশীল।

১০২. তোমাদের আগে অনেক জাতি-ই এমন প্রশ্ন করেছে, পরে (সত্য প্রকাশ হবার পর এসব অমান্য করে) তারা কাফির হয়ে গেছে।

আইন ও বিধানঃ এমন প্রশ্ন করা হারাম নয়। তবে খুবই অপছন্দনীয় এবং নিন্দনীয় কাজ। কখনো কখনো যা মেনে নেওয়া মানুষের জন্য কঠিন হয়ে যায়। আর আল্লাহ এবং আল্লাহর রাসূল সা. থেকে সত্যটা জানার পর এটা না মানলে কুফর হয়।

مَا جَعَلَ اللّٰهُ مِنۡۢ بَحِيۡرَةٍ وَّ لَا سَآئِبَةٍ وَّ لَا وَصِيۡلَةٍ وَّ لَا حَامٍ ۙ وَّ لٰكِنَّ الَّذِيۡنَ كَفَرُوۡا يَفۡتَرُوۡنَ عَلَى اللّٰهِ الۡكَذِبَ ؕ وَاَكۡثَرُهُمۡ لَا يَعۡقِلُوۡنَ ﴿۱۰۳﴾

মনগড়া সংস্কারঃ আল্লাহর উপর মিথ্যাচার

১০৩. বাহী'রাহ, সা-ইবাহ, ওয়াস্বীলাহ, হাম, এসব আল্লাহ নির্ধারণ করেননি। (কোনোকিছুকে অন্যকিছুর উপর প্রাধান্য দেয়ার একমাত্র বৈধ অধিকারী আল্লাহ। এটা হলো আল্লাহর কর্তৃত্বের বৈশিষ্ট্য। অন্য কেউ এমন করলে আল্লাহর কর্তৃত্বে শিরক করা হয়। এমন করা আল্লাহর উপর মিথ্যাচারের শামিল। এমন করে) কাফিররা আল্লাহর উপর মিথ্যারোপ করছে। আর (যারা এমন করে) এদের অধিকাংশই নির্বোধ।

জ্ঞাতব্যঃ আল্লাহ যুগে যুগে নবী পাঠিয়েছেন। নবী চলে যাবার পর লোকজন নবীর আদর্শের সাথে নিজেদের মতামত মিশ্রিত করে বিভ্রান্ত হয়েছে। তাসত্ত্বেও ভেবেছে তারাই সঠিক, তারাই নবীর উত্তরসূরি। যেমন হচ্ছে আজকাল। রাসূল সাঃ এর সময়ে যেসব ইবাদাত, আক্বীদাহ বা পরিভাষার অস্থিত্বই ছিল না এমন অনেক কিছু বানিয়ে আজকাল বলা হচ্ছে এটাই সাহীহ আক্বীদাহ আর এটাই সঠিক। এমন করেছিল আগেকার মুশরিকরা। তাদের বানানো কিছু প্রথা হচ্ছে..

বাহীরাহঃ যে উটনীর প্রথম ৫টি বাচ্ছা মাদী হতো ওই উটনীকে বিশেষ মর্যাদা দিয়ে খোদার নামে উৎসর্গ করা হতো। এর দুধ দোহন করা সাধারণ মানুষের জন্য হারাম মনে করা হতো এবং ওই উটনীর কান কেটে ছেড়ে দেয়া হতো। এর নাম দেওয়া হতো বাহীরাহ।

সা-ইবাহঃ খোদার নামে মান্নতকৃত উটকে বিশেষ চিহ্ন দিয়ে ছেড়ে দেয়া হতো। এটাকে বলা হতো সা-ইবাহ।

ওয়াস্বীলাহঃ কোনো পশুকে বিশেষভাবে চিহ্নিত করে খোদার নামে ছেড়ে দেয়া হতো। আর এটাকে বলা হত ওয়াস্বীলাহ।

হা'মঃ পুরুষ উট নির্ধারিত সংখ্যক উটনীর সাথে সঙ্গম সম্পন্ন করার পর এটাকে বিশেষ মর্যাদা দেওয়া হতো এবং বিশেষ চিহ্ন দিয়ে মুক্তভাবে ছেড়ে দেওয়া হতো। এটাকে বলা হতো হা'ম।

উল্লেখিত পশুগুলোকে বিশেষ মর্যাদা দেয়া হতো। এসব পশুকে কোনো কাজে ব্যবহার করা হতো না, এদের দুধ দোহন করা হতো না। এসবই ছিল মানুষের মনগড়া অপ-সংস্কৃতি ও কু-সংস্কার। তবে এগুলোকে খোদার নামে উৎসর্গ করা হয়েছে বলে প্রচার করা হতো। এগুলোর সাথে খোদার নাম যুক্ত করা হতো এবং খোদার সাথে সম্পৃক্ত করা হতো। এসবই ছিল তাদের মিথ্যাচার ও মনগড়া।

وَ اِذَا قِيۡلَ لَهُمۡ تَعَالَوۡا اِلٰى مَاۤ اَنۡزَلَ اللّٰهُ وَ اِلَى الرَّسُوۡلِ قَالُوۡا حَسۡبُنَا مَا وَجَدۡنَا عَلَيۡهِ اٰبَآءَنَا ؕ اَوَ لَوۡ كَانَ اٰبَآؤُهُمۡ لَا يَعۡلَمُوۡنَ شَيۡـًٔا وَّ لَا يَهۡتَدُوۡنَ ﴿۱۰۴﴾

আইনের উৎস ও জীবনের আদর্শ

১০৪. (বাস্তব জীবনে যারা আইনের উৎস হিসেবে আল্লাহর কিতাব এবং জীবনের অনুকরণীয় আদর্শ হিসেবে রাসূল সাঃ এর সুন্নাহ মেনে চলে না) তাদেরকে যদি বলা হয়ঃ আসো! (আইনের উৎস এবং জীবনের আদর্শ হিসেবে) আল্লাহর কিতাব ও রাসূলের আদর্শ মেনে চলি। তখন তারা বলেঃ আমাদের পূর্বসূরিরা যা মেনে এসেছেন এসবই (তথা যুগ যুগ ধরে চলে আসা সংস্কৃতি ও সংস্কার এবং পূর্বসূরিদের আদর্শই) আমাদের জন্য যথেষ্ট। (আল্লাহ বলছেন) আচ্ছা তাদের পূর্বসূরিরা যদি অজ্ঞ ও ভ্রান্ত হয় (তবুও কি তারা এদের জন্য আদর্শ হবে)?

জ্ঞাতব্যঃ উক্ত আয়াতে আইন, বিধান ও জ্ঞানের উৎস এবং জীবনের আদর্শের কথা বলা হয়েছে।

- ❖ মুসলিমদের আইন, বিধান ও জ্ঞানের উৎস হলো আল্লাহর কিতাব আর জীবনের অনুকরণীয় আদর্শ হলো রাসূল সাঃএর সুন্নাহ।
- ❖ আর কাফিরদের আইন, বিধান ও জ্ঞানের উৎস হলো পুর্বপুরুষের রীতিনীতি বা যুগ যুগ ধরে চলে আসা ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি।

মানুষকে আল্লাহর কিতাব ও রাসূল সাঃএর আদর্শ থেকে দূরে রাখতে পুর্বসূরিদের দোহাই দেওয়া শয়তানের থিওরী এবং যুগ যুগ ধরে চলমান একটি কার্যকর বাহানা। এমন দোহাই দেওয়া হয় নানাভাবে। যেমন..

- ❖ দ্বীনহীন নেতারা ঐতিহ্য, সংস্কৃতি, সংস্কার ও চেতনার দোহাই দিয়ে আল্লাহর বিধানকে অবজ্ঞা করে।
- ❖ আর যারা নিজেকে দ্বীনদার মনে করে তাদের অনেকেই মসলক, মিনহাজ, তরিকত, তরিকা ইত্যাদির দোহাই দিয়ে আল্লাহর কিতাব ও রাসূল সাঃ এর সুন্নাহকে এড়িয়ে চলে।

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيۡنَ اٰمَنُوۡا عَلَيۡكُمۡ اَنۡفُسَكُمۡ ۚ لَا يَضُرُّكُمۡ مَّنۡ ضَلَّ اِذَا اهۡتَدَيۡتُمۡ ؕ اِلَى اللّٰهِ مَرۡجِعُكُمۡ جَمِيۡعًا فَيُنَبِّئُكُمۡ بِمَا كُنۡتُمۡ تَعۡمَلُوۡنَ ﴿۱۰۵﴾

সাবধান! নিজেকে বাঁচাও

১০৫. ওহে যারা ঈমান এনেছো (শোনো!) তোমাদের দায়িত্ব হলো (সকল প্রকার বিভ্রান্তি থেকে) নিজেদের রক্ষা করা। তোমরা যদি সঠিক পথ আঁকড়ে থাকো তবে বিভ্রান্ত লোকেরা তোমাদের ক্ষতি করতে পারবে না। (মনে রেখো) তোমরা সবাই আল্লাহর কাছে ফিরে যাচ্ছ। তিনি-ই তোমাদের অবগত করাবেন নিজ নিজ কর্ম সম্পর্কে।

জ্ঞাতব্যঃ দুনিয়াতে সর্বত্র-ই বিভ্রান্ত লোকদের ছড়াছড়ি এবং এদের এসব বিভ্রান্তি থেকে বেঁচে থাকা আমাদের ঈমানী দায়িত্ব। আর এসব বিভ্রান্তি থেকে বেঁচে থাকতে হলে ঈমান ও ইসলামের উপর অটল ও অবিচল থাকতে হয়। মনে রাখতে হবে আল-কুরআন আল্লাহর কালাম এবং আল-কুরআনে বর্ণিত পথই একমাত্র সঠিক পথ। আল-কুরআনের পর দুটি শর্তে সুন্নাহ বা হাদীছ মেনে চলতে হয়। যথা..

১. কোনো বিষয় আল-কুরআনে সুস্পস্টভাবে না পাওয়া গেলে তখন সুন্নাহ দেখতে হয়,
২. লক্ষ রাখতে হবে সুন্নাহ যেন সাহীহ সনদে প্রমাণিত হয় এবং আল-কুরআনের বিপরীতে না যায়।
৩. সুন্নাহ বা হাদীছের পর প্রয়োজন হলে শর্তসাপেক্ষে ইজমা কিয়াসসহ অন্যকিছু মেনে নেওয়া যায়।

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ اِذَا حَضَرَ اَحَدَكُمُ الْمَوْتُ حِيْنَ الْوَصِيَّةِ اثْنٰنِ ذَوَا عَدْلٍ مِّنْكُمْ اَوْ اٰخَرٰنِ مِنْ غَيْرِكُمْ اِنْ اَنْتُمْ ضَرَبْتُمْ فِى الْاَرْضِ فَاَصَابَتْكُمْ مُّصِيْبَةُ الْمَوْتِ ؕ تَحْبِسُوْنَهُمَا مِنْۢ بَعْدِ الصَّلٰوةِ فَيُقْسِمٰنِ بِاللّٰهِ اِنِ ارْتَبْتُمْ لَا نَشْتَرِىْ بِهٖ ثَمَنًا وَّلَوْ كَانَ ذَا قُرْبٰى ۙ وَلَا نَكْتُمُ شَهَادَةَ ۙ اللّٰهِ اِنَّآ اِذًا لَّمِنَ الْاٰثِمِيْنَ ﴿١٠٦﴾ فَاِنْ عُثِرَ عَلٰٓى اَنَّهُمَا اسْتَحَقَّآ اِثْمًا فَاٰخَرٰنِ يَقُوْمٰنِ مَقَامَهُمَا مِنَ الَّذِيْنَ اسْتَحَقَّ عَلَيْهِمُ الْاَوْلَيٰنِ فَيُقْسِمٰنِ بِاللّٰهِ لَشَهَادَتُنَآ اَحَقُّ مِنْ شَهَادَتِهِمَا وَمَا اعْتَدَيْنَآ اِنَّآ اِذًا لَّمِنَ الظّٰلِمِيْنَ ﴿١٠٧﴾ ذٰلِكَ اَدْنٰٓى اَنْ يَّاْتُوْا بِالشَّهَادَةِ عَلٰى وَجْهِهَآ اَوْ يَخَافُوْٓا اَنْ تُرَدَّ اَيْمَانٌۢ بَعْدَ اَيْمَانِهِمْ ؕ وَاتَّقُوا اللّٰهَ وَاسْمَعُوْا ؕ وَاللّٰهُ لَا يَهْدِى الْقَوْمَ الْفٰسِقِيْنَ ﴿١٠٨﴾

ইসলামী আইনে কসমও বিচারের মাধ্যম হতে পারে

১০৬. মুঅমিনগণ! (শোনো) তোমাদের কারো মৃত্যুকাল ঘনিয়ে এলে সে যদি অসিয়ত (উইল) করে তবে তোমাদের মাঝে দুইজন বিচার জ্ঞান সম্পন্ন (মুসলিম) ব্যক্তিকে সাক্ষী রাখবে। আর সফর অবস্থায় যখন মৃত্যুযন্ত্রণা শুরু হয়ে যায় (তখন উইল করলে) দুইজন অমুসলিমকেও সাক্ষী বানাতে পারবে।

(সাক্ষীদের উপর) সন্দেহ হলে সালাতের পর তাদেরকে (মসজিদে) আটকিয়ে রেখে (জনসম্মুখে কসম করাবে।) তারা আল্লাহর নামে কসম করে বলবেঃ আমরা সাক্ষ্য বদলাইনি বা গোপন করিনি। অন্যথায় আমরা অপরাধী (হিসেবে গণ্য হব।) সে যদি নিকটআত্মীয় হয় তবুও (এমন করবে।)

১০৭. যদি প্রমাণিত হয় যে, সাক্ষীরা (উইল পরিবর্তন করে বা কোনোকিছু গোপন করে) অপরাধ করেছে তবে এ সাক্ষ্য দ্বারা যাদের অধিকার খর্ব করা হয়েছে তাদের দুই ব্যক্তি দাড়িয়ে আল্লাহর নামে কসম করে বলবেঃ "আমাদের সাক্ষ্য তাদের সাক্ষ্য অপেক্ষা মজবুত। আমরা সীমালঙ্ঘন করছি না। করলে অপরাধী হিসেবে গণ্য হবো" (এরা এমন করলে সাক্ষীদের উপর এদের কথা কার্যকর হবে)

১০৮. (এমন বিধান রাখার কারণ) যেন সাক্ষীগণ সঠিক সাক্ষ্য দেয়, তাদের অন্তরে যেন ভয় থাকে যে, তাদের কসমের পর এটা পাল্টে দেওয়ার মত অন্য কসম (এর ব্যবস্থা) আছে। (মুঅমিনগণ!) তোমরা আল্লাহর তাকওয়া অর্জন করো আর শোনো! আল্লাহ পাপিষ্ঠদের হেদায়াত করেন না।

يَوْمَ يَجْمَعُ اللّٰهُ الرُّسُلَ فَيَقُوْلُ مَاذَآ اُجِبْتُمْ ؕ قَالُوْا لَا عِلْمَ لَنَا ؕ اِنَّكَ اَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوْبِ ﴿١٠٩﴾

হাশরের ময়দানে রাসূলগণকে যে প্রশ্ন করা হবে

১০৯. আল্লাহ সেদিন (হাশরের দিন) সকল রাসূলকে জমা করবেন এবং জিজ্ঞেস করবেনঃ তোমাদের দাওয়াতের ব্যাপারে কি ধরনের প্রতিক্রিয়া দেখানো হয়েছিল? তারা বলবেঃ আমাদের জানা নেই। নিশ্চয় আপনি অদৃশ্য বিষয়েও অবগত। (তাই আপনি সবই জানেন)

اِذْ قَالَ اللّٰهُ يٰعِيْسَى ابْنَ مَرْيَمَ اذْكُرْ نِعْمَتِيْ عَلَيْكَ وَ عَلٰى وَالِدَتِكَ ۘ اِذْ اَيَّدْتُّكَ بِرُوْحِ الْقُدُسِ ۫ تُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَ كَهْلًا ۚ وَ اِذْ عَلَّمْتُكَ الْكِتٰبَ وَ الْحِكْمَةَ وَ التَّوْرٰىةَ وَ الْاِنْجِيْلَ ۚ وَ اِذْ تَخْلُقُ مِنَ الطِّيْنِ كَهَيْـَٔةِ الطَّيْرِ بِاِذْنِيْ فَتَنْفُخُ فِيْهَا فَتَكُوْنُ طَيْرًا بِاِذْنِيْ وَ تُبْرِئُ الْاَكْمَهَ وَ الْاَبْرَصَ بِاِذْنِيْ ۚ وَ اِذْ تُخْرِجُ الْمَوْتٰى بِاِذْنِيْ ۚ وَ اِذْ كَفَفْتُ بَنِيْۤ اِسْرَآءِيْلَ عَنْكَ اِذْ جِئْتَهُمْ بِالْبَيِّنٰتِ فَقَالَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْهُمْ اِنْ هٰذَاۤ اِلَّا سِحْرٌ مُّبِيْنٌ ﴿١١٠﴾

কিয়ামতের দিন ঈসা আঃকে আল্লাহর প্রশ্ন এবং ঈসা আঃ এর বিণীত জবাব (১১০-১১৯)

১১০. যখন আল্লাহ বলবেনঃ হে ঈসা বিন মারইয়াম! তোমার উপর আমার নিয়ামত স্মরণ করো যা আমি তোমাকে আর তোমার মাকে দিয়েছি..

- আমি-ই রূহ আল-কুদস (জিবরাঈল) দিয়ে তোমাকে শক্তি যুগিয়েছি।
- তুমি শিশুকালে ও বার্ধক্যে মানুষের সঙ্গে কথা বলেছো (এমন ক্ষমতা তোমাকে আমিই দিয়েছি।)
- আমি-ই তোমাকে শিক্ষা দিয়েছি কিতাব (হস্তলিপি), হিকমাহ, তাওরাত ও ইনজীল।
- তুমি মাটি দিয়ে পাখির আকৃতি বানিয়ে তাতে ফু দিয়েছিলে তখন আমার হুকুমেই এটা পাখি হয়ে উড়ে ছিল।
- আমার হুকুমে-ই তুমি জন্মান্ধ ও কুষ্ঠ রোগীকে আরোগ্য করেছ।
- তুমি মৃতকে জীবিত করেছ আমার হুকুমেই।
- তুমি সুস্পষ্ট প্রমাণ নিয়ে এলে কাফিররা এটাকে যাদু হিসেবে অভিহিত করে (তোমাকে হত্যা করতে) তেড়ে এসেছিল। তখন আমিই তোমাকে বানী-ইসরাঈল থেকে রক্ষা করেছি।

وَ اِذْ اَوْحَيْتُ اِلَى الْحَوَارِيّٖنَ اَنْ اٰمِنُوْا بِيْ وَ بِرَسُوْلِيْ ۚ قَالُوْۤا اٰمَنَّا وَ اشْهَدْ بِاَنَّنَا مُسْلِمُوْنَ ﴿١١١﴾ اِذْ قَالَ الْحَوَارِيُّوْنَ يٰعِيْسَى ابْنَ مَرْيَمَ هَلْ يَسْتَطِيْعُ رَبُّكَ اَنْ يُّنَزِّلَ عَلَيْنَا مَآئِدَةً مِّنَ السَّمَآءِ ؕ قَالَ اتَّقُوا اللّٰهَ اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ ﴿١١٢﴾ قَالُوْا نُرِيْدُ اَنْ نَّاْكُلَ مِنْهَا وَ تَطْمَئِنَّ قُلُوْبُنَا وَ نَعْلَمَ اَنْ قَدْ صَدَقْتَنَا وَ نَكُوْنَ عَلَيْهَا مِنَ الشّٰهِدِيْنَ ﴿١١٣﴾ قَالَ عِيْسَى ابْنُ مَرْيَمَ اللّٰهُمَّ رَبَّنَاۤ اَنْزِلْ عَلَيْنَا مَآئِدَةً مِّنَ

السَّمَآءِ تَكُوْنُ لَنَا عِيْدًا لِّاَوَّلِنَا وَاٰخِرِنَا وَاٰيَةً مِّنْكَ ۚ وَارْزُقْنَا وَاَنْتَ خَيْرُ الرّٰزِقِيْنَ ﴿١١٤﴾ قَالَ اللّٰهُ
اِنِّيْ مُنَزِّلُهَا عَلَيْكُمْ ۚ فَمَنْ يَّكْفُرْ بَعْدُ مِنْكُمْ فَاِنِّيْٓ اُعَذِّبُهٗ عَذَابًا لَّآ اُعَذِّبُهٗٓ اَحَدًا مِّنَ الْعٰلَمِيْنَ ﴿١١٥﴾

মাইদাহ তথা আসমানী খাঞ্চা

১১১. (আল্লাহ ঈসা আঃকে আরও বলবেন) আমি যখন হাওয়ারীদের আদেশ দিয়েছিলামঃ তোমরা আমার ও আমার রাসূলের প্রতি ঈমান আনো। তখন তারা বলেছেঃ আমরা ঈমান আনলাম। (হে রাব্ব!) আপনি সাক্ষী থাকেন, আমরা অবশ্যই মুসলিম হয়ে গেছি।

১১২. (হে ঈসা! স্মরণ করো) যখন হাওয়ারীগণ বললঃ হে ঈসা! তোমার রাব্ব কি আসমান থেকে আমাদের জন্য একটি খাঞ্চা পাঠাতে পারবেন? ঈসা বললঃ (তোমরা এসব কি বলছ! এটা অন্যায় আবদার।) তোমরা মুঅমিন হলে (এমন আবদার থেকে) বিরত থাকো।

১১৩. তারা বললঃ আমরা খেতে চাই, আত্মার প্রশান্তি চাই, জানতে চাই যে তুমি সত্যবাদী এবং আমরা এসবের প্রত্যক্ষদর্শী হতে চাই।

১১৪. ঈসা বললঃ হে রাব্ব! তোমার নিদর্শন স্বরূপ আমাদের জন্য আসমান থেকে একটি খাঞ্চা পাঠাও, যা আমাদের পুর্ববর্তী ও পরবর্তী সকলের জন্য আনন্দ উৎসব (এর কারণ) হবে। তুমি-ই সর্বোত্তম রিজিকদাতা।

১১৫. আল্লাহ বললেনঃ খাঞ্চা আমি পাঠাচ্ছি। তবে এরপর তোমাদের কেউ কুফর করলে তাকে আমি এমন সাজা দেব যা এ জগতে অন্য কাউকে দেইনি।

وَ اِذْ قَالَ اللّٰهُ يٰعِيْسَى ابْنَ مَرْيَمَ ءَاَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُوْنِيْ وَ اُمِّيَ اِلٰهَيْنِ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ ؕ قَالَ
سُبْحٰنَكَ مَا يَكُوْنُ لِيْٓ اَنْ اَقُوْلَ مَا لَيْسَ لِيْ ۢبِحَقٍّ اِنْ كُنْتُ قُلْتُهٗ فَقَدْ عَلِمْتَهٗ ؕ تَعْلَمُ مَا فِيْ نَفْسِيْ وَ لَآ
اَعْلَمُ مَا فِيْ نَفْسِكَ ؕ اِنَّكَ اَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوْبِ ﴿١١٦﴾ مَا قُلْتُ لَهُمْ اِلَّا مَآ اَمَرْتَنِيْ بِهٖٓ اَنِ اعْبُدُوا اللّٰهَ
رَبِّيْ وَ رَبَّكُمْ ۚ وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيْدًا مَّا دُمْتُ فِيْهِمْ ۚ فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِيْ كُنْتَ اَنْتَ الرَّقِيْبَ عَلَيْهِمْ ؕ وَ اَنْتَ
عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيْدٌ ﴿١١٧﴾ اِنْ تُعَذِّبْهُمْ فَاِنَّهُمْ عِبَادُكَ ۚ وَ اِنْ تَغْفِرْ لَهُمْ فَاِنَّكَ اَنْتَ الْعَزِيْزُ
الْحَكِيْمُ ﴿١١٨﴾

পরকালে আল্লাহর প্রশ্ন আর ঈসা আঃ এর বিনীত উত্তর

১১৬. (স্মরণ করো! পরকালে উল্লেখিত প্রশ্নগুলোর পর) যখন আল্লাহ বলবেনঃ ঈসা! তুমি কি মানুষকে বলেছিলে? "তোমরা আল্লাহ্ ছাড়া আমাকে এবং আমার মাকে ইলাহ হিসেবে মেনে নাও"..।

(এর প্রতিউত্তরে) ঈসা বলবেঃ (হে রাব্ব) আপনি মহীয়ান, আমি (এমন কথা) কি করে বলব যা

বলার অধিকার আমার নেই! আমি বললে আপনি জানতেন। আপনি আমার অন্তরের খবর জানেন, আমি আপনার অন্তরের খবর জানি না, আপনি অদৃশ্য বিষয়েও অবগত।

১১৭. আমি তাদেরকে শুধু একথা-ই বলেছিঃ যে কথা বলতে আপনি আমাকে আদেশ দিয়ে ছিলেন। (আমি বলেছি) "তোমরা এক আল্লাহর ইবাদাত করো, তিনিই আমার এবং তোমাদের তথা সকলের রাব্ব"। আমি যতক্ষন তাদের মাঝে ছিলাম আমি-ই এর সাক্ষী ছিলাম। আমাকে তুলে নেবার পর আপনি-ই তাদের পর্যবেক্ষক। আপনি সকল বিষয়ে প্রত্যক্ষদর্শী।

ইবাদাতঃ পরিচিতি ও পদ্ধতিঃ ইবাদাত অর্থ দাসত্ব ও উপাসনা। আল্লাহর ইবাদাত করার জন্য একটি নির্ধারিত নিয়ম, নীতি ও পদ্ধতি রয়েছে। আর তা হলো..

- ❖ এক আল্লাহ ব্যতীত অন্য সবকিছুকে বর্জন ও প্রত্যাখ্যান করা, আল-কুরআনে যাকে বলা হয়েছে ত্বাগূত বর্জন।
- ❖ নিজের উপর মহান আল্লাহর প্রভুত্ব, কর্তৃত্ব ও সার্বভৌমত্ব মেনে নেওয়া, ইসলামে একে বলা হয় আল্লাহর দাসত্বের স্বীকৃতি, আত্মসমর্পন ও ইসলাম গ্রহণ।
- ❖ আল্লাহ প্রদত্ব যাবতীয় বিষয়ে পরিপূর্ণ আস্থা ও বিশ্বাস রাখা, ইসলামে একে বলা হয় তাসদীক বি-ল-জিনান বা অন্তরের বিশ্বাস।
- ❖ আল্লাহ প্রদত্ব ও রাসূল কর্তৃক বাস্তবায়িত সকল বিধিবিধান তথা ইসলামী শারীয়া'হকে নৈতিক ও আদর্শিকভাবে মেনে নেওয়া।
- ❖ বাস্তব জীবনের সকল ক্ষেত্রে এবং সকল বিষয়ে আল্লাহর বিধিবিধান তথা ইসলামী শারীয়া'হ মেনে চলা।
- ❖ বাস্তব জীবনে শুধুই দ্বীন মেনে চলা এবং ইসলাম ছাড়া অন্য কোনো দর্শন, আদর্শ, মতবাদ, নীতিমালা বা বিধিবিধানকে ইসলামের সাথে মিশিয়ে না ফেলা। আল-কুরআনে এ পদ্ধতিকে বলা হয়েছে একনিষ্ঠভাবে দ্বীন পালন বা হানীফ পদ্ধতি।
- ❖ নিজের ঈমান, আমল ও নিয়তকে ভেজালমুক্ত রাখা, আল-কুরআনে একে বলা হয় ইখলাস্ব আর যে বা যারা এমন করে তাদেরকে বলা হয়েছে মুখলিস্ব।

১১৮. (হে রাব্ব! আমার উপর মিথ্যারোপ করে এবং আপনার সাথে শিরক করে এরা পাপ করেছে। এখন) আপনি চাইলে এদের সাজা দিতে পারেন, কারণ এরা আপনারই দাস। আর আপনি চাইলে এদেরকে মাফ করেও দিতে পারেন। কারণ আপনি মহাপরাক্রমশালী, মহাকৌশলী /হুকুমের মালিক।

قَالَ اللّٰهُ هٰذَا يَوْمُ يَنْفَعُ الصّٰدِقِيْنَ صِدْقُهُمْ ۭ لَهُمْ جَنّٰتٌ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ خٰلِدِيْنَ فِيْهَآ اَبَدًا ۭ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمْ وَرَضُوْا عَنْهُ ۭ ذٰلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ ﴿١١٩﴾

কিয়ামতের দিন সৎলোকদের সততাই কাজে আসবে

১১৯. আল্লাহ বলবেনঃ আজকের এ দিনে সৎলোকদের সততাই কাজে আসবে। তাদের তরে রয়েছে জান্নাত যার তলদেশে প্রবাহিত কত নহর, তারা চিরকাল সেখানে থাকবে। আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট, তারাও আল্লাহর প্রতি সন্তুষ্ট। আর এটাই হলো মহাসাফল্য।

لِلّٰهِ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَمَا فِيْهِنَّ ؕ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيْرٌ ﴿١٢٠﴾

সার্বভৌমত্ব

১২০. আসমানসমূহ, যমীন এবং এসবের মধ্যকার সবকিছুর সার্বিক মালিকানা আল্লাহর। তিনি হলেন সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী।

জ্ঞাতব্যঃ মালিকানা দুই প্রকার। বিধিবদ্ধ মালিকানা ও সার্বিক মালিকানা বা সার্বভৌম মালিকানা।

- যে মালিকানা আইনের আওতাধীন, যে মালিকানায় জবাবদিহিতা আছে, যে মালিকানায় নিয়ম বা বিধান মেনে চলতে হয়, তা হলো বিধিবদ্ধ মালিকানা। আল্লাহ ছাড়া অন্য সকলের মালিকানা বিধিবদ্ধ।
- যে মালিকানা কোনো আইন বা নিয়মের আওতাধীন নয়, যে মালিকানায় কোনো জবাবদিহিতা নেই, যে মালিকানায় যা ইচ্ছা তাই করা যায়, তা হচ্ছে সার্বিক মালিকানা বা সার্বভৌম মালিকানা। একমাত্র আল্লাহর মালিকানাই সার্বিক এবং সার্বভৌম।

সূরাহ আনয়াম ৬ سورة الأنعام

আনয়া'ম অর্থ গৃহপালিত পশু, গবাদিপশু, চতুষ্পদ জন্তু, নিরীহ পশু, তৃণভোজী পশু, ইত্যাদি। এ সূরায় হালাল ও হারাম পশু সমূহের বর্ণনা দেওয়া হয়েছে। সূরাহটি মাক্কী। সূরাহ হিজরের পর নাযিল হয়েছে। এ সূরায় মোট আয়াত ১৬৫ টি।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِیْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضَ وَ جَعَلَ الظُّلُمٰتِ وَ النُّوْرَ ؕ ثُمَّ الَّذِیْنَ كَفَرُوْا بِرَبِّهِمْ یَعْدِلُوْنَ ﴿۱﴾

বিসমিল্লাহি-র-রাহমানি-র-রাহীম

ইসলামের পথ মাত্র একটি কিন্তু কুফরের পথ অগণিত

১. সকল প্রশংসার মালিক আল্লাহ; যিনি আসমানসমূহ ও জমিন সৃষ্টি করেছেন এবং বানিয়েছেন (একমাত্র) আলো (ইসলাম) ও অনেক অনেক অন্ধকার (কুফর শিরক।) যারা কুফর করে তারা (অন্যকে) তাদের রাব্বের সমান বা সমকক্ষ বানায়। (ইসলামের পথ মাত্র একটি আর কুফরের পথ অসংখ্য অগণিত)

ঈমান ও আক্বীদাহঃ আল্লাহর জাতিসত্ত্বায় বা আল্লাহর কোনো বৈশিষ্টে অন্য কাউকে বা অন্যকিছুকে আল্লাহর সমান বা সমকক্ষ মনে করা অথবা আল্লাহর জন্য যা করা হয় অন্যের জন্য এমন কিছু করা শিরক। শিরক ঈমান বিনষ্টকারী মহাপাপ। কোনো মুসলিম শিরক করলে তার ঈমান ও আমল নিষ্কল ও বরবাদ হয়ে যায় এবং সে হয়ে যায় চির জাহান্নামী, মুনাফিক।

মুনাফিক মারা গেলে তার জানাজা পড়তে এবং তার জন্য দোয়া করতেও নিষেধ করা হয়েছে। (দেখুন সূরাহ তাওবাহঃ ৮৪।) মুনাফিকের দান খয়রাত, নামায, রোজা, এমনকি নেক আওলাদ এবং নেক বাবা-মাও কোনো কাজে আসবে না। বিচার দিনে মুনাফিকের জন্য শাফায়াত করতেও কাউকে অনুমতি দেয়া হবে না।

আর কুফর অর্থ গোপন করা, অবিশ্বাস করা, অস্বীকার করা, অমান্য করা, অবজ্ঞা করা, ইত্যাদি। আল্লাহর দেয়া কোনো তথ্য গোপন করা বা অবিশ্বাস করা অথবা আল্লাহর বিধান মানতে অস্বীকার বা অমান্য করা অথবা আল্লাহর কোনো বিধানকে অবজ্ঞা বা অবহেলা করা কুফর। আল্লাহর কোনো বিধান নিয়ে ঠাট্টা মশকারা করা এবং যাদু করাও কুফর। বাস্তব জীবনে ইসলাম ছাড়া অন্য কোনো আদর্শ, মতবাদ বা দর্শন মেনে নেওয়াও কুফর।

هُوَ الَّذِیْ خَلَقَكُمْ مِّنْ طِیْنٍ ثُمَّ قَضٰۤی اَجَلًا ؕ وَ اَجَلٌ مُّسَمًّی عِنْدَهٗ ثُمَّ اَنْتُمْ تَمْتَرُوْنَ ﴿۲﴾ وَ هُوَ اللّٰهُ فِی السَّمٰوٰتِ وَ فِی الْاَرْضِ ؕ یَعْلَمُ سِرَّكُمْ وَ جَهْرَكُمْ وَ یَعْلَمُ مَا تَكْسِبُوْنَ ﴿۳﴾

সকলের হায়াত নির্ধারিত

২. তিনিই ওই সত্তা যিনি তোমাদের সৃষ্টি করেছেন মাটি থেকে তারপর নির্ধারণ করে দিয়েছেন হায়াত (জীবনকাল।) নির্ধারিত হায়াত (সম্পর্কে যথাযথ জ্ঞান রয়েছে) শুধু তাঁর কাছে-ই। (হায়াত শেষ

হলে তোমরা মরে যাবে তারপর পুনরুত্থান হবে, তোমরা বিচারের সম্মুখীন হবে এবং এটা-ই মহা সত্য) তাসত্তেও তোমরা অহেতুক সন্দেহ করো।

৩. আসমানসমূহে এবং জমিনে তিনি-ই আল্লাহ। তিনি জানেন তোমাদের গোপন ও প্রকাশ্য সবকিছু। তোমাদের সকল কার্যক্রম সম্পর্কেও তিনি অবগত।

وَ مَا تَاْتِيْهِمْ مِّنْ اٰيَةٍ مِّنْ اٰيٰتِ رَبِّهِمْ اِلَّا كَانُوْا عَنْهَا مُعْرِضِيْنَ ﴿٤﴾ فَقَدْ كَذَّبُوْا بِالْحَقِّ لَمَّا جَآءَهُمْ ؕ فَسَوْفَ يَاْتِيْهِمْ اَنْۢبٰٓؤُا مَا كَانُوْا بِهٖ يَسْتَهْزِءُوْنَ ﴿٥﴾

আল্লাহর বিধান থেকে মুখ ফিরিয়ে নেওয়া

৪. (কাফিরদের অন্যতম বদ-স্বভাব হলো) যখন তাদের কাছে প্রভুর পক্ষ থেকে কোনো আয়াত (কিতাব, নিদর্শন, বিধান) আসে তখন তারা এ থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়।

৫. (যুগ যুগ ধরে কাফিররা তাই করে আসছে) যখন-ই সঠিক বিধান তাদের কাছে এসেছে, তারা এটাকে প্রত্যাখ্যান করেছে (এবং এসব নিয়ে উপহাস করেছে। তবে চিন্তা করো না) এ উপহাসের পরিণতি তাদের কাছে অচিরে-ই পৌঁছে যাবে।

ঈমান ও আক্বীদাহঃ আল্লাহর কোনো বিধান প্রত্যাখ্যান করা বা অবজ্ঞা করা অথবা অমান্য করা বা আল্লাহর কোনো বিধান নিয়ে উপহাস করা কুফর। কোনো মুসলিম এমন করলে তার ঈমান বিনষ্ট হয়ে যায় এবং সকল আমাল নিষ্ফল ও বরবাদ হয়ে যায়। আর সে হয়ে যায় চির-জাহান্নামী মুনাফিক।

اَلَمْ يَرَوْا كَمْ اَهْلَكْنَا مِنْ قَبْلِهِمْ مِّنْ قَرْنٍ مَّكَّنّٰهُمْ فِى الْاَرْضِ مَا لَمْ نُمَكِّنْ لَّكُمْ وَ اَرْسَلْنَا السَّمَآءَ عَلَيْهِمْ مِّدْرَارًا ۪ وَّ جَعَلْنَا الْاَنْهٰرَ تَجْرِىْ مِنْ تَحْتِهِمْ فَاَهْلَكْنٰهُمْ بِذُنُوْبِهِمْ وَ اَنْشَاْنَا مِنْۢ بَعْدِهِمْ قَرْنًا اٰخَرِيْنَ ﴿٦﴾ وَ لَوْ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ كِتٰبًا فِىْ قِرْطَاسٍ فَلَمَسُوْهُ بِاَيْدِيْهِمْ لَقَالَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْٓا اِنْ هٰذَآ اِلَّا سِحْرٌ مُّبِيْنٌ ﴿٧﴾

পাপের পরিণাম ও প্রতিক্রিয়া

৬. তারা (কাফিররা) কি দেখে না? (পাপাচারের কারণে) অতীতে কত জাতিকে আমি ধ্বংস করে দিয়েছি! আমি এ পৃথিবীতে তাদেরকে (অতীতের কাফিরদেরকে) এমন ক্ষমতা দিয়েছিলাম যা তোমাদেরকে (এখনকার মানুষদের) দেইনি। (প্রথমে) আমি তাদেরকে নিয়মিত বৃষ্টি দিয়েছি, তাদের জমিনে প্রবাহিত করেছি পানির নহর। কিন্তু পরে তাদের-ই পাপের কারণে তাদেরকে ধ্বংস করে দিয়েছি এবং তাদের (ধ্বংসের) পর তৈরি করেছি অন্য জাতি (যারা তাদের স্থলাভিষিক্ত হয়েছে।)

৭. (কুরআন না মানার অজুহাত হিসেবে কাফিররা বলতঃ কুরআন কেন লিখিত রূপে আসে না? এর প্রত্যুত্তরে নাযিল হয়েছে। তাদের কথামত) আমি যদি তোমার উপর কাগজে লিখিত কিতাব নাযিল করতাম

তবে কাফিররা নিজ হাতে এটাকে স্পর্শ করে বলতঃ এটা যাদু বৈ কিছু-ই নয়। (এতে তাদের দৃষ্টতা এবং বেয়াদবি আরও প্রকাশ পেত। যার পরিণতি মোটে-ই কল্যাণকর হত না।)

জ্ঞাতব্যঃ পাপের পরিণাম ধ্বংস ও সাজা। এর পরিমাণ নির্ধারিত হয় পাপ অনুপাতে। পাপের প্রতিক্রিয়া হয় ৩ ভাবে। যথা..

- ❖ পাপের প্রথম প্রতিক্রিয়া হয় মানুষের স্বভাব-চরিত্র ও নীতি-আদর্শের উপর। পাপের কারণে স্বভাব নষ্ট হয়, চরিত্র নষ্ট হয়, পাপিষ্ঠ ব্যক্তি হয়ে যায় নীতিহীন, আদর্শহীন। পাপের প্রতিক্রিয়া হিসেবে পাপিষ্ঠদের মান মর্যাদা ও ইজ্জত সম্মান মানুষের মন থেকে উঠে যায়, তাদের প্রতি ঘৃনার সৃষ্টি হয়।
- ❖ মহাপাপসমূহ মানুষের ঈমানে সরাসরি আঘাত করে। কোনো কোনো পাপের প্রভাবে ঈমান দুর্বল ও রোগাক্রান্ত হয়ে যায় এবং এসব পাপে জড়িয়ে মানুষ ফাসিক হয়ে যায়। তখন তার আখেরাত হয়ে যায় অনিশ্চিত।
- ❖ কিছু পাপ মানুষের ঈমানকে একেবারে ভেঙ্গে ফেলে তথা বিনষ্ট করে দেয়। এসব পাপকে বলা হয় "নাওয়াক্বিদুল-ঈমান" বা ঈমান ভঙ্গকারী পাপসমূহ। এসব পাপে জড়ালে ঈমান বিনষ্ট হয়ে সকল ইবাদাত ও আ'মাল নিষ্ফল ও বরবাদ হয়ে যায়। তখন মানুষ হয়ে যায় ঈমানশূন্য মুসলিম তথা মুনাফিক। মুনাফিকের আখেরাত নিশ্চিত ধ্বংস। মুনাফিক চির জাহান্নামী। মুনাফিক জাহান্নামের নিম্নতম গহ্বরে পতিত হবে। মুনাফিক মারা গেলে তাদের জানাযা পড়া বা তাদের জন্য দোয়া করাও নিষিদ্ধ। পরকালে মুনাফিকের জন্য শাফায়াত করতেও কাউকে অনুমতি দেওয়া হবে না।
- ❖ ঈমান বিনষ্টকারী মহাপাপ হচ্ছে কুফর ও শিরক। মুসলিম ব্যক্তি আধুনিক বা সনাতন যে কোনো প্রকার কুফর বা শিরকে জড়িয়ে পড়লে-ই তার ঈমান নষ্ট হয়ে যাবে এবং সে হয়ে যাবে ঈমানশূন্য মুনাফিক।

وَقَالُوْا لَوْلَآ اُنْزِلَ عَلَيْهِ مَلَكٌ ۭ وَلَوْ اَنْزَلْنَا مَلَكًا لَّقُضِيَ الْاَمْرُ ثُمَّ لَا يُنْظَرُوْنَ ﴿٨﴾ وَلَوْ جَعَلْنٰهُ مَلَكًا لَّجَعَلْنٰهُ رَجُلًا وَّلَلَبَسْنَا عَلَيْهِمْ مَّا يَلْبِسُوْنَ ﴿٩﴾

আল্লাহর সিদ্ধান্তের উপর প্রশ্ন উত্থাপন করা কুফর

৮. তারা বলেঃ (মুহাম্মাদ সত্য নবী হলে) তার কাছে কেন ফিরিস্তা আসে না? (আসলে আল্লাহ ফিরিস্তা পাঠান শেষ সময়ে, আযাবের সিদ্ধান্ত দিয়ে। এটা-ই আল্লাহর রীতি।) তাই (এখন) ফিরিস্তা পাঠালে (এখন-ই তাদের ধ্বংসের) চূড়ান্ত ফয়সালা হয়ে যেত। তাদেরকে আর অবকাশ দেওয়া হত না।

৯. আর (নবীকে সত্যায়নের জন্য) যদি ফিরিস্তা পাঠাতাম তবে মানুষ রূপে-ই পাঠাতে হত (নতুবা তারা দেখতে পেত না) আর তখন তাদের সন্দেহ থেকে-ই যেত, যেমন এখন হচ্ছে।

ঈমান ও আক্বীদাহঃ আল্লাহর কোনো রীতিতে প্রশ্ন তোলা অথবা আল্লাহর দেওয়া কোনো বিষয়ে সন্দেহ করা কুফর, ঈমান বিনষ্টকারী মহাপাপ। কোনো মুসলিম এমন করলে সে মুনাফিক হয়ে যাবে। তখন মৃত্যুর পর তার জানাযা পড়া এবং তার জন্য দোয়া করাও নিষিদ্ধ হয়ে যায়। কিয়ামতের দিন তার জন্য শাফায়াত করতেও কাউকে অনুমতি দেওয়া হবে না। সে হবে চির জাহান্নামী, তার জন্য জাহান্নামের নিম্নতম গহ্বর।

وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّنْ قَبْلِكَ فَحَاقَ بِالَّذِيْنَ سَخِرُوْا مِنْهُمْ مَّا كَانُوْا بِهٖ يَسْتَهْزِءُوْنَ ﴿١٠﴾ قُلْ سِيْرُوْا فِي الْاَرْضِ ثُمَّ انْظُرُوْا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِيْنَ ﴿١١﴾

আল্লাহর বিধান বা রাসূল নিয়ে উপহাস করা কুফর

১০. আগেকার রাসূলগণকে নিয়েও উপহাস করা হয়েছে। ফলে উপহাসকারীদের গ্রাস করেছিল (আযাব) যা নিয়ে তারা উপহাস করত।

১১. (তাই হে নবী তাদের) বলোঃ তোমরা জমিনে ভ্রমণ করো, দেখ (আল্লাহর বিধান) অমান্যকারীদের কী পরিণতি হয়েছে।

ঈমান ও আক্বীদাহঃ আল্লাহর কোনো বিধান বা আল্লাহর দেয়া কোনো তথ্য অথবা আল্লাহর পাঠানো কোনো রাসূল বা রাসূলের কোনো সুন্নাহ নিয়ে উপহাস করা বা হাসিতামাশা করা কুফর। আর সকল কুফর-ই ঈমান বিনষ্টকারী মহাপাপ।

জ্ঞাতব্যঃ ভ্রমণ বা পর্যটন তখন-ই সার্থক হবে যখন দর্শনীয় স্থান ও স্থাপনার মাধ্যমে আল্লাহর কুদরত সম্পর্কে জানা হবে, ভাবা হবে এবং এর থেকে শিক্ষা নিয়ে বাস্তব জীবনে আল্লাহর বিধান মেনে চলতে এ ভ্রমণ সহায়ক হবে।

قُلْ لِّمَنْ مَّا فِي السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ ؕ قُلْ لِّلّٰهِ ؕ كَتَبَ عَلٰى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ ؕ لَيَجْمَعَنَّكُمْ اِلٰى يَوْمِ الْقِيٰمَةِ لَا رَيْبَ فِيْهِ ؕ اَلَّذِيْنَ خَسِرُوْۤا اَنْفُسَهُمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُوْنَ ﴿۱۲﴾ وَ لَهٗ مَا سَكَنَ فِي الَّيْلِ وَ النَّهَارِ ؕ وَ هُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ ﴿۱۳﴾

সার্বভৌম মালিকানা

১২. (তাদের) জিজ্ঞেস করোঃ আসমানসমূহে এবং জমিনে যাকিছু আছে এসবের মালিকানা কার? (এবং এ প্রশ্নের একমাত্র সঠিক উত্তর হিসেবে তাদের) বলে দাওঃ (এসবের সার্বিক মালিকানা) একমাত্র আল্লাহর। তিনি দয়াকে নিজের উপর অবধারিত করে নিয়েছেন। পরকালে তিনি সবাইকে একত্রিত করবেন, এতে কোনো সন্দেহ নেই। (এটা-ই চির সত্য। কিন্তু) যারা (কুফর শিরকে জড়িয়ে) নিজের সর্বনাশ করে ফেলেছে তারা (এসব কথা) বিশ্বাস করবে না।

১৩. রাতে ও দিনে (চলমান ও) স্থিতিশীল সবকিছুর মালিকানা আল্লাহর। তিনি সর্বশ্রোতা, মহাজ্ঞানী।

জ্ঞাতব্যঃ মালিকানা দুই প্রকার। বিধিবদ্ধ মালিকানা ও সার্বিক মালিকানা বা সার্বভৌম মালিকানা।

- ❖ যে মালিকানা আইনের আওতাধীন, যে মালিকানায় জবাবদিহিতা আছে, যে মালিকানায় নিয়ম বা বিধান মেনে চলতে হয়, এটা হলো বিধিবদ্ধ মালিকানা। আল্লাহ ছাড়া অন্য সকলের মালিকানা বিধিবদ্ধ।
- ❖ পক্ষান্তরে যে মালিকানা কোনো আইন বা নিয়মের আওতাধীন নয়, যে মালিকানায় কোনো জবাবদিহিতা নেই, যে মালিকানায় যা ইচ্ছা তাই করা যায়, এটা হলো সার্বিক মালিকানা বা সার্বভৌম মালিকানা। একমাত্র আল্লাহর মালিকানা-ই সার্বিক ও সার্বভৌম।

قُلْ اَغَيْرَ اللّٰهِ اَتَّخِذُ وَلِيًّا فَاطِرِ السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ وَ هُوَ يُطْعِمُ وَ لَا يُطْعَمُ ؕ قُلْ اِنِّيْٓ اُمِرْتُ اَنْ اَكُوْنَ اَوَّلَ مَنْ اَسْلَمَ وَ لَا تَكُوْنَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ ﴿١٤﴾

আল্লাহ ছাড়া অন্যকে নীতি নির্ধারক হিসেবে মেনে নেওয়া শিরক

১৪. (নবী সাঃকে উদ্দেশ্য করে মহান আল্লাহ আদেশ দিচ্ছেন; সবাইকে) বলে দাওঃ আমি কি আল্লাহ ছাড়া অন্যকে ওয়ালী (নীতি নির্ধারক) হিসেবে মেনে নেবো? অথচ আসমানসমূহ এবং জমিনের তিনিই একমাত্র উদ্ভাবক। তিনি সকলের অন্ন যোগান, তার অন্ন কাউকে যোগাতে হয় না। (সবাইকে) বলে দাওঃ আমাকে আদেশ দেওয়া হয়েছে যেন আমি-ই হই প্রথম আত্মসমর্পণকারী। (আর শোনো! আল্লাহ ছাড়া অন্যকে নীতি নির্ধারক ওয়ালী হিসেবে মেনে নিলে শিরক হয়। যে এমন কাজ করবে সে-ই মুশরিক হয়ে যাবে।) তাই (এমন কাজ করে) তুমি মুশরিকদের দলভুক্ত হয়ে যেও না।

ঈমান ও আক্বীদাহঃ আমরা মুসলিম। মুসলিম অর্থ আত্মসমর্পণকারী। আল্লাহর বিধানের কাছে আত্মসমর্পণ করেই আমরা মুসলিম হয়েছি। তাই একজন মুসলিম হিসেবে মেনে চলতে হবে শুধু-ই আল্লাহর বিধান। আল্লাহর নীতির বাইরে গিয়ে অন্যকে নীতি নির্ধারক বানানো শিরক। কোনো মুসলিম এমন করলে সে মুনাফিক হয়ে যাবে এবং তার ঈমান ও আ'মাল নিষ্ফল ও বরবাদ হয়ে যাবে আর সে হয়ে যাবে চির জাহান্নামী। এমনকি সে মারা গেলে তার জানাযায় শরীক হওয়া এবং তার জন্য দোয়া করাও নিষিদ্ধ (দেখুন ৯/৮৪)। কিয়ামতের দিন তার জন্য শাফায়াত করতেও কাউকে অনুমতি দেওয়া হবে না।

জ্ঞাতব্যঃ আমরা কাকে ওয়ালী বানাব আর কাকে বানাব না। এসম্পর্কে মূলনীতি ঠিক করে দিয়েছেন মহান রাব্ব। আক্বীদার পরিভাষায় এটাকে বলা হয় "আল-ওয়ালা ওয়া-ল-বারা"।

(এ সম্পর্কে জানতে আমাদের ইসলাম শিক্ষা সিলেবাসের ৪র্থ বই "ঈমানের উপর অবিচল থাকা" দেখে নিন।)

قُلْ اِنِّيْٓ اَخَافُ اِنْ عَصَيْتُ رَبِّيْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيْمٍ ﴿١٥﴾ مَنْ يُّصْرَفْ عَنْهُ يَوْمَىِٕذٍ فَقَدْ رَحِمَهٗ ؕ وَ ذٰلِكَ الْفَوْزُ الْمُبِيْنُ ﴿١٦﴾

আল্লাহর অবাধ্য ব্যক্তি আযাবে পতিত হবে

১৫. (হে নবী! সবাইকে) বলে দাওঃ আমি (নবী) যদি প্রভুর অবাধ্য হয়ে যাই তবে (নবী হয়েও আমি) কঠিন আযাবের আশংকা করছি।

১৬. সে দিন (পরকালে) যাকে আযাব থেকে নিষ্কৃতি দেয়া হবে তাকে-ই (চিরতরে) দয়া করা হলো। আর এটাই চূড়ান্ত সফলতা।

জ্ঞাতব্যঃ বিধান অমান্য করার নাম অবাধ্যতা। যে বা যারা আল্লাহর বিধানের অবাধ্য হবে পরকালে তাকে আযাবের সম্মুখীন হতে হবে। সে যেই হোক না কেন।

وَ اِنْ يَّمْسَسْكَ اللّٰهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهٗٓ اِلَّا هُوَ ؕ وَ اِنْ يَّمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ﴿١٧﴾ وَ هُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهٖ ؕ وَ هُوَ الْحَكِيْمُ الْخَبِيْرُ ﴿١٨﴾

নিরঙ্কুশ ক্ষমতার অধিকারী

১৭-১৮.(হে মানুষ! জেনে রাখো!) আল্লাহ যদি তোমাকে বিপদে ফেলেন তবে কেউ (এ বিপদ থেকে) তোমাকে উদ্ধার করতে পারবে না তিনি ছাড়া। আর তিনি যদি তোমার কল্যাণ করেন তবে (কেউ এটা ফিরাতে পারবে না আল্লাহ ছাড়া। কারণ) তিনি সবকিছুর উপর নিরঙ্কুশ ক্ষমতার অধিকারী। তিনি বান্দাদের উপর মহাপরাক্রমশালী, তিনি হাকীম, খাবীর।

জ্ঞাতব্যঃ আরবী "হুকম" শব্দটি অনেকগুলো অর্থ বহন করে। যেমনঃ বিচার, শাসন, আদেশ, অধ্যাদেশ, প্রজ্ঞা, ইত্যাদি। আর যিনি হুকমের মালিক তিনি-ই হাকিম। আল্লাহর বেলায় অর্থটাকে আরও গভীরে পৌঁছাতে বলা হয় "হা'কীম"। সেমতে..

বিচার ও শাসনের একমাত্র বৈধ অধিকারী আল্লাহ। অন্য কেউ বিচার বা শাসন করবে শুধু আল্লাহর প্রতিনিধি হিসেবে আল্লাহর বিধান মেনে। আল্লাহর বিধানের বাইরে গিয়ে বিচার বা শাসন করা কুফর। (দেখুনঃ ৫/৪৪) আদেশ বা অধ্যাদেশ জারির একমাত্র বৈধ অধিকারী আল্লাহ তায়া'লা। আল্লাহ ছাড়া অন্যকেউ আদেশ দিতে হলে বা অধ্যাদেশ জারি করতে হলে আল্লাহর বিধান মেনে-ই করতে হবে। আল্লাহর বিধান বা নীতির বাইরে গিয়ে কোনো আদেশ দেওয়ার বা অধ্যাদেশ জারি করার অধিকার কারো নেই। কেউ করলে কুফর হবে আর এটা মেনে নেওয়া হবে শিরক।

قُلْ اَیُّ شَیْءٍ اَكْبَرُ شَهَادَةً ؕ قُلِ اللّٰهُ شَهِیْدٌۢ بَیْنِیْ وَ بَیْنَكُمْ وَ اُوْحِیَ اِلَیَّ هٰذَا الْقُرْاٰنُ لِاُنْذِرَكُمْ بِهٖ وَ مَنْۢ بَلَغَ ؕ اَىِٕنَّكُمْ لَتَشْهَدُوْنَ اَنَّ مَعَ اللّٰهِ اٰلِهَةً اُخْرٰی ؕ قُلْ لَّاۤ اَشْهَدُ ۚ قُلْ اِنَّمَا هُوَ اِلٰهٌ وَّاحِدٌ وَّ اِنَّنِیْ بَرِیْٓءٌ مِّمَّا تُشْرِكُوْنَ ﴿۱۹﴾

সর্বমহান সাক্ষ্য

১৯. (হে মুহাম্মাদ! ইয়াহুদি আলীমদের) জিজ্ঞেস করোঃ সাক্ষ্য হিসেবে সর্বমহান সাক্ষ্য কোনটি? (এবং এর একমাত্র সঠিক উত্তর হিসেবে) বলে দাওঃ আল্লাহর (সাক্ষ্যই সর্বমহান সাক্ষ্য। আর) আমার ও তোমাদের মাঝে তিনি-ই সাক্ষী।

(মানুষকে জানিয়ে দাও) এ কুরআন ওহীর মাধ্যমে আমার কাছে পাঠানো হয়েছে, যেন (এর বিধান না মানার পরিণতি সম্পর্কে) তোমাদেরকে সাবধান করে দেই এবং তাদেরকেও সাবধান করি যাদের কাছে এটা পৌঁছাবে।

(মানুষকে জিজ্ঞেস করো) তোমরা কি এ সাক্ষ্য দেও যে, আল্লাহ ছাড়া আর কোনো ইলাহ আছে? বলোঃ (মানে তাদের জানিয়ে দাও! তোমরা দিলেও) আমি এমন সাক্ষ্য দেই না।

বলে দাওঃ আল্লাহ-ই একমাত্র ইলাহ (তিনি ব্যতীত আর কোনো ইলাহ নেই।) তোমরা (আল্লাহর সাথে) যেসব শিরক করছো আমি এসব থেকে মুক্ত।

শিরক পরিচিতিঃ শিরক অর্থ শরীক করা, অংশীদার বানানো। এখানে শিরক বলে বুঝানো হয়েছে আল্লাহর সাথে শিরক করা। আল্লাহর সাথে শিরক নানাভাবে হয়ে থাকে। যেমন..

❖ আল্লাহর ছেলে আছে, মেয়ে আছে বা পরিবার আছে মনে করলে আল্লাহর জাতিসত্তায় শিরক হয়;

- ❖ আল্লাহর ইবাদত করতে যা করা হয়, আল্লাহ ছাড়া অন্যের জন্য এমন কিছু করলে ইবাদাতে শিরক হয়;
- ❖ আল্লাহর প্রভুত্ব, কর্তৃত্ব ও সার্বভৌমত্বে অন্যকে আল্লাহর মত মনে করলে আল্লাহর উলুহিয়্যাতে শিরক হয়;
- ❖ আল্লাহর বিধানের বিপরীতে অন্য কারো বানানো আইন বা বিধান মেনে নিলে আল্লাহর রুবুবিয়্যাতে শিরক হয়;
- ❖ আল্লাহর বিচার ও শাসননীতির বিপরীতে অন্যের বিচার ও শাসননীতি মেনে নিলে আল্লাহর হাকিমিয়্যাতে শিরক হয়।
- ❖ আল্লাহর কোনো বৈশিষ্ট্যে অন্যকে আল্লাহর সমান বা সমকক্ষ মনে করলে আল্লাহর সিফাতে বা বৈশিষ্ট্যে শিরক হয়।
- ❖ উল্লেখিত শিরক সমূহ হচ্ছে বড় শিরক।
- ➢ আল্লাহ ছাড়া অন্য নামে কসম করলেও শিরক হয়; নীচের ৩টি হচ্ছে ছোট শিরক..
- ❖ মানুষ থেকে প্রতিদান পাবার জন্য বা আল্লাহ ছাড়া অন্যের সন্তুষ্টির জন্য কোনো সৎকাজ করলে রিয়া হয় এবং রিয়াও এক প্রকার শিরক, হাদীছে এটাকে শিরক খাফিয়্য বা গোপন শিরক বলা হয়েছে।
- ❖ কুরআনের আয়াত (বা মাসনূন দোয়া) ছাড়া অন্য কিছু দিয়ে তাবিজ ঝুলালেও শিরক হয়।

اَلَّذِيْنَ اٰتَيْنٰهُمُ الْكِتٰبَ يَعْرِفُوْنَهٗ كَمَا يَعْرِفُوْنَ اَبْنَآءَهُمْ ۘ اَلَّذِيْنَ خَسِرُوْٓا اَنْفُسَهُمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُوْنَ ﴿٢٠﴾

বিদ্বেষ মানুষকে হেদায়াত বঞ্চিত করে

২০. (ইতোপূর্বে) আমি যাদেরকে কিতাব দিয়েছি তারা (ইয়াহুদ নাসারা) তাকে (মুহাম্মাদকে) এমন ভাবে চিনেছে যেমন চিনে থাকে আপন সন্তানদেরকে। (কিন্তু জাতিগত বিদ্বেষে জড়িয়ে) যারা নিজের সর্বনাশ করে ফেলেছে তারা (তার প্রতি) ঈমান আনছে না /আনবে না।

জ্ঞাতব্যঃ ইয়াহুদ ও খৃষ্টান মুহাম্মাদ সাঃকে নবী হিসেবে চিনেছিল ঠিকই। কিন্তু আরবদের প্রতি জাতিগত বিদ্বেষের কারণে তারা তাকে মেনে নিতে পারেনি বা তার প্রতি ঈমান আনেনি। কারণ তারা মনে করত একমাত্র তারা-ই সঠিক পথের অনুসারী তাই আখেরী নবী আসবেন তাদের থেকেই। তাই শেষ নবীর আগমনের জন্য দীর্ঘ প্রতীক্ষা করা সত্ত্বেও নবী আসার পর তারা মেনে নিতে পারেনি।

মাহদী আসার পর আমাদের দলকানা লোকদের অবস্থাও ঠিক এক-ই হবে। মাহদীকে চিনার পরও শুধুমাত্র দলীয় বিদ্বেষের কারণে তারা তাকে মেনে নিতে পারবে না। কারণ আমাদের দলাদলি এখন এমন পর্যায়ে পৌঁছে গেছে যে, আজকাল সবকিছুতেই প্রথমে দল দেখা হয়। অবস্থা এমন হয়েছে যে একদলের আলিম সঠিক কথা বললেও অন্যরা এটা মেনে নিতে চায় না। এখন মনে করুন..

- ❖ মাহদী যদি দেওবন্দী ফিরকার অনুসারী হন, তবে কি বেরলভী বা আহলে হাদীছ ফিরকার লোকেরা উনাকে মেনে নেবে?
- ❖ মাহদী আহলে হাদীছ হলে মেনে নেবে কি দেওবন্দী বা বেরলভীরা?
- ❖ মাহদী বেরলভী হলে কি হবে আহলে হাদীছ ও দেওবন্দীদের?
- ❖ মাহদী জামায়াতী বা ইখওয়ানী হলে মেনে নেবে কি দেওবন্দী ও বেরলভীরা?
- ❖ মাহদী তাবলীগী হলে কি হবে জিহাদীদের অবস্থা?
- ❖ আর মাহদী জিহাদী হলে মানতে পারবে কি অন্য দলের লোকেরা?
- ❖ তাই তো হাদীছে বলা হয়েছেঃ মাহদী মক্কাহ দখলের পর (মাহদীকে দখলদার সন্ত্রাসী হিসেবে চিহ্নিত করবে মিডিয়া এবং (তাদের ভাষায়) মক্কাকে দখলমুক্ত করার জন্য) মক্কাহ আক্রমণ করে মাহদীকে সদলবলে হত্যা করতে সর্ব প্রথম যে বাহিনী পাঠানো হবে এটা হবে মুসলিম নামধারী অনেক দল-উপদল এবং দেশ ও জাতির সমন্বয়ে গঠিত সম্মিলিত ফোর্স। তারপর মাহদীর বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াবে একজন কুরাইশ নেতার নেতৃত্বাধীন আরব বাহিনী।

তারপর ইরান এবং সর্বশেষ কাফির দুনিয়া।

- মোট সাত বছর জাতিকে নেতৃত্ব দেবেন মাহদী। ৭ বছর-ই তিনি যুদ্ধ করে কাঠাবেন। তারপর আসবেন ঈসা আঃ। এবং চূড়ান্ত যুদ্ধ হবে ইয়াহুদ জাতির সাথে আর এটা-ই হবে পৃথিবীর শেষ যুদ্ধ।
- দলীয়, সাম্প্রদায়িক অথবা আঞ্চলিক বিদ্বেষ মানুষকে হেদায়াত বঞ্চিত করে।

وَمَنْ اَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرٰى عَلَى اللّٰهِ كَذِبًا اَوْ كَذَّبَ بِاٰيٰتِهٖ ؕ اِنَّهٗ لَا يُفْلِحُ الظّٰلِمُوْنَ ﴿٢١﴾

আল্লাহর উপর মিথ্যাচার

২১. (আল্লাহ-ই আমাদের একমাত্র রাব্ব। আইন ও বিধান দেওয়ার একমাত্র বৈধ অধিকারী হলেন রাব্ব । মনগড়া আইন ও বিধান তৈরি করার মানে হলো আল্লাহর উপর মিথ্যাচার করা। সুতরাং এ সম্পর্কে ইরশাদ হচ্ছে) তার চেয়ে বড় পাপিষ্ঠ আর কে? যে আল্লাহর উপর মিথ্যাচার করে, আল্লাহর বিধান অমান্য করে। আর (জেনে রাখো!) পাপিষ্ঠরা (সর্বদা-ই) ব্যর্থ হয়।

ঈমান ও আক্বীদাহঃ আল্লাহর উপর মিথ্যাচার করা কুফর। কোনো মুসলিম এমন করলে তার ঈমান বিনষ্ট হয়ে সকল আ'মাল নিষ্ফল ও বরবাদ হয়ে যায়। আমাদের সমাজের মানুষ নানাভাবে আল্লাহর উপর মিথ্যাচার করে থাকে। যেমন..

- আল্লাহর উপর মিথ্যাচারের একটি পথ হলোঃ আল্লাহ্ যা বলেননি এমন কথাকে আল্লাহর সাথে সম্পৃক্ত করা। যেমন অনেকে বলে থাকেনঃ আল্লাহ্ বলেছেন "বান্দা! তোর নাই হুঁশ আমার কি দুষ"।
- আল্লাহর উপর মিথ্যাচারের আরও একটি পথ হলোঃ নিজের বা অন্য কারো মতামত বা যুক্তির মাধ্যমে কোনোকিছুকে হারাম বা ফরজ হিসেবে আখ্যায়িত করা।
- উল্লেখ্য ফিক্বহী বিধান মতেও ফরজ বা হারাম হতে হলে ক্বাতয়ী' দালীল (তথা আল-কুরআনের সুস্পষ্ট মুহকাম আয়াত অথবা মুতাওয়াতির মানের হাদীছ) প্রয়োজন হয়।
- মানব রচিত বা মনগড়া আইন তৈরি করলে এবং এসব মেনে নিলেও আল্লাহর উপর মিথ্যাচার হয়। কারণ আইন তৈরির একমাত্র বৈধ অধিকারী হলেন রাব্ব তথা আল্লাহ্ তায়া'লা।
- আল্লাহর উপর মিথ্যাচার করলে কুফর হয়, নবীর উপর মিথ্যাচার করলেও কুফর হয়।
- নবীর উপর মিথ্যাচারের একটি পথ হলোঃ নবী সাঃ করেননি বা করতে বলেননি এমন কাজকে সুন্নত হিসেবে আখ্যায়িত করা। যা আজকাল আমাদের সমাজের স্বাভাবিক গতি হয়ে দাঁড়িয়েছে।

وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيْعًا ثُمَّ نَقُوْلُ لِلَّذِيْنَ اَشْرَكُوْٓا اَيْنَ شُرَكَآؤُكُمُ الَّذِيْنَ كُنْتُمْ تَزْعُمُوْنَ ﴿٢٢﴾ ثُمَّ لَمْ تَكُنْ فِتْنَتُهُمْ اِلَّآ اَنْ قَالُوْا وَاللّٰهِ رَبِّنَا مَا كُنَّا مُشْرِكِيْنَ ﴿٢٣﴾

শিরক

২২. (হে মানুষ ও জিন্ন জাতি! শোনো! হাশরের ময়দানে) একদিন আমি সবাইকে একত্রিত করব, তারপর (দুনিয়ার জীবনে) যারা শিরক করেছে, তাদেরকে বলবঃ তোমরা যাদেরকে আমার শরীক মনে করতে তারা আজ কোথায়?

২৩. সেদিন তাদের একটা-ই জবাব হবে, তারা বলবেঃ আল্লাহর কসম, হে প্রভু! আমরা মুশরিক ছিলাম না।

জ্ঞাতব্যঃ আমাদের সমাজে অনেক মানুষ এমন আছে যারা নিজেকে মুসলিম মনে করে, মুসলিম হিসেবে জীবন

যাপন করে এবং নিজেকে মুসলিম হিসেবে পরিচয় দেয়। তবে নানাভাবে শিরকে জড়িয়ে নিজের ঈমানকে নষ্ট করে ঈমানশূন্য হয়ে যায় কিন্তু তাসত্তেও মনে করে তারা মুশরিক নয়।

আসলে শিরক হলো ঈমান বিনষ্টকারী এক মহাপাপ। যে কোনো ভাবে কোনো প্রকার শিরকে জড়িয়ে পড়লে-ই ঈমান বিনষ্ট হয়ে সকল আ'মাল ও ইবাদাত নিষ্ফল ও বরবাদ হয়ে যায়। তাই শিরক সম্পর্কে জানা এবং শিরক থেকে বেঁচে থাকা আবশ্যক।

শিরক পরিচিতিঃ শিরক অর্থ শরীক করা, অংশীদার বানানো। মহান আল্লাহ তার জাতিসত্ত্বা এবং যাবতীয় বৈশিষ্ট্যে এক ও অদ্বিতীয়; এটা-ই তাওহীদ। আর তাওহীদের বিপরীত হলো শিরক। অর্থাৎ মহান আল্লাহর জাতিসত্ত্বা বা কোনো বৈশিষ্ট্যে অন্যকে আল্লাহর সমান, সমকক্ষ বা অংশীদার বানানো। যেমন...

- ❖ আল্লাহর ছেলে আছে, মেয়ে আছে, পরিবার আছে বা সাহায্যকারী আছে বলে বিশ্বাস করা। এটা আল্লাহর জাতিসত্তায় শিরক।
- ❖ আল্লাহ ছাড়া অন্যকে সার্বভৌমত্বের মালিক, ক্ষমতার উৎস বা নিরঙ্কুশ ক্ষমতার অধিকারী মনে করা। এটা হচ্ছে আল্লাহর উলুহিয়্যাতে শিরক।
- ❖ আল্লাহর ইবাদাত করতে যা করা হয় অন্য কাউকে বা অন্য কিছুকে সম্মান জানাতে গিয়ে এমন কিছু করা। এটা হলো আল্লাহর উলুহিয়্যাতে শিরক।
- ❖ আল্লাহ্ ছাড়া অন্যকে নীতি নির্ধারক বা কর্তৃত্বশীল মনে করা। এটা হচ্ছে আল্লাহর হাকিমিয়্যাতে শিরক।
- ❖ আল্লাহর বিধানের বিপরীতে অন্যের বিধান মেনে নেওয়া। এটা হচ্ছে আল্লাহর বুরুবিয়্যাতে শিরক। ইত্যাদি, ইত্যাদি..।
- ❖ উল্লেখিত কাজসমূহ বড় শিরক। এমন শিরকে জড়ালে ঈমান বিনষ্ট হয়ে সকল আ'মাল ও ইবাদাত নিষ্ফল ও বরবাদ হয়ে যায়। এবং কোনো মুসলিম এমন কাজ করলে আখেরাতে আল্লাহর রহমত ও মাগফিরাত তার জন্য হারাম হয়ে যায়। সে হয়ে যায় চির জাহান্নামী মুনাফিক।
- ❖ আল্লাহর ছাড়া অন্যের নামে কসম করা এবং অন্যকে খুশী করার জন্য বা অন্যের অসন্তুষ্টি থেকে বাঁচার জন্য ইবাদাত করাও শিরক। তবে এসব হলো ছোট শিরক।

اُنْظُرْ كَيْفَ كَذَبُوْا عَلٰٓى اَنْفُسِهِمْ وَ ضَلَّ عَنْهُمْ مَّا كَانُوْا يَفْتَرُوْنَ ﴿٢٤﴾ وَ مِنْهُمْ مَّنْ يَّسْتَمِعُ اِلَيْكَ ۚ وَجَعَلْنَا عَلٰى قُلُوْبِهِمْ اَكِنَّةً اَنْ يَّفْقَهُوْهُ وَ فِيْٓ اٰذَانِهِمْ وَقْرًا ؕ وَ اِنْ يَّرَوْا كُلَّ اٰيَةٍ لَّا يُؤْمِنُوْا بِهَا ؕ حَتّٰٓى اِذَا جَآءُوْكَ يُجَادِلُوْنَكَ يَقُوْلُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْٓا اِنْ هٰذَآ اِلَّآ اَسَاطِيْرُ الْاَوَّلِيْنَ ﴿٢٥﴾

অধিক পাপের ফলে অন্তরে মোহর লাগিয়ে দেওয়া হয়

২৪. লক্ষ্য করো! তারা কিভাবে নিজের উপর মিথ্যাচার করবে? তারা যতসব মনগড়া রটনা করছে (সেদিন) সব ব্যর্থ হয়ে যাবে। (কারণ এরা মুনাফিক)

২৫. এদের কেউ কেউ তোমার কথা শোনে কিন্তু (মানে না। কারণ অধিক পাপের ফলে) আমি তাদের অন্তরে আবরণ লাগিয়ে দিয়েছি, কানে ঢেলে দিয়েছি বধিরতা, তাই তারা বুঝে না। এমনকি এরা যদি সকল নিদর্শন প্রত্যক্ষ করে ফেলে তবুও ঈমান আনবে না। এরা তোমার কাছে আসবে, তোমার সাথে বিতর্ক/বিবাদ করবে এবং বলবেঃ (তুমি যা বলছো) এসব আগেকার রূপকথা বৈ কিছু-ই নয়।

জ্ঞাতব্যঃ অধিক পাপের ফলে মানুষের অন্তরে মোহর লাগিয়ে দেয়া হয়। তাই তারা সঠিক বিষয় বুঝে না। তাদের বুঝাতে গেলেও অহেতুক তর্ক বিবাদ ও মনগড়া মন্তব্য করে।

وَ هُمْ يَنْهَوْنَ عَنْهُ وَ يَنْـَٔوْنَ عَنْهُ ۚ وَ اِنْ يُّهْلِكُوْنَ اِلَّاۤ اَنْفُسَهُمْ وَ مَا يَشْعُرُوْنَ ﴿۲۶﴾ وَ لَوْ تَرٰۤى اِذْ وُقِفُوْا عَلَى النَّارِ فَقَالُوْا يٰلَيْتَنَا نُرَدُّ وَ لَا نُكَذِّبَ بِاٰيٰتِ رَبِّنَا وَ نَكُوْنَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ ﴿۲۷﴾ بَلْ بَدَا لَهُمْ مَّا كَانُوْا يُخْفُوْنَ مِنْ قَبْلُ ؕ وَ لَوْ رُدُّوْا لَعَادُوْا لِمَا نُهُوْا عَنْهُ وَ اِنَّهُمْ لَكٰذِبُوْنَ ﴿۲۸﴾

অনেক মানুষ নিজে-ই নিজের সর্বনাশ ডেকে আনে

২৬. (যাদের অন্তরে মোহর লাগিয়ে দেয়া হয়) তারা দ্বীন থেকে বিরত থাকে, অন্যকেও দ্বীন থেকে বিরত রাখে। (এমন করে) তারা নিজে-ই নিজের সর্বনাশ করছে কিন্তু এ অনুভুতিও তাদের নেই।

২৭. তুমি যদি এ অবস্থা দেখতেঃ যখন তাদের জাহান্নামের সামনে দাঁড় করানো হবে আর তারা বলবেঃ হায় হায়! যদি (আবার দুনিয়ায়) ফিরে যেতে পারতাম তবে মুঅমিনদের দলভুক্ত হতাম, আর প্রভুর বিধান অমান্য করতাম না।

২৮. বস্তুত যা (নিজের বিভ্রান্তির কথা) তারা এতদিন গোপন করে আসছিল আজ এটা উন্মুক্ত হয়ে গেল। (এখন তাদের বাঁচার কোনো পথ-ই বাকি রইল না। এমনকি দুনিয়ায়) ফেরত পাঠালেও তারা পুনরায় হারাম কাজ করবে। কারণ তারা মিথ্যুক।

জ্ঞাতব্যঃ মানুষ প্রথমে নিজের স্বার্থ সংরক্ষণ বা মনের বাসনা পূর্ণ করার জন্য পাপে জড়ায়। কিন্তু পাপ করতে করতে এক সময় তার অন্তরে বিকৃতি ঘটে এবং পাপাচার তার স্বাভাবিক নিয়মে পরিণত হয়। তখন পাপ থেকে ফিরে আসা তার জন্য কঠিন হয়ে যায়। অনেক সময় সে চাইলেও আর ফিরে আসতে পারে না।

وَ قَالُوْۤا اِنْ هِيَ اِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا وَ مَا نَحْنُ بِمَبْعُوْثِيْنَ ﴿۲۹﴾ وَ لَوْ تَرٰۤى اِذْ وُقِفُوْا عَلٰى رَبِّهِمْ ؕ قَالَ اَلَيْسَ هٰذَا بِالْحَقِّ ؕ قَالُوْا بَلٰى وَ رَبِّنَا ؕ قَالَ فَذُوْقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُوْنَ ﴿۳۰﴾ قَدْ خَسِرَ الَّذِيْنَ كَذَّبُوْا بِلِقَآءِ اللّٰهِ ؕ حَتّٰۤى اِذَا جَآءَتْهُمُ السَّاعَةُ بَغْتَةً قَالُوْا يٰحَسْرَتَنَا عَلٰى مَا فَرَّطْنَا فِيْهَا ۙ وَ هُمْ يَحْمِلُوْنَ اَوْزَارَهُمْ عَلٰى ظُهُوْرِهِمْ ؕ اَلَا سَآءَ مَا يَزِرُوْنَ ﴿۳۱﴾

নিকৃষ্টতম বোঝা

২৯. তারা বলে দুনিয়ার জীবন-ই একমাত্র জীবন। (মরণের পর) আমরা আর পুনরুত্থিত হব না।

৩০. (রাসূল সাঃকে উদ্দেশ্য করে আল্লাহ তায়া'লা বলছেন) তুমি যদি দেখতেঃ যখন তাদেরকে প্রভুর সামনে দাঁড় করানো হবে এবং (আল্লাহ/ফিরিস্তা) বলবেঃ এটা (পুনরুত্থান) কি সত্য নয়? তারা বলবেঃ প্রভুর কসম! এটা অবশ্যই সত্য। (আল্লাহ/ফিরিস্তা) বলবেনঃ আযাব আস্বাদন করো। (দুনিয়ায় থাকতে) তোমরা এটা অস্বীকার করতে।

৩১. যারা আল্লাহর সাক্ষাৎ (তথা আখেরাত) বিশ্বাস করে না তারা চিরতরে ক্ষতিগ্রস্থ। (জীবনের শেষ)

সময় হঠাৎ চলে আসবে, তখন তারা বলবেঃ হায় হায়! আমরা (এ জীবনকে) কত অবহেলা করেছি। তারা নিজের পাপের বোঝা নিজ কাঁধে বহন করবে। শোনো! এটা বড়-ই নিকৃষ্ট বোঝা।

وَمَا الْحَيٰوةُ الدُّنْيَآ اِلَّا لَعِبٌ وَّ لَهْوٌ ؕ وَ لَلدَّارُ الْاٰخِرَةُ خَيْرٌ لِّلَّذِيْنَ يَتَّقُوْنَ ؕ اَفَلَا تَعْقِلُوْنَ ﴿۳۲﴾

দুনিয়ার জীবন খেল-তামাশা মাত্র

৩২. (শোনো!) দুনিয়ার জীবন খেল-তামাশা ছাড়া কিছু-ই নয়। (তবে এ জীবনে) যারা তাক্বওয়া অর্জন করতে পারবে তাদের জন্য আছে আখেরাতের উৎকৃষ্ট আবাস। (এ সহজ কথাটি) তোমরা কি বুঝ না? (আল্লাহর ভয়ে কুফর, শিরক ও পাপাচার থেকে বেঁচে থাকার নাম তাক্বওয়া)

قَدْ نَعْلَمُ اِنَّهٗ لَيَحْزُنُكَ الَّذِىْ يَقُوْلُوْنَ فَاِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُوْنَكَ وَ لٰكِنَّ الظّٰلِمِيْنَ بِاٰيٰتِ اللّٰهِ يَجْحَدُوْنَ ﴿۳۳﴾

পাপিষ্ঠদের মূল বিরোধ আল্লাহর বিধানের সাথে

পটভূমিঃ নবী হবার আগে মুহাম্মাদ সাঃ ছিলেন সবার প্রিয়, সকলের বিশ্বস্থ। কিন্তু কুরআনের দাওয়াত শুরু করতে-ই সব পাল্টে গেল। শুরু হলো অবজ্ঞা, অবহেলা, মিথ্যাচার ও প্রপাগান্ডা। নানান জনে নানা কথা রটনা করে নবী বিরুদ্ধে প্রপাগান্ডা করতে লাগল। তাই নবী সাঃকে শান্তনা দিয়ে নাযিল হলো..

৩৩. (হে নবী!) আমি জানিঃ তাদের এসব কথা তোমাকে পীড়া দেয়। আসলে তারা তোমাকে অবজ্ঞা করে না, পাপিষ্ঠরা আসলে আল্লাহর বিধানকে অবজ্ঞা করে থাকে।

জ্ঞাতব্যঃ আজও যারা ইসলামের জন্য কাজ করে পাপিষ্ঠরা তাদের বিরুদ্ধে প্রপাগান্ডা করে। ব্যক্তির বিরোধিতা করলেও আসলে তাদের মূল বিরোধ থাকে দ্বীনের সাথে।

وَ لَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّنْ قَبْلِكَ فَصَبَرُوْا عَلٰى مَا كُذِّبُوْا وَ اُوْذُوْا حَتّٰٓى اَتٰىهُمْ نَصْرُنَا ۚ وَ لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمٰتِ اللّٰهِ ۚ وَ لَقَدْ جَآءَكَ مِنْ نَّبَاِى الْمُرْسَلِيْنَ ﴿۳۴﴾

আল্লাহর নীতিতে কোনো পরিবর্তন হয় না

৩৪. তোমার আগে যত রাসূল এসেছেন তাদেরকেও অবজ্ঞা করা হয়েছে (কষ্ট দেয়া হয়েছে) এবং আল্লাহর সাহায্য আসা পর্যন্ত তারা এসকল কষ্ট ও অবজ্ঞায় সবর (দৃঢ়তার সাথে মোকাবিলা) করেছেন। (তাই হে নবী! তুমিও সবর করো। আল্লাহর সাহায্য তোমার জন্যও আসবে। কারণ) আল্লাহর নীতিতে কোনো পরিবর্তন হয় না। (আর এটা তোমার জানার কথা। কারণ ইতোমধ্যে) অনেক রাসূলের কাহিনী তোমার কাছে বর্ণনা করা হয়েছে।

জ্ঞাতব্যঃ বিপদে ধৈর্য ধারণ করা এবং ধৈর্য্যের সহিত বিপদ মোকাবিলা করা নবীরাসূলগণের পথ। তাই নবী রাসূলগণের উত্তরসূরী মুঅমিনগণকেও এক-ই পথে চলতে হবে। কেবল তবে-ই আসবে আল্লাহর সাহায্য।

وَإِنْ كَانَ كَبُرَ عَلَيْكَ إِعْرَاضُهُمْ فَإِنِ اسْتَطَعْتَ أَنْ تَبْتَغِيَ نَفَقًا فِي الْأَرْضِ أَوْ سُلَّمًا فِي السَّمَاءِ فَتَأْتِيَهُمْ بِآيَةٍ ۚ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى الْهُدَىٰ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْجَاهِلِينَ ﴿٣٥﴾

দ্বীনের পথে অবজ্ঞা ও অবহেলা সহ্য করতে হয়

পটভূমিঃ মক্কাহর মুশরিক নেতারা নবী সাঃকে নানাভাবে উত্যক্ত করত। তারা কখনো দ্বীনের নানা বিষয়ের উপর আপত্তি করত, কখনো প্রশ্ন উত্থাপন করত আর কখনো নানা প্রকার শর্ত আরোপ করে বলতঃ এমন করতে পারলে আমরা আপনাকে মেনে নেব, তেমন করতে পারলে আপনাকে মেনে নেব আর কখনো অবজ্ঞা ও অবহেলা করত।

রাসূল সাঃ ও একান্ত ভাবে-ই কামনা করতেনঃ তারা যদি মুসলিম হয়ে যেত। তবে তাদের এ নানামুখী কথা সহ্য করতে তাঁর খুব কষ্ট হত। তিনি কখনো কখনো তাদের কথায় কষ্ট পেতেন, কখনো দুঃখ পেতেন, কখনো অসহ্য মনে হত আর কখনো কামনা করতেনঃ যদি তাদের কথামত নিদর্শন এনে হাজির করতে পারতেন আর তারা যদি মুসলিম হয়ে যেত, ইত্যাদি। এসব অবস্থার প্রতি ইঙ্গিত করে নাযিল হলো..

৩৫. আর (হে নবী! মন দিয়ে শোনো!) তাদের এ অবজ্ঞা যদি তোমার কাছে কঠিন মনে হয় আর তোমার যদি ক্ষমতা থাকে তবে জমিনে সুড়ঙ্গ বানিয়ে (মাটির) নীচে চলে যাও অথবা সিঁড়ি লাগিয়ে আকাশে আরোহণ করো এবং (তাদের ফরমাইশ মত) নিদর্শন এনে তাদের কাছে হাজির করো (দেখ! তারা ঈমান আনে কি না? আর শোনো!) আল্লাহ চাইলে তাদের সবাইকে সঠিক পথে ঐক্যবদ্ধ করতে পারতেন তখন আর কেউ অজ্ঞ (কাফির) থাকত না।

(কিন্তু এমনটি হবে না, সবাই দ্বীন মেনে নেবে না। এটা-ই বাস্তবতা, এটা-ই আল্লাহর সিদ্ধান্ত। তাই দুনিয়ার সব মানুষ থেকে ঈমানের আশা না করে যারা ঈমান এনেছে তাদের প্রতি যত্নবান হও। আর সবার প্রতি দ্বীনের দাওয়াত এবং শত্রুর মোকাবিলায় জিহাদ অব্যাহত রাখো।)

إِنَّمَا يَسْتَجِيبُ الَّذِينَ يَسْمَعُونَ ۘ وَالْمَوْتَىٰ يَبْعَثُهُمُ اللَّهُ ثُمَّ إِلَيْهِ يُرْجَعُونَ ﴿٣٦﴾

কারা দ্বীনের দাওয়াত গ্রহণ করবে আর কারা করবে না

৩৬. (মনে রাখবে, দ্বীনের দাওয়াতে) সাড়া দেবে কেবল তারা-ই যারা (আল্লাহর কালাম) শুনে তথা মেনে নেয়। আর মৃতরা (তথা কাফিররা, যারা আল্লাহর কালাম শুনে না তারা দ্বীনের দাওয়াতে সাড়া দেবে না। তারা কাফির অবস্থায়-ই মারা যাবে এবং এ অবস্থায়-ই) আল্লাহ তাদের পুনরুত্থান ঘটাবেন আর তাদেরকে (কাফির অবস্থায়-ই) আল্লাহর কাছে ফিরিয়ে নেয়া হবে।

জ্ঞাতব্যঃ উক্ত আয়াতে দুই ধরনের লোকের কথা বলা হয়েছে। যথা..

- ❖ যারা আল্লাহর কালাম শুনে তথা আল্লাহর কালামের যাবতীয় বিধিবিধান মেনে চলে। কেবল তারা-ই মুসলিম এবং তারা-ই প্রকৃত পক্ষে দ্বীনের দাওয়াত গ্রহণকারী।
- ❖ যারা আল্লাহর কালাম শুনে না তথা আল্লাহর কালামের বিধি-বিধান মেনে চলে না। আয়াতে তাদেরকে মৃত বলা হয়েছে, মানে মৃত ব্যক্তিকে নসিহত করলে বা ভয় দেখালে যেভাবে কাজে আসে না ঠিক তদ্রুপ এসব মানুষকে নসিহত করলে বা ভয় দেখালেও কাজে আসবে না। তবে আমরা যারা এদের কাছে দ্বীনের দাওয়াত দেব তারা শুধু-ই ছাওয়াবের আশায় দেব। তখন এ দাওয়াত তাদের কাজে না আসলেও আমাদের কাজে আসবে অবশ্যই।

وَقَالُوْا لَوْ لَا نُزِّلَ عَلَيْهِ اٰيَةٌ مِّنْ رَّبِّهٖ ؕ قُلْ اِنَّ اللّٰهَ قَادِرٌ عَلٰٓى اَنْ يُّنَزِّلَ اٰيَةً وَّلٰكِنَّ اَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُوْنَ ﴿٣٧﴾

মুশরিকদের চ্যালেঞ্জ সত্ত্বেও নিদর্শন না আসার কারণ

৩৭. তারা (মুশরিকরা) বলে (তুমি সত্য নবী হলে) প্রভুর পক্ষ থেকে নিদর্শন কেন আসে না? (যেমন আসত আগেকার নবীদের উপর। তাদের) বলে দাওঃ আল্লাহ নিদর্শন পাঠাতে সক্ষম। (তবে নিদর্শন না পাঠানোর কারণ হলো নিদর্শন আসার পর আযাব অবধারিত হয়ে যায়।) কিন্তু অধিকাংশ মানুষ-ই এটা জানে না।

وَمَا مِنْ دَآبَّةٍ فِى الْاَرْضِ وَلَا طٰٓئِرٍ يَّطِيْرُ بِجَنَاحَيْهِ اِلَّآ اُمَمٌ اَمْثَالُكُمْ ؕ مَا فَرَّطْنَا فِى الْكِتٰبِ مِنْ شَىْءٍ ثُمَّ اِلٰى رَبِّهِمْ يُحْشَرُوْنَ ﴿٣٨﴾ وَالَّذِيْنَ كَذَّبُوْا بِاٰيٰتِنَا صُمٌّ وَّبُكْمٌ فِى الظُّلُمٰتِ ؕ مَنْ يَّشَاِ اللّٰهُ يُضْلِلْهُ ؕ وَمَنْ يَّشَاْ يَجْعَلْهُ عَلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ ﴿٣٩﴾ قُلْ اَرَءَيْتَكُمْ اِنْ اَتٰىكُمْ عَذَابُ اللّٰهِ اَوْ اَتَتْكُمُ السَّاعَةُ اَغَيْرَ اللّٰهِ تَدْعُوْنَ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ ﴿٤٠﴾

আল্লাহর বিধান অমান্য করার পরিণতি

৩৮. ভূপৃষ্ঠে চলমান জীবজন্তু এবং দুই ডানা প্রসারিত করে উড়ন্ত পাখি (ইত্যাদি সবই) তোমাদের মত এক একটি জাতি ও প্রজাতি। আমি কিতাবে (সব লিখে রেখেছি) কোনোকিছুই বাদ রাখিনি। (পরকালে) সবাইকে প্রভুর সামনে একত্রিত করা হবে। (সমস্ত প্রাণীকুলের-ই হাশর হবে যদিও বিচার হবে শুধু মানুষ ও জিন্ন জাতির)

৩৯. (দুনিয়ার জীবনে) যারা আমার বিধান অমান্য করে তারা অন্ধকারে নিমজ্জিত বধির ও বোবা (ব্যক্তির মত। যার ফিরে আসার সম্ভাবনা খুবই কম। তবে সবকিছু আল্লাহর হাতে।) আল্লাহ যাকে ইচ্ছা বিভ্রান্ত করে রাখেন আর যাকে খুশী তুলে আনেন সোজা পথে। (হে আল্লাহ! আমাদের মালিক! আমাদেরকে সোজা পথে তুলে নাও)

৪০. (হে নবী! যেসব মানুষ মনে করে আল্লাহ ছাড়া অন্যরাও তাদের হাজত পুরা করতে পারে বা বিপদ থেকে উদ্ধার করতে পারে। তাদের) জিজ্ঞেস করোঃ যদি তোমাদের উপর আল্লাহর আযাব চলে আসে অথবা চলে আসে শেষকাল (মৃত্যু) তখন তোমরা কি আল্লাহ ছাড়া অন্যকে ডাকো? (বিপদকালে বা মৃত্যুকালে আল্লাহকে ডাকা-ই মানুষের স্বভাবজাত অভ্যাস।) অথচ তোমরা যদি সত্যবাদী হতে (তবে বিপদকালে বা মৃত্যুকালে আল্লাহ ছাড়া অন্যদের ডাকতে।)

জ্ঞাতব্যঃ মক্কার মুশরিকরা আল্লাহ বিশ্বাস করত, বিপদে আপদে তারা আল্লাহকে ডাকত। সাথে পূর্ববর্তী নেক লোকদের প্রতিকৃতি ও মূর্তি বানাত, এসবকে সম্মান করত, পুজা করত। তারা বিশ্বাস করত এরা আল্লাহর প্রিয়ভাজন এবং আল্লাহ থেকে ক্ষমতাপ্রাপ্ত। এরা মানুষের হাজত পুরা করতে এবং বিপদ থেকে উদ্ধার করতে সক্ষম। তাই তারা বাপ-দাদার দোহাই দিয়ে এসব কাজ করত এবং শারীয়াহ মত জীবন যাপন করতে অস্বীকার করত।

আজকাল সমান থিউরী অবলম্বন করে পীর, অলী আউলিয়া ও গৌছ কুতুব নাম দিয়ে কিছু মানুষকে আল্লাহর প্রিয়ভাজন বানিয়ে এবং আল্লাহর প্রদত্ত ক্ষমতার অধিকারী সাজিয়ে হাজত রাওয়া (হাজত পূর্ণকারী) ও মুশকিল কুশা (বিপদ থেকে উদ্ধারকারী) বানিয়ে শিরক করে চলেছে মুসলিম নামধারী অনেক মানুষ।

بَلْ اِيَّاهُ تَدْعُوْنَ فَيَكْشِفُ مَا تَدْعُوْنَ اِلَيْهِ اِنْ شَآءَ وَتَنْسَوْنَ مَا تُشْرِكُوْنَ ﴿٤١﴾

বিপদ থেকে উদ্ধারকারী একমাত্র আল্লাহ

৪১. বরং তখন তো তোমরা শুধু আল্লাহকে-ই ডাকো এবং (স্বাভাবিক সময়ে হাজত রাওয়া বা মুশকিল কুশা হিসেবে) যাদেরকে তার শরীক বানাও তাদের কথা ভুলে যাও। তখন আল্লাহ চাইলে তোমাদের বিপদ থেকে উদ্ধার করেন যেমনটি তোমরা চেয়েছিলে। (আল্লাহ ইচ্ছা করলে মুশরিকদের দোয়াও কবুল করেন।)

ঈমান ও আক্বীদাহঃ আল্লাহ ছাড়া অন্যকে মুশকিল কুশা (বিপদ থেকে উদ্ধারকারী) বা হাজত রওয়া (হাজত পূর্ণকারী) মনে করলে আল্লাহর রুবুবিয়্যাহ ও উলুহিয়্যাতে শিরক হয়। কোনো মুসলিম এমন করলে তার ঈমান বিনষ্ট হয়ে সকল আ'মাল নিষ্ফল ও বরবাদ হয়ে যায় এবং সে হয়ে যায় চির জাহান্নামী মুনাফিক।

وَلَقَدْ اَرْسَلْنَآ اِلٰٓى اُمَمٍ مِّنْ قَبْلِكَ فَاَخَذْنٰهُمْ بِالْبَاْسَآءِ وَالضَّرَّآءِ لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُوْنَ ﴿٤٢﴾ فَلَوْلَآ اِذْ جَآءَهُمْ بَاْسُنَا تَضَرَّعُوْا وَلٰكِنْ قَسَتْ قُلُوْبُهُمْ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطٰنُ مَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ﴿٤٣﴾ فَلَمَّا نَسُوْا مَا ذُكِّرُوْا بِهٖ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ اَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ ؕ حَتّٰٓى اِذَا فَرِحُوْا بِمَآ اُوْتُوْٓا اَخَذْنٰهُمْ بَغْتَةً فَاِذَا هُمْ مُّبْلِسُوْنَ ﴿٤٤﴾ فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا ؕ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ﴿٤٥﴾

রাসূলকে না মানার পরিণতি

৪২. (হে নবী!) তোমার আগে আমি অনেক জাতির কাছে রাসূল পাঠিয়েছি এবং (আমার রাসূলকে অমান্য করার কারণে) দুঃখকষ্ট ও বিপর্যয় (তথা ছোট ছোট আযাব) দিয়ে তাদেরকে পাকড়াও করেছি, যেন তারা (আল্লাহর পথে ফিরে আসে এবং মাগফিরাতের জন্য) মিনতি করে,

৪৩. আমার আযাব আসা সত্ত্বেও তারা যদি মিনতি করত (তবে ভালো-ই হত) কিন্তু (তারা তখনো মিনতি করেনি। বরং) তখন তাদের মন আরও কঠিন হয়ে গেছে এবং (এ সুযোগে) শয়তান তাদের কর্মকে শোভিত করে দেখিয়েছে। (তখন আল্লাহর আযাবকে আযাব হিসেবে না দেখে তারা একে প্রাকৃতিক দুর্যোগ মনে করেছে। তাই তাওবাহ বা আল্লাহর কাছে মিনতি না করে দুর্যোগ মোকাবিলায় ব্যস্ত হয়ে পড়েছে।)

৪৪. তারা যখন তাদেরকে দেওয়া যিকর (আনুগত্যের বিধান) ভুলে গিয়েছে (তথা নবীর অবাধ্য হয়েছে) আমি তখন তাদের জন্য (বিলাসিতার) দোয়ার উন্মুক্ত করে দিয়েছি। আর তারা যখন বিলাসিতায় বিভোর হয়ে উঠেছে তখন হঠাৎ (বড় আযাব দিয়ে) পাকড়াও করেছি, তখন তারা দিশাহারা হয়ে গেছে।

৪৫. (আল্লাহর বিধান অমান্য করে) যারা পাপাচার করেছে তাদের শিকড় এভাবেই কেটে ফেলা হয়েছে। আসলে-ই সকল প্রশংসার মালিক আল্লাহ যিনি সর্বজগতের রাব্ব।

জ্ঞাতব্যঃ আল্লাহ রাসূল পাঠান যেন মানুষ বাস্তব জীবনের সকল ক্ষেত্রে এবং সকল বিষয়ে রাসূলের আনুগত্য ও অনুকরণ করে। যেসব মানুষ রাসূলের আনুগত্য করে না আল্লাহ তাদেরকে ধাপে ধাপে সাজা দেন। যেমন..

যারা রাসূলের আনুগত্য না করে পাপাচারে লিপ্ত হয় প্রথমে আল্লাহ তাদেরকে ছোট ছোট আযাব দেন। যেন তারা ভয় পেয়ে সঠিক পথে ফিরে আসে, আল্লাহর কাছে তাওবাহ করে এবং অতীত পাপের জন্য মাগফিরাত কামনা করে আল্লাহর কাছে মিনতি করে।

কিন্তু তারা ফিরে না এলে আল্লাহ তাদের ধ্বংসের ফয়সালা করেন এবং ধ্বংসের প্রথম পদক্ষেপ হিসেবে তাদের জন্য বিলাসিতার দোয়ার উন্মুক্ত করে দেন। তারা যখন আল্লাহর অবাধ্য হয়ে বিলাসিতায় মেতে উঠে আল্লাহ তখন ধ্বংসাত্মক আযাব দিয়ে তাদের সমূলে ধ্বংস করে দেন।

قُلْ اَرَءَيْتُمْ اِنْ اَخَذَ اللّٰهُ سَمْعَكُمْ وَ اَبْصَارَكُمْ وَ خَتَمَ عَلٰى قُلُوْبِكُمْ مَّنْ اِلٰهٌ غَيْرُ اللّٰهِ يَاْتِيْكُمْ بِهٖ ؕ اُنْظُرْ كَيْفَ نُصَرِّفُ الْاٰيٰتِ ثُمَّ هُمْ يَصْدِفُوْنَ ﴿٤٦﴾ قُلْ اَرَءَيْتَكُمْ اِنْ اَتٰىكُمْ عَذَابُ اللّٰهِ بَغْتَةً اَوْ جَهْرَةً هَلْ يُهْلَكُ اِلَّا الْقَوْمُ الظّٰلِمُوْنَ ﴿٤٧﴾

পাপ থেকে বেঁচে থাকো নতুবা আযাব অবধারিত হয়ে যাবে

৪৬. (হে মুহাম্মাদ! মানুষকে) বলো (হে মানুষ!) তোমরা কি ভেবে দেখেছো? আল্লাহ যদি তোমাদের শ্রবণশক্তি ও দৃষ্টিশক্তি কেড়ে নেন, তোমাদের অন্তরকে যদি অকার্যকর করে দেন; তবে আর কোনো খোদা আছে কি, যে তোমাদেরকে এসব ফিরিয়ে দেবে..?

(হে মানুষ!) লক্ষ্য করোঃ আমি আমার বিধান কীভাবে (সুস্পষ্ট করে) বর্ণনা করি, তাসত্ত্বেও তারা (কুফরে) ফিরে যায়।

৪৭. (মানুষকে) বলোঃ (হে মানুষ!) তোমরা কি ভেবে দেখেছো? আল্লাহর আযাব (ভূমিকম্প, সুনামি, ইত্যাদি) যদি হঠাৎ চলে আসে অথবা (বন্যা, ঘূর্ণিঝড়, ইত্যাদি) প্রকাশ্যে এসে যায়, তবে কি শুধু পাপিষ্ঠরা-ই ধ্বংস হবে?

জ্ঞাতব্যঃ আল্লাহর আযাব সাধারণত দুই প্রকার হয়। যথাঃ মহা আযাব ও সাধারণ আযাব। আল্লাহর মহা আযাব হলো আখেরাতে জাহান্নাম আর দুনিয়ায় বিভ্রান্তি। আর আল্লাহর সাধারণ আযাব হলো বন্যা, খড়া, ভূমিকম্প, ঘূর্ণিঝড়, সুনামী, ইত্যাদি। দুনিয়ায় আল্লাহর আযাব আসে দুই ভাবে। হঠাৎ আযাব আর উন্মুক্ত আযাব।

দুনিয়ায় আল্লাহর আযাব হিসেবে পাঠানো হয় বন্যা, ঘূর্ণিঝড়, সুনামী, ভূমিকম্প, ইত্যাদি। দুনিয়ার এসব আযাব দেখে দেখে শুধু পাপিষ্ঠদের আঘাত করে না। বরং পাপিষ্ঠ বা সৎ যারাই আযাবের আওতায় আসে আযাব তাদেরকে-ই ধ্বংস করে। দুনিয়ায় আল্লাহর আযাব আসে পাপের কারণে। তাই এ দুনিয়াকে পাপমুক্ত রাখা আমাদের সকলের দায়িত্ব।

সকলের পক্ষ থেকে এ দায়িত্বের মূল দায়ভার থাকে সরকারের স্কন্ধে। সরকারের উপর ফরজ দায়িত্ব হলো দেশ জাতি ও সমাজকে সকল প্রকার পাপ থেকে বাঁচিয়ে রাখা।

وَ مَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِيْنَ اِلَّا مُبَشِّرِيْنَ وَ مُنْذِرِيْنَ ۚ فَمَنْ اٰمَنَ وَ اَصْلَحَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَ لَا هُمْ يَحْزَنُوْنَ ﴿٤٨﴾ وَ الَّذِيْنَ كَذَّبُوْا بِاٰيٰتِنَا يَمَسُّهُمُ الْعَذَابُ بِمَا كَانُوْا يَفْسُقُوْنَ ﴿٤٩﴾

সফল জীবন

৪৮-৪৯. আমি (আল্লাহ) রাসূল পাঠাই শুধু সুসংবাদ দাতা ও সতর্ককারী হিসেবে। সুতরাং যে ব্যক্তি ঈমান আনলো এবং (নিজেকে) সুধরে নিল (তারা সফল। আখেরাতে) তাদের কোনো ভয় নেই এবং তারা চিন্তিতও হবে না। আর যারা আমার বিধান অমান্য করে, আমার আযাব তাদের গ্রাস করবে, কারণ তারা পাপিষ্ঠ।

জ্ঞাতব্যঃ

- ❖ আল্লাহ রাসূল পাঠান সুসংবাদদাতা ও সাবধানকারী হিসেবে। সুতরাং জবরদস্তি করে কাউকে মুসলিম বানানো রাসূলের দায়িত্ব নয়।
- ❖ যে ব্যক্তি ঈমান আনলো এবং নিজেকে শুধরে নিলো তথা রাসূল সাঃ'এর অনুকরণে আল্লাহর বিধান মেনে জীবন পরিচালনা করলো সে সফল। আখেরাতে তার কোনো ভয় নেই এবং সে চিন্তিতও হবে না।

قُلْ لَّاۤ اَقُوْلُ لَكُمْ عِنْدِيْ خَزَآئِنُ اللّٰهِ وَ لَاۤ اَعْلَمُ الْغَيْبَ وَ لَاۤ اَقُوْلُ لَكُمْ اِنِّيْ مَلَكٌ ۚ اِنْ اَتَّبِعُ اِلَّا مَا يُوْحٰۤى اِلَيَّ ؕ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الْاَعْمٰى وَ الْبَصِيْرُ ؕ اَفَلَا تَتَفَكَّرُوْنَ ﴿٥٠﴾

নবী গাইব জানেন না, নবী ফিরিস্তাও নন, আল্লাহর ভান্ডার আল্লাহর হাতেই

৫০. (হে মুহাম্মাদ! মানুষকে) বলে দাওঃ আমি (নবী) তোমাদের বলছি না যে, আল্লাহর ভান্ডার আমার কাছে। (আল্লাহর ভান্ডার আসলে আল্লাহর-ই নিয়ন্ত্রণে। কে কতটুকু পাবে, কাকে কতটুকু দেওয়া হবে, ইত্যাদি সব-ই আল্লাহর এখতিয়ারাধীন। নবী হয়েও আমি বলতে পারব নাঃ তোমাদের কে হেদায়াত পাবে আর কে পাবে না। কারণ) আমি গাইব জানি না। আমি তোমাদের এও বলছি না যে, আমি ফিরিস্তা। (আমি মুহাম্মাদ আসলে একজন মানুষ। তাই মানুষ হিসেবে মানবিক দুর্বলতা বা ভুলত্রুটি আমার থেকেও হতে পারে)

ঈমান ও আক্বীদাহঃ

- ❖ আল্লাহর ভান্ডার আল্লাহর হাতে-ই। ক্ষমা, দয়া, সম্পদ, সন্তান, আরোগ্য, হেদায়াত, সব তিনি নিজে-ই নিয়ন্ত্রন করেন, নিজে-ই বিতরণ করেন। তাই যা চাওয়ার সরাসরি আল্লাহর কাছে-ই চাইতে হবে। নবী-রাসূল পীর-আওলিয়া বা অন্যের কাছে প্রার্থনা করলে শিরক হয়।
- ❖ গাইবের (অদৃশ্য) জ্ঞানের অধিকারী শুধু-ই আল্লাহ। আল্লাহ যা জানান নবীগণ তাই জানেন। এরচেয়ে বেশী কিছু জানার, বলার বা করার সাধ্য কোনো নবীর নেই। আল্লাহ ছাড়া অন্যকে আলিমুল গাইব (অদৃশ্যের জ্ঞানী) মনে করা শিরক। নবীগণ আল্লাহ থেকে জেনে গাইবের খবর দেন মাত্র।

وَ اَنْذِرْ بِهِ الَّذِيْنَ يَخَافُوْنَ اَنْ يُّحْشَرُوْٓا اِلٰى رَبِّهِمْ لَيْسَ لَهُمْ مِّنْ دُوْنِهٖ وَلِيٌّ وَّ لَا شَفِيْعٌ لَّعَلَّهُمْ يَتَّقُوْنَ ﴿٥١﴾

তাক্বওয়া, শাফায়া'ত ও হুঁশিয়ারি

৫১. যারা প্রভুর সম্মুখীন হওয়াকে ভয় করে, এ (কুরআন) দিয়ে তাদেরকে সাবধান করে দাও। (চূড়ান্ত বিচারের দিনে) তাদের কোনো ওয়ালী (জামিনদার) বা শাফায়াতকারী থাকবে না আল্লাহ ছাড়া, (এসব কথা জানিয়ে দিয়ে বলে দাও) যেন তারা তাক্বওয়া অর্জন করে। (আল্লাহর ভয়ে যাবতীয় কুফর শিরক ও পাপাচার থেকে বিরত থাকার নাম তাক্বওয়া।)

জ্ঞাতব্যঃ

- মানুষকে আল্লাহর আযাব ও পাপাচার থেকে সাবধান করতে হয় কুরআন দিয়ে এবং কুরআনের বিশ্লেষণে বর্ণিত হাদীছ দিয়ে। মনগড়া কোনোকিছু দিয়ে নয়। আর কুরআনে বর্ণিত বিধান ও নিয়মনীতি মেনে যাবতীয় কুফর শিরক ও পাপাচার থেকে বিরত থাকার নাম-ই তাক্বওয়া।
- যারা ঈমান আনবে না এবং যারা তাদের ঈমানকে নষ্ট করে ফেলবে পরকালে কেউ তাদের জামিনদার হবে না এবং কেউ তাদের জন্য শাফায়াত ও করবে না। তাই সাবধান! কুফর শিরক থেকে বেঁচে থেকে নিজের ঈমানকে বাঁচিয়ে রাখুন।
- শাফায়াতের সার্বিক অধিকারী একমাত্র আল্লাহ তায়া'লা। তিনি যাকে অনুমতি দেবেন কেবল সে-ই শাফায়াত করতে পারবে এবং যার জন্য অনুমতি দেবেন শুধু তার জন্য-ই শাফায়া'ত করতে পারবে আর এসব ঠিক হবে হাশরের ময়দানে চূড়ান্ত বিচারের দিন। সুতরাং দুনিয়ায় থেকে নিজের জন্য আখেরাতের শাফায়াতকারী ঠিক করে নেওয়া অন্যায় ও অবৈধ কাজ। মনে রাখবেন আমাদের সমাজের হিন্দুরা এবং আরবের মুশরিকরা শাফায়াতকারীর নামে আল্লাহর সাথে শিরক করে থাকে এবং শিরকের একটি সূত্র হচ্ছে "শুফায়া থেকে শুরাকা"। (শাফায়াত সম্পর্কে জানতে দেখুন বাকারাহঃ ৪৮)

وَ لَا تَطْرُدِ الَّذِيْنَ يَدْعُوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَدٰوةِ وَ الْعَشِيِّ يُرِيْدُوْنَ وَجْهَهٗ ؕ مَا عَلَيْكَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِّنْ شَيْءٍ وَّ مَا مِنْ حِسَابِكَ عَلَيْهِمْ مِّنْ شَيْءٍ فَتَطْرُدَهُمْ فَتَكُوْنَ مِنَ الظّٰلِمِيْنَ ﴿٥٢﴾ وَ كَذٰلِكَ فَتَنَّا بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لِّيَقُوْلُوْٓا اَهٰٓؤُلَآءِ مَنَّ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ مِّنْۢ بَيْنِنَا ؕ اَلَيْسَ اللّٰهُ بِاَعْلَمَ بِالشّٰكِرِيْنَ ﴿٥٣﴾ وَ اِذَا جَآءَكَ الَّذِيْنَ يُؤْمِنُوْنَ بِاٰيٰتِنَا فَقُلْ سَلٰمٌ عَلَيْكُمْ كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلٰى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ ۙ اَنَّهٗ مَنْ عَمِلَ مِنْكُمْ سُوْٓءًا بِجَهَالَةٍ ثُمَّ تَابَ مِنْۢ بَعْدِهٖ وَ اَصْلَحَ فَاَنَّهٗ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ﴿٥٤﴾ وَ كَذٰلِكَ نُفَصِّلُ الْاٰيٰتِ وَ لِتَسْتَبِيْنَ سَبِيْلُ الْمُجْرِمِيْنَ ﴿٥٥﴾

পাপিষ্ঠ নেতা বনাম গরীব ঈমানদার

পটভূমিঃ সালমান, সুহাইব, বিলাল, খাব্বাব রাঃহুম গং সাহাবাগণ অতি গরীব ছিলেন এবং মক্কায় তারা ছিলেন অবহেলিত অতি সাধারণ মানুষ। একদা মুশরিক নেতারা রাসূল সাঃকে বললঃ আমরা এদের সাথে বসব না। আপনি যদি এদের সরিয়ে রাখেন তবে আপনার সাথে বসার চিন্তা করব। রাসূল সাঃ রাজি হয়ে গেলে তারা লিখিত অঙ্গীকার চাইলো। রাসূল সাঃ এটা লিখে দেবার জন্য আলী রাঃকে বলে দিলেন। এ ব্যাপারে এক হাদীছে বর্ণিত হয়েছে..

সা'দ বিন আবী-ওয়াক্কাস রাঃ বলেনঃ একদা আমরা ছয় ব্যক্তি রাসূল সাঃ এর কাছে বসা ছিলাম। মুশরিকরা বললঃ এদের সরিয়ে দাও। সা'দ বলেনঃ এখানে আমি, ইবন মাসউদ, বানী-হুজাইলের একব্যক্তি, বিলাল এবং আরও দুব্যক্তি ছিলেন। (কুরতুবী, মুসলিম) এতে নাযিল হলো..

৫২. (হে নবী!) যারা (যেসব গরীব মুসলিম) আল্লাহর সন্তুষ্টি কামনায় সকাল-সন্ধ্যা আল্লাহকে ডাকে (মুশরিক নেতাদের কথায়) তুমি তাদের তাড়িয়ে দিও না। (মনে রেখো) তোমার দায়ভার (যেমন) এদের উপর নয় (ঠিক তদ্রুপ) এদের (মুশরিক নেতাদের ঈমান গ্রহণ করানোর) দায়ভারও তোমার উপর নয় যে, (এদের কথায়) তুমি তাদের তাড়িয়ে দেবে। (আসলে কে ঈমান আনবে আর কে আনবে না এ দায় সম্পূর্ণরূপে আল্লাহর। তাই) তাদের তাড়িয়ে দিলে তুমি অপরাধী হিসেবে গণ্য হবে।

৫৩. আমি (আল্লাহ) এভাবে-ই কাউকে দিয়ে কারো পরীক্ষা নেই, যেন তারা (ব্যঙ্গ করে) বলেঃ তবে কি আল্লাহ এদের উপর দয়া করলেন? (আসলে আল্লাহ কেবল তাদেরকে-ই হেদায়াত দান করেন যারা শোকরগোজার করে। তোমরা কী মনে করো?) আল্লাহ কি শোকর আদায়কারীদের চিনতে পারেন না? (তিনি অবশ্য-ই তার শোকরগোজার বান্দাদের চিনেন এবং চিনে চিনে হেদায়াত দান করেন। উল্লেখ্য অন্তরে নিয়ামতের গুরুত্ব অনুধাবন করে বাস্তব জীবনে আল্লাহর বিধান মেনে চলার নাম শোকরগোজার করা বা শুকরিয়া আদায় করা।)

৫৪. (হে নবী! সালমান, সুহাইব, বিলাল, খাব্বাব) যারা আমার বিধানে ঈমান রাখে; তারা তোমার কাছে এলে বলবেঃ সালামুন আ'লাইকুম। (শোনো! সৃষ্টি জগতের প্রতি) দয়া করাকে আল্লাহ নিজের উপর অবধারিত করে নিয়েছেন। সুতরাং যে ব্যক্তি অজ্ঞতাবশত পাপ করে ফেলল তারপর তাওবাহ করে নিজেকে শুধরে নিল (তার তরে) আল্লাহ ক্ষমাশীল, দয়াময়।

৫৫. আমি আমার বিধান এভাবে-ই বর্ণনা করি। যেন পাপিষ্ঠদের পথ চিহ্নিত হয়ে যায়।

আল্লাহর আদেশের উপর রাসূল সাঃ এবং সাহাবাগণের আমলঃ উল্লেখিত সাহাবীদের কেউ এলে রাসূল সাঃ আগে সালাম করতেন এবং বলতেনঃ আল-হামদু লিল্লাহ! আমার উম্মতের মাঝে এমন মানুষ আছে যাদের সালাম করতে আমাকে আদেশ দেয়া হয়েছে। এক হাদীছে বর্ণিত হয়েছে..

আইয বিন আমর রাঃ বলেনঃ (হুদাইবিয়ার সন্ধিকালে) কুরাইশ নেতা আবু-সুফিয়ান একদা সালমান, সুহাইব, বিলালদের অতিক্রম করছিল। তখন তারা বলে উঠলোঃ "আল্লাহর দুশমনের গর্দানে এখনো তলোয়ার লাগেনি"। তাদের এমন মন্তব্য শোনে আবুবকর রাঃ বললেনঃ তোমরা কুরাইশ নেতা সম্পর্কে এমন কথা বললে..? (কুরাইশ নেতা সম্পর্কে তাদের এমন মন্তব্য আবুবকরের পছন্দ হলো না। তাই) তিনি রসূল সাঃ এর কাছে গিয়ে নালিশ করলেন। রাসূল সাঃ বললেনঃ আবুবকর! তুমি হয়ত তাদের রাগিয়ে দিয়েছ। তারা রেগে গেলে আল্লাহও রেগে যাবেন। আবুবকর তাদের কাছে ফিরে এলেন এবং বললেনঃ আমার ভাইয়েরা! আমি কি তোমাদের রাগিয়ে দিয়েছি? তারা বললেনঃ না ভাই! আল্লাহ আপনাকে ক্ষমা করে দিক। (কুরতুবী, মুসলিম) (সালাম সম্পর্কে জানতে সূরাহ নিসার ৮৬তম আয়াত দেখে নিন)

قُلْ اِنِّیْ نُهِیْتُ اَنْ اَعْبُدَ الَّذِیْنَ تَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ ؕ قُلْ لَّاۤ اَتَّبِعُ اَهْوَآءَكُمْ ۙ قَدْ ضَلَلْتُ اِذًا وَّ مَاۤ اَنَا مِنَ الْمُهْتَدِیْنَ ﴿۵۶﴾

মানব রচিত কোনোকিছু মেনে নিলে দ্বীনের উপর অবিচল থাকা যায় না

৫৬. (হে নবী! মুশরিকদের) বলে দাওঃ তোমরা আল্লাহ ছাড়া যাদের আহ্বান করছ; তাদের দাসত্ব করতে আমাকে নিষেধ করা হয়েছে। (তাদেরকে) বলে দাওঃ আমি (মুসলিম তাই) তোমাদের আহওয়া (মানব রচিত/মনগড়া কোনোকিছুর) অনুকরণ করব না, এমন করলে আমি বিভ্রান্ত হয়ে যাব, তখন আর সঠিক পথে অবিচল থাকতে পারব না।

ঈমান ও আক্বীদাহঃ আল্লাহর বিধানের বাইরে গিয়ে অন্যের দাসত্ব করা শিরক। আর আল্লাহর বিধানের বিপরীতে মানব রচিত বা মনগড়া কোনোকিছু মেনে নেওয়া কুফর। যে বা যারা আল্লাহর বিধানের বিপরীতে অন্য কারো (কোনো নেতার, কোনো সমাজপতির, কোনো দার্শনিকের, কোনো আলিম উলামা বা পীরের) মনগড়া কোনোকিছু মেনে নেবে তারা হেদায়াতের উপর অবিচল থাকতে পারবে না। বরং তারা বিভ্রান্ত হয়ে যাবে।

قُلْ اِنِّیْ عَلٰی بَیِّنَةٍ مِّنْ رَّبِّیْ وَ كَذَّبْتُمْ بِهٖ ؕ مَا عِنْدِیْ مَا تَسْتَعْجِلُوْنَ بِهٖ ؕ اِنِ الْحُكْمُ اِلَّا لِلّٰهِ ؕ یَقُصُّ الْحَقَّ وَ هُوَ خَیْرُ الْفٰصِلِیْنَ ﴿۵۷﴾ قُلْ لَّوْ اَنَّ عِنْدِیْ مَا تَسْتَعْجِلُوْنَ بِهٖ لَقُضِیَ الْاَمْرُ بَیْنِیْ وَ بَیْنَكُمْ ؕ وَ اللّٰهُ اَعْلَمُ بِالظّٰلِمِیْنَ ﴿۵۸﴾

হুকম এর মালিক একমাত্র আল্লাহ

৫৭. (হে মুহাম্মাদ! কাফিরদের) বলে দাওঃ আমি প্রভুর দেয়া সুস্পষ্ট বিধানের উপর অবিচল আছি আর তোমরা এটা অমান্য করছ। তোমরা যে (আযাবের) জন্য তাড়াহুড়া করছ এটা আমার এখতিয়ারাধীন নয়। "হুকম" এর মালিক একমাত্র আল্লাহ। তিনি সঠিক বর্ণনা দেন এবং তিনিই সর্বোত্তম ফয়সালাকারী।

৫৮. (কাফির নেতারা মুহাম্মাদ সাঃকে চ্যালেঞ্জ করে বলতঃ "আমরা তোমাকে মানি না। পারলে আযাব দিয়ে আমাদের ধ্বংস করে দাও"। এমন সব কথার জবাবে মহান আল্লাহ মুহাম্মাদ সাঃকে আদেশ দিয়ে বলছেনঃ তাদের)

বলে দাওঃ তোমরা যে জন্য তাড়াহুড়া করছ এটা আমার এখতিয়ারাধীন হলে (এতো দিনে) আমার ও তোমাদের মাঝে চূড়ান্ত ফয়সালা হয়ে যেত (মানে আযাব দিয়ে তোমাদের ধ্বংস করে ফেলতাম। তবে তোমরা চিন্তা করো না। সময় হলে-ই আযাব চলে আসবে। কারণ) পাপিষ্ঠদের ব্যাপারে আল্লাহ খুব অবগত।

জ্ঞাতব্যঃ হুকম (حكم) শব্দটি সাধারণত চারটি অর্থে ব্যবহৃত হয়। যথা..

- হুকম অর্থ আদেশ করা বা অধ্যাদেশ জারি করা। (যেমন বলা হয় এটা-ই আল্লাহর হুকম অর্থাৎ আল্লাহর আদেশ বা অধ্যাদেশ)
- হুকম অর্থ আইন ও বিধান। (যেমন বলা হয় আহকামুদ্দীন বা আহকামু-শ-শারীয়াহ অর্থাৎ দ্বীনি বিধান বা শারীয়াহ আইন)
- হুকম অর্থ বিচার করা। (যেমন বিচারককে বলা হয় হাকিম, বিচারালয়কে বলা হয় মাহকামাহ)
- হুকম অর্থ শাসন। (যেমন বলা হয় ইসলামী হুকুমত অর্থাৎ ইসলামী শাসন ব্যবস্থা। ইসলামী পৌরনীতিতে আঞ্চলিক প্রশাসককে বলা হয় "হাকিম"।)

ঈমান ও আক্বীদাহঃ পাপের কারণে কাউকে সাজা দেওয়ার এখতিয়ার একমাত্র আল্লাহর। নবী রাসূল বা ইসলামী

শাসকগণ আল্লাহর প্রতিনিধি হিসেবে শুধু-ই আল্লাহর বিধান মেনে অপরাধীকে সাজা দিতে পারবেন। আল্লাহর বিধানের বাইরে গিয়ে কাউকে সাজা দেওয়ার এখতিয়ার কারো নেই।

وَعِنْدَهٗ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَآ اِلَّا هُوَ ؕ وَيَعْلَمُ مَا فِى الْبَرِّ وَالْبَحْرِ ؕ وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَّرَقَةٍ اِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٍ فِىْ ظُلُمٰتِ الْاَرْضِ وَلَا رَطْبٍ وَّلَا يَابِسٍ اِلَّا فِىْ كِتٰبٍ مُّبِيْنٍ ﴿٥٩﴾

আ'লিমু-ল-গাইব একমাত্র আল্লাহ

৫৯. গাইবের (অদৃশ্য জ্ঞানের) চাবিকাটি শুধু-ই তাঁর কাছে। আর কেউ গাইব জানে না তিনি ছাড়া। জলে-স্থলে যা আছে সব তাঁর জ্ঞানের আওতাধীন। তাঁর অবগতি ছাড়া গাছের একটি পাতাও পড়ে না। ভূপৃষ্টের অন্ধকারে লুকায়িত শস্য দানা, তাজা ও শুষ্ক সবকিছু লিপিবদ্ধ আছে সুস্পষ্ট কিতাবে (লাউহে মাহফুজে)

ঈমান ও আক্বীদাহঃ আল্লাহ ছাড়া কেউ গাইব জানে না। আল্লাহ নবীগণকে যতটুকু গাইবের খবর জানান তারা ততটুকু-ই জানাতে পারেন এবং জানিয়ে থাকেন। নবীগণ সীমিত পরিসরে গাইবের সংবাদ দাতা, আ'লিমুল গাইব নয়। আল্লাহ ছাড়া অন্যকে আ'লিমুল গাইব মনে করলে শিরক হয়। আর কোনো মুসলিম শিরক করলে তার ঈমান বিনষ্ট হয়ে যায় এবং সে হয়ে যায় চির জাহান্নামী মুনাফিক। মুনাফিক মারা গেলে তার জানাযা পড়া বা তার জন্য দোয়া করাও নিষিদ্ধ । (দেখুন সূরাহ তাওবাহঃ ৮৪)

وَهُوَ الَّذِىْ يَتَوَفّٰىكُمْ بِالَّيْلِ وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُمْ بِالنَّهَارِ ثُمَّ يَبْعَثُكُمْ فِيْهِ لِيُقْضٰٓى اَجَلٌ مُّسَمًّى ۚ ثُمَّ اِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ ثُمَّ يُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ ﴿٦٠﴾ وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهٖ وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظَةً ؕ حَتّٰٓى اِذَا جَآءَ اَحَدَكُمُ الْمَوْتُ تَوَفَّتْهُ رُسُلُنَا وَهُمْ لَا يُفَرِّطُوْنَ ﴿٦١﴾ ثُمَّ رُدُّوْٓا اِلَى اللّٰهِ مَوْلٰىهُمُ الْحَقِّ ؕ اَلَا لَهُ الْحُكْمُ وَهُوَ اَسْرَعُ الْحٰسِبِيْنَ ﴿٦٢﴾

মৃত্যু ও ঘুম রহস্য এবং সার্বভৌম মালিকানা

৬০. তিনি-ই ওই সত্তা যিনি রাতে তোমাদেরকে মৃত্যু (ঘুম) দেন, তিনি জানেনঃ দিনে তোমরা কি করবে। তারপর (ঘুমানোর পর) আবার জাগ্রত করেন, যেন নির্ধারিত হায়াত পূর্ণ হতে পারে। তাঁর কাছে-ই তোমাদের প্রত্যাবর্তন, তারপর তিনি অবগত করবেন (দুনিয়ায়) তোমরা কী করেছিলে।

৬১. তিনি বান্দার উপর প্রতাপশালী। তিনি তোমাদের কাছে পাঠান (হিসাব) সংরক্ষণকারী (ফিরিস্তা কিরামান কাতিবীন। হে মানুষ! শোনো) তোমাদের মৃত্যুর সময় হলে আমার দূতগণ-ই তোমাদের মৃত্যু ঘটায়, তারা (নিজ দায়িত্ব পালনে) বিন্দুমাত্র শৈথিল্য করে না।

৬২. তারপর (মৃত্যুর পর) সবাইকে (সকলের রূহকে) আসল মালিক আল্লাহর কাছে ফিরিয়ে দেয়া হয়। (মালিকের ফিরিস্তারা তখন পাপিষ্ঠদের রূহকে সিজ্জীনে, নেক লোকদের রূহকে ইল্লিনে আর নবী রাসূল

ও শহীদগণের রূহকে জান্নাতে পাঠিয়ে দেয়) শোনো! হু'কম (বিধান, শাসন, কর্তৃত্ব)এর একচ্ছত্র মালিকানা শুধু-ই তাঁর। (তাই বাস্তব জীবনে তাঁর বিধান মেনে চলো) তিনি দ্রুত হিসাব গ্রহণকারী।

জ্ঞাতব্যঃ মালিকানা দুই প্রকার। বিধিবদ্ধ মালিকানা ও সার্বিক মালিকানা বা সার্বভৌম মালিকানা।

- ❖ যে মালিকানা আইনের আওতাধীন, যে মালিকানায় জবাবদিহিতা আছে, যে মালিকানায় নিয়ম বা বিধান মেনে চলতে হয়, এটা হলো বিধিবদ্ধ মালিকানা। আল্লাহ ছাড়া অন্য সকলের মালিকানা বিধিবদ্ধ।
- ❖ পক্ষান্তরে যে মালিকানা কোনো আইন বা নিয়মের আওতাধীন নয়, যে মালিকানায় কোনো জবাবদিহিতা নেই, যে মালিকানায় যা ইচ্ছা তাই করা যায়, এটা হলো সার্বিক মালিকানা বা সার্বভৌম মালিকানা। একমাত্র আল্লাহর মালিকানা-ই সার্বিক ও সার্বভৌম।

قُلْ مَنْ يُّنَجِّيْكُمْ مِّنْ ظُلُمٰتِ الْبَرِّ وَ الْبَحْرِ تَدْعُوْنَهٗ تَضَرُّعًا وَّ خُفْيَةً ۚ لَئِنْ اَنْجٰنَا مِنْ هٰذِهٖ لَنَكُوْنَنَّ مِنَ الشّٰكِرِيْنَ ﴿٦٣﴾ قُلِ اللّٰهُ يُنَجِّيْكُمْ مِّنْهَا وَ مِنْ كُلِّ كَرْبٍ ثُمَّ اَنْتُمْ تُشْرِكُوْنَ ﴿٦٤﴾

শিরক

৬৩. (হে মুহাম্মাদ! মানুষকে) জিজ্ঞেস করোঃ (বিপদের সম্মুখীন হয়ে) তোমরা যখন কাতর কণ্ঠে, বিনীতভাবে, নিরবে নিবৃত্তে আল্লাহকে ডাকো এবং বলোঃ (হে প্রভূ!) এবার উদ্ধার করো, আমরা (তোমার প্রতি চির কৃতজ্ঞ হয়ে যাব এবং) শোকরগোজার (বান্দাদের দলে শামিল) হয়ে যাব; তখন জলে বা স্থলে ঘোরতর অন্ধকার থেকে কে তোমাদের উদ্ধার করে..?

৬৪. (এ প্রশ্নের উত্তর হিসেবে তুমি-ই) বলে দাওঃ এ বিপদসহ সমস্ত বিপদআপদ থেকে আল্লাহ-ই তোমাদের উদ্ধার করেন। আর তাসত্ত্বেও তোমরা শিরক করো।

ঈমান ও আক্বীদাহঃ শিরক ঈমান বিনষ্টকারী মহাপাপ। শিরক করলে মানুষ মুশরিক হয়ে যায়। যে ব্যক্তি মুশরিক অবস্থায় মারা গেল সে আল্লাহর ক্ষমা থেকে চির বঞ্চিত হয়ে গেল। কোনো মুসলিম শিরক করলে তার ঈমান বিনষ্ট হয়ে সকল আ'মাল ও ইবাদাত বরবাদ হয়ে যায়। তাই সাবধান! শিরক থেকে সাবধান!!

শিরক পরিচিতিঃ শিরক অর্থ শরীক করা, অংশীদার বানানো। এখানে শিরক বলে বুঝানো হয়েছে আল্লাহর সাথে শিরক করা। আল্লাহর সাথে শিরক নানাভাবে হয়ে থাকে। যেমন..

- ○ আল্লাহর ছেলে আছে, মেয়ে আছে বা পরিবার আছে মনে করলে আল্লাহর জাতিসত্ত্বায় শিরক হয়।
- ○ আল্লাহর ইবাদত করতে যা করা হয় অন্যের জন্য এমন কিছু করলে আল্লাহর উলুহিয়্যাতে শিরক হয়।
- ○ আল্লাহর প্রভুত্ব, কর্তৃত্ব ও সার্বভৌমত্বে অন্যকে আল্লাহর মত মনে করলে আল্লাহর উলুহিয়্যাতে শিরক হয়।
- ○ আল্লাহর বিধানের বিপরীতে অন্য কারো বানানো আইন বা বিধান মেনে নিলে আল্লাহর রুবুবিয়্যাতে শিরক হয়।
- ○ আল্লাহর বিচার ও শাসননীতির বিপরীতে অন্যের বিচার ও শাসননীতি মেনে নিলে আল্লাহর হাকিমিয়্যাতে শিরক হয়।
- ○ আল্লাহর কোনো বৈশিষ্ট্যে অন্যকে আল্লাহর সমান বা সমকক্ষ মনে করলে আল্লাহর স্বিফাতে বা বৈশিষ্ট্যে শিরক হয়।

➢ উল্লেখিত শিরক সমূহ হচ্ছে বড় শিরক। নীচের ৩টি হচ্ছে ছোট শিরক..

- ○ আল্লাহ ছাড়া অন্যের নামে কসম করলে শিরক হয়।
- ○ মানুষ থেকে প্রতিদান পাবার জন্য বা আল্লাহ ছাড়া অন্যের সন্তুষ্টির জন্য কোনো সৎকাজ করলে রিয়া হয় এবং রিয়াও এক প্রকার শিরক, হাদীছে এটাকে শিরক খাফিয়্য বা গোপন শিরক বলা হয়েছে।

○ কুরআনের আয়াত (বা মাসনূন দোয়া) ছাড়া অন্য কিছু দিয়ে তাবিজ ঝুলালেও শিরক হয়।
(শিরক সম্পর্কে জানতে আমাদের ইসলাম শিক্ষা সিলেবাসের ৪র্থ বই "ঈমানের উপর অবিচল থাকা" এর শিরক অধ্যায় দেখে নিন)

قُلْ هُوَ الْقَادِرُ عَلٰٓى اَنْ يَّبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِّنْ فَوْقِكُمْ اَوْ مِنْ تَحْتِ اَرْجُلِكُمْ اَوْ يَلْبِسَكُمْ شِيَعًا وَّ يُذِيْقَ بَعْضَكُمْ بَاْسَ بَعْضٍ ؕ اُنْظُرْ كَيْفَ نُصَرِّفُ الْاٰيٰتِ لَعَلَّهُمْ يَفْقَهُوْنَ ﴿٦٥﴾

আল্লাহর আযাবের পদ্ধতি

৬৫. (হে মুহাম্মাদ! মানুষকে হুঁশিয়ার করে) বলে দাওঃ (তোমরা যদি আল্লাহর অবাধ্য হও। তবে মনে রেখো!) তিনি তোমাদের উপর আযাব পাঠাতে সক্ষম (এবং এ আযাব আসবে) তোমাদের মাথার উপর থেকে, অথবা পায়ের নীচ থেকে, অথবা তিনি তোমাদেরকে দলে দলে বিভক্ত করে পরস্পরে লড়াইয়ের স্বাদ আস্বাদন করাবেন। লক্ষ্য করোঃ আমি কীভাবে বিধান বর্ণনা করছি, যেন তারা বুঝতে পারে।

জ্ঞাতব্যঃ আল্লাহ অবাধ্যদের আযাব দিয়ে থাকেন। এটা আল্লাহর চিরাচরিত নিয়ম। আল্লাহর আযাব তিন ভাবে হতে পারে। যথা..

- ❖ শিলা বৃষ্টি, অতি বৃষ্টি, বজ্র, গর্জন, টর্নেডু, ইত্যাদি। যা উপর থেকে এসে সবকিছু ধ্বংস করে দেয়। এমন আযাব দিয়ে ধ্বংস করা হয়েছিল আ'দ, ছামূদ, লুত্ব আঃএর জাতিসহ আরও অনেক জাতিকে।
- ❖ ভূমিকম্প, ভূমি ধ্বংস, নদী ভাঙ্গন, সুনামি, ইত্যাদি। যা যমীন থেকে আসে। এমন আযাব দিয়ে ধ্বংস করা হয়েছিল ক্বারুন ও মাদইয়ানবাসীকে।
- ❖ আল্লাহর আযাবের আরও একটি পদ্ধতি হলোঃ দলে দলে বিভক্ত হয়ে পরস্পরে যুদ্ধ-বিগ্রহ বা মারামারি করা। যে আযাব এ উম্মতের জন্য বরাদ্দ করা হয়েছে। মুহাম্মাদ সাঃ এর উম্মত দলে দলে বিভক্ত হয়ে পরস্পরে মারামারি করবে এবং একে অপরকে ধ্বংস করবে। এটা-ই তাদের জন্য বরাদ্দকৃত আযাব। যদিও আগের আযাবের আংশিক নমুনাও মাঝে মাঝে দেখানো হবে।

وَكَذَّبَ بِهٖ قَوْمُكَ وَهُوَ الْحَقُّ ؕ قُلْ لَّسْتُ عَلَيْكُمْ بِوَكِيْلٍ ﴿٦٦﴾ لِكُلِّ نَبَاٍ مُّسْتَقَرٌّ ۫ وَّسَوْفَ تَعْلَمُوْنَ ﴿٦٧﴾

আল্লাহর বিধান না মানার পরিণতি

৬৬. (হে মুহাম্মাদ!) তোমার জাতি এটাকে (কুরআনের বিধানকে) অস্বীকার করছে অথচ এটাই সঠিক। (তোমার উম্মতের যারা এমন করছে তাদের) বলে দাওঃ আমি (নবী) তোমাদের দায়ভার নিতে পারব না। (সুতরাং যে বা যারা নিজে পাপের মধ্যে ডুবে থাকে আর মনে করেঃ কিয়ামতের দিন নবী তাকে বাঁচাবেন তারা আসলেই ভুলের মধ্যে আছে। আসলে নবী, উলামা বা পীর কেউই অন্যের দায়ভার নিতে পারেন না। নবী শুধুই বার্তাবাহক আর অন্যরা শুধুই প্রচারক। তাই নিজে ঈমানদার না হলে কেউ কিছুই করতে পারবে না।)

৬৭. সবকিছুর জন্যই নির্ধারিত সময় রয়েছে। সুতরাং (যারা আল্লাহর বিধান মানতে অস্বীকার করে) তারা অচিরেই জেনে যাবে (আল্লাহর বিধান অমান্য করার পরিণতি কেমন হয়)

وَاِذَا رَاَيْتَ الَّذِيْنَ يَخُوْضُوْنَ فِيْٓ اٰيٰتِنَا فَاَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتّٰى يَخُوْضُوْا فِيْ حَدِيْثٍ غَيْرِهٖ ؕ وَاِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطٰنُ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرٰى مَعَ الْقَوْمِ الظّٰلِمِيْنَ ﴿٦٨﴾

যে সভায় ইসলাম বিরোধী আলোচনা হয় সেখানে বসার বিধান

৬৮. (হে আমার বান্দা!) যখন তুমি দেখবেঃ লোকজন আমার আয়াত (কিতাব, বিধান, নিদর্শন) নিয়ে অবজ্ঞা/উপহাস/সমালোচনা করছে; তখন তুমি তাদের বর্জন করবে, যতক্ষণ না তারা অন্য আলোচনায় ফিরে যাবে। (অন্য আলোচনায় ফিরে গেলে তাদের সাথে বসতে পারবে। আর এ বিধানের কথা) শয়তান যদি তোমাকে ভুলিয়ে দেয়, (আর ভুলে ভুলে তাদের সাথে বসে থাকো) তবে মনে হবার পর পাপিষ্ঠদের সাথে আর বসে থাকবে না।

আইন ও বিধানঃ কোনো সভা, সমাবেশ বা বৈঠকে আল্লাহর কিতাব, বিধান বা নিদর্শন নিয়ে অবজ্ঞা বা উপহাস করা হলে অথবা আল্লাহর বিধানের বিরুদ্ধে আলোচনা করা হলে সেখানে অবস্থান করা বা তাদের সাথে বসা মুসলিমদের জন্য বৈধ নয়। হয়ত প্রতিবাদ করতে হবে নতুবা এ সমাবেশ থেকে বেরিয়ে আসতে হবে। আর আল্লাহর এ বিধান ভুলে গিয়ে বসে থাকলে মনে হওয়া মাত্র-ই বেরিয়ে আসতে হবে।

وَمَا عَلَى الَّذِيْنَ يَتَّقُوْنَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِّنْ شَيْءٍ وَّلٰكِنْ ذِكْرٰى لَعَلَّهُمْ يَتَّقُوْنَ ﴿٦٩﴾

পাপিষ্ঠ আত্মীয়দের ব্যাপারে মুত্তাক্বীদের দায়িত্ব

৬৯. (যারা আল্লাহর বিধান অমান্য করে এদেরকে নিজ নিজ কৃতকর্মের জন্য জবাবদিহি করতে হবে। এরা মুত্তাক্বী পরিবারের সদস্য হলেও) এদের ব্যাপারে মুত্তাক্বীদের সামান্যতম জবাবদিহি করতে হবে না। তবে (মুত্তাক্বীরা এদেরকে) উপদেশ দিতে পারবে, যেন এরাও মুত্তাক্বী হতে পারে।

وَذَرِ الَّذِيْنَ اتَّخَذُوْا دِيْنَهُمْ لَعِبًا وَّلَهْوًا وَّغَرَّتْهُمُ الْحَيٰوةُ الدُّنْيَا وَذَكِّرْ بِهٖٓ اَنْ تُبْسَلَ نَفْسٌۢ بِمَا كَسَبَتْ لَيْسَ لَهَا مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ وَلِيٌّ وَّلَا شَفِيْعٌ ۚ وَاِنْ تَعْدِلْ كُلَّ عَدْلٍ لَّا يُؤْخَذْ مِنْهَا ۭ اُولٰۗىِٕكَ الَّذِيْنَ اُبْسِلُوْا بِمَا كَسَبُوْا ۚ لَهُمْ شَرَابٌ مِّنْ حَمِيْمٍ وَّعَذَابٌ اَلِيْمٌۢ بِمَا كَانُوْا يَكْفُرُوْنَ ﴿٧٠﴾

তাদের প্রত্যাখ্যান করো

৭০. (হে আমার বান্দারা! শোনো!) যেসব লোক নিজের দ্বীনকে খেল-তামাশায় পরিণত করেছে এবং পার্থিব জীবন যাদেরকে (আখেরাতের ব্যাপারে) ধোঁকায় ফেলে দিয়েছে; তোমরা তাদেরকে বর্জন করবে (নতুবা তারা তোমাদেরকে বিভ্রান্ত করে ফেলবে।) তবে কুরআন দিয়ে তাদেরকে উপদেশ দাও, (যেন পাপ থেকে তাওবাহ করে সৎপথে ফিরে আসতে পারে।) পাপের কারণে যেন কাউকে ধ্বংসে পতিত হতে না হয়।

আসলে তাদের রক্ষা করার বা তাদের জন্য শাফায়াত করার মত কেউ নেই আল্লাহ ছাড়া। (তাদের এক এক জন ব্যক্তির জন্য যদি দুনিয়ার) সবকিছু মুক্তিপণ হিসেবে দিয়ে দেওয়া হয় তবুও কোনো লাভ হবে না। নিজেদের পাপের কারণে এরা ধ্বংসে পতিত হবে-ই। এদের পানীয় হিসেবে থাকবে হা'মীম (জাহান্নামের লাভা) আর থাকবে যন্ত্রনাদায়ক আযাব, (আর এসব হবে) তাদের কুফরের কারণে।

ঈমান ও আক্বীদাহঃ দ্বীন বা দ্বীনি বিষয়াদি নিয়ে হাসি-তামাশা করা এবং দ্বীন বা দ্বীনি বিষয়াদিকে খেল-তামাশায় পরিণত করা কুফর। যারা এমন করে তাদের প্রত্যাখ্যান করা ও বর্জন করা ফরজ। কোনো মুসলিম কুফর করলে তার ঈমান নষ্ট হয়ে সকল আ'মাল নিষ্ফল ও বরবাদ হয়ে যায়। তখন সে হয়ে যায় ঈমানহীন মুসলিম তথা মুনাফিক। মুনাফিক চির জাহান্নামী। মুনাফিক মারা গেলে তাদের জানাযা পড়া বা তাদের জন্য দোয়া করাও নিষিদ্ধ। কিয়ামতের দিন মুনাফিকের জন্য শাফায়াত করতেও কাউকে অনুমতি দেওয়া হবে না।

তবে মানুষকে উপদেশ দিতে হয় বা ওয়াজ নসিহত করতে হয় এবং এসব করতে হয় কুরআন দিয়ে আর (কুরআনের ব্যাখ্যা হিসেবে) হাদীছ দিয়ে, মনগড়া কিচ্ছা কাহিনী দিয়ে নয়।

দ্বীনি বিষয়াদিকে খেল-তামাশায় পরিণত করার ধরণঃ আমাদের সমাজের অনেক মানুষ অনেকভাবে দ্বীন ও দ্বীনি বিষয়াদি নিয়ে হাসি-তামাশা করে থাকে এবং দ্বীনকে তামাশার পাত্রে পরিণত করে। যেমন..

- ❖ অনেক গায়ক দ্বীন ও দ্বীনি বিষয়াদিকে গানবাজনার মাধ্যমে হাসির ছলে উপস্থাপন করে কৌতুক করে থাকে। তারা বিষয়কে হাসির পাত্রে পরিণত করে। বিশেষ করে কিছু বাউল শিল্পীদেরকে দেখা যায় তারা মৃত্যু, কবর, হাশর, ফুলসিরাত, বিচার, জান্নাত, জাহান্নাম, ইত্যাদি নিয়ে গান করেন এবং হাসি কৌতুকের ছলে বাদ্যযন্ত্রের তরঙ্গে এসব উপস্থাপন করে থাকেন।
- ❖ কিছু কিছু কৌতুক শিল্পীও দ্বীনি বিষয়াদি নিয়ে হাসি কৌতুক করে থাকে।
- ❖ কোনো কোনো সাহিত্যিকও দ্বীনি বিষয়াদি নিয়ে ব্যঙ্গ করে রচনা, কবিতা, গান বা নাটক লিখে থাকেন।
- ❖ একদল ভন্ডপীর আজব আজব থিউরী উপস্থাপন করে দ্বীন ও দ্বীনি বিষয়াদিকে হাঁসির খোরাকে পরিণত করেন।
- ❖ অনেক প্রযোজক ও পরিচালক তাদের নাটকে, সিনেমায় বা সিরিয়ালে দ্বীনি বিষয়াদি বা দ্বীনি চরিত্রকে এমন ভাবে উপস্থাপন করেন যেন এসব হাসির খোরাকে পরিণত হয়।
- ❖ কিছু কিছু হুজুরও উনাদের ওয়াজে বা বক্তৃতায় কোনো কোনো বিষয়কে এমনভাবে উপস্থাপন করেন যাতে এটা হাসি তামাশায় পরিণত হয়।
- ❖ অনেক গ্রাম্য মাতব্বরকেও দ্বীনি বিষয়াদি নিয়ে হাসি মশকারা করতে দেখা যায়। ইত্যাদি, ইত্যাদি। আমাদের সমাজের নানা জনে নানাভাবে দ্বীন ও দ্বীনি বিষয়াদি নিয়ে হাসি তামাশা করেন। দুঃখজনক হলেও সত্য যে, কুফরের মত মারাত্মক পাপ হলেও এটা তাদের কাছে স্বাভাবিক বিষয়ে পরিণত হয়ে গেছে।

قُلْ اَنَدْعُوْا مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ مَا لَا يَنْفَعُنَا وَ لَا يَضُرُّنَا وَ نُرَدُّ عَلٰٓى اَعْقَابِنَا بَعْدَ اِذْ هَدٰىنَا اللّٰهُ كَالَّذِى اسْتَهْوَتْهُ الشَّيٰطِيْنُ فِى الْاَرْضِ حَيْرَانَ ۖ لَهٗٓ اَصْحٰبٌ يَّدْعُوْنَهٗٓ اِلَى الْهُدَى ائْتِنَا ۭ قُلْ اِنَّ هُدَى اللّٰهِ هُوَ الْهُدٰى ۭ وَاُمِرْنَا لِنُسْلِمَ لِرَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ﴿٧١﴾

লক্ষ্যহীন জীবন

৭১. (হে মুহাম্মাদ! যারা তোমাকে কুফর ও শিরকের দিকে ডাকছে; তাদের) বলোঃ (হে মানুষ) আমি কি আল্লাহ ছাড়া অন্য খোদাকে ডাকব, যে (অলীক খোদা) উপকার ক্ষতি কিছু-ই করতে পারে না? আল্লাহ আমাদেরকে হেদায়াত করার পরও আমরা কি আবার পিছনে (কুফরে) ফিরে যাব? (তোমাদের কথা মেনে নিলে আমরা) ওই ব্যক্তির মত (হয়ে যাব) দুনিয়ার জীবনে আত্ম-অহমিকায় ভুলিয়ে শয়তানগণ যাকে লক্ষ্যহীন করে ছেড়ে দিয়েছে। (আর শয়তানদের প্ররোচনায় পড়ে সেও লক্ষ্যহীনভাবে দিকবিদিক ঘুরে বেড়াচ্ছে।) অথচ তার সঙ্গীরা তাকে ডাকছেঃ আমাদের সঙ্গে

হেদায়াতের পথে চলে আসো। (কিন্তু সে এসবে ভ্রূক্ষেপ করছে না।)

(তাদের) বলে দাওঃ (না, আমরা তোমাদের কথা মেনে নেব না। কারণ) আল্লাহর পথ-ই আসল পথ। আমাদের আদেশ দেয়া হয়েছে যেন রাব্বুল আ'লামীনের কাছে আত্মসমর্পণ করি।

জ্ঞাতব্যঃ ইসলাম অর্থ আত্মসমর্পণ। আল্লাহর কাছে আত্মসমর্পণ-ই ইসলামের মূল বিষয়। আর যে বা যারা শয়তানদের ধোঁকায় পড়ে অন্য পথ ধরে তার জীবনটা হয়ে যায় লক্ষ্যহীন পথিকের মত।

وَ اَنْ اَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ وَ اتَّقُوْهُ ؕ وَ هُوَ الَّذِيْۤ اِلَيْهِ تُحْشَرُوْنَ ﴿۷۲﴾ وَ هُوَ الَّذِيْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضَ بِالْحَقِّ ؕ وَ يَوْمَ يَقُوْلُ كُنْ فَيَكُوْنُ ۙ قَوْلُهُ الْحَقُّ ؕ وَ لَهُ الْمُلْكُ يَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّوْرِ ؕ عٰلِمُ الْغَيْبِ وَ الشَّهَادَةِ ؕ وَ هُوَ الْحَكِيْمُ الْخَبِيْرُ ﴿۷۳﴾

আল্লাহর মালিকানা ও কর্ম পদ্ধতি

৭২. (হে মুসলিমগণ!) তোমরা সালাত কায়েম করবে এবং আল্লাহর তাকওয়া অর্জন করবে। (কারণ জীবনের হিসাব দেয়ার জন্য) তাঁর কাছে-ই তোমাদের জমা করা হবে।

৭৩. তিনি আসমানসমূহ ও যমীন সৃষ্টি করেছেন যথাযথভাবে। যখন তিনি (কিছু করতে বা বানাতে ইচ্ছা করেন তখন শুধু) বলেনঃ "হও" আর হয়ে যায় (এ জন্য কোনো পরিশ্রম করতে হয় না।) তাঁর কথা-ই সঠিক। যেদিন শিঙ্গা ফুঁকা হবে সেদিনের একচ্ছত্র মালিকানা শুধু-ই তাঁর। তিনি দৃশ্য-অদৃশ্যের মহাজ্ঞানী, হা'কীম, খাবীর।

জ্ঞাতব্যঃ মালিকানা দুই প্রকার। বিধিবদ্ধ মালিকানা ও সার্বিক মালিকানা বা সার্বভৌম মালিকানা।

- যে মালিকানা আইনের আওতাধীন, যে মালিকানায় জবাবদিহিতা আছে, যে মালিকানায় নিয়ম বা বিধান মেনে চলতে হয়, এটা হলো বিধিবদ্ধ মালিকানা। আল্লাহ ছাড়া অন্য সকলের মালিকানা বিধিবদ্ধ।
- আর যে মালিকানা কোনো আইন বা নিয়মের আওতাধীন নয়, যে মালিকানায় কোনো জবাবদিহিতা নেই, যে মালিকানায় যা ইচ্ছা তাই করা যায়, এটা হচ্ছে সার্বিক মালিকানা বা সার্বভৌম মালিকানা। একমাত্র আল্লাহর মালিকানা-ই সার্বিক ও সার্বভৌম।

হুকমঃ উক্ত আয়াতে আল্লাহর নাম ব্যবহার করা হয়েছে "হাকীম"। হাকীম শব্দটি এসেছে আরবী হু'কম শব্দ থেকে আর **(حكم)** শব্দটি সাধারণত চারটি অর্থে ব্যবহৃত হয়। যথা..

- হুকম অর্থ আদেশ করা বা অধ্যাদেশ জারি করা। (যেমন বলা হয় এটা আল্লাহর হুকম অর্থাৎ আল্লাহর আদেশ বা অধ্যাদেশ)
- হুকম অর্থ আইন ও বিধান। (যেমন বলা হয় আহকামুদ্দীন বা আহকামু-শ-শারীয়াহ অর্থাৎ দ্বীনি বিধান বা শারীয়াহ আইন)
- হুকম অর্থ বিচার করা। (যেমন বিচারককে বলা হয় হাকিম, বিচারালয়কে বলা হয় মাহকামাহ)
- হুকম অর্থ শাসন। (যেমন বলা হয় ইসলামী হুকুমত অর্থাৎ ইসলামী শাসন ব্যবস্থা। ইসলামী পৌরনীতিতে আঞ্চলিক প্রশাসককে বলা হয় হাকিম।)

সে মতে হাকীম অর্থ আদেশ জারি করার মালিক, আইন বিচার ও শাসনের মালিক। আবার হাকীম শব্দটি হিকমাহ থেকেও আসতে পারে যার অর্থ প্রজ্ঞা। সেমতে হাকীম অর্থ প্রজ্ঞাময়।

وَ اِذْ قَالَ اِبْرٰهِيْمُ لِاَبِيْهِ اٰزَرَ اَتَتَّخِذُ اَصْنَامًا اٰلِهَةً ۚ اِنِّيْۤ اَرٰىكَ وَ قَوْمَكَ فِيْ ضَلٰلٍ مُّبِيْنٍ ﴿٧٤﴾ وَ كَذٰلِكَ
نُرِيْۤ اِبْرٰهِيْمَ مَلَكُوْتَ السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ وَ لِيَكُوْنَ مِنَ الْمُوْقِنِيْنَ ﴿٧٥﴾ فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ الَّيْلُ رَاٰ
كَوْكَبًا ۚ قَالَ هٰذَا رَبِّيْ ۚ فَلَمَّاۤ اَفَلَ قَالَ لَاۤ اُحِبُّ الْاٰفِلِيْنَ ﴿٧٦﴾ فَلَمَّا رَاَ الْقَمَرَ بَازِغًا قَالَ هٰذَا رَبِّيْ ۚ فَلَمَّاۤ
اَفَلَ قَالَ لَئِنْ لَّمْ يَهْدِنِيْ رَبِّيْ لَاَكُوْنَنَّ مِنَ الْقَوْمِ الضَّآلِّيْنَ ﴿٧٧﴾ فَلَمَّا رَاَ الشَّمْسَ بَازِغَةً قَالَ هٰذَا
رَبِّيْ هٰذَاۤ اَكْبَرُ ۚ فَلَمَّاۤ اَفَلَتْ قَالَ يٰقَوْمِ اِنِّيْ بَرِيْٓءٌ مِّمَّا تُشْرِكُوْنَ ﴿٧٨﴾ اِنِّيْ وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِيْ فَطَرَ
السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضَ حَنِيْفًا وَّ مَاۤ اَنَا مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ ﴿٧٩﴾

রাব্বের সন্ধানে ইবরাহীম আঃ

৭৪. (হে মানুষ! স্মরণ করো) ইবরাহীম যখন তাঁর পিতা আযরকে বললঃ তুমি মূর্তিকে খোদা বানিয়ে নিয়েছ..? আমি লক্ষ্য করছিঃ তুমি আর তোমার জাতি চরম বিভ্রান্ত!

৭৫. আমি (আল্লাহ) এভাবে-ই ইবরাহীমকে দেখালাম আসমানসমূহ ও জমিনের মালাকূত (কর্তৃত্ব ও রহস্য), যেন সে বিশ্বাসে অবিচল হয়ে যায়।

৭৬. (ইবরাহীম আঃ ছিলেন ইরাকের বাসিন্দা। তখন ইরাকের বাদশা ছিল নুমরূয, (আমাদের সমাজে যে নমরূদ নামে খ্যাত।) নমরূদ তার জ্যোতিষীর মাধ্যমে জেনেছিল এ বছর ইরাকে এক পুত্র সন্তানের জন্ম হবে, যার আগমন ঘটবে নমরূদের ধ্বংসের বার্তা নিয়ে।

তাই ইবরাহীম আঃ'এর জন্ম ঠেকাতে বাদশাহ নমরূদ নারী ও পুরুষকে আলাদা করে রেখেছিল। ফলে ইবরাহীম আঃ'এর জন্ম হয়েছিল সংগোপনে এক পাহাড়ের গুহায়। বড় হয়ে লোকালয়ে আসার পর তিনি রাব্ব সম্পর্কে কৌতূহলী হয়ে উঠলেন। মাকে জিজ্ঞেস করেও সন্তোষজনক উত্তর না পেয়ে নিজে-ই রাব্বের সন্ধান করতে লাগলেন।)

এক রাতে নক্ষত্র (উদীয়মান সন্ধ্যাতারা) দেখে (ইবরাহীম) বললঃ এটা আমার রাব্ব। (কিন্তু রাত ঘনিয়ে এলে) যখন নক্ষত্র অস্তমিত হয়ে গেল তখন বললঃ (রাব্ব হিসেবে) আমি এমন কিছু পছন্দ করি না যা নিঃশেষ হয়ে যায়।

৭৭. (একটু পর) উজ্জল চাঁদ দেখে (ইবরাহীম) বললঃ এটা আমার রাব্ব। (সকালে) যখন চাঁদ ডুবে গেল তখন বললঃ রাব্ব আমাকে সঠিক পথে পরিচালনা না করলে আমি বিভ্রান্ত হয়ে যাব।

৭৮. (সকালে) উদীয়মান সূর্য দেখে (ইবরাহীম) বললঃ এটা আমার রাব্ব, এটা অনেক বড়। (দিনের পর) যখন সূর্য ডুবে গেল তখন বললঃ হে আমার জাতি! তোমাদের কৃত সকল শিরক থেকে আমি সম্পূর্ণরূপে মুক্ত।

৭৯. (ইবরাহীম তখন আসল রাব্ব'র সন্ধান পেয়ে গেল এবং বলল) আমি আমার মুখ ওই সত্ত্বার দিকে ঘুরিয়ে দিলাম যিনি আসমানসমূহ ও জমিনের উদ্ভাবক। আমি মুশরিকদের দলভুক্ত নই।

আইন ও বিধানঃ আল্লাহ মানুষকে জ্ঞান দিয়েছেন। সে জ্ঞান খাটিয়ে অনুসন্ধান করে রাব্বকে খুঁজে বের করা মানুষের দায়িত্ব।

ঈমান ও আক্বীদাহঃ শিরক মহাপাপ। দুনিয়াতে যত পাপ আছে এসবের মাঝে সবচেয়ে জঘন্যতম মহাপাপ হচ্ছে শিরক। শিরক ক্ষমার অযোগ্য। কেউ শিরক করে তাওবাহ ব্যতীত মারা গেলে তার জন্য আল্লাহর রহমত ও মাগফিরাত চির তরে হারাম হয়ে যায়। কোনো মুসলিম শিরক করলে তার ঈমান বিনষ্ট হয়ে সকল আ'মাল ও ইবাদাত নিষ্ফল ও বরবাদ হয়ে যায়। আর ওই ব্যক্তি মুনাফিক হয়ে চির জাহান্নামী হয়ে যায়। এমন লোক মারা গেলে তাদের জানাযা পড়া বা তাদের জন্য দোয়া করাও নিষিদ্ধ। (দেখুন ৯/৮৪) কিয়ামতের দিন এদের জন্য শাফায়াত করতেও কাউকে অনুমতি দেওয়া হবে না। তাই আমাদেরকে অবশ্য-ই ছোটবড় সকল শিরক বর্জন করতে হবে।

وَحَآجَّهٗ قَوْمُهٗ ؕ قَالَ اَتُحَآجُّوْٓنِّيْ فِي اللّٰهِ وَقَدْ هَدٰىنِ ؕ وَلَآ اَخَافُ مَا تُشْرِكُوْنَ بِهٖٓ اِلَّآ اَنْ يَّشَآءَ رَبِّيْ شَيْـًٔا ؕ وَسِعَ رَبِّيْ كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا ؕ اَفَلَا تَتَذَكَّرُوْنَ ﴿٨٠﴾ وَكَيْفَ اَخَافُ مَآ اَشْرَكْتُمْ وَلَا تَخَافُوْنَ اَنَّكُمْ اَشْرَكْتُمْ بِاللّٰهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهٖ عَلَيْكُمْ سُلْطٰنًا ؕ فَاَيُّ الْفَرِيْقَيْنِ اَحَقُّ بِالْاَمْنِ ۚ اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ ﴿٨١﴾ اَلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَلَمْ يَلْبِسُوْٓا اِيْمَانَهُمْ بِظُلْمٍ اُولٰٓئِكَ لَهُمُ الْاَمْنُ وَهُمْ مُّهْتَدُوْنَ ﴿٨٢﴾

হেদায়াত পাবার পূর্বশর্ত হচ্ছে ঈমানের সাথে শিরক মিশ্রিত না করা

৮০. (রাব্ব অর্থ প্রতিপালক, লালন-পালনকারী, বৈধ অবৈধ নির্ণয়কারী, আইন ও বিধান দাতা, ইত্যাদি। তখনকার সমাজে রাজাদেরকে রাব্ব হিসেবে মানা হত। কিন্তু ইবরাহীম যখন বললেনঃ বাদশাহ আমাদের রাব্ব নয়, আমাদের রাব্ব হচ্ছেন এক আল্লাহ। তখন..)

সম্প্রদায়ের লোকেরা (রাব্ব নিয়ে) তার সাথে বিবাদে লিপ্ত হলো। ইবরাহীম বললঃ তোমরা আল্লাহকে (রাব্ব মানা) নিয়ে আমার সাথে বিবাদ করছো..? (আমি কিছুতে-ই তোমাদের কথা মেনে নেব না। আমি শুধু আল্লাহকে-ই রাব্ব হিসেবে মান্য করব।) কারণ তিনিই আমাকে সঠিক পথ দেখিয়েছেন।

(ইবরাহীম আরও বলল) তোমরা যাদেরকে (রাব্ব হিসেবে মেনে নিয়ে) আল্লাহর সাথে শিরক করছো আমি এদের কাউকে-ই ভয় করি না। (তোমাদের এসব অক্ষম রাব্বগুলো কিছু-ই করতে পারে না) আমার রাব্ব যা ইচ্ছা করেন তা-ই হয়। সবকিছু আমার রাব্বের জ্ঞানের আওতাধীন। (এটা-ই আসল সত্য) তোমরা কি একথা মেনে নেবে না?

৮১. (ইবরাহীম আরও বলল) তোমরা যাদেরকে আল্লাহর শরীক বানাও, আমি কেন এদেরকে ভয় করব? অথচ তোমরা আল্লাহকে ভয় না করে দলীল প্রমাণ ছাড়া-ই তার সাথে শিরক করছো। (তোমাদের জন্য আফসোস হয়। আখেরাতে আল্লাহর আযাব থেকে) কোন দল নিরাপদ থাকবে (তোমরা না আমি?) যদি তোমরা এটা বুঝতে পারতে!

৮২. (শোনো) যারা ঈমান আনে তারপর ঈমানের সাথে জুলম (কোনো প্রকার শিরক) মিশ্রিত করে না, (আল্লাহর আযাব থেকে) নিরাপত্তার নিশ্চয়তা শুধু তারা-ই পাবে এবং তারা-ই হেদায়াত প্রাপ্ত।

ঈমান ও আক্বীদাহঃ যারা ঈমান আনার পর ঈমানের সাথে শিরক মিশ্রিত করে তাদের ঈমান নষ্ট হয়ে যায় এবং সকল আ'মাল বরবাদ হয়ে যায়। আল্লাহর কোনো বৈশিষ্ট্যে অথবা কুরআনে বর্ণিত কোনো বিষয় নিয়ে অবৈধভাবে

বিবাদ করাও কুফর। কোনো মুসলিম এমন করলে তার ঈমান নষ্ট হয়ে যাবে এবং সে হয়ে যাবে মুনাফিক।

হেদায়াতের পূর্বশর্ত হচ্ছে ঈমানের সাথে শিরক মিশ্রিত না করা। যে ব্যক্তি ঈমানের সাথে শিরক মিশ্রিত করে ফেলল তার ঈমান, আ'মাল, ইবাদাত, বন্দেগী সব নিষ্ফল ও বরবাদ হয়ে গেল।

শিরক পরিচিতিঃ শিরক অর্থ শরীক করা, অংশীদার বানানো। এখানে শিরক বলে বুঝানো হয়েছে আল্লাহর সাথে শিরক করা। আল্লাহর সাথে শিরক নানাভাবে হয়ে থাকে। যেমন..

- আল্লাহর ছেলে আছে, মেয়ে আছে বা পরিবার আছে মনে করলে আল্লাহর জাতিসত্ত্বায় শিরক হয়;
- আল্লাহর ইবাদত করতে যা করা হয় অন্যের জন্য এমন কিছু করলে আল্লাহর উলুহিয়্যাতে শিরক হয়;
- আল্লাহর প্রভুত্ব, কর্তৃত্ব ও সার্বভৌমত্বে অন্যকে আল্লাহর মত মনে করলে আল্লাহর উলুহিয়্যাতে শিরক হয়;
- আল্লাহর বিধানের বিপরীতে অন্য কারো বানানো আইন বা বিধান মেনে নিলে আল্লাহর রুবুবিয়্যাতে শিরক হয়।
- আল্লাহর বিচার ও শাসননীতির বিপরীতে অন্যের বিচার বা শাসননীতি মেনে নিলে আল্লাহর হাকিমিয়্যাতে শিরক হয়।
- আল্লাহর কোনো বৈশিষ্ট্যে অন্যকে আল্লাহর সমান বা সমকক্ষ মনে করলে আল্লাহর স্বিফাত বা বৈশিষ্ট্যে শিরক হয়।

➢ উল্লেখিত শিরক সমূহ হচ্ছে বড় শিরক। নীচের ৩টি হচ্ছে ছোট শিরক..

- আল্লাহ ছাড়া অন্যের নামে কসম করলে শিরক হয়;
- মানুষ থেকে প্রতিদান পাবার জন্য বা আল্লাহ্ ছাড়া অন্যের সন্তুষ্টির জন্য কোনো সৎকাজ করলে রিয়া হয় আর রিয়াও এক প্রকার শিরক, হাদীছে এটাকে শিরক খাফিয়্য বা গোপন শিরক বলা হয়েছে।
- কুরআনের আয়াত (বা মাসনূন দোয়া) ছাড়া অন্য কিছু দিয়ে তাবিজ ঝুলালেও শিরক হয়।

وَتِلْكَ حُجَّتُنَآ اٰتَيْنٰهَآ اِبْرٰهِيْمَ عَلٰى قَوْمِهٖ ؕ نَرْفَعُ دَرَجٰتٍ مَّنْ نَّشَآءُ ؕ اِنَّ رَبَّكَ حَكِيْمٌ عَلِيْمٌ ﴿٨٣﴾ وَ
وَهَبْنَا لَهٗٓ اِسْحٰقَ وَيَعْقُوْبَ ؕ كُلًّا هَدَيْنَا ۚ وَنُوْحًا هَدَيْنَا مِنْ قَبْلُ وَمِنْ ذُرِّيَّتِهٖ دَاوٗدَ وَسُلَيْمٰنَ وَاَيُّوْبَ وَ
يُوْسُفَ وَمُوْسٰى وَهٰرُوْنَ ؕ وَكَذٰلِكَ نَجْزِى الْمُحْسِنِيْنَ ﴿٨٤﴾ وَزَكَرِيَّا وَيَحْيٰى وَعِيْسٰى وَاِلْيَاسَ ؕ كُلٌّ
مِّنَ الصّٰلِحِيْنَ ﴿٨٥﴾ وَاِسْمٰعِيْلَ وَالْيَسَعَ وَيُوْنُسَ وَلُوْطًا ؕ وَكُلًّا فَضَّلْنَا عَلَى الْعٰلَمِيْنَ ﴿٨٦﴾ وَمِنْ
اٰبَآئِهِمْ وَذُرِّيّٰتِهِمْ وَاِخْوَانِهِمْ ۚ وَاجْتَبَيْنٰهُمْ وَهَدَيْنٰهُمْ اِلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ ﴿٨٧﴾ ذٰلِكَ هُدَى اللّٰهِ
يَهْدِىْ بِهٖ مَنْ يَّشَآءُ مِنْ عِبَادِهٖ ؕ وَلَوْ اَشْرَكُوْا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَّا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ﴿٨٨﴾

আল্লাহর হেদায়াত

৮৩. এগুলো (আসমান জমিনের মালাকৃত) হলো ওইসব হুজ্জাহ (দলীল, প্রমাণ, যুক্তি) যা জাতির সামনে উপস্থাপনের জন্য আমি ইবরাহীমকে দান করেছি। আমি যাকে খুশী সম্মান বাড়িয়ে দেই (আর যাকে ইচ্ছা সম্মান কমিয়ে দেই। এটা আমার কৌশল) নিশ্চয় তোমার রাব্ব মহাকৌশলী, মহাজ্ঞানী।

৮৪. আমি (আল্লাহ্) ইবরাহীমকে দিয়েছি (ছেলে) ইসহাক ও (নাতি) ইয়াকুব। আমি তাদের সবাইকে সৎপথে পরিচালিত করেছি। এর আগে আমি নূহকে সৎপথে পরিচালিত করেছি এবং তার

সন্তানদের মাঝে দাউদ, সুলাইমান, আইয়ুব, ইউসুফ, মূসা ও হারুনকেও (সৎপথে পরিচালিত করেছি।) আর যারা মুহসিন হয় তাদের প্রতিদান আমি এভাবেই দিয়ে থাকি।

জ্ঞাতব্যঃ যে ব্যক্তি ইহসানের সাথে কাজ করে তাকে "মুহসিন" বলা হয়। আর "ইহসান" অর্থ সুন্দর করা। ইসলামী পরিভাষায় নিজের ঈমান, ইসলাম, আদব আখলাক, স্বভাব চরিত্র, ইবাদাত বন্দেগী, ইত্যাদি সুন্দর করাকে বলা হয় "ইহ'সান"। হাদীছ জিবরাঈল নামে খ্যাত বুখারী মুসলিমের এক দীর্ঘ হাদীছে জিবরাঈল আঃ প্রশ্ন করেছিলেন "ইহ'সান" কি? উত্তরে রাসূল সাঃ বলেছিলেনঃ "আল্লাহর ইবাদাত এমনভাবে করবে যেন তুমি আল্লাহকে দেখছ। আর যদি তাকে দেখতে না পার তবে (মনে রাখবে) তিনি তোমাকে দেখছেন"।

৮৫-৮৬. যাকারিয়্যা, ইয়াহইয়া, ঈসা ও ইলইয়াস, এরা সকলেই সৎলোক। আর ইসমাঈল, আল-ইয়াসাআ', ইউনুস ও লূত্ব, এদের সবাইকে আমি বিশ্ববাসীর উপর মর্যাদা দিয়েছি।

৮৭. তাদের পূর্বসূরী, উত্তরসূরী এবং ভাইদের মাঝেও অনেককে আমি (নবুয়ত ও হেদায়তের জন্য) মনোনীত করেছি, পরিচালিত করেছি সোজা পথে।

৮৮. এটা-ই (আল-কুরআন-ই) আল্লাহর হেদায়াত। আল্লাহ এর মাধ্যমে-ই হেদায়াত দান করেন যাকে খুশী। (যে বা) যারা শিরক করে তাদের সকল আ'মাল বরবাদ হয়ে যায়।

ঈমান ও আক্বীদাহঃ কুফর শিরক ঈমান বিনষ্টকারী মহাপাপ। কোনো মুসলিম এমন পাপ করলে তার ঈমান বিনষ্ট হয়ে সকল আমাল বরবাদ হয়ে যায়। আর সে হয়ে যায় চির জাহান্নামী মুনাফিক। মুনাফিকের জন্য নিম্নতম জাহান্নাম। মুনাফিক মারা গেলে তার জানাযা পড়া বা তার জন্য দোয়া করাও নিষিদ্ধ। (দেখুনঃ সূরাহ তাওবাহঃ ৮৪)

أُولَٰئِكَ الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ ۚ فَإِنْ يَكْفُرْ بِهَا هَٰؤُلَاءِ فَقَدْ وَكَّلْنَا بِهَا قَوْمًا لَيْسُوا بِهَا بِكَافِرِينَ ﴿٨٩﴾ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ فَبِهُدَاهُمُ اقْتَدِهْ ۗ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا ۖ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرَىٰ لِلْعَالَمِينَ ﴿٩٠﴾

হেদায়াত পেতে হলে নবীর পথ আঁকড়ে থাকতে হবে

৮৯. উনারা হলো ওইসব লোক যাদেরকে আমি কিতাব, হু'কম (জ্ঞান, প্রজ্ঞা, ক্ষমতা) ও নবুয়ত দান করেছি (এবং তারা এ দায়িত্ব সঠিকভাবে পালন করেছে। এখন আমি এ দ্বীন ও কিতাব দিয়েছি তোমার জাতিকে অর্থাৎ আরবদেরকে। তবে মনে রেখ! এ গুরু দায়িত্ব পালন করতে) যদি এরা (আরবরা) অবজ্ঞা করে তবে আমি এ দায়িত্ব এমন লোকদের দান করব যারা অবজ্ঞা করবে না।

৯০. (উপরে ওইসব নবীদের কথা-ই বলা হয়েছে) যাদেরকে আল্লাহ সৎপথে পরিচালিত করেছেন। তাই তুমি (মুহাম্মাদ)ও তাদের পথ আঁকড়ে থাকো। (আর মানুষকে) বলে দাওঃ আমি (তোমাদেরকে আল্লাহর পথে ডাকছি এবং এর বদলে) তোমাদের থেকে কোনো প্রতিদান চাচ্ছি না। (তোমরা এটা মেনে নাও এবং মনে রেখো!) এটা (এ কুরআন) বিশ্ববাসীর জন্য যিকরা (উপদেশ বা স্মরণিকা স্বরূপ)

وَ مَا قَدَرُوا اللّٰهَ حَقَّ قَدْرِهٖۤ اِذْ قَالُوْا مَاۤ اَنْزَلَ اللّٰهُ عَلٰى بَشَرٍ مِّنْ شَیْءٍ ؕ قُلْ مَنْ اَنْزَلَ الْكِتٰبَ الَّذِیْ جَآءَ بِهٖ مُوْسٰى نُوْرًا وَّ هُدًى لِّلنَّاسِ تَجْعَلُوْنَهٗ قَرَاطِیْسَ تُبْدُوْنَهَا وَ تُخْفُوْنَ كَثِیْرًا ۚ وَ عُلِّمْتُمْ مَّا لَمْ تَعْلَمُوْۤا اَنْتُمْ وَ لَاۤ اٰبَآؤُكُمْ ؕ قُلِ اللّٰهُ ۙ ثُمَّ ذَرْهُمْ فِیْ خَوْضِهِمْ یَلْعَبُوْنَ ﴿۹۱﴾

তর্কে জিতার জন্য সত্যকে অস্বীকার করা

পটভূমিঃ মালিক বিন স্বাইফ নামে এক ইয়াহুদ আলিম একদা রাসূল সাঃএর সাথে তর্ক শুরু করলো এবং তর্কের এক পর্যায়ে বলে উঠলোঃ "আল্লাহ মানুষের উপর কোনো কিছু নাযিল করেননি"। এতে নাযিল হয়েছে..

৯১. তারা যখন বলেছেঃ "আল্লাহ মানুষের উপর কোনো কিছু নাযিল করেননি" তখন তারা আল্লাহকে যথাযথভাবে উপস্থাপন করেনি। (বরং তর্কে জেতার জন্য তারা সত্যকে অস্বীকার করেছে)

(তাদের) জিজ্ঞেস করোঃ মুসার কিতাব কে নাযিল করেছে.? যাতে ছিল হেদায়াত ও নূর, যা তোমরা খন্ড খন্ড করে ফেলেছ। যে কিতাবের কিছু তোমরা প্রকাশ করছো আর অনেক কিছু-ই গোপন করে ফেলছ। (কিতাবটি নাযিলের পর) তোমরা অনেক কিছু জানতে পেরেছ। এর আগে তোমরা ও তোমাদের পূর্বসূরীরা যা জানতে না। (তারা উত্তর না দিলে তুমি) বলে দাওঃ আল্লাহ-ই (মূসার কিতাব নাযিল করেছেন।) তারপর ছেড়ে দাও, তারা এসব অর্থহীন (কথায়) ডুবে থাকুক।

জ্ঞাতব্যঃ তর্কে জয়লাভ করার জন্য সত্যকে অস্বীকার করা ইয়াহুদ আলেমদের স্বভাব আর বর্তমানে এদের অনুকরণে এক-ই পথে এগুচ্ছেন আমাদের একদল লোক।

وَ هٰذَا كِتٰبٌ اَنْزَلْنٰهُ مُبٰرَكٌ مُّصَدِّقُ الَّذِیْ بَیْنَ یَدَیْهِ وَ لِتُنْذِرَ اُمَّ الْقُرٰى وَ مَنْ حَوْلَهَا ؕ وَ الَّذِیْنَ یُؤْمِنُوْنَ بِالْاٰخِرَةِ یُؤْمِنُوْنَ بِهٖ وَ هُمْ عَلٰى صَلَاتِهِمْ یُحَافِظُوْنَ ﴿۹۲﴾

যে ব্যক্তি আল্লাহর কিতাব মেনে চলে সে-ই মুঅমিন

৯২. (নবী মুহাম্মাদ সাঃকে লক্ষ্য করে মহান আল্লাহ বলছেন) এই কুরআন এক বরকতময় কিতাব, যা আগেকার সকল (কিতাব, নবী ও শারীয়া'হ)কে সত্যায়ন করে। আমি এটা নাযিল করেছি, যেন তুমি (বিশ্বের) কেন্দ্রীয় শহর (মক্কা) এবং এর চারদিকে অবস্থিত (সকল জনপদের) সবাইকে (আল্লাহর আযাব সম্পর্কে) সাবধান করে দাও। আর (শোনো!) যারা আখেরাত বিশ্বাস করে তারা এতে ঈমান আনবে (এবং বাস্তব জীবনে মেনে চলবে) আর সালাতের হেফাজত করবে।

ঈমান ও আক্বীদাহঃ যে ব্যক্তি আল্লাহর কিতাব মেনে চলে এবং সালাতের হেফাজত করে সে-ই মুঅমিন। আর যে অন্যকিছু করে সে হয়তো মুনাফিক, না হয় ফাসিক আর না হয় কাফির।

وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرٰى عَلَى اللّٰهِ كَذِبًا أَوْ قَالَ أُوحِيَ إِلَيَّ وَلَمْ يُوحَ إِلَيْهِ شَيْءٌ وَّمَنْ قَالَ سَأُنْزِلُ مِثْلَ مَا أَنْزَلَ اللّٰهُ ۗ وَلَوْ تَرٰى إِذِ الظّٰلِمُونَ فِي غَمَرٰتِ الْمَوْتِ وَالْمَلٰٓئِكَةُ بَاسِطُوٓا أَيْدِيهِمْ ۚ أَخْرِجُوٓا أَنْفُسَكُمُ ۖ اَلْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ بِمَا كُنْتُمْ تَقُولُونَ عَلَى اللّٰهِ غَيْرَ الْحَقِّ وَكُنْتُمْ عَنْ اٰيٰتِهِ تَسْتَكْبِرُونَ ﴿٩٣﴾

আল্লাহর উপর মিথ্যাচার

পটভূমিঃ রাসূল সাঃএর সময়ে ইয়ামানের এক গোত্রনেতা ছিল মুসাইলামাহ। মুসাইলামাহ নিজেকে নবী দাবী করে রাসূল সাঃএর কাছে চিঠি পাঠিয়েছিল যেন ইয়ামানসহ ওই অঞ্চলের নেতৃত্ব তার হাতে ছেড়ে দেয়া হয়। রাসূল সাঃ তার এ চিঠিকে প্রত্যাখ্যান করেছিলেন। রাসূল সাঃএর ইন্তেকালের পর ইসলামী সরকারের বিরুদ্ধে বিরাট বাহিনী গড়ে তুলে মুসাইলামাহ এবং আবুবকর রাঃ এর খিলাফাত কালে এক যুদ্ধে সে নিহত হয়। তারপর এভাবে আরও অনেকে-ই নিজেকে নবী বলে দাবী করেছে। বলেছে তাদের কাছে ওহী আসে।

মক্কার একজন শিক্ষিত ও বুদ্ধিমান মানুষ ছিল আব্দুল্লাহ বিন সা'দ বিন আবী-সারহ। সে আব্দুল্লাহ বিন আবী-সারহ নামে পরিচিত ছিল। আব্দুল্লাহ বিন আবী-সারহ ইসলাম গ্রহণ করলে রাসূল সাঃ তাকে ওহী লেখক মনোনীত করেন। একদা ওহী নাযিল হলে তিনি আব্দুল্লাহকে ডেকে লিখাচ্ছিলেনঃ আমি মানুষ সৃষ্টি করি মাটির নির্যাস থেকে, (মাটির নির্যাস থেকে প্রথমে গাছ, গাছ থেকে ফল, ফল থেকে খাদ্য, খাদ্য থেকে রক্ত, রক্ত থেকে বীর্জ) তারপর এ বীর্জকে সংরক্ষিত জাগায় (নারী জরায়ুতে) স্থাপন করি, পরে বীর্জকে জমাট রক্তে, জমাট রক্তকে মাংসপিন্ডে, মাংসপিন্ডকে হাড়ে রূপান্তরিত করি, তারপর এ হাড়ে মাংস সংযোজন করে নতুন অবয়ব সৃষ্টি করি.. (সূরাহ মুঅমিনূনঃ ১২-১৪)

আব্দুল্লাহ বিন সারহ লিখছিল আর শিউরে উঠছিল। এত সুন্দর ও নিখুতভাবে মানব সৃষ্টি রহস্যের বর্ণনা আগে সে কোনো দিন শোনেনি। মনের অজান্তেই তার মুখ দিয়ে বেরিয়ে এলোঃ "আল্লাহ কত মহান, কত উত্তম সৃষ্টি কর্তা" রাসূল সাঃ বললেনঃ এটুকুও নাযিল হয়েছে।

আব্দুল্লাহর মনের ভিতর শয়তানী চিন্তার উদয় হলো। সে ভাবলোঃ তবে কি আমার কাছেও ওহী আসে? নতুবা আমি এ কথা জানলাম কি করে? তবে কি আল্লাহর কালামের মত আমিও বানাতে পারি...। পরে এসব ভাবনা থেকে সে মুরতাদ হয়ে গেল এবং দাবী করলোঃ তার কাছেও ওহী আসে। (কুরতুবী সহ অনেক কিতাবে ঘটনাটি বর্ণিত হয়েছে) এসব ঘটনার প্রতি ইঙ্গিত করে নাযিল হয়েছে..

৯৩. তার চেয়ে বড় পাপিষ্ঠ আর কে? যে আল্লাহর উপর মিথ্যাচার করে এবং বলেঃ "আমার কাছে ওহী আসে"। অথচ তার কাছে ওহী আসেনি। সে আরও বলেঃ "আল্লাহ যা নাযিল করেন আমিও তা বলতে পারি"।
(হে মুহাম্মাদ!) তুমি যদি দেখতেঃ পাপিষ্ঠরা মৃত্যুযন্ত্রণায় কাতরাচ্ছে আর ফিরিস্তারা তাদের হাত প্রসারিত করে (বলছে) "নিজের জান বের করে দে। আজ তোদেরকে অপমানকর সাজা দেওয়া হবে। কারণঃ "তোরা আল্লাহর উপর মিথ্যাচার করেছ, আল্লাহর বিধান নিয়ে তামাশা করেছ"।

ঈমান ও আক্বীদাহঃ আল্লাহর উপর মিথ্যাচার করা কুফর। আমাদের সমাজে আল্লাহর উপর মিথ্যাচার করা হয় নানা ভাবে। যেমন..

- আল্লাহ বলেননি এমন কোনো কথাকে আল্লাহর সাথে সম্পৃক্ত করা। যেমন অনেকে বলে থাকেন আল্লাহ নাকি বলেছেন "বান্দা তোর নাই হুঁশ আমার কি দুষ"। ইত্যাদি।

- ❖ যা দেওয়ার অধিকার শুধু-ই আল্লাহর হাতে এমন কোনোকিছুকে নিজের সাথে সম্পৃক্ত করা। যেমন কেউ নিজেকে নবী হিসেবে দাবী করা অথবা এমন দাবী করা যে আমার কাছে ওহী আসে।
- ❖ যে কথা বলার অধিকার শুধু-ই আল্লাহর এমন কিছু বলে ফেলা। যেমন নিজের পক্ষ থেকে এমন বলা যে, "এটা হারাম বা এটা হালাল"।

وَ لَقَدْ جِئْتُمُوْنَا فُرَادٰى كَمَا خَلَقْنٰكُمْ اَوَّلَ مَرَّةٍ وَّ تَرَكْتُمْ مَّا خَوَّلْنٰكُمْ وَرَآءَ ظُهُوْرِكُمْ ۚ وَ مَا نَرٰى مَعَكُمْ شُفَعَآءَكُمُ الَّذِيْنَ زَعَمْتُمْ اَنَّهُمْ فِيْكُمْ شُرَكٰٓؤُا ؕ لَقَدْ تَّقَطَّعَ بَيْنَكُمْ وَ ضَلَّ عَنْكُمْ مَّا كُنْتُمْ تَزْعُمُوْنَ ﴿٩٤﴾

শুফায়া আর শুরাকা

৯৪. (পরকালে সবাই একা একা আল্লাহর সামনে হাজির হবে। তখন আল্লাহ বলবেন) আজ তোমরা সবাই একা একা এসেছ, যেভাবে তোমাদেরকে প্রথমবার সৃষ্টি করেছিলাম। (দুনিয়ায়) তোমাদেরকে যা দিয়েছিলাম সব সেখানে ফেলে এসেছ। তোমাদের সঙ্গে তোমাদের শুফায়া'দের দেখছি না যে, যাদেরকে তোমরা (আমার কাজের) শুরাকা মনে করতে? তোমাদের সম্পর্ক কি ছিন্ন হয়ে গেল? তোমাদের ধারণা ব্যর্থ হয়ে গেল।

জ্ঞাতব্যঃ শুফায়া অর্থ শাফায়াতকারী আর শুরাকা অর্থ শরীকগণ। শাফায়াত অর্থ সুপারিশ করা। হাশরের ময়দানে বিচারের পর আল্লাহর প্রিয় বান্দারা পাপিষ্ঠদের মাগফিরাতের জন্য আল্লাহর কাছে সুপারিশ করতে পারবে। এ সুপারিশকে বলা হয় শাফায়া'হ। আমাদের সমাজে উর্দু উচ্চারণের সাথে সামঞ্জস্য রেখে বলা হয় শাফায়াত। পরকালে কোনো নাস্তিক, মুরতাদ, কাফির, মুশরিক বা মুনাফিকের জন্য শাফায়াতের সুযোগ থাকবে না। শাফায়াতের সুযোগ থাকবে শুধু ফাসিকদের জন্য।

উল্লেখ্য মুসলিম ৩ প্রকারঃ মুঅমিন, ফাসিক ও মুনাফিক। পরকালে শুধু মুঅমিন ব্যক্তিকে শাফায়াতের সুযোগ বা অনুমতি দেয়া হবে এবং এ শাফায়াত হবে নির্ধারিত নিয়মে...

- ❖ শাফায়াত শুধু মুঅমিন ব্যক্তি-ই করতে পারবে, মুঅমিন ব্যতীত অন্য কেউ শাফায়াত করতে পারবে না।
- ❖ যে মুঅমিন শাফায়াত করতে আগ্রহী হবে তাকে প্রথমে শাফায়াতের অনুমতি নিতে হবে,
- ❖ তারপর যার জন্য শাফায়াত করতে চায় তার নাম উল্লেখ করে আবার অনুমতি নিতে হবে।
- ❖ আল্লাহ অনুমতি দিলে শাফায়াত করতে পারবে আর না দিলে পারবে না।
- ❖ এরপর আল্লাহ চাইলে এ শাফায়াত গ্রহণ করবেন অথবা করবেন না।
- ❖ শাফায়াত গ্রহণ করা হলে ফাসিক ব্যক্তিকে মাফ করে দেয়া হবে আর গ্রহণ করা না হলে মাফ করা হবে না।
- ❖ শাফায়াতের ব্যাপারে সার্বিক ক্ষমতার অধিকারী শুধু-ই আল্লাহ। আল্লাহর অনুমোদন ছাড়া কেউ শাফায়াত করতে পারবে না।
- ❖ "শুফায়া" থেকে শুরাকা" এটা হচ্ছে কুরআনে বর্ণিত শিরকের সূত্র সমূহের একটি। তাই নিজের জন্য শাফায়াতকারী হিসেবে পীর ধরলে শিরকের পথ সুগম করা হবে। তবে পরামর্শক হিসেবে কোনো পীর বা আলিমের কাছে যাওয়া দোষের নয়।

اِنَّ اللّٰهَ فَالِقُ الْحَبِّ وَ النَّوٰى ؕ يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَ مُخْرِجُ الْمَيِّتِ مِنَ الْحَيِّ ؕ ذٰلِكُمُ اللّٰهُ فَاَنّٰى تُؤْفَكُوْنَ ﴿۹۵﴾ فَالِقُ الْاِصْبَاحِ ۚ وَجَعَلَ الَّيْلَ سَكَنًا وَّ الشَّمْسَ وَ الْقَمَرَ حُسْبَانًا ؕ ذٰلِكَ تَقْدِيْرُ الْعَزِيْزِ الْعَلِيْمِ ﴿۹۶﴾ وَ هُوَ الَّذِيْ جَعَلَ لَكُمُ النُّجُوْمَ لِتَهْتَدُوْا بِهَا فِيْ ظُلُمٰتِ الْبَرِّ وَ الْبَحْرِ ؕ قَدْ فَصَّلْنَا الْاٰيٰتِ لِقَوْمٍ يَّعْلَمُوْنَ ﴿۹۷﴾ وَ هُوَ الَّذِيْۤ اَنْشَاَكُمْ مِّنْ نَّفْسٍ وَّاحِدَةٍ فَمُسْتَقَرٌّ وَّ مُسْتَوْدَعٌ ؕ قَدْ فَصَّلْنَا الْاٰيٰتِ لِقَوْمٍ يَّفْقَهُوْنَ ﴿۹۸﴾ وَ هُوَ الَّذِيْۤ اَنْزَلَ مِنَ السَّمَآءِ مَآءً ۚ فَاَخْرَجْنَا بِهٖ نَبَاتَ كُلِّ شَيْءٍ فَاَخْرَجْنَا مِنْهُ خَضِرًا نُّخْرِجُ مِنْهُ حَبًّا مُّتَرَاكِبًا ۚ وَ مِنَ النَّخْلِ مِنْ طَلْعِهَا قِنْوَانٌ دَانِيَةٌ وَّ جَنّٰتٍ مِّنْ اَعْنَابٍ وَّ الزَّيْتُوْنَ وَ الرُّمَّانَ مُشْتَبِهًا وَّ غَيْرَ مُتَشَابِهٍ ؕ اُنْظُرُوْۤا اِلٰى ثَمَرِهٖۤ اِذَاۤ اَثْمَرَ وَ يَنْعِهٖ ؕ اِنَّ فِيْ ذٰلِكُمْ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يُّؤْمِنُوْنَ ﴿۹۹﴾

আল্লাহর কুদরত

৯৫. আল্লাহ (শস্য) দানা ও বীজ বিদীর্ণ (করে চারাগাছ বের) করেন, মৃত (বীজ, ডিম, ইত্যাদি) থেকে বের করেন জীবিত (গাছ, পাখি, ইত্যাদি) আর জীবিত থেকে বের করেন মৃত। (যিনি এতসব করেন) তিনি-ই আল্লাহ, তোমরা (তাকে ছেড়ে) কোথায় চলে যাচ্ছ?

৯৬. তিনি-ই (রাতের আঁধার থেকে) ঊষার আলো বিদীর্ণকারী। তিনি রাতকে বানিয়েছেন বিশ্রামকাল আর চন্দ্র সূর্যকে নির্ধারণ করেছেন (দিন, রাত, মাস, বছর) গণনার মাধ্যম হিসেবে। যিনি এতসব করেছেন তিনি মহাপ্রাক্রমশালী, মহাজ্ঞানী (আল্লাহ।)

৯৭. তিনি-ই (মহাশূন্যে) স্থাপন করেছেন তারকারাজি। যার মাধ্যমে তোমরা জলে ও স্থলে (রাতে ভ্রমণকালে) অন্ধকারে পথের দিশা পাও। (হে আমার বান্দাগণ! শোনো) আমি বিধানসমূহ সুস্পষ্টভাবে বর্ণনা করি জ্ঞানী লোকদের জন্য (তথা মুঅমিনদের জন্য। এখানে জ্ঞানী বলে মুঅমিনদেরকে বুঝানো হয়েছে। কারণ জ্ঞানীলোকেরা সর্ব প্রথম নিজের নিরাপত্তার কথা ভাবে। আর মুঅমিন ব্যক্তি আখেরাতের অনন্ত জীবনে নিজেকে জাহান্নাম থেকে নিরাপদ রাখতে আপ্রাণ চেষ্টা করে থাকে।)

৯৮. তিনি (এ পৃথিবীতে) তোমাদের বিস্তৃতি ঘটিয়েছেন এক ব্যক্তি থেকে। (এবং নির্ধারণ করে রেখেছেন তোমাদের) অস্থায়ী ও স্থায়ী আবাস। আমি (আল্লাহ্) আয়াত (বিধান নিদর্শন) সমূহ সুস্পষ্টভাবে বর্ণনা করি বুদ্ধিমানদের জন্য (তথা মুঅমিনদের জন্য। এখানে বুদ্ধিমান বলে মুঅমিনদেরকে বুঝানো হয়েছে।)

৯৯. তিনি আকাশ থেকে বর্ষণ করেন পানি। আর এ পানি দিয়ে-ই আমি (আল্লাহ) উৎপন্ন করি রকমারি উদ্ভিদ, সবুজ ফসল, স্তরে স্তরে সাজানো শস্য দানা, ঝুলে থাকা খেজুর থুড়া, আঙ্গুর, যাইতুন ও ডালিম (ইত্যাদি ফলের) বাগান, (যার কিছু স্বাদে গন্ধে রঙে ও আকৃতিতে একে অপরের) সাদৃশ্য আর (কিছু) সাদৃশ্যহীন। যখন ফল আসে ও ফল পাকে তখন দেখবে (কি সমাহার, কি পরিবর্তন, কি দৃশ্য), নিশ্চয় এসবে নিদর্শন রয়েছে মুঅমিনদের জন্য।

وَ جَعَلُوْا لِلّٰهِ شُرَكَآءَ الْجِنَّ وَ خَلَقَهُمْ وَ خَرَقُوْا لَهٗ بَنِيْنَ وَ بَنٰتٍۢ بِغَيْرِ عِلْمٍ ؕ سُبْحٰنَهٗ وَ تَعٰلٰى عَمَّا يَصِفُوْنَ ﴿١٠٠﴾ بَدِيْعُ السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ ؕ اَنّٰى يَكُوْنُ لَهٗ وَلَدٌ وَّ لَمْ تَكُنْ لَّهٗ صَاحِبَةٌ ؕ وَ خَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ ۚ وَ هُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمٌ ﴿١٠١﴾ ذٰلِكُمُ اللّٰهُ رَبُّكُمْ ۚ لَاۤ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ۚ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ فَاعْبُدُوْهُ ۚ وَ هُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ وَّكِيْلٌ ﴿١٠٢﴾ لَا تُدْرِكُهُ الْاَبْصَارُ وَ هُوَ يُدْرِكُ الْاَبْصَارَ ۚ وَ هُوَ اللَّطِيْفُ الْخَبِيْرُ ﴿١٠٣﴾

আল্লাহর বৈশিষ্ট্য ও গুনাগুন

১০০. (কিছু মানুষ বালা মুসীবতসহ নানা কাজে জিন্নদের শরণাপন্ন হয় এবং এদেরকে মহা ক্ষমতাধর ও বিপদ আপদ থেকে উদ্ধারকারী মনে করে। যারা এমন করে তাদের সম্পর্কে নাযিল হয়েছে) তারা জিন্নকে আল্লাহর (বৈশিষ্ট্যের অধিকারী ও আল্লাহর) শরীক বানায়! অথচ তিনি হলেন জিন্নদের স্রষ্টা। আর তারা (কিছু মানুষ) না জেনে, না বুঝে আল্লাহর জন্য ছেলেমেয়ে নির্ধারণ করে। অথচ তিনি মহান, তাদের সকল রটনার ঊর্ধ্বে।

১০১. (আল্লাহ হলেন) আসমানসমূহ ও জমিনের একক উদ্ভাবক। কী করে তার সন্তান হবে? তার তো স্ত্রীই নেই। তিনি-ই সবকিছু সৃষ্টি করেছেন, তিনি সকল বিষয়ে মহাজ্ঞানী।

১০২. তিনি-ই আল্লাহ, তোমাদের একমাত্র রাব্ব। তিনি ব্যতীত আর কোনো ইলাহ নেই। তিনি-ই সবকিছুর সৃষ্টিকর্তা। তাই তোমরা শুধু তাঁর-ই ইবাদাত করবে। তিনি সর্ববিষয়ে কর্তৃত্বশীল।

ইবাদাতঃ পরিচিতি ও পদ্ধতিঃ ইবাদাত অর্থ দাসত্ব ও উপাসনা। আল্লাহর ইবাদাত করার জন্য একটি নির্ধারিত নিয়ম, নীতি ও পদ্ধতি রয়েছে। আর তা হলো..

- ❖ এক আল্লাহ ব্যতীত অন্য সবকিছুকে বর্জন ও প্রত্যাখ্যান করা, আল-কুরআনে যাকে বলা হয়েছে ত্বাগূত বর্জন।
- ❖ নিজের উপর মহান আল্লাহর প্রভুত্ব, কর্তৃত্ব ও সার্বভৌমত্ব মেনে নেওয়া, ইসলামে একে বলা হয় আল্লাহর দাসত্বের স্বীকৃতি, আত্মসমর্পন ও ইসলাম গ্রহণ।
- ❖ আল্লাহ প্রদত্ব যাবতীয় বিষয়ে পরিপূর্ণ আস্থা ও বিশ্বাস রাখা, ইসলামে একে বলা হয় তাসদীক বি-ল-জিনান বা অন্তরের বিশ্বাস।
- ❖ আল্লাহ প্রদত্ব ও রাসূল কর্তৃক বাস্তবায়িত সকল বিধিবিধান তথা ইসলামী শারীয়া'হকে নৈতিক ও আদর্শিকভাবে মেনে নেওয়া।
- ❖ বাস্তব জীবনের সকল ক্ষেত্রে এবং সকল বিষয়ে আল্লাহর বিধিবিধান তথা ইসলামী শারীয়া'হ মেনে চলা।
- ❖ বাস্তব জীবনে শুধুই দ্বীন মেনে চলা এবং ইসলাম ছাড়া অন্য কোনো দর্শন, আদর্শ, মতবাদ, নীতিমালা বা বিধিবিধানকে ইসলামের সাথে মিশিয়ে না ফেলা। আল-কুরআনে এ পদ্ধতিকে বলা হয়েছে একনিষ্ঠভাবে দ্বীন পালন বা হানীফ পদ্ধতি।
- ❖ নিজের ঈমান, আমল ও নিয়তকে ভেজালমুক্ত রাখা, আল-কুরআনে একে বলা হয় ইখলাস্ব আর যে বা যারা এমন করে তাদেরকে বলা হয়েছে মুখলিস্ব।

১০৩. দৃষ্টি সমূহ তাকে বেষ্টন করতে পারে না, বরং তিনি-ই দৃষ্টিকে বেষ্টন করে থাকেন। তিনি সূক্ষ্মদর্শী, সর্ববিষয়ে অবগত।

قَدْ جَآءَكُمْ بَصَآئِرُ مِنْ رَّبِّكُمْ ۚ فَمَنْ اَبْصَرَ فَلِنَفْسِهٖ ۚ وَمَنْ عَمِیَ فَعَلَیْهَا ؕ وَمَاۤ اَنَا عَلَیْكُمْ بِحَفِیْظٍ ﴿۱۰۴﴾

নবী কাউকে রক্ষা করতে পারবেন না

১০৪. (হে মানুষ ও জিন্ন) প্রভুর পক্ষ থেকে তোমাদের কাছে এসেছে "বাম্বাইর" (দূরদৃষ্টি সম্পন্ন শিক্ষামূলক জ্ঞান তথা আল-কুরআন।) সুতরাং যে ব্যক্তি (এ থেকে) শিক্ষা গ্রহণ করলো সে নিজেরই কল্যাণ করলো, আর যে ব্যক্তি (এটা থেকে) অন্ধ হয়ে থাকলো সে নিজেরই ক্ষতি করলো। (হে নবী! মানুষকে বলে দাও) আমি (নবী হলেও) তোমাদের রক্ষক নই।

ঈমান ও আক্বীদাহঃ নবী কারো রক্ষক নয়। নবী কাউকে জাহান্নাম থেকে রক্ষা করতে পারবেন না। তবে আল্লাহ নবীকে অনুমতি দিলে তিনি ফাসিক মুসলিমের জন্য শাফায়াত করতে পারবেন। কিন্তু মুনাফিক অথবা কাফির মুশরিক বা নাস্তিক মুরতাদের জন্য শাফায়া'তও করতে পারবেন না।

وَكَذٰلِكَ نُصَرِّفُ الْاٰیٰتِ وَلِیَقُوْلُوْا دَرَسْتَ وَلِنُبَیِّنَهٗ لِقَوْمٍ یَّعْلَمُوْنَ ﴿۱۰۵﴾ اِتَّبِعْ مَاۤ اُوْحِیَ اِلَیْكَ مِنْ رَّبِّكَ ۚ لَاۤ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ۚ وَاَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِیْنَ ﴿۱۰۶﴾ وَلَوْ شَآءَ اللّٰهُ مَاۤ اَشْرَكُوْا ؕ وَمَا جَعَلْنٰكَ عَلَیْهِمْ حَفِیْظًا ۚ وَمَاۤ اَنْتَ عَلَیْهِمْ بِوَكِیْلٍ ﴿۱۰۷﴾

আমাদের অনুকরণীয় ব্যক্তি, নীতি, বিধান ও সমাজ

১০৫. (রাসূল সাঃএর সময়ে কাফির মুশরিকরা নানাভাবে প্রপাগান্ডা করত। কিছু মানুষ বলত আল-কুরআন আল্লাহর কালাম নয়। মুহাম্মাদ গোপনে অন্য মানুষ থেকে এসব কথা শিখে নেয় এবং আল্লাহর কথা হিসেবে অপপ্রচার করে। এর জবাবে মহান আল্লাহ বলেছেন)

আমি (আমার) আয়াতসমূহকে এভাবেই বারবার বর্ণনা করছি। (অথচ বেইমান) লোকেরা বলছে (এটা তোমার বানানো) তুমি (এ কুরআন অন্যদের থেকে) শিখে নিয়েছ। অথচ (এটা আসলে আমারই কালাম) আমি এ কুরআনকে সুস্পষ্টভাবে বর্ণনা করছি জ্ঞানীলোকদের জন্য।

জ্ঞাতব্যঃ এখানে জ্ঞানীলোক বলে মুঅমিনদের বুঝানো হয়েছে। কারণ যারা তাদের জীবন বিধান হিসেবে আল-কুরআনকে মেনে নিয়েছে তারা-ই আসল জ্ঞানী।

১০৬. তোমার প্রভুর পক্ষ থেকে ওহীর মাধ্যমে তোমাকে যা (আল-কুরআন) দেওয়া হয়েছে তুমি শুধু এর-ই অনুকরণ করবে। (কারণঃ আনুগত্য ও অনুকরণের একমাত্র বৈধ অধিকারী হলেন "ইলাহ ও রাব্ব"। ইলাহের অনুমোদন ব্যতীত অন্য কারো আনুগত্য বা অনুকরণ বৈধ নয়। আর আল্লাহ-ই তোমাদের একমাত্র রাব্ব এবং একমাত্র ইলাহ) তিনি ব্যতীত আর কোনো ইলাহ নেই। আর (মনে রেখো! মানব রচিত বা মনগড়া নীতি, আদর্শ, বিধান, ইত্যাদি মেনে নেওয়া শিরক। তাই) মুশরিকদের বর্জন করো।

ঈমান ও আক্বীদাহঃ সাধারণত মানুষ চারটি বিষয়ের অনুকরণ করে থাকে। আর তা হলো..

- ❖ আদর্শের অনুকরণ।
- ❖ ব্যক্তির অনুকরণ।

- ❖ বিধানের অনুকরণ।
- ❖ সমাজের অনুকরণ।

আমরা আল্লাহর দাস। তাই আমরা অনুকরণীয় হিসেবে শুধু এটা-ই মেনে নেব যা মানতে আল্লাহ আমাদের আদেশ দিয়েছেন। আল্লাহর বিধান মেনে আমরা শুধু নিম্নেবর্ণিত চারটি বিষয়ের অনুকরণ করব। যেমন..

- ❖ অনুকরণীয় আদর্শ হিসেবে আমরা মেনে চলব ইবরাহীম আঃ এর আদর্শ তথা তাওহীদ। এ আদর্শের বিপরীতে অন্যকিছু মেনে নিলে শিরক হয়। তাই আমরা শিরকমুক্ত জীবন যাপন করব। (দেখুন সূরাহ হাজ্জ ২২/৭৮)
- ❖ ব্যক্তি হিসেবে আমাদের একমাত্র অনুকরণীয় ব্যক্তি হলেন মুহাম্মাদ সাঃ। মুহাম্মাদ সাঃএর বিপরীতে অন্য কাউকে অনুকরণীয় হিসেবে মেনে নেওয়া কুফর। (দেখুন সূরাহ আল ইমরানঃ ৩/৩১)
- ❖ বিধান হিসেবে আমাদের একমাত্র অনুকরণীয় বিধান হচ্ছে ওহীর মাধ্যমে আগত বিধান। এর বিপরীতে অন্যকিছু মেনে নেওয়া কুফর ও শিরক। (দেখুন সূরাহ আনয়ামঃ ৬/১০৬)
- ❖ সমাজ হিসেবে আমাদের একমাত্র অনুকরণীয় সমাজ হচ্ছে সাহাবাদের সমাজ। এ সমাজের বিপরীতে অন্য সমাজের অনুকরণ করলে বিভ্রান্তি অনিবার্য হয়ে যাবে। (দেখুন সূরাহ বাক্বারাহ ২/১৩৭)

১০৭. (জেনে রাখো!) আল্লাহ চাইলে (সবাইকে হেদায়াত করতে পারতেন। তখন) কেউ শিরক করত না। (কিন্তু আল্লাহ এটা চাননি। তাই সকল মানুষ হেদায়াত পায় না। কিছু মানুষ শিরক করে এবং করবে-ই। এটা-ই দুনিয়ার বাস্তবতা। তোমাকেও এটা মেনে নিতে হবে।) আল্লাহ কারো রক্ষক বানিয়ে তোমাকে পাঠাননি। তুমি কারো রক্ষক নও। (নবী উপদেশ দিতে পারেন। নবী হেদায়াত করতে পারেন না বা আযাব থেকে রক্ষা করতে পারেন না।)

وَلَا تَسُبُّوا الَّذِيْنَ يَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ فَيَسُبُّوا اللّٰهَ عَدْوًۢا بِغَيْرِ عِلْمٍ ؕ كَذٰلِكَ زَيَّنَّا لِكُلِّ اُمَّةٍ عَمَلَهُمْ ۪
ثُمَّ اِلٰى رَبِّهِمْ مَّرْجِعُهُمْ فَيُنَبِّئُهُمْ بِمَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ﴿١٠٨﴾

মুশরিকদের খোদাকে গালি দিও না

১০৮. (হে আমার বান্দারা, শোনো!) তারা (কাফির মুশরিকরা) আল্লাহ ছাড়া যাদেরকে ডাকে, তোমরা এদের (তাদের মনগড়া খোদাদেরকে) গালি দিও না। তখন অজ্ঞতা বশত দুশমনি করে তারাও (তোমাদের প্রভু) আল্লাহকে গালি দেবে। কারণ প্রত্যেক জাতির জন্য তাদের কাজকে এভাবেই শোভিত করে দেয়া হয়। (মনে রেখো! সবকিছুর বিচার পরকালে হবে।) সর্বোপরি তারা সবাই প্রভুর কাছে-ই ফিরে আসবে এবং তিনি-ই দেবেন সকলের কর্মফল।

وَاَقْسَمُوْا بِاللّٰهِ جَهْدَ اَيْمَانِهِمْ لَئِنْ جَآءَتْهُمْ اٰيَةٌ لَّيُؤْمِنُنَّ بِهَا ؕ قُلْ اِنَّمَا الْاٰيٰتُ عِنْدَ اللّٰهِ وَمَا يُشْعِرُكُمْ ۙ
اَنَّهَاۤ اِذَا جَآءَتْ لَا يُؤْمِنُوْنَ ﴿١٠٩﴾ وَنُقَلِّبُ اَفْـِٕدَتَهُمْ وَاَبْصَارَهُمْ كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوْا بِهٖۤ اَوَّلَ مَرَّةٍ وَّ
نَذَرُهُمْ فِيْ طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُوْنَ ﴿١١٠﴾

ঈমানের জন্য শর্তারোপ করা

১০৯. তারা আল্লাহর নামে কসম করে বলেঃ কোনো নিদর্শন এলে আমরা ঈমান আনব। বলে দাওঃ নিদর্শন আল্লাহর হাতে। আর জেনে রাখো! নিদর্শন এলেও এরা ঈমান আনবে না।

১১০. কারণ (অধিক পাপের কারণে) আমি তাদের অন্তর ও দৃষ্টি (ঈমান থেকে) ঘুরিয়ে দিয়েছি। (ফলে নিদর্শন দেখার পরও তারা ঈমান আনবে না) যেমন আগে ঈমান আনেনি। আমি তাদের ছেড়ে দেই, যেন তারা অবাধ্যতায় ঘুরপাক খেতে থাকে।

ঈমান ও আক্বীদাহঃ ঈমান আনতে হয় সম্পূর্ণরূপে আনুগত্য করে, আল্লাহ ও রাসূলের কথা মেনে নিয়ে। ঈমানের জন্য শর্তারোপ করা কুফর। যে বা যারা ঈমান আনতে শর্তারোপ করবে আল্লাহ তাদের অন্তরকে ঈমান থেকে অন্য দিকে ঘুরিয়ে দেন ফলে তারা আর ঈমান আনতে পারে না।

সূরাহ আনয়াম **পারা : ৮**

وَلَوْ اَنَّنَا نَزَّلْنَآ اِلَيْهِمُ الْمَلٰٓئِكَةَ وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتٰى وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قُبُلًا مَّا كَانُوْا لِيُؤْمِنُوْٓا اِلَّآ اَنْ يَّشَآءَ اللّٰهُ وَلٰكِنَّ اَكْثَرَهُمْ يَجْهَلُوْنَ ﴿١١١﴾

ঈমান ও হেদায়াত একমাত্র আল্লাহর হাতে

১১১. (তাদের কথা মেনে নিয়ে নিদর্শন হিসেবে) আমি যদি তাদের কাছে ফিরিস্তা পাঠাতাম, মৃত ব্যক্তি যদি তাদের সাথে কথা বলত, তাদের জন্য যদি সবকিছু উন্মুক্ত করে দিতাম, তবুও (তারা ঈমান আনত না) কারণ তাদের অধিকাংশই নির্বোধ। ঈমান শুধু তারা-ই আনত যাদের (ঈমান) আল্লাহ চান।

وَكَذٰلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيٰطِيْنَ الْاِنْسِ وَالْجِنِّ يُوْحِيْ بَعْضُهُمْ اِلٰى بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُوْرًا ؕ وَلَوْ شَآءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوْهُ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُوْنَ ﴿١١٢﴾ وَلِتَصْغٰٓى اِلَيْهِ اَفْـِٕدَةُ الَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُوْنَ بِالْاٰخِرَةِ وَلِيَرْضَوْهُ وَلِيَقْتَرِفُوْا مَا هُمْ مُّقْتَرِفُوْنَ ﴿١١٣﴾

জিন্ন ও মানুষ শয়তান

১১২. (হে নবী! মক্কার কাফিররা যেভাবে তোমার সাথে দুশমনি করছে) ঠিক সে ভাবে-ই প্রত্যেক নবীর দুশমন হিসেবে আমি মানুষ শয়তান ও জিন্ন শয়তানদেরকে লাগিয়ে দিয়েছি। এসব শয়তানরা একে অপরকে প্রতারণামূলক সাজানো কথা শিখিয়ে দেয়। তোমার প্রভু চাইলে তারা এমন করত না (কিন্তু এটা-ই প্রভুর ইচ্ছা। তাই) তাদেরকে ও তাদের মিথ্যাচারকে

উপেক্ষা করে চলো।

১১৩. (আমি তাদেরকে সুযোগ দেই) যেন আখেরাত অবিশ্বাসীদের অন্তর এদিকে-ই ধাবিত হয়, যেন তারা এতে সন্তুষ্ট থাকে এবং আনন্দ চিত্তে এসব কাজ চালিয়ে যায়।

জ্ঞাতব্যঃ ইবলিস এক ব্যক্তির নাম আর শয়তান একটি মিশনের নাম। যে বা যারা পাপের পথে আহ্বান করে এবং পাপ কাজে প্ররোচিত করে তারা-ই শয়তান। শয়তান মানুষ হতে পারে আবার জিন্নও হতে পারে। শয়তান হতে পারে আপনার আমার পরিবারের কেউ অথবা বন্ধুবান্ধবদের কেউ অথবা সমাজের কেউ। শয়তানরা আল্লাহর বান্দাদের বিরুদ্ধে চক্রান্ত ও ষড়যন্ত্র করে এবং নানা কথা রটিয়ে সাজিয়েগুজিয়ে পরস্পরের সাথে শেয়ার করে।

أَفَغَيْرَ اللَّهِ أَبْتَغِي حَكَمًا وَهُوَ الَّذِي أَنْزَلَ إِلَيْكُمُ الْكِتَابَ مُفَصَّلًا ۚ وَالَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَعْلَمُونَ أَنَّهُ مُنَزَّلٌ مِنْ رَبِّكَ بِالْحَقِّ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ ﴿١١٤﴾

নীতিনির্ধারণ

১১৪. (হে নবী! কাফিরদের জিজ্ঞেস করো) আমি কি আল্লাহ ছাড়া অন্যকোনো হাকাম (নীতিনির্ধারক) খুঁজ করব? অথচ (আল্লাহ-ই সর্বোত্তম নীতিনির্ধারক। এসব নিপুণ নীতি ও আইনের সমন্বয়ে) তিনি নাযিল করেছেন সুবিন্যস্ত কিতাব (আল-কুরআন।) আমি যাদের কিতাব দিয়েছি তারা (সাহাবাগণ) জানে এটা যথাযথ এবং রাব্ব থেকে নাযিলকৃত। (তাই নীতিনির্ধারক হিসেবে একমাত্র আল্লাহকে মেনে নিয়ে আল্লাহর কিতাব মেনে চলবে) আর তাদের দলভুক্ত হইও না যারা এব্যাপারে (আল-কুরআনের আইন ও নীতির ব্যাপারে) সন্দিহান।

ঈমান ও আক্বীদাহঃ নীতি-নির্ধারণ ও আইন প্রণয়ন, ইত্যাদির একমাত্র বৈধ অধিকারী হলেন আল্লাহ তায়া'লা। আমরা এসব কাজ করব আল্লাহর প্রতিনিধি হিসেবে, আল্লাহর নীতি মেনে। তাই এসব কাজের ব্যাপারে আমরা স্বাধীন হলেও সার্বভৌম নয়। আমাদেরকে এসব কাজ করতে হবে আল্লাহর সার্বভৌমত্ব মেনে, আল্লাহর দেয়া মূলনীতির আওতাধীন থেকে। আল্লাহর দেয়া মূলনীতির বাইরে গিয়ে আইন প্রণয়ন বা নীতিনির্ধারণ করা কুফর। কোনো মুসলিম এমন করলে তার ঈমান বিনষ্ট হয়ে সকল আমাল নিষ্ফল ও বরবাদ হয়ে যায় আর সে হয়ে যায় চির জাহান্নামী মুনাফিক।

وَتَمَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا ۚ لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ ۚ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴿١١٥﴾

আল্লাহর বাণী ন্যায় সাম্য ও ইনসাফে পরিপূর্ণ

১১৫. তোমার প্রভুর বাণী (আল-কুরআন) সত্য, ন্যায়, সাম্য ও ইনসাফে পরিপূর্ণ। তার বাণী বদলে দেয়ার কেউ নেই। তিনি সর্বশ্রোতা, মহাজ্ঞানী।

ঈমান ও আক্বীদাহঃ আইন প্রণয়ন, নীতি-নির্ধারণ, বিচার ও শাসনসহ জীবনের সকল ক্ষেত্রে আল-কুরআন এবং রাসূল সাঃএর হাদীছ-ই সঠিক ও যথাযথ। এ ছাড়া বাকি সব বিভ্রান্তি ও মনগড়া। এ বিশ্বাস আমাদের ঈমানের অঙ্গ। এটা বিশ্বাস না করলে ঈমান নষ্ট হয়ে যাবে।

وَإِنْ تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ ۚ إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ ﴿١١٦﴾ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ مَنْ يَضِلُّ عَنْ سَبِيلِهِ ۖ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ ﴿١١٧﴾

মেজরিটি বা সংখ্যাধিক্যের অনুকরণ

১১৬. (হে নবী, মনে রেখো!) পৃথিবীতে যারা আছে এদের (অধিকাংশ-ই বদলোক। তাই) সংখ্যাধিক্যের অনুকরণ করলে তুমি আল্লাহর পথ থেকে বিচ্যুত হয়ে যাবে। কারণ তারা (পৃথিবীর অধিকাংশ মানুষ) ধারণা ও অনুমানের (তথা মানব রচিত ও মনগড়া নীতির) অনুকরণ করে।

১১৭. তোমার প্রভু জানেনঃ কে তার পথ থেকে বিচ্যুত। হেদায়াত প্রাপ্তদের ব্যাপারেও তিনি অবগত।

জ্ঞাতব্যঃ পৃথিবীর অধিকাংশ মানুষ সর্বদা-ই কুফর শিরক ও পাপাচারে লিপ্ত থাকে। তাই তাদের অনুকরণ করলে বিভ্রান্তি অনিবার্য হয়ে যায়। আজ বিশ্বের দেশে দেশে যেসব আইন, বিধান ও নীতিমালা মেনে চলা হচ্ছে এসব-ই মানব রচিত, মনগড়া, কতিপয় মানুষের ধারণা ও অনুমান নির্ভর।

ঈমান ও আক্বীদাহঃ আল্লাহর আইন ও নীতির বাইরে গিয়ে মানব রচিত বা মনগড়া কোনোকিছু মেনে নেওয়া কুফর ও বিভ্রান্তির অন্যতম পথ। কোনো মুসলিম এমন করলে তার ঈমান বিনষ্ট হয়ে সকল আ'মাল নিষ্ফল ও বরবাদ হয়ে যায় এবং সে হয়ে যায় চির জাহান্নামী মুনাফিক।

فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كُنْتُمْ بِآيَاتِهِ مُؤْمِنِينَ ﴿١١٨﴾ وَمَا لَكُمْ أَلَّا تَأْكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ ۗ وَإِنَّ كَثِيرًا لَيُضِلُّونَ بِأَهْوَائِهِمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ ۗ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِالْمُعْتَدِينَ ﴿١١٩﴾ وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ ۚ إِنَّ الَّذِينَ يَكْسِبُونَ الْإِثْمَ سَيُجْزَوْنَ بِمَا كَانُوا يَقْتَرِفُونَ ﴿١٢٠﴾ وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ ۗ وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ لِيُجَادِلُوكُمْ ۚ وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ ﴿١٢١﴾

খাদ্যে হালাল হারামের বিধান ও এর গুরুত্ব

১১৮. (হে আমার বান্দারা!) তোমরা যদি মুঅমিন হয়ে থাকো তাহলে শুধু ওই (পশুপাখির মাংসই) ভক্ষন করবে যা আল্লাহর নামে জবেহ করা হয়।

১১৯. কি হয়েছে? কেন তোমরা আল্লাহর নামে জবেহকৃত (পশুপাখির মাংস) ছাড়া অন্য (মাংস) খাবে? অথচ তিনি হালাল খাদ্যের ব্যাপারে তোমাদের কাছে সুস্পষ্ট বর্ণনা দিয়েছেন। তবে একান্ত বাধ্য হলে (জীবন ও স্বাস্থ্য বাঁচাতে হারাম খাদ্য খেতে পারবে। আর মনে রাখবে) অধিকাংশ মানুষ অজ্ঞতাবশতঃ মনগড়া নীতি ও বিধান দ্বারা (মানুষকে) বিভ্রান্ত করে থাকে। (তাই তাদের কথা মেনে নেবে না। মনে রাখবে! যারা এমন করে তারা সীমালঙ্ঘনকারী) আর তোমার প্রভু সীমালঙ্ঘনকারীদের ব্যাপারে সম্যক অবগত।

১২০. তোমরা প্রকাশ্য ও গোপনীয় সকল পাপ বর্জন করবে। (আর মনে রাখবে) পাপিষ্ঠরা অচিরেই তাদের কর্মফল পেয়ে যাবে।

১২১. (যেসব পশুপাখি) আল্লাহর নামে জবেহ করা হয়নি তোমরা এমন কিছু খাবে না। কারণ এসব পাপ। (মনে রাখবে) শয়তান তার চরদের কাছে (কুযুক্তি দিয়ে) বার্তা পাঠায়, যার ফলে তারা এ (হালাল হারাম) নিয়ে তোমাদের সাথে তর্ক করে। (তাই হালাল হারামসহ জীবনের সকল ব্যাপারে আল্লাহর আইন না মেনে) তাদের অনুকরণ করলে তোমরা মুশরিক হয়ে যাবে।

আইন ও বিধানঃ যে পশু বা পাখি আল্লাহ ছাড়া অন্য নামে বা অন্যের জন্য জবেহ করা হয় এটা হারাম।

ঈমান ও আক্বীদাহঃ আল্লাহ আমাদের একমাত্র রাব্ব। তাই আইন ও বিধান দেওয়ার একমাত্র বৈধ অধিকারী শুধু-ই আল্লাহ। আল্লাহর আইন ও বিধানের বিপরীতে অন্য কারো আইন বা বিধান মেনে নিলে আল্লাহর রুবুবিয়্যাতে শিরক হয়।

اَوَ مَنۡ كَانَ مَيۡتًا فَاَحۡيَيۡنٰهُ وَ جَعَلۡنَا لَهٗ نُوۡرًا يَّمۡشِىۡ بِهٖ فِى النَّاسِ كَمَنۡ مَّثَلُهٗ فِى الظُّلُمٰتِ لَيۡسَ بِخَارِجٍ مِّنۡهَا ؕ كَذٰلِكَ زُيِّنَ لِلۡكٰفِرِيۡنَ مَا كَانُوۡا يَعۡمَلُوۡنَ ﴿۱۲۲﴾

মুঅমিন ও কাফিরের উপমা

১২২. (এ আয়াতে মুঅমিন ও কাফিরের উপমা দেয়া হয়েছে। আল্লাহ বলছেন) এক ব্যক্তি মৃত (কাফির) ছিল, আমি তাকে জীবন (ঈমান) দিয়েছি এবং তাকে দিয়েছি নূর (আল-কুরআন) যার আলোকে সে জীবন যাপন করছে। আর অন্যজন অন্ধকারে (কুফরে) নিমজ্জিত, যা থেকে বেরিয়ে আসার সম্ভাবনা-ই নেই। এই ব্যক্তি আর ওই ব্যক্তি কী সমান? (আসলে সমান নয়। বরং মুঅমিন ব্যক্তি আছে সঠিক পথে আর কাফির ব্যক্তি চলছে জাহান্নামের পথে। তবে কাফিররা তাদের কাজকে সঠিক মনে করে। কারণ) কাফিরদের কাজকর্মকে এভাবে-ই শোভিত করা হয়। (তাই তারা পাপকে মনে করে আধুনিকতা, মুক্ত চিন্তা)

وَ كَذٰلِكَ جَعَلۡنَا فِىۡ كُلِّ قَرۡيَةٍ اَكٰبِرَ مُجۡرِمِيۡهَا لِيَمۡكُرُوۡا فِيۡهَا ؕ وَ مَا يَمۡكُرُوۡنَ اِلَّا بِاَنۡفُسِهِمۡ وَ مَا يَشۡعُرُوۡنَ ﴿۱۲۳﴾

পাপিষ্ঠ নেতৃত্ব জাতিকে ধ্বংসের দিকে ঠেলে দেয়

১২৩. (মক্কার নেতৃত্ব যেভাবে পাপিষ্ঠদের হাতে ছেড়ে দিয়েছি) ঠিক এভাবে-ই আমি অনেক দেশের নেতৃত্বে পাপিষ্ঠদের অধিষ্ঠিত করি, যেন (ক্ষমতা পেয়ে) তারা (ইসলামের বিরুদ্ধে) চক্রান্তে মেতে উঠে। তবে আসলে তারা নিজের বিরুদ্ধে-ই চক্রান্ত করে; কিন্তু তারা এটা বুঝে না।

জ্ঞাতব্যঃ পাপিষ্ঠ নেতৃত্ব জাতিকে ধ্বংসের দিকে ঠেলে দেয়। পাপিষ্ঠ লোকেরা নেতৃত্ব পেয়ে ইসলামের বিরুদ্ধে চক্রান্ত ও ষড়যন্ত্র করে এবং পাপাচারে মেতে উঠে। আর এসব চক্রান্ত, ষড়যন্ত্র ও পাপচারের ফলে অবধারিত হয় আল্লাহর আযাব এবং আযাবে ধ্বংস হয় জাতি।

وَ اِذَا جَآءَتْهُمْ اٰيَةٌ قَالُوْا لَنْ نُّؤْمِنَ حَتّٰى نُؤْتٰى مِثْلَ مَآ اُوْتِيَ رُسُلُ اللّٰهِ اَللّٰهُ اَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهٗ ؕ سَيُصِيْبُ الَّذِيْنَ اَجْرَمُوْا صَغَارٌ عِنْدَ اللّٰهِ وَ عَذَابٌ شَدِيْدٌۢ بِمَا كَانُوْا يَمْكُرُوْنَ ﴿١٢٤﴾

ঈমান আনতে শর্তারোপ করা

১২৪. (কোনো রাসূলের উপর) যখন কোনো আয়াত (বিধান নিদর্শন) এসেছে তখন তারা বলেছেঃ রাসূলগণকে যা দেয়া হয়েছে আমাদেরকে এটা না দিলে আমরা ঈমান আনব না। (অর্থাৎ তারা চায় তাদের কাছে ওহী এবং নিদর্শন আসুক যেমন আসে রাসূলগণের কাছে) অথচ আল্লাহ খুব-ই জানেনঃ কার কাছে অর্পণ করবেন রিসালাত। (যে বা যারা আল্লাহর সিদ্ধান্ত মেনে নেয় না তারা পাপিষ্ঠ।) আর পাপিষ্ঠরা তাদের চক্রান্ত ও ষড়যন্ত্রের ফসল হিসেবে অচিরে-ই লাঞ্ছনা ও কঠিন আযাবের সম্মুখীন হবে।

জ্ঞাতব্যঃ ঈমান আনতে হয় নিঃশর্তভাবে, আল্লাহ ও রাসূলের কথা বিশ্বাস করে। ঈমান আনতে শর্তারোপ করা কুফর। সাধারণত চক্রান্ত ও ষড়যন্ত্রকারীরা-ই এমনটি করে থাকে। কেউ এমন করলে তার জন্য আল্লাহর আযাব অবধারিত হয়ে যায়।

فَمَنْ يُّرِدِ اللّٰهُ اَنْ يَّهْدِيَهٗ يَشْرَحْ صَدْرَهٗ لِلْاِسْلَامِ ۚ وَ مَنْ يُّرِدْ اَنْ يُّضِلَّهٗ يَجْعَلْ صَدْرَهٗ ضَيِّقًا حَرَجًا كَاَنَّمَا يَصَّعَّدُ فِي السَّمَآءِ ؕ كَذٰلِكَ يَجْعَلُ اللّٰهُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُوْنَ ﴿١٢٥﴾

মুক্ত মন আর সংকীর্ণ মন

১২৫. আল্লাহ যাকে হেদায়াত করতে চান তার অন্তরকে ইসলামের জন্য উন্মুক্ত করে দেন। আর যাকে বিভ্রান্ত করতে চান তার অন্তরকে সংকীর্ণ করে তার তরে (হেদায়াতের পথ) এমনভাবে কঠিন করে দেন যেন সে আকাশে আরোহণ করছে। আল্লাহ এভাবে-ই বেইমানদের জন্য মন্দকে (শয়তানকে) নির্ধারিত করে দেন।

জ্ঞাতব্যঃ আসলে মুক্ত মন, মুক্ত মনা, মুক্ত চিন্তা ইত্যাদি মুঅমিনের বৈশিষ্ট্য। আর সংকীর্ণ মন, সংকীর্ণমনা ও সংকীর্ণ চিন্তা কাফিরদের বৈশিষ্ট্য। মুঅমিনদের লক্ষ্য থাকে সবদিকে আর কাফিরদের ভাবনা থাকে একমুখী। কিন্তু দলাদলিতে নিমজ্জিত হয়ে বিভ্রান্তির পথে ধাবমান হওয়ার কারণে অনেক মুসলিমের মনও সংকীর্ন হয়ে যায়। আমাদের সমাজে ইসলামকে হীনস্বার্থে ব্যবহার করে এসব দলবাজরা-ই ইসলামের নামে গলাবাজি করে। আর এদের হীনতা ও সংকীর্ণতা দেখে ইসলামী জ্ঞানশূন্য মানুষের ভুল ধারণা তৈরি হয়।

وَ هٰذَا صِرَاطُ رَبِّكَ مُسْتَقِيْمًا ؕ قَدْ فَصَّلْنَا الْاٰيٰتِ لِقَوْمٍ يَّذَّكَّرُوْنَ ﴿١٢٦﴾ لَهُمْ دَارُ السَّلٰمِ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَ هُوَ وَلِيُّهُمْ بِمَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ﴿١٢٧﴾

সোজা পথ ও আল্লাহর ওলী

১২৬. এটা-ই (ইসলাম-ই) তোমার প্রভুর পথ, সোজা পথ। (আর আল্লাহর কাছে আত্মসমর্পণ করে বাস্তব জীবনে আল্লাহর বিধান মেনে চলার নাম-ই ইসলাম) আমি (আল্লাহ) বিধানসমূহ সবিস্তারে বর্ণনা করি গ্রহণকারীদের জন্য।

১২৭. (যে বা যারা ইসলাম মত জীবন যাপন করে) প্রভুর কাছে তাদের জন্য আছে শান্তির আবাস তথা জান্নাত এবং তাদের কাজকর্মের ফলশ্রুতিতে তিনি তাদের ওয়ালী (রক্ষক) হয়ে যান।

وَ يَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيْعًا ۚ يٰمَعْشَرَ الْجِنِّ قَدِ اسْتَكْثَرْتُمْ مِّنَ الْاِنْسِ ۚ وَقَالَ اَوْلِيٰٓؤُهُمْ مِّنَ الْاِنْسِ رَبَّنَا اسْتَمْتَعَ بَعْضُنَا بِبَعْضٍ وَّ بَلَغْنَآ اَجَلَنَا الَّذِيْٓ اَجَّلْتَ لَنَا ؕ قَالَ النَّارُ مَثْوٰىكُمْ خٰلِدِيْنَ فِيْهَآ اِلَّا مَا شَآءَ اللّٰهُ ؕ اِنَّ رَبَّكَ حَكِيْمٌ عَلِيْمٌ ﴿١٢٨﴾ وَ كَذٰلِكَ نُوَلِّيْ بَعْضَ الظّٰلِمِيْنَ بَعْضًۢا بِمَا كَانُوْا يَكْسِبُوْنَ ﴿١٢٩﴾

মানুষের কৃতকর্মের কারণেই শয়তান মানুষের উপর কর্তৃত্বশীল হয়

১২৮. যেদিন আল্লাহ সবাইকে একত্রিত করবেন (এবং বলবেন) হে জিন্ন জাতি! তোমরা অনেক মানুষকে বিভ্রান্ত করেছ। যেসব মানুষ (জিন্নদের) মিত্র ছিল তারা বলবেঃ হে রাব্ব! আমরা নিজ স্বার্থে পরস্পরকে ব্যবহার করেছি এবং এখন আপনার নির্ধারিত পরিণতিতে উপনীত হয়েছি। আল্লাহ বলবেনঃ তোমাদের ঠিকানা জাহান্নাম, তোমরা সেখানে চিরদিন থাকবে, তবে আল্লাহর ইচ্ছা হলে (ফাসিকদের বের করে দেবেন।) নিশ্চয় তোমার রাব্ব মহাকৌশলী, মহাজ্ঞানী।

১২৯. আমি (আল্লাহ) এভাবে-ই পাপিষ্ঠদের কৃতকর্মের ফলে তাদের একদলকে অন্যদলের উপর কর্তৃত্বশীল করে দেই। (শয়তান মানুষের উপর কর্তৃত্বশীল হয় তাদের-ই কৃতকর্মের কারণে)

জ্ঞাতব্যঃ যে মানুষ বা যে জিন্ন মন্দ কথা বলে মন্দ পথে চলে এবং অন্যকে মন্দ পথে প্ররোচিত করে সে-ই শয়তান। আল কুরআন ও হাদীছের বহু জায়গায় বিভ্রান্ত নেতাদেরকে শয়তান বলা হয়েছে। এ শয়তানরা প্রভাবশালী ও কর্তৃত্বশীল হয়ে মানুষের উপর প্রভাব খাটায় এবং মানুষকে ভুল পথে ঠেলে দেয়। তবে এরা মানুষের উপর কর্তৃত্বশীল হয় মানুষের-ই কৃতকর্মের কারণে।

يٰمَعْشَرَ الْجِنِّ وَ الْاِنْسِ اَلَمْ يَاْتِكُمْ رُسُلٌ مِّنْكُمْ يَقُصُّوْنَ عَلَيْكُمْ اٰيٰتِيْ وَ يُنْذِرُوْنَكُمْ لِقَآءَ يَوْمِكُمْ هٰذَا ؕ قَالُوْا شَهِدْنَا عَلٰٓى اَنْفُسِنَا وَ غَرَّتْهُمُ الْحَيٰوةُ الدُّنْيَا وَ شَهِدُوْا عَلٰٓى اَنْفُسِهِمْ اَنَّهُمْ كَانُوْا كٰفِرِيْنَ ﴿١٣٠﴾ ذٰلِكَ اَنْ لَّمْ يَكُنْ رَّبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرٰى بِظُلْمٍ وَّ اَهْلُهَا غٰفِلُوْنَ ﴿١٣١﴾

আযাবের ব্যাপারে আল্লাহর রীতি

১৩০. (কিয়ামতের দিন আল্লাহ বলবেনঃ) হে জিন্ন ও মানুষ! তোমাদের কাছে কী আমার কোনো রাসূল

আসেনি? যে তোমাদের কাছে আমার বিধান বর্ণনা করেছে, তোমাদেরকে এই দিনের ব্যাপারে সাবধান করে দিয়েছে?

তারা বলবেঃ আমরা নিজের বিপক্ষে সাক্ষ্য দিচ্ছি (রাসূল এসেছিলেন ঠিক-ই কিন্তু আমরা উনাদের মেনে নেইনি। আল্লাহর রাসূলকে মেনে নিয়ে বাস্তব জীবনে আল্লাহর বিধান মেনে না চলার কারণ) দুনিয়ার জীবন তাদের ধোঁকায় ফেলে দিয়েছিল। (তাই বিচার দিনে) তারা নিজের বিপক্ষে সাক্ষ্য দেবেঃ তারা কাফির ছিল। (পরকালে কাফিররা প্রথমে পাপ অস্বীকার করবে, তারপর সব স্বীকার করে নেবে।)

১৩১. এটা (রাসূল পাঠানো) এজন্য যে, তোমার প্রভু মানুষকে গাফিল রেখে পাপের কারণে ধ্বংস করেন না। (তিনি প্রথমে রাসূল ও কিতাব পাঠিয়ে সাবধান করেন। তারপর আযাব দেন)

وَلِكُلٍّ دَرَجٰتٌ مِّمَّا عَمِلُوْا ؕ وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُوْنَ ﴿١٣٢﴾

যেমন কর্ম তেমন ফল

১৩২. (পরকালে) প্রতিটি ব্যক্তির মান নির্ধারিত হবে তার কর্ম অনুপাতে। তাদের কাজ সম্পর্কে তোমাদের প্রভু উদাসীন নন।

وَرَبُّكَ الْغَنِيُّ ذُو الرَّحْمَةِ ؕ اِنْ يَّشَاْ يُذْهِبْكُمْ وَيَسْتَخْلِفْ مِنْۢ بَعْدِكُمْ مَّا يَشَآءُ كَمَآ اَنْشَاَكُمْ مِّنْ ذُرِّيَّةِ قَوْمٍ اٰخَرِيْنَ ﴿١٣٣﴾ اِنَّ مَا تُوْعَدُوْنَ لَاٰتٍ ۙ وَّمَآ اَنْتُمْ بِمُعْجِزِيْنَ ﴿١٣٤﴾

আল্লাহ সব করতে সক্ষম আর আমরা অক্ষম

১৩৩. (হে নবী!) তোমার প্রভু অভাব মুক্ত, দয়াময়। আর (হে কাফিরের দল! যারা আল্লাহর বিধান অবজ্ঞা করছো, শোনো!) আল্লাহ ইচ্ছা করলে তোমাদের ধ্বংস করে তার পছন্দমত অন্যদেরকে তোমাদের স্থলাভিষিক্ত করবেন, যেমন তোমাদেরকে অন্যদের স্থলাভিষিক্ত করেছেন।

১৩৪. (হে মানুষ, শোনো!) তোমাদেরকে যেসব প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়েছে এর সব-ই আসন্ন। তোমরা কেউ তা ফিরাতে পারবে না।

قُلْ يٰقَوْمِ اعْمَلُوْا عَلٰى مَكَانَتِكُمْ اِنِّيْ عَامِلٌ ۚ فَسَوْفَ تَعْلَمُوْنَ ۙ مَنْ تَكُوْنُ لَهٗ عَاقِبَةُ الدَّارِ ؕ اِنَّهٗ لَا يُفْلِحُ الظّٰلِمُوْنَ ﴿١٣٥﴾

ইসলামের উপর অবিচল থাকতে হবে

১৩৫. (হে নবী! মানুষকে) জানিয়ে দাওঃ হে আমার জাতি! তোমরা তোমাদের অবস্থানে থেকে (তোমাদের পছন্দ মত) কাজ করে যাও, আমি (তাওহীদের উপর অবিচল থেকে) আমার কাজ করে

যাব। তোমরা অচিরে-ই জেনে যাবেঃ আখেরাতের আবাস কার জন্য (মুঅমিনের, না মুশরিকের?) নিশ্চয় পাপিষ্ঠরা সফল হতে পারবে না।

জ্ঞাতব্যঃ ইসলামের নীতি হচ্ছে কাফির মুশরিকরা তাদের পছন্দ মত ইবাদত বন্দেগীসহ অন্যান্য কাজ করে যাবে, এতে আমরা বাধা দেব না। তবে আমরা তাওহীদের পথে অবিচল থেকে আমাদের কাজ চালিয়ে যাব।

আমরা সদা সর্বদা ইসলামের উপর অবিচল থাকব। আমরা ধর্মহীন, ধর্মনিরপক্ষ বা আন্তধর্মীয় হব না। আমরা কোনো অবস্থাতেই দ্বীনি বিষয়াদি নিয়ে কাফিরদের সাথে কম্প্রমাইজ করব না। কিন্তু আজকাল মাল্টি ফেইথ বা আন্তধর্মীয় রীতিনীতির নামে এটা-ই শুরু হয়েছে।

ঈমান ও আক্বীদাহঃ আমাদের মনে রাখতে হবেঃ মুসলিম ও কাফিরের মিশ্র সমাজে শুধু সামাজিক শান্তি ও স্থিতিশীলতার জন্য (ইসলামী রীতিনীতির বাইরে না গিয়ে শুধু জাগতিক বিষয়ে) মাল্টি ফেইথ (আন্তধর্মীয়) আলোচনা মেনে নিলেও মাল্টি ফেইথ উপাসনা বা মাল্টি ফেইথ প্রার্থনা বা মাল্টি ফেইথ দোয়া মাহফিল কোনো ভাবে-ই মেনে নেওয়া যায় না। মাল্টি ফেইথ উপাসনা বা মাল্টি ফেইথ দোয়া মেনে নেওয়া শিরকের-ই নামান্তর।

وَ جَعَلُوْا لِلّٰهِ مِمَّا ذَرَاَ مِنَ الْحَرْثِ وَ الْاَنْعَامِ نَصِيْبًا فَقَالُوْا هٰذَا لِلّٰهِ بِزَعْمِهِمْ وَ هٰذَا لِشُرَكَآئِنَا ۚ فَمَا كَانَ لِشُرَكَآئِهِمْ فَلَا يَصِلُ اِلَى اللّٰهِ ۚ وَمَا كَانَ لِلّٰهِ فَهُوَ يَصِلُ اِلٰى شُرَكَآئِهِمْ ؕ سَآءَ مَا يَحْكُمُوْنَ ﴿١٣٦﴾ وَ كَذٰلِكَ زَيَّنَ لِكَثِيْرٍ مِّنَ الْمُشْرِكِيْنَ قَتْلَ اَوْلَادِهِمْ شُرَكَآؤُهُمْ لِيُرْدُوْهُمْ وَ لِيَلْبِسُوْا عَلَيْهِمْ دِيْنَهُمْ ؕ وَلَوْ شَآءَ اللّٰهُ مَا فَعَلُوْهُ فَذَرْهُمْ وَ مَا يَفْتَرُوْنَ ﴿١٣٧﴾

খোদার নামে মুশরিকদের বণ্টন

১৩৬. তারা (মুশরিকরা তাদের) উৎপাদিত ফসল ও পশুর একাংশ আল্লাহর জন্য (আর একাংশ অন্য খোদার জন্য) নির্ধারণ করে রাখে আর বলেঃ এটা আল্লাহর জন্য আর এটা আমাদের অন্য খোদাদের জন্য। আসলে এসবই তাদের ধারণামূলক মনগড়া উক্তি। তারা অন্য খোদার জন্য যা নির্ধারণ করে এটা কখনো আল্লাহর অংশে মিশায় না। আর আল্লাহর জন্য যা নির্ধারণ করে এটা অন্য খোদার অংশে মিশিয়ে দেয়। তাদের এ বিচার বড়-ই জঘন্য।

জ্ঞাতব্যঃ আরবের মুশরিকরা তাদের উৎপাদিত ফসল ও গবাদিপশু থেকে একটি নির্ধারিত অংশ আল্লাহর জন্য রেখে দিত, সাথে আরও একটি অংশ রাখতো তাদের মনগড়া অন্য খোদাদের জন্য।

আল্লাহর অংশ থেকে তারা গরীব দুঃখীদের দান করত আর অন্য খোদাদের অংশটি ওই খোদার সেবকদের জন্য খোদার মন্দিরে দিয়ে দিত।

আসলে এমন করা শিরক। আর আজকাল আমাদের সমাজের মুসলিম নামধারী অনেক মানুষকেও এমনটি করতে দেখা যায়। তারা তাদের ফসলের এবং গবাদিপশুর একটি অংশ আল্লাহর জন্য নির্ধারণ করে রাখেন আর একটি অংশ রাখেন দরগাহ, মাজার, উরুস, ইত্যাদির জন্য। আসলে এসব-ই মুশরিকদের কাজ, শিরকের-ই অংশ।

পটভূমিঃ মুশরিকরা নানাভাবে সন্তান হত্যা করত। কেউ দরিদ্রতার ভয়ে, কেউ ইজ্জতের ভয়ে, কেউ তাদের খোদার সন্তুষ্টির জন্য। এসব কুসংস্কার ও কুফরি প্রথা রহিত করে নাযিল হয়...

১৩৭. তাদের (আখেরাত) ধ্বংস করার জন্য, তাদের দ্বীনকে দোদল্যমান করে দেয়ার জন্য, তাদের মনগড়া খোদাগণ এভাবে-ই মুশরিকের কাছে সন্তান হত্যাকে শোভনীয় করে দেয় (অর্থাৎ মনগড়া খোদার জন্য সন্তান উৎসর্গ করার কুসংস্কারটিকে শয়তান তাদের অন্তরে শোভিত করে দেয়) আল্লাহ চাইলে তারা এমন করতে পারত না। তাই তাদের বর্জন করো এবং তাদের সকল রটনাকেও (বর্জন করো।)

وَ قَالُوْا هٰذِهٖۤ اَنْعَامٌ وَّ حَرْثٌ حِجْرٌ ۙ لَّا يَطْعَمُهَاۤ اِلَّا مَنْ نَّشَآءُ بِزَعْمِهِمْ وَ اَنْعَامٌ حُرِّمَتْ ظُهُوْرُهَا وَ اَنْعَامٌ لَّا يَذْكُرُوْنَ اسْمَ اللّٰهِ عَلَيْهَا افْتِرَآءً عَلَيْهِ ؕ سَيَجْزِيْهِمْ بِمَا كَانُوْا يَفْتَرُوْنَ ﴿۱۳۸﴾

ধর্মীয় ব্যাপারে মনগড়া রীতি বা প্রথা তৈরি করা

পটভূমিঃ মুশরিক সমাজে একটি কুসংস্কার ছিলঃ কোনো বস্তু বা জন্তু খোদার নামে উৎসর্গ করা হলে এটা জনসাধারনের জন্য হারাম হয়ে যেত। তবে খোদার সেবকরা ভোগ করত এবং এটা তাদের জন্য নির্ধারিত হয়ে যেত। এসব বস্তু ও জন্তু শুধু সেবকরাই ব্যবহার করত। অর্থাৎ তাদের মনগড়া বিধান মত এক-ই বস্তু কারো জন্য বৈধ আর কারো জন্য অবৈধ ছিল। এতে নাযিল হয়ঃ

১৩৮. তারা (দেবদেবীর সেবকরা) বলেঃ এসব পশু ও খাদ্য সংরক্ষিত। তাদের ধারণা হলোঃ এগুলো শুধু তারা-ই খেতে পারবে যাদেরকে আমরা (খোদার সেবকরা) অনুমতি দেব। এসব পশুর পিঠে আরোহণ করাও (সর্ব সাধারণের জন্য) নিষিদ্ধ ছিল। এসব পশু জবেহ কালে আল্লাহর নাম নেয়া হত না। (বরং যে খোদার নামে উৎসর্গ করা হয়েছে তার নামে জবেহ করা হত। আর এসব রীতিকে ধর্মীয় রীতি হিসেবে পালন করা হত। আসলে এসব-ই ছিল তাদের মনগড়া। আর ধর্মীয় ব্যাপারে মনগড়া রীতি বা প্রথা তৈরি করা হলো) আল্লাহর উপর মিথ্যাচার। আল্লাহ অচিরেই বদলা দেবেন এসব মিথ্যাচারের।

وَ قَالُوْا مَا فِيْ بُطُوْنِ هٰذِهِ الْاَنْعَامِ خَالِصَةٌ لِّذُكُوْرِنَا وَ مُحَرَّمٌ عَلٰۤى اَزْوَاجِنَا ۚ وَ اِنْ يَّكُنْ مَّيْتَةً فَهُمْ فِيْهِ شُرَكَآءُ ؕ سَيَجْزِيْهِمْ وَصْفَهُمْ ؕ اِنَّهٗ حَكِيْمٌ عَلِيْمٌ ﴿۱۳۹﴾

পটভূমিঃ মুশরিক সমাজে আরও একটি কুপ্রথা ছিলঃ জবেহকৃত পশুর পেটে জীবিত বাচ্ছা পাওয়া গেলে এর মাংস মহিলাদের জন্য নিষিদ্ধ, শুধু পুরুষরা-ই এটা খেতে পারবে। তবে পশুর পেটে মৃত বাচ্ছা পাওয়া গেলে পুরুষ-নারী সবাই খেতে পারবে। এসব কুসংস্কার রহিত করে নাযিল হয়েছে...

১৩৯. তারা বলেঃ (জবেহকৃত) পশুর পেটের বাচ্ছা শুধু-ই পুরুষদের জন্য, নারীদের জন্য এটা হারাম। তবে বাচ্ছাটি মৃত হলে (পুরুষ-নারী) সবাই খেতে পারবে। (এ সকল রীতি ও প্রথাকেও তারা ধর্মীয় রীতি ও প্রথা হিসেবে চালিয়ে দিত, যা ছিল আল্লাহর উপর মিথ্যাচার) আল্লাহ অচিরেই এ (মিথ্যাচারের) বদলা দেবেন। তিনি মহাকৌশলী, মহাজ্ঞানী।

قَدْ خَسِرَ الَّذِيْنَ قَتَلُوْٓا اَوْلَادَهُمْ سَفَهًا بِغَيْرِ عِلْمٍ وَّ حَرَّمُوْا مَا رَزَقَهُمُ اللّٰهُ افْتِرَآءً عَلَى اللّٰهِ ؕ قَدْ ضَلُّوْا وَ مَا كَانُوْا مُهْتَدِيْنَ ﴿١٤٠﴾

চিরতরে ক্ষতিগ্রস্থ যারা

১৪০. তারা চিরতরে ক্ষতিগ্রস্থ হয়ে গেছে, যারা কান্ডজ্ঞানহীন হয়ে অজ্ঞতা বশত সন্তান হত্যা করে, যারা আল্লাহর উপর মিথ্যাচার করে এবং আল্লাহর দেয়া (হালাল) খাদ্যকে হারাম বানায়; তারা বিভ্রান্ত, হেদায়াত প্রাপ্ত নয়।

وَ هُوَ الَّذِيْٓ اَنْشَاَ جَنّٰتٍ مَّعْرُوْشٰتٍ وَّ غَيْرَ مَعْرُوْشٰتٍ وَّ النَّخْلَ وَ الزَّرْعَ مُخْتَلِفًا اُكُلُهٗ وَ الزَّيْتُوْنَ وَ الرُّمَّانَ مُتَشَابِهًا وَّ غَيْرَ مُتَشَابِهٍ ؕ كُلُوْا مِنْ ثَمَرِهٖٓ اِذَآ اَثْمَرَ وَ اٰتُوْا حَقَّهٗ يَوْمَ حَصَادِهٖ وَ لَا تُسْرِفُوْا ؕ اِنَّهٗ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِيْنَ ﴿١٤١﴾

উৎপাদিত ফসলের হক

১৪১. আল্লাহ সৃজন করেছেন বৃক্ষ গুল্ম ও লতা বিশিষ্ট বাগান, খেজুর ও শস্যদানা, যা নানা স্বাদের হয়ে থাকে এবং যাইতুন ও ডালিম সহ সামঞ্জস্যপূর্ণ আর সামঞ্জস্যহীন কতকিছু। এসব (গাছ ও বাগান) যখন ফলবান হয় তোমরা তখন খাদ্য হিসেবে ব্যবহার করো। (শোনো!) ফসল আহরণকালে এর হক (যাকাত, উশর, খারাজ, সাদাকাহ) অবশ্যই আদায় করবে এবং এর অপব্যবহার করবে না। কারণ অপব্যবহারকারীদের আল্লাহ পছন্দ করেন না।

জ্ঞাতব্যঃ ইসলামী বিধান হলোঃ সরকার কৃষককে জমি দেবে, বীজ দেবে, সেচের ব্যবস্থাসহ প্রয়োজনীয় সহায়তা দেবে। আর কৃষক নির্দিষ্ট পরিমাণে সরকারকে ফসলের অংশ দেবে। অবস্থা ও অংশের ব্যবধানে এটা-ই উশর ও খারাজ নামে খ্যাত আর এসব-ই ফসলের হক বা অধিকার।

وَ مِنَ الْاَنْعَامِ حَمُوْلَةً وَّ فَرْشًا ؕ كُلُوْا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللّٰهُ وَ لَا تَتَّبِعُوْا خُطُوٰتِ الشَّيْطٰنِ ؕ اِنَّهٗ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِيْنٌ ﴿١٤٢﴾ ثَمٰنِيَةَ اَزْوَاجٍ ۚ مِنَ الضَّاْنِ اثْنَيْنِ وَ مِنَ الْمَعْزِ اثْنَيْنِ ؕ قُلْ ءٰٓالذَّكَرَيْنِ حَرَّمَ اَمِ الْاُنْثَيَيْنِ اَمَّا اشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ اَرْحَامُ الْاُنْثَيَيْنِ ؕ نَبِّـُٔوْنِيْ بِعِلْمٍ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ ﴿١٤٣﴾ وَ مِنَ الْاِبِلِ اثْنَيْنِ وَ مِنَ الْبَقَرِ اثْنَيْنِ ؕ قُلْ ءٰٓالذَّكَرَيْنِ حَرَّمَ اَمِ الْاُنْثَيَيْنِ اَمَّا اشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ اَرْحَامُ الْاُنْثَيَيْنِ ؕ اَمْ كُنْتُمْ شُهَدَآءَ اِذْ وَصّٰىكُمُ اللّٰهُ بِهٰذَا ۚ فَمَنْ اَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرٰى عَلَى اللّٰهِ كَذِبًا لِّيُضِلَّ النَّاسَ بِغَيْرِ عِلْمٍ ؕ اِنَّ اللّٰهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظّٰلِمِيْنَ ﴿١٤٤﴾

হালাল পশু

১৪২. পশুদের মাঝে কিছু হচ্ছে "হা'মূলাহ" আর কিছু "ফারশ"। তোমরা আল্লাহর দেয়া (হালাল) খাবার গ্রহণ করবে (আর হারাম বর্জন করবে। হারাম খাদ্য গ্রহণ করে) শয়তানের পদাংক অনুকরণ করবে না। নিশ্চয় সে তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু।

জ্ঞাতব্যঃ হা'মূলাহঃ অর্থ উঁচু আকৃতির, ভারবাহী। যেসব পশু উচু আকৃতির হয় এবং যেসব পশুকে বাহন হিসেবে বা কৃষি কাজে ব্যবহার করা যায় এগুলোকে হামূলা বলা হয়। যেমনঃ উট, গরু, মহিষ, ইত্যাদি।

ফারশঃ অর্থ নিচু আকৃতির। যেসব পশু নীচু আকৃতির হয় এবং যেসব পশুকে বাহন হিসেবে বা কৃষি কাজে ব্যবহার করা যায় না, বরং শুধু মাংস খাওয়া যায়। এগুলোকে বলা হয় ফারশ। যেমনঃ ছাগল, ভেড়া, দুম্বা, ইত্যাদি।

১৪৩. (হালাল গবাদিপশু) আট প্রকার। মেষ দু'টি (নর ও মাদি) এবং ছাগল দু'টি। (কাফিরদের) জিজ্ঞেস করোঃ আল্লাহ নর হারাম করেছেন, না মাদি? না কি মাদির গর্ভাশয়ের বস্তু? তোমরা সত্য হলে সঠিক উত্তর দাও। (আসলে যে পশু হালাল তা পুরুষ নারী সবার জন্য-ই হালাল আর যেটা হারাম সবার জন্য-ই হারাম। এক-ই পশু পুরুষের জন্য হালাল আর নারীর জন্য হারাম এমন হতে-ই পারে না। কিন্তু কাফির পন্ডিতরা তা-ই করছে।)

১৪৪. উট দু'টি এবং গরু দু'টি (এসব-ই হালাল পশু। কাফিরদের) জিজ্ঞেস করোঃ আল্লাহ নর হারাম করেছেন, না মাদি? না কি মাদির গর্ভাশয়ের বস্তু? (এসব পশুকে হালাল বা হারাম করে) আল্লাহ যখন আদেশ জারি করেছিলেন তখন তোমরা কি তথায় উপস্থিত ছিলে?
(আসলে সব-ই তোমাদের বানানো রীতি ও প্রথা। আর এসব-ই মানুষকে বিভ্রান্ত করার জন্য আল্লাহর উপর মিথ্যাচার। তাই জেনে রাখো!) যে ব্যক্তি মানুষকে বিভ্রান্ত করতে কান্ডজ্ঞানহীন হয়ে আল্লাহর উপর মিথ্যাচার করে; তার চেয়ে বড় পাপিষ্ঠ আর কে? আল্লাহ পাপিষ্ঠদের হেদায়াত করেন না (যদি সে নিজ থেকে না চায়)

জ্ঞাতব্যঃ যে পশু হালাল, এটা সবার জন্য-ই হালাল, এর সকল অংশ-ই হালাল। এক-ই পশু কারো জন্য হালাল আর কারো জন্য হারাম হয় না। এক-ই পশুর এক অংশ হালাল আর অপর অংশ হারাম হয় না। কিন্তু মুশরিকরা এমন করত। আর আজকাল আমাদের সমাজের কিছু মানুষকেও এমনটি করতে দেখা যায়।

قُلْ لَّآ اَجِدُ فِيْ مَآ اُوْحِيَ اِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلٰى طَاعِمٍ يَّطْعَمُهٗٓ اِلَّآ اَنْ يَّكُوْنَ مَيْتَةً اَوْ دَمًا مَّسْفُوْحًا اَوْ لَحْمَ خِنْزِيْرٍ فَاِنَّهٗ رِجْسٌ اَوْ فِسْقًا اُهِلَّ لِغَيْرِ اللّٰهِ بِهٖ ۚ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَّلَا عَادٍ فَاِنَّ رَبَّكَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ﴿١٤٥﴾

হারাম খাদ্য তালিকা

১৪৫. (হে নবী! মানুষকে) বলে দাওঃ আমার কাছে যে ওহী এসেছে, আল্লাহর দেয়া খাদ্য সামগ্রীর মাঝে আমি এতে হারাম পেয়েছিঃ শুধু মৃত, প্রবাহমান রক্ত ও শূকরের মাংস। এসব-ই অপবিত্র বস্তু। আর (হারাম পেয়েছি) আল্লাহ ছাড়া অন্য নামে জবেহকৃত (মাংস), এসব (ভক্ষণ করা) পাপ তবে অবাধ্যতা বা সীমালঙ্ঘন ছাড়া অন্য কারণে (হারাম খেতে) বাধ্য হলে (পাপ হয় না। কারণ) তোমার প্রভু ক্ষমাশীল, দয়াময়।

আইন ও বিধানঃ

- ❖ সী ফুড তথা জলজ প্রাণী (মাছ) আর জারাদ (পঙ্গপাল) ছাড়া আর সকল প্রকার প্রাণী মরে গেলে হারাম হয়ে যায়।
- ❖ প্রবাহমান রক্ত খাওয়া হারাম। তবে জবেহকৃত পাশুপাখির মাংস অথবা ক্ষিমা না ধুয়ে রান্না করলে বা আস্তা পশুপাখি গ্রীল করলে এর সাথে লেগে থাকা রক্তের কারণে এটা হারাম হয় না। কারণ এ রক্ত প্রবাহমান নয়।
- ❖ শূকরের মাংস এবং এ মাংস, চামড়া বা চর্বি দিয়ে উৎপাদিত সামগ্রী হারাম।

وَعَلَى الَّذِيْنَ هَادُوْا حَرَّمْنَا كُلَّ ذِيْ ظُفُرٍ ۚ وَمِنَ الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ شُحُوْمَهُمَآ اِلَّا مَا حَمَلَتْ ظُهُوْرُهُمَآ اَوِ الْحَوَايَآ اَوْ مَا اخْتَلَطَ بِعَظْمٍ ؕ ذٰلِكَ جَزَيْنٰهُمْ بِبَغْيِهِمْ ۖ وَاِنَّا لَصٰدِقُوْنَ ﴿١٤٦﴾ فَاِنْ كَذَّبُوْكَ فَقُلْ رَّبُّكُمْ ذُوْ رَحْمَةٍ وَّاسِعَةٍ ۚ وَلَا يُرَدُّ بَاْسُهٗ عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِيْنَ ﴿١٤٧﴾

ইয়াহুদীদের মিথ্যাচার

১৪৬. (ইয়াহুদ বলতঃ আল্লাহ কোনো কিছু আমাদের জন্য আলাদা ভাবে হারাম করেননি। (কুরতুবী) তাদের এ দাবী খন্ডন করে আল্লাহ নাযিল করেছেন) আমি ইয়াহুদীদের তরে হারাম করেছিলাম নখযুক্ত প্রাণী, গরু ও মেষের চর্বি। তবে পিঠ, নাড়িভুঁড়ি ও হাড়ের সঙ্গে মিশ্রিত চর্বি ছাড়া। এসব (হারাম হয়েছিল) তাদের অবাধ্যতার কারণে। নিশ্চয় আমি সত্যবাদী। (উল্লেখিত বস্তু সমূহ হারাম ছিল শুধু-ই ইয়াহুদীদের জন্য, তাদের সাজা স্বরূপ, অন্যদের জন্য নয়। কিন্তু ইয়াহুদ মনে করত এসব বস্তু সবার জন্য-ই হারাম।)

১৪৭. তারা যদি (এসব কথা) বিশ্বাস না করে তবে বলে দাওঃ তোমাদের প্রভু করুণাময়। (তবে তিনি শাস্তি দানেও কঠোর) তার সাজা পাপিষ্টদের থেকে প্রত্যাহার করা হবে না।

سَيَقُوْلُ الَّذِيْنَ اَشْرَكُوْا لَوْ شَآءَ اللّٰهُ مَآ اَشْرَكْنَا وَلَآ اٰبَآؤُنَا وَلَا حَرَّمْنَا مِنْ شَيْءٍ ؕ كَذٰلِكَ كَذَّبَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ حَتّٰى ذَاقُوْا بَاْسَنَا ؕ قُلْ هَلْ عِنْدَكُمْ مِّنْ عِلْمٍ فَتُخْرِجُوْهُ لَنَا ؕ اِنْ تَتَّبِعُوْنَ اِلَّا الظَّنَّ وَاِنْ اَنْتُمْ اِلَّا تَخْرُصُوْنَ ﴿١٤٨﴾ قُلْ فَلِلّٰهِ الْحُجَّةُ الْبَالِغَةُ ۚ فَلَوْ شَآءَ لَهَدٰىكُمْ اَجْمَعِيْنَ ﴿١٤٩﴾ قُلْ هَلُمَّ شُهَدَآءَكُمُ الَّذِيْنَ يَشْهَدُوْنَ اَنَّ اللّٰهَ حَرَّمَ هٰذَا ۚ فَاِنْ شَهِدُوْا فَلَا تَشْهَدْ مَعَهُمْ ۚ وَلَا تَتَّبِعْ اَهْوَآءَ الَّذِيْنَ كَذَّبُوْا بِاٰيٰتِنَا وَالَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُوْنَ بِالْاٰخِرَةِ وَهُمْ بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُوْنَ ﴿١٥٠﴾

১৪৮. যারা (আল্লাহর সাথে) শিরক করে তারা (নিজেকে দায়মুক্ত করার জন্য) বলেঃ আল্লাহ চাইলে (আমাদেরকে শিরক থেকে বিরত রাখতে পারতেন। তখন) আমরা শিরক করতে পারতাম না, কোনো কিছু হারামও করতে পারতাম না, আমাদের বাপদাদাও (এমনকিছু) পারত না। আসলে তাদের বাপ-দাদাও একইভাবে (একই অযুহাতে আল্লাহর দ্বীন) প্রত্যাখান করেছিল।

ফলে তারা আযাব আস্বাদন করেছে। (হে নবী! এদের) বলে দাওঃ (আল্লাহ-ই যে তোমাদের দিয়ে পাপ করাচ্ছেন একথার পক্ষে) কোনো প্রমাণ থাকলে উপস্থাপন করো। আসলে তোমাদের সবই মনগড়া, অনুমান নির্ভর।

১৪৯. বলে দাওঃ চূড়ান্ত দলিল প্রমাণের অধিকারী একমাত্র আল্লাহ। তিনি চাইলে তোমাদের সবাইকে হেদায়াত করতে পারতেন।

১৫০. বলে দাওঃ তোমরা এমন কাউকে হাজির করো, যারা এই মর্মে সাক্ষ্য দিবে যে, আল্লাহ এসব (১৪৬তম আয়াতে উল্লেখিত বস্তু সবার জন্য) হারাম করেছেন। তারা (মিথ্যা) সাক্ষ্য দিলেও তুমি দিও না। (মনে রেখো!) যারা আমার বিধান অমান্য করে, আখেরাত অবিশ্বাস করে এবং প্রভুর সমকক্ষ নির্ধারণ করে; তুমি এদের মনগড়া (আইন, বিধান, রীতি, নীতি, প্রথা, সংস্কার, সংস্কৃতিসহ) কোনো কিছু মেনে নিও না।

قُلْ تَعَالَوْا اَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ اَلَّا تُشْرِكُوْا بِهٖ شَيْـًٔا وَّ بِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا ۚ وَ لَا تَقْتُلُوْٓا
اَوْلَادَكُمْ مِّنْ اِمْلَاقٍ نَّحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَ اِيَّاهُمْ ۚ وَ لَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَ مَا بَطَنَ ۚ وَ لَا
تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِيْ حَرَّمَ اللّٰهُ اِلَّا بِالْحَقِّ ؕ ذٰلِكُمْ وَصّٰىكُمْ بِهٖ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُوْنَ ﴿۱۵۱﴾ وَ لَا تَقْرَبُوْا
مَالَ الْيَتِيْمِ اِلَّا بِالَّتِيْ هِيَ اَحْسَنُ حَتّٰى يَبْلُغَ اَشُدَّهٗ ۚ وَ اَوْفُوا الْكَيْلَ وَ الْمِيْزَانَ بِالْقِسْطِ ۚ لَا نُكَلِّفُ
نَفْسًا اِلَّا وُسْعَهَا ۚ وَ اِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوْا وَ لَوْ كَانَ ذَا قُرْبٰى ۚ وَ بِعَهْدِ اللّٰهِ اَوْفُوْا ؕ ذٰلِكُمْ وَصّٰىكُمْ بِهٖ لَعَلَّكُمْ
تَذَكَّرُوْنَ ﴿۱۵۲﴾

হারাম কাজের একটি সংক্ষিপ্ত তালিকা

১৫১-১৫২. (এদের) বলঃ আসো! প্রভু যা হারাম করেছেন তোমাদের কাছে এসব পাঠ করিঃ

- ❖ আল্লাহর সাথে শিরক করবে না, (আল্লাহ সাথে শিরক করা হারাম)
- ❖ বাবা-মার সাথে সদাচার করবে, (বাবা-মার সাথে সদাচার না করা হারাম)
- ❖ দারিদ্রতার ভয়ে সন্তান হত্যা করবে না, তোমাদের ও তাদের জীবিকা আমিই সরবরাহ করি, (দরিদ্রতার ভয়ে জন্ম নিয়ন্ত্রণ করা বৈধ নয়)
- ❖ প্রকাশ্যে বা গোপনে কোনো অশ্লীলতার কাছেও যাবে না (প্রকাশ্য ও গোপন সকল অশ্লীলতা-ই হারাম)
- ❖ ন্যায়সঙ্গত কারণ ছাড়া আল্লাহর হারামকৃত কাউকে হত্যা করবে না। (আল্লাহর বিধানের বাইরে গিয়ে অন্যায়ভাবে কাউকে হত্যা করা হারাম) এসব-ই আল্লাহর আদেশ, যেন তোমরা বুঝতে পার।
- ❖ ইয়াতীমের সম্পদের কাছেও যাবে না (অর্থাৎ ইয়াতীমের সম্পদ আত্মস্যাৎ করো না,) তবে সে বালিগ হওয়া পর্যন্ত (সম্পদের রক্ষণাবেক্ষণ করে তার) উপকার করতে পার;
- ❖ ওজন ও পরিমাপকালে ইনসাফ করবে, (ওজন ও পরিমাপে ইনসাফ না করা হারাম)

- ❖ আল্লাহ সাধ্যের বাইরে কারো উপর দায় চাপান না। (সাধ্যের বাইরে কারো উপর দায় চাপানো হারাম)
- ❖ আত্মীয় (স্বজনের বিরুদ্ধে) হলেও ন্যায় সাম্য ও ইনসাফের কথা বলবে, (সকল প্রকার অন্যায় ও বে-ইনসাফী হারাম)
- ❖ আল্লাহর সাথে কৃত অঙ্গীকার পূর্ণ করবে।
- ❖ তোমাদেরকে যেসব আদেশ দেয়া হচ্ছে, এসব মেনে চলবে।

وَأَنَّ هَٰذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ ۖ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَن سَبِيلِهِ ۚ ذَٰلِكُمْ وَصَّاكُم بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴿١٥٣﴾

ভিন্ন পথ ও দলাদলি বিভ্রান্তি অনিবার্য করে তুলে

১৫৩. (আর শোনো!) এটা-ই (ইসলামী শারীয়া'হ মেনে চলাই) আমার পথ, সোজা পথ। তোমরা (দুনিয়ার সকল মুসলিমরা ঐক্যবদ্ধভাবে) এ পথ আঁকড়ে থাকবে। তোমরা ভিন্ন ভিন্ন পথের অনুকরণ করবে না, এতে তোমরা আল্লাহর পথ থেকে বিচ্যুত হয়ে যাবে। তোমাদেরকে এমন আদেশ দেয়া হলো যেন তাকওয়া অর্জন করতে পারো। (আল্লাহর ভয়ে কুফর, শিরক ও পাপাচার থেকে বিরত থাকার নাম তাকওয়া)

ঈমান ও আক্বীদাহঃ আসলে আল্লাহর পথই সঠিক পথ। আল্লাহর পথের মূল উৎস ওহী তথা কুরআন ও সুন্নাহ। আমাদের সবাইকে ঐক্যবদ্ধভাবে ওহীর পথ আঁকড়ে থাকতে হবে। যে বা যারা কুরআন সুন্নাহর বাইরে গিয়ে ভিন্ন পথ বানাবে বা ভিন্ন পথ গ্রহণ করবে তারা আল্লাহর পথ থেকে বিচ্যুত হয়ে যাবে। কিন্তু অত্যন্ত দুঃখের সাথে বলতে হচ্ছেঃ বর্তমানে আমাদের সমাজের অনেক মানুষ কুরআন সুন্নাহর বাইরে গিয়ে দলাদলি করে আল্লাহর পথ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাচ্ছে।

বিশেষ হুঁশিয়ারিঃ

☒ উম্মতের মাঝে বিভেদ ও বিভাজন তৈরি করা এবং দলবাজি করা বিভ্রান্তির পথ, কুফর, ঈমান বিনষ্টকারী মহাপাপ। (দেখুনঃ আল-ইমরানঃ ১০৩, ১০৫, আনয়া মঃ ১৫৩, ১৫৯, তাওবাহঃ ১০৭, ত্বাহাঃ ৯৪, রূমঃ ৩২, শুরাঃ ১৪)।

☒ বিভক্তি, বিভাজন বা দলবাজির মূল কারণ ব্যক্তি বা গোষ্টির স্বার্থ সংরক্ষণ এবং প্রতিহিংসা। (দেখুনঃ ৪২ শুরাঃ ১৪)

☒ যারা উম্মতের মাঝে বিভক্তি বা বিভাজন তৈরি করে রাসূল সাঃএর সাথে তাদের সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে যায়। (দেখুন আনয়াম ১৫৯)

☒ আবু-হুরাইরাহ রাঃ থেকে বর্ণিত, রাসূল সাঃ বলেছেনঃ ইয়াহুদ ৭১ (অথবা বলেছেন ৭২) দলে বিভক্ত হয়েছিল। খৃষ্টানরাও তাই। আর আমার উম্মত ৭৩ দলে বিভক্ত হবে। এরা সবাই জাহান্নামী হবে একটিমাত্র দল ছাড়া। লোকজন বললঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ! ওই দল কোনটি? বললেনঃ যারা আমার ও আমার সাহাবাদের আদর্শে অবিচল থাকবে। (আবু-দাউদঃ ৪৫৯৬, তিরমিযীঃ ২৬৪০, ইবন মাজাঃ ৪৭৯। হাদীছটি সাহীহ)

☒ সূরাহ আনয়া'মের ১৫৯ তম আয়াতের ভাষ্যমতে যেহেতু রাসূলের সাথে দলবাজদের সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে যাবে। তাতে বোঝা যায় জান্নাতে শুধু তারাই যাবে যারা দলবাজি করবে না।

ثُمَّ اٰتَيْنَا مُوْسَى الْكِتٰبَ تَمَامًا عَلَى الَّذِيْٓ اَحْسَنَ وَ تَفْصِيْلًا لِّكُلِّ شَيْءٍ وَّ هُدًى وَّ رَحْمَةً لَّعَلَّهُمْ بِلِقَآءِ رَبِّهِمْ يُؤْمِنُوْنَ ﴿١٥٤﴾ وَ هٰذَا كِتٰبٌ اَنْزَلْنٰهُ مُبٰرَكٌ فَاتَّبِعُوْهُ وَ اتَّقُوْا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُوْنَ ﴿١٥٥﴾ اَنْ تَقُوْلُوْٓا اِنَّمَآ اُنْزِلَ الْكِتٰبُ عَلٰى طَآئِفَتَيْنِ مِنْ قَبْلِنَا ۪ وَ اِنْ كُنَّا عَنْ دِرَاسَتِهِمْ لَغٰفِلِيْنَ ﴿١٥٦﴾ اَوْ تَقُوْلُوْا لَوْ اَنَّآ اُنْزِلَ عَلَيْنَا الْكِتٰبُ لَكُنَّآ اَهْدٰى مِنْهُمْ ۚ فَقَدْ جَآءَكُمْ بَيِّنَةٌ مِّنْ رَّبِّكُمْ وَ هُدًى وَّ رَحْمَةٌ ۚ فَمَنْ اَظْلَمُ مِمَّنْ كَذَّبَ بِاٰيٰتِ اللّٰهِ وَ صَدَفَ عَنْهَا ؕ سَنَجْزِي الَّذِيْنَ يَصْدِفُوْنَ عَنْ اٰيٰتِنَا سُوْٓءَ الْعَذَابِ بِمَا كَانُوْا يَصْدِفُوْنَ ﴿١٥٧﴾

বাস্তব জীবনে আল্লাহর কিতাব মেনে না চলার পরিণাম

১৫৪. আমি (আল্লাহ) মূসাকে কিতাব দিয়েছি যেন (তার উপর আমার) অনুগ্রহ পরিপূর্ণ হয় আর প্রতিটি বিধান সবিস্তারে বর্ণিত হয়, যাতে ছিল হেদায়াত ও রহমত। যেন তারা প্রভুর সাক্ষাতে (তথা আখেরাতে) বিশ্বাস করে।

১৫৫. আর (হে মুসলিমগণ) এটা (আল-কুরআন) একটি বরকতময় কিতাব, যা আমি নাযিল করেছি। সুতরাং তোমরা এর অনুকরণ করবে (তথা বাস্তব জীবনে এর বিধান সমূহ মেনে চলবে।) এবং তাকওয়া অর্জন করবে (তথা কুরআনে বর্ণিত পাপাচার থেকে বেঁচে থাকবে) যাতে তোমাদের দয়া করা হবে।

১৫৬. (কিতাব না দিলে বাহানা হিসেবে) তোমরা বলতেঃ আগেকার দুই জাতির (ইয়াহুদ ও খৃষ্টানের) উপর কিতাব নাযিল হয়েছে, যার শিক্ষা সম্পর্কে আমরা অবগত ছিলাম না।

১৫৭. অথবা বলতেঃ "আমাদেরকে কিতাব দেয়া হলে আমরা এদের চেয়ে অধিক হেদায়াত প্রাপ্ত হতাম"। এখন প্রভু থেকে তোমাদের কাছেও বায়্যিনাহ (কিতাব) এসে গেছে, যাতে আছে সুস্পষ্ট বর্ণনা, সঠিক দিক নির্দেশনা ও রহমত। সুতরাং যে ব্যক্তি আল্লাহর কিতাব (মত জীবন যাপন করতে) অস্বীকার করে এবং (বাস্তব জীবনের কোনো বিষয়ে) এটাকে এড়িয়ে চলে, তার চেয়ে বড় পাপিষ্ঠ আর কে? (মনে রেখো! বাস্তব জীবনে) যারা আমার কিতাব এড়িয়ে চলবে আমি তাদের জঘন্যতম সাজা দেব, (আর এটাই হলো আমার কিতাব) এড়িয়ে চলার পরিণাম।

ঈমান ও আক্বীদাহঃ জীবনের সকল ক্ষেত্রে আল-কুরআনের মূলনীতি মেনে চলা মানুষের উপর ফরজ। জীবনের কোনো ক্ষেত্রে আল-কুরআনের মূলনীতি অমান্য করলে বা অবজ্ঞা করলে বা অবহেলা করলে কুফর হয়। এমন করলে মানুষের ঈমান বিনষ্ট হয়ে সকল আমাল বরবাদ হয়ে যায়। যে বা যারা বাস্তব জীবনে আল্লাহর কিতাবের বিধান এড়িয়ে চলবে বিচার দিনে রাসূল সাঃ আল্লাহর আদালতে তাদের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করবেন। (দেখুনঃ সূরাহ ফুরক্বানঃ ৩০)

هَلْ يَنْظُرُوْنَ اِلَّآ اَنْ تَاْتِيَهُمُ الْمَلٰٓئِكَةُ اَوْ يَاْتِيَ رَبُّكَ اَوْ يَاْتِيَ بَعْضُ اٰيٰتِ رَبِّكَ ؕ يَوْمَ يَاْتِيْ بَعْضُ اٰيٰتِ رَبِّكَ لَا يَنْفَعُ نَفْسًا اِيْمَانُهَا لَمْ تَكُنْ اٰمَنَتْ مِنْ قَبْلُ اَوْ كَسَبَتْ فِيْٓ اِيْمَانِهَا خَيْرًا ؕ قُلِ انْتَظِرُوْٓا اِنَّا مُنْتَظِرُوْنَ ﴿١٥٨﴾

যখন কারো ঈমান আর কাজে আসবে না

১৫৮. (আল্লাহর পক্ষ থেকে সুস্পষ্ট কিতাব আসার পরও মানুষ কেন মেনে নিচ্ছে না?) তবে কী তারা অপেক্ষা করছে যে (তাদেরকে বুঝাতে) ফিরিস্তা চলে আসবে, অথবা স্বয়ং প্রভু চলে আসবেন অথবা চলে আসবে প্রভুর কোনো নিদর্শন?

যেদিন প্রভুর নিদর্শন (পশ্চিম থেকে সূর্য উদয়) এসে যাবে সেদিন কারো ঈমান কাজে আসবে না। তবে আগের ঈমান এবং সেই ঈমানের সাথে সৎকাজ (ফলপ্রসু হবে। তাদের) বলে দাওঃ তোমরা অপেক্ষা করো। আমরাও অপেক্ষায় রইলাম।

ঈমান ও আক্বীদাহঃ কিয়ামতের আগে একবার চন্দ্র ও সূর্য একত্রিত হয়ে পশ্চিম থেকে উদয় হবে। তখন ভয়ে সকল মানুষ ঈমান আনবে। কিন্তু কারো ঈমানই গ্রহণ করা হবে না। তবে যারা আগে থেকে মুঅমিন ছিল তাদের সৎকাজ ফলপ্রসূ হবে। বিষয়টি অনেক সাহীহ হাদীছে সুস্পষ্টভাবে বর্ণিত হয়েছে।

اِنَّ الَّذِيْنَ فَرَّقُوْا دِيْنَهُمْ وَ كَانُوْا شِيَعًا لَّسْتَ مِنْهُمْ فِيْ شَيْءٍ ؕ اِنَّمَآ اَمْرُهُمْ اِلَى اللّٰهِ ثُمَّ يُنَبِّئُهُمْ بِمَا كَانُوْا يَفْعَلُوْنَ ﴿١٥٩﴾

দ্বীন নিয়ে দলাদলি করলে নবী সাঃএর সাথে সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে যায়

১৫৯. (হে নবী! শোনো! যে বা) যারা দ্বীনকে বিভক্ত করে ফেলে এবং দলে দলে ভাগ হয়ে যায় তুমি তাদের কেউ নও (মানে তোমার সাথে তাদের সকল সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে যাবে।) তাদের বিষয় আল্লাহর উপর। তিনি-ই দেবেন তাদের কর্মফল।

ঈমান ও আক্বীদাহঃ দ্বীনি ব্যাপারে দলীল ভিত্তিক ভিন্নমত অনুমোদিত হলেও বিভাজন তৈরি করা, ভিন্ন পথ বানিয়ে দলে দলে বিভক্ত হয়ে যাওয়া বিভ্রান্তির পথ। যারা এমন করে তারা বিভ্রান্ত। তাদের ঈমান বিনষ্ট হয়ে সকল আমাল বরবাদ হয়ে যায়। যারা এমন করে রাসূল সাঃ এর সাথে তাদের সকল সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে যায়। তারা হয়ে যায় বিভ্রান্ত এবং দ্বীন থেকে বিচ্যুত জনগোষ্ঠী। আর বর্তমানে আমাদের সমাজে একাজটি-ই করে যাচ্ছেন অনেক মানুষ।

উল্লেখ্য হাদীছে বর্ণিত হয়েছে এ উম্মত ৭৩ দলে বিভক্ত হয়ে পড়বে এবং এর সবাই জাহান্নামী হবে একটিমাত্র দল ছাড়া। আর জান্নাতী এ দলটি হলো যারা আল্লাহর রাসূল সাঃ ও তাঁর সাহাবাদের পথে অবিচল থাকবে তথা নতুন আবিষ্কৃত কোনো দলের সঙ্গী হবে না এবং সকল প্রকার দলাদলি থেকে মুক্ত থাকবে।

বিশেষ হুঁশিয়ারিঃ

☒ উম্মতের মাঝে বিভেদ ও বিভাজন তৈরি করা বা দলবাজি করা বিভ্রান্তির পথ, কুফর, ঈমান বিনষ্টকারী মহাপাপ। (দেখুনঃ আল-ইমরানঃ ১০৩, ১০৫, আনয়া মঃ ১৫৩, ১৫৯, তাওবাহঃ ১০৭, ত্বাহাঃ ৯৪, রূমঃ ৩২, শুরাঃ ১৪)।

☒ বিভক্তি, বিভাজন বা দলবাজির মূল কারণ ব্যক্তি বা গোষ্টির স্বার্থ সংরক্ষণ এবং প্রতিহিংসা। (দেখুন শুরাঃ ১৪)

☒ যারা উম্মতের মাঝে বিভক্তি বা বিভাজন তৈরি করে রাসূল সাঃএর সাথে তাদের সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে যায়। (দেখুন আনয়া'ম ১৫৯)

☒ আবু-হুরাইরাহ রাঃ থেকে বর্ণিত, রাসূল সাঃ বলেছেনঃ ইয়াহুদ ৭১ (অথবা বলেছেন ৭২) দলে বিভক্ত হয়েছিল। খৃষ্টানরাও তাই। আর আমার উম্মত ৭৩ দলে বিভক্ত হবে। এরা সবাই জাহান্নামী হবে একটিমাত্র দল ছাড়া। লোকজন বললঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ! ওই দল কোনটি? রাসূল সাঃ বললেনঃ যারা আমার ও আমার সাহাবাদের আদর্শে অবিচল থাকবে। (আবু-দাউদঃ ৪৫৯৬, তিরমিযীঃ ২৬৪০, ইবন মাজাঃ ৪৭৯ । হাদীছটি সাহীহ)

☒ সূরাহ আনয়া'মের ১৫৯ তম আয়াতের ভাষ্যমতে যেহেতু রাসূলের সাথে দলবাজদের সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে যাবে। তাতে বোঝা যায় জান্নাতে শুধু তারা-ই যাবে যারা সকল প্রকার দলাদলি ও দলবাজি থেকে মুক্ত থাকবে।

مَنْ جَآءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهٗ عَشْرُ اَمْثَالِهَا ۚ وَمَنْ جَآءَ بِالسَّيِّئَةِ فَلَا يُجْزٰٓى اِلَّا مِثْلَهَا وَهُمْ لَا يُظْلَمُوْنَ ﴿١٦٠﴾

পুণ্যের ছাওয়াব ও পাপের সাজা

১৬০. যে ব্যক্তি সৎকাজ করবে তাকে তার কাজের দশগুণ ছাওয়াব দেয়া হবে। আর কেউ পাপ করলে (যতটুকু পাপ করবে) ততটুকু-ই সাজা দেয়া হবে, কারো প্রতি অবিচার করা হবে না।

قُلْ اِنَّنِيْ هَدٰىنِيْ رَبِّيْٓ اِلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ دِيْنًا قِيَمًا مِّلَّةَ اِبْرٰهِيْمَ حَنِيْفًا ۚ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ ﴿١٦١﴾ قُلْ اِنَّ صَلَاتِيْ وَنُسُكِيْ وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِيْ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ﴿١٦٢﴾ لَا شَرِيْكَ لَهٗ ۚ وَبِذٰلِكَ اُمِرْتُ وَاَنَا اَوَّلُ الْمُسْلِمِيْنَ ﴿١٦٣﴾

হানীফ পদ্ধতিতে দ্বীন মেনে চলা

১৬১. (হে নবী!) বলে দাওঃ আমার রাব্ব আমাকে সোজা পথে পরিচালিত করেছেন (আর এটা-ই) প্রতিষ্ঠিত দ্বীন তথা হানীফ পদ্ধতিতে মেনে চলা ইবরাহীমের আদর্শ। সে মুশরিক ছিল না।

জ্ঞাতব্যঃ আল্লাহর দ্বীন ছাড়া অন্য সকল মত, পথ ও মতবাদ, নীতি, আদর্শ, দর্শন, সংস্কার, সংস্কৃতি ও বিধান বাদ দিয়ে এককভাবে আল্লাহর বিধান মেনে চলার নাম "হানীফ" পদ্ধতিতে দ্বীন মেনে চলা বা একনিষ্ঠভাবে দ্বীন মানা।

১৬২-১৬৩. বলোঃ আমার সালাত, আমার সাধনা, আমার জীবন, আমার মরণ, একমাত্র রাব্বু-ল-আ'লামীন আল্লাহর জন্য, যার কোনো শরীক নেই আর আমাকে এমন আদেশ-ই দেয়া হয়েছে। আমি-ই প্রথম আত্মসমর্পণকারী।

জ্ঞাতব্যঃ আপনি আপনার সবকিছু আল্লাহর জন্য উৎসর্গ করে সম্পূর্ণরূপে আত্মসমর্পণ করতে পারলে-ই কেবল মুসলিম হিসেবে দাবী করতে পারেন।

قُلْ اَغَيْرَ اللّٰهِ اَبْغِيْ رَبًّا وَّهُوَ رَبُّ كُلِّ شَيْءٍ ۭ وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ اِلَّا عَلَيْهَا ۚ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِّزْرَ اُخْرٰى ۚ ثُمَّ اِلٰى رَبِّكُمْ مَّرْجِعُكُمْ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ فِيْهِ تَخْتَلِفُوْنَ ﴿١٦٤﴾ وَهُوَ الَّذِيْ جَعَلَكُمْ خَلٰۗىِٕفَ الْاَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجٰتٍ لِّيَبْلُوَكُمْ فِيْ مَآ اٰتٰىكُمْ ۭ اِنَّ رَبَّكَ سَرِيْعُ الْعِقَابِ ۡ وَاِنَّهٗ لَغَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ﴿١٦٥﴾

আল্লাহ ছাড়া অন্য বিধানদাতার সন্ধান করাও কুফর

১৬৪. (হে নবী! কাফিরদের) জিজ্ঞেস করোঃ আমি কি আল্লাহ ছাড়া অন্য বিধানদাতা খুঁজবো? অথচ তিনি-ই সবকিছুর রাব্ব (তথা একমাত্র বৈধ বিধানদাতা।) প্রত্যেক ব্যক্তিকে-ই তার কাজের দায়ভার নিতে হবে। কেউ কারো পাপের বুঝা বহন করবে না। (মনে রেখো!) তোমরা প্রভুর কাছে-ই ফিরে যাচ্ছ। তিনি অবহিত করাবেনঃ যেসব বিষয়ে তোমরা বিভক্ত হয়ে যাচ্ছ।

ঈমান ও আক্বীদাহঃ যিনি সকলের প্রয়োজন মিটান, সকল অভাব মোচন করেন, বৈধ অবৈধ নির্ণয় করেন, চলার পথ ঠিক করে দেন, যিনি মালিক, যার হাতে জীবন-মরণ তিনি-ই রাব্ব। আর রাব্ব-ই একমাত্র বৈধ বিধানদাতা, বৈধ আইন প্রণয়নকারী।

যেহেতু আল্লাহ-ই আমাদের রাব্ব। তাই আল্লাহ-ই আমাদের একমাত্র বৈধ বিধানদাতা। আল্লাহ ছাড়া অন্য বিধান দাতার সন্ধান করা কুফর এবং মেনে নেয়া শিরক।

আল্লার দ্বীন নিয়ে দলাদলি করা বা দলে দলে বিভক্ত হয়ে যাওয়া বিভ্রান্তির পথ। দলবাজরা সবাই বিভ্রান্ত। যদিও তারা সবাই নিজেকে সঠিক বলে দাবী করে।

আইন ও বিধানঃ প্রত্যেক ব্যক্তি-ই আপন কাজের জিম্মাদার। একের অপরাধের জন্য অন্যকে সাজা দেয়া অন্যায় ও পাপ।

১৬৫. তিনি-ই জমিনে তোমাদেরকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন, তোমাদের কাউকে কারো উপর প্রাধান্য দিয়েছেন। তিনি যাকে যা দিয়েছেন তাকে সে বিষয়ে পরীক্ষা করবেন। তোমার রাব্ব দ্রুত সাজা দেন। তিনি ক্ষমাশীল, দয়াময়।

জ্ঞাতব্যঃ যার যা আছে, যতটুকু আছে, তাকে এজন্য-ই জবাবদিহি করতে হবে। তাই আমাদের উচিত নিজের চিন্তা করা, নিজের জবাবদিহিতা নিয়ে ভাবা।

সূরাহ আল-আ'রাফ ৭ سورة الأعراف

জান্নাত ও জাহান্নামের মধ্যবর্তী জায়গার নাম আ'রাফ। এ সূরার ৪৬তম আয়াতে আ'রাফের কথা বলা হয়েছে। সূরাহটি মাক্কী। সূরাহ স্বাদ এর পর নাযিল হয়েছে। এ সূরায় মোট আয়াত ২০৬টি।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

الٓمّٓصٓ ﴿١﴾ كِتٰبٌ اُنْزِلَ اِلَيْكَ فَلَا يَكُنْ فِيْ صَدْرِكَ حَرَجٌ مِّنْهُ لِتُنْذِرَ بِهٖ وَ ذِكْرٰى لِلْمُؤْمِنِيْنَ ﴿٢﴾
اِتَّبِعُوْا مَآ اُنْزِلَ اِلَيْكُمْ مِّنْ رَّبِّكُمْ وَ لَا تَتَّبِعُوْا مِنْ دُوْنِهٖٓ اَوْلِيَآءَ ؕ قَلِيْلًا مَّا تَذَكَّرُوْنَ ﴿٣﴾

বিসমিল্লাহি-র-রাহমানি-র-রাহীম

বাস্তব জীবনে মেনে চলতে হবে কুরআনের আইন

১. আলিফ লাম মীম স্বা-দ (এসব বিচ্ছিন্ন বর্নমালা। এসবের অর্থ, মর্ম, এভাবে ব্যবহারের উদ্দেশ্য আল্লাহ ছাড়া কেউ জানে না।)

২. (হে নবী!) তোমার প্রতি নাযিল করা হয়েছে একটি কিতাব (যে কিতাবের আইন ও বিধান প্রতিষ্ঠিত করার জন্য তোমাকে এবং তোমার অনুগত মুসলিমদেরকে আদেশ দেয়া হচ্ছে।) তাই এর (প্রচার, প্রসার ও প্রতিষ্ঠার) ব্যাপারে তোমার মনে যেন কোনো সঙ্কীর্ণতা না থাকে। (বরং কুরআনের জন্য উদার মনে কাজ করো এবং মানুষ ও জিন্ন জাতিকে) এর দ্বারা সাবধান করে দাও। আর (মনে রেখো!) মুঅমিনদের জন্য এটা (আল-কুরআন) এক মহাস্মরণিকা।

৩. (হে মানব ও দানব জাতি!) তোমাদের প্রভুর পক্ষ থেকে তোমাদের প্রতি যা নাযিল হয়েছে তোমরা এর (আল্লাহর নাযিলকৃত কিতাবের আইন ও বিধানের) অনুকরণ করবে। এবং তিনি ব্যতীত আর কোনো ওয়ালীর (মিত্রের বা নীতি নির্ধারকের) অনুকরণ করবে না। (এটা-ই তোমাদের মুক্তির একমাত্র পথ। কিন্তু) তোমরা কম-ই গ্রহণ করো। (ওয়ালী সম্পর্কে জানতে দেখুনঃ বাকারাহঃ ১০৭)

ঈমান ও আক্বীদাহঃ বাস্তব জীবনে মেনে চলতে হবে শুধু-ই কুরআনের আইন। কুরআনের বিপরীতে অন্য কোনো আইন, বিধান, রীতি, নীতি, সংস্কার, সংস্কৃতি, ইত্যাদি মেনে নেওয়া কুফর, ঈমান বিনষ্টকারী মহাপাপ। কোনো মুসলিম এমন করলে তার ঈমান বিনষ্ট হয়ে তার নামায, রোজা, হাজ্জ, যাকাতসহ সকল আ'মাল ও ইবাদাত নিস্ফল ও বরবাদ হয়ে যাবে এবং সে হয়ে যাবে চির জাহান্নামী মুনাফিক। মুনাফিক মারা গেলে তার জানাযা পড়া বা তার জন্য দোয়া করাও নিষিদ্ধ। (দেখুন সূরাহ তাওবাহঃ ৮৪)

আইন ও বিধানঃ আল-কুরআনের রাজ কায়েমের জন্য তথা মানব সমাজে আল-কুরআনের আইন ও বিধান প্রতিষ্ঠার জন্য সাধ্যমত কাজ করা আখেরী নবীর উম্মত হিসেবে আমাদের ফরজ দায়িত্ব। সঠিকভাবে এবং সাধ্যমত এ দায়িত্ব পালন না করা মহাপাপ এবং এ দায়িত্বকে অবজ্ঞা, অবহেলা বা প্রত্যাখ্যান করা কুফর। কোনো মুসলিম এমন করলে সে মুনাফিক হয়ে চির জাহান্নামী হয়ে যাবে। আর এ দায়িত্ব পালনে সর্বাত্মক প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখার

নাম জিহাদ ফী সাবীলিল্লাহ যার সর্বোচ্চ স্তর হলো ক্বিতাল বা যুদ্ধ।

উল্লেখ্য মুসলিম হিসেবে আমাদের প্রত্যেককে ৩টি দায়িত্ব পালন করতে হবে। যথা..

- ❖ বাস্তবজীবনে প্রতিটি ক্ষেত্রে আল্লাহর বিধান মেনে চলা;
- ❖ দ্বীনের প্রচার ও প্রসারে সাধ্য মত চেষ্টা করা;
- ❖ আল্লাহর যমীনে আল্লাহর দ্বীন কায়েমের জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করা।

স্মরণিকাঃ আল-কুরআন আমাদের জন্য স্মরণিকা। যে ব্যক্তি আল-কুরআন অধ্যয়ন করবে আল-কুরআন তাকে পাপ-পুণ্য, ভালো-মন্দ, জান্নাত-জাহান্নাম, তথা মুক্তি ও ধ্বংসের পথ দেখিয়ে দেবে এবং সদাসর্বদা এটা স্মরণ করিয়ে দেবে এবং দিতে থাকবে।

وَكَمْ مِّنْ قَرْيَةٍ اَهْلَكْنٰهَا فَجَآءَهَا بَاْسُنَا بَيَاتًا اَوْ هُمْ قَآئِلُوْنَ ﴿٤﴾ فَمَا كَانَ دَعْوٰىهُمْ اِذْ جَآءَهُمْ بَاْسُنَآ اِلَّآ اَنْ قَالُوْٓا اِنَّا كُنَّا ظٰلِمِيْنَ ﴿٥﴾

তাওবাহ করতে হয় আযাব আসার আগে, পরে তাওবাহ করলে কাজ হয় না

৪. (হে মানুষ! স্মরণ করো! আমার বিধান না মানার কারণে) কত জনপদ আমি ধ্বংস করে দিয়েছি। আমার আযাব সেখানে আঘাত হেনেছে রাতে অথবা দিনে যখন তারা ঘুমিয়ে ছিল।

৫. আমার আযাব যখন তাদের আঘাত হেনেছে তখন তারা (অপরাধের অনুশোচনা করে) বলেছেঃ নিশ্চয় আমরা পাপ করে ফেলেছি। (কিন্তু এ অনুশোচনা কোনো কাজে আসেনি)

فَلَنَسْـَٔلَنَّ الَّذِيْنَ اُرْسِلَ اِلَيْهِمْ وَلَنَسْـَٔلَنَّ الْمُرْسَلِيْنَ ﴿٦﴾

সবাইকে আল্লাহর কাছে জবাবদিহি করতে হবে

৬. আমি যাদের কাছে রাসূল পাঠাই তাদের সবাইকে অবশ্যই আমার কাছে জবাবদিহি করতে হবে, আমার কাছে জবাবদিহি করতে হবে সকল রাসূলকেও।

জ্ঞাতব্যঃ রাসূলের জবাবদিহিতা হচ্ছেঃ আল্লাহর বাণী ঠিকমত পৌঁছে দিয়েছেন কি না আর জনতার জবাদিহিতা হচ্ছেঃ রাসূলের আনুগত্য ও অনুকরণ করেছে কি না।

فَلَنَقُصَّنَّ عَلَيْهِمْ بِعِلْمٍ وَّمَا كُنَّا غَآئِبِيْنَ ﴿٧﴾ وَالْوَزْنُ يَوْمَئِذِ ِۨالْحَقُّ ۚ فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِيْنُهٗ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ ﴿٨﴾ وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِيْنُهٗ فَاُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ خَسِرُوْٓا اَنْفُسَهُمْ بِمَا كَانُوْا بِاٰيٰتِنَا يَظْلِمُوْنَ ﴿٩﴾

হাশরের বিচার

৭. (হাশরের ময়দানে যখন সবাইকে বিচারের সম্মুখীন করা হবে) তখন সবকিছু তাদের কাছে সবিস্তারে খুলে বলব। (তাদের সকল কাজের রেকর্ড রাখা হচ্ছে।) আমি অনুপস্থিত কেউ নই।

৮. সেদিনের মান হবে সঠিক। (সেদিন) যাদের ওজন (নেকী) ভারী হবে তারাই সফল।

৯. আর যাদের ওজন (নেকী) কম হবে তারা-ই হলো ওইসব লোক; আমার বিধানকে অবজ্ঞা করার মাধ্যমে যারা নিজেরা নিজের সর্বনাশ করেছে।

وَلَقَدْ مَكَّنّٰكُمْ فِي الْاَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيْهَا مَعَايِشَ ؕ قَلِيْلًا مَّا تَشْكُرُوْنَ ﴿١٠﴾ وَلَقَدْ خَلَقْنٰكُمْ
ثُمَّ صَوَّرْنٰكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلٰٓئِكَةِ اسْجُدُوْا لِاٰدَمَ فَسَجَدُوْٓا اِلَّآ اِبْلِيْسَ ؕ لَمْ يَكُنْ مِّنَ السّٰجِدِيْنَ ﴿١١﴾
قَالَ مَا مَنَعَكَ اَلَّا تَسْجُدَ اِذْ اَمَرْتُكَ ؕ قَالَ اَنَا خَيْرٌ مِّنْهُ ۚ خَلَقْتَنِيْ مِنْ نَّارٍ وَّخَلَقْتَهٗ مِنْ طِيْنٍ ﴿١٢﴾
قَالَ فَاهْبِطْ مِنْهَا فَمَا يَكُوْنُ لَكَ اَنْ تَتَكَبَّرَ فِيْهَا فَاخْرُجْ اِنَّكَ مِنَ الصّٰغِرِيْنَ ﴿١٣﴾ قَالَ اَنْظِرْنِيْٓ اِلٰى
يَوْمِ يُبْعَثُوْنَ ﴿١٤﴾ قَالَ اِنَّكَ مِنَ الْمُنْظَرِيْنَ ﴿١٥﴾ قَالَ فَبِمَآ اَغْوَيْتَنِيْ لَاَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ
الْمُسْتَقِيْمَ ﴿١٦﴾ ثُمَّ لَاٰتِيَنَّهُمْ مِّنْۢ بَيْنِ اَيْدِيْهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ اَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَآئِلِهِمْ ؕ وَ
لَا تَجِدُ اَكْثَرَهُمْ شٰكِرِيْنَ ﴿١٧﴾ قَالَ اخْرُجْ مِنْهَا مَذْءُوْمًا مَّدْحُوْرًا ؕ لَمَنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ لَاَمْلَئَنَّ
جَهَنَّمَ مِنْكُمْ اَجْمَعِيْنَ ﴿١٨﴾

আল্লাহর সাথে শয়তানের কথোপকথন

১০. (হে মানুষ! স্মরণ করো) আমি-ই এ পৃথিবীতে তোমাদেরকে প্রতিষ্ঠিত করেছি, তোমাদের জীবিকা ঠিক করে দিয়েছি। কিন্তু তোমরা কম-ই শোকর করো। (অন্তরে নিয়ামতের গুরুত্ব অনুধাবন করে বাস্তব জীবনে আল্লাহর বিধান মেনে চলার নাম আল্লাহর শোকর করা।)

১১. (হে মানুষ! স্মরণ করো) আমি-ই তোমাদের সৃষ্টি করেছি, আমি-ই তোমাদের (সুন্দর) অবয়ব দিয়েছি তারপর ফিরিস্তাদের বলেছিঃ (সম্মানার্থে) আদমকে সিজদাহ করো। সবাই তখন সিজদাহ করেছে ইবলিস ছাড়া, সে সিজদাহ করেনি।

১২-১৮. আল্লাহ বললেনঃ (ইবলিস!) আমি আদেশ করা সত্ত্বেও তুমি কেন সিজদাহ করলে না?

সে বললঃ "আমি তার থেকে উত্তম। আপনি আমাকে বানিয়েছেন আগুন দিয়ে আর তাকে মাটি দিয়ে"।

আল্লাহ বললেনঃ নেমে যাও, এখানে অহংকার করার তোমার কোনো অধিকার নেই। বেরিয়ে যাও। তুমি ধিকৃত।

সে বললঃ (হে রাব্ব!) পুনরুত্থান দিবস পর্যন্ত আমাকে অবকাশ দাও।

আল্লাহ বললেনঃ তোমাকে অবকাশ দেয়া হলো।

সে বললঃ যাদের কারণে আমাকে হেদায়াত বঞ্চিত করেছেন। তাদের (বিভ্রান্ত করার) জন্য আমি সোজা পথে বসে থাকব। আমি (চক্রান্ত ও প্রলোভন নিয়ে) তাদের সামন, পিছন, ডান ও বাম দিক থেকে তাদের কাছে আসব। আপনি তাদের অধিকাংশকে শোকরগোজার (অনুগত) পাবেন না।

আল্লাহ বললেনঃ বেরিয়ে যাও। তুমি ধিকৃত, তুমি বিতাড়িত। তুমি ও তোমার অনুকরণকারীদের দিয়ে আমি জাহান্নাম পূর্ণ করব।

وَ يٰۤاٰدَمُ اسْكُنْ اَنْتَ وَ زَوْجُكَ الْجَنَّةَ فَكُلَا مِنْ حَيْثُ شِئْتُمَا وَ لَا تَقْرَبَا هٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُوْنَا مِنَ الظّٰلِمِيْنَ ﴿١٩﴾ فَوَسْوَسَ لَهُمَا الشَّيْطٰنُ لِيُبْدِيَ لَهُمَا مَا وٗرِيَ عَنْهُمَا مِنْ سَوْاٰتِهِمَا وَ قَالَ مَا نَهٰىكُمَا رَبُّكُمَا عَنْ هٰذِهِ الشَّجَرَةِ اِلَّاۤ اَنْ تَكُوْنَا مَلَكَيْنِ اَوْ تَكُوْنَا مِنَ الْخٰلِدِيْنَ ﴿٢٠﴾ وَقَاسَمَهُمَاۤ اِنِّيْ لَكُمَا لَمِنَ النّٰصِحِيْنَ ﴿٢١﴾ فَدَلّٰىهُمَا بِغُرُوْرٍ ۚ فَلَمَّا ذَاقَا الشَّجَرَةَ بَدَتْ لَهُمَا سَوْاٰتُهُمَا وَ طَفِقَا يَخْصِفٰنِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَّرَقِ الْجَنَّةِ ؕ وَ نَادٰىهُمَا رَبُّهُمَاۤ اَلَمْ اَنْهَكُمَا عَنْ تِلْكُمَا الشَّجَرَةِ وَ اَقُلْ لَّكُمَاۤ اِنَّ الشَّيْطٰنَ لَكُمَا عَدُوٌّ مُّبِيْنٌ ﴿٢٢﴾ قَالَا رَبَّنَا ظَلَمْنَاۤ اَنْفُسَنَا ۫ وَ اِنْ لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَ تَرْحَمْنَا لَنَكُوْنَنَّ مِنَ الْخٰسِرِيْنَ ﴿٢٣﴾ قَالَ اهْبِطُوْا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ ۚ وَ لَكُمْ فِي الْاَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَّ مَتَاعٌ اِلٰى حِيْنٍ ﴿٢٤﴾ قَالَ فِيْهَا تَحْيَوْنَ وَ فِيْهَا تَمُوْتُوْنَ وَ مِنْهَا تُخْرَجُوْنَ ﴿٢٥﴾

আদম আঃ'এর দুনিয়ায় আগমন

১৯. (ইবলিসকে বিতাড়িত করার পর আল্লাহ বললেনঃ) আদম! তুমি আর তোমার স্ত্রী জান্নাতে বসবাস করো। যা খুশী মজা করে খাও। শুধু ওই গাছের কাছে যেও না, (ওই ফল খেলে) তুমি অপরাধী হয়ে যাবে। (শয়তান জানতঃ ওই ফল খেলে শরীর থেকে জান্নাতের পোশাক খসে পড়বে। তাই)

২০. তাদের (আদম ও তার স্ত্রীর) আবৃত লজ্জাস্থান উন্মুক্ত করতে শয়তান তাদের কুমন্ত্রণা দিল, বললঃ (ওই গাছের নাম "শাজারাতু-ল-খুলদ" (বৃক্ষ চিরন্তর) ওই গাছের ফল খেলে তোমরা জান্নাতে চিরস্থায়ী হয়ে যাবে। এটা-ই ওই গাছের বৈশিষ্ট) তোমরা যাতে ফিরিস্তা হয়ে জান্নাতের চিরস্থায়ী বাসিন্দা হতে না পারো, এজন্য প্রভু ওই গাছ থেকে তোমাদের বারণ করেছেন।

২১. শয়তান (আল্লাহর নামে) কসম করে বললঃ "আমি তোমাদের কল্যাণকামী"। (আল্লাহর নামে কসম করার পর আদম ও হাওয়্যা তাকে বিশ্বাস করে ফেলল।)

২২. শয়তান ধোঁকা দিয়ে তাদের পদস্খলন ঘটাল। (শয়তানের কথায় প্রতারিত হয়ে আদম ও হাওয়্যা- ওই ফল খেয়ে ফেলল। আর) গাছটির স্বাদ গ্রহণ করতে-ই (জান্নাতের পোশাক তাদের শরীর থেকে খসে পড়লো এবং) তাদের সাওআত (লজ্জাস্থান) উন্মুক্ত হয়ে গেল। তারা জান্নাতের বৃক্ষপাতা দিয়ে নিজেদের সাওআত (লজ্জাস্থান) ঢাকতে শুরু করলো। তখন রাব্ব তাদের ডেকে বললেনঃ আমি কী তোমাদেরকে ওই গাছ থেকে নিষেধ করিনি? আমি কী বলিনিঃ শয়তান তোমাদের সুস্পষ্ট দুশমন। (উলঙ্গপনা শয়তানের পছন্দ। তাই শয়তানের অনুকরণকারীরাও উলঙ্গপনা পছন্দ করে।)

আইন ও বিধানঃ "সাওআত" শব্দটি এসেছে আরবী "সূ" শব্দ থেকে। "সূ" অর্থ মন্দ, খারাপ, যা দেখতে সুন্দর নয় বা দেখতে ভালো লাগে না তাকে বলা হয় "সাওআত"। উক্ত আয়াতে সাওআত বলে লজ্জাস্থানকে বুঝানো

হয়েছে কারন মানুষ উলঙ্গ হয়েগেলে তাকে দেখতে ভালো লাগে না। পুরুষ ও নারীর শরীরের কতটুকু ঢেকে রাখা আবশ্যক এ বিষয়টি নিম্নে পেশ করা হলো...

পুরুষের সতর কতটুকু এ সম্পর্কে কুরআন বা হাদিসে সুস্পষ্ট করে কিছু বলা হয় নি তাই এ নিয়ে প্রসিদ্ধ তিনটি অভিমত পাওয়া যায়..

১. শুধু মলদ্বার ও মুত্রদ্বার ডেকে রাখাই যথেষ্ট। অর্থাৎ উরু সতরের অন্তর্গত নয় (দলীল উপরের আয়াত এবং বুখারীর একটি হাদীছ। যেখানে আনাস রা. বলেছেনঃ একদা রাসূল সা. তদীয় উরু উন্মুক্ত করেছেন এবং আনাস রা. দেখেছেন। এতে বুঝা যায় উরু সতরের অন্তর্ভুক্ত নয়।)

২. শুধু মলদ্বার ও মুত্রদ্বার ডেকে রাখা ফরজ তবে উরু ঢেকে রাখা মুস্তাহাব। (কারণ উরু ঢেকে রাখার কথা অনেক হাদীছে বর্ণিত হয়েছে)

৩. পুরুষের সতর হচ্ছে নাভীর নীচ থেকে হাটু পর্যন্ত (এ অভিমতটি অনেক প্রসিদ্ধ।)

আজাদ নারীদের সতর হলো কব্জি পর্যন্ত হাত, মুখমন্ডল এবং পায়ের পাতা ছাড়া সমস্ত শরীর। (এ মতটি-ই প্রসিদ্ধ তবে কারো কারো মতে হাত এবং মুখ মন্ডল ও ডেকে রাখবে) মাহরাম নয় এমন সকল পুরুষ থেকে এসব অঙ্গ ঢেকে রাখবে। আর মাহরামদের জন্য মাথা, গলা, বুক (স্তনের উপরের অংশ) সমস্ত হাত এবং হাটু পর্যন্ত পা সতর নয়। আর স্বামীর জন্য স্ত্রীর কোনো অঙ্গই সতর নয়।

সাধারণ মানুষের জন্য দাসীদের সতরের ব্যাপারে দুটি মত পাওয়া যায়। আর তা হলো...

১. নাভী থেকে হাটু পর্যন্ত। একজন দাসী এতোটুকু ঢেকে সালাত আদায় করলেই সালাত হয়ে যাবে।

২. আজাদ নারীরা তাদের মাহরাম পুরুষের জন্য যতটুকু ঢেকে রাখে দাসীরা মালীক ছাড়া অন্য পুরুষ থেকে ততটুকু ঢেকে রাখবে।

২৩. (নিষিদ্ধ খাবার গ্রহণের অপরাধে আল্লাহ তাদেরকে দুনিয়ায় ফেলে দিলেন তখন আল্লাহর কাছে ক্ষমা চেয়ে) তারা (আদম ও হাওয়্যা) বললঃ হে রাব্ব! আমরা নিজের উপর অবিচার করে ফেলেছি। তুমি ক্ষমা না করলে, দয়া না করলে আমরা ধ্বংস হয়ে যাব। (একথা বলে তাওবাহ ও ইস্তিগফার করার পর তাদের তাওবাহ কবুল হয়েছিল। দেখুন বাকারাহঃ ৩৭)

২৪. (তারা যখন নিষিদ্ধ খাবার গ্রহণ করেছিল তখন) আল্লাহ বলেছিলেনঃ এখান থেকে নেমে যাও, (দুনিয়ায়) তোমরা (শয়তান ও তার অনুসারীরা এবং আদম ও তার অনুসারীরা) একে অপরের শত্রু (হয়ে থাকবে।) নির্দিষ্ট সময়ের জন্য যমীনে তোমাদের আবাসন ও জীবিকা নির্ধারণ করে দেয়া হলো।

২৫. (আল্লাহ আরও) বললেনঃ সেখানে-ই তোমরা জীবন কাটাবে, সেখানে-ই মারা যাবে এবং সেখান থেকে-ই উত্থিত হবে।

يٰبَنِيْٓ اٰدَمَ قَدْ اَنْزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاسًا يُّوَارِيْ سَوْاٰتِكُمْ وَرِيْشًا ۭ وَلِبَاسُ التَّقْوٰى ۙ ذٰلِكَ خَيْرٌ ۭ ذٰلِكَ مِنْ اٰيٰتِ اللّٰهِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُوْنَ ﴿٢٦﴾

কাপড়ের পোশাক ও তাক্বওয়ার পোশাক

২৬. হে আদম সন্তান! আমি তোমাদেরকে পোশাক (বানানোর উপকরণ ও প্রযুক্তিগত জ্ঞান) দিয়েছি, যেন তোমরা নিজেদের সাওআত (লজ্জাস্থান) ঢেকে রাখ এবং (এ পোশাক তোমাদের জন্য) "রিশ" (তথা সৌন্দর্য বর্ধনের উপকরণ হবে। জীবনের নানা উপকরণের মাঝে অন্যতম একটি হচ্ছে সুন্দর

পোশাক যা দিয়ে সৌন্দর্য ফুটিয়ে তুলা হয়।) তবে তাকওয়ার (পাপ মুক্ত থাকার) পোশাক-ই সর্বউৎকৃষ্ট। (মনে রেখো!) এটা-ই আল্লাহর বিধান, তোমরা এটা মেনে চলবে।

জ্ঞাতব্যঃ পোশাক পরিধান করা হয় দুই কারণেঃ লজ্জা নিবারণ করা তথা সতর ঢাকার জন্য আর নিজেকে সুন্দর করে উপস্থাপন করার জন্য। তবে অনেক মানুষ সুন্দর পোশাক পড়েও স্বভাবগত কারণে নির্লজ্জ-ই থেকে যায় এবং নোংরা মানুষ হিসেবে-ই সমাজে পরিচিতি পায়।

কারণ কাপড়ের পোশাকে বাহ্যিক ভাবে লজ্জা নিবারণ হলেও স্বভাবগত লজ্জা নিবারণ এবং নিজেকে সুন্দর করে উপস্থাপনের জন্য পাপমুক্ত জীবন যাপনের বিকল্প নেই। তাই এটাকে তাকওয়ার পোশাক বলা হয়েছে।

আবু-হুরাইরাহ রাঃ থেকে বর্ণিত, একদা রাসূল সাঃ বললেনঃ কে আছো? আমার থেকে কিছু কথা শিখে নেবে এবং আমল করবে, অথবা এমন কাউকে শিখিয়ে দেবে, যে আমল করবে? আমি বললামঃ আমি, ইয়া রাসূলাল্লাহ! তিনি আমার হাত ধরে পাঁচটি কথা বললেনঃ

- ❖ সকল মাহারিম (হারাম কাজ) থেকে বেঁচে থাকবে; তাহলে তুমি হবে সবচেয়ে বেশী ইবাদাতকারী,
- ❖ আল্লাহ যা দিয়েছেন তাই নিয়ে সন্তুষ্ট থাকবে; তাহলে তুমি হবে সবচেয়ে ধনী,
- ❖ প্রতিবেশীর প্রতি সদয় হবে; তাহলে তুমি মুঅমিন হয়ে যাবে,
- ❖ তোমার জন্য যা পছন্দ করো অন্যের জন্য তাই পছন্দ করবে; তাহলে তুমি মুসলিম হয়ে যাবে,
- ❖ অধিক হাসবে না; অধিক হাসি অন্তরকে মেরে ফেলে। (তিরমিযীঃ ২৩০৫, আহমাদঃ ৮০৮১, শাইখ আল-বানীর তাহকীক মতে হাদীছটি হাসান)

يٰبَنِيْٓ اٰدَمَ لَا يَفْتِنَنَّكُمُ الشَّيْطٰنُ كَمَآ اَخْرَجَ اَبَوَيْكُمْ مِّنَ الْجَنَّةِ يَنْزِعُ عَنْهُمَا لِبَاسَهُمَا لِيُرِيَهُمَا سَوْاٰتِهِمَا ۭ اِنَّهٗ يَرٰىكُمْ هُوَ وَ قَبِيْلُهٗ مِنْ حَيْثُ لَا تَرَوْنَهُمْ ۭ اِنَّا جَعَلْنَا الشَّيٰطِيْنَ اَوْلِيَاۗءَ لِلَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُوْنَ ﴿٢٧﴾

শয়তান যাদের মিত্র

২৭. হে আদম সন্তান! শয়তান (থেকে সাবধান থাকবে। সে) যেন তোমাদের প্রতারিত করতে না পারে, যেভাবে তোমাদের বাবা-মাকে (প্রতারিত করে) জান্নাত থেকে বের করে দিয়েছে, তাদের পোশাক খুলে নিয়ে লজ্জা উন্মোচিত করেছে। সে ও তার জাতি তোমাদের দেখে, তোমরা তাদের দেখ না। শয়তানগণকে আমি ওইসব লোকের ওয়ালী (মিত্র) বানিয়ে দিয়েছি যারা ঈমান আনে না। (ওয়ালী সম্পর্কে জানতে দেখুন বাকারাহঃ ১০৭)

শয়তান পরিচিতিঃ যে বা যারা অন্যকে কুমন্ত্রণা দেয় বা কুপথে প্ররোচিত করে সে-ই শয়তান। শয়তান মানুষ হতে পারে, জিন্ন হতে পারে। সূরাহ বাক্বারার ১৪ তম আয়াতসহ আল কুরআনের অনেক জায়গায় ইসলাম বিদ্বেষী নেতাদেরকে শয়তান বলা হয়েছে। শয়তান হতে পারে আমাদের সমাজের কেউ, পরিবারের কেউ অথবা বন্ধুবান্ধবদের কেউ। তাই উক্ত আয়াতসহ অনেক জায়গায় শয়তান শব্দটি বহুবচনে ব্যবহৃত হয়েছে।

যে বা যারা কুফর করে শয়তান তাদের মিত্র ও আপন হয়ে যায় এবং তখন শয়তান হয়ে যায় তার উপর প্রভাবশালী শক্তি। তাই সে দিনে দিনে মন্দের দিকে ধাবিত হয়।

وَ اِذَا فَعَلُوْا فَاحِشَةً قَالُوْا وَجَدْنَا عَلَيْهَآ اٰبَآءَنَا وَ اللّٰهُ اَمَرَنَا بِهَا ؕ قُلْ اِنَّ اللّٰهَ لَا يَاْمُرُ بِالْفَحْشَآءِ ؕ اَ تَقُوْلُوْنَ عَلَى اللّٰهِ مَا لَا تَعْلَمُوْنَ ﴿۲۸﴾

সামাজিক প্রথা বনাম আল্লাহর দ্বীন

পটভূমিঃ নবী সাঃ'এর আগেও মুশরিকরা হাজ্জ করত। তারা উলঙ্গ হয়ে আল্লাহর ঘর তাওয়াফ করত আর বলতঃ বংশ পরম্পরায় আমরা এমন করে আসছি এবং এটা-ই আল্লাহর হুকুম। তাদের এ মনগড়া প্রথা ও মিথ্যা কথাকে প্রতিহত করে নাযিল হয়..

২৮. তারা (উলঙ্গ হয়ে কা'বাহ ঘর তাওয়াফ করার মত) অশ্লীল কাজ করে আর বলে আমাদের বাপদাদাকে এমন করতে দেখেছি এবং এটা-ই আল্লাহর হুকুম। (তাদের) বলে দাওঃ আল্লাহ অশ্লীলতার হুকুম করেন না। তোমরা কান্ডজ্ঞানহীন হয়ে আল্লাহর উপর মিথ্যাচার করছো।

জ্ঞাতব্যঃ অনেক মানুষ-ই নিজেদের মনগড়া রীতি বা প্রথাকে আল্লাহর দ্বীন বলে অপপ্রচার করে থাকে। আসলে এসব-ই শয়তানের কাজ। মানুষকে আল্লাহর দ্বীন থেকে দূরে রাখার জন্য শয়তান অনেক দর্শন বা থিউরী উপস্থাপন করে। কিছু মানুষ এসব দর্শন গ্রহণ করে নিজে কুরআন হাদীছ থেকে দূরে থাকে এবং মানুষকে দূরে রাখে। এসব দর্শনের কয়েকটি হচ্ছেঃ জাতীয় ঐতিহ্য, যুগ যুগ ধরে চলা আসা প্রথা ও রীতি, বাপ-দাদার আদর্শ, আকাবিরদের তরিকা, ইত্যাদি। অনেক মানুষ আল্লাহর বিধান থেকে মানুষকে দূরে রাখতে এসবের দোহাই দিয়ে থাকে এবং আল্লাহর দ্বীন থেকে দূরে থাকে।

قُلْ اَمَرَ رَبِّيْ بِالْقِسْطِ ۫ وَ اَقِيْمُوْا وُجُوْهَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَّ ادْعُوْهُ مُخْلِصِيْنَ لَهُ الدِّيْنَ ؕ كَمَا بَدَاَكُمْ تَعُوْدُوْنَ ﴿۲۹﴾

ন্যায় সাম্য ও ভেজালমুক্ত ইবাদাত

২৯. (হে নবী! সবাইকে) বলে দাওঃ আমার প্রভু আদেশ দিচ্ছেন ন্যায় ও সাম্যের। আর তোমরা প্রতিটি সিজদায় নিজেদের মুখ (কিবলার দিকে) স্থির রাখবে। আর আল্লাহর ইবাদাত করবে ভেজালমুক্ত দ্বীন মেনে, শুধু-ই তাঁর জন্য। তিনি তোমাদেরকে যেভাবে প্রথম সৃষ্টি করেছেন সেভাবে-ই তোমরা পুনরায় উত্থিত হবে।

জ্ঞাতব্যঃ আল্লাহ আদেশ দিচ্ছেন ন্যায় ও সাম্যের। তাই জীবনের সকল ক্ষেত্রে ন্যায় সাম্য ও ইনসাফ করা আমাদের ফরজ দায়িত্ব। এটা আমাদের ঈমানের দাবী এবং আল্লাহর ইবাদাতের-ই অংশ। আল্লাহর ইবাদাত করতে হয় সঠিক দ্বীন মেনে, ভেজালমুক্ত থেকে, শুধু-ই আল্লাহর জন্য। ভেজালযুক্ত কাজ আল্লাহর কাছে গ্রহণযোগ্য নয়।

(আর পরিপূর্ণ ঈমান আনার পর বাস্তব জীবনে সকল ক্ষেত্রে এবং সকল বিষয়ে আল্লাহর বিধি-বিধান মেনে নেওয়া এবং চলার নাম আল্লাহর ইবাদাত করা।)

فَرِيْقًا هَدٰى وَ فَرِيْقًا حَقَّ عَلَيْهِمُ الضَّلٰلَةُ ؕ اِنَّهُمُ اتَّخَذُوا الشَّيٰطِيْنَ اَوْلِيَآءَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ وَ يَحْسَبُوْنَ اَنَّهُمْ مُّهْتَدُوْنَ ﴿۳۰﴾

হিদায়াত প্রাপ্ত দল ও বিভ্রান্তদল

৩০. (আল্লাহর বিধান জানার পর মানুষ দুই দলে বিভক্ত হয়ে যায়) একদল হেদায়াত পায়, আর একদলের উপর অবধারিত হয় বিভ্রান্তি। তারা (বিভ্রান্ত লোকেরা) আল্লাহকে ছেড়ে শয়তানদেরকে ওয়ালী (আপন/মিত্র) বানিয়ে নেয়/ওয়ালী হিসেবে মেনে নেয় আর তথাপিও মনে করে তারা সঠিক পথেই আছে।

জ্ঞাতব্যঃ শয়তানদেরকে ওয়ালী বানানো বিভ্রান্তির পথ। ঠিক তদ্রুপ বিভক্তি ও বিভাজন বিভ্রান্তির অন্যতম পথ। বিভ্রান্তির পথ মোট ৭২টি। এ সকল (৭২) পথে বিভ্রান্ত হয়েছিল বনী-ইসরাঈল। আর আজকাল এ পথ ধরে-ই বিভ্রান্ত হচ্ছে কত মুসলিম। অনেক মানুষ এসব পথ ধরে বিভ্রান্ত হয়ে যায় কিন্তু তথাপি মনে করে তারা ঠিক পথেই আছে এবং একমাত্র তারা-ই সঠিক, তারা-ই হেদায়াত প্রাপ্ত। এটা-ই আজকাল আমাদের সমাজের বাস্তবতা।
মুসলমানরা আজ নানা দলে বিভক্ত। সকল দল-ই মনে করে তারা-ই সঠিক, বাকি সব বিভ্রান্ত। আসলে বিভক্তি, বিভাজন ও দলাদলি করে যারা বিভ্রান্তির দিকে ধাবিত হয় এদের প্রায় সবাই দলবাজ ও দলকানা। তাই তারা নিজের দলের ভিতরের বিভ্রান্তিসমূহকেও সঠিক মনে করে আর অন্য সবাইকে বিভ্রান্ত মনে করে। উক্ত আয়াতে এদের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে।

(বিভ্রান্তির ৭২পথ সম্পর্কে জানতে আমাদের ইসলাম শিক্ষা সিলেবাসের ৬ষ্ট বই "দ্বীন বোঝার মৌলিক নীতিমালা" পাঠ করুন।)

বিঃ দ্রঃ= আসলে হেদায়াতপ্রাপ্ত দল শুধু তারা-ই যারা উম্মতের একতা বজায় রাখে, উম্মতের মাঝে দলাদলি সৃষ্টি করে না এবং কোনো প্রকার বিভক্তি ও বিভাজনে জড়ায় না। (এ সম্পর্কে আরও জানতে দেখুন সূরাহ আনয়া'ম আয়াত ১৫৩, ১৫৯)

يٰبَنِيْۤ اٰدَمَ خُذُوْا زِيْنَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَّ كُلُوْا وَ اشْرَبُوْا وَ لَا تُسْرِفُوْا ۚ اِنَّهٗ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِيْنَ ﴿۳۱﴾

সালাত ও তাওয়াফকালে সতর ঢেকে রাখা আবশ্যক

৩১. (নবী সাঃএর আগমনের পূর্বেও মুশরিকরা হাজ্জ করতো। তারা উলঙ্গ হয়ে তাওয়াফ করতো। (কুরতুবীঃ মুসলিম) এ প্রথা রহিত করে নাযিল হয়ঃ)
হে আদম সন্তান! তোমরা প্রত্যেক (বার) মাসজিদে (সালাত ও তাওয়াফকালে সতর ঢেকে) তোমাদের শোভা বজায় রাখবে। আর তোমরা (তোমাদের প্রয়োজন ও পছন্দমত বিধি মোতাবেক) খাবে, পান করবে, তবে ইসরাফ করবে না। কারণ আল্লাহ ইসরাফকারীদের পছন্দ করেন না।

জ্ঞাতব্যঃ প্রতিটি জিনিসের-ই কিছু সৌন্দর্য বা শোভা রয়েছে। সালাতের শোভা হলো বিধি মোতাবেক সালাত আদায় করা। অর্থাৎ আল্লাহ ও তদীয় রাসূল সা. সালাত আদায়ের যেসব নিয়ম ও রীতি বাতলে দিয়েছেন এসব পালন করে সালাত আদায় করা। সালাতে সতর ঢাকা ফরজ এবং এটা হলো সালাতের অন্যতম শোভা। রাসূল সা. এবং সাহাবাগণ জুতা পায়ে রেখে সালাত আদায় করতেন। এমন কি মসজিদে জামায়াত কালেও উনারা সাধারণত জুতা পায়ে রাখতেন।
উল্লেখ্য উনাদের সময়ে মসজিদের ফ্লোরে বালি ও মাটি ছিল। তাই জুতা পায়ে রেখে সালাত আদায় করতে কোনো

সমস্যা ছিল না। তবে আমাদের সময়ে মসজিদের ফ্লোরে টাইলস লাগানো হয় এবং কার্পেট বিছানো থাকে। তাই বাইরের জুতা পায়ে রেখে মসজিদে প্রবেশ পরিচ্ছন্নতার জন্য সহায়ক নয়। তবে সালাত আদায় কালে অথবা তাওয়াফ কালে জুতা পায়ে রাখতে বিধানগতভাবে কোনো সমস্যা নেই। কিন্তু ইয়াহুদ সমাজ জুতা পায়ে সালাত আদায়কে অপছন্দনীয় ও মন্দ কাজ মনে করত। আর আজকাল আমাদের অনেক লোকও এমনটি মনে করেন। অথচ হাদীছে এসেছে..

আবু-হুরাইরাহ রাঃ থেকে বর্ণিত, একদা রাসূল সাঃ বললেনঃ তোমরা সালাতের শোভা বজায় রাখবে। জিজ্ঞেস করা হলোঃ সালাতের শোভা কি? রাসূল সা. বললেনঃ জুতা পরিধান করে সালাত আদায় করা। (কুরতুবী)

সাঈদ বিন ইয়াযীদ আল-আযদী বলেনঃ একদা আমি আনাস বিন মালিক রাঃকে জিজ্ঞেস করলাম রাসূল সাঃ কি জুতা পরিহিত অবস্থায় সালাত আদায় করতেন? তিনি বলেছেনঃ হ্যাঁ, (বুখারীঃ সালাত অধ্যায়, বাবাঃ সালাত ফি-ন-না'ল)

আইন ও বিধানঃ জুতা পরিহিত অবস্থায় নামায পড়া মন্দ কাজ নয়। জানাযায় বা মাঠে ময়দানে আদায়কৃত নামাযে জুতা পরিহিত থাকা মোটেই দোষের নয়। সালাত ও তাওয়াফের সময়ে সতর ঢেকে রাখা ফরজ।

ইসরাফঃ ইসরাফ অর্থ অপচয়, অপব্যবহার। সকল প্রকার অবৈধ ও অকল্যাণকর ব্যয়কে ইসরাফ বলা হয়।

قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِيْنَةَ اللّٰهِ الَّتِيْٓ اَخْرَجَ لِعِبَادِهٖ وَ الطَّيِّبٰتِ مِنَ الرِّزْقِ ؕ قُلْ هِيَ لِلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا فِي الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا خَالِصَةً يَّوْمَ الْقِيٰمَةِ ؕ كَذٰلِكَ نُفَصِّلُ الْاٰيٰتِ لِقَوْمٍ يَّعْلَمُوْنَ ﴿۳۲﴾ قُلْ اِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَ مَا بَطَنَ وَ الْاِثْمَ وَ الْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَ اَنْ تُشْرِكُوْا بِاللّٰهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهٖ سُلْطٰنًا وَّ اَنْ تَقُوْلُوْا عَلَى اللّٰهِ مَا لَا تَعْلَمُوْنَ ﴿۳۳﴾

হারাম কাজের একটি সংক্ষিপ্ত তালিকা

৩২. (অনেকে মনে করে সুন্দর পোশাক ও উত্তম খাবার বিলাসিতা এবং এজন্য অর্থ ব্যয় করা অপচয়। অথচ মহান আল্লাহ তায়া'লা আদেশ দিচ্ছেন)

(হে নবী! মানুষকে) বলে দাওঃ আল্লাহ তাঁর বান্দার জন্য যে সৌন্দর্য ও উত্তম খাবার তৈরি করেছেন, এটা নিষেধ করার কে আছে?

বলে দাওঃ দুনিয়ার জীবনে মুঅমিনদের জন্য-ই আল্লাহ এসব দিয়েছেন। (তবে দুনিয়া যেহেতু ভালমন্দের মিশ্রিত আবাস। তাই দুনিয়ার জীবনে কাফিররাও ভোগ করে থাকে। কিন্তু) আখেরাতে এসব হবে শুধু-ই মুঅমিনদের (তখন কাফিররা কিছুই পাবে না।) আমি বিধানসমূহ এভাবে-ই পরিষ্কারভাবে বর্ণনা করি জ্ঞানী লোকদের জন্য।

৩৩. বলে দাওঃ (আল্লাহ সুন্দর পোশাক ও উত্তম খাবার হারাম করেননি। বরং) আল্লাহ হারাম করেছেনঃ প্রকাশ্য গোপনীয় সব ধরনের অশ্লীলতা, পাপাচার, অন্যায় অবিচার, আল্লাহর সাথে কৃত শিরক; যার কোনো দলীল তিনি নাযিল করেননি, আর কান্ডজ্ঞানহীন হয়ে আল্লাহ সম্পর্কে মিথ্যাচার।

وَ لِكُلِّ اُمَّةٍ اَجَلٌ ۚ فَاِذَا جَآءَ اَجَلُهُمْ لَا يَسْتَاْخِرُوْنَ سَاعَةً وَّ لَا يَسْتَقْدِمُوْنَ ﴿٣٤﴾ يٰبَنِيْٓ اٰدَمَ اِمَّا يَاْتِيَنَّكُمْ رُسُلٌ مِّنْكُمْ يَقُصُّوْنَ عَلَيْكُمْ اٰيٰتِيْ ۙ فَمَنِ اتَّقٰى وَ اَصْلَحَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَ لَا هُمْ يَحْزَنُوْنَ ﴿٣٥﴾ وَ الَّذِيْنَ كَذَّبُوْا بِاٰيٰتِنَا وَ اسْتَكْبَرُوْا عَنْهَآ اُولٰٓئِكَ اَصْحٰبُ النَّارِ ۚ هُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ ﴿٣٦﴾

প্রত্যেক জাতির উত্থান ও পতনের সময় নির্ধারিত

৩৪. প্রতিটি জাতির (উত্থান পতনের) সময় নির্ধারিত। যখন যার সময় আসবে তখন-ই (উত্থান বা পতন) হবে, একটু আগেও হবে না, একটু পরেও না। (তাই কথাটি সদা মনে রাখবে এবং সবর করবে)

৩৫. হে আদম সন্তান! তোমাদের কাছে যখন কোনো রাসূল আসবে এবং আমার আয়াত (বিধান কিতাব) পাঠ করবে। তখন যে (বা যারা রাসূলকে মেনে নিয়ে) তাকওয়া অর্জন করবে, নিজেকে শোধরে নিবে, (আমি তাদের মাফ করে দেব) তাদের কোনো ভয় নেই এবং তারা চিন্তিতও হবে না। (আল্লাহর ভয়ে যাবতীয় কুফর, শিরক এবং পাপাচার থেকে বেঁচে থাকার নাম তাকওয়া)

৩৬. পক্ষান্তরের যে আমার বিধান অমান্য করবে, প্রত্যাখ্যান করবে, তারা (সে ও তার অনুসারীরা) হবে জাহান্নামী। সেখানে তারা চিরকাল থাকবে।

فَمَنْ اَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرٰى عَلَى اللّٰهِ كَذِبًا اَوْ كَذَّبَ بِاٰيٰتِهٖ ؕ اُولٰٓئِكَ يَنَالُهُمْ نَصِيْبُهُمْ مِّنَ الْكِتٰبِ ؕ حَتّٰٓى اِذَا جَآءَتْهُمْ رُسُلُنَا يَتَوَفَّوْنَهُمْ ۙ قَالُوْٓا اَيْنَ مَا كُنْتُمْ تَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ ؕ قَالُوْا ضَلُّوْا عَنَّا وَ شَهِدُوْا عَلٰٓى اَنْفُسِهِمْ اَنَّهُمْ كَانُوْا كٰفِرِيْنَ ﴿٣٧﴾ قَالَ ادْخُلُوْا فِيْٓ اُمَمٍ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِكُمْ مِّنَ الْجِنِّ وَ الْاِنْسِ فِي النَّارِ ؕ كُلَّمَا دَخَلَتْ اُمَّةٌ لَّعَنَتْ اُخْتَهَا ؕ حَتّٰٓى اِذَا ادَّارَكُوْا فِيْهَا جَمِيْعًا ۙ قَالَتْ اُخْرٰىهُمْ لِاُوْلٰىهُمْ رَبَّنَا هٰٓؤُلَآءِ اَضَلُّوْنَا فَاٰتِهِمْ عَذَابًا ضِعْفًا مِّنَ النَّارِ ؕ قَالَ لِكُلٍّ ضِعْفٌ وَّ لٰكِنْ لَّا تَعْلَمُوْنَ ﴿٣٨﴾ وَ قَالَتْ اُوْلٰىهُمْ لِاُخْرٰىهُمْ فَمَا كَانَ لَكُمْ عَلَيْنَا مِنْ فَضْلٍ فَذُوْقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْسِبُوْنَ ﴿٣٩﴾

আল্লাহর বিধান অমান্যকারীদের পরিণাম

৩৭. ওই ব্যক্তির চেয়ে পাপিষ্ঠ আর কে? যে আল্লাহর উপর মিথ্যাচার করে, আল্লাহর বিধান অমান্য করে? তারা তাদের প্রাপ্য (আযাব সময় মত) ঠিক-ই পেয়ে যাবে। তাদের মৃত্যু ঘটাতে এসে আমার দূত (ফিরিস্তা) বলবেঃ তোমরা আল্লাহ ছাড়া যাদেরকে ডাকতে তারা কোথায়? (কেন তোমাদের রক্ষা করতে আসছে না?) তারা বলবেঃ সব উধাও হয়ে গেছে। তারা নিজের বিপক্ষে সাক্ষ্য দিবে (তথা স্বীকার করে নেবে) তারা কাফির ছিল।

৩৮. (বিচার দিনে আল্লাহ এদেরকে) বলবেনঃ ইতোমধ্যে বহু জিন্ন ও মানুষ জাহান্নামে চলে গেছে,

তোমরাও চলে যাও। কোনো দল সেখানে প্রবেশ করলে অন্যরা লা'নত করবে। সবাই একত্রিত হবার পর পরবর্তীরা পূর্ববর্তীদের (মুরব্বিদের, আকাবিরদের, বড়দের) সম্পর্কে বলবেঃ হে রাব্ব! এরা আমাদের বিভ্রান্ত করেছে, জাহান্নামে এদের আযাব বাড়িয়ে দাও। (আল্লাহ) বলবেনঃ প্রত্যেকের আযাবই বেশী। তবে তোমরা বুঝ না ।

৩৯. পূর্ববর্তীরা পরবর্তীদের বলবেঃ তোমরা আমাদের থেকে আলাদা নও। (আমরা সবাই একই পথের পথিক। তাই) আযাব আস্বাদন করো, এটা-ই তোমাদের কর্মফল।

إِنَّ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَاسْتَكْبَرُوا عَنْهَا لَا تُفَتَّحُ لَهُمْ أَبْوَابُ السَّمَاءِ وَلَا يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ حَتَّىٰ يَلِجَ الْجَمَلُ فِي سَمِّ الْخِيَاطِ ۚ وَكَذَٰلِكَ نَجْزِي الْمُجْرِمِينَ ﴿٤٠﴾ لَهُمْ مِنْ جَهَنَّمَ مِهَادٌ وَمِنْ فَوْقِهِمْ غَوَاشٍ ۚ وَكَذَٰلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ ﴿٤١﴾

যাদের জন্য আকাশের দ্বার বন্ধ করে দেয়া হবে

৪০. যারা দম্ভ করে এবং আমার বিধান অমান্য করে; (হাশরের বিচারের পর) তাদের জন্য আকাশের দ্বার খোলা হবে না। (সকল জান্নাত-ই ১ম আকাশের উপরে এবং ১ম আকাশ পাড়ি দিয়েই জান্নাতে যেতে হবে। যেহেতু তাদের জন্য আকাশের দ্বার খোলা হবে না।) তাই তারা জান্নাতে যেতে পারবে না। সূঁচের ছিদ্র দিয়ে উট প্রবেশ করা সম্ভব হলেও না। (কারণ তারা পাপিষ্ঠ।) আর পাপিষ্ঠদের বদলা আমরা এভাবেই দিয়ে থাকি।

জ্ঞাতব্যঃ হাশরের মাঠ হবে আমাদের এ দুনিয়ায়। জান্নাত আকাশের উপরে আর জাহান্নাম আকাশ ও পৃথিবীর মধ্যখানে। জান্নাতে যেতে হলে আকাশ পার হয়ে যেতে হবে। তাই যাদের জন্য আকাশের দ্বার খোলা হবে না তারা জান্নাতে যেতে পারবে না। আর জাহান্নাম যেহেতু আকাশের নীচে তাই যাদের জন্য আকাশের দ্বার খোলা হবে না তারা জাহান্নামে-ই নিক্ষিপ্ত হবে।

৪১. তাদের নীচে থাকবে আগুনের আবরণ, উপর থেকেও আগুন তাদের আচ্ছাদন করে থাকবে। আর অন্যায়কারীদের বদলা আমরা (আল্লাহ। আরবী ব্যাকরণের নিয়মে অধিক সম্মান বুঝাতে এমন করা হয়) এভাবেই দিয়ে থাকি।

وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ ۖ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٤٢﴾

সাধ্যের বাইরে কারো উপর দায় চাপানো যাবে না

৪২. আমি "সাধ্যের বাইরে কারো উপর দায় চাপাই না"। যারা ঈমান আনে, (সাধ্যমত) সৎ কাজ করে, তারা জান্নাতী। সেখানে তারা চিরকাল থাকবে।

আইন ও বিধানঃ ইসলামী আইনের একটি মূলসূত্র হলোঃ "সাধ্যের বাইরে কারো উপর দায় চাপানো যাবে না" এ দায় ব্যক্তিগত হোক বা সামাজিক, পারিবারিক হোক বা অন্য যে কোনো বিষয়ে। তাই বিচার করতে, ফতোয়া দিতে তথা দ্বীনি ও দুনিয়াবী যাবতীয় সিদ্ধান্ত গ্রহণে বিষয়টির প্রতি লক্ষ্য রাখতে হবে।

وَنَزَعْنَا مَا فِيْ صُدُوْرِهِمْ مِّنْ غِلٍّ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهِمُ الْاَنْهٰرُ ۚ وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْ هَدٰىنَا لِهٰذَا وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْ لَآ اَنْ هَدٰىنَا اللّٰهُ ۚ لَقَدْ جَآءَتْ رُسُلُ رَبِّنَا بِالْحَقِّ ۭ وَنُوْدُوْٓا اَنْ تِلْكُمُ الْجَنَّةُ اُوْرِثْتُمُوْهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ ﴿٤٣﴾

জান্নাতের প্রবেশের আগে মানুষের অন্তর থেকে যা অপসারণ করা হবে

৪৩. (জান্নাতে প্রবেশের আগে) আমি তাদের অন্তর থেকে গিল্ল (হিংসা-বিদ্বেষ, রাগ-গুস্বা, রোগব্যাধি, অলসতাসহ অকল্যাণকর সবকিছু) অপসারিত করে নেব। তাদের তলদেশে প্রবাহিত হবে নহর। (তখন আল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশে) তারা বলবেঃ সকল প্রশংসার মালিক আল্লাহ, তিনি-ই আমাদের হেদায়াত করেছেন। আল্লাহ হেদায়াত না করলে আমরা হেদায়াত পেতাম না। রাসূলগণ সঠিক বিধান নিয়ে এসেছিলেন। ঘোষণা করা হবেঃ এটা-ই জান্নাত, কর্মফল হিসেবে তোমাদেরকে এর সত্ত্বাধিকারী করা হলো।

জ্ঞাতব্যঃ এ অপসারণ হবে একটিমাত্র গোসলের মাধ্যমে। জান্নাতে প্রবেশের আগে জান্নাতীদেরকে আল-হায়াত নামক জলধারায় গোসল করানো হবে এবং এ গোসলের দ্বারা তাদের দেহে বাহ্যিক ও আভ্যন্তরীণ দুই ধরনের পরিবর্তন ঘটবে।

বাহ্যিকভাবে তারা সুন্দর ও সুঠাম দেহ এবং চিরতরে সুস্বাস্থ্যের অধিকারী হয়ে যাবে আর আভ্যন্তরীণভাবে তাদের অন্তর থেকে অকল্যাণকর সবকিছু অপসারিত হয়ে যাবে এবং তাদের রক্ত সঞ্চালন ব্যবস্থা ও পাকস্থলীর পরিপাক পদ্ধতি বদলে গিয়ে মানবদেহ সম্পূর্ণরূপে জান্নাতের উপযুক্ত হয়ে যাবে।

وَنَادٰٓى اَصْحٰبُ الْجَنَّةِ اَصْحٰبَ النَّارِ اَنْ قَدْ وَجَدْنَا مَا وَعَدَنَا رَبُّنَا حَقًّا فَهَلْ وَجَدْتُّمْ مَّا وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقًّا ۭ قَالُوْا نَعَمْ ۚ فَاَذَّنَ مُؤَذِّنٌۢ بَيْنَهُمْ اَنْ لَّعْنَةُ اللّٰهِ عَلَى الظّٰلِمِيْنَ ﴿٤٤﴾ الَّذِيْنَ يَصُدُّوْنَ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَيَبْغُوْنَهَا عِوَجًا ۚ وَهُمْ بِالْاٰخِرَةِ كٰفِرُوْنَ ﴿٤٥﴾

জান্নাতী ও জাহান্নামীদের কথোপকথন

৪৪. জান্নাতীরা জাহান্নামীদের ডেকে বলবেঃ আমরা প্রভুর ওয়াদা সঠিক পেয়েছি, তোমরা কি প্রভুর ওয়াদা ঠিক পেয়েছ? তারা বলবেঃ হ্যাঁ..। তখন ঘোষণা করা হবেঃ পাপিষ্ঠদের উপর আল্লাহর লা'নত।

৪৫. (লা'নত তাদের উপর) যারা আল্লাহর পথে বাঁধার সৃষ্টি করে, তাতে দোষ খুঁজে আর আখেরাত অস্বীকার করে।

ঈমান ও আক্বীদাহঃ আয়াতে উল্লেখিত ৩টি কাজ-ই কুফর। কোনো মুসলিম এমন কাজ করলে তার ঈমান বিনষ্ট হয়ে যাবে এবং সে হয়ে যাবে চির জাহান্নামী মুনাফিক।

وَبَيْنَهُمَا حِجَابٌ ۚ وَعَلَى الْاَعْرَافِ رِجَالٌ يَّعْرِفُوْنَ كُلًّا بِسِيْمٰهُمْ ۚ وَنَادَوْا اَصْحٰبَ الْجَنَّةِ اَنْ سَلٰمٌ عَلَيْكُمْ لَمْ يَدْخُلُوْهَا وَ هُمْ يَطْمَعُوْنَ ﴿٤٦﴾ وَ اِذَا صُرِفَتْ اَبْصَارُهُمْ تِلْقَآءَ اَصْحٰبِ النَّارِ ۙ قَالُوْا رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا مَعَ الْقَوْمِ الظّٰلِمِيْنَ ﴿٤٧﴾ وَ نَادٰۤى اَصْحٰبُ الْاَعْرَافِ رِجَالًا يَّعْرِفُوْنَهُمْ بِسِيْمٰهُمْ قَالُوْا مَاۤ اَغْنٰى عَنْكُمْ جَمْعُكُمْ وَ مَا كُنْتُمْ تَسْتَكْبِرُوْنَ ﴿٤٨﴾ اَهٰۤؤُلَآءِ الَّذِيْنَ اَقْسَمْتُمْ لَا يَنَالُهُمُ اللّٰهُ بِرَحْمَةٍ ۭ اُدْخُلُوا الْجَنَّةَ لَا خَوْفٌ عَلَيْكُمْ وَ لَاۤ اَنْتُمْ تَحْزَنُوْنَ ﴿٤٩﴾

জান্নাতী, জাহান্নামী ও আ'রাফবাসী

৪৬. তাদের (জান্নাতী ও জাহান্নামীদের) মাঝে এক অন্তরায় থাকবে (যার নাম আ'রাফ) এবং কিছুলোক আ'রাফে থাকবে, যারা (জান্নাতী, জাহান্নামী) সবাইকে দেখে চিনতে পারবে। তারা জান্নাতীদের ডেকে বলবেঃ সালামুন আলাইকুম, তারা জান্নাতে প্রবেশ না করলেও (প্রবেশের জন্য) লালায়িত থাকবে।

৪৭. যখন তাদের দৃষ্টি জাহান্নামীদের দিকে ঘুরিয়ে দেয়া হবে, তখন তারা বলবেঃ হে রাব্ব! আমাদেরকে ওই পাপিষ্ঠদের সঙ্গী বানিও না।

৪৮. আ'রাফবাসীরা (জাহান্নামী) লোকদেরকে দেখে চিনবে এবং ডেকে বলবেঃ তোমাদের দল ও অহমিকা কোনো কাজে এলো না?

৪৯. অথচ যাদের ব্যাপারে তোমরা কসম করে বলতেঃ আল্লাহ এদের দয়া করবেন না। (আজ এদেরকে-ই বলা হলো) জান্নাতে প্রবেশ করো, তোমাদের কোনো ভয় নেই, তোমরা চিন্তিত হবে না।

জ্ঞাতব্যঃ আমাদের সামাজিক প্রেক্ষাপটে এ আয়াতটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এখান থেকে অনেক কিছু শিখার বা বুঝার আছে। একটু ভাবুনঃ আখেরাতে যারা জাহান্নামী হবে, তাদের কিছু মানুষও দুনিয়ার জীবনে আল্লাহ বিশ্বাস করবে এবং নিজেদেরকে হেদায়াতপ্রাপ্ত জান্নাতী মনে করবে। আর জান্নাতী মুঅমিনদের ব্যাপারে নিশ্চিতভাবে কসম করে বলবেঃ এরা বিভ্রান্ত হয়ে গেছে, এরা হেদায়াত প্রাপ্ত নয়, আল্লাহ এদের ক্ষমা করবেন না। ইত্যাদি। এবার একটু ভাবুন তো এরা কারা?

বিঃ দ্রঃ= আ'রাফবাসী কারা হবে এবং তারা কতদিন আ'রাফে থাকবে এ সম্পর্কে সঠিকভাবে কিছু জানা যায়নি।

وَ نَادٰۤى اَصْحٰبُ النَّارِ اَصْحٰبَ الْجَنَّةِ اَنْ اَفِيْضُوْا عَلَيْنَا مِنَ الْمَآءِ اَوْ مِمَّا رَزَقَكُمُ اللّٰهُ ؕ قَالُوْۤا اِنَّ اللّٰهَ حَرَّمَهُمَا عَلَى الْكٰفِرِيْنَ ﴿٥٠﴾ الَّذِيْنَ اتَّخَذُوْا دِيْنَهُمْ لَهْوًا وَّ لَعِبًا وَّ غَرَّتْهُمُ الْحَيٰوةُ الدُّنْيَا ۚ فَالْيَوْمَ نَنْسٰىهُمْ كَمَا نَسُوْا لِقَآءَ يَوْمِهِمْ هٰذَا ۙ وَ مَا كَانُوْا بِاٰيٰتِنَا يَجْحَدُوْنَ ﴿٥١﴾

জান্নাতের খাদ্য ও পানীয় যাদের জন্য হারাম

৫০. জাহান্নামের অধিবাসীরা জান্নাতীদের ডেকে বলবেঃ আল্লাহ তোমাদেরকে যে খাবার ও পানীয় দান করেছেন এর সামান্য কিছু দিয়ে হলেও আমাদের পরিতৃপ্ত করো। জান্নাতীরা বলবেঃ আল্লাহ কাফিরদের তরে এসব হারাম করে দিয়েছেন।

৫১. (এখানে কাফির বলে বুঝানো হয়েছে) যারা তাদের দ্বীনকে খেল-তামাশায় পরিণত করেছে, দুনিয়ার জীবন যাদের প্রতারিত করেছে। আজকের এ দিনে আমি (আল্লাহ) তাদের ভুলে থাকব, যেমন (দুনিয়ার জীবনে) তারা এ দিনকে ভুলে থেকেছিল, তারা আমার বিধান প্রত্যাখ্যান করেছিল।

জ্ঞাতব্যঃ যারা দুনিয়ার জীবন পেয়ে দ্বীনকে ভুলে থাকে, দুনিয়ার মোহ যাদেরকে দ্বীন সম্পর্কে প্রতারিত করে ফেলে এবং এসব কারণে যারা দ্বীন থেকে দূরে সরে থাকে, যারা দ্বীন ও দ্বীনি বিষয়াদিকে খেল-তামাশায় পরিণত করে; তারা পাপিষ্ঠ, তারা জাহান্নামী।

ঈমান ও আক্বীদাহঃ দ্বীন বা দ্বীনি বিষয়াদি নিয়ে হাসি-তামাশা করা এবং দ্বীন বা দ্বীনি বিষয়াদিকে খেল-তামাশায় পরিণত করা কুফর। যারা এমন করে তাদের প্রত্যাখ্যান করা ও বর্জন করা ফরজ। কোনো মুসলিম কুফর করলে তার ঈমান নষ্ট হয়ে সকল আ'মাল নিষ্ফল ও বরবাদ হয়ে যায়। তখন সে হয়ে যায় ঈমানহীন মুসলিম তথা মুনাফিক। মুনাফিক চির জাহান্নামী। মুনাফিক মারা গেলে তাদের জানাযা পড়া বা তাদের জন্য দোয়া করাও নিষিদ্ধ। কিয়ামতের দিন মুনাফিকের জন্য শাফায়াত করতেও কাউকে অনুমতি দেওয়া হবে না।

দ্বীনি বিষয়াদিকে খেল-তামাশায় পরিণত করার ধরণঃ আমাদের সমাজের অনেক মানুষ অনেকভাবে দ্বীন ও দ্বীনি বিষয়াদি নিয়ে হাসি-তামাশা করে থাকে এবং দ্বীনকে তামাশার পাত্রে পরিণত করে। যেমন..

- ❖ অনেক গায়ক দ্বীন ও দ্বীনি বিষয়াদিকে গানবাজনার মাধ্যমে হাসির ছলে উপস্থাপন করে কৌতুক করে থাকে। তারা দ্বীনি বিষয়কে হাসির পাত্রে পরিণত করে। বিশেষ করে কিছু বাউল শিল্পীদেরকে দেখা যায় তারা মৃত্যু, কবর, হাশর, ফুলসিরাত, বিচার, জান্নাত, জাহান্নাম, ইত্যাদি নিয়ে গান করেন এবং হাসি কৌতুকের ছলে বাদ্যযন্ত্রের তরঙ্গে এসব উপস্থাপন করে থাকেন।
- ❖ কিছু কিছু কৌতুক শিল্পীও দ্বীনি বিষয়াদি নিয়ে হাসি কৌতুক করে থাকে।
- ❖ কোনো কোনো সাহিত্যিকও দ্বীনি বিষয়াদি নিয়ে ব্যঙ্গ করে রচনা, কবিতা, গান বা নাটক লিখে থাকেন।
- ❖ একদল ভন্ডপীর আজব আজব থিউরী উপস্থাপন করে দ্বীন ও দ্বীনি বিষয়াদিকে হাসির খোরাকে পরিণত করেন।
- ❖ অনেক প্রযোজক ও পরিচালক তাদের নাটকে, সিনেমায় বা সিরিয়ালে দ্বীনি বিষয়াদি বা দ্বীনি চরিত্রকে এমন ভাবে উপস্থাপন করেন যেন এসব হাসির খোরাকে পরিণত হয়।
- ❖ কিছু কিছু হুজুরও উনাদের ওয়াজে বা বক্তৃতায় কোনো কোনো বিষয়কে এমনভাবে উপস্থাপন করেন যাতে এটা হাসি-তামাশায় পরিণত হয়।
- ❖ অনেকে আবার যিকিরের নামে ডান্স করে এমনভাবে আল্লাহর নাম নিয়ে থাকে যা দেখতে তামাশার মত-ই লাগে;
- ❖ অনেক গ্রাম্য মাতব্বরকেও দ্বীনি বিষয়াদি নিয়ে হাসি মশকরা করতে দেখা যায়। ইত্যাদি, ইত্যাদি। আমাদের সমাজের নানা জনে নানাভাবে দ্বীন ও দ্বীনি বিষয়াদি নিয়ে হাসি তামাশা করেন। আর দুঃখজনক হলেও সত্য যে, কুফরের মত মারাত্মক পাপ হলেও এটা তাদের কাছে স্বাভাবিক বিষয়ে পরিণত হয়ে গেছে।

وَلَقَدْ جِئْنٰهُمْ بِكِتٰبٍ فَصَّلْنٰهُ عَلٰى عِلْمٍ هُدًى وَّرَحْمَةً لِّقَوْمٍ يُّؤْمِنُوْنَ ﴿٥٢﴾ هَلْ يَنْظُرُوْنَ اِلَّا تَاْوِيْلَهٗ ؕ يَوْمَ يَاْتِيْ تَاْوِيْلُهٗ يَقُوْلُ الَّذِيْنَ نَسُوْهُ مِنْ قَبْلُ قَدْ جَآءَتْ رُسُلُ رَبِّنَا بِالْحَقِّ ۚ فَهَلْ لَّنَا مِنْ شُفَعَآءَ فَيَشْفَعُوْا لَنَآ اَوْ نُرَدُّ فَنَعْمَلَ غَيْرَ الَّذِيْ كُنَّا نَعْمَلُ ؕ قَدْ خَسِرُوْٓا اَنْفُسَهُمْ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَّا كَانُوْا يَفْتَرُوْنَ ﴿٥٣﴾

কুরআন বিমুখ জীবন

৫২. আমি (আল্লাহ) তাদেরকে যে কিতাব দিয়েছি এটা জ্ঞানবিজ্ঞানে সমৃদ্ধ এবং আমি এতে (প্রয়োজনীয়) সবকিছু সবিস্তারে বর্ণনা করেছি। (এ কিতাব) মুঅমিনদের জন্য হেদায়াত ও রহমত।

৫৩. তারা (এ কিতাব অমান্যকারীরা) কি এটা-ই (এ কিতাবে বর্ণিত আযাব) বাস্তবায়নের অপেক্ষা করছে? আজ (দুনিয়ার জীবনে) যারা (এ কিতাবের বিধান) ভুলে রয়েছে (আখেরাতে আযাব) বাস্তবায়নের দিন তারা বলবেঃ রাসূলগণ সঠিক বিধান নিয়ে এসেছিলেন। (তারা বুঝবেঃ এখন আর বাঁচার কোনো পথ নেই। তখন দুনিয়ার কথা মনে পড়বে, মনে পড়বে শাফায়া'তের কথা। তাই বলবে) আমাদের জন্য শাফায়াত করার কি কেউ নেই? (তখন তারা প্রতিজ্ঞা করে বলবেঃ দুনিয়ায়) ফিরে যেতে পারলে আমরা আর এমন করব না, যা আগে করেছি। (আসলে আল্লাহর বিধান অমান্য করে) তারা নিজের সর্বনাশ করে ফেলেছে। তখন মনগড়া সব উধাও হয়ে যাবে।

হুঁশিয়ারিঃ যে বা যারা বাস্তব জীবনে কুরআন বিমুখ হয়ে যাবে তাদের পরিণাম হবে ভয়াবহ। এক সময়ে তাদের মুখায়ব বিকৃত করা হবে, তাদের লা'নত করা হবে এবং নানা ধরনের সাজা দেয়া হবে। আমাদের সমাজে মুসলিম হিসেবে পরিচিত অনেক মানুষ নানাভাবে এবং নানা পন্থায় কুরআন বিমুখ জীবন যাপনে অভ্যস্থ হয়ে পড়েছেন। যেমন..

- যেসব মুসলিম স্যাকুলার ধারায় বা সমাজতান্ত্রিক ধারায় জীবন যাপন করছেন তারা কুরআন বিমুখ। কারণ কুরআনের বিধান হচ্ছে বাস্তব জীবনের সকল ক্ষেত্রে কুরআনের আইন মেনে চলা আর স্যাকুলার বা সমাজতান্ত্রিকরা অনেক ক্ষেত্রে কুরআন পরিপন্থী আইন, বিধান ও নীতি মেনে কুরআন বিমুখ হয়ে যায়।
- যেসব মুসলিম ন্যাশনালিষ্ট হয়ে গেছেন তারা কুরআন বিমুখ। কারণ কুরআনের মূল শিক্ষা বিশ্ব মুসলিমের জাতীয় ঐক্য আর ন্যাশনালিজমের (আঞ্চলিক জাতীয়তাবাদের) মূল শিক্ষা অঞ্চল ভিত্তিক বিভাজন।
- যেসব মুসলিম আক্বীদাহ বিশ্বাসে তথা আদর্শগতভাবে ডেমুক্রেট বা গণতান্ত্রিক হয়ে যায় তারাও কুরআন বিমুখ। কারণ আল-কুরআন আল্লাহর সার্বভৌমত্ব শিক্ষা দেয় আর গণতন্ত্র শিক্ষা দেয় মানুষের সার্বভৌমত্ব।
- যেসব মুসলিম আদর্শগতভাবে ক্যাপিটালিজম বা পুঁজিবাদ মেনে নেয় তারাও কুরআন বিমুখ। কারণ আল-কুরআনের বিধান হচ্ছে সুদ হারাম আর পুঁজিবাদের মূল ভিত্তিই সূদ।
- যেসব মুসলিম এ উম্মতের মাঝে বিভাজন তৈরি করে দলেদলে বিভক্ত হয়ে যায় তথা যে বা যারা দ্বীন নিয়ে দলাদলিতে রত তারাও কুরআন বিমুখ কারণ আল-কুরআন মুসলিমদের জাতীয় ঐক্যের কথা বলে আর দলবাজরা মুসলিদের জাতীয় ঐক্য ভঙ্গ করে।

সুতরাং হে আখেরাতমুখী ভাই ও বোনেরা! এখনো সময় আছে, সাবধান হয়ে যান। এবং আসুন! উল্লেখিত সকল মত ও পথসহ কুফর ও শিরকের সকল পথ ত্যাগ করে কুরআনের পথে ফিরে চলি। হে আল্লাহ্! তুমি আমাদের সহায় হও।

إِنَّ رَبَّكُمُ اللّٰهُ الَّذِيْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضَ فِيْ سِتَّةِ اَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوٰى عَلَى الْعَرْشِ يُغْشِى الَّيْلَ النَّهَارَ يَطْلُبُهٗ حَثِيْثًا ۙ وَّ الشَّمْسَ وَ الْقَمَرَ وَ النُّجُوْمَ مُسَخَّرٰتٍ بِاَمْرِهٖ ؕ اَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَ الْاَمْرُ ؕ تَبٰرَكَ اللّٰهُ رَبُّ الْعٰلَمِيْنَ ﴿٥٤﴾

সৃষ্টি আল্লাহর, তাই কর্তৃত্বও হবে শুধু-ই তাঁর

৫৪. (হে মানুষ!) তোমাদের রাব্ব ছয় দিনে আসমানসমূহ ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন। তারপর তিনি "ইস্তিওয়া" করেছেন আরশে। তিনি দিনকে ঢেকে দেন রাত দিয়ে। রাত ও দিন একে অপরের পিছে আবর্তনশীল। সূর্য, চন্দ্র, গ্রহ নক্ষত্র আল্লাহর আদেশে নিয়ন্ত্রিত ও পরিচালিত। শোনো! সৃষ্টি আল্লাহর, তাই আল-আমর (সকল কর্তৃত্ব/আদেশ জারির অধিকার) ও শুধু-ই তাঁর আল্লাহ মহীয়ান, সর্বজগতের রাব্ব।

কুরআন ও বিজ্ঞানঃ উক্ত আয়তে সৃষ্টির সূচনা এবং মহাকাশ বিজ্ঞানের ব্যাপারে বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ তথ্য ও সূত্র উল্লেখ করা হয়েছে যেমন...

- ❖ মহান আল্লাহ এ মহাবিশ্ব সৃষ্টি সম্পন্ন করেছেন ছয় দিনে বা ছয়টি ধাপে।
- ❖ রাত এসে দিনকে আচ্ছাদিত করে দেয় বা ঢেকে দেয়।
- ❖ রাত ও দিন একে অপরের পিছে আবর্তনশীল।
- ❖ সূর্য, চন্দ্র ও গ্রহ-নক্ষত্রসমূহ মহান আল্লাহর আদেশে এবং আল্লাহর নির্ধরিত নিয়ম ও নীতিমালা মেনে নিয়ন্ত্রিত ও পরিচালিত হয়।

উল্লেখ্য দিন বলতে আমরা সাধারণত দুটি সময়কালকে বুঝে থাকি।

১. সূর্য উদয় থেকে সূর্য অস্ত যাওয়া পর্যন্ত সময়কাল। যা আমাদের এ পৃথিবীর কোনো অঞ্চলে ৪/৫ ঘন্টা থেকে শুরু করে ২০/২১ ঘন্টা পর্যন্ত দীর্ঘ হয়ে থাকে। আবার কোনো কোনো অঞ্চলে একাধারে ৫/৬ মাস পর্যন্ত হয়ে থাকে।

২. মধ্যরাতের ১২ ঘটিকা থেকে পরবর্তী মধ্যরাতের ১২ ঘটিকা পর্যন্ত তথা ঘড়ির ঘন্টা হিসেবে ২৪ ঘন্টা (বর্তমান বিশ্বের সামাজিক ও ব্যবসায়িক কার্যক্রম এ হিসাব ধরেই পরিচালিত হয়)।

এক সূর্যাস্তের পর থেকে পরবর্তী সূর্যাস্ত পর্যন্ত। (রামাদ্বানের রোজা সংক্রান্ত বিষয়াদিসহ ইবাদাত সংক্রান্ত অন্যান্য অনেক বিষয়াদি এ হিসাব মেনে পরিচালিত হয়)।

বিশেষভাবে উল্লেখ্য যে আমাদের এ পৃথিবীর দিনের হিসাব আর অন্যান্য গ্রহণের দিনের হিসাব সমান নয়। আমাদের এ সৌর জগতেরই কোনো কোনো গ্রহণের ১দিন আমাদের পৃথিবীর কয়েক বছরের সমান হয়ে থাকে। সর্বোপরি দিনের এমন হিসাব শুধু সৌর জগতের ভিতরেই প্রযোজ্য আর সৌর জগত এ মহাবিশ্বের একটি ক্ষুদ্র অংশ মাত্র। মহান আল্লাহর সৃষ্টি এ মহাবিশ্বের অনেক কিছুই সৌর জগতের বাইরে বিদ্যমান। সুতরাং আশা করি সকলের কাছে বিষয়টি পরিস্কার হয়ে গেছে যে "ছয় দিন" বলে ছয়টি ধাপকে বুঝানো হয়েছে অর্থাৎ মহান আল্লাহ এ মহাবিশ্ব সৃষ্টি করেছেন ছয়টি ধাপে। আর বর্তমান আধুনিক বিজ্ঞান বিষয়টির প্রমাণ পেয়েছে। বর্তমান বিজ্ঞানীরা প্রমাণ পেয়েছে যে এ মহাবিশ্বকে ছয়টি ধাপে সৃষ্টি করা হয়েছে।

ঈমান ও আক্বাইদঃ ইস্তিওয়া অর্থ অধিষ্ঠিত হওয়া, বসা, আসন গ্রহণ করা, ইত্যাদি। তবে আল্লাহ কিভাবে আরশে ইস্তিওয়া করেছেন তা আমাদের জানা নেই। আসলে আল্লাহ কোথায়? এ ব্যাপারে জানতে হলে নিম্নের আয়াত

সমূহ বুঝতে হবে।

- ❖ সূরাহ রা'দের ২য় আয়াতে বলা হয়েছে আল্লাহ আরশে।
- ❖ সূরাহ বাক্বারার ১৮৬ তম আয়াতে বলা হয়েছেঃ আল্লাহ আমাদের নিকটে।
- ❖ সুরাহ ওয়াক্বিয়াহর ৮৫তম আয়াতে বলা হয়েছেঃ তিনি আরও নিকটে।
- ❖ সূরাহ ক্বাহাফের ১৬তম আয়াতে বলা হয়েছেঃ শাহ রগের চেয়ে নিকটে।
- ❖ সূরাহ হাদীদের ৪র্থ আয়াতে বলা হয়েছেঃ তোমরা যেখানেই থাক তিনি তোমাদের সঙ্গে।
- ❖ সূরাহ ফুসসিলাতের ১১তম আয়াতে বলা হয়েছেঃ তিনি আকাশে।

আসলে আল্লাহর কিতাবের সকল আয়াতকে সমানভাবে মানতে হবে। এক আয়াতকে মানার নামে অন্য আয়াতকে অমান্য করা বা বিনা দলীলে মনগড়া তাওহীল বা অপব্যাখ্যা করা যাবে না। তাই আমাদের বিশ্বাস করতে হবেঃ আল্লাহ আমাদের নিকটে, অতি নিকটে, শাহ রগের চেয়েও নিকটে, আমরা যেখানে-ই থাকি তিনি আমাদের সঙ্গে। সমানভাবে বিশ্বাস করতে হবেঃ আল্লাহ আকাশে, আল্লাহ আরশে। আর এ ব্যাপারে মনগড়া বা মানুষের ধারণাভিত্তিক কোনো ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ মেনে নেওয়া যাবে না।

ঈমান ও আক্বীদাহঃ সৃষ্টি আল্লাহর তাই কর্তৃত্বও চলবে শুধু-ই তাঁর, আদেশ বা অধ্যাদেশ জারি করার তিনি-ই মালিক। আল্লাহর বিধানের বাইরে গিয়ে অন্যের কর্তৃত্ব অথবা আল্লাহর বিধানের বাইরে অন্যের আদেশ বা অধ্যাদেশ মেনে নিলে শিরক হয়।

اُدْعُوْا رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَّ خُفْيَةً ۚ اِنَّهٗ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِيْنَ ﴿٥٥﴾

দোয়া করার সঠিক পদ্ধতি এবং দোয়া নিয়ে বাড়াবাড়ি

৫৫. (হে মানব ও দানব জাতি!) তোমরা তোমাদের প্রভুর কাছে দোয়া করো অনুনয় বিনয় করে, সংগোপনে। (আর দোয়া নিয়ে বাড়াবাড়ি করো না। মনে রেখো! দোয়াসহ দ্বীনি বিষয়াদি নিয়ে) যারা বাড়াবাড়ি করে আল্লাহ তাদের পছন্দ করেন না।

জ্ঞাতব্যঃ

- ❖ দোয়ার নিয়ম হচ্ছে মিনতি করা, সংগোপনে দোয়া করা এবং উচ্চবাক্য না করা।
- ❖ সুরাহ মারইয়ামের ৩য় আয়াতে বলা হয়েছেঃ যখন যাকারিয়্যাহ সংগোপনে রাব্বকে ডেকে ছিল।
- ❖ এক হাদীছে রাসূল সাঃ বলেছেনঃ সর্বোত্তম যিকর হলো যা সংগোপনে করা হয় আর সর্বোত্তম রিজিক হলো যা (প্রয়োজন মিটাতে) যথেষ্ট হয়। (কুরতুবী)
- ❖ আবু-মূসা রাঃ বলেনঃ একদা আমরা রাসূল সাঃএর সাথে অভিযানে ছিলাম। একদা লোকজন উচ্চস্বরে তাকবীর বলতে লাগলো। রাসূল সাঃ বললেনঃ হে মানুষ! নিজের উপর দয়া করো। তোমরা অনুপস্থিত বা বধির কাউকে ডাকছো না। তোমরা এমন একজনকে ডাকছো যিনি তোমাদের অতি নিকটে এবং সর্বশ্রোতা, যিনি তোমাদের সঙ্গেই আছেন। (কুরতুবীঃ মুসলিম)
- ❖ দোয়ার ব্যাপারে সীমালঙ্ঘন করা অথবা বাড়াবাড়ি করা নিন্দনীয়। যারা এমন করে আল্লাহ তাদের পছন্দ করেন না।
- ❖ আবু-বাকার বিন আবী শাইবাহ রাঃ থেকে বর্ণিত, রাসূল সাঃ বলেছেনঃ অদূর ভবিষ্যতে কিছু মানুষের আবির্ভাব হবে যারা দোয়া নিয়ে বাড়াবাড়ি করবে। (কুরতুবীঃ ইবনু মাজা)
- ❖ আব্দুল্লাহ বিন মুগাফফাল রাঃ একদা শোনতে পেলেনঃ উনার ছেলে দোয়াতে বলছেঃ হে আল্লাহ! আমি তোমার কাছে জান্নাতের ডান দিকের সাদা ভবনটি চাই। তিনি বললেনঃ বেটা! আল্লাহর কাছে জান্নাত কামনা করো এবং জাহান্নাম থেকে সুরক্ষা চাও। আমি শোনেছি, রাসূল সাঃ বলেছেনঃ অদূর ভবিষ্যতে কিছু মানুষের

আবির্ভাব হবে যারা দোয়া নিয়ে বাড়াবাড়ি করবে। (কুরতুবী)

- ❖ দোয়া নিয়ে সীমালঙ্ঘন বা বাড়াবাড়ি অনেকভাবে হতে পারে। যেমনঃ অতি উচ্চস্বরে দোয়া করা /অসম্ভব কিছু চাওয়া /পাপ জাতীয় কিছু চাওয়া /কুরআন সুন্নায় বর্ণিত নিয়মনীতির বাইরে গিয়ে দোয়া করা /ছন্দ মিলিয়ে মিলিয়ে সুর দিয়ে টেনে টেনে দোয়া করা। ইত্যাদি। (কুরতুবী)
- ❖ বর্তমানে আমাদের সমাজে দোয়া, যিকরসহ নানা ইবাদাতের ক্ষেত্রে সীমালঙ্ঘন বা বাড়া-বাড়ি সাধারণ নিয়মে পরিণত হয়েছে। যেমনঃ দোয়া মাহফিল, আখেরী মুনাজাত, উচ্চস্বরে জিকির, ওয়াজ মাহফিলে বক্তার কথা শোনে চিৎকার করে সুবহানাল্লাহ বলা, রাজপথ কাঁপাতে গলা ফাটিয়ে তাকবীর বলা, ইত্যাদি। উপরে উল্লেখিত হাদীছ ও তাফসীর থেকে বুঝা যায়ঃ এ সকল কাজ-ই অতি বাড়াবাড়ি ও সীমালঙ্ঘন।

وَلَا تُفْسِدُوْا فِي الْاَرْضِ بَعْدَ اِصْلَاحِهَا وَادْعُوْهُ خَوْفًا وَّطَمَعًا ۭ اِنَّ رَحْمَتَ اللّٰهِ قَرِيْبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِيْنَ ﴿٥٦﴾

৫৬. (হে মানুষ!) যমীনে শান্তি প্রতিষ্ঠার পর তাতে ফাসাদ (পাপাচার) করো না। আল্লাহর কাছে দোয়া করো/আল্লাহকে ডাক ভীতি সহকারে, আশা নিয়ে। নিশ্চয় আল্লাহর রহমত সৎলোকদের অতি নিকটে।

وَهُوَ الَّذِيْ يُرْسِلُ الرِّيٰحَ بُشْرًۢا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهٖ ۭ حَتّٰٓى اِذَآ اَقَلَّتْ سَحَابًا ثِقَالًا سُقْنٰهُ لِبَلَدٍ مَّيِّتٍ فَاَنْزَلْنَا بِهِ الْمَاۗءَ فَاَخْرَجْنَا بِهٖ مِنْ كُلِّ الثَّمَرٰتِ ۭ كَذٰلِكَ نُخْرِجُ الْمَوْتٰى لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُوْنَ ﴿٥٧﴾ وَالْبَلَدُ الطَّيِّبُ يَخْرُجُ نَبَاتُهٗ بِاِذْنِ رَبِّهٖ ۚ وَالَّذِيْ خَبُثَ لَا يَخْرُجُ اِلَّا نَكِدًا ۭ كَذٰلِكَ نُصَرِّفُ الْاٰيٰتِ لِقَوْمٍ يَّشْكُرُوْنَ ﴿٥٨﴾

আল্লাহর কুদরত

৫৭. আল্লাহ তার রহমতের (বৃষ্টির) আগে সুসংবাদবাহী বাতাস প্রেরণ করেন, যে বাতাস বয়ে নিয়ে যায় পানিবাহী মেঘমালা, যে পানি বর্ষণ করে আমি মৃত (শুষ্ক) জনপদকে পরিতৃপ্ত করি আর উৎপন্ন করি হরেক রকম ফলমূল। (বৃষ্টির পানিতে শুষ্ক মাটি যেভাবে জীবন ফিরে পায়; পুনরুত্থান দিবসে ঠিক) এভাবে-ই আমি মৃতকে জীবিত করব, (আমি বিষয়গুলো সুন্দরভাবে বর্ণনা করি) যেন তোমরা গ্রহণ করো।

৫৮. উর্বর ভূমি তার প্রভুর আদেশে-ই ফসল উৎপন্ন করে। আর অনুর্বর ভূমিতে কিছুই হয় না "নাকিদ" (অপ্রয়োজনীয় বস্তু/কঠোর পরিশ্রম) ছাড়া। (ঠিক এভাবে-ই উৎকৃষ্ট অন্তরে ঈমান আর নিকৃষ্ট অন্তর কুফর স্থান পায়।) আমি আমার বিধান বারবার বর্ণনা করি শোকরগোজার জাতির জন্য।

(অন্তরে নিয়ামতের গুরুত্ব অনুধাবন করে বাস্তব জীবনে আল্লাহর বিধান মেনে চলার নাম আল্লাহর শোকর করা বা শুকরিয়া আদায় করা)

لَقَدْ اَرْسَلْنَا نُوْحًا اِلٰى قَوْمِهٖ فَقَالَ يٰقَوْمِ اعْبُدُوا اللّٰهَ مَا لَكُمْ مِّنْ اِلٰهٍ غَيْرُهٗ ۭ اِنِّىْٓ اَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيْمٍ ﴿٥٩﴾ قَالَ الْمَلَاُ مِنْ قَوْمِهٖٓ اِنَّا لَنَرٰىكَ فِيْ ضَلٰلٍ مُّبِيْنٍ ﴿٦٠﴾ قَالَ يٰقَوْمِ لَيْسَ بِيْ ضَلٰلَةٌ

وَّ لٰكِنِّیْ رَسُوْلٌ مِّنْ رَّبِّ الْعٰلَمِیْنَ ﴿٦١﴾ اُبَلِّغُكُمْ رِسٰلٰتِ رَبِّیْ وَ اَنْصَحُ لَكُمْ وَ اَعْلَمُ مِنَ اللّٰهِ مَا لَا تَعْلَمُوْنَ ﴿٦٢﴾ اَ وَ عَجِبْتُمْ اَنْ جَآءَكُمْ ذِكْرٌ مِّنْ رَّبِّكُمْ عَلٰی رَجُلٍ مِّنْكُمْ لِیُنْذِرَكُمْ وَ لِتَتَّقُوْا وَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُوْنَ ﴿٦٣﴾ فَكَذَّبُوْهُ فَاَنْجَیْنٰهُ وَ الَّذِیْنَ مَعَهٗ فِی الْفُلْكِ وَ اَغْرَقْنَا الَّذِیْنَ كَذَّبُوْا بِاٰیٰتِنَا ؕ اِنَّهُمْ كَانُوْا قَوْمًا عَمِیْنَ ﴿٦٤﴾

নূহ আঃ

৫৯-৬৩. (হে মানুষ! স্মরণ করো) আমি (আল্লাহ) নূহকে তার জাতির কাছে পাঠিয়েছি রাসূল হিসেবে। সে বলেছেঃ হে আমার জাতি! এক আল্লাহর ইবাদাত করো, তিনি ব্যতীত আর কোনো ইলাহ নেই। (কিন্তু মানুষ নূহ আঃ এর আনুগত্য না করে পাপিষ্ঠ নেতাদের আনুগত্য মেনে নিলো। নূহ আঃ বললেনঃ হে আমার জাতি!) আমি তোমাদের উপর কঠিন আযাবের আশঙ্কা করছি।

জাতির নেতারা বললঃ (নূহ!) আমরা লক্ষ্য করছি তুমি চরমভাবে বিভ্রান্ত হয়ে গেছ।

নূহ বললঃ হে আমার জাতি! আমার মাঝে কোনো বিভ্রান্তি নেই। আমি রাব্বু-ল-আ'লামীনের রাসূল। আমি তোমাদের কাছে প্রভুর বাণী পৌঁছে দিচ্ছি, তোমাদের উপদেশ দিচ্ছি। আমি আল্লাহর পক্ষ থেকে এমন কিছু জানি যা তোমরা জানো না।

(মানুষ বললঃ নূহ! আমরা আশ্চর্য হয়ে যাচ্ছিঃ আল্লাহ রাসূল হিসেবে তোমাকে কিভাবে বেছে নিলেন?!)

(নূহ আঃ বললেনঃ আল্লাহর আযাব সম্পর্কে) তোমাদের সাবধান করার জন্য তোমাদেরই এক লোকের কাছে প্রভুর বাণী এসেছে, যেন তোমরা তাকওয়া অর্জন করতে পার এবং যেন তোমাদের দয়া করা হয়। আর এতে তোমরা আশ্চর্য হয়ে গেলে? (আল্লাহর ভয়ে কুফর, শিরক ও পাপাচার থেকে বেঁচে থাকার নাম তাকওয়া)

৬৪. তাসত্ত্বেও তারা (নূহকে মেনে নিতে) অস্বীকার করলো। ফলে আমি (আল্লাহ আমার রাসূল) নূহকে এবং যারা তার প্রতি ঈমান এনেছিল তাদেরকে জাহাজে করে (আযাব থেকে) বাঁচালাম আর যারা আমার বিধান অমান্য করেছে তাদের সবাইকে ডুবিয়ে মারলাম। কারণ তারা অন্ধ হয়ে গিয়েছিল।

জ্ঞাতব্যঃ নূহ আঃ পৃথিবীর প্রথম রাসূল। তিনি হলেন নূহ বিন লামিক বিন মাতুশলাহ বিন খানূখ (অপর নাম ইদরীস। তিনি নবী ছিলেন। আঃ) বিন ইয়ারিদ বিন মাহলাঈল বিন ক্বাইনিন বিন আনুশ বিন শীশ (অপর নাম হিবাতুল্লাহ। তিনি নবী ছিলেন। আঃ) বিন আদম আঃ। (বংশ পরম্পরায়ের ব্যাপারটি নিশ্চিতভাবে প্রমাণিত নয়।)

আল্লাহ যুগে যুগে অনেক রাসূল পাঠিয়েছেন যেন মানুষ সামাজিক, রাজনৈতিক, সামরিক, অর্থনৈতিক, জাতীয়, আন্তর্জাতিকসহ জীবনের সকল ক্ষেত্রে রাসূলের আনুগত্য ও অনুকরণ করে। (দেখুন সূরাহ নিসাঃ ৬৪)

যে বা যারা তাদের কাছে প্রেরিত রাসূলের আনুগত্য ও অনুকরণ করে তারা মুসলিম আর যে করে না সে কাফির। আর যে ব্যক্তি নিজেকে মুসলিম দাবী করবে কিন্তু বাস্তব জীবনে রাসূলের আনুগত্য ও অনুকরণ করবে না সে মুনাফিক।

وَ اِلٰى عَادٍ اَخَاهُمْ هُوْدًا ؕ قَالَ يٰقَوْمِ اعْبُدُوا اللّٰهَ مَا لَكُمْ مِّنْ اِلٰهٍ غَيْرُهٗ ؕ اَفَلَا تَتَّقُوْنَ ﴿٦٥﴾ قَالَ الْمَلَاُ
الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْ قَوْمِهٖۤ اِنَّا لَنَرٰىكَ فِيْ سَفَاهَةٍ وَّ اِنَّا لَنَظُنُّكَ مِنَ الْكٰذِبِيْنَ ﴿٦٦﴾ قَالَ يٰقَوْمِ لَيْسَ بِيْ
سَفَاهَةٌ وَّ لٰكِنِّيْ رَسُوْلٌ مِّنْ رَّبِّ الْعٰلَمِيْنَ ﴿٦٧﴾ اُبَلِّغُكُمْ رِسٰلٰتِ رَبِّيْ وَ اَنَا لَكُمْ نَاصِحٌ اَمِيْنٌ ﴿٦٨﴾ اَوَ
عَجِبْتُمْ اَنْ جَآءَكُمْ ذِكْرٌ مِّنْ رَّبِّكُمْ عَلٰى رَجُلٍ مِّنْكُمْ لِيُنْذِرَكُمْ ؕ وَاذْكُرُوْۤا اِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَآءَ مِنْۢ بَعْدِ
قَوْمِ نُوْحٍ وَّ زَادَكُمْ فِي الْخَلْقِ بَصْۜطَةً ۚ فَاذْكُرُوْۤا اٰلَآءَ اللّٰهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ ﴿٦٩﴾ قَالُوْۤا اَجِئْتَنَا لِنَعْبُدَ
اللّٰهَ وَحْدَهٗ وَ نَذَرَ مَا كَانَ يَعْبُدُ اٰبَآؤُنَا ۚ فَاْتِنَا بِمَا تَعِدُنَاۤ اِنْ كُنْتَ مِنَ الصّٰدِقِيْنَ ﴿٧٠﴾ قَالَ قَدْ وَ قَعَ
عَلَيْكُمْ مِّنْ رَّبِّكُمْ رِجْسٌ وَّ غَضَبٌ ؕ اَتُجَادِلُوْنَنِيْ فِيْۤ اَسْمَآءٍ سَمَّيْتُمُوْهَاۤ اَنْتُمْ وَ اٰبَآؤُكُمْ مَّا نَزَّلَ اللّٰهُ بِهَا
مِنْ سُلْطٰنٍ ؕ فَانْتَظِرُوْۤا اِنِّيْ مَعَكُمْ مِّنَ الْمُنْتَظِرِيْنَ ﴿٧١﴾ فَاَنْجَيْنٰهُ وَ الَّذِيْنَ مَعَهٗ بِرَحْمَةٍ مِّنَّا وَ
قَطَعْنَا دَابِرَ الَّذِيْنَ كَذَّبُوْا بِاٰيٰتِنَا وَ مَا كَانُوْا مُؤْمِنِيْنَ ﴿٧٢﴾

হূদ আঃ

৬৫-৭১. আমি আ'দ (জাতির) কাছে রাসূল হিসেবে পাঠিয়েছি তাদের ভাই হূদকে। সে বলেছেঃ হে আমার জাতি! এক আল্লাহর ইবাদাত করো, তিনি ব্যতীত আর কোনো ইলাহ নেই। তোমরা কি তাকওয়া অর্জন করবে না? (তথা পাপাচার থেকে বিরত থাকবে না?)

জাতির কাফির নেতারা বললঃ (হুদ!) তুমি দেখছি পুরাই নির্বোধ হয়ে গেছ। আমরা মনে করি তুমি (নবী রাসূল কিছু-ই নও। বরং তুমি একজন) মিথ্যুক। (তুমি আল্লাহর উপর মিথ্যাচার করছো। আল্লাহ তোমাকে রাসূল হিসেবে মনোনীত করেননি।)

হূদ বললঃ হে আমার জাতি! আমি নির্বোধ নই। আমি রাব্বুল-আ'লামীনের রাসূল। আমি তোমাদের কাছে প্রভুর বাণী পৌঁছে দিচ্ছি। আমি তোমাদের বিশ্বস্থ হিতাকাঙ্ক্ষী।

(মানুষ বললঃ হূদ! আমরা আশ্চর্য হয়ে যাচ্ছিঃ আল্লাহ রাসূল হিসেবে তোমাকে কিভাবে বেছে নিলেন?!)

(হূদ আঃ বললেন) তোমাদের সাবধান করতে তোমাদেরই একজনের কাছে প্রভুর বাণী এসেছে বলে তোমরা আশ্চর্য হয়ে গেলে? স্মরণ করোঃ নূহের জাতির পর আল্লাহ এ যমীনে তোমাদের ক্ষমতাসীন করেছেন, সৃষ্টিগতভাবে আল্লাহ তোমাদের শক্তিশালী করেছেন। তাই তোমরা আল্লাহর নিয়ামত স্মরণ করো, এতে সফল হবে।

তারা বললঃ তুমি কি এ বার্তা নিয়ে এসেছোঃ আমরা এক আল্লাহর ইবাদাত করি আর বাপদাদার খোদাদের ত্যাগ করি? (হূদ! তোমার এ আশা কোনো দিন পূর্ণ হবে না। আমরা বাপ-দাদার ঐতিহ্য ও জাতীয় সংস্কৃতি বিসর্জন দিয়ে তোমার কথা মেনে নেব না) তুমি সত্য হলে (আযাবের ব্যাপারে) তোমার প্রতিশ্রুতি বস্তবায়ন করো।

হূদ বললঃ (হে আমার জাতি!) তোমাদের তরে প্রভুর সাজা ও ক্রোধ অবধারিত হয়ে গেছে।

তোমরা ও তোমাদের বাপদাদা কিছু (মনগড়া) নাম ঠিক করে নিয়েছ এবং এসব (নাম সর্বস্ব খোদাদের) নিয়ে আমার সাথে বিবাদ করছো? অথচ আল্লাহ এব্যাপারে কোনো দলীল-প্রমাণ নাযিল করেননি। (ঠিক আছে, আযাবের) অপেক্ষা করো, আমিও অপেক্ষায় রইলাম।

জ্ঞাতব্যঃ দ্বীনি কথায় দলীল থাকতে হয়। দ্বীনি ব্যাপারে দলীলবিহীন কথা বা উক্তি গ্রহণযোগ্য নয়।

ইবাদাতঃ পরিচিতি ও পদ্ধতিঃ ইবাদাত অর্থ দাসত্ব ও উপাসনা। আল্লাহর ইবাদাত করার জন্য একটি নির্ধারিত নিয়ম, নীতি ও পদ্ধতি রয়েছে। আর তা হলো..

- ❖ এক আল্লাহ ব্যতীত অন্য সবকিছুকে বর্জন ও প্রত্যাখ্যান করা, আল-কুরআনে যাকে বলা হয়েছে ত্বাগূত বর্জন।
- ❖ নিজের উপর মহান আল্লাহর প্রভুত্ব, কর্তৃত্ব ও সার্বভৌমত্ব মেনে নেওয়া, ইসলামে একে বলা হয় আল্লাহর দাসত্বের স্বীকৃতি, আত্মসমর্পন ও ইসলাম গ্রহণ।
- ❖ আল্লাহ প্রদত্ব যাবতীয় বিষয়ে পরিপূর্ণ আস্থা ও বিশ্বাস রাখা, ইসলামে একে বলা হয় তাসদীক বি-ল-জিনান বা অন্তরের বিশ্বাস।
- ❖ আল্লাহ প্রদত্ব ও রাসূল কর্তৃক বাস্তবায়িত সকল বিধিবিধান তথা ইসলামী শারীয়া'হকে নৈতিক ও আদর্শিকভবে মেনে নেওয়া।
- ❖ বাস্তব জীবনের সকল ক্ষেত্রে এবং সকল বিষয়ে আল্লাহর বিধিবিধান তথা ইসলামী শারীয়া'হ মেনে চলা।
- ❖ বাস্তব জীবনে শুধুই দ্বীন মেনে চলা এবং ইসলাম ছাড়া অন্য কোনো দর্শন, আদর্শ, মতবাদ, নীতিমালা বা বিধিবিধানকে ইসলামের সাথে মিশিয়ে না ফেলা। আল-কুরআনে এ পদ্ধতিকে বলা হয়েছে একনিষ্ঠভাবে দ্বীন পালন বা হানীফ পদ্ধতি।
- ❖ নিজের ঈমান, আমল ও নিয়তকে ভেজালমুক্ত রাখা, আল-কুরআনে একে বলা হয় ইখলাস্ব আর যে বা যারা এমন করে তাদেরকে বলা হয়েছে মুখলিস্ব।

৭২. (শেষ পর্যন্ত তাই হলো। এসে গেল কাঙ্খিত আযাব। আযাব আসার পর) আমি হূদকে ও তার সঙ্গীদেরকে রক্ষা করলাম আপন করুণায়। আর আমার বিধান অমান্যকারী বেইমানদের মূলোৎপাটন করলাম।

জ্ঞাতব্যঃ তিনি হলেন হূদ বিন শালিখ বিন ক্বাইনান বিন ইরফাখশাদ বিন সাম বিন নূহ আঃ। (বংশ পরম্পরায়ের ব্যাপারটি নিশ্চিতভাবে প্রমাণিত নয়।)

আল্লাহ যুগে যুগে অনেক রাসূল পাঠিয়েছেন যেন মানুষ সামাজিক, রাজনৈতিক, সামরিক, অর্থনৈতিক, জাতীয়, আন্তর্জাতিকসহ জীবনের সকল ক্ষেত্রে রাসূলের আনুগত্য ও অনুকরণ করে। (দেখুন সূরাহ নিসাঃ ৬৪)

যে বা যারা তাদের কাছে প্রেরিত রাসূলের আনুগত্য ও অনুকরণ করে তারা মুসলিম আর যে করে না সে কাফির। আর যে ব্যক্তি নিজেকে মুসলিম দাবী করবে কিন্তু বাস্তব জীবনে রাসূলের আনুগত্য ও অনুকরণ করবে না সে মুনাফিক।

وَاِلٰى ثَمُوْدَ اَخَاهُمْ صٰلِحًا ؕ قَالَ يٰقَوْمِ اعْبُدُوا اللّٰهَ مَا لَكُمْ مِّنْ اِلٰهٍ غَيْرُهٗ ؕ قَدْ جَآءَتْكُمْ بَيِّنَةٌ مِّنْ رَّبِّكُمْ ؕ
هٰذِهٖ نَاقَةُ اللّٰهِ لَكُمْ اٰيَةً فَذَرُوْهَا تَاْكُلْ فِيْٓ اَرْضِ اللّٰهِ وَ لَا تَمَسُّوْهَا بِسُوْٓءٍ فَيَاْخُذَكُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ
﴿٧٣﴾ وَ اذْكُرُوْٓا اِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَآءَ مِنْۢ بَعْدِ عَادٍ وَّ بَوَّاَكُمْ فِي الْاَرْضِ تَتَّخِذُوْنَ مِنْ سُهُوْلِهَا قُصُوْرًا وَّ

تَنْحِتُوْنَ الْجِبَالَ بُيُوْتًا ۚ فَاذْكُرُوْٓا اٰلَآءَ اللّٰهِ وَ لَا تَعْثَوْا فِي الْاَرْضِ مُفْسِدِيْنَ ﴿٧٤﴾ قَالَ الْمَلَاُ الَّذِيْنَ اسْتَكْبَرُوْا مِنْ قَوْمِهٖ لِلَّذِيْنَ اسْتُضْعِفُوْا لِمَنْ اٰمَنَ مِنْهُمْ اَتَعْلَمُوْنَ اَنَّ صٰلِحًا مُّرْسَلٌ مِّنْ رَّبِّهٖ ؕ قَالُوْٓا اِنَّا بِمَآ اُرْسِلَ بِهٖ مُؤْمِنُوْنَ ﴿٧٥﴾ قَالَ الَّذِيْنَ اسْتَكْبَرُوْٓا اِنَّا بِالَّذِيْٓ اٰمَنْتُمْ بِهٖ كٰفِرُوْنَ ﴿٧٦﴾ فَعَقَرُوا النَّاقَةَ وَ عَتَوْا عَنْ اَمْرِ رَبِّهِمْ وَ قَالُوْا يٰصٰلِحُ ائْتِنَا بِمَا تَعِدُنَآ اِنْ كُنْتَ مِنَ الْمُرْسَلِيْنَ ﴿٧٧﴾ فَاَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَاَصْبَحُوْا فِيْ دَارِهِمْ جٰثِمِيْنَ ﴿٧٨﴾ فَتَوَلّٰى عَنْهُمْ وَ قَالَ يٰقَوْمِ لَقَدْ اَبْلَغْتُكُمْ رِسَالَةَ رَبِّيْ وَ نَصَحْتُ لَكُمْ وَ لٰكِنْ لَّا تُحِبُّوْنَ النّٰصِحِيْنَ ﴿٧٩﴾

স্বালেহ আঃ

৭৩. আমি ছামূদ (জাতির) কাছে রাসূল হিসেবে পাঠিয়েছি তাদের ভাই স্বালিহকে। সে বলেছেঃ হে আমার জাতি! এক আল্লাহর ইবাদাত করো, তিনি ব্যতীত আর কোনো ইলাহ নেই। (লোকজন তার নবুয়তের প্রমাণ চাইলে তিনি তাদের চাহিদা মত প্রমাণ এনে দিলেন, পাথর থেকে বেরিয়ে এলো বাচ্ছাসহ উটনি। তিনি বললেনঃ হে আমার জাতি!) প্রভুর প্রমাণ এসে গেছে, এটা হলো আল্লাহর উটনী, তোমাদের জন্য (আমার নবুয়তের) প্রমাণ (স্বরূপ আল্লাহ এটা পাঠিয়েছেন।) তাই এটাকে আল্লাহর যমীনে (স্বাধীনভাবে) বিচরণ করতে দাও। (সাবধান!) ক্ষতি করার উদ্দেশ্যে এটাকে স্পর্শও করবে না। এতে আল্লাহর আযাব তোমাদের গ্রাস করবে।

৭৪. আর স্মরণ করো, আ'দ জাতির পর আল্লাহ এ যমীনে তোমাদেরকে ক্ষমতাসীন ও প্রতিষ্ঠিত করেছেন। (আল্লাহ তার করুণায় তোমাদেরকে প্রকৌশল বিদ্যায় দক্ষতা দান করেছেন।) তাই তোমরা সমতল ভূমিতে প্রাসাদ নির্মাণ করছো, পাহাড় কেটে তৈরি করছো ঘর। সুতরাং আল্লাহর নিয়ামত স্মরণ করো আর যমীনে ফাসাদ করো না। (কিছু মানুষ স্বালিহ আঃএর আনুগত্য মেনে নিল। তবে তারা ছিল সংখ্যালঘু আমজনতা। তাই ক্ষমতাশীলদের শক্তিমত্তার কাছে তারা অসহায় ছিল।)

৭৫. জাতির দাম্ভিক নেতারা অসহায় মুঅমিনদেরকে বললঃ তোমরা কি মনে করো, স্বালিহ আল্লাহর রাসূল? মুঅমিনরা বললঃ আমরা তার আনীত বিধান মেনে নিয়েছি।

৭৬. দাম্ভিক (নেতা)রা বললঃ তোমরা যা মেনে নিয়েছ আমরা তা প্রত্যাখ্যান করছি।

৭৭. তারা আল্লাহর উটনীকে কেটে ফেলল, প্রভুর আদেশ লঙ্ঘন করলো এবং বললঃ স্বালিহ! তুমি সত্য রাসূল হলে (আযাবের ব্যাপারে) তোমার প্রতিশ্রুতি বস্তবায়ন করো।

৭৮. ফলে তাদের গ্রাস করলো রাজফাহ (ভূমিকম্প/গর্জন), তারা নিজ ভূমিতে উপুড় হয়ে পড়ে রইলো।

৭৯. (আযাব আসার আগে-ই পাপিষ্ঠদের এলাকা ছেড়ে) স্বালিহ চলে গেলো এবং বললঃ হে আমার জাতি! আমি তোমাদের কাছে প্রভুর বাণী পৌঁছে দিয়েছি, তোমাদের উপদেশ দিয়েছি কিন্তু তোমরা উপদেশ দাতাদের (নবী ও তার সঙ্গীদের) পছন্দ করলে না।

জ্ঞাতব্যঃ তিনি হলেন স্বালিহ বিন উবাইদ বিন মাসিহ বিন উবাইদ বিন হা'দির বিন ছামূদ বিন আছির বিন ইরাম

বিন সাম বিন নূহ আঃ। (বংশ পরম্পরায়ের ব্যাপারটি নিশ্চিতভাবে প্রমাণিত নয়।)

আল্লাহ যুগে যুগে অনেক রাসূল পাঠিয়েছেন যেন মানুষ সামাজিক, রাজনৈতিক, সামরিক, অর্থনৈতিক, জাতীয়, আন্তর্জাতিকসহ জীবনের সকল ক্ষেত্রে রাসূলের আনুগত্য ও অনুকরণ করে। (দেখুন সূরাহ নিসাঃ ৬৪)

যে বা যারা তাদের কাছে প্রেরিত রাসূলের আনুগত্য ও অনুকরণ করে তারা মুসলিম আর যে করে না সে কাফির। আর যে ব্যক্তি নিজেকে মুসলিম দাবী করবে কিন্তু বাস্তব জীবনে রাসূলের আনুগত্য ও অনুকরণ করবে না সে মুনাফিক।

وَ لُوْطًا اِذْ قَالَ لِقَوْمِهٖۤ اَتَاْتُوْنَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ اَحَدٍ مِّنَ الْعٰلَمِيْنَ ﴿۸۰﴾ اِنَّكُمْ لَتَاْتُوْنَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِّنْ دُوْنِ النِّسَآءِ ؕ بَلْ اَنْتُمْ قَوْمٌ مُّسْرِفُوْنَ ﴿۸۱﴾ وَ مَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهٖۤ اِلَّاۤ اَنْ قَالُوْۤا اَخْرِجُوْهُمْ مِّنْ قَرْيَتِكُمْ ۚ اِنَّهُمْ اُنَاسٌ يَّتَطَهَّرُوْنَ ﴿۸۲﴾ فَاَنْجَيْنٰهُ وَ اَهْلَهٗۤ اِلَّا امْرَاَتَهٗ ۫ كَانَتْ مِنَ الْغٰبِرِيْنَ ﴿۸۳﴾ وَ اَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَّطَرًا ؕ فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُجْرِمِيْنَ ﴿۸۴﴾

লূত্ব আঃ

৮০-৮১. (এক জনপদের মানুষ সমকামিতায় আসক্ত হয়ে পড়েছিল। আল্লাহ তাদের রাসূল বানিয়ে পাঠালেন লূত্ব আঃকে। এদিকে ইঙ্গিত করে নাযিল হয়েছে) আর (এক জাতির প্রতি রাসূল বানিয়ে পাঠিয়েছি) লূত্বকে। (রাসূল হয়ে এসে) সে যখন তার জাতিকে বললঃ (হে আমার জাতি!) তোমরা কেন এমন অশ্লীল কাজ করছো? যা ইতোপূর্বে দুনিয়ার কেউ করেনি। তোমরা নারীর বদলে পুরুষের সাথে সমকামিতায় লিপ্ত হয়েছ। তোমরা চরম সীমালঙ্ঘনকারী।

৮২. (লূত্বের কথার প্রত্যুত্তরে) তাদের কোনো উত্তর ছিল না। তারা শুধু বললঃ এদেরকে (লূত্ব ও তার অনুসারীদেরকে) শহর থেকে বের করে দাও। এরা অতি পবিত্র মানুষ! (উল্লেখ্য লূত্ব আঃ এখানের স্থায়ী বাসিন্দা ছিলেন না। তিনি ইবরাহীম আঃ এর সাথে ইরাক থেকে এসেছিলেন।)

৮৩. (এলাকার লোকেরা লূত্ব আঃ ও তাঁর অনুসারীদেরকে বহিষ্কারের সিদ্ধান্ত নিলে) আমি তাকে ও তার পরিবারকে মুক্ত করলাম (ফিরিস্তা পাঠিয়ে তাদেরকে শহর থেকে বের করে আনলাম) তবে তার স্ত্রীকে নয়। সে আযাবে পতিত লোকদের সঙ্গে রয়ে গেল।

৮৪. আমি (আল্লাহ) তাদের উপর বর্ষণ করলাম বিশেষ (পাথুরে) বৃষ্টি। দেখ! পাপিষ্ঠদের পরিণতি কত ভয়াবহ হয়।

জ্ঞাতব্যঃ তিনি হলেন লূত্ব বিন হারূন বিন তারিহ' (অপর নাম আযর। ইবরাহীম আঃএর পিতা।) লূত্ব আঃ ইবরাহীম আঃ এর ভাতিজা ছিলেন।

ঈমান ও আক্বীদাহঃ ইসলাম ও মুসলিমদের বিপক্ষে গিয়ে কাফিরদের পক্ষ নেয়াও কুফর। লূত্ব আঃ ইরাক থেকে এসে এ শহরের এক মেয়েকে বিয়ে করেছিলেন। লূত্ব আঃ এর স্ত্রী নবীর বিপক্ষে গিয়ে কাফির বাপ ভাইয়ের পক্ষ নিয়েছিল।

লূত্ব আঃএর জাতি যে স্থানে বসবাস করতো আল্লাহর আযাবে এ স্থান সাগরে পরিণত হয়েছে। সাগরটি এখনো বিদ্যমান। বর্তমান জর্দান ও ফিলিস্তিনের মধ্যখানে অবস্থিত এ সাগরের নাম মৃত সাগর, ইংরেজিতে বলা হয় ডেড

সী আর আরবীতে বাহরু-ল-মাওত। এ সাগরে প্রাণীর অস্থিত্ব নেই এবং কোনো প্রকার প্রাণী বেঁচেও থাকে না, তাই একে মৃত সাগর বলা হয়। এ সাগরের পানি এত ঘন ও লবণাক্ত যে কেউ ঝাপ দিলেও ডুবে না, পানির উপর ভেসে থাকে। (গোগলে গিয়ে ডেড সী লিখে সার্চ দিলে এ সাগরের ভিডিও দেখতে পারবেন)

وَ اِلٰى مَدْيَنَ اَخَاهُمْ شُعَيْبًا ؕ قَالَ يٰقَوْمِ اعْبُدُوا اللّٰهَ مَا لَكُمْ مِّنْ اِلٰهٍ غَيْرُهٗ ؕ قَدْ جَآءَتْكُمْ بَيِّنَةٌ مِّنْ رَّبِّكُمْ فَاَوْفُوا الْكَيْلَ وَ الْمِيْزَانَ وَ لَا تَبْخَسُوا النَّاسَ اَشْيَآءَهُمْ وَ لَا تُفْسِدُوْا فِى الْاَرْضِ بَعْدَ اِصْلَاحِهَا ؕ ذٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ ﴿۸۵﴾ وَ لَا تَقْعُدُوْا بِكُلِّ صِرَاطٍ تُوْعِدُوْنَ وَ تَصُدُّوْنَ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ مَنْ اٰمَنَ بِهٖ وَ تَبْغُوْنَهَا عِوَجًا ۚ وَ اذْكُرُوْٓا اِذْ كُنْتُمْ قَلِيْلًا فَكَثَّرَكُمْ ۪ وَ انْظُرُوْا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِيْنَ ﴿۸۶﴾ وَ اِنْ كَانَ طَآئِفَةٌ مِّنْكُمْ اٰمَنُوْا بِالَّذِىْٓ اُرْسِلْتُ بِهٖ وَ طَآئِفَةٌ لَّمْ يُؤْمِنُوْا فَاصْبِرُوْا حَتّٰى يَحْكُمَ اللّٰهُ بَيْنَنَا ۚ وَ هُوَ خَيْرُ الْحٰكِمِيْنَ ﴿۸۷﴾

শুয়াইব আঃ

পটভূমিঃ মাদইয়ান আক্বাবাহ উপসাগরের তীরবর্তী একটি জনপদ। মাদইয়ানের লোকজন কুফর, শিরকসহ নানা অপকর্মে অভ্যস্থ ছিল। তারা ছিল ব্যবসায়ী। মাপে কম দেয়া, চুরি, ডাকাতি, রাহাজানি, মানুষকে নিয়ে বিদ্রুপ, ইত্যাদি ছিল তাদের স্বভাব। তাদের ব্যাপারে নাযিল হয়...

৮৫-৮৬. আমি মাদইয়ানবাসীর রাসূল হিসেবে পাঠিয়েছি তাদের ভাই শুয়াইবকে। সে বলেছেঃ হে আমার জাতি! এক আল্লাহর ইবাদাত করো, তিনি ব্যতীত আর কোনো ইলাহ নেই। তোমাদের প্রভুর পক্ষ থেকে তোমাদের কাছে এসেগেছে বায়্যিনাহ (তথা সুস্পষ্ট প্রমাণ অর্থাৎ নবী ও শারীয়া'হ। আর তোমাদের জন্য শারীয়া'হ মনোনীত ব্যবসায়িক আইন হলো)

- ❖ তোমরা ওজন ও পরিমাপ করবে পরিপূর্ণভাবে, লোকজনকে তাদের দ্রব্যাদি কম দিবে না।
- ❖ যমীনে শান্তি আগমনের পর তাতে ফাসাদ (পাপাচার) করবে না। এটা-ই তোমাদের জন্য কল্যাণকর যদি তোমরা ঈমানদার হয়ে থাকো।
- ❖ (জনমনে) আতঙ্ক সৃষ্টি করবে না,
- ❖ (নবী, নবীর অনুসারি ও আল্লাহর দ্বীনের) দোষত্রুটি তালাশ করবে না,
- ❖ ঈমানের পথে আসতে চাওয়া মানুষকে আল্লাহর পথ থেকে ফিরিয়ে রাখবে না,
- ❖ (ডাকাতি, রাহাজানিসহ মানুষের ক্ষতি সাধনের জন্য) পথে ওৎ পেতে বসে থেকো না।
- ❖ স্মরণ করো! তোমরা নগণ্য ছিলে, তিনি-ই তোমাদের প্রাধান্য দিয়েছেন।
- ❖ (কিন্তু তারা এসব কথায় কান দেয়নি) তাই লক্ষ্য করো! ফাসাদকারীদের কি পরিণতি হয়েছে!

৮৭. (শুয়াই'ব আরও বলল) যে বিধান দিয়ে আমাকে পাঠানো হয়েছে তোমাদের অনেকে-ই এটা মেনে নিয়েছ আর অনেকে অমান্য করছো। তাই ধৈর্য ধরো যতক্ষন না আল্লাহ কোনো ফয়সালা করেন, তিনি-ই সর্বোত্তম ফয়সালাকারী।

সূরাহ আ'রাফ | পারা : ৯

قَالَ الْمَلَاُ الَّذِيْنَ اسْتَكْبَرُوْا مِنْ قَوْمِهٖ لَنُخْرِجَنَّكَ يٰشُعَيْبُ وَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مَعَكَ مِنْ قَرْيَتِنَآ اَوْ لَتَعُوْدُنَّ فِيْ مِلَّتِنَا ۭ قَالَ اَوَلَوْ كُنَّا كٰرِهِيْنَ ﴿٨٨﴾ قَدِ افْتَرَيْنَا عَلَى اللّٰهِ كَذِبًا اِنْ عُدْنَا فِيْ مِلَّتِكُمْ بَعْدَ اِذْ نَجّٰىنَا اللّٰهُ مِنْهَا ۭ وَمَا يَكُوْنُ لَنَآ اَنْ نَّعُوْدَ فِيْهَآ اِلَّآ اَنْ يَّشَاۗءَ اللّٰهُ رَبُّنَا ۭ وَسِعَ رَبُّنَا كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا ۭ عَلَى اللّٰهِ تَوَكَّلْنَا ۭ رَبَّنَا افْتَحْ بَيْنَنَا وَ بَيْنَ قَوْمِنَا بِالْحَقِّ وَ اَنْتَ خَيْرُ الْفٰتِحِيْنَ ﴿٨٩﴾ وَ قَالَ الْمَلَاُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْ قَوْمِهٖ لَىِٕنِ اتَّبَعْتُمْ شُعَيْبًا اِنَّكُمْ اِذًا لَّخٰسِرُوْنَ ﴿٩٠﴾ فَاَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَاَصْبَحُوْا فِيْ دَارِهِمْ جٰثِمِيْنَ ﴿٩١﴾ الَّذِيْنَ كَذَّبُوْا شُعَيْبًا كَاَنْ لَّمْ يَغْنَوْا فِيْهَا ۚ اَلَّذِيْنَ كَذَّبُوْا شُعَيْبًا كَانُوْا هُمُ الْخٰسِرِيْنَ ﴿٩٢﴾ فَتَوَلّٰى عَنْهُمْ وَ قَالَ يٰقَوْمِ لَقَدْ اَبْلَغْتُكُمْ رِسٰلٰتِ رَبِّيْ وَ نَصَحْتُ لَكُمْ ۚ فَكَيْفَ اٰسٰى عَلٰى قَوْمٍ كٰفِرِيْنَ ﴿٩٣﴾

৮৮. জাতির দাম্ভিক নেতারা বললঃ শুয়াইব! আমাদের আদর্শে ফিরে আসো, নতুবা তোমাকে ও তোমার অনুসারীদেরকে দেশান্তর করা হবে। শুয়াইব বলল আমরা যদি (দেশান্তর হতে) না চাই...

৮৯. (শুয়াইব আরও বলল) তোমাদের (মনগড়া) মতবাদ থেকে আল্লাহ আমাদেরকে মুক্ত করেছেন। আমরা আবার এতে ফিরে গেলে আল্লাহর উপর মিথ্যাচার হবে। আমরা প্রভুর ইচ্ছার বাইরে (কোনকিছু মানতে) যাব না। আমাদের প্রভু সব জানেন। আমরা আল্লাহর উপর ভরসা করি। হে রাব্ব! আমাদের ও (কাফির) জাতির মাঝে সঠিক ফয়সালা করো, তুমি-ই সর্বোত্তম ফয়সালাকারী।

৯০. কাফির নেতারা (জনতাকে) বললঃ শুয়াইবের অনুকরণ করলে তোমরা ক্ষতিগ্রস্থ হবে।

৯১-৯২. ফলে তাদের গ্রাস করলো রাজফাহ (ভূমিকম্প/গর্জন), তারা নিজ আবাসস্থলে উপুড় হয়ে পড়ে রইলো। শুয়া'ইবকে অমান্যকারীরা এমনভাবে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল যেন ছিলই না। যারা শুয়াইবকে অমান্য করেছে তারা-ই ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে।

৯৩. শুয়াইব এখান থেকে চলে গেল। বললঃ হে জাতি! আমি তোমাদের কাছে প্রভুর বাণী পৌঁছে দিয়েছি, তোমাদের কল্যাণ চেয়েছি। (কিন্তু তোমরা কুফর করেছ এবং ধ্বংস হয়ে গেছো। এখন এ) কাফির জাতির জন্য আফসোস করে কী হবে?

জ্ঞাতব্যঃ তিনি হলেন শুয়াইব বিন মাদইয়ান বিন সাম বিন নূহ আঃ। (বংশ পরম্পরায়ের ব্যাপারটি নিশ্চিতভাবে প্রমাণিত নয় এবং ভিন্নমত রয়েছে।)

আল্লাহ যুগে যুগে অনেক রাসূল পাঠিয়েছেন যেন মানুষ সামাজিক, রাজনৈতিক, সামরিক, অর্থনৈতিক, জাতীয়,

আন্তর্জাতিকসহ জীবনের সকল ক্ষেত্রে রাসূলের আনুগত্য ও অনুকরণ করে। (দেখুন সূরাহ নিসাঃ ৬৪)

যে বা যারা তাদের কাছে প্রেরিত রাসূলের আনুগত্য ও অনুকরণ করে তারা মুসলিম আর যে করে না সে কাফির। আর যে ব্যক্তি নিজেকে মুসলিম দাবী করবে কিন্তু বাস্তব জীবনে রাসূলের আনুগত্য ও অনুকরণ করবে না সে মুনাফিক।

وَ مَآ اَرۡسَلۡنَا فِیۡ قَرۡیَۃٍ مِّنۡ نَّبِیٍّ اِلَّاۤ اَخَذۡنَاۤ اَہۡلَہَا بِالۡبَاۡسَآءِ وَ الضَّرَّآءِ لَعَلَّہُمۡ یَضَّرَّعُوۡنَ ﴿۹۴﴾ ثُمَّ بَدَّلۡنَا مَکَانَ السَّیِّئَۃِ الۡحَسَنَۃَ حَتّٰی عَفَوۡا وَّ قَالُوۡا قَدۡ مَسَّ اٰبَآءَنَا الضَّرَّآءُ وَ السَّرَّآءُ فَاَخَذۡنٰہُمۡ بَغۡتَۃً وَّ ہُمۡ لَا یَشۡعُرُوۡنَ ﴿۹۵﴾

আল্লাহর আযাব আসে ধাপে ধাপে

৯৪. আমি যে জনপদে-ই নবী পাঠিয়েছি (সেখানকার লোকজন নবীর অবাধ্য হলে ১ম ধাপে) সেখানে দুঃখকষ্টের আযাব দিয়েছি, যেন তারা (সৎ পথে ফিরে আসে এবং পাপের জন্য ক্ষমা চেয়ে) মিনতি করে,

৯৫. (তারা ফিরে না এলে) এরপর তাদের এ দুঃখকষ্টকে সুখ স্বাচ্ছন্দ্যে বদলে দিয়েছি। এতে বিভোর হয়ে তারা বলেছেঃ আমাদের বাপ-দাদার সময়েও এমন দুঃখকষ্ট এসেছে (যখন তারা আল্লাহর আযাবকে প্রাকৃতিক বিপর্যয় মনে করে স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করেছে) তখন হঠাৎ তাদের পাকড়াও করেছি এবং কিছু বুঝে উঠার আগে-ই (ধ্বংস করে দিয়েছি।)

وَ لَوۡ اَنَّ اَہۡلَ الۡقُرٰۤی اٰمَنُوۡا وَ اتَّقَوۡا لَفَتَحۡنَا عَلَیۡہِمۡ بَرَکٰتٍ مِّنَ السَّمَآءِ وَ الۡاَرۡضِ وَ لٰکِنۡ کَذَّبُوۡا فَاَخَذۡنٰہُمۡ بِمَا کَانُوۡا یَکۡسِبُوۡنَ ﴿۹۶﴾ اَفَاَمِنَ اَہۡلُ الۡقُرٰۤی اَنۡ یَّاۡتِیَہُمۡ بَاۡسُنَا بَیَاتًا وَّ ہُمۡ نَآئِمُوۡنَ ﴿۹۷﴾ اَوَ اَمِنَ اَہۡلُ الۡقُرٰۤی اَنۡ یَّاۡتِیَہُمۡ بَاۡسُنَا ضُحًی وَّ ہُمۡ یَلۡعَبُوۡنَ ﴿۹۸﴾ اَفَاَمِنُوۡا مَکۡرَ اللّٰہِ ۚ فَلَا یَاۡمَنُ مَکۡرَ اللّٰہِ اِلَّا الۡقَوۡمُ الۡخٰسِرُوۡنَ ﴿۹۹﴾

অন্তরে সদা আল্লাহর ভয় থাকতে হবে

৯৬. (নবী পাঠানোর পর) জনপদের লোকজন যদি ঈমান আনত, তাকওয়া অর্জন করতো, আমি আসমান যমীনের বারাকাত তাদের জন্য উন্মুক্ত করে দিতাম। কিন্তু তারা অমান্য করেছে, ফলে তাদেরই কর্মফল হিসেবে তাদের পাকড়াও করেছি।

৯৭. জনপদ সমূহের অধিবাসীরা কী আশঙ্কা মুক্ত হয়ে গেছে? আমার আযাব রাতে ঘুমন্তঅবস্থায় তাদের গ্রাস করবে না?

৯৮. না কী জনপদসমূহের অধিবাসীরা আশঙ্কা মুক্ত হয়ে গেছে? দিনে প্রমোদ রত অবস্থায় আযাব তাদের গ্রাস করবে না?

৯৯. তারা কি আল্লাহর আযাব থেকে নিরাপদ হয়ে গেছে? কেবল ক্ষতিগ্রস্থ লোকেরা-ই নিজেদেরকে আল্লাহর আযাব থেকে নিরাপদ মনে করে।

اَوَلَمْ يَهْدِ لِلَّذِيْنَ يَرِثُوْنَ الْاَرْضَ مِنْۢ بَعْدِ اَهْلِهَآ اَنْ لَّوْ نَشَآءُ اَصَبْنٰهُمْ بِذُنُوْبِهِمْ ۚ وَنَطْبَعُ عَلٰى قُلُوْبِهِمْ فَهُمْ لَا يَسْمَعُوْنَ ﴿١٠٠﴾ تِلْكَ الْقُرٰى نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ اَنْۢبَآئِهَا ۚ وَلَقَدْ جَآءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنٰتِ ۚ فَمَا كَانُوْا لِيُؤْمِنُوْا بِمَا كَذَّبُوْا مِنْ قَبْلُ ۚ كَذٰلِكَ يَطْبَعُ اللّٰهُ عَلٰى قُلُوْبِ الْكٰفِرِيْنَ ﴿١٠١﴾ وَمَا وَجَدْنَا لِاَكْثَرِهِمْ مِّنْ عَهْدٍ ۚ وَاِنْ وَّجَدْنَآ اَكْثَرَهُمْ لَفٰسِقِيْنَ ﴿١٠٢﴾

পাপের পরিণতি

১০০. (অতীতে কত জাতিকে পাপের কারণে আমি ধ্বংস করে দিয়েছি। এখন) ওদের পর যারা যমীনে অধিষ্ঠিত হয়েছে তারা কি বুঝে না? আমি চাইলে পাপের কারণে তাদের ধ্বংস করে দিতে পারি অথবা তাদের অন্তরে মোহর এঁটে দিতে পারি, তখন তারা কিছু-ই শোনতে পারবে না।

১০১-১০২. এই হলো কিছু জনপদের অবস্থা, যা তোমাকে জানিয়ে দিলাম। রাসূলগণ তাদের কাছে এসেছিল সুস্পষ্ট প্রমাণ নিয়ে। কিন্তু তাদের পূর্বসূরিরা যা অমান্য করেছে তারা এটা (শারীয়াহ আইন ও রাসূলের আনুগত্য) মেনে নেয়নি। আল্লাহ কাফিরদের অন্তরে এভাবে-ই মোহর এঁটে দেন। কারণ তাদের অনেককে-ই আমরা নীতিহীন পেয়েছি, তাদের অধিকাংশই পাপিষ্ঠ।

জ্ঞাতব্যঃ নবীগণ যখন দাওয়াত দিয়েছেন জাতির নেতারা তখন সেই দাওয়াত প্রত্যাখ্যান করেছে। এখানে লক্ষণীয় বিষয় হলো নবী দাওয়াত দিয়েছেন জাতিকে আর এ দাওয়াত প্রত্যাখ্যান করেছে নেতারা, ফলে আল্লাহর আযাবে ধ্বংস হয়েছে নেতা জনতা সবাই। এর কারণ নিম্নরূপ...

- ❖ নবীগণ দ্বীন নিয়ে আসেন। দ্বীনের ভিতর শারীয়াহ ও থাকে। দ্বীন মানুষকে ঈমান ও আখেরাতমুখী জীবনের শিক্ষা দেয়। আর শারীয়া'হ মানুষকে আল্লাহর আইন ও রাসূলের সুন্নাহ মেনে চলার শিক্ষা দেয়। শারীয়া'হ হচ্ছে দ্বীনের একটি অংশ। রাসূলগণ ঈমান ইসলামের সাথে সাথে সমাজ সংস্কার ও সমাজ গঠনের কথা বলেন। সকল কুসংস্কার ও মনগড়া আইন বাদ দিয়ে সামাজিকভাবে দ্বীন কায়েমের কথা বলেন। যেহেতু সমাজ চালায় নেতারা, তাই সমাজ গঠন ও সমাজ পরিবর্তনের কথা শোনলে-ই তাদের মাথায় বাজ পড়ে। ফলে তারা আগবেড়ে নবীগণের দাওয়াত প্রত্যাখ্যান করে থাকে।
- ❖ নেতাগণ প্রত্যাখ্যান করার পর নবীগণ ব্যক্তিগত ও গোপন দাওয়াত শুরু করতেন। তাই ব্যক্তিগতভাবে অনেকে ঈমান আনত এবং নবীর শারীয়া'হ মেনে চলত। সমাজে তারা নবীর অনুসারী বা মুঅমিন হিসেবে পরিচিত হত। জাতি আযাবে ধ্বংস হলেও আল্লাহ নবী এবং মুঅমিনগণকে রক্ষা করতেন।
- ❖ নেতাগণ জাতির প্রতিনিধি। নেতা সাধারণত জনতা নির্ভর হয়। জনতা সমর্থন দেয় বলেই তারা নেতা হয়। নেতাগণ দ্বীনের দাওয়াত প্রত্যাখ্যান করার পরও তাদের প্রতি সমর্থন অব্যাহত রাখলে জনতাও সমান অপরাধে অপরাধী হয়। তাই আল্লাহর আযাবে নেতাদের সাথে জনতাও ধ্বংস হয়, ধ্বংস হয় গোটা জাতি।
- ❖ কোনো নেতা বা বাহিনীর পাপকাজে সাধারণ জনগণের প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণ না থাকলেও নৈতিক সমর্থন বা স্বেচ্ছা আনুগত্যের ফলে এসব পাপের অংশীদার হয়ে যায়। কিন্তু বিষয়টি না বুঝার কারণে বর্তমানে অনেক মুসলিম আদর্শগতভাবে প্রতারিত হচ্ছে।

ثُمَّ بَعَثْنَا مِنْۢ بَعْدِهِمْ مُّوْسٰى بِاٰيٰتِنَآ اِلٰى فِرْعَوْنَ وَ مَلَا۟ئِهٖ فَظَلَمُوْا بِهَا ۚ فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِيْنَ ﴿١٠٣﴾ وَقَالَ مُوْسٰى يٰفِرْعَوْنُ اِنِّيْ رَسُوْلٌ مِّنْ رَّبِّ الْعٰلَمِيْنَ ﴿١٠٤﴾ حَقِيْقٌ عَلٰٓى اَنْ لَّآ اَقُوْلَ عَلَى اللّٰهِ اِلَّا الْحَقَّ ؕ قَدْ جِئْتُكُمْ بِبَيِّنَةٍ مِّنْ رَّبِّكُمْ فَاَرْسِلْ مَعِيَ بَنِيْٓ اِسْرَآءِيْلَ ﴿١٠٥﴾

মূসা আঃ

১০৩-১০৫. তারপর আমার বিধান দিয়ে মূসাকে পাঠালাম ফেরাউন ও তার পরিষদের কাছে। কিন্তু তারা এর অবমূল্যায়ন করলো। খুঁজ নিয়ে দেখ! পাপিষ্ঠদের কি পরিণতি হয়েছে?
মূসা বললঃ ফেরাউন! আমি রাব্বু-ল-আ'লামীনের রাসূল। আমার কর্তব্যঃ আল্লাহর ব্যাপারে সঠিক কথা বলা। আমি প্রভুর পক্ষ থেকে সুস্পষ্ট প্রমাণ নিয়ে এসেছি। বনী-ইসরাঈলকে আমার সঙ্গে যেতে দাও।

উল্লেখ্যঃ নবীর দায়িত্ব আল্লাহর ব্যাপারে সঠিক কথা বলা। নবীর উত্তরসূরী হিসেবে আলিমগণের দায়িত্ব হলো আল্লাহ, রাসূল ও দ্বীনের ব্যাপারে সঠিক কথা বলা, সত্য কথা বলা, পরিষ্কার করে বলা।

বনী-ইসরাঈল ফিলিস্তিনের বাসিন্দা ছিল। ইউসুফ আঃ মিশরের ক্ষমতায় অধিষ্ট হবার পর তারা মিশর চলে যায়। পরে কিবতী পরিবার মিশরের ক্ষমতা দখল করে বনী-ইসরাঈলের নাগরিকত্ব কেড়ে নেয় এবং তাদেরকে দাস বানিয়ে আইন পাশ করে। তাই মূসা আঃ বনি-ইসরাঈলের মুক্তির বাণী নিয়ে আসেন।

قَالَ اِنْ كُنْتَ جِئْتَ بِاٰيَةٍ فَاْتِ بِهَآ اِنْ كُنْتَ مِنَ الصّٰدِقِيْنَ ﴿١٠٦﴾ فَاَلْقٰى عَصَاهُ فَاِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُّبِيْنٌ ﴿١٠٧﴾ وَّنَزَعَ يَدَهٗ فَاِذَا هِيَ بَيْضَآءُ لِلنّٰظِرِيْنَ ﴿١٠٨﴾

মূসা আঃ এর ২টি মু'জিযা

১০৬. ফেরাউন বললঃ তোমার কাছে কোনো প্রমাণ থাকলে উপস্থাপন করো, যদি তুমি সত্য (নবী) হয়ে থাকো।

১০৭-১০৮. মূসা তার লাঠি ছুড়ে ফেলল এবং (মাটিতে পড়েই) এটা বিরাট অজগরে পরিণত হলো, সে তার হাত (বগলে ঢুকিয়ে) বের করতে-ই দর্শকদের জন্য শুভ্র উজ্জল হয়ে চমকাতে লাগলো।

قَالَ الْمَلَاُ مِنْ قَوْمِ فِرْعَوْنَ اِنَّ هٰذَا لَسٰحِرٌ عَلِيْمٌ ﴿١٠٩﴾ يُّرِيْدُ اَنْ يُّخْرِجَكُمْ مِّنْ اَرْضِكُمْ ۚ فَمَاذَا تَاْمُرُوْنَ ﴿١١٠﴾ قَالُوْٓا اَرْجِهْ وَاَخَاهُ وَاَرْسِلْ فِي الْمَدَآئِنِ حٰشِرِيْنَ ﴿١١١﴾ يَاْتُوْكَ بِكُلِّ سَحَّارٍ عَلِيْمٍ ﴿١١٢﴾

মিশরীয় নেতাদের প্রপাগান্ডা /আল্লাহর শক্তিকে যাদু হিসেবে আখ্যায়িত করা

১০৯-১১০. ফেরাউন পরিষদের নেতারা বললঃ মূসা একজন বিজ্ঞ যাদুগর। সে তার যাদু দিয়ে তোমাদেরকে ক্ষমতাচ্যুত করতে চায়। তাই তোমাদেরকেও করণীয় ঠিক করতে হবে।

১১১-১১২. তারা বলল (সিদ্ধান্ত নিল) মূসা ও তার ভাইকে ১টি সুযোগ দাও এবং শহরে শহরে (যাদুগর) সংগ্রহকারী পাঠাও। যারা (দেশ দেশান্তর থেকে) যাদুকরদের এনে জমা করবে।

জ্ঞাতব্যঃ তারা অনেক যাদুকর জমা করলো। যাদের নেতৃত্বে ছিল ১২জন নাক্বীব, প্রত্যেক নাক্বীবের অধীনে ২০জন করে আ'রীফ আর প্রত্যেক আ'রীফের অধীনে এক হাজার করে যাদুকর, (এতে মোট সংখ্যা দাড়ায় (২,৪০,০০০) কুরতুবী, কোনো বর্ণনা মতে যাদুকর ছিল ৭২ হাজার)

وَجَآءَ السَّحَرَةُ فِرْعَوْنَ قَالُوْٓا اِنَّ لَنَا لَاَجْرًا اِنْ كُنَّا نَحْنُ الْغٰلِبِيْنَ ﴿١١٣﴾ قَالَ نَعَمْ وَ اِنَّكُمْ لَمِنَ الْمُقَرَّبِيْنَ ﴿١١٤﴾ قَالُوْا يٰمُوْسٰٓى اِمَّآ اَنْ تُلْقِيَ وَاِمَّآ اَنْ نَّكُوْنَ نَحْنُ الْمُلْقِيْنَ ﴿١١٥﴾ قَالَ اَلْقُوْا ۚ فَلَمَّآ اَلْقَوْا سَحَرُوْٓا اَعْيُنَ النَّاسِ وَ اسْتَرْهَبُوْهُمْ وَ جَآءُوْ بِسِحْرٍ عَظِيْمٍ ﴿١١٦﴾

যাদুকরদের যাদুর খেলা

১১৩-১১৬. যাদুকররা ফেরাউনকে বললঃ বিজয়ী হলে আমাদেরকে কি পুরস্কার দেয়া হবে? ফেরাউন বললঃ অবশ্যই। তখন তোমরা (রাজ দরবারের) ঘনিষ্ঠ হয়ে যাবে।

(নির্ধারিত দিনে লোক জমা হলো। যাদুকররা সুশৃংখলভাবে দাঁড়াল। সবার হাতে একটি করে লাঠি আর রশি। মূসা ও হারুন আঃ একদিকে দাঁড়ালেন।) যাদুকররা বললঃ মূসা! তুমি আগে ছাড়বে, না আমরা আগে ছাড়ব?

মূসা বললঃ তোমরা-ই ছাড়। তারা (তাদের লাঠি ও রশি) ছেড়ে দিয়ে মানুষের চোখে যাদু করলো, (মানুষ দেখলঃ তাদের লাঠি ও রশিগুলো সাপ হয়ে মাঠ ভরে গেছে। এভাবে তারা) মানুষকে আতংকিত করলো, তারা সর্ববৃহৎ যাদু হাজির করলো।

وَ اَوْحَيْنَآ اِلٰى مُوْسٰٓى اَنْ اَلْقِ عَصَاكَ ۚ فَاِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَاْفِكُوْنَ ﴿١١٧﴾ فَوَقَعَ الْحَقُّ وَ بَطَلَ مَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ﴿١١٨﴾ فَغُلِبُوْا هُنَالِكَ وَ انْقَلَبُوْا صٰغِرِيْنَ ﴿١١٩﴾ وَ اُلْقِيَ السَّحَرَةُ سٰجِدِيْنَ ﴿١٢٠﴾ قَالُوْٓا اٰمَنَّا بِرَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ﴿١٢١﴾ رَبِّ مُوْسٰى وَ هٰرُوْنَ ﴿١٢٢﴾

যাদুকরদের আত্মসমর্পণ ও ইসলাম গ্রহণ

১১৭-১১৯. আমি মূসার কাছে ওহী পাঠালামঃ তোমার লাঠি ছেড়ে দাও। (মূসা লাঠি ছেড়ে দিলে এটা সাপ হয়ে) তাদের অলীক (সাপ) গুলোকে খেয়ে ফেলল। এভাবেই সত্য প্রমাণিত হলো আর মনগড়া সব বিলীন হয়ে গেল। তারা পরাজিত হলো ও লাঞ্ছিত হলো।

১২০-১২২. (যাদুকররা বুঝতে পারলঃ মূসা যা করেছে এটা যাদু নয়। এটা মহান আল্লাহর মহাশক্তি। তাই) যাদুকররা সিজদায় লুটিয়ে পড়লো এবং বললঃ আমরা ঈমান এনেছি তার উপর যিনি সর্ব জগতের রাব্ব, মূসা ও হারুনের রাব্ব।

قَالَ فِرْعَوْنُ اٰمَنْتُمْ بِهٖ قَبْلَ اَنْ اٰذَنَ لَكُمْ ۚ اِنَّ هٰذَا لَمَكْرٌ مَّكَرْتُمُوْهُ فِي الْمَدِيْنَةِ لِتُخْرِجُوْا مِنْهَآ اَهْلَهَا ۚ فَسَوْفَ تَعْلَمُوْنَ ﴿١٢٣﴾ لَاُقَطِّعَنَّ اَيْدِيَكُمْ وَ اَرْجُلَكُمْ مِّنْ خِلَافٍ ثُمَّ لَاُصَلِّبَنَّكُمْ اَجْمَعِيْنَ ﴿١٢٤﴾ قَالُوْٓا اِنَّآ اِلٰى رَبِّنَا مُنْقَلِبُوْنَ ﴿١٢٥﴾ وَ مَا تَنْقِمُ مِنَّآ اِلَّآ اَنْ اٰمَنَّا بِاٰيٰتِ رَبِّنَا لَمَّا جَآءَتْنَا ؕ رَبَّنَآ اَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَّ تَوَفَّنَا مُسْلِمِيْنَ ﴿١٢٦﴾

ফেরাউনের প্রপাগান্ডা ও গণহত্যা

১২৩. (যাদুকরদের ইসলাম গ্রহণে ফেরাউন ক্ষীপ্ত হয়ে উঠলো) ফেরাউন বললঃ আমার অনুমতি ছাড়া-ই তোমরা তার প্রতি ঈমান এনেছো? (যাদুকরদের ঈমান গ্রহণে অবস্থা উল্টা দিকে মোড় নিল এবং গণহারে মানুষ ইসলাম গ্রহণের উপক্রম হলো। মানুষকে দ্বীন থেকে বিরত রাখতে ফেরাউন তৎক্ষণাৎ প্রপাগান্ডার আশ্রয় নিল এবং বলল) আসলে এসব-ই চক্রান্ত। তোমরা (যাদুকর ও মূসা) সবাই মিলে এ দেশের বৈধ সরকারকে ক্ষমতাচ্যুত করতে চক্রান্ত করেছো। তাই এর পরিণতি সম্পর্কে তোমরা অচিরেই জানতে পারবে।

১২৪. (যাদুকরদের ইসলাম গ্রহণকে দেশদ্রোহীতা আখ্যায়িত করে ফেরাউন সাজা ঘোষণা করে বলল) আমি তোমাদের হাত ও পা উল্টো করে (ডান হাত ও বাম পা) কেটে ফেলব, তারপর তোমাদেরকে শূলিতে চড়াব।

১২৫-১২৬. (যারা একটু আগে যাদুকর ছিল এখন মুমমিন হয়ে গেছে) তারা বললঃ তাহলে আমরাও (শহীদ হয়ে) প্রভুর সান্নিধ্যে ফিরে যাব। আমরা প্রভুর বিধান মেনে নিয়েছি বলে তুমি আমাদের থেকে প্রতিশোধ নিচ্ছ। (তারা আল্লাহর কাছে দোয়া করে বলল) হে রাব্ব! আমাদের উপর সবর (অবিচলতা) ঢেলে দাও, মুসলিম হিসেবে মৃত্যু (বরণের তাওফিক) দাও।

জ্ঞাতব্যঃ নতুন মুসলিমদের ঈমান এত মজবুত ছিল যে ফেরাউন তাদের হাত-পা কেটে গাছে গাছে ঝুলিয়ে রাখলো। তবুও তারা বিচলিত হলো না। মূসা আঃএর পালক মাতা ফেরাউনের স্ত্রী আসিয়াও তখন ঈমান এনে মুসলিম হয়ে গেলেন। ফেরাউন তাকেও নির্মমভাবে হত্যা করলো।

وَ قَالَ الْمَلَاُ مِنْ قَوْمِ فِرْعَوْنَ اَتَذَرُ مُوْسٰى وَ قَوْمَهٗ لِيُفْسِدُوْا فِي الْاَرْضِ وَ يَذَرَكَ وَ اٰلِهَتَكَ ؕ قَالَ سَنُقَتِّلُ اَبْنَآءَهُمْ وَ نَسْتَحْيٖ نِسَآءَهُمْ ۚ وَ اِنَّا فَوْقَهُمْ قٰهِرُوْنَ ﴿١٢٧﴾

পটভূমিঃ মূসা আঃ দাওয়াতী কার্যক্রম চালিয়ে গেলেন। ইসলামের ছায়ায় আসতে শুরু করলো বনী-ইসরাঈলের যুব সমাজ। ফেরাউন প্রশাসনের মন্ত্রী ও নেতারা একে অশনিসংকেত মনে করলো। তারা দ্বীনের এ দাওয়াতকে নৈরাজ্য ও অশান্তি হিসেবে অভিহিত করে প্রপাগান্ডা করলো। বিষয়টির প্রতি ইঙ্গিত করে নাযিল হয়েছে..

১২৭. ফেরাউনের পরিষদ নেতারা (ফেরাউনকে) বললঃ মূসা ও তার সম্প্রদায় দেশে ফাসাদ (নৈরাজ্য, বিশৃংখলা, অশান্তি) করবে, আপনাকে এবং আপনার খোদাদেরকে অবজ্ঞা করবে,

আর আপনি তাদের ছেড়ে দেবেন? ফেরাউন বললঃ (সিদ্ধান্ত দিল) আমরা তাদের ছেলেদের হত্যা করব আর মেয়েদের বাঁচিয়ে রাখব। আমরা তাদের উপর কঠোর হব।

قَالَ مُوْسٰى لِقَوْمِهِ اسْتَعِيْنُوْا بِاللّٰهِ وَ اصْبِرُوْا ۚ اِنَّ الْاَرْضَ لِلّٰهِ يُوْرِثُهَا مَنْ يَّشَآءُ مِنْ عِبَادِهٖ ؕ وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِيْنَ ﴿١٢٨﴾ قَالُوْۤا اُوْذِيْنَا مِنْ قَبْلِ اَنْ تَاْتِيَنَا وَ مِنْۢ بَعْدِ مَا جِئْتَنَا ؕ قَالَ عَسٰى رَبُّكُمْ اَنْ يُّهْلِكَ عَدُوَّكُمْ وَ يَسْتَخْلِفَكُمْ فِى الْاَرْضِ فَيَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُوْنَ ﴿١٢٩﴾

পৃথিবীর মালিকানা আল্লাহর

১২৮. (ফেরাউন সৈন্যরা ইসরাঈলী ছেলেদের ধরে ধরে হত্যা করতে লাগল। অসহায় লোকজন মূসা আঃএর শরণাপন্ন হলে) মূসা তার জাতিকে বললঃ আল্লাহর কাছে সুরক্ষা কামনা করো আর সবর করো, পৃথিবীর মালিকানা একমাত্র আল্লাহর, তিনি যাকে ইচ্ছা এর অধিকারী করেন। চূড়ান্তবিজয় মুত্তাক্বীদের। (যে ব্যক্তি আল্লাহর ভয়ে কুফর, শিরক ও পাপাচার থেকে বেঁচে থাকে তাকে মুত্তাক্বী বলে)

১২৯. লোকজন বললঃ (মূসা!) তুমি আসার আগেও আমরা নির্যাতিত হয়েছি আর তুমি আসার পরও (নির্যাতিত হচ্ছি।) মূসা বললঃ তোমাদের প্রভু অতি শীঘ্র-ই তোমাদের শত্রুকে ধ্বংস করবেন আর এ যমীনে তোমাদেরকে ক্ষমতাসীন করবেন এবং দেখবেনঃ তোমরা কি করো?

জ্ঞাতব্যঃ মালিকানা দুই প্রকার হয়ে থাকে। বিধিবদ্ধ মালিকানা ও সার্বিক মালিকানা বা সার্বভৌম মালিকানা।

- ❖ যে মালিকানা আইনের আওতাধীন, যে মালিকানায় জবাবদিহিতা আছে, যে মালিকানায় নিয়ম বা বিধান মেনে চলতে হয়, এটা হলো বিধিবদ্ধ মালিকানা। আল্লাহ ছাড়া অন্য সকলের মালিকানা বিধিবদ্ধ।
- ❖ পক্ষান্তরে যে মালিকানা কোনো আইন বা নিয়মের আওতাধীন নয়, যে মালিকানায় কোনো জবাবদিহিতা নেই, যে মালিকানায় যা ইচ্ছা তাই করা যায় এটা হলো সার্বিক মালিকানা বা সার্বভৌম মালিকানা। একমাত্র আল্লাহর মালিকানাই সার্বিক ও সার্বভৌম।

وَ لَقَدْ اَخَذْنَاۤ اٰلَ فِرْعَوْنَ بِالسِّنِيْنَ وَ نَقْصٍ مِّنَ الثَّمَرٰتِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُوْنَ ﴿١٣٠﴾ فَاِذَا جَآءَتْهُمُ الْحَسَنَةُ قَالُوْا لَنَا هٰذِهٖ ۚ وَ اِنْ تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَّطَّيَّرُوْا بِمُوْسٰى وَ مَنْ مَّعَهٗ ؕ اَلَاۤ اِنَّمَا طٰٓئِرُهُمْ عِنْدَ اللّٰهِ وَ لٰكِنَّ اَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُوْنَ ﴿١٣١﴾ وَ قَالُوْا مَهْمَا تَاْتِنَا بِهٖ مِنْ اٰيَةٍ لِّتَسْحَرَنَا بِهَا ۙ فَمَا نَحْنُ لَكَ بِمُؤْمِنِيْنَ ﴿١٣٢﴾

আল্লাহর সাজা

১৩০. (ফেরাউন সম্প্রদায়ের পরিণতি সম্পর্কে আল্লাহ বলছেন) আমি ফেরাউন সম্প্রদায়কে কয়েক বছরব্যাপী দুর্ভিক্ষ ও ফসল হানির সাজা দিয়েছি যেন তারা (এসব থেকে শিক্ষা নিয়ে আল্লাহর

বিধান) মেনে নেয়।

১৩১. যখন-ই কল্যাণকর কিছু ঘটত তখন তারা বলতঃ এসব হয়েছে আমাদের জন্য। আর অকল্যাণকর কিছু হলে-ই তারা মূসা ও তার সঙ্গীদের অপয়াপনাকে দায়ী করতো। জেনে রাখো! আল্লাহর কাছে তারা-ই অপয়া কিন্তু তারা এসব বুঝে না।

১৩২. তারা বললঃ (মূসা!) যত-ই অলৌকিকতার যাদু দেখাও, আমরা তোমাকে বিশ্বাস করব না।

فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ وَالْجَرَادَ وَالْقُمَّلَ وَالضَّفَادِعَ وَالدَّمَ آيَاتٍ مُّفَصَّلَاتٍ فَاسْتَكْبَرُوا وَكَانُوا قَوْمًا مُّجْرِمِينَ ﴿١٣٣﴾ وَلَمَّا وَقَعَ عَلَيْهِمُ الرِّجْزُ قَالُوا يَا مُوسَى ادْعُ لَنَا رَبَّكَ بِمَا عَهِدَ عِندَكَ ۖ لَئِن كَشَفْتَ عَنَّا الرِّجْزَ لَنُؤْمِنَنَّ لَكَ وَلَنُرْسِلَنَّ مَعَكَ بَنِي إِسْرَائِيلَ ﴿١٣٤﴾ فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمُ الرِّجْزَ إِلَىٰ أَجَلٍ هُم بَالِغُوهُ إِذَا هُمْ يَنكُثُونَ ﴿١٣٥﴾

ক্বিবতীদের উপর আল্লাহর আযাব

১৩৩. (যাদুকরদের উপর বিজয়ী হবার পর মূসা আঃ আরও ২০/৪০ বছর মিশরে বসবাস করেছেন। এ সময়ে ঘটে গেছে কত ঘটনা। এসব ঘটনার বর্ণনায় নাযিল হয়েছে)
এরপর তাদের আযাব দিতে আমি পাঠিয়েছি বন্যা, ফড়িং, উকুন, ব্যাঙ, রক্তসহ ধারাবাহিক কত নিদর্শন। এরপরও তারা দম্ভ করেছে। তারা ছিল পাপিষ্ঠ জাতি।

১৩৪. তাদের উপর যখনই আযাব এসেছে তারা বলেছেঃ মূসা! তোমার প্রভুর কাছে আমাদের জন্য দোয়া করো, (আযাব অপসারণের) যে ওয়াদা তিনি করেছেন এটা যেন বাস্তবায়ন করেন। বিপদ কেটে গেলে আমরা ঈমান আনব, বনী-ইসরাঈলকে তোমার সঙ্গে যেতে দেব। (তাদের কথায় মূসা আঃও দোয়া করেছেন। আল্লাহ ও সরিয়ে নিয়েছেন আযাব। আর এসব-ই ছিল সাময়িক।)

১৩৫. তাদেরকে নির্ধারিত সময় পর্যন্ত অবকাশ দেয়ার জন্য যখনই সাময়িকভাবে আযাব অপসারিত করেছি তখনই তারা ওয়াদা ভঙ্গ করেছে।

জ্ঞাতব্যঃ

- তাদের উপর প্রথম আযাব ছিল বন্যা। বন্যায় তাদের ঘরবাড়ী, ফসলী জমি সব তলিয়ে গেল। মূসা আঃ জানিয়ে দিলেনঃ এটা আল্লাহর আযাব। আল্লাহ প্রতিশ্রুতি দিয়েছেনঃ তোমরা ঈমান আনলে আযাব তুলে নেয়া হবে। বানের পানি কমছে না দেখে তারা মূসা আঃ এর শরণাপন্ন হলো। বন্যা সরিয়ে নিতে দোয়া করার আবেদন জানাল। ওয়াদা করলো বন্যা সরে গেলে ঈমান আনবে। মূসা আঃ দোয়া করলেন। বন্যা সরে গেল। কিন্তু তারা ঈমান আনলো না। উল্টা বলতে শুরু করলোঃ আসলে এটা আযাব ছিল না। এটা ছিল মূসার যাদু।
- বন্যার পর ফসলের জমি জেগে উঠলো। তারা নতুন করে চাষাবাদ করলো। বন্যার প্রভাবে জমিতে পলি পড়েছিল। তাতে ফসল খুব ভালো হলো। তারা হাসির ছলে বলাবলি করলোঃ বন্যা আমাদের ভালো-ই করেছে।
- পরবর্তী আযাব হিসেবে আল্লাহ পাঠালেন পঙ্গপাল বা ঘাসফড়িং। পঙ্গপাল সব খেয়ে সাবাড় করে দিল। তারা

আবার মূসা আঃ এর শরণাপন্ন হলো। বললঃ এবার সত্যিকারের ওয়াদা। ফড়িং সরে গেলে-ই ঈমান আনব। মূসা আঃ দোয়া করলেন। ফড়িং সরে গেল। কিন্তু তারা ঈমান আনলো না। বরং এটাকেও মূসার যাদু বলে অভিহিত করলো।

- তারপর আল্লাহ পাঠালেন উকুন। মাথায় উকুন, শরীরে উকুন, বিছানায় উকুন, যেখানে যায় সেখানেই উকুন। উকুনের যন্ত্রণা আর সহ্য করা যায় না। অথচ ইসরাঈলীরা উকুনমুক্ত। তাদের কোথাও উকুন নেই। তাই তারা আবার মূসা আঃ' এর কাছে এলো এবং পাক্কা ওয়াদা করলো, উকুন সরলে-ই ঈমান আনবে। মূসা আঃ দোয়া করলেন। উকুন সরেও গেল। কিন্তু যেই সেই।
- এবার আল্লাহ পাঠালেন ব্যাঙ। ঘরে ব্যাঙ, বাইরে ব্যাঙ, বিছানায় ব্যাঙ, খাদ্যে ব্যাঙ, যেখানে যায় সেখানে-ই ব্যাঙ। ব্যাঙের জ্বালায় বসা যায় না, ঘুমানো যায় না, কাজ করা যায় না, হাঁটা যায় না, শুয়া যায় না, খাদ্য পানীয় কিছু-ই ধরা যায় না, সর্বত্রই ব্যাঙ আর ব্যাঙ। অথচ ইসরালীদের বাড়িঘরে একটা ব্যাঙও নেই। তারা আবার মূসা আঃএর কাছে এলো। বললঃ এবার দয়া করুন। এবার সত্যিকার অর্থে-ই মুসলিম হয়ে যাব। মূসা আঃ দোয়া করলেন। ব্যাঙ চলে গেল। কিন্তু কেউ ঈমান আনলো না। বললঃ সব মূসার যাদু।
- তারপর আল্লাহ পাঠালেন রক্ত। নদীনালা খালবিল সব রক্তে ভরে গেল। এমনকি ফলের রস হাতে নিলেও রক্ত হয়ে যায়। অথচ ইসরাঈলীদের সব ঠিকঠাক। কোনো উপায় না পেয়ে তারা আবার মূসা আঃ এর কাছে এলো। আরো একটি সুযোগ দিতে অনুরোধ করলো। মূসা আঃ দোয়া করলেন। রক্ত চলে গেল। কিন্তু তারা ঈমান আনল না। (বিস্তারিত কুরতুবীতে দেখে নিন)

فَانْتَقَمْنَا مِنْهُمْ فَاَغْرَقْنٰهُمْ فِي الْيَمِّ بِاَنَّهُمْ كَذَّبُوْا بِاٰيٰتِنَا وَ كَانُوْا عَنْهَا غٰفِلِيْنَ ﴿١٣٦﴾ وَ اَوْرَثْنَا الْقَوْمَ الَّذِيْنَ كَانُوْا يُسْتَضْعَفُوْنَ مَشَارِقَ الْاَرْضِ وَ مَغَارِبَهَا الَّتِيْ بٰرَكْنَا فِيْهَا ؕ وَ تَمَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ الْحُسْنٰى عَلٰى بَنِيْۤ اِسْرَآءِيْلَ بِمَا صَبَرُوْا ؕ وَ دَمَّرْنَا مَا كَانَ يَصْنَعُ فِرْعَوْنُ وَ قَوْمُهٗ وَ مَا كَانُوْا يَعْرِشُوْنَ ﴿١٣٧﴾

ধৈর্যের ফল বড়-ই মধুর হয়

১৩৬. (ক্বিবতীদের সম্পর্কে মহান আল্লাহ বলছেনঃ তারা যেহেতু বারবার আমার সাথে ওয়াদা ভঙ্গ করেছে) তাই আমিও তাদের থেকে প্রতিশোধ নিয়েছি। তাদেরকে সাগরে ডুবিয়ে মেরেছি। কারণ তারা আমার বিধান অমান্য করেছে, এ ব্যাপারে উদাসীন থেকেছে।

১৩৭. (এতো দিন মিশরের মাটিতে) যারা অসহায় ছিল, আমি তাদেরকে বরকতময় ভূমির (ফিলিস্তিনের) পূর্ব ও পশ্চিমের (শাম ও মিশরের) ক্ষমতা দান করলাম। বনী-ইসরাঈলের ধৈর্যের ফলে তাদের সম্পর্কে প্রভুর কল্যাণকর বাণী এভাবে-ই পরিপূর্ণ হলো। ফেরাউন সম্প্রদায়ের স্থাপনা ও অট্টালিকাসমূহ আমি ধ্বংস করে দিলাম। (ধৈর্যের ফল বড়-ই মধুর হয়)

وَ جٰوَزْنَا بِبَنِيْۤ اِسْرَآءِيْلَ الْبَحْرَ فَاَتَوْا عَلٰى قَوْمٍ يَّعْكُفُوْنَ عَلٰۤى اَصْنَامٍ لَّهُمْ ۚ قَالُوْا يٰمُوْسَى اجْعَلْ لَّنَاۤ اِلٰهًا كَمَا لَهُمْ اٰلِهَةٌ ؕ قَالَ اِنَّكُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُوْنَ ﴿١٣٨﴾ اِنَّ هٰۤؤُلَآءِ مُتَبَّرٌ مَّا هُمْ فِيْهِ وَ بٰطِلٌ مَّا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ﴿١٣٩﴾ قَالَ اَغَيْرَ اللّٰهِ اَبْغِيْكُمْ اِلٰهًا وَّ هُوَ فَضَّلَكُمْ عَلَى الْعٰلَمِيْنَ ﴿١٤٠﴾

মুশরিকদের অনুকরণ

১৩৮. আমি বানী-ইসরাঈলকে সাগর পার করিয়ে দিলাম। এরপর তারা এমন এক জাতির কাছে এলো যারা (নির্ধারিত দিনে) মূর্তির কাছে অবস্থান করে। (এসব দেখে বানী-ইসরাঈল তাদের অনুকরণে মূর্তিপূজার প্রতি উৎসাহী হয়ে উঠলো। এবং) তারা বললঃ মূসা! আমাদের জন্য খোদা বানিয়ে দাও যেমন তাদের খোদা আছে। মূসা বললঃ তোমরা বড়-ই মূর্খ জাতি।

ঈমান ও আক্বীদাহঃ কোনো স্থান, স্থাপনা, দেবী বা বেদীকে সম্মান দেখানোর জন্য নির্ধারিত সময়ে তার সামনে অবস্থান করা শিরক। শিরক ঈমান বিনষ্টকারী মহাপাপ। কোনো মুসলিম এমন পাপ করলে তার ঈমান বিনষ্ট হয়ে যাবে এবং সে হয়ে যাবে চির জাহান্নামী মুনাফিক। এমন লোক মারা গেলে তাদের জানাযা পড়া বা তাদের কবরে দাঁড়ানোও নিষিদ্ধ। (দেখুন সূরাহ তাওবাহঃ ৮৪)

১৩৯. (মূসা আরও বললঃ মূর্তিপূজা করে) এরা সর্বনাশা কাজ করছে, এদের কাজকর্ম ধ্বংসাত্মক।

১৪০. মূসা বললঃ (তোমরা বলছ?) আমি আল্লাহকে ছেড়ে অন্য খোদার সন্ধান করব? অথচ তিনি বিশ্ববাসীর উপর তোমাদের শ্রেষ্টত্ব দিয়েছেন।

وَإِذْ أَنجَيْنَاكُم مِّنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُقَتِّلُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ ۚ وَفِي ذَٰلِكُم بَلَاءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ ﴿١٤١﴾

আল্লাহর পরীক্ষা

১৪১. (হে বানী-ইসরাঈল! সেই দিনের কথা স্মরণ করো) যখন আমি তোমাদেরকে ফেরাউন পরিবার থেকে মুক্ত করেছিলাম, যারা তোমাদের উপর কঠিন অত্যাচার করত, তোমাদের ছেলেদেরকে হত্যা করত আর মেয়েদেরকে জীবিত রাখত। এটা ছিল প্রভুর পক্ষ থেকে তোমাদের জন্য মহাপরীক্ষা।

জ্ঞাতব্যঃ আল্লাহ তার বান্দাদের নানাভাবে পরীক্ষা করেন। আল্লাহ পরীক্ষা করেন রোগব্যাধি দিয়ে, অভাবে ফেলে, শত্রুকে লেলিয়ে দিয়ে, আপনজনের মৃত্যু দিয়ে, ইত্যাদি নানাভাবে। (দেখুন সূরাহ বাক্বারাহঃ ১৫৫)

وَوَاعَدْنَا مُوسَىٰ ثَلَاثِينَ لَيْلَةً وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً ۚ وَقَالَ مُوسَىٰ لِأَخِيهِ هَارُونَ اخْلُفْنِي فِي قَوْمِي وَأَصْلِحْ وَلَا تَتَّبِعْ سَبِيلَ الْمُفْسِدِينَ ﴿١٤٢﴾ وَلَمَّا جَاءَ مُوسَىٰ لِمِيقَاتِنَا وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ ۚ قَالَ رَبِّ أَرِنِي أَنظُرْ إِلَيْكَ ۚ قَالَ لَن تَرَانِي وَلَٰكِنِ انظُرْ إِلَى الْجَبَلِ فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِي ۚ فَلَمَّا تَجَلَّىٰ رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكًّا وَخَرَّ مُوسَىٰ صَعِقًا ۚ فَلَمَّا أَفَاقَ قَالَ سُبْحَانَكَ تُبْتُ إِلَيْكَ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُؤْمِنِينَ ﴿١٤٣﴾

মূসা আঃ এর পাহাড়ে অবস্থান এবং আল্লাহকে দেখার আরজি

১৪২. (লোকজন লিখিত কিতাব চাইলে) আমি মুসাকে ত্রিশ রাত (পাহাড়ে আবস্থানের) সময় বেঁধে দিলাম এবং পরে আরও দশ যুক্ত করলাম। এভাবে প্রভুর নির্ধারিত চল্লিশ রাত পূর্ণ হলো। (পাহাড়ে যাবার কালে) মুসা তার ভাই হারুনকে বলে গেলঃ আমার প্রতিনিধিত্ব করবে, জনতাকে সঠিকভাবে পরিচালিত করবে আর পাপিষ্ঠদের পথে চলবে না।

১৪৩. মূসা যখন মেয়াদ পূর্ণ করতে (পাহাড়ে) এলো এবং প্রভু তার সাথে কথা বললেন। মূসা বললঃ হে রাব্ব! আমি তোমাকে দেখতে চাই। আল্লাহ বললেনঃ আমাকে দেখতে পাবে না। তুমি বরং ওই পাহাড়কে দেখ। পাহাড় যদি স্বস্থানে বহাল থাকে কেবল তবে-ই তুমি আমাকে দেখতে পারবে।

তারপর তোমার রাব্ব যখন পাহাড়ের উপর নূরের ঝলক দিলেন পাহাড়টি তখন বিলীন হয়ে গেল আর মূসা অচেতন হয়ে পড়ে গেল। যখন তার চেতনা ফিরে এলো সে বললঃ (হে রাব্ব!) তুমি মহীয়ান। আমি তাওবাহ করছি, আমি প্রথম সারির মুঅমিন।

জ্ঞাতব্যঃ আসলে দুনিয়ার এ চক্ষু দিয়ে আল্লাহকে দেখা যাবে না। এ চক্ষু আল্লাহকে দেখার উপযুক্ত নয়। তাই দুনিয়ায় কেউ আল্লাহকে দেখেওনি আর দেখবেও না।

قَالَ يٰمُوْسٰۤى اِنِّى اصْطَفَيْتُكَ عَلَى النَّاسِ بِرِسٰلٰتِىْ وَ بِكَلَامِىْ ۖ فَخُذْ مَاۤ اٰتَيْتُكَ وَ كُنْ مِّنَ الشّٰكِرِيْنَ ﴿١٤٤﴾ وَ كَتَبْنَا لَهٗ فِى الْاَلْوَاحِ مِنْ كُلِّ شَىْءٍ مَّوْعِظَةً وَّ تَفْصِيْلًا لِّكُلِّ شَىْءٍ ۚ فَخُذْهَا بِقُوَّةٍ وَّ اْمُرْ قَوْمَكَ يَاْخُذُوْا بِاَحْسَنِهَا ؕ سَاُورِيْكُمْ دَارَ الْفٰسِقِيْنَ ﴿١٤٥﴾

মূসা আঃ এর কিতাব গ্রহণ

১৪৪. (৪০ রাত অতিবাহিত হবার পর আল্লাহ মূসা আঃকে কিতাব দিলেন এবং) বললেনঃ মূসা! আমার রিসালাতের জন্য এবং আমার সাথে কথা বলার জন্য আমি মানব জাতি থেকে তোমাকে মনোনীত করেছি। আমি তোমাকে যা (তাওরাত) দিয়েছি তুমি এটা গ্রহণ করো আর আমার শোকর আদায় করো।

১৪৫. আমি মুসাকে কয়েকটি ফলকে (প্রয়োজনীয়) সবকিছু লিখে দিয়েছি, যাতে (প্রয়োজনীয়) সব নীতিমালা স্ববিস্তারে বর্ণিত ছিল। (ফলকগুলো হস্তান্তরকালে আমি বলেছিঃ মূসা!) এটাকে শক্তভাবে আঁকড়ে থাকবে আর তোমার জাতিকে বলবেঃ তারা যেন এর সুন্দর বিধানগুলো মেনে চলে। (আর সবর করো!) পাপিষ্ঠদের আবাসস্থল আমি অচিরেই তোমাদের দেখাচ্ছি। (এবং তোমরা-ই তখন এর মালিক হবে)

জ্ঞাতব্যঃ আল্লাহ তাওরাত দিয়েছেন কয়েকটি ফলকে লিখে, যাবূর দিয়েছেন লিখিত গ্রন্থ আকারে, ইঞ্জীল দিয়েছেন ঈসা আঃ এর অন্তরে সেটআপ করে আর কুরআন দিয়েছেন দীর্ঘ ২৩ বছরে পঠিত পদ্ধতিতে।

سَاَصْرِفُ عَنْ اٰيٰتِيَ الَّذِيْنَ يَتَكَبَّرُوْنَ فِي الْاَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ ۭ وَاِنْ يَّرَوْا كُلَّ اٰيَةٍ لَّا يُؤْمِنُوْا بِهَا ۚ وَاِنْ يَّرَوْا سَبِيْلَ الرُّشْدِ لَا يَتَّخِذُوْهُ سَبِيْلًا ۚ وَاِنْ يَّرَوْا سَبِيْلَ الْغَيِّ يَتَّخِذُوْهُ سَبِيْلًا ۭ ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ كَذَّبُوْا بِاٰيٰتِنَا وَكَانُوْا عَنْهَا غٰفِلِيْنَ ﴿١٤٦﴾ وَالَّذِيْنَ كَذَّبُوْا بِاٰيٰتِنَا وَلِقَاۗءِ الْاٰخِرَةِ حَبِطَتْ اَعْمَالُهُمْ ۭ هَلْ يُجْزَوْنَ اِلَّا مَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ﴿١٤٧﴾

যাদেরকে হেদায়াত বঞ্চিত রাখা হয়

১৪৬. (আল্লাহর কিতাবে বর্ণিত বিধান-ই সবচেয়ে উত্তম ও সুন্দর। আল্লাহ এসব বিধান দিয়েছেন যেন মানুষ তাদের বাস্তব জীবনে এই সুন্দর বিধান গুলো মেনে চলে। যে বা যারা আল্লাহর বিধান মেনে চলবে তারা-ই হেদায়াত পাবে আর যে মানবে না সে হবে হতভাগা। মহান আল্লাহ নিজে-ই বলছেন)

আমি তাদেরকে আমার আয়াত (কিতাব ও বিধান) থেকে দূরে সরিয়ে রাখব যারা এ যমীনে অন্যায়ভাবে দম্ভ করবে। সকল নিদর্শন দেখে ফেললেও তারা ঈমান আনবে না। কারণ সঠিক পথ দেখলেও তারা (এটাকে জীবন পথ হিসেবে) মেনে নেয় না, তবে বাঁকা পথ দেখলে অতি সহজেই তারা (এটাকে জীবন পথ হিসেবে) মেনে নেয়। এর কারণ তারা আমার বিধান অমান্য করেছে এবং আমার বিধান সম্পর্কে উদাসীন থেকেছে। (ফলে তাদের অন্তর খারাপ হয়ে গেছে আর খারাপ অন্তর খারাপটাই মেনে নেবে এটাই স্বাভাবিক)

১৪৭. যারা আমার বিধান অমান্য করে, পরকালের বাস্তবতাকে অবিশ্বাস করে, তাদের সকল আ'মাল বরবাদ হয়ে যায়। সকলকেই তাদের কর্ম অনুযায়ী ফল দেওয়া হবে।

ঈমান ও আক্বীদাহঃ পাপের প্রতিক্রিয়া বড়-ই খারাপ। পাপ করতে করতে এক সময় মানুষের অন্তর খারাপ হয়ে যায়। তখন সৎপথ দেখালেও তারা এটা গ্রহণ করে না। কিন্তু মন্দ পথ দেখলে সহজে-ই গ্রহণ করে। সকল যুক্তি প্রমাণ দেখালেও তারা আল্লাহর দ্বীন বুঝে না। কিন্তু যুক্তি প্রমাণ ছাড়া-ই মন্দকে মেনে নেয়। ঈমান সঠিক না হলে আ'মাল ও ইবাদাত বরবাদ হয়ে যায়। আখেরাতে ফল পেতে হলে ঈমান আক্বীদাহকে সঠিক করতে হবে।

وَاتَّخَذَ قَوْمُ مُوْسٰى مِنْۢ بَعْدِهٖ مِنْ حُلِيِّهِمْ عِجْلًا جَسَدًا لَّهٗ خُوَارٌ ۭ اَلَمْ يَرَوْا اَنَّهٗ لَا يُكَلِّمُهُمْ وَلَا يَهْدِيْهِمْ سَبِيْلًا ۘ اِتَّخَذُوْهُ وَكَانُوْا ظٰلِمِيْنَ ﴿١٤٨﴾

বানী-ইসরাঈলের বাছুর পূজা

১৪৮. মূসা (কিতাব আনার জন্য পাহাড়ে) চলে যাবার পর তার জাতি (স্বর্ণের) অলংকার দিয়ে জ্যন্ত এক বাছুর বানিয়ে নিল যা ডাকছিল। (বাছুরটির কারিগর লোকজনকে বুঝালঃ "খোদা বাছুরের ভিতর অবস্থান নিয়েছেন"। আর এমন কথা বিশ্বাস করে তারা বাছুর পূজায় লিপ্ত হলো। অথচ) তারা ভেবে দেখল নাঃ এটা তাদের সাথে কথা বলছে না, দিচ্ছে না সঠিক দিক নির্দেশনা। বাছুরকে (খোদা হিসেবে) মেনে নিয়ে তারা জালিম (মুশরিক) হয়ে গেল।

ঈমান ও আক্বীদাহঃ "আল্লাহ কোনো ব্যক্তির বা বস্তুর ভিতর অবস্থান নিয়ে এর সাথে মিশে একাকার হয়ে যান" এমন ধারণাকে বলা হয় "ওয়াহদাতু-ল- ওজুদ"। এই "ওয়াহদাতুল ওজুদ" এর ধারণা থেকে-ই বানী-ইসরাঈল বাছুরকে সিজদাহ করেছে। আর এমন ধারণা লালন করে-ই আমাদের সমাজের ভন্ডরা পীর বা মাজারকে সিজদাহ করে এবং করায়।

যারা বাছুরকে সিজদাহ করেছে তারা শিরক করেছে, তাদের ঈমান নষ্ট হয়ে গেছে। আল্লাহর তাদের সাজা হিসেবে মৃত্যুদন্ড দিয়েছেন। (দেখুনঃ বাক্বারাহঃ ৫৪) আমাদের যারা এ ভুল থিউরী মেনে নিয়ে পীর, মাজার বা অন্যকিছুকে সিজদাহ করে তারাও শিরক করে, তাদের ঈমানও নষ্ট হয়ে যায়।

وَ لَمَّا سُقِطَ فِيْۤ اَيْدِيْهِمْ وَ رَاَوْا اَنَّهُمْ قَدْ ضَلُّوْا ۙ قَالُوْا لَئِنْ لَّمْ يَرْحَمْنَا رَبُّنَا وَ يَغْفِرْ لَنَا لَنَكُوْنَنَّ مِنَ الْخٰسِرِيْنَ ﴿۱۴۹﴾ وَ لَمَّا رَجَعَ مُوْسٰۤى اِلٰى قَوْمِهٖ غَضْبَانَ اَسِفًا ۙ قَالَ بِئْسَمَا خَلَفْتُمُوْنِيْ مِنْۢ بَعْدِيْ ۚ اَعَجِلْتُمْ اَمْرَ رَبِّكُمْ ۚ وَ اَلْقَى الْاَلْوَاحَ وَ اَخَذَ بِرَاْسِ اَخِيْهِ يَجُرُّهٗۤ اِلَيْهِ ؕ قَالَ ابْنَ اُمَّ اِنَّ الْقَوْمَ اسْتَضْعَفُوْنِيْ وَ كَادُوْا يَقْتُلُوْنَنِيْ ۫ فَلَا تُشْمِتْ بِيَ الْاَعْدَآءَ وَ لَا تَجْعَلْنِيْ مَعَ الْقَوْمِ الظّٰلِمِيْنَ ﴿۱۵۰﴾

কিতাব নিয়ে ফিরে আসা ক্রুদ্ধ ও ক্ষুব্ধ মূসা আঃ

১৪৯. (মূসা কিতাব নিয়ে ফিরে আসার পর বাছুর পূজারীরা) যখন (তাদের পাপ বুঝতে পারল তখন) তারা লজ্জিত হলো এবং বুঝতে পারলো তারা বিভ্রান্ত হয়ে গেছে, তখন তারা বললঃ রাব্ব যদি আমাদেরকে দয়া না করেন এবং ক্ষমা না করেন তবে আমরা ধ্বংস হয়ে যাব।

১৫০. মূসা যখন জাতির কাছে ফিরে এলো তখন সে ক্রুদ্ধ ও ক্ষুব্ধ ছিল। সে (তার জাতিকে) বললঃ আমার অনুপস্থিতিতে তোমরা নিকৃষ্ট প্রতিনিধিত্ব করেছ। প্রভুর আদেশের ব্যাপারে কেন তোমরা তাড়াহুড়া করলে? মূসা (আল্লাহর দেয়া) ফলকসমূহ ফেলে দিয়ে ভাইয়ের মাথা ঝাপটে ধরে টানতে লাগলো। হারূন বললঃ আমার ভাই! লোকজন আমাকে কোণঠাসা করে ফেলেছিল, তারা আমাকে মেরে ফেলতে উদ্যত হয়েছিল। শত্রুর কাছে আমাকে হাসির খোরাক বানিও না, আমাকে পাপিষ্ঠদের একজন হিসেবে গণ্য করো না।

قَالَ رَبِّ اغْفِرْ لِيْ وَ لِاَخِيْ وَ اَدْخِلْنَا فِيْ رَحْمَتِكَ ۫ وَ اَنْتَ اَرْحَمُ الرّٰحِمِيْنَ ﴿۱۵۱﴾ اِنَّ الَّذِيْنَ اتَّخَذُوا الْعِجْلَ سَيَنَالُهُمْ غَضَبٌ مِّنْ رَّبِّهِمْ وَ ذِلَّةٌ فِي الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا ؕ وَ كَذٰلِكَ نَجْزِي الْمُفْتَرِيْنَ ﴿۱۵۲﴾ وَ الَّذِيْنَ عَمِلُوا السَّيِّاٰتِ ثُمَّ تَابُوْا مِنْۢ بَعْدِهَا وَ اٰمَنُوْۤا اِنَّ رَبَّكَ مِنْۢ بَعْدِهَا لَغَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ﴿۱۵۳﴾ وَ لَمَّا سَكَتَ عَنْ مُّوْسَى الْغَضَبُ اَخَذَ الْاَلْوَاحَ ۖ وَ فِيْ نُسْخَتِهَا هُدًى وَّ رَحْمَةٌ لِّلَّذِيْنَ هُمْ لِرَبِّهِمْ يَرْهَبُوْنَ ﴿۱۵۴﴾

মূসা আঃ'এর ক্রোধ যখন কমে এলো

১৫১. মূসা বললঃ হে রাব্ব! আমাকে ও আমার ভাইকে ক্ষমা করে দাও, আমাদেরকে তোমার

রহমতে দাখিল করে নাও। তুমি সর্বমহান দয়ালু।

১৫২. যারা বাছুরকে (খোদা হিসেবে) মেনে নিয়েছে তারা অচিরে-ই প্রভুর গযব ও লাঞ্ছনায় পতিত হবে। যারা মনগড়া পথ বানায় তাদের বদলা আমরা এভাবে-ই দিয়ে থাকি। (মনগড়া পথ বানানো কুফর, আর আল্লাহর পথের বিপরীতে মনগড়া পথ মেনে নেওয়া শিরক। কুফর ও শিরক ঈমান বিনষ্টকারী মহাপাপ)

১৫৩. আর যারা পাপ করার পর তাওবাহ করে, ঈমান আনে, (আল্লাহ তাদের মাফ করে দেন) আল্লাহ গাফূর, রাহীম।

১৫৪. যখন গুস্বা থেমে গেল মূসা তখন ফলকগুলো তুলে নিল। এতে হেদায়াত ও রহমত নিহিত আছে তাদের জন্য যারা প্রভুকে ভয় করে।

وَ اخْتَارَ مُوْسٰى قَوْمَهٗ سَبْعِيْنَ رَجُلًا لِّمِيْقَاتِنَا ۚ فَلَمَّاۤ اَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ قَالَ رَبِّ لَوْ شِئْتَ اَهْلَكْتَهُمْ مِّنْ
قَبْلُ وَ اِيَّايَ ؕ اَتُهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ السُّفَهَآءُ مِنَّا ۚ اِنْ هِيَ اِلَّا فِتْنَتُكَ ؕ تُضِلُّ بِهَا مَنْ تَشَآءُ وَ تَهْدِيْ مَنْ
تَشَآءُ ؕ اَنْتَ وَلِيُّنَا فَاغْفِرْ لَنَا وَ ارْحَمْنَا وَ اَنْتَ خَيْرُ الْغٰفِرِيْنَ ﴿۱۵۵﴾ وَ اكْتُبْ لَنَا فِيْ هٰذِهِ الدُّنْيَا
حَسَنَةً وَّ فِي الْاٰخِرَةِ اِنَّا هُدْنَاۤ اِلَيْكَ ؕ قَالَ عَذَابِيْۤ اُصِيْبُ بِهٖ مَنْ اَشَآءُ ۚ وَ رَحْمَتِيْ وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ ؕ
فَسَاَكْتُبُهَا لِلَّذِيْنَ يَتَّقُوْنَ وَ يُؤْتُوْنَ الزَّكٰوةَ وَ الَّذِيْنَ هُمْ بِاٰيٰتِنَا يُؤْمِنُوْنَ ﴿۱۵۶﴾

অবাধ্যদের তরে আল্লাহর আযাব

পটভূমিঃ একদা মূসা আঃ, হারুন আঃ ও হারূন আঃ এর দুই ছেলে এক পাহাড়ে আরোহণ করলেন। পাহাড়ে হারূন আঃ এর হায়াত শেষ হয়ে গেল। মূসা আঃ দুই ভাতিজাকে নিয়ে ফিরে এলেন। লোকজন বলতে শুরু করলোঃ আমরা হারুনকে অধিক ভালবাসি বিধায় মূসা হিংসা করে তাকে মেরে ফেলেছ। মূসা আঃ বললেনঃ সে আমার ভাই, তার দুই ছেলে আমার সাথে? তারা তবুও বিশ্বাস করলো না। বিষয়টি প্রমাণ করার জন্য মূসা আঃ ৭০জন লোক বাছাই করলেন। (কুরতুবী) এতে নাযিল হয়েছে...

১৫৫. নির্ধারিত সময়ে (পাহাড়ে) হাজির হতে মূসা তার জাতি থেকে ৭০ জন মানুষকে মনোনীত করলো। (তারা পাহাড়ে গিয়ে হারুন আঃএর মৃত দেহের কাছে জানতে চাইলোঃ কে তাকে হত্যা করেছে। মৃত দেহ থেকে উত্তর এলোঃ কেউ নয়। তখন) রাজফাহ (ভূমিকম্প/গর্জন) তাদের গ্রাস করলো (এবং তারা সবাই মারা গেল।) মূসা বললঃ হে রাব্ব! আপনি চাইলে এদেরকে এবং আমাকে ইতোপূর্বে-ই মেরে ফেলতে পারতেন। কিছু নির্বোধ লোকের অপরাধের জন্য আপনি আমাদের ধ্বংস করে দেবেন? সবই আপনার পরীক্ষা। আপনি যাকে ইচ্ছা বিভ্রান্ত করেন, যাকে খুশী হেদায়াত করেন। আপনি-ই আমাদের ওয়ালী। আমাদের ক্ষমা করুন, দয়া করুন। আপনি সর্বোত্তম ক্ষমাশীল।

১৫৬. (হে রাব্ব!) আমাদের জন্য দুনিয়া আখেরাতে কল্যাণ নির্ধারণ করুন, আমরা আপনার দিকে এগিয়ে এসেছি।

আল্লাহ বললেন আমি যাকে ইচ্ছা সাজা দেব। তবে আমার রহমত সবকিছুকে বেষ্টন করে আছে। যারা তাকওয়া অর্জন করে, যাকাত আদায় করে আর আমার বিধান মেনে চলে আমি তাদের কাজকর্ম লিখে রাখছি (সময়মত প্রতিদান দেব)

اَلَّذِيْنَ يَتَّبِعُوْنَ الرَّسُوْلَ النَّبِيَّ الْاُمِّيَّ الَّذِيْ يَجِدُوْنَهٗ مَكْتُوْبًا عِنْدَهُمْ فِي التَّوْرٰىةِ وَ الْاِنْجِيْلِ يَاْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوْفِ وَيَنْهٰىهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَ يُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبٰتِ وَ يُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبٰٓئِثَ وَ يَضَعُ عَنْهُمْ اِصْرَهُمْ وَ الْاَغْلٰلَ الَّتِيْ كَانَتْ عَلَيْهِمْ ؕ فَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا بِهٖ وَ عَزَّرُوْهُ وَ نَصَرُوْهُ وَ اتَّبَعُوا النُّوْرَ الَّذِيْٓ اُنْزِلَ مَعَهٗٓ ۙ اُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ ﴿۱۵۷﴾

যাদের জীবন সফল

১৫৭. যারা ওই উম্মি নবী ও রাসূলের অনুকরণ করবে যার কথা তাওরাত ও ইনজীলে বর্ণিত হয়েছে, যিনি সৎকাজের আদেশ করেন, অসৎকাজে নিষেধ করেন, যিনি উৎকৃষ্ট বস্তু হালাল করেছেন, নিকৃষ্ট বস্তু হারাম করেছেন, যিনি কঠিন বুঝা ও কঠিন দায়িত্ব থেকে তোমাদের মুক্ত করেছেন। সুতরাং যারা ওই নবীর...

- ❖ অনুকরণ করবে,
- ❖ তার প্রতি ঈমান আনবে,
- ❖ তাকে শক্তি যোগাবে,
- ❖ তাকে সাহায্য করবে
- ❖ তার উপর নাযিলকৃত নূর (আল-কুরআন) মেনে চলবে, তারাই সফল।

قُلْ يٰٓاَيُّهَا النَّاسُ اِنِّيْ رَسُوْلُ اللّٰهِ اِلَيْكُمْ جَمِيْعَا الَّذِيْ لَهٗ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ ۚ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ يُحْيٖ وَ يُمِيْتُ ۪ فَاٰمِنُوْا بِاللّٰهِ وَ رَسُوْلِهِ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ الَّذِيْ يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَ كَلِمٰتِهٖ وَ اتَّبِعُوْهُ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُوْنَ ﴿۱۵۸﴾

নবীর অনুকরণ-ই হেদায়াতের একমাত্র পথ

১৫৮. (হে নবী! মানুষকে) বলে দাওঃ হে মানুষ! আমি তোমাদের সকলের প্রতি প্রেরিত আল্লাহর রাসূল। আসমানসমূহ ও যমীনের সার্বিক মালিকানা আল্লাহর। তিনি ছাড়া আর কোনো ইলাহ নেই। তিনি-ই জীবন দেন, মৃত্যু দেন। তোমরা আল্লাহ ও তাঁর রাসূল উম্মি নবীর প্রতি ঈমান আনো, যিনি আল্লাহ ও তাঁর বাণীর উপর অবিচল আস্থাশীল আর ওই নবীর অনুকরণ করো। এতে তোমরা হেদায়াত পাবে।

জ্ঞাতব্যঃ নবীর অনুকরণ-ই হেদায়াতের একমাত্র পথ। সুতরাং নবীর নীতি আদর্শের বাইরে গিয়ে কোনো নেতা, কোনো পীর বা কোনো আলীমের অনুকরণ করলে বিভ্রান্তি অনিবার্য হয়ে যায়।

وَ مِنْ قَوْمِ مُوْسٰٓى اُمَّةٌ يَّهْدُوْنَ بِالْحَقِّ وَ بِهٖ يَعْدِلُوْنَ ﴿١٥٩﴾ وَ قَطَّعْنٰهُمُ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ اَسْبَاطًا اُمَمًا ؕ وَاَوْحَيْنَآ اِلٰى مُوْسٰٓى اِذِ اسْتَسْقٰىهُ قَوْمُهٗٓ اَنِ اضْرِبْ بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ ؕ فَانْۢبَجَسَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا ؕ قَدْ عَلِمَ كُلُّ اُنَاسٍ مَّشْرَبَهُمْ ؕ وَظَلَّلْنَا عَلَيْهِمُ الْغَمَامَ وَ اَنْزَلْنَا عَلَيْهِمُ الْمَنَّ وَ السَّلْوٰى ؕ كُلُوْا مِنْ طَيِّبٰتِ مَا رَزَقْنٰكُمْ ؕ وَمَا ظَلَمُوْنَا وَ لٰكِنْ كَانُوْٓا اَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُوْنَ ﴿١٦٠﴾

সঠিক পথের অনুসারী জাতি

১৫৯. মূসার জাতি থেকে কিছু মানুষ সঠিক পথে চলেছে, তারা আল্লাহর বিধান মেনে ন্যায় সাম্য ও ইনসাফ বজায় রেখেছে। (যে জাতি আল্লাহর বিধান মেনে ন্যায় সাম্য ও ইনসাফ বজায় রাখে তারাই সঠিক পথের অনুসারী)

১৬০. আমি তাদের ১২টি পরিবারকে আলাদা আলাদা গোত্র বানিয়ে দিয়েছি। (তীহ উপত্যকায়) লোকজন পানি চাইলে আমি মূসাকে বলেছিঃ তোমার লাঠি দিয়ে পাথরে আঘাত করো। (মূসা আঘাত করলে ওই পাথর থেকে) প্রবাহিত হয়েছে ১২টি ঝর্না। প্রত্যেক গোত্র তখন তাদের পানীয়স্থল জেনে নিয়েছিল। আমি মেঘমালা দিয়ে তাদের ছায়া দিয়েছি, পাঠিয়েছি মান্না ও সালওয়া। (বলেছি) আমার দেয়া উত্তম রিজিক খাও। (পাপের সাজা দিয়ে) আমি তাদের উপর অবিচার করিনি, বরং (আমার বিধান অমান্য করে) তারা-ই নিজের উপর অবিচার করেছে।

জ্ঞাতব্যঃ ইয়াকুব আঃ'র অপর নাম ইসরাঈল। তাই তার বংশধরদের বলা হয় বানী-ইসরাঈল তথা ইসরাঈলের বংশধর। ইয়াকুব আঃ'র ১২ জন ছেলে ছিল। এখান থেকে-ই তাদের ১২টি পরিবার তথা ১২টি গোত্র। আর এরা-ই ছিল মূসাঃ'র জাতি। মূসা, ঈসা আঃসহ আরও অনেক নবী ও রাসূল প্রেরিত হয়েছিলেন এদের মাঝে-ই।

وَ اِذْ قِيْلَ لَهُمُ اسْكُنُوْا هٰذِهِ الْقَرْيَةَ وَ كُلُوْا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ وَ قُوْلُوْا حِطَّةٌ وَّ ادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا نَّغْفِرْ لَكُمْ خَطِيْٓـٰٔتِكُمْ ؕ سَنَزِيْدُ الْمُحْسِنِيْنَ ﴿١٦١﴾ فَبَدَّلَ الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا مِنْهُمْ قَوْلًا غَيْرَ الَّذِيْ قِيْلَ لَهُمْ فَاَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِجْزًا مِّنَ السَّمَآءِ بِمَا كَانُوْا يَظْلِمُوْنَ ﴿١٦٢﴾

আল্লাহর দেয়া কথা বা বিধান বদলের পরিণাম

১৬১. তাদের (ইসরাঈলীদের) যখন বলা হলোঃ এ এলাকা (ফিলিস্তিন বিজয় করে এখানে) বসবাস করো, (এখানে থাকা খাদ্য ভান্ডার থেকে) যা খুশী মজা করে খাও, শহরে প্রবেশ করো সদর দরজা দিয়ে, মাথা নত করে, "হিত্তাহ" (ক্ষমা চাই) বলে বলে। (এমন করলে) আমি তোমাদের পাপ মোচন করে দেব, মুহসিনদের আরও বেশী দেব। (তারা যে পথে প্রবেশ করেছিল এখনো এর নাম বাব হিত্তাহ)

মুহসিন পরিচিতিঃ মুহসীন অর্থ ইহসানকারী। যে ব্যক্তি ইহসান করে বা ইহসানের সাথে কাজ করে তাকে

"মুহসিন" বলা হয়। আর "ইহ'সান" অর্থ সুন্দর করা। ইসলামী পরিভাষায় নিজের ঈমান, ইসলাম, আদব আখলাক, স্বভাব চরিত্র, ইবাদাত বন্দেগী, কথাবার্তা, ইত্যাদি সুন্দর করাকে "ইহ'সান" বলা হয়।

হাদীছ জিবরাঈল নামে খ্যাত বুখারী মুসলিমের এক দীর্ঘ হাদীছে জিবরাঈল আঃ প্রশ্ন করে ছিলেন "ইহ'সান" কি? উত্তরে রাসূল সাঃ বলে ছিলেনঃ "আল্লাহর ইবাদাত এমনভাবে করবে যেন তুমি আল্লাহকে দেখছ। আর যদি তাকে দেখতে না পার তবে (মনে রাখবে) তিনি তোমাকে দেখছেন"। উল্লেখ্য..

- ঈমানকে সুন্দর করতে হলে শুধুমাত্র যথাযথ দলীল তথা ক্বাত্বয়ী দলীল দ্বারা প্রমাণিত বিষয়কে-ই নিজের ঈমান ও আক্বীদায় স্থান দিতে হবে। উল্লেখ্য আল-কুরআনের মুহকাম আয়াত এবং মুতাওয়াতির মানের হাদীছকে বলা হয় ক্বাত্বয়ী (অকাট্য) দলীল। এ দুই প্রকার দলীল ছাড়া অন্য কোনো প্রকার দলীল দ্বারা প্রমাণিত বিষয় আমাদের ঈমান আক্বীদাহর অংশ হবে না। এ ব্যাপারে সকল ঈমামগণ ও ঐক্যমত পোষণ করেছেন।
- নিজের ইসলামকে সুন্দর করতে হলে হানীফ পদ্ধতিতে ইসলাম মেনে চলতে হবে এবং সকল প্রকার ভেজাল থেকে মুক্ত থেকে দলীল ভিত্তিক কাজ করতে হবে। উল্লেখ্য ইসলাম ছাড়া অন্য সকল দর্শন আদর্শ মতবাদ ও নীতিমালা বর্জন করে বাস্তব জীবনের সকল ক্ষেত্রে এবং সকল বিষয়ে একমাত্র ইসলাম ও ইসলামী বিধান মেনে চলার নাম হানীফ পদ্ধতিতে ইসলাম মেনে চলা।
- আদব আখলাক সুন্দর করতে হলে সভ্য ও ভদ্র হতে হবে
- স্বভাব চরিত্র সুন্দর করতে হলে সকল প্রকার পাপাচার ও বদ-স্বভাব পরিহার করতে হবে
- কথাবার্তা সুন্দর করতে হলে বিনয়ী ও নম্র হতে হবে এবং বিনয় ও নম্রতার সাথে কথা বলতে হবে।

১৬২. পাপিষ্ঠদের যা বলা হয়েছিল তারা এটা বদলে ফেলল (হিত্তাহ তথা ক্ষমা চাই না বলে তারা বলেছিল হিন্তাহ তথা গম চাই।) তাদের এসব পাপের কারণে আমি আকাশ থেকে আযাব পাঠিয়ে দিলাম।

وَ سْـَٔلْهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِيْ كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ ۘ اِذْ يَعْدُوْنَ فِي السَّبْتِ اِذْ تَاْتِيْهِمْ حِيْتَانُهُمْ يَوْمَ سَبْتِهِمْ شُرَّعًا وَّ يَوْمَ لَا يَسْبِتُوْنَ ۙ لَا تَاْتِيْهِمْ ۛ كَذٰلِكَ ۛ نَبْلُوْهُمْ بِمَا كَانُوْا يَفْسُقُوْنَ ﴿١٦٣﴾ وَ اِذْ قَالَتْ اُمَّةٌ مِّنْهُمْ لِمَ تَعِظُوْنَ قَوْمًا ۙ اللّٰهُ مُهْلِكُهُمْ اَوْ مُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيْدًا ؕ قَالُوْا مَعْذِرَةً اِلٰى رَبِّكُمْ وَ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُوْنَ ﴿١٦٤﴾ فَلَمَّا نَسُوْا مَا ذُكِّرُوْا بِهٖۤ اَنْجَيْنَا الَّذِيْنَ يَنْهَوْنَ عَنِ السُّوْٓءِ وَ اَخَذْنَا الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا بِعَذَابٍۭ بَـِٔيْسٍۭ بِمَا كَانُوْا يَفْسُقُوْنَ ﴿١٦٥﴾ فَلَمَّا عَتَوْا عَنْ مَّا نُهُوْا عَنْهُ قُلْنَا لَهُمْ كُوْنُوْا قِرَدَةً خٰسِـِٕيْنَ ﴿١٦٦﴾ وَ اِذْ تَاَذَّنَ رَبُّكَ لَيَبْعَثَنَّ عَلَيْهِمْ اِلٰى يَوْمِ الْقِيٰمَةِ مَنْ يَّسُوْمُهُمْ سُوْٓءَ الْعَذَابِ ؕ اِنَّ رَبَّكَ لَسَرِيْعُ الْعِقَابِ ۚ وَ اِنَّهٗ لَغَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ﴿١٦٧﴾ وَ قَطَّعْنٰهُمْ فِي الْاَرْضِ اُمَمًا ۚ مِنْهُمُ الصّٰلِحُوْنَ وَ مِنْهُمْ دُوْنَ ذٰلِكَ ۫ وَ بَلَوْنٰهُمْ بِالْحَسَنٰتِ وَ السَّيِّاٰتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُوْنَ ﴿١٦٨﴾

হারাম উপার্জনের সাজা

১৬৩. (হে নবী!) তাদেরকে (ইয়াহুদীদেরকে) ওই জনপদ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করো, যা সমুদ্রের

কিনারে অবস্থিত ছিল। তারা (ওই জনপদবাসী) শনিবারে সীমালঙ্ঘন করেছিল। শনিবারে মাথা উচিয়ে ঝাঁকে ঝাঁকে মাছ ভেসে আসত, অন্যদিন আসত না। আমি এভাবে তাদের পরীক্ষা করেছিলাম তাদের-ই পাপের কারণে। (এ সম্পর্কে আরও জানতে দেখুনঃ বাকারাহ ৬৫)

১৬৪. (বিষয়টি নিয়ে তারা তিন দলে বিভক্ত হয়ে গিয়েছিল। একদল আল্লাহর হুকুম অমান্য করে মাছ শিকারে রত ছিল। একদল তাদের বাধা দিয়েছিল। আর) একদল বললঃ তোমরা কেন তাদের উপদেশ দিতে যাচ্ছ। (পাপ করলে) আল্লাহ তাদের ধ্বংস করবেন অথবা সাজা দেবেন। (যারা বাধা দিচ্ছিল) তারা বললঃ (আমরা বাধা দিচ্ছি) প্রভুর কাছে কৈফিয়ত দেয়ার জন্য এবং (প্রভুর আযাব থেকে) তাদের বাঁচানোর জন্য।

১৬৫. তারা আল্লাহর আদেশ ভুলে গেলে (মৎস্য শিকার করলে) পাপের পরিণতি হিসেবে আমি (আল্লাহ) তাদের কঠিন সাজা দিলাম। আর যারা মন্দকাজে (মৎস্য শিকারে) বাধা দিয়েছে তাদেরকে (আযাব থেকে) বাঁচিয়ে রাখলাম।

১৬৬. যারা নিষিদ্ধ কাজ (মৎস্য শিকার) করে সীমালঙ্ঘন করেছে আমি তাদের বলেছিঃ "ধিকৃত বানর হয়ে যাও"। (ফলে তারা বানর হয়ে গিয়েছিল। এটা ছিল আল্লাহর পক্ষ থেকে হারাম উপার্জনের সাজা।)

১৬৭. রাব্ব ঘোষণা করলেনঃ আমি কিয়ামত পর্যন্ত তাদের (ইয়াহুদীদের) উপর এমন লোকদের ক্ষমতাবান করব যারা তাদের কঠিন সাজা দেবে। (এ হলো দুনিয়ার সাজা আর আখেরাতে তাদের জন্য অপেক্ষা করছে জাহান্নাম।) তোমার রাব্ব খুব দ্রুত হিসাব গ্রহণকারী, ক্ষমাশীল, দয়াময়।

১৬৮. আমি তাদেরকে দলে দলে বিভক্ত করে দিয়েছি। তাদের কিছু লোক ভালো আর কিছু অন্য ধরনের। আমি ভালো ও মন্দ (অবস্থা) দিয়ে পরীক্ষা করি, যেন তারা ফিরে আসে।

فَخَلَفَ مِنۡۢ بَعۡدِهِمۡ خَلۡفٌ وَّرِثُوا الۡكِتٰبَ يَاۡخُذُوۡنَ عَرَضَ هٰذَا الۡاَدۡنٰى وَ يَقُوۡلُوۡنَ سَيُغۡفَرُ لَنَا ۚ وَ اِنۡ يَّاۡتِهِمۡ عَرَضٌ مِّثۡلُهٗ يَاۡخُذُوۡهُ ؕ اَلَمۡ يُؤۡخَذۡ عَلَيۡهِمۡ مِّيۡثَاقُ الۡكِتٰبِ اَنۡ لَّا يَقُوۡلُوۡا عَلَى اللّٰهِ اِلَّا الۡحَـقَّ وَ دَرَسُوۡا مَا فِيۡهِ ؕ وَالدَّارُ الۡاٰخِرَةُ خَيۡرٌ لِّلَّذِيۡنَ يَتَّقُوۡنَ ؕ اَفَلَا تَعۡقِلُوۡنَ ﴿۱۶۹﴾ وَالَّذِيۡنَ يُمَسِّكُوۡنَ بِالۡكِتٰبِ وَ اَقَامُوا الصَّلٰوةَ ؕ اِنَّا لَا نُضِيۡعُ اَجۡرَ الۡمُصۡلِحِيۡنَ ﴿۱۷۰﴾

দুনিয়াদার আলীম

১৬৯. পরে এদের স্থলাভিষিক্ত হয়েছে পরবর্তী প্রজন্ম এবং তারা হয়েছে কিতাবেরও বাহক; তারা (আল্লাহর কিতাবের বদলে) অতি নগণ্য সম্পদ (দুনিয়া) গ্রহণ করেছে এবং বলেছেঃ (যেহেতু আমরা আল্লাহর কিতাবের আলীম তাই) "আমাদের মাফ করে দেয়া হবে"। তারা যা পেয়েছে সব নিয়েছে (হালাল হারাম বিবেচনা করেনি।) অথচ তাদের থেকে শপথ নেয়া হয়েছিলঃ আল্লাহর ব্যাপারে সত্য বৈ মিথ্যা বলবে না। তারা এসব পাঠও করছে। (তারা যা গ্রহণ

করেছে এটা খুবই নগণ্য এবং ক্ষণস্থায়ী। আর) মুত্তাক্বীদের আখেরাতের আবাস কত উৎকৃষ্ট। তোমরা কি বুঝ না?

১৭০. আর যারা আল্লাহর কিতাব আঁকড়ে থাকবে আর সালাত কায়েম করবে (তারাই সৎ লোক। আর) সৎ লোকদের প্রতিদান আল্লাহ নস্যাৎ করেন না।

জ্ঞাতব্যঃ যারা দুনিয়াদার আলীম। যারা তাদের ইলমকে দুনিয়া অর্জনের যন্ত্র আর লোক ভুলানোর মন্ত্র বানায়। যারা দুনিয়া অর্জনের জন্য তাদের ইলম ও আল্লাহর কিতাবের বিধান বদলে ফেলে। তাদের পরিণতি বড়-ই জঘন্য।

আল্লাহর কিতাব ও নিজের ইলমকে দুনিয়া অর্জনের যন্ত্র আর লোক ভোলানোর মন্ত্র বানানো ইয়াহুদী আলিমদের স্বভাব তথা বিজাতীয় অনুকরণ। আমাদের যারা এমন করেন তারা মূলত ইয়াহুদী আলীমদের-ই অনুসারী।

وَ اِذْ نَتَقْنَا الْجَبَلَ فَوْقَهُمْ كَاَنَّهٗ ظُلَّةٌ وَّ ظَنُّوْۤا اَنَّهٗ وَاقِعٌۢ بِهِمْ ۚ خُذُوْا مَاۤ اٰتَيْنٰكُمْ بِقُوَّةٍ وَّ اذْكُرُوْا مَا فِيْهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُوْنَ ﴿۱۷۱﴾

দ্বীন মানতে বাধ্য করা

১৭১. (ইয়াহুদীরা তাওরাতের বিধান মেনে চলতে অস্বীকার করলে) আমি তাদের উপর পাহাড় তুলে ধরলাম, (পাহাড়কে এতো উঁচুতে উঠালাম) যেমন মেঘমালা। তারা ভাবলঃ তাদের উপর পড়ে যাবে (ভয়ে তারা ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে গেল। আমি বললাম) আমার কিতাব আঁকড়ে ধর, মেনে নাও তাতে যা আছে। (আমার কিতাব মেনে নিলে) তোমরা তাকওয়া অর্জন করতে পারবে।

জ্ঞাতব্যঃ আল্লাহর ভয়ে কুফর শিরক ও পাপাচার থেকে বিরত থাকার নাম তাকওয়া। তাকওয়ার ৩টি স্তর রয়েছে। যথা..

অত্যাবশ্যকীয় তাকওয়াঃ যে তাকওয়া অর্জন করা ফরজ এবং এটা অর্জন না করলে মানুষ মুনাফিক হয়ে চির জাহান্নামী হয়ে যায়। আর এটা হলো যাবতীয় কুফর ও শিরক থেকে বেঁচে থাকা।

আবশ্যকীয় তাকওয়াঃ যে তাকওয়া অর্জন না করলে মানুষ ফাসিক হয়ে যায়। তখন তার আখেরাত হয়ে যায় অনিশ্চিত। আর এটা হলো যাবতীয় কাবাইর তথা মহাপাপ থেকে বেঁচে থাকা।

পরিপূর্ণ তাকওয়াঃ যা অর্জন করা সাধারণত মানুষের জন্য অসম্ভব প্রায়। আর এটা হলো সকল প্রকার পাপ থেকে বেঁচে থাকা। এ তাকওয়া শুধু আল্লাহ-ই করতে পারেন।

আইন ও বিধানঃ দ্বীন গ্রহণে কাউকে বাধ্য করা যাবে না। (যে কথা বলা হয়েছে সূরাহ বাক্বারাহঃ ২৫৬) তবে স্বেচ্ছায় দ্বীন গ্রহণ করার পর দ্বীন মেনে চলতে বাধ্য করা যাবে এবং ফরজ বিধানগুলো মেনে চলতে প্রয়োজনে বাধ্য করতে হবে। জনসাধারণ ইসলামী ফরজ বিধানসমূহ মেনে চলছে কি না এটা তদারকি করা এবং সবার জন্য দ্বীন পালন নিশ্চিত করা সরকারের দায়িত্ব। যে সরকার এটা করবে না কিয়ামতের দিন তাকে আল্লাহর কাছে এজন্য জবাবদিহি করতে হবে।

وَاِذْ اَخَذَ رَبُّكَ مِنْۢ بَنِيْٓ اٰدَمَ مِنْ ظُهُوْرِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَاَشْهَدَهُمْ عَلٰٓى اَنْفُسِهِمْ اَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ ۭ قَالُوْا بَلٰى ۚ شَهِدْنَا ۚ اَنْ تَقُوْلُوْا يَوْمَ الْقِيٰمَةِ اِنَّا كُنَّا عَنْ هٰذَا غٰفِلِيْنَ ﴿١٧٢﴾ اَوْ تَقُوْلُوْٓا اِنَّمَآ اَشْرَكَ اٰبَاۗؤُنَا مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا ذُرِّيَّةً مِّنْۢ بَعْدِهِمْ ۚ اَفَتُهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ الْمُبْطِلُوْنَ ﴿١٧٣﴾ وَكَذٰلِكَ نُفَصِّلُ الْاٰيٰتِ وَلَعَلَّهُمْ يَرْجِعُوْنَ ﴿١٧٤﴾

রূহ জগতে দেয়া প্রভুত্বের স্বীকারোক্তি

১৭২. (হে মানুষ! স্মরণ করো! রূহ জগতে) প্রভু যখন প্রতিটি মানুষের পিঠ থেকে তাদের সন্তানদের বের করে (স্বীকারোক্তি নিলেন এবং) তাদের ব্যাপারে তাদেরকেই সাক্ষী বানালেন, (বললেন) আমি কি তোমাদের রাব্ব নই? তারা বলেছেঃ অবশ্যই, আমরা সাক্ষী থাকলাম। (আমি তোমাদের থেকে স্বীকারোক্তি নিয়েছি এবং তোমাদেরকে-ই সাক্ষী বানিয়েছি। নতুবা) পরকালে তোমরা বলতেঃ এসব ব্যাপারে আমরা কিছু-ই জানি না।

১৭৩. অথবা বলতেঃ আমাদের বাপ-দাদা আগ থেকে-ই মুশরিক ছিল, আমরা শুধু তাদের অনুকরণ করেছি। ভ্রান্তদের পাপের সাজা আপনি আমাদের দেবেন?

১৭৪. আমি আমার আয়াতকে এভাবে-ই বার বার বর্ণনা করি, যেন তারা ফিরে আসে।

জ্ঞাতব্যঃ রূহ জগতে আমরা মহান আল্লাহর প্রভুত্বের স্বীকারোক্তি দিয়েছি। আমরা সাক্ষ্য দিয়েছি যে তিনি-ই আমাদের একমাত্র রাব্ব তথা বিধানদাতা। কিন্তু দুনিয়াতে এসে মানুষ এ সাক্ষ্যের কথা ভুলে যায়। আর এ কথা স্মরণ করিয়ে দিতে-ই আল্লাহ পাঠান নবী ও রাসূল।

উল্লেখ্য সৃষ্টির সূচনা থেকে সর্বশেষ গন্তব্য পর্যন্ত আমাদের জীবন প্রবাহকে ৪টি স্তরে বিন্যস্ত করা হয়েছে। যথা..

১ম স্তরঃ মহান আল্লাহ সর্বপ্রথম আমাদের রূহ সৃষ্টি করেছেন। সকল রূহকে একত্রে সৃষ্টি করে যে স্থানে রাখা হয়েছে এর নাম "আ'লম আরওয়াহ" তথা রূহ জগৎ। রূহ জগৎ শুধু-ই রূহদের জগৎ। রূহ জগতে কোনো দেহ বা শরীর নেই। রূহ জগৎ আসলে অপেক্ষার জগৎ। রূহ জগৎ ক্ষণস্থায়ী জগৎ। রূহরা দুনিয়ায় আসার জন্য রূহ জগতে অপেক্ষমান আছে। যখন যার পালা আসছে তখন তার জন্য মাতৃগর্ভে একটি দেহ তৈরি করা হয়। মাতৃগর্ভের দেহটি তৈরি হয়ে গেলে আল্লাহর মনোনীত ফিরিস্তা রূহ জগৎ থেকে একটি রূহ এনে দেহের ভিতর সেট করে দেয়। তখন থেকে শুরু হয় রূহ আর দেহের সমন্বিত পথ চলা।

২য় স্তরঃ আমাদের জীবন প্রবাহের ২য় স্তর হলো দুনিয়ার জীবন। দুনিয়ার জীবন রূহ ও দেহের সমন্বিত জীবন। দুনিয়ার জীবনের মূল লক্ষ্য নেকী বা পুণ্য অর্জন। এখানে যে যা অর্জন করবে তার অনন্তজীবন সে অনুযায়ী গড়ে উঠবে। দুনিয়ার জীবন ক্ষণস্থায়ী জীবন। দুনিয়ার জীবন নির্ধারিত সময়ের জন্য। এখানে সকলের সময়-ই নির্ধারিত। এ নির্ধারিত সময়কে বলা হয় হায়াত। তবে আমরা কেউ কারো হায়াত সম্পর্কে অবগত নই। সকলের হায়াত শুধু আল্লাহর-ই জানা। হায়াত শেষ হলে আমাদের মৃত্যু হয়। মানে আল্লাহর ফিরিস্তা এসে আমাদের দেহ থেকে রূহকে আলাদা করে নিয়ে যায়। একে-ই আমরা মৃত্যু নামে অভিহিত করে থাকি।

৩য় স্তরঃ আমাদের জীবন প্রবাহের ৩য় স্তর হলো বারযাখ জগৎ। মৃত্যুর পর আমাদের রূহকে ৩টি জায়গাতে রাখা হয়। শহীদ আর নবীগণের রূহকে রাখা হয় জান্নাতে। নেক লোকদের রূহকে রাখা হয় ই'ল্লীনে আর খারাপ লোকদের রূহকে রাখা হয় সিজ্জীনে। এ তিনের সমন্বিত জীবনের নাম বারযাখ জগৎ। বারযাখ জগৎ রূহদের

জগৎ। বারযাখ জগতে দেহ থাকে না। বারযাখ জগৎ অপেক্ষার জগৎ। বারযাখে সবাই অপেক্ষা করছে কিয়ামতের জন্য।

৪র্থ স্তরঃ আমাদের জীবন প্রবাহের ৪র্থ স্তর হলো আখেরাত বা পরকাল। পরকালের জীবন অনন্ত অসীম ও চিরস্থায়ী জীবন। পরকালের জীবন দেহ ও রূহের সমন্বিত জীবন। পরকালের জীবন ফল ভোগের জীবন। সৎ মুঅমিনরা পরকালে অনন্ত জান্নাতের অধিকারী হবে। কাফির, মুশরিক, নাস্তিক, মুরতাদ ও মুনাফিকরা হবে চিরস্থায়ী জাহান্নামী। আর ফাসিক ধরনের মুসলিমরা অনিশ্চয়তার মাঝে পড়বে। আল্লাহ মাফ করে দিলে তারা জান্নাতে যাবে আর মাফ না করলে তারা জাহান্নামী হবে। তবে ফাসিক জাহান্নামে গেলেও চির জাহান্নামী হবে না। মেয়াদী সাজা ভোগের পর তাদের জাহান্নাম থেকে মুক্ত করা হবে।

وَ اتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَاَ الَّذِيْٓ اٰتَيْنٰهُ اٰيٰتِنَا فَانْسَلَخَ مِنْهَا فَاَتْبَعَهُ الشَّيْطٰنُ فَكَانَ مِنَ الْغٰوِيْنَ ﴿١٧٥﴾ وَ لَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنٰهُ بِهَا وَ لٰكِنَّهٗٓ اَخْلَدَ اِلَى الْاَرْضِ وَ اتَّبَعَ هَوٰىهُ ۚ فَمَثَلُهٗ كَمَثَلِ الْكَلْبِ ۚ اِنْ تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْهَثْ اَوْ تَتْرُكْهُ يَلْهَثْ ؕ ذٰلِكَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِيْنَ كَذَّبُوْا بِاٰيٰتِنَا ۚ فَاقْصُصِ الْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُوْنَ ﴿١٧٦﴾ سَآءَ مَثَلًا الْقَوْمُ الَّذِيْنَ كَذَّبُوْا بِاٰيٰتِنَا وَ اَنْفُسَهُمْ كَانُوْا يَظْلِمُوْنَ ﴿١٧٧﴾

বিচ্যুত আলীম

পটভূমিঃ বনী-ইসরাঈলে এক খ্যাতনামা আলিম ছিল। নাম তার বালআ'ম বিন বাউ'রা। ইলম ও আমলে তার জুড়ি ছিল না। সে দোয়া করলে কবুল হত। কিন্তু দুনিয়ার মোহে এবং সরকারের চাপে পড়ে সে বিভ্রান্ত হয়ে গিয়েছিল। (কুরতুবী, জালালাইন)

মূসা আঃ এর বিরুদ্ধে বদ-দোয়া করার জন্য কাফির সরকার বালআমকে অনুরোধ করলে প্রথমে সে অপারগতা প্রকাশ করে। কিন্তু পরে অনেক সম্পদ ও ক্ষমতার লোভ আর সরকারী চাপে পড়ে রাজি হয়ে যায় এবং মূসা আঃ এর বিরুদ্ধে বদ-দোয়া করে। এভাবে-ই কাফির সরকারের সাথে তার সখ্যতা গড়ে উঠে। সরকারের সাথে মাখামাখির এক পর্যায়ে সে কাফির সরকারের আনুগত্য ও নীতি আদর্শ মেনে নিয়ে নাস্তিক হয়ে যায়। বালআ'ম নাস্তিক্যবাদের সমর্থনে একটি কিতাবও লিখে। যে কিতাবটি "লাইসা লিল আ'লামি স্বানি" (মহাবিশ্বের কোনো স্রষ্টা নেই) নামে প্রকাশিত হয়। এসব কুফরের কারণে আল্লাহ তাকে সাজা দেন। তার জিহ্বা বের হয়ে যায় এবং সে কুকুরের মত হাঁপাতে থাকে। তার প্রতি ইঙ্গিত করে নাযিল হয়েছে.. (বিষয়টি অন্যভাবেও বর্ণিত হয়েছে)

১৭৫. (হে নবী!) ওই ব্যক্তির কথা সবাইকে জানিয়ে দাও, যাকে আমি আয়াত (ইলম, আমল) দান করেছিলাম। তবে পরে সে বিচ্যুত হয়ে গেছে। শয়তান তার পিছু লেগেছিল। সে বিভ্রান্ত হয়ে গেছে।

১৭৬. আমি যদি ইচ্ছা করতাম তাহলে তাকে (বিভ্রান্ত না করে) এসব (ইলম আমল) সহ উঠিয়ে নিতে পারতাম। কিন্তু সে দুনিয়ার প্রতি ঝুঁকে পড়েছে এবং "হাওয়া"র অনুকরণ করেছে। তার দৃষ্টান্ত কুকুরের মত। যাকে তাড়া করলেও হাঁপায় আর তাড়া না করলেও হাঁপায়। আমার বিধান অমান্যকারীদের পরিণতি এমন-ই হয়। ঘটনাটি বর্ণনা করো, যেন তারা চিন্তা করে,

১৭৭. যারা আমার বিধান অমান্য করে, তারা নিজের উপর-ই অবিচার করছে, (লক্ষ্য করো) তাদের পরিণাম কত জঘন্য।

হাওয়া পরিচিতিঃ হাওয়া অর্থ মনগড়া। আল্লাহর আইন, বিধান ও রীতিনীতির বাইরে যা আছে এসবকে হাওয়া বলা হয় । মানুষ নানাভাবে হাওয়ার অনুকরণ করে থাকে। যেমন..

- ❖ অনেক মানুষ আল্লাহর বিধানের বিপরীতে মানবরচিত কোনো আইন, বিধান, মতবাদ, দর্শন বা আদর্শ মেনে নেয় এবং মেনে চলে। এসব-ই হাওয়ার অনুকরণ।
- ❖ অনেকে আবার আল্লাহর বিধানের বিপরীতে গিয়ে মনগড়া মসলক, মিনহাজ বা তরিকার নামে উম্মতের মাঝে বিভক্তি ও বিভাজন তৈরি করে। এগুলোও হাওয়ার অনুকরণ।
- ❖ অনেকে আবার বাস্তব জীবনে আল্লাহর দেওয়া রীতিনীতি ও আদর্শের তোয়াক্কা না করে মনে যা চায় তাই করে থাকে। এগুলোও হাওয়ার অনুকরণ। এভাবে অনেকে অনেকভাবে নিজের বা অন্যের হাওয়ার অনুকরণ করে থাকে।

জ্ঞাতব্যঃ আপনি যতই ধার্মিক হন, যতই ইবাদাতকারী হন, আপনার প্রতিটি দোয়া যদি কবুলও হয়ে যায়। তবুও আপনি নিজের জ্ঞান ও ইবাদাতকে যথেষ্ট ভাবতে পারেন না। মনে রাখবেনঃ আমরা সবাই আল্লাহর করুণা ও অনুগ্রহ নির্ভর। এক মুহূর্তের জন্য আল্লাহর করুণা উঠে গেলে আমরা কেউ টিকে থাকতে পারব না। তাই নিজের ইলম, আমল ও ক্ষমতার উপর নির্ভরশীল না হয়ে আল্লাহর করুণার উপর নির্ভর করুন, সদাসর্বদা আল্লাহর আনুগত্য ও রাসূলের অনুকরণ করুন এবং দ্বীনহীন ব্যক্তিদের থেকে নিরাপদ দূরত্ব বজায় রাখুন। জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত এভাবে থাকতে পারলে, এর উপর অবিচল থেকে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করতে পারলে, আপনি সফলতার আশা করতে পারেন। আর শেষ বিচারের দিনে মহান আল্লাহর ক্ষমা ও দয়া পেয়ে জান্নাতে পা রাখতে পারলে-ই আপনি সফল, চূড়ান্ত সফল, চিরতরে সফল হয়ে গেলেন। (দেখতে পারেন ৩ সূরাহ আ-ল ইমরানঃ ১৮৫)

(হে আল্লাহ! আমাদের সবাইকে দ্বীনের উপর অবিচল থাকার তাওফীক দান করুন। আমীন)

مَنْ يَّهْدِ اللّٰهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِيْ ۚ وَ مَنْ يُّضْلِلْ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْخٰسِرُوْنَ ﴿١٧٨﴾ وَ لَقَدْ ذَرَاْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيْرًا مِّنَ الْجِنِّ وَ الْاِنْسِ لَهُمْ قُلُوْبٌ لَّا يَفْقَهُوْنَ بِهَا وَ لَهُمْ اَعْيُنٌ لَّا يُبْصِرُوْنَ بِهَا وَ لَهُمْ اٰذَانٌ لَّا يَسْمَعُوْنَ بِهَا ؕ اُولٰٓئِكَ كَالْاَنْعَامِ بَلْ هُمْ اَضَلُّ ؕ اُولٰٓئِكَ هُمُ الْغٰفِلُوْنَ ﴿١٧٩﴾

আল্লাহ যাকে হেদায়াত দেন সে-ই হেদায়াত পায়

১৭৮. আল্লাহ যাকে হেদায়াত করেন সে-ই হেদায়াত পায়। আর তিনি যাকে বিভ্রান্ত করেন তারা হয় (চিরতরে) ক্ষতিগ্রস্থ।

১৭৯. আমি (আল্লাহ) অধিকাংশ মানুষ ও জিন্নকে জাহান্নামের জন্য সৃষ্টি করেছি। তাদের চক্ষু আছে কিন্তু এটা দিয়ে (হেদায়াতের পথ) দেখতে পারে না, তাদের কর্ণ আছে কিন্তু এটা দিয়ে (হেদায়াতের কথা) শুনতে পারে না, তাদের হৃদয় আছে কিন্তু এটা দিয়ে (হেদায়াতের বাণী) বুঝতে পারে না। আসলে এরা হলো পশুর মত, বরং পশুর চেয়েও নিকৃষ্ট। আর (দ্বীনি ব্যাপারে) এরা হলো উদাসীন।

জ্ঞাতব্যঃ হেদায়াত আল্লাহ প্রদত্ব। ইলম অর্জন করা গেলেও হেদায়াত অর্জন করা যায় না। তাই আপনি যত বড় আলিম হোন না কেন, হেদায়াতের জন্য সদা আল্লাহর দুয়ারের ভিখারী হয়ে থাকতে হবে। আল্লাহর করুণা ছাড়া হেদায়াত পাওয়া সম্ভব নয়। উদাসীনতা বিভ্রান্তির আলামত। যারা দ্বীনি ব্যাপারে উদাসীন থাকে তাদের হেদায়াতের সম্ভাবনা খুব-ই কম।

وَ لِلّٰهِ الْاَسْمَآءُ الْحُسْنٰى فَادْعُوْهُ بِهَا ۪ وَ ذَرُوا الَّذِيْنَ يُلْحِدُوْنَ فِيْۤ اَسْمَآىِٕهٖ ؕ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ﴿۱۸۰﴾

আল্লাহর গুণবাচক নাম

১৮০. আল্লাহর রয়েছে সুন্দর সুন্দর অনেক নাম। সুতরাং (হে আল্লাহর বান্দারা!) তোমরা এ সকল নামে তাঁকে ডাকবে। আর যারা আল্লাহর নামের ইলহা'দ করে (বিকৃতি ঘটায়, অসম্মান করে) তাদের বর্জন করবে। (মনে রাখবে) যে যা করবে অচিরেই দেয়া হবে তাদের কর্মফল।

জ্ঞাতব্যঃ আল্লাহর নামের বিকৃতি ঘটানো মহাপাপ, ঈমান বিনষ্টকারী কুফর। আল্লাহর নামের বিকৃতি ঘটানো হয় তিন ভাবে। যথাঃ

- শব্দগত পরিবর্তন করে। অর্থাৎ আল্লাহর নামের শব্দকে সামান্য পরিবর্তন করে অন্যের নামকরণ করা হয়। যেমন করেছিল আরবের মুশরিকরা। তারা আল্লাহ শব্দকে সামান্য পরিবর্তন করে তাদের দেবীর নাম রেখে ছিল "লাত"। আযীয শব্দকে সামান্য পরিবর্তন করে তাদের দেবীর নাম রেখে ছিল "উযযাহ"। মান্নান শব্দকে সামান্য পরিবর্তন করে তাদের দেবীর নাম রেখেছিল "মানাত"।
- আল্লাহ তার নিজের জন্য যেসব নাম ঠিক করেছেন এতে সংযোজন করা।
- আল্লাহ তার নিজের জন্য যেসব নাম ঠিক করেছেন এর কিছু বাদ দেয়া। (কুরতুবী)

وَ مِمَّنْ خَلَقْنَاۤ اُمَّةٌ يَّهْدُوْنَ بِالْحَقِّ وَ بِهٖ يَعْدِلُوْنَ ﴿۱۸۱﴾ وَ الَّذِيْنَ كَذَّبُوْا بِاٰيٰتِنَا سَنَسْتَدْرِجُهُمْ مِّنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُوْنَ ﴿۱۸۲﴾ وَ اُمْلِيْ لَهُمْ ؕ اِنَّ كَيْدِيْ مَتِيْنٌ ﴿۱۸۳﴾

মুসলিমের দায়িত্ব এবং আল্লাহর কৌশল

১৮১. আমি যাদেরকে সৃষ্টি করেছি তাদের কেও কেও (লোকজনকে) সঠিক পথের (তথা দ্বীন ইসলামের) দিকে আহ্বান করে থাকে এবং তারা এর বিধান মেনে ইনসাফ (তথা ন্যায়বিচার ও আইনের শাসন প্রতিষ্ঠিত) করে। (তারা হয় আল্লাহর পথের আহ্বানকারী আর দ্বীন কায়েমের জন্য সংগ্রামী)

জ্ঞাতব্যঃ মুসলিম হিসেবে আমাদের করনীয় দায়িত্ব ৩টি। যথা..

- বাস্তব জীবনে আল্লাহর বিধান মেনে চলা;
- লোকজনকে দ্বীনের প্রতি আহ্বান করা;
- আল্লাহর যমীনে আল্লাহর দ্বীন কায়েমের জন্য সর্বাত্মক প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখা।

১৮২-১৮৩. আর যারা আমার বিধান অমান্য করে আমি ধীরে ধীরে তাদের পাকড়াও করি, তারা বুঝতে-ই পারে না। (প্রথমে) আমি তাদের অবকাশ দেই (তারপর হঠাৎ পাড়কাও করি।) আমার কৌশল মাতীন (বাস্তবমুখী, অতি কার্যকর ও মজবুত।)

اَوَ لَمۡ يَتَفَكَّرُوۡا ۗ مَا بِصَاحِبِهِمۡ مِّنۡ جِنَّةٍ ؕ اِنۡ هُوَ اِلَّا نَذِيۡرٌ مُّبِيۡنٌ ﴿۱۸۴﴾ اَوَ لَمۡ يَنۡظُرُوۡا فِىۡ مَلَكُوۡتِ
السَّمٰوٰتِ وَ الۡاَرۡضِ وَ مَا خَلَقَ اللّٰهُ مِنۡ شَىۡءٍ ۙ وَّاَنۡ عَسٰۤى اَنۡ يَّكُوۡنَ قَدِ اقۡتَرَبَ اَجَلُهُمۡ ۚ فَبِاَىِّ حَدِيۡثٍ
بَعۡدَهٗ يُؤۡمِنُوۡنَ ﴿۱۸۵﴾ مَنۡ يُّضۡلِلِ اللّٰهُ فَلَا هَادِىَ لَهٗ ؕ وَ يَذَرُهُمۡ فِىۡ طُغۡيَانِهِمۡ يَعۡمَهُوۡنَ ﴿۱۸۶﴾

কাফিরদের প্রপাগান্ডা

পটভূমিঃ ইসলাম মহান আল্লাহর মনোনীত একটি পরিপূর্ণ সুন্দর ও নিপুণ জীবন আদর্শ। কোনো কালে এবং কোনো যুগে-ই কাফির মুশরিকরা আদর্শিকভাবে ইসলামের মোকাবেলা করতে পারে না। তাই সদাসর্বদা-ই তারা ইসলামী ব্যক্তিত্বের চরিত্র হননে মেতে উঠে এবং নানাভাবে মিথ্যা প্রপাগান্ডা করে থাকে।

মুহাম্মাদ সাঃ আরবদের কুফর ও শিরক ভিত্তিক সমাজ ও রীতিনীতির মূলে আদর্শিক আঘাত করলে মক্কার নেতারা আদর্শিকভাবে ইসলামের মোকাবেলা করতে ব্যর্থ হয়ে নবী মুহাম্মাদ সাঃ এর বিরুদ্ধে প্রপাগান্ডায় মেতে উঠলো। তারা লোকজনকে বুঝাত মুহাম্মাদ একজন উন্মাদ ব্যক্তি। তাই তার কথা মূল্যহীন। তাদের এ ধারণা খন্ডন করে নাযিল হয়েছে...

১৮৪. তারা (লোকেরা) কি ভেবে দেখে না? তাদের সঙ্গীর (মুহাম্মাদের) মাঝে কোনো উন্মাদনা নেই। তিনি সুস্পষ্ট সাবধানকারী বৈ কিছুই নয়।

১৮৫. তারা কি আসমান যমীনের মালাকূত (কর্তৃত্ব, রাজত্ব, সার্বভৌমত্ব) এবং আল্লাহর সৃষ্টিসমূহের প্রতি লক্ষ্য করে না? সম্ভবত তাদের সময় ঘনিয়ে আসছে। (আর ধ্বংসের সময় ঘনিয়ে এলে কেউ আল্লাহর কুদরতের প্রতি লক্ষ্য করে না। তারা যদি আল্লাহর কুরআন না মানে তবে) আর কোন কথায় তারা আস্থা রাখবে?

১৮৬. আল্লাহ যাকে বিভ্রান্ত করেন তাকে হেদায়াত করার কেও নেই। আর তিনি (যাদের হেদায়াত করতে চান না) তাদেরকে ছেড়ে দেন তারা বিভ্রান্তিতে ঘুরপাক খেতে থাকে। (হেদায়াত অর্জন করা যায় না। আল্লাহ দিলে পাওয়া যায়, নতুবা নয়।)

يَسۡـَٔـلُوۡنَكَ عَنِ السَّاعَةِ اَيَّانَ مُرۡسٰهَا ؕ قُلۡ اِنَّمَا عِلۡمُهَا عِنۡدَ رَبِّىۡ ۚ لَا يُجَلِّيۡهَا لِوَقۡتِهَاۤ اِلَّا هُوَ ؕ ثَقُلَتۡ فِى
السَّمٰوٰتِ وَ الۡاَرۡضِ ؕ لَا تَاۡتِيۡكُمۡ اِلَّا بَغۡتَةً ؕ يَسۡـَٔـلُوۡنَكَ كَاَنَّكَ حَفِىٌّ عَنۡهَا ؕ قُلۡ اِنَّمَا عِلۡمُهَا عِنۡدَ اللّٰهِ وَ لٰكِنَّ
اَكۡثَرَ النَّاسِ لَا يَعۡلَمُوۡنَ ﴿۱۸۷﴾

কিয়ামত কবে হবে

১৮৭. তারা তোমাকে প্রশ্ন করবে; কিয়ামত কবে হবে? বলে দাওঃ এ বিষয়ে সঠিক জ্ঞান শুধু প্রভুর কাছে-ই রয়েছে। তিনি যথাসময়ে-ই এর বাস্তবায়ন ঘটাবেন। এটা-ই আসমানসমূহ ও যমীনের মহাপ্রলয়। যা হঠাৎ তোমাদের কাছে এসে যাবে।
তারা এমনভাবে জিজ্ঞেস করে, যেন তুমি এ বিষয়ে পূর্ণ অবগত। বলে দাওঃ এ ব্যাপারে সঠিক জ্ঞান শুধু আল্লাহর কাছে-ই রয়েছে। কিন্তু অধিকাংশ মানুষ এটা জানে না।

قُلْ لَّآ اَمْلِكُ لِنَفْسِيْ نَفْعًا وَّ لَا ضَرًّا اِلَّا مَا شَآءَ اللّٰهُ ؕ وَ لَوْ كُنْتُ اَعْلَمُ الْغَيْبَ لَا سْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ ۛۚ وَ مَا مَسَّنِيَ السُّوْٓءُ ؕ اِنْ اَنَا اِلَّا نَذِيْرٌ وَّ بَشِيْرٌ لِّقَوْمٍ يُّؤْمِنُوْنَ ﴿۱۸۸﴾

নবী গাইব জানেন না

১৮৮. (হে নবী! সবাইকে) বলে দাওঃ আমি আমার নিজের-ই উপকার ক্ষতি কিছুই করতে পারি না আল্লাহর ইচ্ছা ছাড়া। আমি গাইব (অদৃশ্যের জ্ঞান) জানলে শুধু-ই কল্যাণ লাভ করতাম, কোনো অকল্যাণ আমাকে স্পর্শ-ই করতে পারত না। আমি (পাপিষ্ঠদের জন্য) সাবধানকারী আর মুঅমিনদের জন্য সুসংবাদদাতা বৈ কিছুই নই।

ঈমান ও আক্বীদাহঃ আলিমু-ল-গাইব অর্থ অদৃশ্যের মহাজ্ঞানী। আলিমু-ল-গাইব হলেন একমাত্র আল্লাহ। আল্লাহ ছাড়া আর কেউ আলিমু-ল-গাইব নন। নবী মুহাম্মাদ সাঃও আলিমু-ল-গাইব নন। অদৃশ্যের যতটুকু আল্লাহ তাকে জানিয়েছেন তিনি ততটুকু-ই আমাদের জানিয়েছেন। আল্লাহ ছাড়া অন্য কাউকে আলিমু-ল-গাইব মনে করলে শিরক হয়। আর কোনো মুসলিম শিরক করলে তার ঈমান বিনষ্ট হয়ে যায় এবং সে হয়ে যায় চির জাহান্নামী মুনাফিক।

هُوَ الَّذِيْ خَلَقَكُمْ مِّنْ نَّفْسٍ وَّاحِدَةٍ وَّ جَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ اِلَيْهَا ۚ فَلَمَّا تَغَشّٰىهَا حَمَلَتْ حَمْلًا خَفِيْفًا فَمَرَّتْ بِهٖ ۚ فَلَمَّآ اَثْقَلَتْ دَّعَوَا اللّٰهَ رَبَّهُمَا لَئِنْ اٰتَيْتَنَا صَالِحًا لَّنَكُوْنَنَّ مِنَ الشّٰكِرِيْنَ ﴿۱۸۹﴾ فَلَمَّآ اٰتٰىهُمَا صَالِحًا جَعَلَا لَهٗ شُرَكَآءَ فِيْمَآ اٰتٰىهُمَا ۚ فَتَعٰلَى اللّٰهُ عَمَّا يُشْرِكُوْنَ ﴿۱۹۰﴾

মানব ইতিহাসের প্রথম গর্ভ ধারণ ও সন্তান প্রসব

১৮৯. আল্লাহ তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন এক ব্যক্তি (আদম আঃ) থেকে। আর তার থেকে-ই বানিয়েছেন তার সঙ্গিনী, যেন সে তার কাছে প্রশান্তি পায়। (দুনিয়ায় নেমে আসার পর) সে যখন তার স্ত্রীকে (দৈহিক মিলনে) আচ্ছাদিত করলো তখন তার স্ত্রী হালকা গর্ভবতী হয়ে গেল, যা নিয়ে সে চলাফেরা করতে পারে। (তবে দিনে দিনে গর্ভ) ভারী হয়ে উঠলে তারা (বিষয়টি নিয়ে ভয় পেয়ে গেলো। কারণ এর আগে গর্ভ ও সন্তান প্রসব সম্পর্কে মানুষ কিছুই জানত না। তাই তারা) উভয়ে আল্লাহর কাছে দোয়া করলোঃ (হে রাব্ব! আমাদের) যদি সুস্থ (মানব) সন্তান দান করো, আমরা আপনার শোকর আদায় করব। (অন্তরে নিয়ামতের গুরুত্ব অনুধাবন করে বাস্তব জীবনে আল্লাহর বিধান মেনে চলার নাম শোকর আদায় করা)

জ্ঞাতব্য বিষয় এবং পটভূমিঃ এটা ছিল মানব ইতিহাসে প্রথম গর্ভ ধারণ। এর আগে গর্ভ ও প্রসব সম্পর্কে মানুষের কোনো ধারণা ছিল না। তাই আদম ও হাওয়া আঃ বিষয়টি নিয়ে চিন্তিত ছিলেন। এমন সময় মানুষের রূপ ধরে শয়তান এসে হাজির হলো। বললঃ হাওয়্যা! তোমার পেটের ভিতর এসব কি হচ্ছে? তিনি বললেনঃ জানি না। শয়তান বললঃ সম্ভবত পশুর বাচ্চা। আদম ও হাওয়্যা আঃ পশুর বাচ্চা হতে দেখেছেন। তাই তাদের ভাবনা আরও বেড়ে গেল। কিছু দিন পর শয়তান আবার এলো। সে বুঝাতে চাইল আল্লাহর কাছে সে অনেক সম্মানিত। বললঃ আমি দোয়া করলে তোমার পেট থেকে হয়ত মানুষের বাচ্চার জন্ম হবে। হাওয়্যা আঃ দোয়া করার জন্য অনুরোধ করলেন।

সন্তান ভূমিষ্ট হবার পর শয়তান আবার এলো। বললঃ যা বলেছিলাম। এখন এর নাম রাখ আমার নামে। হাওয়্যা আঃ বললেন তোমার নাম কি? শয়তান বললঃ হারিস। তাই তার নাম রাখা হলো আব্দু-ল-হারিস (হারিসের গোলাম) (কুরতুবী, জালালাইনসহ তাফসীরের অনেক কিতাবে বিষয়টি বর্ণিত হয়েছে। জালালাইনে "মুসতাদরাক হা'কিমের উদ্ধৃতি দিয়ে বলা হয়েছে হাদীছটি সাহীহ, আর তিরমিযী বলেছেনঃ হাসান, গারীব) বিষয়টির প্রতি ইঙ্গিত করে নাযিল হয়েছে..

১৯০. আল্লাহ যখন তাদেরকে সুস্থ সন্তান দান করলেন তারপর তারা এ নিয়ে (সন্তানের নাম নিয়ে) শিরক করে বসল। আল্লাহ মহান, তাদের কৃত সকল শিরকের ঊর্ধ্বে।

জ্ঞাতব্যঃ আসলে এ আয়াতে শিরক শব্দটির অর্থ বুঝা বড়-ই কঠিন। আর এজন্য-ই মুফাসসীরগণ বিষয়টি নিয়ে নানা ভাবে আলোচনা করেছেন। এসব থেকে দুটিমাত্র আলোচনা এখানে উল্লেখ করা হলো...

- ❖ এটা আল্লাহর জাতিসত্তা, উলুহিয়্যাহ বা রুবুবিয়্যাতে শিরক ছিল না। এটা ছিল শুধু নাম রাখার ব্যাপারে। আর আদম আঃ ও হাওয়্যা আঃ হারিছকে রাব্ব হিসেবে মেনে নিয়ে ছেলের নাম আব্দুল হারিছ রাখেননি। তারা শুধু সন্তানের জীবন কামনায় এমন নাম রেখেছিলেন। (সুতরাং এটা শাব্দিক অর্থে শিরক হলেও শারীয়া'হ বা ফিক্বহের পারিভাষিক শিরক ছিল না। বিস্তারিত জানতে কুরতুবী দেখে নিন)
- ❖ আয়াতের শেষ অংশ "তারপর তারা এ নিয়ে শিরক করে বসল" বলে আদম ও হাওয়্যাকে বুঝানো হয়নি। বরং আদম সন্তান কাফির ও মুশরিক নর-নারীদের বুঝানো হয়েছে। যারা সন্তানের ব্যাপারে শিরকে জড়িয়ে পড়ে। (কুরতুবী) আসল ব্যাপার আল্লাহ-ই ভালো জানেন।

أَيُشْرِكُونَ مَا لَا يَخْلُقُ شَيْئًا وَّ هُمْ يُخْلَقُونَ ﴿١٩١﴾ وَلَا يَسْتَطِيعُونَ لَهُمْ نَصْرًا وَّ لَآ أَنْفُسَهُمْ يَنْصُرُونَ ﴿١٩٢﴾ وَ إِنْ تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدٰى لَا يَتَّبِعُوكُمْ ؕ سَوَآءٌ عَلَيْكُمْ أَدَعَوْتُمُوهُمْ أَمْ أَنْتُمْ صَامِتُونَ ﴿١٩٣﴾ إِنَّ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللّٰهِ عِبَادٌ أَمْثَالُكُمْ فَادْعُوهُمْ فَلْيَسْتَجِيبُوا لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِينَ ﴿١٩٤﴾

আল্লাহর সাথে শিরক

১৯১-১৯৩. তারা কী এমন সব (বস্তু ও ব্যক্তি দিয়ে) আল্লাহর সাথে শিরক করে /করছে, যারা কিছু-ই সৃষ্টি করেনি বরং এরা নিজেরা-ই অন্যের সৃষ্টি? যারা (কাউকে) সাহায্য করতে পারে না, এমনকি নিজেকেও না। তোমরা হেদায়তের প্রতি আহ্বান করলেও এরা তোমাদের অনুকরণে সক্ষম নয়। তাই তোমরা এদেরকে আহ্বান করো বা না করো, সব-ই তোমাদের জন্য বরাবর।

১৯৪. আসলে আল্লাহ ছাড়া যাদেরকে তোমরা আহ্বান করো এরা তোমাদের মত-ই (আল্লাহর) দাস (এবং এরা কিছু-ই করতে সক্ষম নয়। এ কথা যাচাই করার জন্য) তোমরা তাদেরকে আহ্বান করো।

("এরা তোমাদের হাজত পুরা করতে পারে" এমন বিশ্বাসে) তোমরা সত্য হলে এরা তোমাদের ডাকে সাড়া দেবে।

শিরক পরিচিতিঃ শিরক অর্থ শরীক করা, অংশীদার বানানো। মহান আল্লাহ তার জাতিসত্ত্বা এবং যাবতীয় বৈশিষ্ট্যে এক ও অদ্বিতীয়; এটা হলো তাওহীদ। আর তাওহীদের বিপরীত হলো শিরক। অর্থাৎ মহান আল্লাহর জাতিসত্ত্বা বা

কোনো বৈশিষ্ট্যে অন্যকে আল্লাহর সমান, সমকক্ষ বা অংশীদার বানানো হলো শিরক। যেমন..

- ❖ আল্লাহর ছেলে আছে, মেয়ে আছে, পরিবার আছে বা সাহায্যকারী আছে বলে বিশ্বাস করা। এসব হলো আল্লাহর জাতিসত্ত্বা শিরক।
- ❖ আল্লাহ ছাড়া অন্য কাউকে সার্বভৌমত্বের মালিক, ক্ষমতার উৎস বা নিরঙ্কুশ ক্ষমতার অধিকারী মনে করা। এসব হলো আল্লাহর উলুহিয়্যাতে শিরক।
- ❖ আল্লাহর ইবাদাত করতে যা করা হয় অন্য কাউকে বা অন্য কিছুকে সম্মান জানাতে গিয়ে এমন কিছু করা। এটা হলো আল্লাহর উলুহিয়্যাতে শিরক।
- ❖ আল্লাহ্ ছাড়া অন্যকে নীতিনির্ধারক বা কর্তৃত্বশীল মনে করা। এটা হলো আল্লাহর হাকিমিয়্যাতে শিরক ।
- ❖ আল্লাহর বিধানের বিপরীতে অন্যের বিধান মেনে নেওয়া। এটা হলো আল্লাহর বুরুবিয়্যাতে শিরক। ইত্যাদি, ইত্যাদি..।
- ❖ উল্লেখিত কাজসমূহ হচ্ছে বড় শিরক। এমন শিরকে জড়ালে ঈমান বিনষ্ট হয়ে সকল আ'মাল ও ইবাদাত নিষ্ফল ও বরবাদ হয়ে যায়। আর কোনো মুসলিম এমন কাজ করলে আখেরাতে আল্লাহর রহমত ও মাগফিরাত তার জন্য হারাম হয়ে যায়। সে হয়ে যায় চির জাহান্নামী মুনাফিক।
- ❖ আল্লাহর ছাড়া অন্যের নামে কসম করা। অন্যকে খুশী করার জন্য বা অন্যের অসন্তুষ্টি থেকে বাঁচার জন্য ইবাদাত করা। ইত্যাদি হলো ছোট শিরক।

اَلَهُمْ اَرْجُلٌ يَّمْشُوْنَ بِهَآ اَمْ لَهُمْ اَيْدٍ يَّبْطِشُوْنَ بِهَآ اَمْ لَهُمْ اَعْيُنٌ يُّبْصِرُوْنَ بِهَآ اَمْ لَهُمْ اٰذَانٌ يَّسْمَعُوْنَ بِهَا ؕ قُلِ ادْعُوْا شُرَكَآءَكُمْ ثُمَّ كِيْدُوْنِ فَلَا تُنْظِرُوْنِ ﴿١٩٥﴾ اِنَّ وَلِيِّ اللّٰهُ الَّذِىْ نَزَّلَ الْكِتٰبَ وَ هُوَ يَتَوَلَّى الصّٰلِحِيْنَ ﴿١٩٦﴾

আল্লাহ ছাড়া বাকি সবাই অক্ষম ও অসহায়

১৯৫. (তোমরা আল্লাহকে ছাড়া অন্য যাদের ডাকছ) তাদের কি পা আছে, যা দিয়ে তারা চলতে পারে ? না তাদের হাত আছে, যা দিয়ে তারা ধরতে পারে? না তাদের চোখ আছে, যা দিয়ে তারা দেখতে পারে? না তাদের কান আছে, যা দিয়ে তারা শোনতে পারে? (আসলে মানুষের বানানো সকল খোদা-ই অলীক, অসাড় এবং অক্ষম। তারা যদি এ কথা প্রমাণ করতে চায় তবে তাদের) বলে দাওঃ (হে মুশরিকগণ!) তোমরা তোমাদের শুরাকাকে (মনগড়া খোদাগণকে) ডাকো, তারপর (সকল খোদার ক্ষমতা একত্রিত করে) আমার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করো, আমাকে একটুও অবকাশ দিও না। (দেখো, তোমাদের খোদাগণ আমার কি করতে পারে?)

১৯৬. (আসলে তোমাদের খোদারা আমার কিছুই করতে পারবে না। কারণ) আমার ওয়ালী হলেন আল্লাহ, যিনি কিতাব নাযিল করেছেন। আর তিনি (শুধু আমারই নয় বরং সকল) সৎ লোকদের ওয়ালী।

ঈমান ও আক্বীদাহঃ আল্লাহ সকল মুঅমিনের ওয়ালী, সকল মুঅমিন আল্লাহর ওয়ালী। এটা-ই ইসলামের শিক্ষা। ঈমান অন্তরের ব্যাপার। কার ঈমান আছে আর কার নেই এটা একমাত্র আল্লাহ-ই ভালো জানেন। তাই মনগড়া ভাবে কোনো নির্দিষ্ট মানুষকে মুঅমিন, মুখলিস, মুত্তাক্বী, ওলী, ইত্যাদি মনে করা অতি বাড়াবাড়ি কাজ।

وَ الَّذِيْنَ تَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِهٖ لَا يَسْتَطِيْعُوْنَ نَصْرَكُمْ وَ لَاۤ اَنْفُسَهُمْ يَنْصُرُوْنَ ﴿۱۹۷﴾ وَ اِنْ تَدْعُوْهُمْ اِلَى الْهُدٰى لَا يَسْمَعُوْا ؕ وَ تَرٰىهُمْ يَنْظُرُوْنَ اِلَيْكَ وَ هُمْ لَا يُبْصِرُوْنَ ﴿۱۹۸﴾

১৯৭-১৯৮. (বলে দাওঃ হে মুশরিকরা! বিপদে আপদে) তোমরা আল্লাহ ছাড়া অন্য যাদেরকে ডেকে থাকো; তোমাদের সাহায্য করার সক্ষমতা এদের নেই, এমন কি এরা নিজেদেরকেও সাহায্য করতে পারে না। তোমরা এদেরকে সঠিক পথের দিকে আহ্বান করলেও এরা শুনতে পারবে না। তুমি দেখবেঃ এরা তোমার দিকে তাকিয়ে আছে কিন্তু আসলে এরা কিছু-ই দেখে না।

خُذِ الْعَفْوَ وَ اْمُرْ بِالْعُرْفِ وَ اَعْرِضْ عَنِ الْجٰهِلِيْنَ ﴿۱۹۹﴾

মুঅমিনের জন্য অপরিহার্য তিনটি বিশেষ গুণ

১৯৯. (হে আমার মুঅমিনগণ! তোমরা সবাই) ক্ষমার পথ ধরো, সৎ কাজের আদেশ করো আর মূর্খদের এড়িয়ে চলো। (তবেই তোমরা সফল হতে পারবে)

জ্ঞাতব্যঃ ক্ষমা করা, সৎকাজের আদেশ করা, মুর্খদের এড়িয়ে চলা। এ তিন গুণে গুণান্বিত মানুষ-ই প্রকৃত মানুষ। মানুষের ব্যক্তি, পরিবার ও সমাজকে সুখময় করে গড়ে তুলতে এ তিনটি গুণ অপরিহার্য।

وَ اِمَّا يَنْزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطٰنِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللّٰهِ ؕ اِنَّهٗ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ ﴿۲۰۰﴾ اِنَّ الَّذِيْنَ اتَّقَوْا اِذَا مَسَّهُمْ طٰٓئِفٌ مِّنَ الشَّيْطٰنِ تَذَكَّرُوْا فَاِذَا هُمْ مُّبْصِرُوْنَ ﴿۲۰۱﴾ وَ اِخْوَانُهُمْ يَمُدُّوْنَهُمْ فِي الْغَيِّ ثُمَّ لَا يُقْصِرُوْنَ ﴿۲۰۲﴾

শয়তান বনাম মুঅমিন ও মুত্তাক্বী

২০০. আর (হে আমার বান্দারা) শয়তান থেকে কোনো প্রকার কুমন্ত্রণা অনুভুত হলে আল্লাহর কাছে সুরক্ষা চাও (বলঃ আউযু বিল্লাহি মিনা-শ-শাইতানি-র-রাজীম।) নিশ্চয় তিনি সর্বশ্রোতা, মহাজ্ঞানী।

জ্ঞাতব্যঃ সকল প্রকার শয়তান থেকে আল্লাহর সুরক্ষা কামনা করা এবং মানুষরূপী শয়তানদের থেকে নিরাপদ দূরত্ব বজায় রেখে চলা মুঅমিনের অন্যতম বৈশিষ্ট্য।

২০১. যারা তাকওয়া অর্জন করতে পেরেছে, তাদেরকে যদি কোনো শয়তান ধোঁকা দিয়ে (পাপে জড়িয়ে) ফেলে তারা তৎক্ষণাৎ আল্লাহকে স্মরণ করে এবং তৎক্ষণাৎ তারা বিষয়টি বুঝতে পারে এবং এ থেকে শিক্ষা গ্রহণ করে (তারা তাওবাহ করে নিজেকে শুধরে নেয়।)

জ্ঞাতব্যঃ কোনো পাপ হয়ে গেলে তৎক্ষণাৎ আল্লাহর কাছে তাওবাহ করে মাফ চেয়ে নেওয়া এবং নিজেকে শুধরে নেওয়া মুত্তাক্বীদের বৈশিষ্ট্য।

২০২. (শয়তানরা) তাদের ভাইদের বিভ্রান্তির পথে টেনে নেয়, আর (এ কাজে) তারা অবহেলা করে না।

وَاِذَا لَمْ تَاْتِهِمْ بِاٰيَةٍ قَالُوْا لَوْ لَا اجْتَبَيْتَهَا ؕ قُلْ اِنَّمَاۤ اَتَّبِعُ مَا يُوْحٰۤى اِلَىَّ مِنْ رَّبِّىْ ۚ هٰذَا بَصَآئِرُ مِنْ رَّبِّكُمْ وَ هُدًى وَّ رَحْمَةٌ لِّقَوْمٍ يُّؤْمِنُوْنَ ﴿٢٠٣﴾

বাস্তব জীবনে মেনে চলতে হবে শুধু-ই ওহীর বিধান

২০৩. তুমি যদি তাদের (মুশরিকদের) কথা মত নিদর্শন না দেখাও তখন তারা বলেঃ এটা কেন করলে না? (তাদের) বলে দাওঃ (আমি তোমাদের কথা মত চলি না) আমি কেবল এটা-ই মেনে চলি যা প্রভুর পক্ষ থেকে ওহীর মাধ্যমে আমাকে দেয়া হয়। এটা (ওহীর মাধ্যমে আমার কাছে আগত কুরআন) প্রভুর পক্ষ থেকে আসা বাস্বাইর (দলীল, প্রমাণ, শিক্ষা ও নিদর্শনের ভান্ডার) এবং মুঅমিনদের জন্য হেদায়াত ও রহমত।

وَاِذَا قُرِئَ الْقُرْاٰنُ فَاسْتَمِعُوْا لَهٗ وَ اَنْصِتُوْا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُوْنَ ﴿٢٠٤﴾

কুরআন পাঠ করা হলে চুপ থাকতে হবে এবং শুনতে হবে

২০৪. (হে মানুষ!) তোমাদের সামনে যখন কুরআন পাঠ করা হবে তখন তোমরা এটা শুনবে এবং চুপ থাকবে, এতে তোমাদের উপর রহমত বর্ষিত হবে।

জ্ঞাতব্যঃ কুরআন পাঠ করা হলে সেখানে রহমত নাযিল হয়। যে ব্যক্তি চুপ থাকে এবং শুনে সে ওই রহমত প্রাপ্ত হয়। আর যে মন দিয়ে শুনে না বা কথা বলে বা অন্যকিছু করে সে ওই রহমত থেকে বঞ্চিত হয়।

আইন ও বিধানঃ এ আয়াতের প্রতি সম্মান দেখাতে গিয়ে-ই অনেক ঈমাম বলেছেন নামাযে ইমাম যখন দাঁড়ানো অবস্থায় সুরাহ ফাতিহাহসহ কুরআন পাঠ করে তখন মুসল্লিগণ সূরাহ ফাতিহাহ পাঠ করবে না। বরং চুপ করে থাকবে।

وَ اذْكُرْ رَّبَّكَ فِىْ نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَّ خِيْفَةً وَّ دُوْنَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَ الْاٰصَالِ وَ لَا تَكُنْ مِّنَ الْغٰفِلِيْنَ ﴿٢٠٥﴾ اِنَّ الَّذِيْنَ عِنْدَ رَبِّكَ لَا يَسْتَكْبِرُوْنَ عَنْ عِبَادَتِهٖ وَ يُسَبِّحُوْنَهٗ وَ لَهٗ يَسْجُدُوْنَ ﴿٢٠٦﴾

আল্লাহর যিকিরের সঠিক পদ্ধতি

২০৫. (হে আমার বান্দা!) তোমার প্রভুর যিকির করো বিনীতভাবে, ভীতি সহকারে, উচ্চবাক্যে নয়, সকাল-সন্ধ্যা (যে কোনো সময়ে।) আর (এ ব্যাপারসহ দ্বীনি বিষয়াদিতে) উদাসীন থেকো না।

জ্ঞাতব্যঃ এতে প্রতীয়মান হয় উচ্চস্বরে যিকির করা নিষিদ্ধ। (কুরতুবী)

যিকর পরিচিতিঃ যিকর অর্থ স্মরণ, স্মরণিকা, আলোচনা, সমালোচনা, বাণী ইত্যাদি। আমাদের বাংলা সমাজে শব্দটিকে একটু বদলিয়ে বলা হয় যিকির বা জিকির। আল কুরআনের অনেক জায়গায় যিকর বলে আল-কুরআনকে বোঝানো হয়েছে, অনেক জায়গায় নামাযকে যিকর বলা হয়েছে। মোট কথা যিকর শব্দটি আল কুরআনে অনেক অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। যেমনঃ আল-কুরআন, ইবাদাত, নামায, আলোচনা, সমালোচনা, স্মরণ, জ্ঞান, শারীয়াহ, জীবন বিধান, উপদেশ, ইত্যাদি কল্যাণকর অনেক অর্থে।

কিন্তু আমাদের সমাজের কিছু মানুষ শব্দটিকে বিচ্যুত করে যিকির বলে বুঝিয়ে থাকেনঃ পীরের বানানো তরিকা অনুযায়ী বিশেষ নিয়মে এবং বিশেষ ভঙ্গিতে কিছু শব্দ জপ করা। তারা শব্দটিকে তার মূল ধারা থেকে বিচ্যুত করে অনেকটা ভিন্ন ধারায় নিয়ে যেভাবে আসল অর্থ থেকে অন্য ধারায় প্রবাহিত করছেন এটা ইয়াহুদ আলীমদের তাহরীফের-ই অন্যরূপ। তাই এটা অবশ্যই "তাহরীফ" হিসেবে গণ্য হবে।

যিকিরের সঠিক পদ্ধতিঃ আল্লাহর যিকির করতে হয় বিনীতভাবে, ভীতি সহকারে এবং অতি সংগোপনে। উচ্চবাক্যে বা উচ্চস্বরে যিকির করতে উক্ত আয়াতে নিষেধ করা হয়েছে।

২০৬. যারা (ফিরিস্তারা) প্রভুর সান্নিধ্যে রয়েছে তারা তাঁর দাসত্ব করতে দম্ভ করে না। তারা তাঁর মহত্ব বর্ণনা করে আর তাঁর জন্য সিজদাহ করে।

আইন ও বিধানঃ এটা সিজদার আয়াত। এ আয়াত পাঠ করার পর সিজদাহ করতে হয়।

সূরাহ আল-আনফাল ৮ سورة الأنفال

আনফাল শব্দটি নাফল (নফল) এর বহুবচন। নফল অর্থ অতিরিক্ত। এখানে আনফাল শব্দ ব্যবহার করে বুঝানো হয়েছে "গানীমাহ"। আমাদের সমাজে উর্দু উচ্ছারনের সাথে সামঞ্জস্য রেখে বলা হয়ঃ গণিমত। শারীয়া'হ পরিভাষায় যুদ্ধলব্দ শত্রু সম্পদকে গণিমত বলা হয়, যুদ্ধকে বলা হয় জিহাদ আর যুদ্ধাকে মুজাহিদ।

যুদ্ধ আসলে দুনিয়াবী ব্যাপার। কিন্তু যুদ্ধ যদি হয় দ্বীনের সার্থে, উম্মতের সার্থে, মানুষের অধিকার আদায়ে বা অধিকার রক্ষায় তথা ন্যায় ও ইনসাফের পক্ষে তখন এ যুদ্ধকে বলা হয় জিহাদ ফী সাবীলিল্লাহ বা আল্লার পথে জিদাহ। এ যুদ্ধের বিনিময়ে মহান আল্লাহ্ মুজাহিদকে অনেক ছাওয়াব দিয়ে থাকেন।

মুসলিম ব্যক্তি ছাওয়াবের আশায় আল্লাহর পথে যুদ্ধ করে। তবে মহান আল্লাহ খুশী হয়ে শত্রু থেকে প্রাপ্য সম্পদেও মুজাহিদের অংশ দিয়েছেন। শারীয়াহ বিধান মতে যুদ্ধ লব্ধ সম্পদ সরকার পাবে ২০% আর মুজাহিদ পাবে ৮০%। এ ৮০% সম্পদ আল্লাহর পক্ষ থেকে মুজাহিদকে দেয়া অতিরিক্ত বোনাস। তাই একে আনফাল বলা হয়েছে। এ সূরায় গণিমত বণ্ঠনের বিধান, বদর যুদ্ধ, প্রতিরক্ষানীতি ও সমরনীতি, পররাষ্ট্রনীতি, চুক্তি বিষয়ক নীতিমালা, শত্রু ও মিত্র নির্ধারণের নীতিমালা সহ আরও অনেক বিষয় বর্ণিত হয়েছে। সূরাহটি মাদানী। এ সূরায় আয়াত সংখ্যা ৭৫টি।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

يَسْـَٔلُوْنَكَ عَنِ الْاَنْفَالِ ؕ قُلِ الْاَنْفَالُ لِلّٰهِ وَ الرَّسُوْلِ ۚ فَاتَّقُوا اللّٰهَ وَ اَصْلِحُوْا ذَاتَ بَيْنِكُمْ ۪ وَ اَطِيْعُوا اللّٰهَ وَ رَسُوْلَهٗۤ اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ ﴿۱﴾ اِنَّمَا الْمُؤْمِنُوْنَ الَّذِيْنَ اِذَا ذُكِرَ اللّٰهُ وَ جِلَتْ قُلُوْبُهُمْ وَ اِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ اٰيٰتُهٗ زَادَتْهُمْ اِيْمَانًا وَّ عَلٰى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُوْنَ ﴿۲﴾ الَّذِيْنَ يُقِيْمُوْنَ الصَّلٰوةَ وَ مِمَّا رَزَقْنٰهُمْ يُنْفِقُوْنَ ﴿۳﴾ اُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُوْنَ حَقًّا ؕ لَهُمْ دَرَجٰتٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَ مَغْفِرَةٌ وَّ رِزْقٌ كَرِيْمٌ ﴿٤﴾

বিসমিল্লাহি-র-রাহমানি-র-রাহীম

প্রকৃত মুঅমিনের ৫টি বিশেষ গুণ

প্রাসঙ্গিক কথাঃ মানুষ আল্লাহর পথে যুদ্ধ করে ছাওয়াব ও জান্নাতের আশায়। এছাড়া অন্য কোনো চাওয়া পাওয়া থাকার কথা নয় এবং থাকা উচিতও নয়। যুদ্ধের পর শত্রু থেকে পাওয়া সম্পদকে গণিমত বলা হয়। আগেকার উম্মতের জন্য গণিমত হালাল ছিল না। আগেকার নবীগণ যুদ্ধ লব্ধ গণিমত জমা করে জিহাদ কবুল করার জন্য আল্লাহর কাছে দোয়া করতেন। জিহাদ কবুল হলে আকাশ থেকে আগুন এসে এ সম্পদকে জ্বালিয়ে ভস্ম করে যেত, এটা ছিল কবুলিয়্যাতের দলীল। কিন্তু মহান আল্লাহ আমাদের জন্য গণিমত হালাল করে দিয়েছেন। গণিমত আমাদের জন্য অতিরিক্ত উপহার। তাই এটাকে আনফাল বলা হয়েছে।

পটভূমিঃ বদর যুদ্ধ ছিল বিশ্ব ইতিহাসে এক মাইলফলক ঘটনা। এর ফলে ইতিহাসের মোড় ঘুরে গিয়েছিল, বদলে গিয়েছিল প্রেক্ষাপট। যুদ্ধে বিজয় নিশ্চিত হবার পর মুসলিম বাহিনীর কেউ কেউ পরাজিত শত্রুদের তাড়িয়ে দিচ্ছিলেন। শত্রু পিছন থেকে এসে হঠাৎ আক্রমণ করে সর্বনাশ করে ফেলতে পারে এমন আশংকায় অনেকে রাসূল সাঃ এর চার পাশে জড় হচ্ছিলেন। অনেকে লিপ্ত ছিলেন গণিমত সংগ্রহে। গণিমত জমা করার পর সবাই

মনে করলেন তারা-ই এর অধিক হকদার। কারণ যুদ্ধের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কাজটি তারা-ই আঞ্জাম দিয়েছেন। বিষয়টির প্রতি ইঙ্গিত করে নাযিল হয়ঃ (দেখুনঃ তাফসীর কুরতুবী)

১. (হে নবী!) তারা তোমার কাছে আনফাল সম্পর্কে জানতে চায়। বলে দাওঃ আনফাল (এর মালিকানা) আল্লাহর আর (এর দায়িত্ব) রাসূলের। সুতরাং (হে মুসলিমগণ!) তোমরা আল্লাহর তাকওয়া অর্জন করো, নিজেদের শুধরে নাও এবং আল্লাহ ও রাসূলের আনুগত্য করো, যদি তোমরা মুমিন হয়ে থাকো। (আল্লাহর ভয়ে যাবতীয় কুফর শিরক ও পাপাচার থেকে বেঁচে থাকার নাম তাকওয়া)

২-৪. (প্রকৃত পক্ষে) মুমিন কেবল তারা-ই হতে পারে...

- ❖ আল্লাহর যিকরে যাদের অন্তর শঙ্কিত হয়ে উঠে, (যিকির অর্থ স্মরণ, আলোচনা, সালাত, ইবাদাত, তিলাওয়াত, ইত্যাদি)
- ❖ আল্লাহর আয়াত পাঠ করা হলে যাদের ঈমান বেড়ে যায়,
- ❖ যারা আল্লাহর উপর তাওয়াক্কুল করে, (সাধ্যমত মেহনত করে ফল প্রাপ্তির জন্য আল্লাহর উপর ভরসা করার নাম তাওয়াক্কুল)
- ❖ যারা সালাত কায়েম করে (তথা ব্যক্তি জীবনে নিয়মিত ও সময়মত সালাত আদায় করে এবং সমাজে সালাত প্রতিষ্ঠা করে)
- ❖ এবং আমার দেয়া সম্পদ (আমার পথে) খরচ করে,

(যে বা যারা এ পাঁচটি গুণের অধিকারী হতে পারবে কেবল) তারা-ই প্রকৃত মুমিন। প্রভুর কাছে তাদের জন্য রয়েছে উচ্চ মর্যাদা, সাধারণ ক্ষমা এবং সম্মান জনক রিজিক।

كَمَآ أَخۡرَجَكَ رَبُّكَ مِنۢ بَيۡتِكَ بِٱلۡحَقِّ وَإِنَّ فَرِيقٗا مِّنَ ٱلۡمُؤۡمِنِينَ لَكَٰرِهُونَ ٥ يُجَٰدِلُونَكَ فِي ٱلۡحَقِّ بَعۡدَمَا تَبَيَّنَ كَأَنَّمَا يُسَاقُونَ إِلَى ٱلۡمَوۡتِ وَهُمۡ يَنظُرُونَ ٦

বদর যুদ্ধ

পটভূমিঃ রাসূল সাঃ মদীনাতে যাবার পর আল্লাহর পক্ষ থেকে যুদ্ধের অনুমতি দেয়া হলো। (দেখুন সূরাহ হাজ্জঃ ৩৯)
রাসূল সাঃ কুরাইশের এক কাফেলার বিরুদ্ধে আব্দুল্লাহ বিন জাহাশ রাঃ এর নেতৃত্বে একটি ঝটিকা দল পাঠিয়ে ছিলেন। তারা বিন হাদ্বরামী নামী এক মুশরিককে হত্যা করে অনেক গণিমত নিয়ে ফিরে ছিলেন। (দেখুন বাক্বারাহঃ ২১৭ এর পটভূমি)
একদা রাসূল সাঃ খবর পেলেন আবু সুফিয়ান কুরাইশের জাতীয় তহবিল নিয়ে ব্যবসা করে সিরিয়া থেকে ফিরে আসছে। রাসূল সাঃ এ কাফেলায় আক্রমণের ইচ্ছা পোষণ করলেন। যেহেতু আক্রমণ হবে ব্যবসায়ী কাফেলায়; তাই অনেক সাহাবী পূর্ণ প্রস্তুতি ছাড়াই বেরিয়ে ছিলেন। (কাফেলায় আক্রমণে রাসূল সাঃ এর মূল লক্ষ্য ছিল শত্রুর অর্থনীতিকে ধ্বংস করে দেয়া। যা যুদ্ধের অন্যতম কৌশল।)
কিন্তু কাফেলায় আক্রমণের খবর পেয়ে আবু-সুফিয়ান অন্য পথে চলে যায় এবং কাফেলার হেফাজতের জন্য মক্কায় জরুরী সংবাদ পাঠায়। আবু-জেহেল সংবাদ পেয়ে প্রায় ৯৫০ জন সৈন্য ও ৫০ জন সেবিকা নিয়ে বেরিয়ে পড়ে। (মুসলিম বাহিনীর সামনে এখন দুই দল। আবু সুফিয়ানের ব্যবসায়ী কাফেলা এবং আবু-জাহেলের সেনা দল)
আল্লাহর পক্ষ থেকে ঘোষণা এলোঃ দুই দলের একটির উপর তোমাদের বিজয়ী করা হবে। মুসলিমগণ কাফেলার উপর বিজয় চাচ্ছিলেন। তাই আবু জেহেলের সেনাবাহিনী সামনে চলে এলে অনেকে বেঁকে বসেন। অনেকে যুদ্ধ না

করে ফিরে যান (দেখুন বাকারাহঃ ২০৪)। অনেকে যুদ্ধ না করার জন্য যুক্তি তর্ক শুরু করেন।
তবে অনেক সাহাবা বললেনঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনি সিদ্ধান্ত করুন। আমাদের নিয়ে চিন্তা করবেন না। আপনি সাগরে ঝাঁপ দিলে আমরাও ঝাঁপ দিব। রাসূল সাঃ যুদ্ধের সিদ্ধান্ত নিলেন এবং ঐতিহাসিক এ যুদ্ধে মুসলিম বাহিনীর বিজয় সাধিত হলো। বিষয়টির প্রতি ইঙ্গিত করে নাযিল হয়ঃ

৫. (হে নবী! স্মরণ করো) এভাবেই আল্লাহ তোমাকে সঠিক কাজের (যুদ্ধের) জন্য বের করে এনেছেন। অথচ একদল মুমিন এটা পছন্দ করছিল না।

৬. (আবু-জেহেলের বাহিনী সামনে চলে আসার পর যুদ্ধের) বিষয়টি অনিবার্য হয়ে গিয়েছিল কিন্তু তাসত্ত্বেও তারা এ নিয়ে তর্ক/বিবাদ করছিল (যুদ্ধ থেকে বাঁচার জন্য চেষ্টা করছিল। অবস্থায় বুঝা যাচ্ছিল) যেন তাদেরকে মৃত্যুর দিকে হাঁকিয়ে নেয়া হচ্ছে এবং তারা এটা প্রত্যক্ষ করছে।

وَاِذْ يَعِدُكُمُ اللّٰهُ اِحْدَى الطَّآئِفَتَيْنِ اَنَّهَا لَكُمْ وَتَوَدُّوْنَ اَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ تَكُوْنُ لَكُمْ وَيُرِيْدُ اللّٰهُ اَنْ يُّحِقَّ
الْحَقَّ بِكَلِمٰتِهٖ وَيَقْطَعَ دَابِرَ الْكٰفِرِيْنَ ﴿٧﴾ لِيُحِقَّ الْحَقَّ وَيُبْطِلَ الْبَاطِلَ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُوْنَ ﴿٨﴾

বদর যুদ্ধের রহস্য

৭. (হে মুসলিমগণ! স্মরণ করো) আল্লাহ যখন প্রতিশ্রুতি দিয়ে ছিলেনঃ "দুই দলের একটির উপর তোমাদের বিজয়ী করা হবে"। তোমরা তখন নিরস্ত্র কাফেলার উপর বিজয় চাচ্ছিলে। আর আল্লাহ ইচ্ছা করছিলেনঃ তার বাণীর (সাহায্যের) দ্বারা ইসলামকে বিজয়ী করতে আর কাফিরদের শিকড় কেটে ফেলতে। (আর এজন্য প্রয়োজন ছিল আবু জেহেলের বাহিনীর উপর বিজয় অর্জন করা।)

৮. যেন তিনি ইসলামকে বিজয়ী করেন এবং বাতিলকে (কুফরী অপশক্তিকে) পরাজিত করেন। যদিও পাপিষ্ঠরা এটা পছন্দ করছিল না। (কুফরী অপশক্তিকে পরাজিত করাই বদর যুদ্ধের মূল রহস্য)

اِذْ تَسْتَغِيْثُوْنَ رَبَّكُمْ فَاسْتَجَابَ لَكُمْ اَنِّيْ مُمِدُّكُمْ بِاَلْفٍ مِّنَ الْمَلٰٓئِكَةِ مُرْدِفِيْنَ ﴿٩﴾ وَمَا جَعَلَهُ اللّٰهُ
اِلَّا بُشْرٰى وَلِتَطْمَئِنَّ بِهٖ قُلُوْبُكُمْ ۚ وَمَا النَّصْرُ اِلَّا مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ ؕ اِنَّ اللّٰهَ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ ﴿١٠﴾

বদর যুদ্ধে ফিরিস্তার সাহায্য

৯. (হে মুসলিমগণ! স্মরণ করো! বদর যুদ্ধের সূচনাতে) তোমরা যখন প্রভুর কাছে সাহায্য চেয়েছিলে আর আল্লাহ ঘোষণা দিয়েছিলেনঃ "আমি এক হাজার ফিরিস্তা দিয়ে তোমাদেরকে সাহায্য করব, যারা ক্রমে ক্রমে (যুদ্ধক্ষেত্রে) হাজির হবে"।

১০. আল্লাহ এটা করেছিলেন তোমাদেরকে সুসংবাদ এবং মানসিক প্রশান্তি দেবার জন্য। আসলে সাহায্য তো কেবল আল্লাহ থেকেই হয়ে থাকে। (আল্লাহর সাহায্যের জন্য ফিরিস্তা বা অন্য কারো দরকার হয় না।) নিশ্চয় আল্লাহ মহাপরাক্রমশালী, মহাকৌশলী।

اِذْ يُغَشِّيْكُمُ النُّعَاسَ اَمَنَةً مِّنْهُ وَ يُنَزِّلُ عَلَيْكُمْ مِّنَ السَّمَآءِ مَآءً لِّيُطَهِّرَكُمْ بِهٖ وَ يُذْهِبَ عَنْكُمْ رِجْزَ الشَّيْطٰنِ وَلِيَرْبِطَ عَلٰى قُلُوْبِكُمْ وَ يُثَبِّتَ بِهِ الْاَقْدَامَ ﴿١١﴾

বদর যুদ্ধে বৃষ্টি দিয়ে সাহায্য

পটভূমিঃ বদরে যুদ্ধ ক্ষেত্রের একদিকে ছিল পাহাড়। পানির একমাত্র কূপটি পাহাড়ের পাদদেশে অবস্থিত ছিল। পাহাড়ের পাদদেশে শক্ত মাটি ছিল। ময়দানটি ছিল ঢালু। নীচের দিকে পানি ছিল না, শুধু বালি আর বালি। মুশরিক বাহিনী আগে এসে উঁচু ভূমিতে অবস্থান করে একমাত্র পানির কূপটি দখলে নিয়ে ছিল। তাদের পিছনে ছিল পাহাড়ের নিরাপত্তা, পায়ের নীচে শক্ত মাটি। সবকিছু মিলিয়ে যুদ্ধের যাবতীয় সুযোগ সুবিধা ছিল তাদের।

পক্ষান্তরে মুসলিম বাহিনী ছিল নিম্ন ভূমিতে। তাদের পায়ের নিচে উত্তপ্ত বালি, তাদের পানির কোনো ব্যবস্থা ছিল না। সর্বোপরি নীচ থেকে উপরে যুদ্ধ করাও কঠিন ছিল। শয়তান এ সুযোগে মুসলিমদের কুমন্ত্রণা দিতে লাগলোঃ তোমরা মুসলিম, জীবনের ঝুঁকি নিয়ে আল্লাহর জন্য যুদ্ধে এসেছো, তোমাদের সঙ্গে আছেন রাসূল। তাসত্ত্বেও সকল সুযোগ সুবিধা তাদের, আর সকল অসুবিধা তোমাদের...। ইত্যাদি, ইত্যাদি।

এ অবস্থায় সাহাবাদের পেরেশান হয়ে যাবার কথা। কিন্তু আল্লাহ তাদের অন্তরে প্রশান্তি ঢেলে দিলেন, রাতে সবাই ঘুমিয়ে পড়লেন। রাসূল সাঃ জেগে দোয়া করছিলেন। রাতে আল্লাহর পক্ষ থেকে বৃষ্টি বর্ষিত হলো। বৃষ্টির পানিতে পাল্টে গেল প্রেক্ষাপট। মুশরিকদের কূপে আবর্জনা জমে পানি নষ্ট হয়ে গেল। তাদের পায়ের নীচের শক্ত মাটি পিচ্ছিল হয়ে গেল। এখন মাটিতে পা টিকানো মুশকিল হয়ে পড়লো। পক্ষান্তরে মুসলিম বাহিনীর পায়ের নীচের বালি শক্ত ও ঠান্ডা হয়ে গেল, বালির মধ্যখানে জমা হলো স্বচ্ছ ও পরিচ্ছন্ন পানি। বিষয়টির প্রতি ইঙ্গিত করে নাযিল হয়েছে..

১১. (স্মরণ করো!) আল্লাহ যখন প্রশান্তি দিয়ে তোমাদের তন্দ্রাচ্ছন্ন করেছিলেন। তোমাদের পবিত্রতার জন্য, শয়তানের কুমন্ত্রণা দূর করার জন্য, তোমাদের মন মানসিকতা সুদৃঢ় আর অবস্থান মজবুত করার জন্য আকাশ থেকে বর্ষণ করেছিলেন পানি।

اِذْ يُوْحِيْ رَبُّكَ اِلَى الْمَلٰٓئِكَةِ اَنِّيْ مَعَكُمْ فَثَبِّتُوا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا ؕ سَاُلْقِيْ فِيْ قُلُوْبِ الَّذِيْنَ كَفَرُوا الرُّعْبَ فَاضْرِبُوْا فَوْقَ الْاَعْنَاقِ وَ اضْرِبُوْا مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانٍ ﴿١٢﴾ ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ شَآقُّوا اللّٰهَ وَ رَسُوْلَهٗ ۚ وَمَنْ يُّشَاقِقِ اللّٰهَ وَ رَسُوْلَهٗ فَاِنَّ اللّٰهَ شَدِيْدُ الْعِقَابِ ﴿١٣﴾ ذٰلِكُمْ فَذُوْقُوْهُ وَ اَنَّ لِلْكٰفِرِيْنَ عَذَابَ النَّارِ ﴿١٤﴾

সামরিক প্রশিক্ষণ ও শত্রুর মানবাধিকার

১২. (স্মরণ করো) তোমার রাব্ব যখন (বদরযুদ্ধে আগত) ফিরিস্তাদের আদেশ দিচ্ছিলেন "আমি তোমাদের সঙ্গে থাকব, তোমরা মুঅমিনদের সাহস দিবে আর আমি কাফিরদের অন্তরে ভীতি ঢেলে দেব"। আর (হে মুঅমিনগণ! কোনো চিন্তা করো না) তোমরা শুধু (শত্রুর) ঘাড়ে আঘাত করবে, আঘাত করবে জোড়ায় জোড়ায়।

জ্ঞাতব্যঃ এ আয়াতে সেনাবাহিনীকে সামরিক প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে। যুদ্ধরত শত্রুকে হত্যাকালে তলোয়ার দিয়ে ঘাড়ে আঘাত করতে বলা হয়েছে। যেন মৃত্যুকালে তার কষ্ট কম হয়, তার মৃত্যু যন্ত্রণা কম হয় এবং সহজে মৃত্যু

হয়। কারণ এটা তার মানবাধিকার। আর শত্রুকে না মেরে বশ করতে চাইলে যেন তার গিরায় আঘাত করা হয়। এতে সে সহজে কাবু হয়ে যাবে।

১৩. এর কারণ তারা আল্লাহ ও রাসূলের বিরোধিতায় লিপ্ত রয়েছে। আর যে ব্যক্তি আল্লাহ ও রাসূলের বিরোধিতায় লিপ্ত থাকে (আল্লাহ তাকে কঠিন শাস্তি দেন। কারণ) আল্লাহ শাস্তি দানে কঠোর।

১৪. (পরকালে বলা হবেঃ হে কাফিরের দল) এটা; (হলো তোমাদের কর্মফল) তোমরা এটা আস্বাদন করো। কাফিরদের জন্য রয়েছে জাহান্নামের আযাব।

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِذَا لَقِيْتُمُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا زَحْفًا فَلَا تُوَلُّوْهُمُ الْاَدْبَارَ ﴿١٥﴾ وَ مَنْ يُّوَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرَهٗٓ اِلَّا مُتَحَرِّفًا لِّقِتَالٍ اَوْ مُتَحَيِّزًا اِلٰى فِئَةٍ فَقَدْ بَآءَ بِغَضَبٍ مِّنَ اللّٰهِ وَ مَاْوٰىهُ جَهَنَّمُ ؕ وَ بِئْسَ الْمَصِيْرُ ﴿١٦﴾

যুদ্ধ থেকে পালিয়ে যাওয়া বা পালিয়ে থাকার পরিণাম

১৫-১৬. হে মুঅমিনগণ! যুদ্ধক্ষেত্রে তোমরা যখন কাফিরদের সম্মুখীন হবে তখন (পালিয়ে গিয়ে) তাদেরকে পৃষ্ঠ প্রদর্শন করো না। সেদিন যে ব্যক্তি যুদ্ধের কৌশল বা নিজ বাহিনীর সাথে যুক্ত হওয়া ব্যতীত অন্য কারণে শত্রুকে পৃষ্ঠ প্রদর্শন করবে সে আল্লাহর গযবে পতিত হবে আর তার ঠিকানা হবে জাহান্নাম, জঘন্যতম আবাস।

আইন ও বিধানঃ যুদ্ধ থেকে পালানো পাপ, ধ্বংসাত্মক ৭টি মহা পাপের একটি।

জ্ঞাতব্যঃ আবু-হুরাইরাহ রাঃ থেকে বর্ণিত, রাসূল সাঃ বলেছেনঃ তোমরা ধ্বংসাত্মক সাতটি মহাপাপ থেকে বেঁচে থাকবে! লোকজন বললঃ এসব কী? ইয়া রাসূলাল্লাহ! তিনি বললেনঃ

(১) আল্লাহর সাথে শিরক করা।
(২) যাদু করা।
(৩) আল্লাহর হারামকৃত কাউকে অন্যায়ভাবে হত্যা করা।
(৪) সুদ গ্রহণ।
(৫) ইয়াতীমের সম্পদ ভক্ষন।
(৬) যুদ্ধের দিনে পালিয়ে যাওয়া বা পালিয়ে থাকা।
(৭) কোনো মুঅমিনাহ সতী উদাসীন নারীকে (যিনার) অপবাদ দেয়া। (বুখারী ও মুসলিম)।

فَلَمْ تَقْتُلُوْهُمْ وَ لٰكِنَّ اللّٰهَ قَتَلَهُمْ ۪ وَ مَا رَمَيْتَ اِذْ رَمَيْتَ وَ لٰكِنَّ اللّٰهَ رَمٰى ۚ وَ لِيُبْلِيَ الْمُؤْمِنِيْنَ مِنْهُ بَلَآءً حَسَنًا ؕ اِنَّ اللّٰهَ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ ﴿١٧﴾ ذٰلِكُمْ وَ اَنَّ اللّٰهَ مُوْهِنُ كَيْدِ الْكٰفِرِيْنَ ﴿١٨﴾

বদর যুদ্ধে আল্লাহর ভূমিকা

পটভূমিঃ বদর যুদ্ধ ছিল এক হাজার সুসজ্জিত শত্রু বাহিনীর সাথে নিরস্ত্রপ্রায় ৩১৩ জন মুসলিমের লড়াই। তাসত্ত্বেও আল্লাহর সাহায্যে মুসলিম বাহিনীর বিজয় হয়। যুদ্ধে ৭০ জন মুশরিক বন্দী আর ৭০ জন নিহত হয়। নিহতদের মাঝে আবু জেহেলসহ মুশরিকদের অনেক জাতীয় নেতাও ছিল। যুদ্ধের এক পর্যায়ে রাসূল সাঃ এক মুষ্ঠি বালি

কাফিরদের প্রতি নিক্ষেপ করেছিলেন, যা প্রতিটি শত্রু সেনার চোখের ভিতর চলে গিয়েছিল। এর প্রতি ইঙ্গিত করে নাযিল হয়েছে..

১৭. (বদরে) তাদেরকে তোমরা হত্যা করনি বরং স্বয়ং আল্লাহ-ই তাদেরকে হত্যা করেছেন। (হে নবী! শত্রু সেনাদের প্রতি) তুমি যে (বালি) নিক্ষেপ করেছিলে এটা আসলে তুমি (মুহাম্মাদ) নিক্ষেপ করনি বরং আল্লাহ-ই এটা নিক্ষেপ করেছেন। তিনি এসব করেছেন মুঅমিনদের উত্তম প্রতিদান দেবার জন্য। নিশ্চয় আল্লাহ সর্বশ্রোতা, মহাজ্ঞানী।

১৮. এটাই তোমাদের (ব্যাপারে আল্লাহর কৌশল) আল্লাহ কাফিরদের চক্রান্ত নস্যাৎ করে দিয়েছেন।

إِنْ تَسْتَفْتِحُوا فَقَدْ جَآءَكُمُ الْفَتْحُ ۚ وَإِنْ تَنْتَهُوا فَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ ۚ وَإِنْ تَعُودُوا نَعُدْ ۚ وَلَنْ تُغْنِيَ عَنْكُمْ فِئَتُكُمْ شَيْـًٔا وَّلَوْ كَثُرَتْ ۙ وَأَنَّ اللهَ مَعَ الْمُؤْمِنِيْنَ ﴿١٩﴾

কাফিরদের প্রতি কঠিন হুঁশিয়ারি

পটভূমিঃ মক্কার নেতারা মনে করতঃ তারাই সঠিক আর মুহাম্মাদ ও তাঁর অনুসারীরা বিভ্রান্ত। বদর যুদ্ধে বের হয়ে তারা সত্যের বিজয় কামনা করেছিল এবং আল্লাহর কাছে দোয়া করে বলেছিলঃ হে আল্লাহ! যারা আত্মীয়তা ছিন্ন করে, যারা অবিচার করে, তুমি তাদেরকে ধ্বংস করে দিও, (কুরতুবী, জালালাইন) এর প্রতি ইঙ্গিত করে নাযিল হয়েছে..

১৯. (হে কাফিরগণ!) তোমরা (সত্যের) বিজয় কামনা করেছিলে? এখন সে বিজয় এসে গেছে। তাই তোমরা যদি (সত্যের বিরোধিতা থেকে) বিরত থাকো তবে এটাই তোমাদের জন্য কল্যাণকর হবে। আর যদি আবার (যুদ্ধ ক্ষেত্রে) ফিরে আস তবে আমিও আসব। তখন তোমাদের দলবল কোনো কাজে আসবে না, যদিও অনেক বেশী হয়। (মনে রেখো!) নিশ্চয় আল্লাহ মুঅমিনদের সঙ্গী।

يَآأَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اَطِيْعُوا اللهَ وَرَسُوْلَهٗ وَلَا تَوَلَّوْا عَنْهُ وَأَنْتُمْ تَسْمَعُوْنَ ﴿٢٠﴾ وَلَا تَكُوْنُوْا كَالَّذِيْنَ قَالُوْا سَمِعْنَا وَهُمْ لَا يَسْمَعُوْنَ ﴿٢١﴾ إِنَّ شَرَّ الدَّوَآبِّ عِنْدَ اللهِ الصُّمُّ الْبُكْمُ الَّذِيْنَ لَا يَعْقِلُوْنَ ﴿٢٢﴾ وَلَوْ عَلِمَ اللهُ فِيْهِمْ خَيْرًا لَّأَسْمَعَهُمْ ۖ وَلَوْ أَسْمَعَهُمْ لَتَوَلَّوْا وَّهُمْ مُّعْرِضُوْنَ ﴿٢٣﴾

নিকৃষ্টতম প্রাণী

২০-২১. হে মুঅমিনগণ! তোমরা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করবে, (রাসূলের আদেশ) শোনেও তার থেকে মুখ ফিরিয়ে নিও না। তোমরা তাদের মত (অবাধ্য) হইও না, যারা (মুখে) বলেছেঃ শোনলাম কিন্তু (বাস্তবে) মেনে নেয়নি।

২২-২৩. আল্লাহর কাছে নিকৃষ্টতম প্রাণী তারা-ই, যারা (চিন্তাগতভাবে) অন্ধ ও বধির (হয়ে যায়,) যারা (দ্বীন) বুঝে না। আল্লাহ যদি জানতেন যে এদের মাঝে কোনো কল্যাণ আছে তবে অবশ্যই শোনাতেন। (আসলে সৃষ্টিগত ভাবে-ই এদের মাঝে কোনো কল্যাণ নেই। তাই আল্লাহ এদেরকে শোনার তাওফিক দেননি।) আর শোনলেও এরা প্রত্যাখ্যান করে, মুখ ফিরিয়ে নেয়।

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اسْتَجِيْبُوْا لِلّٰهِ وَ لِلرَّسُوْلِ اِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيْكُمْ ۚ وَ اعْلَمُوْٓا اَنَّ اللّٰهَ يَحُوْلُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَ قَلْبِهٖ وَ اَنَّهٗٓ اِلَيْهِ تُحْشَرُوْنَ ﴿٢٤﴾ وَ اتَّقُوْا فِتْنَةً لَّا تُصِيْبَنَّ الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا مِنْكُمْ خَآصَّةً ۚ وَاعْلَمُوْٓا اَنَّ اللّٰهَ شَدِيْدُ الْعِقَابِ ﴿٢٥﴾ وَ اذْكُرُوْٓا اِذْ اَنْتُمْ قَلِيْلٌ مُّسْتَضْعَفُوْنَ فِي الْاَرْضِ تَخَافُوْنَ اَنْ يَّتَخَطَّفَكُمُ النَّاسُ فَاٰوٰىكُمْ وَ اَيَّدَكُمْ بِنَصْرِهٖ وَ رَزَقَكُمْ مِّنَ الطَّيِّبٰتِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ ﴿٢٦﴾

আল্লাহর ডাকে সাড়া দেয়া ফরজ

২৪. ওহে যারা ঈমান এনেছো! তোমরা আল্লাহর ডাকে সাড়া দিও। আর রাসূলের ডাকেও (সাড়া দিও!) যখন সে তোমাদেরকে (জাতীয়) জীবন দানের জন্য (তথা জিহাদের জন্য) আহ্বান করবে। আর জেনে রেখো! আল্লাহ ব্যক্তি ও তার অন্তরের মাঝে প্রতিবন্ধক হতে পারেন (মানে আল্লাহর হুকুম ছাড়া মানুষ কিছুই করতে পারে না) আর তোমরা সবাই আল্লাহর কাছেই ফিরে যাচ্ছ।

আইন ও বিধানঃ আল্লাহ ও রাসূলের ডাকে সাড়া দেয়া ফরজ। আর জিহাদ-ই মুসলিমদের জাতীয় জীবনের সোপান। জিহাদের মাধ্যমেই দ্বীন কায়েম হবে এবং জিহাদ করেই দ্বীনকে টিকিয়ে রাখতে হবে।

২৫. আর ঐসব বিপর্যয় থেকে বেঁচে থাকো! যা (চলে এলে তোমাদের সবাইকে ক্ষতিগ্রস্ত করবে) বেঁছে বেঁছে শুধু পাপিষ্ঠদেরকে-ই আক্রান্ত করবে না। আর জেনে রেখো! আল্লাহ শাস্তি দানে কঠোর।

জ্ঞাতব্যঃ জিহাদ বা যুদ্ধ ছেড়ে দিলে জাতি ধ্বংস হয়ে যাবে আর তখন সামগ্রিক বিপর্যয় এসে সবাইকে গ্রাস করবে।

২৬. তখনকার কথা স্মরণ করোঃ যখন তোমরা এ ভূমিতে নগণ্য আর অসহায় ছিলে, তোমরা সদা আতংকিত থাকতে কখন জানি লোকজন তোমাদের উপর চড়াও হবে (অত্যাচার করবে, ধরে ধরে হত্যা করবে।) তখন তিনি-ই তোমাদের আশ্রয় দিয়েছেন, বিশেষ সাহায্য দিয়ে তোমাদেরকে শক্তিশালী করেছেন, দিয়েছেন উত্তম রিজিক যেন তোমরা শোকর করো। (অন্তরে নিয়ামাতের গুরুত্ব অনুধাবন করে বাস্তব জীবনে আল্লাহর বিধি-বিধান মেনে চলার নাম আল্লাহর শোকর আদায় করা।)

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَخُوْنُوا اللّٰهَ وَ الرَّسُوْلَ وَ تَخُوْنُوْٓا اَمٰنٰتِكُمْ وَ اَنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ ﴿٢٧﴾ وَ اعْلَمُوْٓا اَنَّمَآ اَمْوَالُكُمْ وَ اَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ ۙ وَّ اَنَّ اللّٰهَ عِنْدَهٗٓ اَجْرٌ عَظِيْمٌ ﴿٢٨﴾

গোপনীয়তা রক্ষা করা বনাম খিয়ানত

পটভূমিঃ আহযাবের যুদ্ধে মিত্রবাহিনী মদীনাহ অবরোধ করেছিল এবং মুসলিমগণ খন্দক খনন করে প্রতিরোধ করেছিলেন। ইয়াহুদ গোত্র বানী-কুরাইযাহ ইসলামী সরকারের সাথে কৃত নিরাপত্তা চুক্তি ভঙ্গ করে মিত্রবাহিনীকে সাহায্য করেছিল। মিত্রবাহিনী পালিয়ে যাবার পর রাসূল সাঃ বানী-কুরাইযাহ অবরোধ করলেন এবং তাদেরকে আত্মসর্পণের আহ্বান জানালেন। এক পর্যায়ে ইয়াহুদ গোত্রটি আবু লুবাবাহ মারওয়ান বিন আব্দুল মুনযির রাঃ কে তাদের কাছে পাঠাতে আবেদন জানালে রাসূল সা. আবু-লুবাবাহ রা.কে ইয়াহুদ গোত্র বানী-কুরাইযাহর কাছে

পাঠালেন। এ গোত্রের সাথে আবু লুবাবাহ রাঃ এর ব্যক্তিগতভাবে ভালো সম্পর্কে ছিল। ইয়াহুদ তার কাছে জানতে চাইলঃ আত্মসমর্পণ করলে তাদের কি পরিণতি হবে? আবু-লুবাবাহ হাতের ইশারায় বুঝালেনঃ জবেহ করা হবে। (দেখুনঃ কুরতুবী, জালালাইন) এ ঘটনার প্রতি ইঙ্গিত করে নাযিল হয়েছে..

২৭. ওহে যারা ঈমান এনেছো! (শোনো!) তোমরা আল্লাহ ও রাসূলের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করো না, তোমাদের (কাছে রাখা) আমানতকে নষ্ট করো না। অথচ তোমরা জানো (যে আমানত নষ্ট করা মহাপাপ। ইসলামী আইন মতে ন্যায়সঙ্গত দায়িত্বও একটি আমানত।)

২৮. (আবু-লুবাবাহ রাঃ একজন সম্মানিত আনসারী সাহাবী। তিনি আক্বাবাহর শপথে অংশ নিয়েছিলেন। তাফসীরের কিতাবাদীতে বলা হয়েছে আবু-লুবাহ রাঃএর সন্তান ও সম্পদ বানী-কুরাইযাহর কাছে রক্ষিত ছিল। তবে তার সন্তান ও সম্পদ কেন তাদের কাছে রক্ষিত ছিল এ কথা বলা হয়নি। হতে পারে হয়ত তিনি তাদের থেকে ঋণ নিয়ে ছিলেন এবং সন্তান ও সম্পদ তাদের কাছে বন্ধক হিসেবে রেখেছিলেন। তখনকার সময়ে মাঝে মাঝে এমন করা হত বলে হাদীছে প্রমাণ পাওয়া যায়। আর নতুবা তাদের দুর্গের ভিতর হয়ত তার কোনো ঘর ছিল আর যুদ্ধের সময় নিরাপত্তার কারণে হয়ত তিনি তার সন্তান ও সম্পদ সেখানে রেখেছিলেন। আসল ব্যাপার আল্লাহ-ই ভালো জানেন। আর এজন্যই নিজের সন্তান ও সম্পদের নিরাপত্তা বিধানে তাদেরকে প্ররোচিত করতে-ই তিনি কাজটি করেছিলেন। বিষয়টির প্রতি ইঙ্গিত করে নাযিল হয়েছে) আর জেনে রেখো! তোমাদের সম্পদ ও সন্তান পরীক্ষা স্বরূপ। আল্লাহর কাছেই রয়েছে মহা পুরস্কার।

আইন ও বিধানঃ গোপন তথ্যের গোপনীয়তা রক্ষা করা ফরজ। জাতীয় ইস্যুতে গোপন তথ্য প্রকাশ করে দেওয়াকে খিয়ানত বা জাতীয় গাদ্দারী বলা হয়। এর সাজা হিসেবে সরকার প্রধান বা সামরিক আদালত ওই ব্যক্তিকে কঠিন শাস্তি দিতে পারবে এমনকি উপযুক্ত মনে করলে মৃত্যুদন্ডেও দন্ডিত করতে পারবে।

জ্ঞাতব্যঃ সাহাবী আবু-লুবাবাহ আসলে গাদ্দারীর উদ্দেশ্যে কাজটি করেননি। তাসত্ত্বেও নিজের ভুল বুঝতে পেরে তিনি তাওবাহ করেছিলেন এবং রাসূল সাঃ তাকে মাফ করে দিয়েছিলেন। আর এমন লোকদের মাফ করে দেওয়াই উত্তম কাজ। মনে রাখবে! শুধু সাজা দেওয়াই দায়িত্বশীলের কাজ নয় বরং যারা ভুল করে ফেলেছে তাদেরকে মাফ করে দিয়ে নিজের মহত্ব বজায় রাখাও নেতার অন্যতম কাজ।

আবু-লুবাবাহ রাঃ এর তাওবাহঃ আবু-লুবাবাহ রাঃ নিজের ভুল বুঝতে পেরে তাওবাহ করেছিলেন। তাওবাহর পদ্ধতি হিসেবে তিনি নিজেকে রাসূলুল্লাহ সাঃ এর মসজিদের এক খুটির সাথে বেঁধে ফেলেন এবং শপথ করেন রাসূল সাঃ খুশী হয়ে খুলে না দিলে তিনি বাঁধন মুক্ত হবেন না। (সালাতের সময় হলে তার মেয়ে অথবা স্ত্রী এসে খুলে দিতেন এবং সালাত শেষ করে তিনি পুনরায় স্বস্থানে চলে যেতেন।) এভাবে ৯ দিন চলে যায়। এক পর্যায়ে তিনি বেহুঁশ হয়ে পড়ে যান। পরে তার তাওবাহ কবুলের সিদ্ধান্ত দিয়ে আয়াত নাযিলের পর লোকজন খুশী হয়ে তাকে মুক্ত করতে আসেন। তখন তিনি জানান "তিনি শপথ করেছেন রাসূল সাঃ খুলে না দিলে বাঁধন মুক্ত হবেন না। পরে যখন রাসূল সাঃ এসে তাকে মুক্ত করলেন তখন তিনি বললেনঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি আমার সম্পদ আল্লাহর রাহে দান করে দিতে চাই। রাসূল সাঃ বললেনঃ এক তৃতীয়াংশ দান করে দাও। (দেখুন তাফসীর ইবন কাছীর)

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِنْ تَتَّقُوا اللّٰهَ يَجْعَلْ لَّكُمْ فُرْقَانًا وَّ يُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّاٰتِكُمْ وَ يَغْفِرْ لَكُمْ ؕ وَ اللّٰهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيْمِ ﴿٢٩﴾

ফুরক্বানঃ আল্লাহর দেয়া এক বিশেষ ক্ষমতা

২৯. মুঅমিনগণ! তোমরা যদি আল্লাহর তাকওয়া অর্জন করতে পার তবে আল্লাহ তোমাদেরকে ফুরক্বান (সত্যমিথ্যা নির্ণয়ের সঠিক জ্ঞান) দান করবেন, তোমাদের পাপসমূহ মোচন করে দেবেন এবং তোমাদের ক্ষমা করে দেবেন। আর (জেনে রেখো!) আল্লাহ মহাঅনুগ্রহশীল।

জ্ঞাতব্যঃ যে ব্যক্তি আল্লাহর তাকওয়া অর্জন করতে পারবে আল্লাহ তাকে ফুরক্বান দান করবেন। তখন সে ভালোমন্দের বিভেদ বুঝতে পারবে, সত্য ও মিথ্যার ভেদাভেদ নির্ণয় করতে পারবে, বুঝতে পারবে কোনটা ভুল আর কোনটা সঠিক। আর হয়ত এ বিষয়টির প্রতি ইঙ্গিত করেই রাসূল সাঃ ওয়াবিস্বাহ রাঃকে বলেছিলেনঃ ওয়াবিস্বাহ! অন্যকে জিজ্ঞেস করার আগে প্রথমে নিজের মনকে জিজ্ঞেস করো---। (মুসনাদে আহমদঃ ১৮০০৬। হাদীছটি দীর্ঘ, হাদীছটি সাহীহ)

ফুরকান পরিচিতিঃ যে নীতি বা শক্তির মাধ্যমে ভালো-মন্দ এবং হক ও বাতিলের পার্থক্য নির্ণয় করা যায় তাকে ফুরকান বলে। এখানে ফুরকান বলে বুঝানো হয়েছে এমন সব নীতিমালা ও বৈশিষ্ট্য যার দ্বারা মানুষ ভালো ও মন্দের পার্থক্য সঠিকভাবে নির্ণয় করতে পারবে।

আসলে মানব জীবনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কাজ সমূহের অন্যতম হচ্ছে ভালো ও মন্দকে সঠিকভাবে চিহ্নিত করা। কারণ ভালো ও মন্দকে সঠিকভাবে চিহ্নিত করতে না পারলে মানুষ মন্দকে ভালো আর ভালোকে মন্দ মনে করে ভুল পথে অগ্রসর হয়ে জীবনের সর্বনাশ করে ফেলতে পারে।

সঠিকভাবে ভালোমন্দ চিহ্নিত করতে হলে প্রয়োজন সঠিক মানদন্ড তথা সঠিক জ্ঞান, সঠিক নীতিমালা আর সঠিক মানবীয় বৈশিষ্ট্য। কারণ এসবই হচ্ছে সঠিকভাবে ভালো ও মন্দ নির্ণয়ের সঠিক উপাদান। আর এসব উপাদানের মূল উৎস হলেন মহান আল্লাহ তায়া'লা। তিনি যাকে ইচ্ছা এ ফুরকান দান করে থাকেন। আর আল্লাহ স্বয়ং ঘোষণা দিয়েছেন "যে ব্যক্তি আল্লাহর তাকওয়া অর্জন করতে পারবে আল্লাহ তাকে ফুরক্বান দান করবেন"।

তাকওয়া পরিচিতিঃ তাক্বওয়ার মূল শব্দ বিক্বায়াহ অর্থ বেঁচে থাকা। আল্লাহর ভয়ে যাবতীয় কুফর, শিরক ও পাপাচার থেকে বেঁচে থাকার নাম তাক্বওয়া। আর যে ব্যক্তি তাক্বওয়া অর্জন করলো তাকে বলা হয় মুত্তাক্বী। উল্লেখ্য তাক্বওয়ার ৩টি স্তর রয়েছে। যথা.. অত্যাবশ্যকীয় তাক্বওয়া, আবশ্যক্যকীয় তাক্বওয়া এবং পরিপূর্ণ তাক্বওয়া।

অত্যাবশ্যকীয় তাকওয়াঃ প্রতিটি মুসলিমের জন্য অত্যাবশ্যকীয় তাকওয়া হলো সকল প্রকার কুফর ও শিরক থেকে বেঁচে থাকা। মুসলিম পুরুষ নারী সবাইকে অত্যাবশ্যকীয় এতটুকু তাকওয়া অর্জন করতে হবে। নতুবা কুফর শিরকে জড়িয়ে গেলে তার ঈমান বাঁচানো সম্ভব হবে না। বরং তখন তার ঈমান নষ্ট হয়ে যাবে এবং সে চির জাহান্নামী মুনাফিক হয়ে যাবে।

আবশ্যকীয় তাকওয়াঃ প্রতিটি মুসলিমের জন্য আবশ্যকীয় তাক্বওয়া হলো সকল প্রকার কাবীরাহ থেকে বেঁচে থাকা। মুঅমিন হতে হলে এবং মুঅমিন হিসেবে জীবন যাপন করতে হলে অবশ্যই এ তাকওয়া অর্জন করতে হবে। নতুবা সে ফাসিক হয়ে যাবে এবং তার আখেরাত অনিশ্চিত হয়ে যাবে।

পরিপূর্ণ তাকওয়াঃ অর্থাৎ ছোটবড় সকল প্রকার পাপ থেকে বেঁচে থাকা, যা মানুষের পক্ষে প্রায় অসম্ভব। মহান আল্লাহ-ই কেবল তার পছন্দের বান্দাকে এমন তাকওয়ার অধিকারী করতে পারেন।

وَ اِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لِيُثْبِتُوْكَ اَوْ يَقْتُلُوْكَ اَوْ يُخْرِجُوْكَ ؕ وَ يَمْكُرُوْنَ وَ يَمْكُرُ اللّٰهُ ؕ وَ اللّٰهُ خَيْرُ الْمٰكِرِيْنَ ﴿۳۰﴾

আল্লাহর কৌশল-ই বিজয়ী হয়

৩০. (হে নবী! স্মরণ করো! হিজরতের আগ মুহূর্তে) যখন কাফিররা তোমাকে নিয়ে চক্রান্ত করছিল (তথা কাফির সংসদে আলোচনা করছিল যে) তারা তোমাকে বন্দী করবে, না হত্যা করবে, না দেশান্তর করবে? তারা (তোমাকে চিরতরে শেষ করে দেবার) চক্রান্ত করছিল আর আল্লাহ (তোমাকে মদীনায় প্রতিষ্ঠিত করার) কৌশল করছিলেন। (শেষ পর্যন্ত আল্লাহর কৌশল-ই বিজয়ী হয়েছে। কারণ) আল্লাহ সর্বোত্তম কৌশলী।

وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا قَالُوا قَدْ سَمِعْنَا لَوْ نَشَاءُ لَقُلْنَا مِثْلَ هَٰذَا إِنْ هَٰذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ ﴿٣١﴾

কাফিরদের কুরআন বিরোধিতা

পটভূমিঃ নাদ্বার বিন হারিছ মক্কার একজন শিক্ষিত চৌকস পুরুষ। দেশ-দেশান্তরে ঘুরে বেড়ানো এবং বই পড়া তার শখ। সে নানা স্থান ভ্রমণ করত, নানা ধরনের বই কিনে আনত এবং লোকজনকে গল্প শোনাত। কুরআন নাযিলের ধারাবাহিকতায় প্রথম দিকে যেসব আয়াত নাযিল হলো এর অধিকাংশই ছিল ঐতিহাসিক নানা ঘটনা। তাই নাদ্বার বললঃ এসব ঘটনা আমার জানা আছে। আমি চাইলে এসব বলতে পারি। (অন্যরা নাদ্বারের কথায় সমর্থন দিল) বিষয়টির প্রতি ইঙ্গিত করে নাযিল হয়েছে..

৩১. তাদের সামনে যখন আল্লাহর কিতাব পাঠ করা হয় তখন তারা বলেঃ আমরা এসব শুনেছি, চাইলে আমরাও এমন বলতে পারব। এসব আগেকার রূপকথা বৈ কিছুই নয়।

وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ هَٰذَا هُوَ الْحَقَّ مِنْ عِنْدِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِنَ السَّمَاءِ أَوِ ائْتِنَا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ﴿٣٢﴾ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ ۚ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ ﴿٣٣﴾ وَمَا لَهُمْ أَلَّا يُعَذِّبَهُمُ اللَّهُ وَهُمْ يَصُدُّونَ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَمَا كَانُوا أَوْلِيَاءَهُ ۚ إِنْ أَوْلِيَاؤُهُ إِلَّا الْمُتَّقُونَ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٣٤﴾ وَمَا كَانَ صَلَاتُهُمْ عِنْدَ الْبَيْتِ إِلَّا مُكَاءً وَتَصْدِيَةً ۚ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ ﴿٣٥﴾

মসজিদ জবর দখল করে রাখা ও মনগড়া ইবাদত করা কাফিরদের কাজ

পটভূমিঃ মক্কার মুশরিকরা মনে করত তারা-ই সঠিক এবং ধার্মিক। আর মুহাম্মাদ ও তার আনুসারীরা ধর্মের নামে অথর্ব সৃষ্টিকারী, বিচ্ছিন্নতাবাদী, বিভ্রান্ত। আরবের মুশরিকরা এমন বিশ্বাসের উপর অবিচল ছিল। তাই মুহাম্মাদ সাঃ এবং উনার আনীত বিধানকে বিভ্রান্তি হিসেবে চিহ্নিত করে তারা জনসম্মুখে উন্মুক্ত চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দিয়েছিল। যে বিষয়ের প্রতি ইঙ্গিত করে নাযিল হয়েছে...

৩২. (হে মানুষ! স্মরণ করো!) যখন তারা বলেছিলঃ হে আল্লাহ! (মুহাম্মাদ যা বলছে) এটাই যদি তোমার পক্ষ থেকে আগত সঠিক হয় তবে আকাশ থেকে আমাদের উপর শিলা নিক্ষেপ করো, অথবা নাযিল করো কোনো কঠিন আযাব।

৩৩. (তাদের এমন চ্যালেঞ্জের প্রতি উত্তরে আল্লাহ বললেন। হে নবী!) তুমি তাদের কাছে বিদ্যমান থাকা অবস্থায় আল্লাহ তাদের আযাব দেবেন না। (এবং তুমি চলে যাবার পরও) আল্লাহ তাদের (এমন ধ্বংসাত্বক) আযাব দেবেন না। (আর তখন তাদের উপর আযাব না আসার একমাত্র) কারণ তারা (মক্কাতে অবস্থানকারী অসহায় মুঅমিনরা) ইস্তিগফার করছে।

৩৪. নতুবা কেন তাদের আযাব দেওয়া হবে না? তারা (বড় বড় পাপ করছে) মাসজিদ হারাম থেকে (মুসলিমদের) বিরত রাখছে, অথচ তারা এর বৈধ তত্ত্বাবধায়ক নয় (বরং তারা হলো আল্লাহর ঘরের অবৈধ দখলদার।) এর বৈধ তত্ত্বাবধায়ক হলো মুত্তাক্বীগণ। কিন্তু অধিকাংশ মানুষ এটা বুঝে না। (যে ব্যক্তি আল্লাহর ভয়ে কুফর, শিরক ও পাপাচার থেকে বেঁচে থাকে তাকে মুত্তাক্বী বলা হয়)

৩৫. মাসজিদ হারামে তাদের নামায বলতে ছিল শিষ দেয়া ও তালি বাজানো। (যারা ইবাদতের নামে মনগড়া কাজ করে তারা আযাবেরই যোগ্য। পরকালে তাদের বলা হবে) আযাব আস্বাদন করো, এটা তোমাদের কুফরের ফসল।

ঈমান ও আক্বীদাহঃ আল্লাহ রাসূল পাঠান মানুষকে ইবাদাত শিখানোর জন্য। আল্লাহর বিধান মেনে চলা এবং রাসূল সাঃ এর অনুকরণ করা-ই ইবাদাতের মূল কথা। ইবাদাতের নামে মনগড়া কাজ করা বিদয়াত। বিদয়াত দেখতে ইবাদাতের মত হলেও আসলে ইবাদাত নয়। বরং বিদয়াত আসলে পাপ কাজ, বিদয়াত কুফর ও শিরকের দোয়ার উন্মুক্ত করে দেয় এবং ক্ষেত্র বিশেষে মানুষকে কুফর শিরক পর্যন্ত পৌছে দেয়।

মসজিদ নির্মাণ ও পরিচালনাঃ যারা মুত্তাক্বী যারা কুফর শিরক ও কাবিরাহ গুনাহ থেকে বিরত থাকে কেবল তারাই মসজিদ নির্মাণ ও পরিচালনার উপযুক্ত। আর যারা কুফর শিরক এবং কাবিরাহ গুনায় লিপ্ত তারা মসজিদ নির্মাণ ও পরিচালনার যোগ্য নয়। এ সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে দেখুন সূরাহ তাওবাহ আয়াত ১৮।

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يُنفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ لِيَصُدُّوا عَن سَبِيلِ اللَّهِ ۚ فَسَيُنفِقُونَهَا ثُمَّ تَكُونُ عَلَيْهِمْ حَسْرَةً ثُمَّ يُغْلَبُونَ ۗ وَالَّذِينَ كَفَرُوا إِلَىٰ جَهَنَّمَ يُحْشَرُونَ ﴿٣٦﴾

মানুষকে আল্লাহর পথ থেকে ফিরিয়ে রাখা কুফর

৩৬. যারা কুফর করে তারা (মানুষকে) আল্লাহর পথ থেকে ফিরিয়ে রাখতে সম্পদ ব্যয় করে এবং ভবিষ্যতে আরও ব্যয় করবে। তারপর আফসোস করবে এবং পরাজিত হবে। যারা কুফর করে তাদেরকে জাহান্নামে জমা করা হবে।

ঈমান ও আক্বীদাহঃ মানুষকে আল্লাহর পথ থেকে ফিরিয়ে রাখা কুফর। যে কুফরের সাথে সরাসরি জড়িত আমাদের সমাজের অনেক নেতা এবং অনেক দলবাজ হুজুর। সাধারণত নেতারা মানুষকে জিহাদ ও দ্বীন কামেয়ের সংগ্রাম থেকে ফিরিয়ে রাখেন আর দলবাজ হুজুররা ফিরিয়ে রাখেন কুরআন সুন্নাহর সঠিক অনুকরণ থেকে।

لِيَمِيزَ اللَّهُ الْخَبِيثَ مِنَ الطَّيِّبِ وَيَجْعَلَ الْخَبِيثَ بَعْضَهُ عَلَىٰ بَعْضٍ فَيَرْكُمَهُ جَمِيعًا فَيَجْعَلَهُ فِي جَهَنَّمَ ۚ أُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ ﴿٣٧﴾

যুদ্ধের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

৩৭. আল্লাহ এমনটি (যুদ্ধের ব্যবস্থা) করে থাকেন ভালো থেকে মন্দকে আলাদা করার জন্য এবং মন্দকে মন্দের সাথে মিশিয়ে একত্র করে জাহান্নামে নিক্ষেপ করার জন্য। আসলে (যারা মন্দকাজ করে বা মন্দকে সমর্থন করে) এরাই ক্ষতিগ্রস্থ।

قُلْ لِّلَّذِيْنَ كَفَرُوْٓا اِنْ يَّنْتَهُوْا يُغْفَرْ لَهُمْ مَّا قَدْ سَلَفَ ۚ وَاِنْ يَّعُوْدُوْا فَقَدْ مَضَتْ سُنَّتُ الْاَوَّلِيْنَ ﴿٣٨﴾

ইসলাম বিদ্বেষীদের প্রতি কঠোর হুঁশিয়ারি

৩৮. (হে নবী!) যারা কুফর করে তাদের বলে দাওঃ তারা যদি (ইসলাম বিদ্বেষ থেকে) বিরত থাকে তবে তাদের অতীত মাফ করে দেয়া হবে। আর তারা যদি আবার (যুদ্ধে/ইসলাম বিরোধিতায়) ফিরে আসে তবে অতীত জাতি সমূহের (মত তাদের ব্যাপারেও একই) নিয়ম কার্যকর হবে।

وَقٰتِلُوْهُمْ حَتّٰى لَا تَكُوْنَ فِتْنَةٌ وَّيَكُوْنَ الدِّيْنُ كُلُّهٗ لِلّٰهِ ۚ فَاِنِ انْتَهَوْا فَاِنَّ اللّٰهَ بِمَا يَعْمَلُوْنَ بَصِيْرٌ ﴿٣٩﴾
وَاِنْ تَوَلَّوْا فَاعْلَمُوْٓا اَنَّ اللّٰهَ مَوْلٰىكُمْ ۭ نِعْمَ الْمَوْلٰى وَنِعْمَ النَّصِيْرُ ﴿٤٠﴾

মুসলিমদের যুদ্ধ মূলত শিরক নির্মূল করার জন্য

৩৯. (হে মুসলিমগণ! যারা আল্লাহর দ্বীনের বিরোধিতা করে) তোমরা তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করো, যতক্ষন না (সামাজিকভাবে) ফিতনাহ (শিরক) নির্মূল হয় এবং সার্বিকভাবে আল্লাহর দ্বীন প্রতিষ্ঠিত হয়। আর তারা যদি (ইসলাম বিদ্বেষ থেকে) বিরত থাকে তবে (মনে রেখো) আল্লাহ তাদের সকল কাজ প্রত্যক্ষ করছেন।

৪০. আর তারা যদি (আল্লাহর দ্বীন) প্রত্যাখ্যান করে তবে জেনে রাখো! আল্লাহ তোমাদের মাওলা (অভিভাবক), উৎকৃষ্ট মাওলা, উৎকৃষ্ট সাহায্যকারী।

আইন ও বিধানঃ শিরক ভিত্তিক রাষ্ট্র বা সমাজ মেনে নেয়া ইসলামী সরকারের জন্য বৈধ নয়। তবে মুশরিকরা ইসলামী সমাজে বসবাস করতে পারবে, এখানে নিজেদের খোদার পূজা করতে পারবে, তারা ব্যক্তিগত ও দলগতভাবে নিজ নিজ ধর্ম পালন করতে পারবে।

তবে ইয়াহুদ ও খৃষ্টান তথা আহলে কিতাবের রাষ্ট্র ও সমাজ মেনে নিতে ইসলামী সরকারকে আদেশ দেয়া হয়েছে, যদি তারা ইসলামী সরকারের শ্রেষ্ঠত্ব মেনে নেয় এবং যিজয়া দিতে সম্মত হয়। (দেখুন সূরাহ তাওবাহঃ ২৯)

وَ اعْلَمُوْٓا اَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِّنْ شَیْءٍ فَاَنَّ لِلّٰهِ خُمُسَهٗ وَ لِلرَّسُوْلِ وَ لِذِی الْقُرْبٰی وَ الْیَتٰمٰی وَ الْمَسٰكِیْنِ وَ ابْنِ السَّبِیْلِ ۙ اِنْ كُنْتُمْ اٰمَنْتُمْ بِاللّٰهِ وَ مَاۤ اَنْزَلْنَا عَلٰی عَبْدِنَا یَوْمَ الْفُرْقَانِ یَوْمَ الْتَقَی الْجَمْعٰنِ ؕ وَ اللّٰهُ عَلٰی كُلِّ شَیْءٍ قَدِیْرٌ ﴿۴۱﴾

গণিমতের মালিকানা ও বন্টন বিধান

৪১. (হে মুসলিমগণ! তোমরা যারা আল্লাহর পথে যুদ্ধ করবে তারা সবাই) জেনে রাখো! তোমরা গণিমত হিসেবে যা অর্জন করবে এর এক পঞ্চমাংশ (২০% এর মালিকানা) আল্লাহর, (তত্ত্বাবধায়ন অধিকার) রাসূলের (তথা ইসলামী সরকারের। আর ভোগ করার অধিকার রাসূলের) আত্মীয়স্বজনের, ইয়াতীমের, মিসকীনের ও পথিকের। তোমরা যদি আল্লাহর উপর ঈমান এনে থাকো এবং দুই দলের চূড়ান্ত যুদ্ধের দিনে (বদরে) আমি আমার বান্দার উপর যা নাযিল করেছি এতে যদি বিশ্বাসী হয়ে থাকো (তাহলে উল্লেখিত বিধান মেনে নিও আর জেনে রেখো!) আল্লাহ সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী।

জ্ঞাতব্যঃ ইসলাম শুধু একটি ধর্মই নয়, ইসলাম একটি পরিপূর্ণ জীবন আদর্শ। শান্তির সমাজ ও সমৃদ্ধ জাতি গঠন ইসলামের অন্যতম মৌলিক শিক্ষা। ইসলামী সমাজনীতিতে সরকার হবে প্রতিনিধিত্বশীল, যারা আল্লাহ ও রাসূলের প্রতিনিধিত্ব করবে। ইসলামী সরকার পদ্ধতির নাম খিলাফাহ মানে প্রতিনিধিত্বশীল সরকার। তাই ইসলামী সমাজে আল্লাহ ও রাসূলের প্রতিনিধি হিসেবে গনিমতের মালিক হয় ইসলামী সরকার। ইসলামী বিধান মতে গণিমতের ২০% সরকারকে দিতে হবে। বাকী ৮০% যুদ্ধাদের মাঝে বন্টন করা হবে। আর সরকারের অংশ থেকে রাসূলের পরিবারকে দিতে হবে কারণ তাদেরকে যাকাত দেয়া হয় না। তারপর অন্যান্য অভাবী নাগরিকদের দিতে হবে।

اِذْ اَنْتُمْ بِالْعُدْوَةِ الدُّنْیَا وَ هُمْ بِالْعُدْوَةِ الْقُصْوٰی وَ الرَّكْبُ اَسْفَلَ مِنْكُمْ ؕ وَ لَوْ تَوَاعَدْتُّمْ لَاخْتَلَفْتُمْ فِی الْمِیْعٰدِ ۙ وَ لٰكِنْ لِّیَقْضِیَ اللّٰهُ اَمْرًا كَانَ مَفْعُوْلًا ۙ لِّیَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْۢ بَیِّنَةٍ وَّ یَحْیٰی مَنْ حَیَّ عَنْۢ بَیِّنَةٍ ؕ وَ اِنَّ اللّٰهَ لَسَمِیْعٌ عَلِیْمٌ ﴿۴۲﴾

বদর যুদ্ধে আল্লাহর কৌশল

৪২. (হে মুসলিমগণ! স্মরণ করো! বদর যুদ্ধের প্রাক্কালে) যখন তোমরা ছিলে (বদর) উপত্যকার কাছের দিকে এবং তারা (মুশরিকরা) ছিল দূরের দিকে আর (ব্যবসায়ী) কাফেলা ছিল তোমাদের থেকে নিম্ন ভূমিতে (সাগরের পাদদেশে। তখন নিয়মতান্ত্রিক ঘোষণা ছাড়াই অপ্রত্যাশিত ভাবে যুদ্ধ বেঁধে গেল। আর এটাই ছিল আল্লাহর কৌশল। কারণ) নিয়মতান্ত্রিকভাবে (যুদ্ধের) ঘোষণা হলে তোমরা বিষয়টি নিয়ে বিভক্ত হয়ে যেতে। কিন্তু আল্লাহ যা ইচ্ছা করলেন তাই ঘটালেন। যেন আল্লাহ যাকে ধ্বংস করতে চান তাকে স্পষ্টত-ই ধ্বংস করে ফেলেন আর তিনি যাকে বাঁচিয়ে রাখতে চান তাকে সুস্পষ্টভাবে বাঁচিয়ে রাখেন। নিশ্চয় আল্লাহ সর্বশ্রোতা, মহাজ্ঞানী।

اِذْ يُرِيْكَهُمُ اللّٰهُ فِيْ مَنَامِكَ قَلِيْلًا ؕ وَ لَوْ اَرٰىكَهُمْ كَثِيْرًا لَّفَشِلْتُمْ وَ لَتَنَازَعْتُمْ فِي الْاَمْرِ وَ لٰكِنَّ اللّٰهَ سَلَّمَ ؕ اِنَّهٗ عَلِيْمٌۢ بِذَاتِ الصُّدُوْرِ ﴿٤٣﴾ وَ اِذْ يُرِيْكُمُوْهُمْ اِذِ الْتَقَيْتُمْ فِيْۤ اَعْيُنِكُمْ قَلِيْلًا وَّ يُقَلِّلُكُمْ فِيْۤ اَعْيُنِهِمْ لِيَقْضِيَ اللّٰهُ اَمْرًا كَانَ مَفْعُوْلًا ؕ وَ اِلَى اللّٰهِ تُرْجَعُ الْاُمُوْرُ ﴿٤٤﴾

পটভূমিঃ বদর যুদ্ধের প্রাক্কালে রাসূল সাঃ স্বপ্নে দেখলেন মুশরিকরা তেমন বেশী নয়। রাসূল সাঃএর স্বপ্ন শোনে সাহাবাগণ খুব খুশী হলেন। আসলে মহান আল্লাহ সাহাবাদের খুশী করানোর জন্যই এমন স্বপ্ন দেখিয়ে ছিলেন এবং এ স্বপ্নের অর্থ ছিল মুসলিম বাহিনী অনায়াশে-ই শত্রুপক্ষের উপর বিজয় অর্জন করবে। এর প্রতি ইঙ্গিত করে নাযিল হয়েছে..

৪৩. (হে নবী! স্মরণ করো! যুদ্ধকালে) যখন আল্লাহ তোমাকে স্বপ্নে দেখিয়ে ছিলেনঃ তারা অল্প কজন। তিনি যদি তোমাকে তাদের সংখ্যা বেশী দেখাতেন তবে তোমরা ভয় পেয়ে যেতে, যুদ্ধের ব্যাপারে বিবাদ করতে। কিন্তু আল্লাহ তোমাদেরকে এসব থেকে রক্ষা করেছেন। নিশ্চয় তিনি অন্তরের ব্যাপারে অবগত।

৪৪. (হে মুসলিমগণ! স্মরণ করো) যখন তোমরা শত্রুর মোকাবিলা করছিলে তখন আল্লাহ তোমাদের চোখে দেখিয়েছেনঃ তারা অল্প আর তাদের চোখে দেখিয়েছেনঃ তোমরা অল্প। যেন (উভয় পক্ষ আগ্রহী এবং আশাবাদী হয়ে যুদ্ধে নামে এবং) আল্লাহ যা ঘটাতে ইচ্ছা করেছেন তাই ঘটান। আর (শোনো!) সবকিছু প্রত্যাবর্তিত হয় আল্লাহর দিকে-ই (তথা আল্লাহই সবকিছুর মূল উৎস।)

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْۤا اِذَا لَقِيْتُمْ فِئَةً فَاثْبُتُوْا وَ اذْكُرُوا اللّٰهَ كَثِيْرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ ﴿٤٥﴾ وَ اَطِيْعُوا اللّٰهَ وَ رَسُوْلَهٗ وَ لَا تَنَازَعُوْا فَتَفْشَلُوْا وَ تَذْهَبَ رِيْحُكُمْ وَ اصْبِرُوْا ؕ اِنَّ اللّٰهَ مَعَ الصّٰبِرِيْنَ ﴿٤٦﴾

বিভক্তি বা দলাদলি জাতিকে ধ্বংস করে দেয়

৪৫. ওহে যারা ঈমান এনেছো! (শোনো!) যখন তোমরা শত্রুর মোকাবিলা করবে তখন অনঢ় ও অবিচল থাকবে আর আল্লাহকে অধিক স্মরণ করবে, এতে তোমরা সফল হতে পারবে।

৪৬. আর আল্লাহ ও রাসূলের আনুগত্য করবে এবং (দ্বীনের পথে ঐক্যবদ্ধ থাকবে) পরস্পরে বিবাদ করবে না। এতে (বিবাদ করলে) তোমরা ভীত হয়ে যাবে, তোমাদের বাতাস বেরিয়ে (শক্তি নিঃশেষ হয়ে) যাবে।

আর (এ জন্য) সবর করবে (তথা আল্লাহর পথে অটল ও অবিচল থাকবে। মনে রাখবে) আল্লাহ তাদের সঙ্গে থাকেন যারা সবর করে (তথা তার পথে অটল ও অবিচল থাকে।)

জ্ঞাতব্যঃ উক্ত আয়াতে দুটি বিষয়ে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। একটি আদেশ সূচক আর একটি নিষেধ সূচক। যথা..

- আল্লাহ ও রাসূলের আনুগত্য করতে আদেশ দেওয়া হয়েছে। ইসলামের মূল বিষয় আনুগত্য। আনুগত্য ছাড়া ইসলাম হয় না। আল্লাহ ও রাসূলের আনুগত্য করতে হয় ঐক্যবদ্ধভাবে। ইসলামী বিধান মতে আল্লাহ, রাসূল এবং (শর্তসাপেক্ষে) কর্তাব্যক্তিদের আনুগত্য করা ফরজ। আর আল্লাহর বিধানের বিপরীতে অন্য কারো আনুগত্য করা হারাম।
- দ্বীনি বিষয়ে বিবাদ করতে নিষেধ করা হয়েছে। যে ব্যক্তি মুসলিম সমাজে বিবাদ ও বিভাজন তৈরি করে

জাতীয় ঐক্যে ফাটল ধরালো সে আল্লাহ ও রাসূলের আনুগত্য থেকে বেরিয়ে গেল। কারণ বিবাদ ও বিভাজন মানুষকে ভীত বানায়, জাতীয় শক্তিকে ধ্বংস করে দেয়। যার প্রমাণ আজ আমরা নিজেরাই। ইসলামী বিধান মতে মুসলিম সমাজে বিবাদ ও বিভাজন তৈরি করে জাতিকে বিভক্ত করা হারাম।

আমাদের আহ্বানঃ তাই মুসলিম ভাইবোনদের প্রতি আমাদের উদাত্ত আহ্বান; আপনারা পরস্পরে বিবাদ ত্যাগ করুন এবং সকল প্রকার দলাদলি ও দলবাজি ছেড়ে দিন।

মনে রাখবেনঃ কিছু মানুষ তাদের নিজেদের স্বার্থে আমাদের ব্যবহার করছে। তারা নিজেদের মনগড়া মসলক, মিনহাজ ও আক্বীদার দোহাই তুলে মুসলিম সমাজে দ্বন্দ লাগিয়ে শয়তানের এজেন্ডা বাস্তবায়ন করছে।
আসলে আমরা সবাই মুসলিম, আমরা সবাই এক-ই নবীর উম্মত, এক-ই শারীয়াহর অনুসারী। ইসলাম দলীল ভিত্তিক ভিন্নমতের সুযোগ দিয়েছে, এটা ইসলামের উদারতা। তাই ভিন্ন ফিক্বহ মেনে চললেও জাতি হিসেবে আমরা এক। সুতরাং দলীল ভিত্তিক সকল ফিক্বহী মতামত মেনে নিয়ে মুসলিম হিসেবে আমাদের জাতীয় ও সামাজিক ঐক্য বজায় রাখতে হবে। নতুবা বিভ্রান্তি অনিবার্য হয়ে যাবে, জাতি হিসেবে আমরা নিঃশেষ হয়ে যাব।

وَ لَا تَكُوْنُوْا كَالَّذِيْنَ خَرَجُوْا مِنْ دِيَارِهِمْ بَطَرًا وَّ رِئَآءَ النَّاسِ وَ يَصُدُّوْنَ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ؕ وَاللّٰهُ بِمَا يَعْمَلُوْنَ مُحِيْطٌ ﴿٤٧﴾

যুদ্ধে মুসলিম সেনা ও কাফির সেনার নিয়তের ভিন্নতা

৪৭. (হে আমার বান্দারা!) তোমরা তাদের (মক্কার মুশরিকদের) মত হইও না যারা আল্লাহর পথ থেকে (মানুষকে) ফিরিয়ে রাখতে এবং মানুষের কাছে (নিজেদের শক্তি ও ক্ষমতা) প্রদর্শন করতে দম্ভভরে (বদর যুদ্ধে) বের হয়েছে। অথচ তারা যা করে সবকিছু রয়েছে আল্লাহর বেষ্টনীতে।

জ্ঞাতব্যঃ যুদ্ধে বা অভিযানে অথবা কোনো আন্দোলন সংগ্রামে বের হবার সময় নিজের উদ্দেশ্যকে সঠিক ও স্বচ্ছ রাখতে হবে। আর আল্লাহকে খুশী করার জন্য এবং শুধুই আল্লাহর জন্য কাজ করতে হবে। কেবল তখন-ই এ কাজ আল্লাহর কাছে গ্রহণযোগ্যতা পাবে এবং তখন-ই আসবে আল্লাহর সাহায্য।

وَ اِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطٰنُ اَعْمَالَهُمْ وَ قَالَ لَا غَالِبَ لَكُمُ الْيَوْمَ مِنَ النَّاسِ وَ اِنِّيْ جَارٌ لَّكُمْ ۚ فَلَمَّا تَرَآءَتِ الْفِئَتٰنِ نَكَصَ عَلٰى عَقِبَيْهِ وَ قَالَ اِنِّيْ بَرِيْٓءٌ مِّنْكُمْ اِنِّيْٓ اَرٰى مَا لَا تَرَوْنَ اِنِّيْٓ اَخَافُ اللّٰهَ ؕ وَ اللّٰهُ شَدِيْدُ الْعِقَابِ ﴿٤٨﴾

বদর যুদ্ধে ইবলিসের ভূমিকা

পটভূমিঃ বানু-বাকর আরবের শক্তিশালী এক জনগোষ্টি। তাদের এক ব্যক্তিকে হত্যা করেছিল কুরাইশ। ফলে তারা কুরাইশ থেকে প্রতিশোধ নেবার অপেক্ষায় ছিল। কুরাইশরা বদরে যেতে হলে বানু-বাকরকে অতিক্রম করেই যেতে হবে। তাই কুরাইশ নেতারা বিষয়টি নিয়ে শংকিত ছিল।
বানু-বাকরও মুসলিমের বন্ধু ছিল না। তারা মুহাম্মাদ সাঃ ও ইসলামকে পছন্দ করত না। তাই মুসলিমদের শত্রুতার কারণে তারা কুরাইশদের বাঁধা দিল না। কুরাইশ বাহিনী বিনা বাধায় বানু-বাকর এলাকা পার হয়ে গেল। আর এ সুযোগ কাজে লাগিয়ে ইবলিস শয়তান বানু-বাকর নেতা সুরাক্বাহ বিন মালিক রূপে বিরাট বাহিনী নিয়ে কুরাইশের সাথে হাত মিলালো, যুদ্ধে শরীক হবার প্রত্যয় ব্যক্ত করলো এবং বললঃ এ যুদ্ধে তোমরাই বিজয়ী হবে, কেউ

তোমাদের পরাজিত করতে পারবে না।
বদর যুদ্ধে মহান আল্লাহ এক হাজার ফিরিস্তা দিয়ে মুসলিম বাহিনীকে সাহায্য করলেন। জীবরাঈল আঃ ৫০০ শত ফিরিস্তা নিয়ে এক দিকে অবস্থান নিলেন। ৫০০ ফিরিস্তা নিয়ে অন্য দিকে অবস্থান নিলেন মিকাঈল আঃ।
শয়তান তখন মুশরিক নেতাদের সঙ্গে শলা-পরামর্শে রত। তার হাত ছিল এক নেতার হাত ধরা। জিবরাঈল ও মিকাঈলকে দেখে শয়তান ঝাঁকি দিয়ে হাত গুটিয়ে পালিয়ে গেল। মুশরিক নেতারা বললঃ সুরাক্বাহ! তুমি না যুদ্ধে শামিল হতে এসেছ? শয়তান বললঃ তোমাদের সাথে আমার কোনো সম্পর্ক নেই। আমি দেখতে পাচ্ছি যা তোমরা দেখতে পারছ না। আমি আল্লাহকে ভয় করি। আল্লাহর শাস্তি বড় কঠিন। (বিস্তারিত কুরতুবীতে দেখে নিন) বিষয়টির প্রতি ইঙ্গিত করে নাযিল হয়েছে..

৪৮. (স্মরণ করো!) যখন শয়তান তাদের (মুশরিকদের) কাজকে শোভিত করে দেখাচ্ছিল এবং বলছিলঃ "আজ কেউ তোমাদের উপর বিজয়ী হতে পারবে না। আমি তোমাদের সঙ্গে আছি"। কিন্তু দুই দল (ফিরিস্তা) দেখে সে পালিয়ে গেল। বললঃ "তোমাদের সাথে আমার কোনো সম্পর্ক নেই, আমি দেখতে পাচ্ছি যা তোমরা দেখতে পাচ্ছ না, আমি আল্লাহকে ভয় করি, আল্লাহ শাস্তি দানে কঠোর।

اِذْ يَقُوْلُ الْمُنٰفِقُوْنَ وَ الَّذِيْنَ فِيْ قُلُوْبِهِمْ مَّرَضٌ غَرَّ هٰٓؤُلَآءِ دِيْنُهُمْ ؕ وَ مَنْ يَّتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ فَاِنَّ اللّٰهَ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ ﴿٤٩﴾

মুনাফিকরা সর্বদা-ই মনে করেঃ মুঅমিনরা ধর্মান্ধ

৪৯. (হে মুসলিমগণ! স্মরণ করো! বদর যুদ্ধের প্রাক্কালে) মুনাফিক ও দুর্বল ঈমানের লোকেরা যখন বলছিলঃ ধর্ম এদেরকে (মুসলিমদেরকে) ধোঁকায় ফেলে দিয়েছে (তথা এরা ধর্মান্ধ হয়ে গেছে। তাই তো মাত্র ৩১৩ জন মানুষ এক হাজার সৈন্যের বিরুদ্ধে যুদ্ধে নেমে গেছে। অথচ) যারা আল্লাহর উপর ভরসা করে (তারা জেনে রাখুক) আল্লাহ মহাপরাক্রমশালী, মহাকৌশলী।

وَ لَوْ تَرٰٓى اِذْ يَتَوَفَّى الَّذِيْنَ كَفَرُوا ۙ الْمَلٰٓئِكَةُ يَضْرِبُوْنَ وُجُوْهَهُمْ وَ اَدْبَارَهُمْ ۚ وَ ذُوْقُوْا عَذَابَ الْحَرِيْقِ ﴿٥٠﴾ ذٰلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ اَيْدِيْكُمْ وَ اَنَّ اللّٰهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيْدِ ﴿٥١﴾

কাফিরদের মুখে ও পাছায় আঘাত করে করে মৃত্যু ঘটানো হয়

৫০-৫১. (হে নবী!) তুমি যদি দেখতেঃ যখন কাফিরদের মুখে ও পাছায় আঘাত করে করে ফিরিস্তা তাদের মৃত্যু ঘটাবে এবং (পরকালে বলবে) জাহান্নামের আযাব আস্বাদন করো। এটা তোমাদেরই কর্মফল। আল্লাহ বান্দার উপর অবিচার করেন না।

كَدَاْبِ اٰلِ فِرْعَوْنَ ۙ وَالَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ ؕ كَفَرُوْا بِاٰيٰتِ اللّٰهِ فَاَخَذَهُمُ اللّٰهُ بِذُنُوْبِهِمْ ؕ اِنَّ اللّٰهَ قَوِيٌّ شَدِيْدُ الْعِقَابِ ﴿٥٢﴾

কাফিরদের পরিণতি

৫২. (এদের পরিণতি হবে) ফেরাউন সম্প্রদায় ও তার পূর্ববর্তীদের মতো, যারা আল্লাহর বিধান অমান্য করেছে আর পাপের পরিণতিতে আল্লাহ তাদের পাকড়াও করেছেন। আল্লাহ মহাশক্তিমান, শাস্তিদানেও কঠোর।

ذٰلِكَ بِاَنَّ اللّٰهَ لَمْ يَكُ مُغَيِّرًا نِّعْمَةً اَنْعَمَهَا عَلٰى قَوْمٍ حَتّٰى يُغَيِّرُوْا مَا بِاَنْفُسِهِمْ ۙ وَ اَنَّ اللّٰهَ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ ﴿٥٣﴾

আল্লাহর নিয়ামতকে আযাবের কারণ বানিয়ে ফেলা

৫৩. (আল্লাহ প্রথমে তাদের কাছে রাসূল ও কুরআন পাঠিয়েছেন, তারপর আযাব দিয়েছেন। কারণ তারা আল্লাহর নিয়ামত বদলে ফেলেছে) আল্লাহ কোনো জাতিকে নিয়ামত দেওয়ার পর এটাকে পরিবর্তন করেন না, যতক্ষন না তারা এটাকে বদলে ফেলে। নিশ্চয় আল্লাহ সর্বশ্রোতা, মহাজ্ঞানী।

জ্ঞাতব্যঃ নবী, রাসূল, শারীয়া'হ আইন, ইত্যাদি সব-ই আল্লাহর নিয়ামত। আল্লাহ মানুষকে এসব নিয়ামত দান করেন সুখময় জীবনের অধিকারী হবার জন্য। কিন্তু মানুষ যখন এসব নিয়ামতের অবজ্ঞা ও অবহেলা করে আল্লাহ তখন তাদেরকে আযাব দেন। এর মানে দাঁড়াল মানুষ আল্লাহর নিয়ামতকে আযাবের কারণ বানিয়ে নিল।

كَدَاْبِ اٰلِ فِرْعَوْنَ ۙ وَالَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ ؕ كَذَّبُوْا بِاٰيٰتِ رَبِّهِمْ فَاَهْلَكْنٰهُمْ بِذُنُوْبِهِمْ وَ اَغْرَقْنَاۤ اٰلَ فِرْعَوْنَ ۚ وَكُلٌّ كَانُوْا ظٰلِمِيْنَ ﴿٥٤﴾

পাপিষ্ঠদের পরিণাম

৫৪. (এদের পরিণতি) ফেরাউন সম্প্রদায় ও তার পূর্ববর্তীদের মতো, যারা আল্লাহর বিধান প্রত্যাখ্যান করেছে। আর পাপের পরিণতিতে আমি তাদের ধ্বংস করে দিয়েছি। আমি ফেরাউন সম্প্রদায়কে ডুবিয়ে মেরেছি, কারণ তারা সবাই পাপিষ্ঠ ছিল।

اِنَّ شَرَّ الدَّوَآبِّ عِنْدَ اللّٰهِ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا فَهُمْ لَا يُؤْمِنُوْنَ ﴿٥٥﴾ اَلَّذِيْنَ عٰهَدْتَّ مِنْهُمْ ثُمَّ يَنْقُضُوْنَ عَهْدَهُمْ فِيْ كُلِّ مَرَّةٍ وَّ هُمْ لَا يَتَّقُوْنَ ﴿٥٦﴾ فَاِمَّا تَثْقَفَنَّهُمْ فِي الْحَرْبِ فَشَرِّدْ بِهِمْ مَّنْ خَلْفَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُوْنَ ﴿٥٧﴾

নিকৃষ্টতম জীব

৫৫-৫৬. আল্লাহর কাছে নিকৃষ্টতম জীব হলো ঐসব লোক (মানুষ কুলে জন্ম নিয়েও) যারা ঈমান না এনে কুফর করে, যারা তোমার সাথে অঙ্গীকার/চুক্তি করেও বারবার ভঙ্গ করে এবং তাকওয়া অর্জন করে না।

৫৭. তুমি যখন যুদ্ধে তাদেরকে কাবু করে ফেলবে তখন তাদের (কঠিন সাজা দিয়ে এর) দ্বারা অন্যদেরকেও (ইসলামের বিরোধিতার ব্যাপারে) সাবধান করে দেবে, যেন তারা শিক্ষা নিতে পারে।

وَاِمَّا تَخَافَنَّ مِنْ قَوْمٍ خِيَانَةً فَانْۢبِذْ اِلَيْهِمْ عَلٰى سَوَآءٍ ؕ اِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ الْخَآئِنِيْنَ ﴿٥٨﴾ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا سَبَقُوْا ؕ اِنَّهُمْ لَا يُعْجِزُوْنَ ﴿٥٩﴾

ইসলামের পররাষ্ট্র ও প্রতিরক্ষানীতিঃ চুক্তির বিধান

৫৮. (চুক্তি করার পর) যদি কোনো জাতি থেকে বিশ্বাসঘাতকতার আশংকা করো তবে তুমি ঘোষণা দিয়ে চুক্তি বাতিল করে দেবে। (তবুও তোমরা বিশ্বাসঘাতকতা করবে না। কারণ) আল্লাহ বিশ্বাসঘাতকদের পছন্দ করেন না। (এটা হলো মুসলিমদের পররাষ্ট্র নীতি ও প্রতিরক্ষানীতির একটি অংশ)

৫৯. আর যারা কুফর করে তারা যেন না ভাবে তারা (আল্লাহর পাকড়াও থেকে) বেঁচে গেছে। তারা কখনো (আল্লাহর আযাবকে) ব্যর্থ করে দিতে পারবে না।

وَاَعِدُّوْا لَهُمْ مَّا اسْتَطَعْتُمْ مِّنْ قُوَّةٍ وَّ مِنْ رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُوْنَ بِهٖ عَدُوَّ اللّٰهِ وَ عَدُوَّكُمْ وَ اٰخَرِيْنَ مِنْ دُوْنِهِمْ ۚ لَا تَعْلَمُوْنَهُمْ ۚ اَللّٰهُ يَعْلَمُهُمْ ؕ وَمَا تُنْفِقُوْا مِنْ شَىْءٍ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ يُوَفَّ اِلَيْكُمْ وَ اَنْتُمْ لَا تُظْلَمُوْنَ ﴿٦٠﴾

যুদ্ধের প্রস্তুতি ও সামরিক শক্তি

৬০. (হে মুসলিমগণ!) তোমরা শত্রুর মোকাবিলায় যথাসাধ্য শক্তি সঞ্চয় করো আর তৈরি রাখো ঘোড়ার বহর। এসবের দ্বারা সন্ত্রস্ত করে রাখো আল্লাহর শত্রু ও তোমাদের শত্রুদের। (তোমরা যে সব শত্রুর মোকাবিলা করছ, এ ছাড়াও) তোমাদের আরও অনেক শত্রু আছে যাদের ব্যাপারে আল্লাহ জানেন, তোমরা জানো না। তোমরা আল্লাহর পথে (প্রতিরক্ষা ও সামরিক খাতে মন খোলে খরচ করবে। কারণ তোমরা আল্লাহর পথে) যা খরচ করবে এর পরিপূর্ণ প্রতিদান তোমাদেরকে দেওয়া হবে, তোমাদের কারো প্রতি সামান্যতম অবিচার করা হবে না।

আইন ও বিধানঃ ইসলামী সরকারের একটি অন্যতম ফরজ দায়িত্ব হলো "শত্রুর মোকাবিলায় সামরিক শক্তি সঞ্চয় করা এবং এ জন্য সময়োপযোগী বাহিনী, মারনাস্ত্রসহ প্রয়োজনীয় সকল ব্যবস্থা করতে সাধ্যমত সব করা"। সরকার যদি এ ব্যাপারে কোনো অবহেলা করে বা শৈথিল্য করে তবে এজন্য আল্লাহর কাছে জবাবদিহি করতে হবে।

وَاِنْ جَنَحُوْا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَ تَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ ؕ اِنَّهٗ هُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ ﴿٦١﴾ وَاِنْ يُّرِيْدُوْٓا اَنْ يَّخْدَعُوْكَ فَاِنَّ حَسْبَكَ اللّٰهُ ؕ هُوَ الَّذِىْٓ اَيَّدَكَ بِنَصْرِهٖ وَ بِالْمُؤْمِنِيْنَ ﴿٦٢﴾ وَ اَلَّفَ بَيْنَ قُلُوْبِهِمْ ؕ لَوْ اَنْفَقْتَ مَا فِى الْاَرْضِ جَمِيْعًا مَّآ اَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوْبِهِمْ وَ لٰكِنَّ اللّٰهَ اَلَّفَ بَيْنَهُمْ ؕ اِنَّهٗ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ ﴿٦٣﴾

ইসলামী পররাষ্ট্র ও প্রতিরক্ষানীতিঃ শান্তি চুক্তি

৬১. শত্রুরা শান্তি প্রস্তাব করলে তোমরা মেনে নিও এবং (সর্বাবস্থায়) আল্লাহর উপর ভরসা রেখো। নিশ্চয় আল্লাহ সর্বশ্রোতা, মহাজ্ঞানী।

৬২-৬৩. শত্রুরা (চুক্তির নামে) প্রতারণা করতে চাইলে (চিন্তা করো না। বরং মনে রেখো) তোমার জন্য আল্লাহ-ই যথেষ্ট। তিনিই তদীয় সাহায্য এবং মুঅমিনদের দ্বারা তোমাকে শক্তিশালী করেছেন আর মুঅমিনদের অন্তরকে পরস্পরে মিলিয়ে দিয়েছেন। তুমি দুনিয়ার সবকিছু ব্যয় করলেও তাদের অন্তরকে পরস্পরে মিলাতে পারতে না। কিন্তু আল্লাহ তাদেরকে মিলিয়ে দিয়েছেন। নিশ্চয় আল্লাহ মহাপরাক্রমশালী, মহাকৌশলী।

জ্ঞাতব্যঃ এটা হলো ইসলামের পররাষ্ট্রনীতি, প্রতিরক্ষানীতি ও চুক্তি বিষয়ক নীতির একটি অংশ। ইসলামে যুদ্ধের বিধান দেয়া হয়েছে শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য। শান্তির পথে অন্তরায় সকল অপশক্তিকে প্রতিহত করে সমাজে ন্যায় সাম্য ও ইনসাফ প্রতিষ্ঠিত করা জিহাদের অন্যতম প্রধাণ লক্ষ্য। তাই শত্রু পক্ষ যুদ্ধের পথ পরিহার করে শান্তির প্রস্তাব করলে এটা মেনে নিতে আদেশ দেয়া হয়েছে।

يٰٓاَيُّهَا النَّبِيُّ حَسْبُكَ اللّٰهُ وَ مَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ ﴿٦٤﴾ يٰٓاَيُّهَا النَّبِيُّ حَرِّضِ الْمُؤْمِنِيْنَ عَلَى الْقِتَالِ ؕ اِنْ يَّكُنْ مِّنْكُمْ عِشْرُوْنَ صٰبِرُوْنَ يَغْلِبُوْا مِائَتَيْنِ ۚ وَاِنْ يَّكُنْ مِّنْكُمْ مِّائَةٌ يَّغْلِبُوْٓا اَلْفًا مِّنَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا بِاَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَفْقَهُوْنَ ﴿٦٥﴾ اَلْـٰٔنَ خَفَّفَ اللّٰهُ عَنْكُمْ وَ عَلِمَ اَنَّ فِيْكُمْ ضَعْفًا ؕ فَاِنْ يَّكُنْ مِّنْكُمْ مِّائَةٌ صَابِرَةٌ يَّغْلِبُوْا مِائَتَيْنِ ۚ وَاِنْ يَّكُنْ مِّنْكُمْ اَلْفٌ يَّغْلِبُوْٓا اَلْفَيْنِ بِاِذْنِ اللّٰهِ ؕ وَاللّٰهُ مَعَ الصّٰبِرِيْنَ ﴿٦٦﴾

ইসলামের যুদ্ধনীতি

৬৪. হে নবী! তোমার জন্য আল্লাহ-ই যথেষ্ট আর তোমার অনুগত মুঅমিনগন।

৬৫. হে নবী! মুঅমিনদেরকে যুদ্ধের জন্য উৎসাহিত করো। (আর মনে রেখো) তোমরা অবিচল বিশজন হলে দুইশত জন (শত্রুসেনা)র উপর বিজয়ী হতে পারবে আর তোমরা অবিচল একশত হলে এক হাজার কাফিরের উপর বিজয়ী হতে পারবে। কারণ তারা নির্বোধ জাতি।

৬৬. (হে মুঅমিনগণ!) আল্লাহ এখন তোমাদের (দায়িত্ব) সহজ করে দিয়েছেন। তিনি জানেন তোমাদের কিছু মানুষ দুর্বল। এখন তোমরা অবিচল একশত হলে দুইশত জনের উপর বিজয়ী হতে পারবে। আর তোমরা এক হাজার হলে দুই হাজার (শত্রুসেনা)র উপর বিজয়ী হতে পারবে, (এবং এ বিজয় আসবে) আল্লাহর অনুমোদন ক্রমে। (তোমরা আল্লাহর পথে অবিচল থাকবে) কারণ আল্লাহ তাদের সঙ্গী হন যারা সবর করে (তথা আল্লাহর পথে অবিচল থাকে)

আইন ও বিধানঃ এ আয়াতে সংবাদের আদলে বিধান বর্ণনা করা হয়েছে। প্রথমে বিধান ছিল ২০ জন মুসলিম হলে ২০০ জন শত্রুর মোকাবিলায় যুদ্ধ করতে হবে। আর এখন বিধান হলোঃ ১০০ জন মুসলিম হলে ২০০ জন শত্রুর মোকাবিলায় যুদ্ধ করতে হবে এবং এমতাবস্থায় যুদ্ধ থেকে পালানো যাবে না।

مَا كَانَ لِنَبِيٍّ اَنْ يَّكُوْنَ لَهٗٓ اَسْرٰى حَتّٰى يُثْخِنَ فِى الْاَرْضِ ۭ تُرِيْدُوْنَ عَرَضَ الدُّنْيَا ۡ وَاللّٰهُ يُرِيْدُ الْاٰخِرَةَ ۭ وَاللّٰهُ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ ﴿٦٧﴾ لَوْلَا كِتٰبٌ مِّنَ اللّٰهِ سَبَقَ لَمَسَّكُمْ فِيْمَآ اَخَذْتُمْ عَذَابٌ عَظِيْمٌ ﴿٦٨﴾ فَكُلُوْا مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلٰلًا طَيِّبًا ۠ وَّاتَّقُوا اللّٰهَ ۭ اِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ﴿٦٩﴾

শত্রুসেনার বিনিময়ে মুক্তিপণ

পটভূমিঃ বদর যুদ্ধে ৭০ জন কাফিরকে বন্দী করা হয়। এ বন্দীদের বিচারের ব্যাপারে আলোচনা শুরু হলে আবু-বাকার রাঃ মুক্তিপণ নিয়ে ছেড়ে দেয়ার পরামর্শ দেন। উমার রাঃ তাদের হত্যার পক্ষে মত প্রকাশ করে হত্যার পদ্ধতি হিসেবে প্রত্যেক মুসলিম তার নিকট আত্মীয়কে হত্যা করার পরামর্শ দেন। তিনি বলেনঃ এমন করে আমরা প্রমাণ করবঃ কুফরের সাথে আমাদের কোনো সম্পর্ক নেই। রাসূল সাঃ আবু-বাকার রাঃএর পরামর্শ গ্রহণ করেন এবং মুক্তিপণ নিয়ে তাদের মুক্ত করে দেন। এতে নাযিল হয়..

৬৭. যমীনে ভালোভাবে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার আগে বন্দী রাখা (তথা শত্রুর সাথে বন্দীশোলভ আচরণ করা) নবীর জন্য উচিত নয়। (শোনো!) তোমরা দুনিয়ার সম্পদ চাও আর আল্লাহ চান (তোমাদের উজ্জল) আখেরাত। আল্লাহ মহাপরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।

৬৮. (শত্রু সেনাদের মুক্তিপণ হিসেবে) তোমরা যা গ্রহণ করেছ এজন্য তোমাদেরকে কঠিন সাজা ভোগ করতে হত, যদি না ("শত্রুর সম্পদ তোমাদের জন্য হালাল" এবং "আল্লাহ সাবধান না করে কাউকে সাজা দেন না") আল্লাহর পক্ষ থেকে এ বিধান নির্ধারিত না থাকত।

৬৯. তবে তোমরা যা নিয়েছ (আল্লাহর বিধান মতে) গণিমত হিসেবে এটা তোমাদের জন্য হালাল ও পবিত্র তাই তোমরা এটা গ্রহণ করো এবং আল্লাহর তাকওয়া অর্জন করো। নিশ্চয় আল্লাহ ক্ষমাশীল, দয়াময়।

يٰٓاَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِّمَنْ فِيْٓ اَيْدِيْكُمْ مِّنَ الْاَسْرٰٓى ۙ اِنْ يَّعْلَمِ اللّٰهُ فِيْ قُلُوْبِكُمْ خَيْرًا يُّؤْتِكُمْ خَيْرًا مِّمَّآ اُخِذَ مِنْكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ۭ وَاللّٰهُ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ﴿٧٠﴾ وَاِنْ يُّرِيْدُوْا خِيَانَتَكَ فَقَدْ خَانُوا اللّٰهَ مِنْ قَبْلُ فَاَمْكَنَ مِنْهُمْ ۭ وَاللّٰهُ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ ﴿٧١﴾

৭০. হে নবী! তোমাদের হাতে যেসব বন্দী রয়েছে তাদের বলে দাওঃ আল্লাহ যদি অবগত হন যে, তোমাদের অন্তরে কল্যাণ (তথা ঈমান) রয়েছে (অর্থাৎ তোমরা যদি ঈমান গ্রহণ করো) তবে তোমাদের থেকে যা নেয়া হয়েছে আল্লাহ তোমাদেরকে এরচেয়ে অনেক বেশী দিবেন এবং তোমাদের মাফ করে দেবেন। আল্লাহ ক্ষমাশীল, দয়াময়।

৭১. আর (হে নবী!) তারা যদি তোমার সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করার (তথা পুনরায় তোমার বিরুদ্ধে যুদ্ধে আসার) ইচ্ছা রাখে তবে (তুমি ঘাবড়ে যেও না। কারণ) ইতোপূর্বেও তারা আল্লাহর সাথে বিশ্বাসঘাতকতা (কুফর) করেছে। আর এখন আল্লাহ তাদের উপর তোমাদের ক্ষমতাবান করেছেন। নিশ্চয় আল্লাহ মহাজ্ঞানী, মহাকৌশলী।

জ্ঞাতব্যঃ আজকাল দেশে দেশে যুদ্ধ বন্দী শত্রুসেনাদের হত্যা করা হয়। কিন্তু ইসলাম তাদের ছেড়ে দেয়ারও সুযোগ দিয়েছে। এটা হলো মানুষের প্রতি ইসলামের দরদ ও সহমর্মিতার বহিঃ প্রকাশ।

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ آوَوا وَّنَصَرُوا أُولَٰئِكَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ ۚ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يُهَاجِرُوا مَا لَكُم مِّن وَلَايَتِهِم مِّن شَيْءٍ حَتَّىٰ يُهَاجِرُوا ۚ وَإِنِ اسْتَنصَرُوكُمْ فِي الدِّينِ فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ إِلَّا عَلَىٰ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُم مِّيثَاقٌ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿٧٢﴾

ইসলামী দেশ ও কাফির দেশে বসবাসকারী মুসলিমদের মাঝে পার্থক্য

৭২. যারা ঈমান আনে, হিজরত করে এবং নিজেদের জান ও মাল দিয়ে আল্লাহর পথে জিহাদ করে আর যারা তাদেরকে আশ্রয় দেয় ও সাহায্য করে তারা (এ ৫ গুণে গুণান্বিত ব্যক্তিরা) অবশ্যই একে অপরের ওয়ালী (মিত্র, পরস্পরের ব্যাপারে দায়িত্বশীল।)

আর যারা ঈমান এনেছে কিন্তু এখনো হিজরত করেনি, তাদের ব্যাপারে তোমাদের (ইসলামী সমাজ ও সরকারের আইনগত কোনো) ওয়ালায়াত তথা দায়দায়িত্ব নেই যতক্ষণ না তারা হিজরত করবে (তথা কুফরতান্ত্রিক দেশ ছেড়ে ইসলামী দেশে চলে আসবে।)

কিন্তু তারা যদি (কুফরতান্ত্রিক দেশে অবস্থান করেও) দ্বীনি ব্যাপারে (তথা তাদের দেশে দ্বীন কায়েমের জন্য) তোমাদের কাছে (সামরিক) সাহায্য কামনা করে তবে তাদেরকে (যুদ্ধে) সাহায্য করা তোমাদের (মুসলিমদের, বিশেষ করে ইসলামী সরকার ও সমাজের) উপর ফরজ হয়ে যাবে।

তবে তোমাদের সাথে চুক্তি রয়েছে এমন কোনো জাতির (বিরুদ্ধে) তোমরা সাহায্য করবে না। (কারণ এতে চুক্তি ভঙ্গ হয়ে যাবে।) আর আল্লাহ প্রত্যক্ষ করেন তোমাদের সকল কাজ (আর এর একটি হলো চুক্তি রক্ষা করা।) (ওয়ালী সম্পর্কে জানতে দেখুনঃ বাকারাহঃ ১০৭)

আইন ও বিধানঃ এ আয়াতে ইসলামী সমাজনীতি, যুদ্ধনীতি ও পররাষ্ট্রনীতির কিছু বিধান বর্ণিত হয়েছে। যেমন..

- ❖ যে ব্যক্তি ইসলাম গ্রহণ করেছে কিন্তু ইসলামী সমাজের আওতায় আসেনি বরং কাফির সমাজে বসবাস করছে তার জান মাল ও ইজ্জতের নিরাপত্তা, অন্ন বস্ত্র চিকিৎসা ও শিক্ষাসহ কোনো দায়ভার ইসলামী সরকার বহন করবে না।
- ❖ ইসলাম গ্রহণের পর ইসলামী সমাজের আওতায় চলে এলে তার অন্ন, বস্ত্র, শিক্ষা, চিকিৎসা, নিরাপত্তাসহ যাবতীয় দায়ভার ইসলামী সরকারকে নিতে হবে।
- ❖ কাফির দেশের অনেক মানুষ ইসলাম গ্রহণ করার পর তাদের দেশ ও সরকারের সাথে যুদ্ধ শুরু করে সাহায্য চাইলে ইসলামী সরকার তাদের সাহায্য করবে। তবে ওই দেশ বা জাতির সাথে ইসলামী সরকারের নিরাপত্তা চুক্তি থাকলে সাহায্য করবে না। বরং চুক্তি বলবৎ রাখবে।
- ❖ ঈমান, হিজরত ও জিহাদ, এ তিন কাজের উপর ভিত্তি করেই নির্ধারিত হবে কে আমাদের শত্রু আর কে মিত্র।

ইসলামী দেশ পরিচিতিঃ একটি দেশ ইসলামীক, না কুফরতান্ত্রিক? এটা নির্ধারণ হবে দেশের মূলভিত্তি,

জাতীয়তাবাদ, রাজনৈতিক দর্শ ও সামাজিক আদর্শের উপর। ইসলামী দেশের..

- ❖ **মূলভিত্তি হবেঃ** এক আল্লাহর সার্বভৌমত্ব, (আল্লাহ ছাড়া অন্য সকলের মালিকানা বিধিবদ্ধ। আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো সার্বভৌমত্ব মেনে নেওয়া শিরক)
- ❖ **জাতীয়তাবাদ হবেঃ** মুসলিম জাতীয়তাবাদ (মুসলিম জাতীয়তাবাদ বিশ্বমুসলিমের ঐক্যের প্রতীক। আর আঞ্চলিক জাতীয়তাবাদ বিভাজন তৈরি করে তাই নৈতিকভাবে এটা মেনে নেওয়া কুফর)
- ❖ **রাজনৈতিক দর্শন হবেঃ** খিলাফাহ (ইসলামের ইউনিক রাজনৈতিক দর্শন হচ্ছে খিলাফাহ, খিলাফাহ মহান আল্লাহর প্রতিনিধিত্বশীল সরকার ব্যবস্থা, খিলাফাহ বিশ্ব মুসলিমের ঐক্যের মূলশক্তি)
- ❖ **সামাজিক আদর্শ হবেঃ** শারীয়া'হ। (শারীয়া'হ বিরোধী কোনো আইন, বিধান, নীতিমালা, দর্শন বা মতবাদ মেনে নেওয়া কুফর)

وَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا بَعْضُهُمْ اَوْلِيَآءُ بَعْضٍ ؕ اِلَّا تَفْعَلُوْهُ تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الْاَرْضِ وَ فَسَادٌ كَبِيْرٌ ﴿٧٣﴾ وَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَ هَاجَرُوْا وَجٰهَدُوْا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَ الَّذِيْنَ اٰوَوْا وَّ نَصَرُوْۤا اُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُوْنَ حَقًّا ؕ لَهُمْ مَّغْفِرَةٌ وَّ رِزْقٌ كَرِيْمٌ ﴿٧٤﴾ وَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مِنْۢ بَعْدُ وَ هَاجَرُوْا وَ جٰهَدُوْا مَعَكُمْ فَاُولٰٓئِكَ مِنْكُمْ ؕ وَ اُولُوا الْاَرْحَامِ بَعْضُهُمْ اَوْلٰى بِبَعْضٍ فِيْ كِتٰبِ اللّٰهِ ؕ اِنَّ اللّٰهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمٌ ﴿٧٥﴾

ওয়ালী বা মিত্র হবার বিধান

৭৩. আর যারা কুফর করে তারা একে অপরের ওয়ালী (তথা মিত্র। শত্রু মিত্র নির্ণয়ের) এ বিধান মেনে না চললে দেশে দেশে যুদ্ধ বিগ্রহ ও মহাবিপর্জয় নেমে আসবে।

৭৪. আর যারা ঈমান আনে, হিজরত করে এবং আল্লাহর পথে জিহাদ করে আর যারা তাদের আশ্রয় দেয় ও সাহায্য করে, তারাই (তথা এ ৫গুণে গুণান্বিত ব্যক্তিরা-ই) প্রকৃত মুঅমিন। তাদের জন্য রয়েছে সাধারণ ক্ষমা ও সম্মানজনক রিজক।

৭৫. আর যারা পরে ঈমান আনবে, হিজরত করবে এবং তোমাদের সঙ্গী হয়ে জিহাদ করবে তারাও তোমাদের সমাজভুক্ত। আল্লাহর কিতাবে (লিখিত বিধান মতে) নিকট আত্মীয়গণ একে অপরের ওয়ালী।

জ্ঞাতব্যঃ আমরা কাকে ওয়ালী বানাব আর কাকে বানাব না। এসম্পর্কে মূলনীতি ঠিক করে দিয়েছেন মহান রাব্ব। আক্বীদার পরিভাষায় যাকে বলা হয় "আল-ওয়ালা ওয়া-ল-বারা" ।

আল-ওয়ালা ওয়া-ল-বারাঃ ইসলাম সর্বকালীন সার্বজনীন। মানব জীবনের প্রয়োজনীয় সকল বিষয়ে মেনে চলার মত আইন ও বিধানের মূলনীতি ঠিক করে দিয়েছে ইসলাম। শত্রু ও মিত্র নির্ধারণ মানব জীবনের অতি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। তাই এবিষয়েও সঠিক এবং সুস্পষ্ট নীতিমালা দিয়েছে ইসলামী শারীয়া'হ। ইসলামী পরিভাষায় এটাকে বলা হয় "আল-ওয়ালা ওয়া-ল-বারা" তথা শত্রু ও মিত্র নির্ধারণের নীতিমালা। এ সম্পর্কে জানতে দেখুন আমাদের ইসলাম শিক্ষা সিলেবাসের ৪র্থ ঈমানের উপর অবিচল থাকা।

ওয়ালী পরিচিতিঃ ওয়ালী অর্থ মিত্র, অভিভাবক, দায়িত্বশীল, কর্তৃত্বশীল, নীতি নির্ধারক, ইত্যাদি। যে সম্পর্ক বা বন্ধুত্বের টানে মানুষ একে অন্যের দায়ভার নিজ কাঁধে তুলে নেয়; এমন সম্পর্ককে বলা হয় আল-ওয়ালা বা ওয়ালায়াত আর ওই ব্যক্তিকে বলা হয় ওয়ালী। যেমন..

- ❖ পিতা সন্তানের ওয়ালী মানে অভিভাবক।
- ❖ সন্তান তার বৃদ্ধ বা মৃত বাবা-মার ওয়ালী, মানে দায়ভার বহনকারী বা তাদের ব্যাপারে দায়িত্বশীল।
- ❖ লড়াইয়ের ময়দানে একদল অন্যদলের ওয়ালী, তথা মিত্র।
- ❖ আল্লাহ্ আমাদের সকলের ওয়ালী, মানে আমাদের উপর কর্তৃত্বশীল।

কে ওয়ালী হবেঃ ওয়ালী ব্যক্তি হতে পারে, পরিবার হতে পারে, সম্প্রদায় হতে পারে, জাতি হতে পারে বা রাষ্ট্র হতে পারে। ওয়ালীর সাথে সামাজিক অভিভাবকত্ব এবং দায়দায়িত্ব জড়িত। সামাজিক চুক্তি, সামরিক চুক্তি, নিরাপত্তা চুক্তি, ইত্যাদির মাধ্যমেও পরস্পরের ওয়ালী হওয়া যায়। ওয়ালী হবার অনেক পদ্ধতি ও সূত্র রয়েছে। যথা...

- ❖ জন্ম সূত্রে মানুষ একে অপরের ওয়ালী হয়। যেমনঃ বাপ তার সন্তানের ওয়ালী (যদি সে মুঅমিন হয়)
- ❖ সামাজিক সূত্রে মানুষ একে অপরের ওয়ালী হয়। যেমনঃ স্বামী তার স্ত্রীর ওয়ালী, সরকার জনতার ওয়ালী (যদি তারা মুঅমিন হয়)
- ❖ কোনো কাফির, মুশরিক, নাস্তিক বা মুরতাদ মুঅমিনের (আত্মীয় হলেও) ওয়ালী হতে পারে না ।
- ❖ এমনকি বাবা-মা ভাইবোনসহ পরিবারের লোকজনও যদি ঈমানের চেয়ে কুফরকে বেশী ভালোবাসে তবে তাদেরকেও ওয়ালী হিসেবে মেনে নেওয়া যাবে না। (দেখুন সূরাহ তাওবাহঃ ২৩)
- ❖ চুক্তির মাধ্যমেও ওয়ালী বানানো যায়। ব্যক্তি ব্যক্তির সাথে চুক্তি করতে পারবে, এভাবে পরিবার পরিবারের সাথে, সম্প্রদায় সম্প্রদায়ের সাথে, জাতি জাতির সাথে এবং রাষ্ট্র রাষ্ট্রের সাথে চুক্তি করে একে অপরকে ওয়ালী বানাতে পারবে। বন্ধুত্ব সম্পর্কে (৫ মাইদাহঃ ৫১)

সূরাহ তাওবাহ /বারাআত ৯ سورة التوبة

তাওবাহ অর্থ ফিরে আসা। পাপ ছেড়ে পূন্যের পথে ফিরে আসার নাম তাওবাহ। সূরাহটি মাদানী। সূরাহ মাইদাহর পর নাযিল হয়েছে। সূরাহটির অপর নাম বারাআত মানে সম্পর্ক ছিন্ন করা, ভেঙ্গে দেওয়া। ৬ষ্ঠ হিজরী সনে রাসূল সাঃ মক্কাহর মুশরিকদের সাথে ১০ বছর মেয়াদী এক শান্তি চুক্তি সম্পাদন করেছিলেন। ইতিহাসে যা হুদাইবিয়্যাহ সন্ধি নামে খ্যাত। পরে মুশরিকরা চুক্তির শর্ত ভঙ্গ করে (গোপনে) মুসলিমদের শত্রু পক্ষকে সাহায্য করে এবং এর-ই পরিপ্রেক্ষিতে চুক্তি ভঙ্গের ঘোষণা দিয়ে সূরাহটি নাযিল হয়। এ সূরায় মোট আয়াত হলো ১২৯টি।

بَرَآءَةٌ مِّنَ اللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖٓ اِلَى الَّذِيْنَ عٰهَدْتُّمْ مِّنَ الْمُشْرِكِيْنَ ﴿١﴾ فَسِيْحُوْا فِي الْاَرْضِ اَرْبَعَةَ اَشْهُرٍ وَّ اعْلَمُوْٓا اَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِي اللّٰهِ ۙ وَاَنَّ اللّٰهَ مُخْزِي الْكٰفِرِيْنَ ﴿٢﴾

চুক্তি ভঙ্গের ঘোষণা ও মানবাধিকার সংরক্ষণ

পটভূমিঃ দশ বছরের মাদানী জীবনে রাসূল সাঃ প্রায় ৮৭-৯০টি যুদ্ধ করেছেন। এর মাঝে ২৭টিতে নিজে উপস্থিত ছিলেন। রাসূল সাঃ এর জীবনের কঠিনতম যুদ্ধ ছিল তাবুক। এ যুদ্ধ ছিল তখনকার পরাশক্তি রোমানদের বিরুদ্ধে। সফর ছিল ৬২৬ কিঃ মিঃ (৩১৭ মাইল) দীর্ঘ। আবহাওয়া ছিল খুবই উষ্ণ এবং মদীনার একমাত্র ফসল খেজুর ঘরে তোলার সময়।

কিন্তু ইসলামের বিজয় টিকিয়ে রাখতে যুদ্ধটি অনিবার্য হয়ে পড়েছিল। তাই রাসূল সাঃ নাফিরু আ'ম তথা জনযুদ্ধের ঘোষণা দিয়ে ছিলেন। সরকারের পক্ষ থেকে ঘোষণা ছিলঃ এ যুদ্ধে সবাইকে অংশ গ্রহণ করতে হবে, কেউ পিছনে থাকতে পারবে না। তাসত্ত্বেও মুনাফিক ও দুর্বল ঈমানের লোকজন অভিযানে বের হয়নি। ১০জন মুসলিমও যুদ্ধ থেকে বিরত ছিলেন, যাদের ব্যাপারে এ সূরায় আলোচনা করা হয়েছে।

সূরাহ তাওবায় তাবুক যুদ্ধের গুরুত্বপূর্ণ বিষয়সমূহ উল্লেখ করা হয়েছে এবং সূরাহটি মুনাফিকদের মুখোশ উন্মোচন করে দিয়েছে। আকীদাহগত বিবেচনায় এ সূরাহ অধ্যয়ন ও অনুধাবন খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

আরবদের সামাজিক নিয়ম অনুযায়ী চুক্তিনামার শুরুতে আল্লাহর নাম লিখা হত আর চুক্তি ভঙ্গের ঘোষণাপত্রে আল্লাহর নাম লিখা হত না। তারা মনে করত সম্পর্ক বা চুক্তি ভঙ্গ করা মন্দ কাজ। আর মন্দ কাজে আল্লাহর নাম ব্যবহার করা অন্যায়। ইসলামী বিধান মতেও মন্দ কাজে আল্লাহর নাম ব্যবহার করা পাপ, যে পাপ ক্ষেত্র বিশেষে কুফর পর্যন্ত হতে পারে।

রাসূল সাঃ মুশরিকদের সাথে শান্তি চুক্তি করেছিলেন। কিন্তু মুশরিকরা গোপনে চুক্তির শর্ত ভঙ্গ করায় এসব চুক্তি অকার্যকর হয়ে যায়। গোপনে চুক্তি ভঙ্গ বিশ্বাসঘাতকতার শামিল। আর মুসলিমরা বিশ্বাসঘাতক হয় না। তাই প্রকাশ্যে চুক্তি বাতিলের ঘোষণা দিয়ে সূরাহটি নাযিল হয়। রাসূল সাঃ হাজ্জ মৌসুমে আলী রাঃ কে মক্কায় পাঠান যেন তিনি এ চুক্তি ভঙ্গের কথা জনসম্মুখে ঘোষণা করেন। ঘোষনার সময় যেহেতু বিসমিল্লাহ পড়া হয়নি তাই পরেও এ সূরার শুরুতে বিসমিল্লাহ লেখা হয়নি। (দেখুনঃ তাফসীরের কিতাবাদি)

১-২. তোমরা মুশরিকদের সাথে যে চুক্তি করেছিলে, আল্লাহ ও রাসূলের পক্ষ থেকে এটা ভেঙ্গে দেয়া হলো। (তবে চুক্তি ভেঙ্গে দেয়া হলেও এখনই শত্রুর উপর আক্রমণ করা যাবে না) শত্রুরা আরও চার মাস (শান্তিপূর্ণভাবে) যমীনে বিচরণ করতে পারবে। (চার মাস পর চুক্তি ভঙ্গের ঘোষণা কার্যকর

হবে) জেনে রাখো! তোমরা আল্লাহকে থামাতে পারবে না। আল্লাহ কাফিরদের অপদস্ত করবেনই।

মানবাধিকারঃ ইসলামী শারীয়া'হ মানবাধিকারকে খুবই গুরুত্ব দিয়েছে। ইসলামী বিধানে সকল মানুষের অধিকার নিশ্চিত করা হয়েছে। এমনকি যুদ্ধরত শত্রু ও বিশ্বাসঘাতকদের মানবিক অধিকার রক্ষায় ইসলাম কত স্বচ্ছ এবং ইসলামী বিধান কত নিপুণ এ আয়াত তার উজ্জ্বল প্রমাণ। গোপনে চুক্তি ভঙ্গকারী, বিশ্বাসঘাতকের মত জঘন্যতম অপরাধীকেও শুধু মানবিক কারণে চার মাস সময় দেয়া হয়েছে।

وَ اَذَانٌ مِّنَ اللّٰهِ وَ رَسُوْلِهٖۤ اِلَى النَّاسِ يَوْمَ الْحَجِّ الْاَكْبَرِ اَنَّ اللّٰهَ بَرِيْٓءٌ مِّنَ الْمُشْرِكِيْنَ ۙ وَ رَسُوْلُهٗ ؕ فَاِنْ تُبْتُمْ فَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ ۚ وَ اِنْ تَوَلَّيْتُمْ فَاعْلَمُوْۤا اَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِي اللّٰهِ ؕ وَ بَشِّرِ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا بِعَذَابٍ اَلِيْمٍ ۙ﴿۳﴾ اِلَّا الَّذِيْنَ عٰهَدْتُّمْ مِّنَ الْمُشْرِكِيْنَ ثُمَّ لَمْ يَنْقُصُوْكُمْ شَيْـًٔا وَّ لَمْ يُظَاهِرُوْا عَلَيْكُمْ اَحَدًا فَاَتِمُّوْۤا اِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ اِلٰى مُدَّتِهِمْ ؕ اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِيْنَ ﴿۴﴾ فَاِذَا انْسَلَخَ الْاَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِيْنَ حَيْثُ وَجَدْتُّمُوْهُمْ وَ خُذُوْهُمْ وَ احْصُرُوْهُمْ وَ اقْعُدُوْا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ ۚ فَاِنْ تَابُوْا وَ اَقَامُوا الصَّلٰوةَ وَ اٰتَوُا الزَّكٰوةَ فَخَلُّوْا سَبِيْلَهُمْ ؕ اِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ﴿۵﴾

ইসলামের পররাষ্ট্রনীতি ও যুদ্ধনীতি

৩. মহান হাজ্জের (আরাফার) দিনে আল্লাহ ও তদীয় রাসূলের পক্ষ থেকে ঘোষনা করা হচ্ছেঃ আল্লাহ ও রাসূল মুশরিকদের (নিরাপত্তার) ব্যাপারে সম্পূর্ণরূপে দায়মুক্ত।
আর (হে মুশরিকরা! এখন) তাওবাহ করে (নিজেদের শুধরে নেয়াই) তোমাদের জন্য কল্যাণকর হবে। আর যদি বিমুখ হও তবে জেনে রেখো! তোমরা আল্লাহকে থামাতে পারবে না। সুতরাং (হে নবী!) যারা কুফর করে তাদের সংবাদ দাও যন্ত্রনাদায়ক আযাবের।

৪. তবে যেসব মুশরিক (গোত্র) তোমাদের সাথে কৃত চুক্তি ভঙ্গ করেনি এবং তোমাদের বিরুদ্ধে কাউকে সাহায্য করেনি; তোমরা তাদের সাথে কৃত চুক্তি নির্ধারিত মেয়াদ পর্যন্ত পূর্ণ করবে। (কারণ চুক্তি মেনে চলা মুত্তাক্বীদের কাজ। আর) আল্লাহ মুত্তাক্বীদের ভালবাসেন।

৫. সম্মানিত (৪) মাস অতিবাহিত হয়ে যাওয়ার পর (স্বয়ংক্রিয়ভাবেই চুক্তি ভঙ্গ হয়ে যাবে, তখন ওই মুশরিকদেরকে নিরাপত্তা দিতে তোমাদের কোনো বাধ্যবাধকতা থাকবে না। তাই গোপনে চুক্তি লঙ্ঘনকারী বিশ্বাসঘাতক) মুশরিকদেরকে যেখানে পাবে সেখানেই হত্যা (আক্রমণ) করতে পারবে, তাদেরকে বন্দী করতে পারবে, তাদেরকে অবরোধ করে রাখতে পারবে এবং তাদের তরে প্রতিটি সুবিধাজনক স্থানে ওঁৎপেতে থাকতে পারবে (অর্থাৎ শান্তি চুক্তি ভঙ্গ হয়ে যাওয়ার কারণে তখন এসব কিছুই তোমাদের জন্য বৈধ হয়ে যাবে।) তবে তারা যদি তাওবাহ করে (নিজেদেরকে শুধরে নেয়) এবং সালাত কায়েম করে আর যাকাত আদায় করে (তাদের আক্রমণ করা যাবে না। বরং) তখন তাদের পথ ছেড়ে দেবে। (কারণ তখন আল্লাহ তাদের ক্ষমা করে দেবেন) নিশ্চয় আল্লাহ ক্ষমাশীল, দয়াময়।

একটি প্রপাগান্ডার অবসানঃ আজকাল এ আয়াতটি নিয়ে সবচেয়ে বেশী প্রপাগান্ডা করা হয়। ইসলাম বিদ্বেষীরা প্রপাগান্ডা করে মানুষকে বুঝাতে চায়ঃ কুরআনে বলা হয়েছে "মুশরিকদের যেখানে পাওয়া যাবে সেখানেই হত্যা করা হবে"। কিন্তু আসলে বিষয়টি এমন নয়। আসলে বিষয়টি হলো অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে ব্যবস্থা নেয়ার।
দুনিয়ার মানুষ সাধারণত দুটি অবস্থা অতিক্রম করেঃ যুদ্ধরত অবস্থা এবং শান্তিপূর্ণ অবস্থা। উক্ত আয়াতে যুদ্ধরত অবস্থার কথা বলা হয়েছে। অর্থাৎ যুদ্ধরত অবস্থায় শত্রুকে যেখানে পাওয়া যাবে সেখানেই আক্রমণ করতে হবে, তাদের বন্দী করতে হবে, তাদের অবরোধ করে রাখতে হবে এবং তাদের তরে এ্যম্বুশ করতে হবে। এসবই ইসলামের যুদ্ধনীতি বা ওয়ার পলিসীর অংশ বিশেষ। আর একটি দেশ ও জাতির জন্য এটা হলো সবচেয়ে উত্তম ও উন্নত যুদ্ধনীতি। তাই বর্তমান বিশ্বের প্রায় সবকটি দেশেই এ নীতি মানা হয়।

وَاِنْ اَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِيْنَ اسْتَجَارَكَ فَاَجِرْهُ حَتّٰى يَسْمَعَ كَلٰمَ اللّٰهِ ثُمَّ اَبْلِغْهُ مَاْمَنَهٗ ؕ ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَعْلَمُوْنَ ﴿٦﴾

ইসলামের শরণার্থী নীতি ও মানবাধিকার

৬. (হে মুসলিমগণ! যুদ্ধরত) কোনো মুশরিক যদি তোমাদের কাছে আশ্রয় চায় তবে তোমরা তাকে আশ্রয় দেবে। যেন সে আল্লাহর কালাম শুনতে পারে। (ইসলাম গ্রহণ করলে সে তোমাদের ভাই হয়ে যাবে। আর ফিরে যেতে চাইলে) তাকে নিরাপদ আশ্রয়ে পৌঁছে দিও। কারণ তারা অজ্ঞ জাতি।

মানবাধিকারঃ মানবাধিকারের ক্ষেত্রে আয়াতটি মাইলফলক। শুধু মানবিক কারণে যুদ্ধরত শত্রুকে নিরাপত্তা দিতে আদেশ দেয়া হয়েছে ইসলামী সরকার ও সমাজকে। শুধু তাই নয়! আশ্রিত শত্রুকে তার চাহিদা মত নিরাপদ আশ্রয়ে পৌঁছে দিতে বলা হয়েছে। মানবতার প্রতি এত দয়া, মানবাধিকারের এত সুন্দর বাণী ইসলাম ছাড়া আর কে দিতে পারবে?
বর্তমান বিশ্বে কোনো ভিন দেশীকে আশ্রয় দেয়ার নাম স্পন্সারশীপ বা কিফালাহ। ইসলামী বিধান মতে স্পন্সার দেয়ার ক্ষমতা রয়েছে প্রতিটি নাগরিকের। কিন্তু আজকাল দেশে দেশে এ নাগরিক অধিকার হরন করা হচ্ছে। আজকাল দেশের সকল নাগরিক স্পন্সার করতে পারে না। অনেক দেশে এ ক্ষমতা শর্তের বেড়া জালে আবদ্ধ এবং ধনীদের জন্য সংরক্ষিত।

كَيْفَ يَكُوْنُ لِلْمُشْرِكِيْنَ عَهْدٌ عِنْدَ اللّٰهِ وَعِنْدَ رَسُوْلِهٖۤ اِلَّا الَّذِيْنَ عٰهَدْتُّمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ۚ فَمَا اسْتَقَامُوْا لَكُمْ فَاسْتَقِيْمُوْا لَهُمْ ؕ اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِيْنَ ﴿٧﴾

ইসলামের পররাষ্ট্র, প্রতিরক্ষানীতি ও চুক্তি

৭. (যেসব মুশরিক জাতি চুক্তির শর্ত ভঙ্গ করে) আল্লাহ ও রাসূলের কাছে ঐ মুশরিকদের চুক্তি কীভাবে কার্যকর থাকবে? তবে মাসজিদ হারামের কাছে তোমরা যাদের সাথে চুক্তি স্বাক্ষর করেছ তারা যতদিন চুক্তি মেনে চলে তোমরাও ততদিন মেনে চলবে। (কারণ এটা হলো তাকওয়া) আর আল্লাহ মুত্তাক্বীদের ভালবাসেন। (যে ব্যক্তি আল্লাহর ভয়ে যাবতীয় কুফর শিরক ও পাপাচার থেকে বেঁচে থাকে তাকে মুত্তাক্বী বলা হয়)

জ্ঞাতব্যঃ আসলে মুশরিকদের সাথে চুক্তি স্বাক্ষর করেছিলেন রাসূল সাঃ। কিন্তু আল্লাহ এ চুক্তিকে নিজের স্বত্ত্বার

সাথে সম্পৃক্ত করেছেন। কারণঃ রাসূল বা ইসলামী সরকার যমীনে আল্লাহর প্রতিনিধি। ইসলাম প্রতিনিধিত্বশীল সরকার ব্যবস্থা চালু করেছে। যা পরিচালনা করবে মানুষ কিন্তু বিধান হবে আল্লাহর। তাই ইসলামে সরকার বা সমাজ ব্যবস্থার নাম "খিলাফাহ" মানে প্রতিনিধিত্বশীল সরকার। এ ব্যবস্থায় নবী- রাসূলগণ হন আল্লাহর প্রতিনিধি আর খালীফাহগণ হন রাসূলের প্রতিনিধি।

كَيْفَ وَ اِنْ يَّظْهَرُوْا عَلَيْكُمْ لَا يَرْقُبُوْا فِيْكُمْ اِلًّا وَّ لَا ذِمَّةً ؕ يُرْضُوْنَكُمْ بِاَفْوَاهِهِمْ وَ تَاْبٰى قُلُوْبُهُمْ ۚ وَ اَكْثَرُهُمْ فٰسِقُوْنَ ﴿٨﴾ اِشْتَرَوْا بِاٰيٰتِ اللّٰهِ ثَمَنًا قَلِيْلًا فَصَدُّوْا عَنْ سَبِيْلِهٖ ؕ اِنَّهُمْ سَآءَ مَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ﴿٩﴾ لَا يَرْقُبُوْنَ فِيْ مُؤْمِنٍ اِلًّا وَّ لَا ذِمَّةً ؕ وَ اُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُعْتَدُوْنَ ﴿١٠﴾

কাফিরদের প্রতারনা এবং মানবাধিকারের ফাঁকা বুলি

৮. (তাদের সাথে কৃত চুক্তি) কীভাবে (মেনে চলবে)? অথচ তোমাদের উপর ক্ষমতা পেলে তারা চুক্তির তোয়াক্কা-ই করবে না। তারা মুখ দিয়ে তোমাদের খুশী রাখে অথচ তাদের অন্তর মোটে-ই সন্তুষ্ট নয়। তাদের অধিকাংশই পাপিষ্ঠ।

৯. তারা সামান্য (দুনিয়ার) জন্য আল্লাহর বিধান বিকিয়ে দেয় এবং (লোকজনকে) আল্লাহর পথ থেকে ফিরিয়ে রাখে। তাদের কাজ কর্ম খুবই জঘন্য।

১০. (ক্ষমতা পেলে) তারা মুঅমিনদের ব্যাপারে দায়িত্বশীল আচরণ করবে না, তারা (তখন মুঅমিনদের উপর অত্যাচার করবে এবং মানবাধিকারের সকল) সীমালঙ্ঘন করবে।

জ্ঞাতব্যঃ আল্লাহু আকবার। আল্লাহর বাণী চির সত্য। আল্লাহর এ আয়াতের বাস্তব চিত্র বর্তমান বিশ্বের দেশে দেশে পরিলক্ষিত হচ্ছে। বর্তমান বিশ্বের ক্ষমতাশীল অনেক দেশ মুসলিমদের সাথে মানবিক আচরণটুকুও করছে না। এমনকি মানবাধিকারের ঠিকাদার দেশগুলোও এ ব্যাপারে বারবার মানবাধিকার লঙ্ঘন করে চলেছে।

فَاِنْ تَابُوْا وَ اَقَامُوا الصَّلٰوةَ وَ اٰتَوُا الزَّكٰوةَ فَاِخْوَانُكُمْ فِي الدِّيْنِ ؕ وَ نُفَصِّلُ الْاٰيٰتِ لِقَوْمٍ يَّعْلَمُوْنَ ﴿١١﴾

তাওবাহ করলে প্রতারক কাফিরকেও আল্লাহ মাফ করে দেন

১১. তবে তারা যদি তাওবাহ করে (নিজেদের শুধরে) নেয়, সালাত কায়েম করে ও যাকাত আদায় করে, তখন তারা তোমাদের দ্বীনি ভাই হয়ে যাবে। আমরা বিধান সমূহ স্ববিস্তারে বর্ণনা করি জ্ঞানী লোকদের জন্য।

জ্ঞাতব্যঃ তাওবাহ অর্থ ফিরে আসা। পাপের পথ ছেড়ে আল্লাহর পথে ফিরে আসাকে তাওবাহ বলা হয়। তাওবাহ বান্দা ও আল্লাহর ব্যাপারে। তাওবাহ করতে পীর সাহেব, হুজুর সাহেব বা ইমাম সাহেবের হাত বা রুমাল ধরার প্রয়োজন হয় না।

وَ اِنْ نَّكَثُوْٓا اَيْمَانَهُمْ مِّنْۢ بَعْدِ عَهْدِهِمْ وَ طَعَنُوْا فِيْ دِيْنِكُمْ فَقَاتِلُوْٓا اَئِمَّةَ الْكُفْرِ ۙ اِنَّهُمْ لَآ اَيْمَانَ لَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَنْتَهُوْنَ ﴿١٢﴾

যুদ্ধ করতে হবে নেতৃত্ব দানকারী কাফির জনগোষ্ঠীর সাথে

১২. তারা (কাফির, মুশরিকরা) যদি চুক্তি করার পর ভঙ্গ করে, দ্বীনি ব্যাপারে তোমাদের তিরস্কার করে (তবে আর চুক্তি মানা হবে না।) তোমরা তখন কাফির নেতাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে, তাদের অঙ্গীকার মূল্যহীন। (এমন করলে) হয়ত তারা (এসব কাজ থেকে) বিরত থাকবে।

اَلَا تُقَاتِلُوْنَ قَوْمًا نَّكَثُوْٓا اَيْمَانَهُمْ وَ هَمُّوْا بِاِخْرَاجِ الرَّسُوْلِ وَ هُمْ بَدَءُوْكُمْ اَوَّلَ مَرَّةٍ ؕ اَتَخْشَوْنَهُمْ ۚ فَاللّٰهُ اَحَقُّ اَنْ تَخْشَوْهُ اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ ﴿١٣﴾ قَاتِلُوْهُمْ يُعَذِّبْهُمُ اللّٰهُ بِاَيْدِيْكُمْ وَ يُخْزِهِمْ وَ يَنْصُرْكُمْ عَلَيْهِمْ وَ يَشْفِ صُدُوْرَ قَوْمٍ مُّؤْمِنِيْنَ ﴿١٤﴾ وَ يُذْهِبْ غَيْظَ قُلُوْبِهِمْ ؕ وَ يَتُوْبُ اللّٰهُ عَلٰى مَنْ يَّشَآءُ ؕ وَاللّٰهُ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ ﴿١٥﴾

ইসলামের যুদ্ধনীতি

১৩. (হে মুসলিমগণ!) তোমরা তাদের (কাফিরদের) সাথে কেন যুদ্ধ করবে না? অথচ তারা (তোমাদের বিরুদ্ধে ৩টি অপরাধ করেছে)

- ❖ তারা চুক্তি করার পর ভঙ্গ করেছে,
- ❖ তারা রাসূলকে দেশ ত্যাগে বাধ্য করেছে
- ❖ তারাই আগে (যুদ্ধ) শুরু করেছে।

(এতো অপরাধ করা স্বত্ত্বেও তোমরা কেন তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করছ না?) তবে কি তোমরা তাদেরকে ভয় করো? তোমরা যদি মুঅমিন হয়ে থাকো তবে শুধু আল্লাহকেই ভয় করা উচিত।

১৪. (হে মুঅমিনগণ!) তোমরা তাদের বিরদ্ধে যুদ্ধ করো, আল্লাহ তোমাদের হাতে তাদের সাজা দেবেন, তাদের অপদস্থ করবেন, তাদের বিরুদ্ধে তোমাদের সাহায্য করবেন এবং (তোমাদের বিজয়ী করে) মুঅমিনদের অন্তরকে শীতল করবেন।

১৫. আর তাদের (অপদস্থ ও পরাজিত করে তাদের) মনের ক্রোধ দূর করবেন। (তবে তাদের মাঝে যারা তাওবাহ করে নিজেকে শুধরে নেবে আল্লাহ তাদের তাওবাহ কবুল করবেন। কারণ) আল্লাহ তাওবাহ কবুল করেন যার প্রতি তিনি খুশী হন। নিশ্চয় আল্লাহ মহাজ্ঞানী, মহাকৌশলী।

একটি ভুলের অবসানঃ আজকাল মুসলিম নামধারী অনেক মানুষকেও বলতে শোনা যায়ঃ "ইসলাম হলো শান্তির ধর্ম, এখানে যুদ্ধের কথা থাকবে কেন"? এরা মনে করে আসলেই ইসলামে যুদ্ধের কথা নেই বা যুদ্ধের কথা থাকা উচিত নয়।

তাই যেসব মুসলিম জিহাদের কথা বলে বা যুদ্ধের মাধ্যমে দ্বীন কায়েম করতে চায় অথবা যুদ্ধকে সমর্থন করে; এরা তাদেরকে জঙ্গী, সন্ত্রাসী, ধর্মান্ধ, ইত্যাদি নানা মন্দ বিশেষণে বিশেষিত করে তাদের বিরুদ্ধে নানা প্রকার প্রপাগান্ডা করে থাকে। এর মূল কারণ হলোঃ এরা বুঝেই উঠতে পারে না "ইসলাম কেন যুদ্ধের কথা বলবে"?

আর এ বিষয়টি না বোঝার অন্যতম কারণ হলোঃ এরা ইসলামকে শুধু একটি ধর্ম মনে করে এবং ধর্ম হিসেবে-ই মানে। আসলে ইসলাম যে শুধু ধর্ম নয় বরং ইসলাম হলো একটি পরিপূর্ণ জীবন আদর্শ; এ সহজ কথাটি এরা বোঝে না বা মেনে নিতে পারে না।

তবে প্রতিটি দেশ জাতি ও সরকারেরই প্রতিরক্ষানীতি বা যুদ্ধনীতি থাকতে হয়। যুদ্ধনীতি বা প্রতিরক্ষানীতি ছাড়া কোনো দেশ জাতি বা সরকার পূর্ণতা লাভ করতে পারে না। এ কথা সবাই বুঝে এবং মেনেও নেয়।

আসল ব্যাপার হলোঃ ইসলাম শুধু একটি ধর্ম-ই নয়। বরং ইসলাম হলো পরিপূর্ণ একটি জীবন আদর্শ। দেশ ও জাতি গঠন, ন্যায় সাম্য অধিকার ও আইনের শাসন, সরকার গঠন ও পরিচালনা, ইত্যাদি হলো ইসলামের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। সুতরাং ইসলামের নিজস্ব প্রতিরক্ষানীতি ও যুদ্ধনীতি অবশ্যই থাকতে হবে এবং আছেও। ইসলাম তার জাতির জন্য যে যুদ্ধনীতি বা প্রতিরক্ষানীতি ঠিক করে দিয়েছে এরই নাম "জিহাদ ফী সাবীলিল্লাহ"। দেশ জাতি ও সরকার গঠন, পরিচালনা, প্রতিরক্ষা, মানুষের অধিকার আদায়, সম্পদ, ইজ্জত ও জীবন রক্ষা, ইত্যাদির জন্য যুদ্ধ করা মানুষের মৌলিক দায়িত্ব। আর আল্লাহ প্রদত্ত এ দায়িত্ব পালন করলে আল্লাহ খুশী হয়ে অনেক ছাওয়াব দান করেন। তাই এটাকে "জিহাদ ফী সাবীলিল্লাহ" বা আল্লাহর পথে জিহাদ বলা হয়।

أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تُتْرَكُوا وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ وَلَمْ يَتَّخِذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلَا رَسُولِهِ وَلَا الْمُؤْمِنِينَ وَلِيجَةً ۚ وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿١٦﴾

সবাইকে পরীক্ষা করা হবে, বিনা পরীক্ষায় কাউকেই ছেড়ে দেয়া হবে না

১৬. (হে মুসলিমগণ!) তোমরা কী মনে করো? তোমাদেরকে এমনিতেই ছেড়ে দেয়া হবে? আর আল্লাহ প্রকাশ করবেন নাঃ তোমাদের কে ও কারা আল্লাহর পথে জিহাদ করে এবং আল্লাহ রাসূল ও মুঅমিন ছাড়া অন্যকে ওয়ালী না বানায়? (আল্লাহ পরীক্ষা করেন মানুষের কর্মফল প্রকাশ করার জন্য, অবগতির জন্য নয়। কারণ) তোমরা যা করো আল্লাহ সকল বিষয়ে অবগত।

জ্ঞাতব্যঃ হাদীছ থেকে বুঝা যায়ঃ মানুষকে তার ঈমান অনুপাতে পরীক্ষা করা হবে। যার ঈমান যত মজবুত তার পরীক্ষা হবে তত কঠিন আর যার ঈমান যত দুর্বল তার পরীক্ষা হবে তত সহজ। তবে আখেরাতে সম্মান ও মর্যাদাও সবার সমান হবে না। যার ঈমান ও তাকওয়া যত বেশী হবে তার সম্মান ও মর্যাদাও তত বেশী হবে। (দেখুন সূরাহ হুজরাতঃ ১৩)

مَا كَانَ لِلْمُشْرِكِينَ أَنْ يَعْمُرُوا مَسَاجِدَ اللَّهِ شَاهِدِينَ عَلَىٰ أَنْفُسِهِمْ بِالْكُفْرِ ۚ أُولَٰئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ ۖ وَفِي النَّارِ هُمْ خَالِدُونَ ﴿١٧﴾ إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَاجِدَ اللَّهِ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهَ فَعَسَىٰ أُولَٰئِكَ أَنْ يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ ﴿١٨﴾

মসজিদ কমিটির সদস্য হবার যোগ্যতা

১৭. আল্লাহর ঘর মাসজিদ নির্মাণ /সংরক্ষণ /পরিচালনা করা তাদের জন্য উচিত নয় /বৈধ নয় যারা মুশরিক, যারা নিজেই নিজের কুফরের প্রত্যক্ষ সাক্ষী। কারণ (ঈমান না থাকার কারণে) তাদের সকল আ'মাল বরবাদ হয়ে যায়, তারা হবে চির জাহান্নামী।

১৮. আল্লাহর ঘর মাসজিদ কেবল তারাই নির্মাণ/সংরক্ষণ/পরিচালনা করবে যারা আল্লাহ ও আখেরাতে ঈমান রাখে, সালাত কায়েম করে, যাকাত আদায় করে এবং আল্লাহ ছাড়া অন্যকে ভয় করে না। (যারা উল্লেখিত চারটি গুণে গুণান্বিত হয়ে মাসজিদ নির্মাণ ও পরিচালনা করবে) তারা

হেদায়াত প্রাপ্তদের অন্তর্ভুক্ত হবার আশা করতে পারে।

মসজিদ নির্মাণ ও পরিচালনাঃ ইসলামী সমাজের মূল কেন্দ্র হচ্ছে মসজিদ। রাসূল সা.এর সময়ে মসজিদ থেকেই দেশ, জাতি ও সমাজ পরিচালিত হত। তখনকার দিনে রাজনীতি, সমাজনীতি, বিচার, শাসন, সমরনীতি, সংস্কৃতি সবকিছুই মসজিদ থেকে পরিচালিত হত। এমনকি অসহায় পুরুষ ও নারীরা মসজিদে এলে খেতে পারত, থাকতে পারত, আশ্রয় পেত। তাই ইসলামী সমাজনীতি ও পৌরনীতির বিধান মতে..

- ❖ মসজিদ নির্মাণ, সংরক্ষণ ও পরিচালনার দায়িত্ব ইসলামী সরকারের
- ❖ তবে কেউ চাইলে এককভাবে বা সঙ্ঘবদ্ধভাবে নিজের বাড়িতে বা পাড়ায় নিজস্ব মসজিদ নির্মাণ ও পরিচালনা করতে পারবে (মসজিদ নির্মাণ ও পরিচালনার এ দুটি পদ্ধতি বর্তমানে সৌদি আরবসহ কয়েকটি দেশে বিদ্যমান আছে)

মসজিদ কমিটির সদস্যদের গুনগত মানঃ ব্যক্তিগত বা সঙ্ঘবদ্ধভাবে মসজিদ নির্মাণ ও পরিচালনা করতে চাইলে এর পরিচালক বা পরিচালনা কমিটির সদস্যবৃন্দের নিম্নতম যোগ্যতার বর্ণনা দিয়েছে আল-কুরআন। তাই মসজিদ কমিটির সদস্য হতে হলে কমপক্ষে এ ৪টি গুনে গুনান্বিত হতে হবে। আর এ গুণ ৪টি হলো..

- ❖ যিনি সঠিক ঈমানের অধিকারী হবেন (সুতরাং কুফর, শিরক, নিফাক বা কবীরাহ গোনায় জড়িত ব্যক্তি মসজিদ কমিটির সদস্য হওয়ার যোগ্য নয়)
- ❖ যিনি নিয়মিত সালাত কায়েম করেন (সুতরাং বে-নামাযী বা অনিয়মিত নামাযী ব্যক্তি মসজিদ কমিটির সদস্য হওয়ার যোগ্য নয়)
- ❖ যিনি হিসাব করে যাকাত আদায় করেন (সুতরাং নিয়মিত যাকাত আদায় করেন না এমন কোনো ব্যক্তি মসজিদ কমিটির সদস্য হওয়ার যোগ্য নয়)
- ❖ যিনি আল্লাহ ছাড়া অন্যকে ভয় করেন না, তথা কঠিন পরিস্থিতিতেও আল্লাহর দ্বীনের উপর অবিচল থাকার মত সাহসী। (সুতরাং যিনি মানুষের ভয়ে, সমাজের ভয়ে বা সরকারের ভয়ে আল্লাহর কোনো বিধান বাদ দিয়ে দেন এমন ব্যক্তি মসজিদ কমিটির সদস্য হওয়ার যোগ্য নয়)

উল্লেখিত চারটি গুণের অধিকারী ব্যক্তিই কেবল মাসজিদ কমিটির সদস্য হতে পারবে। আর যার মাঝে এসব গুণের সমন্বয় থাকবে না তার জন্য মাসজিদ কমিটির সদস্য হওয়া উচিত নয় বা বৈধ নয়। এতে তার লাভের চেয়ে ক্ষতির সম্ভাবনাই বেশী।

বেস-সরকারীভাবে মসজিদ নির্মাণ ও পরিচালনায় কিছু পরামর্শঃ মনে রাখতে হবে মসজিদ কারো ব্যক্তিগত বা পাঞ্চায়িতী সম্পত্তি নয়। মসজিদ আল্লাহর ঘর তাই আল্লাহর বিধান মেনেই এটা নির্মাণ ও পরিচালনা করতে হবে। সুতরাং সরাসরি কুফর শিরক বা কবীরাহ গোনাহের সাথে সম্পৃক্ত কোনো ব্যক্তিকে মসজিদ কমিটিতে না রেখে..

- ❖ উল্লেখিত ৪টি গুনের অধিকারী ব্যক্তিবর্গ এককভাবে বা কমিটি করে মসজিদ নির্মাণ ও পরিচালনা করবে
- ❖ কুফর, শিরক, নিফাক বা কবীরাহ গোনায় জড়িত কোনো ব্যক্তিকে মসজিদ কমিটির সদস্য হিসেবে নেওয়া যাবে না
- ❖ তবে মূল কমিটিকে পরামর্শ দেওয়ার জন্য মুসল্লী কমিটি গঠন করা যাতে পারে। মসজিদের ইমাম ও মুসল্লীবৃন্দ নিয়ে মুসল্লী কমিটি গঠিত হবে। এ কমিটি মসজিদ সংক্রান্ত বিষয়াদিতে মূল কমিটিকে পরামর্শ দেবে।
- ❖ মসজিদের পেশ ইমাম পদাধিকার বলে মুসল্লি কমিটির সভাপতি থাকবেন আর নিয়মিত মুসল্লীগণ হবেন এ কমিটির সদস্য।

ইমাম সাহেব মসজিদে ঘোষনা দিয়ে কমপক্ষে ১ দিনের নোটিশে পরামর্শ সভা আহ্বান করতে পারবেন।

اَجَعَلْتُمْ سِقَايَةَ الْحَآجِّ وَ عِمَارَةَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ كَمَنْ اٰمَنَ بِاللّٰهِ وَ الْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَ جٰهَدَ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ؕ لَا يَسْتَوٗنَ عِنْدَ اللّٰهِ ؕ وَاللّٰهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظّٰلِمِيْنَ ﴿١٩﴾ اَلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَ هَاجَرُوْا وَ جٰهَدُوْا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ بِاَمْوَالِهِمْ وَ اَنْفُسِهِمْ ۙ اَعْظَمُ دَرَجَةً عِنْدَ اللّٰهِ ؕ وَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْفَآئِزُوْنَ ﴿٢٠﴾ يُبَشِّرُهُمْ رَبُّهُمْ بِرَحْمَةٍ مِّنْهُ وَ رِضْوَانٍ وَّ جَنّٰتٍ لَّهُمْ فِيْهَا نَعِيْمٌ مُّقِيْمٌ ﴿٢١﴾ خٰلِدِيْنَ فِيْهَآ اَبَدًا ؕ اِنَّ اللّٰهَ عِنْدَهٗٓ اَجْرٌ عَظِيْمٌ ﴿٢٢﴾

আল্লাহর পথের মুজাহিদ আর মসজিদ মাদরাসাহ নিয়ে পড়ে থাকা মানুষ সমান নয়

১৯. (হে মানুষ!) তোমরা কি হাজীদের সেবা এবং মাসজিদ হারামের ই'মারাতকে (নির্মাণ/সংরক্ষণ/পরিচালনাকে) ওই ব্যক্তির সমান (সম্মান ও মর্যাদার অধিকারী) মনে করো, যে আল্লাহ ও আখেরাতে ঈমান রাখে এবং আল্লাহর পথে জিহাদ করে? (তোমরা সমান মনে করলেও) আল্লাহর কাছে এরা সমান নয়। (হাজীদের সেবা ও মাসজিদ হারামের ইমারাতকে আর আল্লাহর পথে জিহাদকে যারা সমান মনে করে তারা অবিচারী) আর আল্লাহ অবিচারীদের হেদায়াত করেন না।

২০. যারা ঈমান আনে, হিজরত করে এবং নিজেদের সম্পদ ও জীবন দিয়ে আল্লাহর পথে জিহাদ করে তারা আল্লাহর কাছে (হাজীদের সেবা এবং মাসজিদ হারামের ইমারাত নির্মাণ সংরক্ষণ ও পরিচালনাকারীর চেয়ে) উচ্চ মর্যাদার অধিকারী এবং তারাই সফল।

২১-২২. তাদের রাব্ব তাদেরকে সুসংবাদ দিচ্ছেন আপন রহমত, সন্তুষ্টি ও জান্নাতের, যেখানে থাকবে চিরস্থায়ী নিয়ামত। তারা সেখানে চিরদিন থাকবে। আল্লাহর কাছে তাদের জন্য রয়েছে মহা পুরস্কার।

জ্ঞাতব্যঃ যারা জিহাদ পছন্দ করেন না, যারা শুধু মসজিদ মাদরাসাহ নিয়ে পড়ে থাকেন এবং এসবকেই দ্বীন মনে করেন, যারা জিহাদ ও মুজাহিদকে নানা মন্দ নামে অভিহিত করেন। তারা যেন আয়াত গুলো নিয়ে একটু চিন্তা করেন।

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَتَّخِذُوْٓا اٰبَآءَكُمْ وَ اِخْوَانَكُمْ اَوْلِيَآءَ اِنِ اسْتَحَبُّوا الْكُفْرَ عَلَى الْاِيْمَانِ ؕ وَمَنْ يَّتَوَلَّهُمْ مِّنْكُمْ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الظّٰلِمُوْنَ ﴿٢٣﴾

আমাদের যেসব আত্মীয়স্বজন ঈমানের চেয়ে কুফরকে বেশী পছন্দ করে

২৩. ওহে যারা ঈমান এনেছো! (শোনো!) তোমাদের বাবা-মা ও ভাইবোন যদি ঈমানের চেয়ে কুফরকে বেশী পছন্দ করে তবে তোমরা তাদেরকে ওয়ালী (মিত্র, অভিভাবক) হিসেবে মেনে নিও না। তোমাদের যে বা যারা তাদেরকে ওয়ালী হিসেবে মেনে নেবে তারা অপরাধী হয়ে যাবে। (ওয়ালী সম্পর্কে জানতে দেখুনঃ বাকারাহঃ ১০৭)

ঈমান ও আক্বীদাহঃ আমাদের বাবা-মা ভাইবোনসহ যেসব আত্মীয়স্বজন ঈমানের চেয়ে কুফরকে বেশী পছন্দ করে তাদেরকে ওয়ালী বানানো বা ওয়ালী হিসেবে মেনে নেওয়া কুফর। কোনো মুসলিম এমন করলে তার ঈমান বিনষ্ট হয়ে সকল আ'মাল নিষ্ফল ও বরবাদ হয়ে যাবে এবং সে হয়ে যাবে চির জাহান্নামী মুনাফিক। মুনাফিক মারা গেলে তাদের জানাযা পড়া বা তাদের জন্য দোয়া করাও নিষিদ্ধ। (দেখুন সূরাহ তাওবাহঃ ৮৪) তবে সবার সাথে ভালো ব্যবহার করতে হবে। এটা ইসলামের মূল শিক্ষা।

জ্ঞাতব্যঃ আমরা কাকে ওয়ালী বানাব, কাকে বানাব না? কে আমাদের শত্রু, কে মিত্র? কে আপন, আর কে পর? সঠিকভাবে এসব নির্ণয় করা আমাদের জীবনের খুবই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। এসব বিষয়েও মৌলিক নীতিমালা ঠিক করে দিয়েছেন মহান রাব্ব। আক্বাইদের পরিভাষায় এসব নীতিমালাকে বলা হয় "আল- ওয়ালা ওয়া-ল-বারা"।

(এ সম্পর্কে জানতে আমাদের ইসলাম শিক্ষা সিলেবাসের ৪র্থ বই "ঈমানের উপর অবিচল থাকা" দেখে নিন)

قُلْ اِنْ كَانَ اٰبَآؤُكُمْ وَ اَبْنَآؤُكُمْ وَ اِخْوَانُكُمْ وَ اَزْوَاجُكُمْ وَ عَشِيْرَتُكُمْ وَاَمْوَالُ اقْتَرَفْتُمُوْهَا وَ تِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَ مَسٰكِنُ تَرْضَوْنَهَآ اَحَبَّ اِلَيْكُمْ مِّنَ اللّٰهِ وَ رَسُوْلِهٖ وَ جِهَادٍ فِيْ سَبِيْلِهٖ فَتَرَبَّصُوْا حَتّٰى يَاْتِيَ اللّٰهُ بِاَمْرِهٖ ؕ وَاللّٰهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفٰسِقِيْنَ ﴿٢٤﴾

ইসলামের চেয়ে কুফরকে বেশী পছন্দ করা কুফর

২৪. (হে নবী! মুসলিমদেরকে) বলে দাওঃ যদি..

- তোমাদের বাবা-মা,
- তোমাদের ছেলেমেয়ে,
- তোমাদের ভাইবোন,
- তোমাদের স্ত্রীগণ,
- তোমাদের আত্মীয়স্বজন,
- তোমাদের নিজ হাতে অর্জিত সম্পদ,
- তোমাদের নিজের ব্যবসা; যার লোকসানে তোমরা শঙ্কিত থাকো,
- তোমাদের পছন্দের ঘরবাড়ী,

(এসব যদি তোমাদের কাছে) আল্লাহ, আল্লাহর রাসূল অথবা আল্লাহর পথে জিহাদের চেয়ে বেশী প্রিয় হয়ে যায় তবে অপেক্ষা করোঃ আল্লাহ তোমাদের উপর তার আযাব পাঠিয়ে দেবেন। আর (জেনে রাখো!) আল্লাহ পাপিষ্ঠদের হেদায়াত করেন না (যদি তারা নিজ থেকে ফিরে না আসে।)

ঈমান ও আক্বীদাহঃ সামগ্রিকভাবে ইসলামের চেয়ে কুফরকে বেশী পছন্দ করা কুফর।

- কোনো ব্যাপারে ইসলামী বিধানের চেয়ে কুফুরী বিধানকে বেশী পছন্দ করাও কুফর।
- ইসলামী বিধানের চেয়ে অন্য বিধানকে উত্তম মনে করা কুফর।
- মনগড়া কোনো বিধানকে আল্লাহর বিধানের সমান মনে করা কুফর।
- আল্লাহ, আল্লাহর রাসূল বা আল্লাহর পথে জিহাদের চেয়ে অন্য কোনো ব্যক্তি বা বস্তুকে বেশী পছন্দ করা কুফর।
- কোনো মুসলিম এমন করলে তার ঈমান নষ্ট হয়ে যাবে এবং সে হয়ে যাবে চির জাহান্নামী মুনাফিক।

لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللّٰهُ فِيْ مَوَاطِنَ كَثِيْرَةٍ ۙ وَّ يَوْمَ حُنَيْنٍ ۙ اِذْ اَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ فَلَمْ تُغْنِ عَنْكُمْ شَيْـًٔا وَّ ضَاقَتْ عَلَيْكُمُ الْاَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ ثُمَّ وَلَّيْتُمْ مُّدْبِرِيْنَ ﴿٢٥﴾ ثُمَّ اَنْزَلَ اللّٰهُ سَكِيْنَتَهٗ عَلٰى رَسُوْلِهٖ وَ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ وَ اَنْزَلَ جُنُوْدًا لَّمْ تَرَوْهَا وَ عَذَّبَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا ؕ وَ ذٰلِكَ جَزَآءُ الْكٰفِرِيْنَ ﴿٢٦﴾ ثُمَّ يَتُوْبُ اللّٰهُ مِنْۢ بَعْدِ ذٰلِكَ عَلٰى مَنْ يَّشَآءُ ؕ وَاللّٰهُ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ﴿٢٧﴾

হুনাইনের যুদ্ধ

পটভূমিঃ মক্কাহ বিজয়ের পর রাসূল সাঃ তায়েফ আক্রমণ করলেন। তায়েফ অভিযানে রাসূল সাঃ এর সাথে ছিল ১২ হাজার সেনার বিরাট বাহিনী। এর আগে কোনো যুদ্ধেই মুসলিম সেনাদের এতো বড় বাহিনী ছিল না। তাই এতো বিশাল বাহিনী দেখে মুসলিমগণ বিমোহিত এবং জয়ের ব্যাপারে আশাবাদী হয়ে পড়েছিলেন।

এ অভিযানের এক পর্যায়ে হুনাইন নামক এলাকায় ৮ হাজার কাফির সেনা অতর্কিত হামলা চালালে মুসলিম সেনারা হতভম্ব হয়ে পালাতে থাকেন এবং হাতেগুনা কয়েকজন ছাড়া বাকি সবাই পালিয়ে যান। পরে আল্লাহর সাহায্যে মুসলিম বাহিনীর বিজয় হয়। এ ঘটনার প্রতি ইঙ্গিত করে নাযিল হয়েছে..

২৫. (হে মুসলিমগণ! আল্লাহর নিয়ামত স্মরণ করো) আল্লাহ অনেক স্থানেই তোমাদেরকে সাহায্য করেছেন, বিশেষ করে হুনাইনের দিন। যখন সংখ্যায় অধিক হওয়ার কারণে তোমরা মুগ্ধ হয়ে গিয়েছিলে। কিন্তু এসব তোমাদের কোনো কাজে আসেনি। পৃথিবী বিস্তৃত হওয়া সত্ত্বেও তোমাদের জন্য সংকীর্ণ হয়ে আসছিল। আর তোমরা পিছন দিকে পালিয়ে ছিলে।

২৬. অতঃপর আল্লাহ তদীয় রাসূল ও মুঅমিনদের উপর প্রশান্তি নাযিল করলেন, প্রেরন করলেন এমন বাহিনী যা তোমরা দেখনি। তিনি কাফিরদের সাজা দিলেন (তথা পরাজিত করলেন।) কাফিরদের পরিণতি এমনই হয়।

২৭. অতঃপর তিনি (কাফিরদের) যার প্রতি খুশী হলেন তার তাওবাহ কবুল করলেন। (হুনাইন যুদ্ধে শরীক হওয়া অনেক কাফির পরে তাওবাহ করে মুসলিম হয়ে গিয়েছিল) আল্লাহ ক্ষমাশীল, দয়াময়।

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْۤا اِنَّمَا الْمُشْرِكُوْنَ نَجَسٌ فَلَا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هٰذَا ۚ وَ اِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً فَسَوْفَ يُغْنِيْكُمُ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهٖۤ اِنْ شَآءَ ؕ اِنَّ اللّٰهَ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ ﴿٢٨﴾

কাফির ও মুশরিকদের মক্কায় প্রবেশ নিষেধ

২৮. মুঅমিনগণ! (শোনো! কাফির ও) মুশরিকরা অবশ্যই অপবিত্র। তাই (তোমরা এমন ব্যবস্থা নেবে) যেন এ বছরের পর তারা আর মাসজিদ হারামের (তথা মক্কার) কাছে আসতে না পারে। আর তোমরা (যদি মনে করো এমন ব্যবস্থা নেওয়ার কারণে তোমাদের পর্যটন ও ব্যবসা-বানিজ্য কমে যাবে এবং এর ফলে তোমরা) অভাব-অনটনে পড়ে যাবে তবে (জেনে রাখো!) আল্লাহ ইচ্ছা করলে নিজ দয়ায় তোমাদেরকে ধনী বানিয়ে দিতে পারেন। আল্লাহ মহাজ্ঞানী, মহাকৌশলী।

আইন ও বিধানঃ কাফির ও মুশরিকরা আইনগতভাবে অপবিত্র। তাদের জন্য মসজিদ হারাম তথা মক্কার সীমানায়

প্রবেশ করা নিষিদ্ধ এবং তাদেরকে মক্কার সীমানা থেকে ফিরিয়ে রাখা ইসলামী সরকার ও মুসলিম সমাজের সামাজিক, রাজনৈতিক ও ঈমানী দায়িত্ব।

বিশ্লেষণঃ মুশরিকরা নাজাস হলেও তাদের এ নাজাসাত বা অপবিত্রতা শুধুই বিধানগত, তারা নাজাসু-ল- আইন বা নাজাসাত হাক্বিক্বী তথা বস্তুগত আসল নাপাক নয়। তাই তো কোনো মুশরিকের সাথে করমর্দন অথবা কোনো মুশরিকের স্পর্শ বা ছোঁয়া আপনাকে অপবিত্র বানাবে না।

জ্ঞাতব্যঃ আজকাল মুসলিম নামধারী অনেক ব্যক্তি বা দেশ দরিদ্রতার ভয়ে কাফির ও কুফরকে প্রশ্রয় দিয়ে থাকেন। আসলে তাদের উচিত ছিল শুধুই আল্লাহর উপর ভরসা করা।

قَاتِلُوا الَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَ لَا بِالْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَ لَا يُحَرِّمُوْنَ مَا حَرَّمَ اللّٰهُ وَ رَسُوْلُهٗ وَ لَا يَدِيْنُوْنَ دِيْنَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتٰبَ حَتّٰى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَّدٍ وَّ هُمْ صٰغِرُوْنَ ﴿٢٩﴾

আহলে কিতাবের সাথে যুদ্ধের বিধান

২৯. (হে মুসলিমগণ!) আহলে কিতাবের যারা আল্লাহ ও আখেরাতে ঈমান আনবে না, আল্লাহ ও রাসূল যা হারাম করেছেন এসবকে হারাম মানবে না, জীবন বিধান হিসেবে সঠিক দ্বীন মেনে চলবে না; তোমরা তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে যতক্ষন না তারা নতি স্বীকার করে নিজ হাতে জিযইয়াহ (জিযিয়া) দেবে।

জ্ঞাতব্যঃ অমুসলিমদের থেকে নেয়া খাজনাকে জিযইয়াহ (জিযিয়া) বলে। ইসলামী সরকার মুসলিমদের থেকে যাকাত আর অমুসলিমদের থেকে জিযিয়া উসুল করবে।

আইন ও বিধানঃ ইসলাম শিরক ভিত্তিক সমাজ নির্মুল করার আদেশ দিয়েছে। কিন্তু ইসলামী সরকারের শ্রেষ্ঠত্ব মেনে নিয়ে জিযইয়াহ (জিযিয়া) দেবার শর্তে আহলে কিতাবের সমাজ মেনে নিতে আদেশ দিয়েছে।

وَ قَالَتِ الْيَهُوْدُ عُزَيْرُ ابْنُ اللّٰهِ وَ قَالَتِ النَّصٰرَى الْمَسِيْحُ ابْنُ اللّٰهِ ؕ ذٰلِكَ قَوْلُهُمْ بِاَفْوَاهِهِمْ ۚ يُضَاهِـُٔوْنَ قَوْلَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْ قَبْلُ ؕ قٰتَلَهُمُ اللّٰهُ ۚ اَنّٰى يُؤْفَكُوْنَ ﴿٣٠﴾

ইয়াহুদ ও খৃষ্টানদের শিরক

৩০. ইয়াহুদ বলে উজাইর আল্লাহর ছেলে আর নাসারা বলে মাসীহ আল্লাহর ছেলে। এসব-ই তাদের মুখের কথা। তারা আগেকার কাফিরদের মত-ই কথা বলছে। আল্লাহর ধ্বংস করুক। তারা কী সব রটনা করছে?

জ্ঞাতব্যঃ ইয়াহুদ ও খৃষ্টান আল্লাহর ছেলে তত্ত্বে বিশ্বাস করে শিরক করেছে। তারা আল্লাহর নবীকে আল্লাহর ছেলে হিসেবে মেনে নিয়ে নিজেদেরকে শিরকে জড়িয়েছে।

হাদীছে বলা হয়েছে প্রতিটি পদক্ষেপে-ই এ উম্মতের একদল মানুষ ইয়াহুদ ও খৃষ্টানদের অনুকরণ করবে। বর্তমান উম্মতের দিকে তাকালে আমরা দেখতে পাইঃ আমাদের একদল মানুষ রাসূল সাঃকে আল্লাহর গুণের অধিকারী মনে করে এমন শিরকে জড়িয়েছে। তারা মনে করছে আল্লাহর নবী আলিমু-ল-গাইব এবং হাজির নাযির তথা সর্বত্র বিরাজমান ও সর্বদ্রষ্টা। আর কিছু মানুষ মনে করে রাসূল সাঃ আল্লাহর নূরের অংশ।

اِتَّخَذُوْٓا اَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ اَرْبَابًا مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ وَالْمَسِيْحَ ابْنَ مَرْيَمَ ۚ وَمَآ اُمِرُوْٓا اِلَّا لِيَعْبُدُوْٓا اِلٰهًا وَّاحِدًا ۚ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ۭ سُبْحٰنَهٗ عَمَّا يُشْرِكُوْنَ ﴿٣١﴾

উলামা ও পীরদের বিধানদাতা মনে করা শিরক

৩১. তারা (ইয়াহুদ নাসারা) আল্লাহ ছাড়াও তাদের আহবার ও রুহবানকে (তথা উলামা ও পীরকে) রাব্ব হিসেবে গ্রহণ করেছে আর মাসীহ বিন মারইয়ামকেও। অথচ তাদের আদেশ করা হয়েছিল এক আল্লাহর ইবাদাত করতে। (তাদেরকে বলা হয়েছিল) তিনি ব্যতীত আর কোনো ইলাহ নেই। তিনি সকল শিরকের উর্দ্ধে। (উল্লেখ্য ইয়াহুদ উলামাকে আহবার এবং খৃষ্টান আবিদদেরকে রুহবান বলা হয়)

জ্ঞাতব্যঃ উক্ত আয়াত প্রসঙ্গে হুযাইফাহ রাঃ কে জিজ্ঞেস করা হয়েছিলঃ ইয়াহুদ খৃষ্টান কি তাদের উলামা ও পীরদের পূজা করত? তিনি বলেছেনঃ না, (পূজা করত না। তবে) তারা (উলামা ও পীরগণ আল্লাহর কিতাবে বর্ণিত) হারামকে হালাল বা হালালকে হারাম বলে ফতোয়া দিলে মানুষ এটা মেনে নিত।

আ'দি বিন হা'তীম বলেনঃ একদা আমি রাসূল সাঃ এর কাছে এলাম। আমার গলায় তখন স্বর্নের ক্রস ছিল। তিনি বললেনঃ আদি! এটা কি? এ বেদিকে ফেলে দাও। তিনি উক্ত আয়াত তিলাওয়াত করলেন। তারপর বললেনঃ শোন! লোকজন তাদের পূজা করত না। বরং তারা হালালকে হারাম আর হারামকে হালাল করে ফতোয়া দিলে এটা মেনে নিত। (তাফসীত কুরতুবী, উক্ত আয়াত প্রসঙ্গে।)

হুঁশিয়ারিঃ ভালোমন্দ, বৈধ-অবৈধ, করনীয়-বর্জনীয়, তথা জীবন বিধান নির্ণয় করা রাব্ব হিসেবে একমাত্র আল্লাহর কাজ। কারণ যিনি আমাদের জীবন বিধান নির্ণয় করেন তিনিই রাব্ব। আল্লাহ আমাদের একমাত্র রাব্ব। আল্লাহর ঠিক করা জীবন বিধানই আমাদের জন্য একমাত্র বৈধ বিধান। আল্লাহর বিধানের বাইরে গিয়ে অন্য কারো বানানো বিধান বা আল্লাহর বিধানের বিপরীতে অন্য কারো ফতোয়া মেনে নেওয়া শিরকের নামান্তর। এমন করলে আল্লাহর রুবুবিয়্যাতে (প্রভুত্বে) শিরক হয়।

আলীম, উলামা ও ইমাম মানাঃ আমরা অবশ্যই আলীম উলামা ও ইমামগণকে মান্য করব। তবে মনে রাখতে হবে উনাদের মান্য করারও একটা সীমারেখা রয়েছে। আমরা আলীমকে আলীম হিসেবে আর ইমামকে ইমাম হিসেবে মান্য করব, নবী হিসেবে নয়। আমাদের মনে রাখতে হবেঃ আলীম উলামা, পীর-মাশায়েখ আমাদের সম্মানিত ব্যক্তিবর্গ এবং শিক্ষক। আমরা উনাদেরকে শিক্ষক হিসেবে সম্মান করব, মর্যাদা দেব অবশ্যই। তবে উনারা আমাদের রাব্ব বা বিধানদাতা নন এবং নবীও নন। তাই আল্লাহর কিতাব বা রাসূল সাঃএর সুন্নতের বিপরীতে উনাদের কারো কথা মেনে নেওয়া যাবে না। আর এটাই ইসলামের মূল শিক্ষা এবং মাযহাবী ইমামগণের শিক্ষাও এটাই। ইমাম আবু হানীফাহ, মালিক, শাফিয়ী' ও আহমাদ সবাই বলে গেছেন "আমার কথার বিপরীতে সাহীহ হাদীছ পাওয়া গেলে তোমরা আমার কথা বাদ দিয়ে হাদীছকে আকড়ে ধরবে এবং এটাই আমার শেষ কথা"। (দেখুন উকুদু রাসমিল মুফতী)

يُرِيْدُوْنَ اَنْ يُّطْفِـــُٔوْا نُوْرَ اللّٰهِ بِاَفْوَاهِهِمْ وَيَاْبَى اللّٰهُ اِلَّآ اَنْ يُّتِمَّ نُوْرَهٗ وَلَوْ كَرِهَ الْكٰفِرُوْنَ ﴿٣٢﴾

ইসলাম বিদ্বেষীদের অপচেষ্টা

৩২. তারা (ইসলাম বিদ্বেষীরা) তাদের মুখের ফুঁৎকারে (দুনিয়ার অতি সামান্য শক্তি দিয়ে) আল্লাহর

একমাত্র নূরকে (ইসলামকে) নিভিয়ে দিতে চায়। অথচ আল্লাহ (সিদ্ধান্ত করেছেন তিনি) তার নূরকে (দ্বীন ইসলামকে) পরিপূর্ণ করবেনই, যদিও কাফিররা এটা পছন্দ করে না।

জ্ঞাতব্যঃ এখানে আসলে ইসলাম বিদ্বেষীদের অপচেষ্টাকে মুখের ফুঁৎকারের সাথে তুলনা করা হয়েছে। মানে মানুষের মুখের ফুঁৎকার যেমন একটি দুর্বল শক্তি ঠিক তদ্রুপ দুনিয়ার সকল শক্তি এবং কাফিরদের সকল অপচেষ্টা-ই আল্লাহর কাছে অতি দুর্বল। তাই তারা ইসলামের বিজয়কে ঠেকিয়ে রাখতে পারবে না। বরং আল্লাহ যখন যা ইচ্ছা করবেন তখন তাই হবে।

هُوَ الَّذِیۡۤ اَرۡسَلَ رَسُوۡلَهٗ بِالۡهُدٰی وَ دِیۡنِ الۡحَقِّ لِیُظۡهِرَهٗ عَلَی الدِّیۡنِ کُلِّهٖ ۙ وَ لَوۡ کَرِهَ الۡمُشۡرِکُوۡنَ ﴿۳۳﴾

রাসূল সাঃ এর দায়িত্ব /রাসূল সাঃ এর সঠিক উত্তরসূরি ও ভন্ড উত্তরসূরি

৩৩. তিনি (আল্লাহ) তদীয় রাসূলকে পাঠিয়েছেন আল-হুদা (আল-কুরআন) ও সঠিক দ্বীন (ইসলাম) দিয়ে। যেন একে বিজয়ী করেন অন্য সকল দ্বীনের (আদর্শের) উপর। যদিও মুশরিকরা এটা পছন্দ করে না।

জ্ঞাতব্যঃ রাসূলের দায়িত্ব হলো আল্লাহর দ্বীনকে অন্য সকল দ্বীনের উপর বিজয়ী করা এবং আল্লাহর দ্বীনের বিজয়ের জন্য সাধ্যমত সব করা। উল্লেখ্য আল্লাহর দ্বীনকে বিজয়ী করার জন্য যেসব কাজ করা হয় বা পদক্ষেপ নেওয়া হয় এরই নাম "জিহাদ ফী সাবীলিল্লাহ"। দ্বীনের জন্য জিহাদ করা ছিল নবীর অন্যতম প্রধান দায়িত্ব। আর নবীর পর নবীর উত্তরাধিকারী হিসেবে এ দায়িত্ব বর্তায় ইসলামী সরকার ও আলীম উলামাদের উপর। যারা নবী সাঃ এর এ দায়িত্ব পালন করবে তারা হলেন নবী সাঃ এর সঠিক উত্তরসূরি আর যারা এ দায়িত্ব পালন করবেন না তারা হলেন নবী সাঃ এর ভন্ড উত্তরসূরি।

یٰۤاَیُّهَا الَّذِیۡنَ اٰمَنُوۡۤا اِنَّ کَثِیۡرًا مِّنَ الۡاَحۡبَارِ وَ الرُّهۡبَانِ لَیَاۡکُلُوۡنَ اَمۡوَالَ النَّاسِ بِالۡبَاطِلِ وَ یَصُدُّوۡنَ عَنۡ سَبِیۡلِ اللّٰهِ ؕ وَ الَّذِیۡنَ یَکۡنِزُوۡنَ الذَّهَبَ وَ الۡفِضَّةَ وَ لَا یُنۡفِقُوۡنَهَا فِیۡ سَبِیۡلِ اللّٰهِ ۙ فَبَشِّرۡهُمۡ بِعَذَابٍ اَلِیۡمٍ ﴿۳۴﴾

হারামখোর উলামা ও পীর

৩৪. মুঅমিনগণ! (মনে রেখো!) অনেক আহবার ও রুহবান (তথা অনেক উলামা ও পীর) অন্যায়ভাবে মানুষের সম্পদ ভক্ষণ করে থাকে এবং আল্লাহর পথ থেকে (মানুষকে) ফিরিয়ে রাখে। আর (শোনো!) যারা সোনা রুপা (তথা নগদ অর্থ) সঞ্চয় করবে এবং আল্লাহর পথে খরচ (যাকাত আদায়) করবে না; তাদের সংবাদ দাও যন্ত্রনাদায়ক আযাবের।

জ্ঞাতব্যঃ মানুষকে ধোঁকা দেয়া বা মানুষের সাথে প্রতারণা করা অন্যায় ও পাপ। বানী-ইসরাঈলের উলামা ও পীরগণ ধর্মের দোহাই দিয়ে মানুষের সাথে প্রতারণা করত, নানা প্রকার ছলচাতুরী করে অন্যায়ভাবে মানুষের সম্পদ ভক্ষণ করত। কিন্তু দুঃখের বিষয় আজকাল আমাদের অনেক উলামা এবং পীর সাহেবগণও একই পথ বেঁছে নিয়েছেন। যেমন..

❖ পীরের নামে বা মাজারের নামে নযর মান্নতের প্রচলন

- ❖ মানুষের বালা-মুসীবত ও অসহায়ত্বের সুযোগে খতমে নারিয়া, খতমে খাজেগানসহ নানা প্রকার খতম। দ্বীনের দাওয়াতের নামে চুক্তিভিত্তিক ওয়াজ। (এসবই মানুষ থেকে কিছু হাতিয়ে নেওয়ার কৌশল, যা ধর্মের দোহাই দিয়ে প্রতারণা বৈ কিছুই নয়।)
- ❖ এ ছাড়া মিলাদ মাহফিল, দোয়ার মাহফিল, (এমনকি ক্ষেত্র বিশেষে কবর যিয়ারত এবং জানাজাও) আজ টাকা হাতিয়ে নেয়ার মাধ্যমে পরিণত হয়েছে। তবে সবাই যে এমন করছেন তা নয়। আমাদের সমাজের অনেকেই নানাভাবে প্রতারণার সাথে জড়িয়ে পড়লেও সমাজে এখনো অনেক ভালো আলিমও রয়েছেন।
- ❖ এ হারামখুর উলামা ও পীররাই নানা ছলে আল্লাহর দ্বীন পালন তথা কুরআন সুন্নাহর অনুকরণ থেকে মানুষকে ফিরিয়ে রাখে।

يَّوْمَ يُحْمٰى عَلَيْهَا فِيْ نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوٰى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَ جُنُوْبُهُمْ وَ ظُهُوْرُهُمْ ؕ هٰذَا مَا كَنَزْتُمْ لِاَنْفُسِكُمْ فَذُوْقُوْا مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُوْنَ ﴿٣٥﴾

যাকাত না দেওয়ার পরিণতি

৩৫. (হে মানুষ! সেদিনের কথা স্মরণ করো! যাকাত না দেওয়ার কারণে) যেদিন এসব (সম্পদকে) জাহান্নামের আগুনে গরম করে তাদের ললাটে, তাদের বাহুতে ও তাদের পিঠে ছেঁকা দেয়া হবে (আর বলা হবে) এসব তোমাদেরই সঞ্চিত ধন, জমা করার স্বাদ আস্বাদন করো।

اِنَّ عِدَّةَ الشُّهُوْرِ عِنْدَ اللّٰهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا فِيْ كِتٰبِ اللّٰهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضَ مِنْهَاۤ اَرْبَعَةٌ حُرُمٌ ؕ ذٰلِكَ الدِّيْنُ الْقَيِّمُ فَلَا تَظْلِمُوْا فِيْهِنَّ اَنْفُسَكُمْ وَ قَاتِلُوا الْمُشْرِكِيْنَ كَآفَّةً كَمَا يُقَاتِلُوْنَكُمْ كَآفَّةً ؕ وَاعْلَمُوْۤا اَنَّ اللّٰهَ مَعَ الْمُتَّقِيْنَ ﴿٣٦﴾

হারাম মাসেও যুদ্ধ করা যাবে

৩৬. আল্লাহর কিতাবে লিপিবদ্ধ প্রতিষ্ঠিত বিধান হলো; আসমানসমূহ ও যমীন সৃষ্টির সূচনা থেকেই মাসের সংখ্যা ১২টি, এরমধ্যে চারটি হলো হারাম (তথা বিশেষ মর্যাদাপূর্ণ মাস।) সুতরাং তোমরা এসব মাসে (যুদ্ধ করে) নিজেদের উপর অবিচার করো না। তবে মুশরিকদের সাথে সর্বাত্মক যুদ্ধ করো, যেমন তারা তোমাদের সাথে সর্বাত্মক যুদ্ধ করে। আর মনে রেখো! আল্লাহ মুত্তাক্বীদের সঙ্গী।

আইন ও বিধানঃ উক্ত আয়াতে সর্বাত্মক যুদ্ধের অনুমতি দেয়া হয়েছে। তাই প্রয়োজনে যে কোনো সময়ে, যে কোনো মাসে বা যে কোনো স্থানে যুদ্ধ করা যাবে।

اِنَّمَا النَّسِيْٓءُ زِيَادَةٌ فِي الْكُفْرِ يُضَلُّ بِهِ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا يُحِلُّوْنَهٗ عَامًا وَّ يُحَرِّمُوْنَهٗ عَامًا لِّيُوَاطِـُٔوْا عِدَّةَ مَا حَرَّمَ اللّٰهُ فَيُحِلُّوْا مَا حَرَّمَ اللّٰهُ ؕ زُيِّنَ لَهُمْ سُوْٓءُ اَعْمَالِهِمْ ؕ وَاللّٰهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكٰفِرِيْنَ ﴿٣٧﴾

সময়ের পরিবর্তন একটি বর্ধিত কুফর

পটভূমিঃ বিশেষ মর্যাদাপূর্ণ চার মাস হলোঃ যু-ল-ক্বাইদাহ, যু-ল-হিজ্জাহ, মুহাররাম ও রাজাব। মুশরিকরা মাঝে মাঝে এ নিয়ম বদলে দিত। কোনো বছর তারা মুহাররামকে সাধারণ মাস ঘোষণা করে এর বদলে সফরকে হারাম হিসেবে মর্যাদা দিত এবং বলতঃ এসব করা হচ্ছে জাতীয় স্বার্থে। তাদের এমন পরিবর্তনকে "নাসী" বলা হত। বিষয়টির প্রতি ইঙ্গিত করে নাযিল হয়েছে..

৩৭. নাসী (সময়ের এমন পরিবর্তন) অবশ্যই বর্ধিত কুফর। কাফিররা এভাবেই (আল্লাহর বিধান পরিবর্তন করে) বিভ্রান্ত হয়ে যায়। তারা একই মাসকে এক বছর হালাল আর অন্য বছর হারাম বানিয়ে সংখ্যাপূর্ণ করে। তারা আল্লাহর নির্ধারিত হারামকে হালাল বানায় (এবং এজন্য তারা লজ্জিত না হয়ে জাতীয় স্বার্থে এমন করেছে মনে করে গর্বিত হয়। কারণ) তাদের এসব মন্দ কাজকে শোভিত করে দেয়া হয়। আল্লাহ কাফিরদের হেদায়াত করেন না।

ঈমান ও আক্বীদাহঃ কোনো স্থান, স্থাপনা বা সময়কে অন্য স্থান, স্থাপনা বা সময়ের উপর প্রাধান্য দেয়ার একমাত্র বৈধ অধিকারী হলেন মহান আল্লাহ তায়া'লা। এসবই আল্লাহর হাকিমিয়্যাতের অংশ বিশেষ।
আল্লাহর বিধানের বাইরে গিয়ে কোনো স্থান, স্থাপনা, দিন, মাস বা সময়কে মহান ও পবিত্র ঘোষণা করা মানুষের এখতিয়ারাধীন নয়। এমন করলে আল্লাহর অধিকারে হস্তক্ষেপ করা হয় এবং শিরক হয়। কিন্তু আজকাল না জেনে, না বুঝে এমন কাজ করে কুফর ও শিরকের দিকে ধাবিত হচ্ছে কত মানুষ।

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مَا لَكُمْ اِذَا قِيْلَ لَكُمُ انْفِرُوْا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ اثَّاقَلْتُمْ اِلَى الْاَرْضِ ؕ اَرَضِيْتُمْ بِالْحَيٰوةِ
الدُّنْيَا مِنَ الْاٰخِرَةِ ۚ فَمَا مَتَاعُ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا فِي الْاٰخِرَةِ اِلَّا قَلِيْلٌ ﴿٣٨﴾ اِلَّا تَنْفِرُوْا يُعَذِّبْكُمْ عَذَابًا
اَلِيْمًا وَّيَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ وَلَا تَضُرُّوْهُ شَيْـًٔا ؕ وَاللّٰهُ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ﴿٣٩﴾ اِلَّا تَنْصُرُوْهُ فَقَدْ
نَصَرَهُ اللّٰهُ اِذْ اَخْرَجَهُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا ثَانِيَ اثْنَيْنِ اِذْ هُمَا فِي الْغَارِ اِذْ يَقُوْلُ لِصَاحِبِهٖ لَا تَحْزَنْ اِنَّ اللّٰهَ مَعَنَا ۚ
فَاَنْزَلَ اللّٰهُ سَكِيْنَتَهٗ عَلَيْهِ وَاَيَّدَهٗ بِجُنُوْدٍ لَّمْ تَرَوْهَا وَجَعَلَ كَلِمَةَ الَّذِيْنَ كَفَرُوا السُّفْلٰى ؕ وَكَلِمَةُ اللّٰهِ
هِيَ الْعُلْيَا ؕ وَاللّٰهُ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ ﴿٤٠﴾ اِنْفِرُوْا خِفَافًا وَّثِقَالًا وَّجَاهِدُوْا بِاَمْوَالِكُمْ وَاَنْفُسِكُمْ فِيْ
سَبِيْلِ اللّٰهِ ؕ ذٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ ﴿٤١﴾

মুঅমিনকে সর্বাবস্থায় যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত থকাতে হবে

৩৮. ওহে যারা ঈমান এনেছো! তোমাদের কি হয়েছে? আল্লাহর পথে (যুদ্ধে) বের হতে বলা হলে কেন তোমরা যমীন আঁকড়ে বসে থাকো? তবে কি তোমরা আখেরাতের বদলে দুনিয়া পেয়েই সন্তুষ্ট হয়ে গেলে? (মনে রেখো!) দুনিয়ার ক্ষণস্থায়ী উপকরণ আখেরাতের তুলনায় অতি নগণ্য। (কুরআন হাদীছের পরিভাষায় সাধারণত "আল্লাহর পথ" বলে যুদ্ধ বুঝানো হয়)

৩৯. (শোনো!) তোমরা যদি (যুদ্ধে) বের না হও তবে আল্লাহ তোমাদেরকে কঠিন সাজা দেবেন, তোমাদের বদলে অন্যদের তুলে আনবেন। আর তোমরা তার কিছুই করতে পারবে না।

আল্লাহ সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী।

৪০. তোমরা যদি (শত্রুর মোকাবিলায়) রাসূলকে সাহায্য না করো তবে (মনে রেখো) আল্লাহ তখনো তাকে সাহায্য করেছেন (হিজরতের রাতে) যখন কাফিররা তাদের দুজনকে (মক্কাহ থেকে) বের করে দিয়েছিল এবং তারা (ছাউর পাহাড়ের) গুহায় আশ্রয় নিয়েছিল। রাসূল যখন তার সঙ্গী (আবু-বাকর)কে বলেছিলঃ চিন্তা করো না, আল্লাহ আমাদের সঙ্গে আছেন। তখন আল্লাহ তার উপর সাকীনাহ (প্রশান্তি) নাযিল করেছেন এবং এমন বাহিনী দিয়ে তাকে সাহায্য করেছেন যা তোমরা দেখনি। তিনি কাফিরদের কালিমাহকে (চক্রান্তকে) ব্যর্থ করে দিয়েছেন। আর আল্লাহর কালিমাহকে (দ্বীনকে) সমুন্নত করেছেন। আল্লাহ মহাপ্রতাপশালী, মহাকৌশলী।

৪১. সুতরাং তোমরা স্বচ্ছল অস্বচ্ছল সর্বাবস্থায় (আল্লাহর পথে যুদ্ধে) বেরিয়ে যাবে এবং নিজ নিজ সম্পদ ও জীবন দিয়ে আল্লাহর পথে জিহাদ করবে। এটাই তোমাদের জন্য উত্তম, যদি তোমরা বুঝতে পারো। (জিহাদ বিমুখতা মুনাফিকী। মুনাফিক চির জাহান্নামী)

لَوْ كَانَ عَرَضًا قَرِيْبًا وَّ سَفَرًا قَاصِدًا لَّاتَّبَعُوْكَ وَ لٰكِنْۢ بَعُدَتْ عَلَيْهِمُ الشُّقَّةُ ؕ وَسَيَحْلِفُوْنَ بِاللّٰهِ لَوِ اسْتَطَعْنَا لَخَرَجْنَا مَعَكُمْ ۚ يُهْلِكُوْنَ اَنْفُسَهُمْ ۚ وَ اللّٰهُ يَعْلَمُ اِنَّهُمْ لَكٰذِبُوْنَ ﴿٤٢﴾ عَفَا اللّٰهُ عَنْكَ ۚ لِمَ اَذِنْتَ لَهُمْ حَتّٰى يَتَبَيَّنَ لَكَ الَّذِيْنَ صَدَقُوْا وَ تَعْلَمَ الْكٰذِبِيْنَ ﴿٤٣﴾

যুদ্ধ থেকে পিছিয়ে থাকা মুনাফিকী

৪২. (রাসূল সাঃ তাবুক যুদ্ধকে জনযুদ্ধ তথা নাফিরু আ'ম ঘোষণা করে ছিলেন। তাসত্ত্বেও অনেক মুনাফিক এ যুদ্ধে শরীক হয়নি। তাদের ব্যাপারে নাযিল হয়েছে) সম্পদ হাতের নাগালে হলে আর সফর দীর্ঘ না হলে তারা (মুনাফিকরা যুদ্ধে) তোমার অনুকরণ করত। কিন্তু (৬২৬ কিঃ মিঃ) দীর্ঘ সফর তাদের কাছে কষ্টকর মনে হয়েছে (তাই বের হয়নি। তুমি ফিরে যাবার পর) তারা আল্লাহর নামে কসম করে বলবেঃ (আমাদের যুদ্ধে বের হবার সাধ্য ছিল না।) সাধ্য থাকলে আমরা অবশ্যই আপনাদের সঙ্গে যেতাম। (আসলে এসব মিথ্যা কথা বলে) তারা নিজের সর্বনাশ করছে। আল্লাহ জানেন তারা মিথ্যুক।

৪৩. (তাবুক যুদ্ধে যাওয়া সকলের জন্য বাধ্যতামূলক ছিল। কারণ এ যুদ্ধের প্রাক্কালে রাসূল সাঃ নাফিরু আম তথা জনযুদ্ধের ঘোষণা দিয়েছিলেন। তাই এ যুদ্ধে না যাওয়া লোকদের সাজা প্রায় নিশ্চিত ছিল। তাই তো রাসূল সাঃ যুদ্ধ জয় করে তাবুক থেকে ফিরে আসার পর লোকজন এসে সাক্ষাৎ করলো এবং মিথ্যা কসম করে নানা অজুহাত দেখাতে লাগল। রাসূল সাঃও তাদের ক্ষমা করে দিলেন। এতে নাযিল হলো)
(হে নবী!) আল্লাহ তোমাকে মাফ করে দিয়েছেন। সত্য-মিথ্যা প্রমাণিত হবার আগে তুমি কেন তাদের ক্ষমা করে দিলে?

لَا يَسْتَاْذِنُكَ الَّذِيْنَ يُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَ الْيَوْمِ الْاٰخِرِ اَنْ يُّجَاهِدُوْا بِاَمْوَالِهِمْ وَ اَنْفُسِهِمْ ؕ وَاللّٰهُ عَلِيْمٌۢ بِالْمُتَّقِيْنَ ﴿٤٤﴾ اِنَّمَا يَسْتَاْذِنُكَ الَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَ الْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَ ارْتَابَتْ قُلُوْبُهُمْ فَهُمْ فِيْ رَيْبِهِمْ يَتَرَدَّدُوْنَ ﴿٤٥﴾

যুদ্ধে না যাবার জন্য বাহানা তালাশ করাও মুনাফিকী

৪৪. যারা আল্লাহ ও আখেরাতে ঈমান রাখে তারা নিজেদের সম্পদ ও জীবন দিয়ে আল্লাহর পথে জিহাদ (করবে এটাই স্বাভাবিক। তারা কখনো জিহাদ) থেকে (অব্যাহতির) অনুমতি চাইতে পারে না। আল্লাহ মুত্তাক্বীদের ব্যাপারে অবগত।

৪৫. (জিহাদ থেকে অব্যাহতির) অনুমতি কেবল তারাই চাইবে যারা (প্রকৃতপক্ষে) আল্লাহ ও আখেরাতে ঈমান রাখে না। তাদের অন্তরে আছে সংশয় এবং তারা সংশয়ে ঘূর্ণায়মান। (জিহাদ থেকে দূরে থাকার জন্য বাহানা বানানো মুনাফিকী। এমন করলে মানুষ মুনাফিক হয়ে যায়)

জ্ঞাতব্যঃ প্রতিটি দেশ জাতি ও সরকারেরই প্রতিরক্ষা নীতি বা যুদ্ধ নীতি থাকে। প্রতিরক্ষা নীতি ছাড়া কোনো দেশ বা জাতি পূর্ণতা লাভ করতে পারে না। ইসলাম শুধু একটি ধর্মই নয়। দেশ জাতি ও সরকার গঠন এবং পরিচালনা ইসলামের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। ইসলাম তার জাতির জন্য যে প্রতিরক্ষা নীতি ঠিক করে দিয়েছে এরই নাম জিহাদ ফী সাবীলিল্লাহ। দেশ জাতি ও সরকার গঠন, পরিচালনা, প্রতিরক্ষা, মানুষের অধিকার আদায়, সম্পদ ইজ্জত ও জীবন রক্ষা, ইত্যাদির জন্য যুদ্ধ করা মানুষের মৌলিক দায়িত্ব। এ দায়িত্ব পালন করলে আল্লাহ খুশী হয়ে অনেক ছাওয়াব দান করেন। এটাকেই জিহাদ ফী সাবীলিল্লাহ বলা হয়।

وَ لَوْ اَرَادُوا الْخُرُوْجَ لَاَعَدُّوْا لَهٗ عُدَّةً وَّ لٰكِنْ كَرِهَ اللّٰهُ انْۢبِعَاثَهُمْ فَثَبَّطَهُمْ وَ قِيْلَ اقْعُدُوْا مَعَ الْقٰعِدِيْنَ ﴿٤٦﴾ لَوْ خَرَجُوْا فِيْكُمْ مَّا زَادُوْكُمْ اِلَّا خَبَالًا وَّ لَاَوْضَعُوْا خِلٰلَكُمْ يَبْغُوْنَكُمُ الْفِتْنَةَ ۚ وَفِيْكُمْ سَمّٰعُوْنَ لَهُمْ ؕ وَاللّٰهُ عَلِيْمٌۢ بِالظّٰلِمِيْنَ ﴿٤٧﴾ لَقَدِ ابْتَغَوُا الْفِتْنَةَ مِنْ قَبْلُ وَ قَلَّبُوْا لَكَ الْاُمُوْرَ حَتّٰى جَآءَ الْحَقُّ وَ ظَهَرَ اَمْرُ اللّٰهِ وَ هُمْ كٰرِهُوْنَ ﴿٤٨﴾

মুনাফিকরা সর্বদা-ই যুদ্ধ বিমুখ

৪৬. (আসলে মুনাফিকরা ইচ্ছা করেই যুদ্ধে যায়নি। যুদ্ধে যাবার তাদের কোনো ইচ্ছাই ছিল না। যদিও রাসূল সাঃ ফিরে আসার পর তারা এসে আল্লাহর কসম করে বলছেঃ যুদ্ধে যাবার ইচ্ছা তাদের ছিল কিন্তু হঠাৎ সমস্যা এসে যাবার কারণে আর বের হতে পারেনি। তাদের এসব কথাকে মিথ্যা প্রমাণিত করে আল্লাহ তায়ালা বলছেনঃ যুদ্ধে) বের হবার ইচ্ছা থাকলে তারা প্রয়োজনীয় প্রস্তুতি নিতো (কিন্তু তাদের তো কোনো প্রস্তুতিই ছিল না।) আর আসল ব্যাপার হলোঃ তাদের (যুদ্ধে) পাঠাতে আল্লাহ-ই পছন্দ করেননি, তাই তাদের বিরত রেখেছেন। তাদের বলা হয়েছে (মানে তাদের অন্তরে ঢেলে দেয়া হয়েছে) পশ্চাদপদ লোকদের সাথে তোমরাও বসে থাকো।

৪৭. (হে মুসলিমগণ! মনে রেখো!) তোমাদের সঙ্গে (যুদ্ধে) বের হলে এরা (মুনাফিকরা) নানা ঝামেলা

সৃষ্টি করত, ফিতনাহ ফাসাদ ছড়িয়ে দিতে আপ্রাণ চেষ্টা করত। তাদের কথা শুনার মত মানুষও তোমাদের মাঝে কম নয়। পাপিষ্ঠদের ব্যাপারে আল্লাহ খুব-ই অবগত।

৪৮. তারা এর আগেও ফিতনাহ করতে অপচেষ্টা করেছে, অনেক বিষয় তারা পাল্টেও দিয়েছে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত আল্লাহর সাহায্য এসেছে এবং আল্লাহর দ্বীন বিজয়ী হয়েছে যদিও তারা এটা পছন্দ করেনি।

وَ مِنْهُمْ مَّنْ يَّقُوْلُ ائْذَنْ لِّيْ وَ لَا تَفْتِنِّيْ ؕ اَلَا فِي الْفِتْنَةِ سَقَطُوْا ؕ وَ اِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيْطَةٌۢ بِالْكٰفِرِيْنَ ﴿٤٩﴾ اِنْ تُصِبْكَ حَسَنَةٌ تَسُؤْهُمْ ۚ وَ اِنْ تُصِبْكَ مُصِيْبَةٌ يَّقُوْلُوْا قَدْ اَخَذْنَاۤ اَمْرَنَا مِنْ قَبْلُ وَ يَتَوَلَّوْا وَّ هُمْ فَرِحُوْنَ ﴿٥٠﴾

মুনাফিকদের স্বভাব

পটভূমিঃ আরবের একটি প্রসিদ্ধ গোত্র বানী-সালামাহ। বানী-সালামাহ গোত্রের নেতা ছিল জাদ্দ বিন ক্বাইস। জাদ্দ ছিল লম্পট স্বভাবের। অর্থ সম্পদ আর নেতৃত্বের প্রভাব খাটিয়ে সুন্দরী নারীদের নিয়ে অবৈধ ফুর্তি করা ছিল তার স্বভাব। জাদ্দ বাহ্যত মুসলিম হলেও নীতি আদর্শের তোয়াক্কা সে থোরাই করত। দ্বীন ইসলাম ও নীতি আদর্শের চেয়ে দুনিয়ার স্বার্থ, ফুর্তি ও বিলাসিতাটাই তার কাছে বড় ছিল। যুদ্ধ ও জিহাদের প্রতি সর্বদাই তার অনীহা ছিল। তাবুকে বাস করত বানী-আসফার। বানী-আসফারের মেয়েরা ছিল খুব রূপসী। তাদের সৌন্দর্যের কথা আরবে খ্যাত ছিল। তাবুক যুদ্ধের প্রাক্কালে রাসূল সাঃ বললেনঃ জাদ্দ! বানী-আসফারের নারীদের দাসী বানাবে না? জাদ্দ বললঃ সবাই জানে নারীদের প্রতি আমি দুর্বল। বানী-আসফারের নারীদের দেখলে আমি নিজেকে সামলাতে পারব না। তাই আমাকে যুদ্ধ থেকে অব্যাহতি দিন, আমাকে ফিতনায় ফেলবেন না। (দেখে নিনঃ কুরতুবী, জালালাইন) বিষয়টির প্রতি ইঙ্গিত করে নাযিল হয়েছে...

৪৯. তাদের (মুনাফিকদের) কেউ কেউ বলেঃ আমাকে অব্যাহতি দিন, আমাকে (নারী গঠিত) ফিতনায় ফেলবেন না। জেনে রাখো! তারা ফিতনার মধ্যেই ডুবে আছে। (মুনাফিক মানুষের চোখে মুসলিম হলেও আল্লাহর তালিকায় কাফির।) আর কাফিরদের বেষ্টন করে আছে জাহান্নাম।

৫০. (হে মুসলিমগণ! জেনে রেখো!) তোমাদের কল্যাণে (বিজয়ে) তাদের (মুনাফিকদের) খারাপ লাগে আর তোমাদের বিপদে (পরাজয়ে খুশী হয়ে) তারা বলেঃ আমরা আগেই (অবস্থা বুঝতে পেরে) সঠিক সিদ্ধান্ত নিয়েছি। (মুসলিমরা যুদ্ধ থেকে ফিরে এলে তারা খবর শুনতে এগিয়ে আসে এবং মুসলিমদের ক্ষয়ক্ষতির কথা শুনলে) তারা খুশী হয়ে ফিরে যায়।

قُلْ لَّنْ يُّصِيْبَنَاۤ اِلَّا مَا كَتَبَ اللّٰهُ لَنَا ۚ هُوَ مَوْلٰىنَا ۚ وَ عَلَى اللّٰهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُوْنَ ﴿٥١﴾ قُلْ هَلْ تَرَبَّصُوْنَ بِنَاۤ اِلَّاۤ اِحْدَى الْحُسْنَيَيْنِ ؕ وَ نَحْنُ نَتَرَبَّصُ بِكُمْ اَنْ يُّصِيْبَكُمُ اللّٰهُ بِعَذَابٍ مِّنْ عِنْدِهٖۤ اَوْ بِاَيْدِيْنَا ۫ فَتَرَبَّصُوْۤا اِنَّا مَعَكُمْ مُّتَرَبِّصُوْنَ ﴿٥٢﴾ قُلْ اَنْفِقُوْا طَوْعًا اَوْ كَرْهًا لَّنْ يُّتَقَبَّلَ مِنْكُمْ ؕ اِنَّكُمْ كُنْتُمْ قَوْمًا فٰسِقِيْنَ ﴿٥٣﴾ وَ مَا مَنَعَهُمْ اَنْ تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقٰتُهُمْ اِلَّاۤ اَنَّهُمْ كَفَرُوْا بِاللّٰهِ وَ بِرَسُوْلِهٖ وَ

لَا يَأْتُوْنَ الصَّلٰوةَ اِلَّا وَ هُمْ كُسَالٰى وَ لَا يُنْفِقُوْنَ اِلَّا وَ هُمْ كٰرِهُوْنَ ﴿٥٤﴾ فَلَا تُعْجِبْكَ اَمْوَالُهُمْ وَ لَاۤ
اَوْلَادُهُمْ ؕ اِنَّمَا يُرِيْدُ اللّٰهُ لِيُعَذِّبَهُمْ بِهَا فِي الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَ تَزْهَقَ اَنْفُسُهُمْ وَ هُمْ كٰفِرُوْنَ ﴿٥٥﴾ وَ
يَحْلِفُوْنَ بِاللّٰهِ اِنَّهُمْ لَمِنْكُمْ ؕ وَمَا هُمْ مِّنْكُمْ وَ لٰكِنَّهُمْ قَوْمٌ يَّفْرَقُوْنَ ﴿٥٦﴾ لَوْ يَجِدُوْنَ مَلْجَاً اَوْ
مَغٰرٰتٍ اَوْ مُدَّخَلًا لَّوَلَّوْا اِلَيْهِ وَ هُمْ يَجْمَحُوْنَ ﴿٥٧﴾ وَ مِنْهُمْ مَّنْ يَّلْمِزُكَ فِي الصَّدَقٰتِ ۚ فَاِنْ اُعْطُوْا
مِنْهَا رَضُوْا وَ اِنْ لَّمْ يُعْطَوْا مِنْهَاۤ اِذَا هُمْ يَسْخَطُوْنَ ﴿٥٨﴾ وَ لَوْ اَنَّهُمْ رَضُوْا مَاۤ اٰتٰىهُمُ اللّٰهُ وَ رَسُوْلُهٗ ۙ وَ
قَالُوْا حَسْبُنَا اللّٰهُ سَيُؤْتِيْنَا اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهٖ وَ رَسُوْلُهٗۤ ۙ اِنَّاۤ اِلَى اللّٰهِ رٰغِبُوْنَ ﴿٥٩﴾

মুনাফিকদের স্বভাব

পটভূমিঃ মুসলিমগণ যুদ্ধে গেলে মুনাফিকরা অপেক্ষা করতঃ বিজয়ের সংবাদ আসে, না হতাহতের? অথচ বিজয় বা শাহাদাত উভয় সংবাদই মুসলিমদের জন্য কল্যাণকর। বিষয়টির প্রতি ইঙ্গিত করে নাযিল হয়েছে..

৫১. (হে নবী! মুনাফিকদের) বলে দাওঃ আমাদের কাছে এটাই আসবে যা আল্লাহ আমাদের জন্য নির্ধারণ করে রেখেছেন। তিনিই আমাদের মাওলা। মুঅমিনদের উচিত শুধু আল্লাহর উপরই ভরসা করা।

৫২. (আমরা যুদ্ধে বের হলে) তোমরা (আমাদের বিজয় বা শাহাদাত এ) দুটি সংবাদের যে কোনো একটির জন্য অপেক্ষা করো, আসলে (বিজয় ও শাহাদাত) উভয়টিই আমাদের জন্য কল্যাণকর (সুতরাং আমরা সর্বদা কল্যাণই পেয়ে থাকি।) আর তোমাদের ব্যাপারে আমাদের আশঙ্কা হলো (মুনাফিকির কারণে) আল্লাহ নিজে অথবা আমাদের হাতে তোমাদেরকে সাজা দিবেন। তাই তোমরাও অপেক্ষা করো, আমরাও অপেক্ষায় রইলাম।

৫৩. (মুনাফিকদের) বলে দাওঃ তোমরা ইচ্ছায় দান করো বা অনিচ্ছায়, তোমাদের দান কবুল করা হবে না। কারণ তোমরা (কুফরের মত মহা অপরাধে) অপরাধী। (যারা মুনাফিক হয়ে যায় তাদের ইবাদাত বন্দেগী কবুল হয় না। কারণ তাদের ঈমান নষ্ট হয়ে সকল আ'মাল বরবাদ হয়ে যায়।)

৫৪. তাদের দান-খয়রাত কবুল না হবার একমাত্র কারণ হলোঃ তারা আল্লাহ ও রাসূলের সাথে কুফর করেছে। আর (তাদের স্বভাব হলো) তারা নামাযে আসে অলস ভাবে আর দান করে অখুশী হয়ে। (মুনাফিকী আসলে কুফর। মুনাফিক মানুষের চোখে মুসলিম হলেও আল্লাহর তালিকায় কাফির)

৫৫. তাদের (মুনাফিকদের) ধনবল ও জনবল যেন তোমাকে ধোঁকায় না ফেলে। (মনে রাখবে) আল্লাহ তাদেরকে এসব দিয়েছেন আযাব দেবার জন্য আর যেন কুফর অবস্থাতেই তাদের মৃত্যু হয়।

৫৬. তারা (মুনাফিকরা) আল্লাহর নামে কসম করে বলেঃ তারা তোমাদের জাতিভুক্ত (মুসলিম।) আসলে তারা তোমাদের জাতিভুক্ত নয়। বরং তারা হলো (ইসলাম ও কুফরের সংমিশ্রণে গঠিত) আলাদা জাতি। (মুনাফিকরা মুসলিম নয়, তারা ইসলামী সমাজ ব্যবস্থা পছন্দ করে না)

৫৭. তারা যদি কোনো আশ্রয়স্থল, গুহা বা ঠাই খুঁজে পায় তবে (তোমাদের ছেড়ে) সেখানে গিয়ে জমা হবে।

৫৮. (হে নবী!) তাদের (মুনাফিকদের) কেউ কেউ সাদাকাহ বণ্টন নিয়েও তোমাকে তিরস্কার করে (তারা বলেঃ মুহাম্মাদ তার আত্মীয়স্বজনকে বেশী দেন আর আমাদেরকে কম দেন। তাদের স্বভাব হলো) তাদেরকে দিলে তারা খুশী হয় আর না দিলে দুঃখিত। (এটা হলো মুনাফিকের স্বভাব)

৫৯. আল্লাহ ও রাসূল তাদেরকে যা দেন তারা যদি এটা নিয়েই সন্তুষ্ট থাকত এবং বলতঃ আমাদের জন্য আল্লাহ-ই যথেষ্ট, আল্লাহ অবশ্যই আমাদের উপর করুণা করবেন আর রাসূল ও (আমাদেরকে ঠিক মতই দেবেন) আমরা আল্লাহর প্রতি অনুগামী।

إِنَّمَا الصَّدَقٰتُ لِلْفُقَرَآءِ وَ الْمَسٰكِيْنِ وَ الْعٰمِلِيْنَ عَلَيْهَا وَ الْمُؤَلَّفَةِ قُلُوْبُهُمْ وَ فِي الرِّقَابِ وَ الْغٰرِمِيْنَ وَ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَ ابْنِ السَّبِيْلِ ؕ فَرِيْضَةً مِّنَ اللّٰهِ ؕ وَاللّٰهُ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ ﴿٦٠﴾

যাদেরকে যাকাত দেওয়া যাবে

৬০. নিশ্চয় সাদাকাত (যাকাত) হলো ফকীর, মিসকিন, যাকাত বিভাগে কর্মরত ব্যক্তিবর্গ, যাদের চিত্তাকর্ষন প্রয়োজন, দাস মুক্তি, ঋণগ্রস্থ, আল্লাহর পথে (ব্যয় করার জন্য) আর পথিকের জন্য। এসবই আল্লাহ থেকে নির্ধারিত। আল্লাহ মহাজ্ঞানী, মহাকৌশলী।

আইন ও বিধানঃ যাকাত আদায়ের সঠিক পদ্ধতি হলো ইসলামী সরকার আলাদা যাকাত কমিশন বানাবে। আর এ কমিশন ধনীদের থেকে হিসাব করে যাকাত আদায় করবে এবং নির্ধারিত খাতে খরচ করবে। সরকারী ব্যবস্থা না থাকলে জনগণ নিজ দায়িত্বে যাকাত দেবে। যাকাত খরচ করার নির্ধারিত খাত ৮টি। যথা..

- অসহায় মিসকিন যাদের কিছুই নেই; যাকাতের সম্পদ তাদেরকে দেওয়া যাবে।
- গরীব ব্যক্তি, যার সামান্য সম্পদ আছে তবে প্রয়োজনের তুলনায় যথেষ্ট নয়, যাকাতের মাল তাকে দেওয়া যাবে।
- যাকাত বিভাগে কর্মরত ব্যক্তিবর্গের বেতন যাকাতের অর্থ থেকে দেওয়া হবে।
- ইসলামী সরকার জাতীয় স্বার্থে কারো চিত্তাকর্ষন প্রয়োজন মনে করলে (ওই ব্যক্তি কাফির হলেও) তাকে যাকাত দিতে পারবে। (শাফী ও আহমদ)
- যে দাস অর্থ দিয়ে মুক্ত হতে চায় যাকাত দিয়ে তাকে সাহায্য করা যাবে (তথা মানবতার মুক্তির জন্য যাকাত ব্যয় করা যাবে)
- ঋণগ্রস্ত ব্যক্তির ঋণ পরিশোধের জন্য যাকাত দিয়ে সাহায্য করা যাবে।
- ফী সাবীলিল্লাহ (ইসলামী সরকারের সামরিক খাত/ অন্য মতে আল্লাহর পথের সকল খাতে) যাকাতের সম্পদ ব্যয় করতে পারবে।
- সফররত মুসাফিরকে যাকাত দেয়া যাবে।

وَ مِنْهُمُ الَّذِيْنَ يُؤْذُوْنَ النَّبِيَّ وَ يَقُوْلُوْنَ هُوَ اُذُنٌ ؕ قُلْ اُذُنُ خَيْرٍ لَّكُمْ يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَ يُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِيْنَ وَ رَحْمَةٌ لِّلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مِنْكُمْ ؕ وَالَّذِيْنَ يُؤْذُوْنَ رَسُوْلَ اللّٰهِ لَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ ﴿٦١﴾ يَحْلِفُوْنَ بِاللّٰهِ لَكُمْ لِيُرْضُوْكُمْ ۚ وَ

اللّٰهُ وَ رَسُوْلُهٗۤ اَحَقُّ اَنْ يُّرْضُوْهُ اِنْ كَانُوْا مُؤْمِنِيْنَ ﴿٦٢﴾ اَلَمْ يَعْلَمُوْۤا اَنَّهٗ مَنْ يُّحَادِدِ اللّٰهَ وَ رَسُوْلَهٗ فَاَنَّ لَهٗ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدًا فِيْهَا ؕ ذٰلِكَ الْخِزْیُ الْعَظِيْمُ ﴿٦٣﴾ يَحْذَرُ الْمُنٰفِقُوْنَ اَنْ تُنَزَّلَ عَلَيْهِمْ سُوْرَةٌ تُنَبِّئُهُمْ بِمَا فِیْ قُلُوْبِهِمْ ؕ قُلِ اسْتَهْزِءُوْا ۚ اِنَّ اللّٰهَ مُخْرِجٌ مَّا تَحْذَرُوْنَ ﴿٦٤﴾ وَ لَئِنْ سَاَلْتَهُمْ لَيَقُوْلُنَّ اِنَّمَا كُنَّا نَخُوْضُ وَ نَلْعَبُ ؕ قُلْ اَبِاللّٰهِ وَ اٰيٰتِهٖ وَ رَسُوْلِهٖ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِءُوْنَ ﴿٦٥﴾ لَا تَعْتَذِرُوْا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ اِيْمَانِكُمْ ؕ اِنْ نَّعْفُ عَنْ طَآئِفَةٍ مِّنْكُمْ نُعَذِّبْ طَآئِفَةًۢ بِاَنَّهُمْ كَانُوْا مُجْرِمِيْنَ ﴿٦٦﴾

মুনাফিকদের স্বভাব

৬১. তাদের (মুনাফিকদের) কেউ কেউ নবীকে কষ্ট দেয় এবং (নবী সম্পর্কে) বলেঃ লোকটি "কান"। (এটা একটা প্রবাদ বাক্য। আরব সমাজে যে ব্যক্তি সব কথায় কান দেয় তাকে "কান" বলা হত। মুনাফিকরা গোপনে ষড়যন্ত্র করত। কেউ তাদের ষড়যন্ত্রের ব্যাপারে অবগত হয়ে রাসূল সাঃকে বলে দিলে তিনি তাদের ডেকে এনে জিজ্ঞেস করতেন। তখন তারা বলতঃ তিনি "কান"। তিনি সকলের কথা শুনেন, সব কথায় কান দেন) বলে দাওঃ তিনি "কান" হলেও তোমাদের জন্য কল্যাণকর। তিনি আল্লাহর উপর ঈমান রাখেন, মুঅমিনদের বিশ্বাস করেন। তিনি মুঅমিনদের জন্য রহমত। আর (শোনো!) যারা রাসূলকে কষ্ট দেয় তাদের তরে যন্ত্রনাদায়ক আযাব।

৬২. (হে মুঅমিনগণ! শোনো!) তারা (মুনাফিকরা) তোমাদের কাছে এসে আল্লাহর নামে কসম করবে যেন তোমরা তাদের প্রতি সন্তুষ্ট হয়ে যাও। (তাদের মিথ্যা কসমে তোমরা সন্তুষ্ট হয়ে যেও না। মনে রাখবে) তারা যদি মুঅমিন হত তবে আল্লাহ ও রাসূল-ই তাদের প্রতি সন্তুষ্ট হতেন।

৬৩. তারা (মুনাফিকরা) কি জানে না? যে ব্যক্তি আল্লাহ ও রাসূলের বিরোধিতা করে সে চির জাহান্নামী এবং এটা তাদের জন্য চরম লাঞ্ছনা।

৬৪. মুনাফিকরা সদা আতঙ্কিত থাকেঃ কোনো সূরাহ নাযিল হয়ে যদি তাদের মনের কথা ফাঁস করে দেয়। (তাদের) বলে দাওঃ তোমরা (এবাদত বন্দেগী ও দ্বীনের নামে) তামাশা করতে থাকো। তোমরা যা আশঙ্কা করছ আল্লাহ অবশ্যই এটা প্রকাশ করে দেবেন। (মুনাফিকদের ঈমান, ইসলাম, ইবাদাত, তামাশার মতোই অর্থহীন। আখেরাতে এসব কোনো কাজে আসবে না)

৬৫. (মুনাফিকরা আল্লাহ, রাসূল, আল্লাহর কালাম ও মুঅমিনদের সম্পর্কে কটু কথা বলে। আর) জিজ্ঞেস করলে তারা বলেঃ ঠাট্টা করেছি। বলে দাওঃ তোমরা কি আল্লাহ, আল্লাহর আয়াত (কিতাব, বিধান) ও আল্লাহর রাসূল নিয়ে ঠাট্টা করো?

৬৬. বাহানা বানিও না। ঈমানের পর তোমরা কুফর করে ফেলেছ। এখন তোমাদের কাউকে মাফ করা হলেও অন্যদের অবশ্যই সাজা দেয়া হবে। কারণ তারা পাপিষ্ঠ।

ঈমান ও আক্বীদাহঃ মুনাফিকী আসলে কুফরেরই নামান্তর। মুনাফিকরা মানুষের দৃষ্টিতে মুসলিম হলেও আল্লাহর তালিকায় কাফির। মুনাফিক চির জাহান্নামী।

(মুনাফিক সম্পর্কে জানতে আমাদের ইসলাম শিক্ষা সিলেবাসের ৪র্থ বই "ঈমানের উপর অবিচল থাকা" দেখে নিন)

اَلْمُنٰفِقُوْنَ وَ الْمُنٰفِقٰتُ بَعْضُهُمْ مِّنْۢ بَعْضٍ ۘ يَاْمُرُوْنَ بِالْمُنْكَرِ وَ يَنْهَوْنَ عَنِ الْمَعْرُوْفِ وَ يَقْبِضُوْنَ اَيْدِيَهُمْ ؕ نَسُوا اللّٰهَ فَنَسِيَهُمْ ؕ اِنَّ الْمُنٰفِقِيْنَ هُمُ الْفٰسِقُوْنَ ﴿٦٧﴾ وَعَدَ اللّٰهُ الْمُنٰفِقِيْنَ وَ الْمُنٰفِقٰتِ وَ الْكُفَّارَ نَارَ جَهَنَّمَ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا ؕ هِيَ حَسْبُهُمْ ۚ وَ لَعَنَهُمُ اللّٰهُ ۚ وَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّقِيْمٌ ﴿٦٨﴾ كَالَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِكُمْ كَانُوْۤا اَشَدَّ مِنْكُمْ قُوَّةً وَّ اَكْثَرَ اَمْوَالًا وَّ اَوْلَادًا ؕ فَاسْتَمْتَعُوْا بِخَلَاقِهِمْ فَاسْتَمْتَعْتُمْ بِخَلَاقِكُمْ كَمَا اسْتَمْتَعَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِكُمْ بِخَلَاقِهِمْ وَ خُضْتُمْ كَالَّذِيْ خَاضُوْا ؕ اُولٰٓئِكَ حَبِطَتْ اَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَ الْاٰخِرَةِ ۚ وَ اُولٰٓئِكَ هُمُ الْخٰسِرُوْنَ ﴿٦٩﴾

মুনাফিকের স্বভাব ও পরিণতি

৬৭. মুনাফিক পুরুষরা আর মুনাফিক নারীরা একে অপরের সঙ্গী। তারা মন্দ কাজের আদেশ করে আর ভালোকাজে নিষেধ করে। তারা (ভালো কাজে) নিজের হাত সংকোচিত করে রাখে। তারা আল্লাহকে (আল্লাহর বিধান মেনে চলাকে) ভুলে থাকে তাই আল্লাহ তাদের (ক্ষমার ব্যাপার) ভুলে থাকেন। নিশ্চয় মুনাফিকরা হলো পাপিষ্ঠ।

৬৮. মুনাফিক পুরুষ, মুনাফিক নারী আর কাফিরদের জন্য আল্লাহ জাহান্নামের প্রতিশ্রুতি দিচ্ছেন, সেখানে তারা চিরদিন থাকবে। তাদের জন্য এটাই যথাযথ। আল্লাহ তাদের লা'নত করেছেন। তাদের তরে চিরস্থায়ী আযাব।

লা'নত পরিচিতিঃ লা'নত অর্থ রহমত থেকে বঞ্চিত করা। আল্লাহ যাকে লা'নত করেন সে দুনিয়াতে হয় হেদায়াত বঞ্চিত আর আখেরাতে হয় জান্নাত বঞ্চিত।

৬৯. (মুনাফিকদের অবস্থা হবে) আগেকার জাতি সমূহের মত। যারা ধনে জনে তোমাদের চেয়ে অধিক প্রবল ছিল। (কিন্তু তারা আল্লাহর বিধান অমান্য করেছে। ফলে) তারা তাদের প্রাপ্য পেয়েছে, তোমরাও তোমাদের প্রাপ্য পেয়ে যাবে, যেমন তারা পেয়েছে। কারণ তোমরা (দুনিয়া নিয়ে) এমনভাবে মগ্ন হয়েছ যেমন তারা হয়েছিল। যারা এমন করে দুনিয়া ও আখেরাতে তাদের সকল আ'মাল বরবাদ হয়ে যায় এবং তারা চিরতরে ক্ষতিগ্রস্থ হয়ে যায়। (মুনাফিক্বী এক প্রকার কুফর। মুনাফিক্ব ব্যক্তির ঈমান বিনষ্ট হয়ে সকল আমাল বরবাদ হয়ে যায়।)

اَلَمْ يَاْتِهِمْ نَبَاُ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ قَوْمِ نُوْحٍ وَّ عَادٍ وَّ ثَمُوْدَ وَ قَوْمِ اِبْرٰهِيْمَ وَ اَصْحٰبِ مَدْيَنَ وَ الْمُؤْتَفِكٰتِ ؕ اَتَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنٰتِ ۚ فَمَا كَانَ اللّٰهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَ لٰكِنْ كَانُوْۤا اَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُوْنَ ﴿٧٠﴾

ইতিহাসের পাতা থেকেঃ আল্লাহর বিধান অমান্য করার পরিণাম

৭০. আগেকার লোকদের সংবাদ কি তাদের কাছে পৌছায়নি? (যেমনঃ) নূহের জাতি, আ'দ জাতি, ছামূদ জাতি, ইবরাহীমের জাতি, মাদইয়ানবাসী আর (লূতের জাতি) যাদেরকে উল্টে দেওয়া হয়েছিল (ফলে এলাকাটি একটি সাগরে পরিণত হয়েছে যার নাম মৃত সাগর।) তাদের রাসূলগণ

সুস্পষ্ট প্রমাণ নিয়েই তাদের কাছে এসেছিল। (তাসত্ত্বেও তারা মেনে নেয়নি। তাই আল্লাহ তাদের ধ্বংস করে দিয়েছেন। এভাবে ধ্বংস করে) আল্লাহ তাদের উপর অবিচার করেননি। বরং (আল্লাহর বিধান অমান্য করে) তারাই নিজের উপর অবিচার করেছে।

وَ الْمُؤْمِنُوْنَ وَ الْمُؤْمِنٰتُ بَعْضُهُمْ اَوْلِيَآءُ بَعْضٍ ۘ يَاْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَ يَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَ يُقِيْمُوْنَ الصَّلٰوةَ وَ يُؤْتُوْنَ الزَّكٰوةَ وَ يُطِيْعُوْنَ اللّٰهَ وَ رَسُوْلَهٗ ؕ اُولٰٓئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللّٰهُ ؕ اِنَّ اللّٰهَ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ ﴿۷۱﴾

মুঅমিনের বৈশিষ্ট্য

৭১. মুঅমিন পুরুষগণ আর মুঅমিনাহ নারীগণ একে অপরের ওয়ালী। তারা সৎকাজের আদেশ করে, অসৎকাজে নিষেধ করে, সালাত কায়েম করে, যাকাত আদায় করে এবং আল্লাহ ও রাসূলের আনুগত্য করে। যারা এমন করে আল্লাহ তাদের প্রতি দয়া করেন। নিশ্চয় আল্লাহ মহাপরাক্রমশালী, মহাকৌশলী।

জ্ঞাতব্যঃ "সৎকাজের আদেশ আর অসৎকাজে নিষেধ" মুসলিম সমাজের একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। বিষয়টি সম্পর্কে আরও বিস্তারিত জানতে আমদের ডিপ্লোমা ইন শারীয়াহ কোর্সের " সৎ কাজের আদেশ অসৎ কাজের নিষেধ " প্রবন্ধটি পড়ে নিন।

وَعَدَ اللّٰهُ الْمُؤْمِنِيْنَ وَ الْمُؤْمِنٰتِ جَنّٰتٍ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا وَ مَسٰكِنَ طَيِّبَةً فِيْ جَنّٰتِ عَدْنٍ ؕ وَ رِضْوَانٌ مِّنَ اللّٰهِ اَكْبَرُ ؕ ذٰلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ ﴿۷۲﴾

মুঅমিনদেরকে দেওয়া আল্লাহর প্রতিশ্রুতি

৭২. মুঅমিন পুরুষ ও মুঅমিনাহ নারীদেরকে আল্লাহ প্রতিশ্রুতি দিচ্ছেন জান্নাতের; যার তলদেশে প্রবাহিত কত নহর, সেখানে তারা চিরকাল থাকবে। থাকবে চিরস্থায়ী জান্নাতে উন্নততর প্রাসাদ। আর সবচেয়ে বড় প্রাপ্তি আল্লাহর সন্তুষ্টি। এটাই মহাসাফল্য।

يٰٓاَيُّهَا النَّبِيُّ جَاهِدِ الْكُفَّارَ وَ الْمُنٰفِقِيْنَ وَ اغْلُظْ عَلَيْهِمْ ؕ وَ مَاْوٰىهُمْ جَهَنَّمُ ؕ وَ بِئْسَ الْمَصِيْرُ ﴿۷۳﴾

কাফির ও মুনাফিকদের বিরুদ্ধে জিহাদ

৭৩. হে নবী! কাফিরদের আর মুনাফিকদের বিরুদ্ধে তুমি জিহাদ করবে এবং তাদের প্রতি কঠোর হবে। আর (জেনে রেখো!) তাদের ঠিকানা জাহান্নাম, জঘন্যতম আবাস।

(সাধারণত কাফিরদের বিরুদ্ধে জিহাদ করতে হয় অস্ত্র দিয়ে আর মুনাফিকের বিরুদ্ধে যবান ও লেখনী দিয়ে)

يَحْلِفُوْنَ بِاللّٰهِ مَا قَالُوْا ؕ وَ لَقَدْ قَالُوْا كَلِمَةَ الْكُفْرِ وَ كَفَرُوْا بَعْدَ اِسْلَامِهِمْ وَ هَمُّوْا بِمَا لَمْ يَنَالُوْا ۚ وَ مَا نَقَمُوْٓا اِلَّآ اَنْ اَغْنٰىهُمُ اللّٰهُ وَ رَسُوْلُهٗ مِنْ فَضْلِهٖ ۚ فَاِنْ يَّتُوْبُوْا يَكُ خَيْرًا لَّهُمْ ۚ وَ اِنْ يَّتَوَلَّوْا يُعَذِّبْهُمُ اللّٰهُ عَذَابًا

اَلِيْمًا ۙ فِى الدُّنْيَا وَ الْاٰخِرَةِ ۚ وَ مَا لَهُمْ فِى الْاَرْضِ مِنْ وَّلِيٍّ وَّ لَا نَصِيْرٍ ﴿٧٤﴾

মুনাফিকদের স্বভাব ও পরিণতি

পটভূমিঃ একদা কতিপয় মুনাফিক রাসূল সাঃ সম্পর্কে আপত্তিকর মন্তব্য করলো। একজন সাহাবী তাদের কথা শুনে ফেললেন এবং রাসূল সাঃকে জানিয়ে দিলেন। রাসূল সাঃ মুনাফিকদের ডেকে পাঠালেন। মুনাফিকরা আল্লাহর নামে কসম করে বিষয়টি অস্বীকার করলো। (দেখুন সূরাহ মুনাফিকূনঃ ৭,৮)

তাবুক থেকে ফেরার পথে ১২জন মুনাফিক রাসূল সাঃকে হত্যার সংকল্প করলো এবং রাতের আঁধারে সুযোগ বুঝে আক্রমণ করে বসলো। অস্ত্রের ঝনঝনানি শুনে সাহাবাগণ এগিয়ে এলে মুনাফিকরা পালিয়ে গেল। এসব বিষয়ের প্রতি ইঙ্গিত করে নাযিল হয়েছে..

৭৪. তারা (মুনাফিকরা) আল্লাহর নামে কসম করে বলেঃ তারা এমনটি বলেনি। অথচ ইসলাম গ্রহণের পর কুফুরী কথা বলে তারা কাফির হয়ে গেছে। তারা (রাসূলকে হত্যার) যে সংকল্প করেছিল এটা কার্যকর করতে পারেনি। তারা (আল্লাহর রাসূল ও মুঅমিনদের সাথে) শত্রুতা করে। অথচ আল্লাহ ও রাসূল তাদের প্রতি করুণা করেছেন, তাদের অভাব দূর করে দিয়েছেন (রাসূল তাদের দুনিয়া ও আখেরাতের কল্যাণে কাজ করছেন।) এখন তাওবাহই তাদের জন্য কল্যাণকর। অন্যথায় তাদেরকে দুনিয়া ও আখেরাতে কঠিন সাজা দেয়া হবে। তখন কেউ তাদের বাঁচাতে পারবে না, করতে পারবে না কোনো সাহায্য।

وَ مِنْهُمْ مَّنْ عٰهَدَ اللّٰهَ لَئِنْ اٰتٰىنَا مِنْ فَضْلِهٖ لَنَصَّدَّقَنَّ وَ لَنَكُوْنَنَّ مِنَ الصّٰلِحِيْنَ ﴿٧٥﴾ فَلَمَّاۤ اٰتٰىهُمْ مِّنْ فَضْلِهٖ بَخِلُوْا بِهٖ وَ تَوَلَّوْا وَّ هُمْ مُّعْرِضُوْنَ ﴿٧٦﴾ فَاَعْقَبَهُمْ نِفَاقًا فِىْ قُلُوْبِهِمْ اِلٰى يَوْمِ يَلْقَوْنَهٗ بِمَاۤ اَخْلَفُوا اللّٰهَ مَا وَعَدُوْهُ وَ بِمَا كَانُوْا يَكْذِبُوْنَ ﴿٧٧﴾ اَلَمْ يَعْلَمُوْۤا اَنَّ اللّٰهَ يَعْلَمُ سِرَّهُمْ وَ نَجْوٰىهُمْ وَ اَنَّ اللّٰهَ عَلَّامُ الْغُيُوْبِ ﴿٧٨﴾

মুনাফিকদের স্বভাব ও পরিণতি

৭৫. তাদের (মুনাফিকদের) কেউ কেউ আল্লাহর সাথে ওয়াদা করেঃ (আল্লাহর কাছে সম্পদ কামনা করে বলে) আল্লাহ যদি আমাদেরকে সম্পদ দান করেন তবে আমরা সাদাকাহ করব এবং ভালো হয়ে যাবো। আর আল্লাহ যখন সম্পদ দিয়ে দেন তখন (যাকাত দিতেও) কার্পণ্য করে। তারা (নিজের ওয়াদা থেকে) মুখ ফিরিয়ে নেয়।

৭৭. ফলে আল্লাহ তাদের অন্তরে মুনাফিকীর ছাপ লাগিয়ে দেন যা সাক্ষাৎ দিবস পর্যন্ত লেগে থাকবে। আল্লাহর সাথে কৃত ওয়াদা ভঙ্গ আর মিথ্যা বলার সাজা এমনই হয়।

৭৮. তারা কি জানে না? আল্লাহ গোপন প্রকাশ্য সব জানেন? এবং আল্লাহ অদৃশ্য বিষয়েও অবগত।

اَلَّذِيْنَ يَلْمِزُوْنَ الْمُطَّوِّعِيْنَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ فِي الصَّدَقٰتِ وَ الَّذِيْنَ لَا يَجِدُوْنَ اِلَّا جُهْدَهُمْ فَيَسْخَرُوْنَ مِنْهُمْ ؕ سَخِرَ اللّٰهُ مِنْهُمْ وَ لَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ ﴿٧٩﴾

গরীব মুঅমিনদের অতি সামান্য অনুদান নিয়ে ঠাট্টা করা
মুনাফিকদের আরেকটি বদ স্বভাব

৭৯. যেসব মুঅমিন নিষ্ঠার সাথে দান করে আর যারা (দারিদ্রতার কারণে) শ্রম ব্যতীত কিছুই দিতে পারে না, মুনাফিকরা তাদের অনুদান নিয়েও ঠাট্টা করে, উপহাস করে। আল্লাহ এদের (মুনাফিকদের) নিয়ে উপহাস করেন (উপহাসের বদলা দেন) এদের তরে যন্ত্রনাদায়ক আযাব।

اِسْتَغْفِرْ لَهُمْ اَوْ لَا تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ ؕ اِنْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ سَبْعِيْنَ مَرَّةً فَلَنْ يَّغْفِرَ اللّٰهُ لَهُمْ ؕ ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ كَفَرُوْا بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ ؕ وَاللّٰهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفٰسِقِيْنَ ﴿٨٠﴾

মুনাফিকদের জন্য নবী দোয়া করলেও কাজ হবে না

৮০. (হে নবী!) তাদের (মুনাফিকদের) তরে মাগফিরাত কামনা করা বা না করা তোমার জন্য বরাবর। তুমি (নবী) সত্তরবার (তাদের জন্য) মাগফিরাত কামনা করলেও আল্লাহ তাদের মাফ করবেন না। কারণ তারা আল্লাহ ও রাসূলের সাথে কুফর করেছে। আর (মনে রেখো!) আল্লাহ পাপিষ্ঠদের হেদায়াত করেন না (যদি সে নিজেকে শুধরে না নেয়)

ঈমান ও আক্বীদাহঃ কুফর ও শিরক হলো ঈমান বিনষ্টকারী মহাপাপ। ঈমান আনার পর কুফর বা শিরক করলে ঈমান বিনষ্ট হয়ে যায় এবং সকল আ'মাল ও ইবাদাত নিষ্ফল ও বরবাদ হয়ে যায় আর সে হয়ে যায় আল্লাহর ক্ষমার অযোগ্য চির জাহান্নামী মুনাফিক। তখন তার জন্য নবী দোয়া করলেও আর কাজ হয় না।

فَرِحَ الْمُخَلَّفُوْنَ بِمَقْعَدِهِمْ خِلٰفَ رَسُوْلِ اللّٰهِ وَ كَرِهُوْٓا اَنْ يُّجَاهِدُوْا بِاَمْوَالِهِمْ وَ اَنْفُسِهِمْ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَ قَالُوْا لَا تَنْفِرُوْا فِي الْحَرِّ ؕ قُلْ نَارُ جَهَنَّمَ اَشَدُّ حَرًّا ؕ لَوْ كَانُوْا يَفْقَهُوْنَ ﴿٨١﴾ فَلْيَضْحَكُوْا قَلِيْلًا وَّ لْيَبْكُوْا كَثِيْرًا ۚ جَزَآءًۢ بِمَا كَانُوْا يَكْسِبُوْنَ ﴿٨٢﴾

যুদ্ধ থেকে পালিয়ে থাকার পরিণতি

পটভূমিঃ তাবুক যুদ্ধকে জনযুদ্ধের গুরুত্ব দিয়ে সবার অংশগ্রহণ আবশ্যক বলে অধ্যাদেশ জারি করেছিলেন রাসূল সাঃ। তাসত্ত্বেও কিছু লোক যুদ্ধ থেকে বিরত থেকে ছিল। তারা ভেবেছিল এ যুদ্ধ বড় ঝুঁকিপূর্ণ। এখান থেকে বেঁচে আসার সম্ভাবনা খুবই কম। কারণ প্রতিপক্ষ ছিল বিশ্বের অন্যতম পরাশক্তি এবং শত্রুর সংখ্যাও ছিল খুবই বেশী। তাই যুদ্ধে না গিয়ে তারা মনে মনে খুশী ছিল। বিষয়টির প্রতি ইঙ্গিত করে নাযিল হয়েছে..

৮১. যারা রাসূলের কথা অমান্য করে বসে থেকেছে এবং যুদ্ধে না গিয়ে খুশী হয়েছে। যারা নিজেদের সম্পদ ও জীবন দিয়ে আল্লাহর পথে জিহাদ করাকে পছন্দ করে না আর যারা (অন্যদের) বলেছেঃ "এ গরমে বের হইও না"। তাদের বলে দাওঃ জাহান্নামের আগুন অধিক

গরম, যদি তারা বুঝতে পারত। (তার মানে হলো যুদ্ধ থেকে পালিয়ে থাকার পরিণতি জাহান্নাম)

৮২. (যুদ্ধে না গিয়ে) তারা যা অর্জন (মহাপাপ) করেছে এর পরিণতির কথা ভেবে তারা যেন কম কম হাঁসে আর বেশী বেশী কাঁদে।

ঈমান ও আক্বীদাহঃ যুদ্ধ একটি জাতিকে প্রতিষ্ঠিত করে এবং জাতিকে অপরাজয় করে রাখে। দেশ ও জাতির প্রয়োজনে যুদ্ধ করা মানুষের জন্য অপরিহার্য হয়ে যায়। যুদ্ধ বিমুখ জাতি বিলীন হয়ে যায়, তারা নিজের অস্থিত্ব টিকিয়ে রাখতে পারে না।

ইসলাম একটি পরিপূর্ণ জীবন আদর্শ। ইসলামে রয়েছে দেশ ও জাতি গঠনের সুনির্দিষ্ট নীতিমালা ও বিধান। তাই দেশ ও জাতির স্বার্থে ইসলাম তার অনুসারীদের উপর যুদ্ধকে ফরজ করে দিয়েছে। ইসলামী বিধান মতে যুদ্ধ বিমুখ ব্যক্তি মুনাফিক হয়ে যায়। আর মুনাফিক চির জাহান্নামী। মুনাফিকের ঈমান নষ্ট হয়ে যায়। তাই তার আমাল ইবাদাত, দান খয়রাত, এমনকি নেক সন্তানও কোনো কাজে আসবে না। তার জন্য শাফায়াত করতেও কাউকে অনুমতি দেয়া হবে না।

(মুনাফিক সম্পর্কে আরও জানতে দেখুন আমাদের ইসলাম শিক্ষা সিলেবাসের ৪র্থ বই "ঈমানের উপর অবিচল থাকা"র মুনাফিক অধ্যায়)

فَإِنْ رَّجَعَكَ اللّٰهُ إِلٰى طَآئِفَةٍ مِّنْهُمْ فَاسْتَاْذَنُوْكَ لِلْخُرُوْجِ فَقُلْ لَّنْ تَخْرُجُوْا مَعِيَ اَبَدًا وَّ لَنْ تُقَاتِلُوْا مَعِيَ عَدُوًّا ؕ اِنَّكُمْ رَضِيْتُمْ بِالْقُعُوْدِ اَوَّلَ مَرَّةٍ فَاقْعُدُوْا مَعَ الْخٰلِفِيْنَ ﴿٨٣﴾

যুদ্ধ থেকে পালিয়ে থাকা মুনাফিকের স্বভাব

৮৩. (হে নবী! তাবুক যুদ্ধ থেকে) আল্লাহ তোমাকে ফিরিয়ে নেবার পর তাদের (মুনাফিকদের) কিছুলোক (এ যুদ্ধে অংশ গ্রহণ না করার জন্য অনেক বাহানা পেশ করবে এবং আগামীতে অন্য যুদ্ধে) বের হবার অনুমতি চাইবে (তথা প্রতিশ্রুতি দিবে। তাদের) বলে দাওঃ তোমরা আমাদের সাথে বের হতে পারবে না, আমাদের দুশমনের সাথে যুদ্ধও করতে পারবে না। কারণ প্রথমবার (বের হবার আদেশ করা হলে) তোমরা বসে থেকেছ। তাই পিছনে থাকা লোকদের সঙ্গে (সারা জীবন তোমরা) বসেই থাকবে। (কারণঃ এটাই তোমাদের স্বভাব। আর মানুষের জীবন মান বা নীতি আদর্শ বদলালেও স্বভাব বদলায় না।)

وَ لَا تُصَلِّ عَلٰٓى اَحَدٍ مِّنْهُمْ مَّاتَ اَبَدًا وَّ لَا تَقُمْ عَلٰى قَبْرِهٖ ؕ اِنَّهُمْ كَفَرُوْا بِاللّٰهِ وَ رَسُوْلِهٖ وَ مَاتُوْا وَ هُمْ فٰسِقُوْنَ ﴿٨٤﴾

মুনাফিক মারা গেলে তার জানাযা পড়া এবং তার জন্য দোয়া করা নিষিদ্ধ

৮৪. তাদের (মুনাফিকদের) কেউ মারা গেলে কখনো তার জন্য সালাত (জানাযা, দোয়া) করবে না এবং তার কবরেও দাড়াবে না। কারণ তারা আল্লাহ ও রাসূলের সাথে কুফর করেছে এবং পাপিষ্ঠ অবস্থায় মৃত্যু বরণ করেছে।

ঈমান ও আক্বীদাহঃ মুনাফিকী আসলে কুফরেরই নামান্তর। মুনাফিকরা মানুষের দৃষ্টিতে মুসলিম হলেও আল্লাহর তালিকায় কাফির। মুনাফিক চির জাহান্নামী। মুনাফিকের জানাযা পড়া এবং তাদের জন্য দোয়া করা হারাম। কেউ করলেও কবুল হবে না। বরং যে তাদের জন্য দোয়া করবে বা তাদের জানাযা পড়বে তার পাপ হবে। সে আল্লাহর

অবাধ্য হিসেবে গণ্য হবে।

وَ لَا تُعۡجِبۡكَ اَمۡوَالُهُمۡ وَ اَوۡلَادُهُمۡ ؕ اِنَّمَا يُرِيۡدُ اللّٰهُ اَنۡ يُّعَذِّبَهُمۡ بِهَا فِى الدُّنۡيَا وَ تَزۡهَقَ اَنۡفُسُهُمۡ وَ هُمۡ كٰفِرُوۡنَ ﴿۸۵﴾ وَ اِذَاۤ اُنۡزِلَتۡ سُوۡرَةٌ اَنۡ اٰمِنُوۡا بِاللّٰهِ وَ جَاهِدُوۡا مَعَ رَسُوۡلِهِ اسۡتَاۡذَنَكَ اُولُوا الطَّوۡلِ مِنۡهُمۡ وَ قَالُوۡا ذَرۡنَا نَكُنۡ مَّعَ الۡقٰعِدِيۡنَ ﴿۸۶﴾ رَضُوۡا بِاَنۡ يَّكُوۡنُوۡا مَعَ الۡخَوَالِفِ وَ طُبِعَ عَلٰى قُلُوۡبِهِمۡ فَهُمۡ لَا يَفۡقَهُوۡنَ ﴿۸۷﴾

মুনাফিকদের স্বভাব ও পরিণতি

৮৫. তাদের (মুনাফিকদের) ধনবল ও জনবল যেন তোমার পেরেশানীর কারণ না হয়। আল্লাহ তাদেরকে আযাব দিতে চান বলে দুনিয়াতে তাদেরকে এসব দান করেন আর যেন তারা (এসব নিয়ে ব্যস্ত থেকে) কাফির অবস্থায়ই মারা যায়।

৮৬. যখন কোনো সূরাহ নাযিল হয় (এবং তাতে বলা হয়) আল্লাহর উপর ঈমান আনো আর রাসূলের সঙ্গী হয়ে জিহাদ করো। তখন তাদের (মুনাফিকদের) সামর্থবান ব্যক্তিরাও (জিহাদে না যাবার) অনুমতি চায় এবং বলেঃ আমাদের অনুমতি দিন, আমরাও তাদের সঙ্গী হবো যারা (যেসব নারী ও শিশুরা জিহাদে না গিয়ে নিজ নিজ ঘরে) বসে থাকে।

৮৭. (যুদ্ধ থেকে পালিয়ে নিজ নিজ ঘরে) বসে থাকা লোকদের (নারী শিশুদের) সঙ্গী হয়ে তারা খুশী হয়। তাই তাদের অন্তরে (মুনাফিকীর) মোহর লাগিয়ে দেয়া হয়। ফলে তারা আর (সঠিক দ্বীন) বুঝতে পারে না।

لٰكِنِ الرَّسُوۡلُ وَ الَّذِيۡنَ اٰمَنُوۡا مَعَهٗ جٰهَدُوۡا بِاَمۡوَالِهِمۡ وَ اَنۡفُسِهِمۡ ۚ وَ اُولٰٓئِكَ لَهُمُ الۡخَيۡرٰتُ ۚ وَ اُولٰٓئِكَ هُمُ الۡمُفۡلِحُوۡنَ ﴿۸۸﴾ اَعَدَّ اللّٰهُ لَهُمۡ جَنّٰتٍ تَجۡرِىۡ مِنۡ تَحۡتِهَا الۡاَنۡهٰرُ خٰلِدِيۡنَ فِيۡهَا ؕ ذٰلِكَ الۡفَوۡزُ الۡعَظِيۡمُ ﴿۸۹﴾

জিহাদ রাসূলের পথ, জিহাদ মুঅমিনের অন্যতম বৈশিষ্ট্য

৮৮. তবে রাসূল ও তার সঙ্গী মুঅমিনগণ তাদের সম্পদ ও জীবন দিয়ে (আল্লাহর পথে) জিহাদ করে। আর যারা এমন হবে তাদের জন্য রয়েছে অনেক কল্যাণ এবং তারাই সফল।

৮৯. আল্লাহ তাদের জন্য তৈরি করেছেন জান্নাত, যার তলদেশে প্রবাহিত কত নহর, তারা সেখানে চিরকাল থাকবে। এটাই মহা সাফল্য।

وَ جَآءَ الۡمُعَذِّرُوۡنَ مِنَ الۡاَعۡرَابِ لِيُؤۡذَنَ لَهُمۡ وَ قَعَدَ الَّذِيۡنَ كَذَبُوا اللّٰهَ وَ رَسُوۡلَهٗ ؕ سَيُصِيۡبُ الَّذِيۡنَ كَفَرُوۡا مِنۡهُمۡ عَذَابٌ اَلِيۡمٌ ﴿۹۰﴾

মুনাফিকের স্বভাব ও পরিণতি

পটভূমিঃ তাবুক যুদ্ধের প্রাক্কালে নির্বাহী শাসক হিসেবে প্রতিটি সক্ষম ব্যক্তির জন্য যুদ্ধে যাওয়া বাধ্যতামূলক করে অধ্যাদেশ জারি করেছিলেন রাসূল সাঃ। তাই যারা তবুক যুদ্ধে যায়নি দেশ ও জাতির আদালতে তারা অপরাধী। এমন অপরাধের সর্বোচ্চ সাজা মৃত্যুদন্ড। তাই রাসূল সাঃ ফিরে আসার পর নানা বাহানা হাজির করে মিথ্যা কসম খেয়ে পার পেয়ে যাচ্ছিল মদীনার মুনাফিকরা। গ্রাম অঞ্চলের বেদুইনরাও পিছিয়ে থাকেনি। তারাও নানা বাহানা বানিয়ে এসে হাজির হলো। বিষয়টির প্রতি ইঙ্গিত করে নাযিল হয়েছে...

৯০. (মদীনাহর মুনাফিকদের মত বাইরের) বেদুইনরাও (যুদ্ধে না যাবার অপরাধ থেকে) অব্যাহতির জন্য নানা বাহানা নিয়ে হাজির হয়েছে যেন তাদেরকে মাফ করে দেয়া হয়। (মনে রেখো! যুদ্ধে না গিয়ে) যারা বসে থেকেছে তারা আসলে আল্লাহ ও রাসূলকে মিথ্যা সাব্যস্ত করেছে (যা সুস্পষ্ট কুফর। আর) যারা কুফর করে তারা অচিরেই কঠিন আযাবে নিপতিত হবে।

জ্ঞাতব্যঃ কোনো মুসলিম যুদ্ধ বিমুখ হতে পারে না। যুদ্ধ বিমুখতা কুফরের শামিল। কোনো মুসলিম যুদ্ধ বিমুখ হলে বা জিহাদকে অপছন্দ করলে সে মুনাফিক হয়ে যায়।

لَيْسَ عَلَى الضُّعَفَآءِ وَ لَا عَلَى الْمَرْضٰى وَ لَا عَلَى الَّذِيْنَ لَا يَجِدُوْنَ مَا يُنْفِقُوْنَ حَرَجٌ اِذَا نَصَحُوْا لِلّٰهِ وَ رَسُوْلِهٖ ؕ مَا عَلَى الْمُحْسِنِيْنَ مِنْ سَبِيْلٍ ؕ وَاللّٰهُ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ﴿٩١﴾

যুদ্ধে না গেলেও যাদের পাপ হবে না

৯১. (তবে) দুর্বল ব্যক্তি, অসুস্থ ব্যক্তি এবং যাদের কাছে (যুদ্ধের প্রয়োজনীয়) ব্যয় মিটানোর সামর্থ্য নেই (এমন ব্যক্তি যুদ্ধে না গেলেও) তাদের পাপ হবে না, যখন তারা আল্লাহ ও রাসূলের প্রতি নিষ্ঠাবান থাকবে। মুহসীন ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে কোনো ব্যবস্থা নেয়া হবে না (যদিও তারা যুদ্ধে না যায়।) আল্লাহ ক্ষমাশীল, দয়াময়।

জ্ঞাতব্যঃ যে ব্যক্তি ইহসানের সাথে কাজ করে তাকে "মুহসিন" বলা হয়। আর "ইহসান" অর্থ সুন্দর করা। ইসলামী পরিভাষায় নিজের ঈমান, ইসলাম, আদব আখলাক, স্বভাব চরিত্র, ইবাদাত বন্দেগী, ইত্যাদি সুন্দর করাকে "ইহ'সান" বলা হয়। হাদীছ জিবরাঈল নামে খ্যাত বুখারী মুসলিমের এক দীর্ঘ হাদীছে জিবরাঈল আঃ প্রশ্ন করে ছিলেন "ইহ'সান" কি? উত্তরে রাসূল সাঃ বলেছিলেনঃ "আল্লাহর ইবাদাত এমনভাবে করবে যেন তুমি আল্লাহকে দেখছ। আর যদি তাকে দেখতে না পার তবে (মনে রাখবে) তিনি তোমাকে দেখছেন"।

وَّ لَا عَلَى الَّذِيْنَ اِذَا مَاۤ اَتَوْكَ لِتَحْمِلَهُمْ قُلْتَ لَاۤ اَجِدُ مَاۤ اَحْمِلُكُمْ عَلَيْهِ ۖ تَوَلَّوْا وَّ اَعْيُنُهُمْ تَفِيْضُ مِنَ الدَّمْعِ حَزَنًا اَلَّا يَجِدُوْا مَا يُنْفِقُوْنَ ﴿٩٢﴾ اِنَّمَا السَّبِيْلُ عَلَى الَّذِيْنَ يَسْتَاْذِنُوْنَكَ وَ هُمْ اَغْنِيَآءُ ۚ رَضُوْا بِاَنْ يَّكُوْنُوْا مَعَ الْخَوَالِفِ ۙ وَ طَبَعَ اللّٰهُ عَلٰى قُلُوْبِهِمْ فَهُمْ لَا يَعْلَمُوْنَ ﴿٩٣﴾

যুদ্ধে না গেলে কাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হবে আর কাদের বিরুদ্ধে হবে না

পটভূমিঃ কিছুলোক তাবুক যুদ্ধে যাবার জন্য আগ্রহী ছিলো কিন্তু তারা ছিলো খুবই গরীব। যুদ্ধে যাবার মত তাদের কাছে প্রয়োজনীয় বাহনও ছিল না। তারা বাহনের জন্য আবেদন করে রাসূল সাঃ এর কাছে এসেছিল। কিন্তু রাসূল সাঃ তাদের বাহনের ব্যবস্থা করতে পারেননি। তাদের ব্যাপারে নাযিল হয়েছে..

৯২. আর (হে নবী!) যারা (যুদ্ধে যাবার জন্য) বাহনের আবেদন নিয়ে তোমার কাছে এসেছিল, (কিন্তু তুমি তাদের বাহনের ব্যবস্থা করতে পারনি। বরং) তুমি বলেছিলেঃ তোমাদের দেয়ার মত কোনো বাহন আমার কাছে নেই। তখন তাদের চোখ অশ্রুশিক্ত হয়ে গিয়েছিল এবং (যুদ্ধে যাবার) সম্বল পায়নি বলে দুঃখিত হয়ে ফিরে গিয়েছিল। (যুদ্ধে না যাবার কারণে) তাদের বিরুদ্ধে কোনো ব্যবস্থা নেয়া যাবে না।

৯৩. (যুদ্ধে না যাবার কারণে) ব্যবস্থা নেয়া হবে তাদের বিরুদ্ধেঃ যারা (যুদ্ধের জন্য) সামর্থ্যবান হওয়া সত্ত্বেও (যুদ্ধ থেকে) অব্যহতি চায় এবং পিছনে বসে থাকা লোকদের সঙ্গী হয়ে খুশী হয়। (যারা এমন করে) আল্লাহ তাদের অন্তরে মোহর লাগিয়ে দেন। ফলে তারা (সঠিক বিষয়) জানতে পারে না।

يَعْتَذِرُوْنَ اِلَيْكُمْ اِذَا رَجَعْتُمْ اِلَيْهِمْ ؕ قُلْ لَّا تَعْتَذِرُوْا لَنْ نُّؤْمِنَ لَكُمْ قَدْ نَبَّاَنَا اللّٰهُ مِنْ اَخْبَارِكُمْ ؕ وَسَيَرَى اللّٰهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُوْلُهٗ ثُمَّ تُرَدُّوْنَ اِلٰى عٰلِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ ﴿٩٤﴾

মুনাফিকরা যুদ্ধে না যাবার জন্য বাহানা বানায়

৯৪. (হে মুসলিমগণ!) তোমরা যখন (তাবুক যুদ্ধ থেকে মদীনায়) ফিরে যাবে তখন (যুদ্ধে না যাওয়া) লোকেরা নানা বাহানা নিয়ে হাজির হবে। তাদের বলে দিওঃ বাহানা বানিও না। আমরা তোমাদের বিশ্বাস করি না। তোমাদের আসল খবর আল্লাহ আমাদেরকে জানিয়ে দিয়েছেন। এখন আল্লাহ ও তাঁর রাসূল তোমাদের ভবিষ্যৎ কার্যকলাপ পর্যবেক্ষন করবেন। তারপর তোমরা অর্পিত হবে মহাজ্ঞানী আল্লাহর কাছে যিনি দৃশ্য অদৃশ্য সকল বিষয়ে অবগত। তিনি তোমাদেরকে অবগত করবেন তোমাদের কাজ সম্পর্কে।

سَيَحْلِفُوْنَ بِاللّٰهِ لَكُمْ اِذَا انْقَلَبْتُمْ اِلَيْهِمْ لِتُعْرِضُوْا عَنْهُمْ ؕ فَاَعْرِضُوْا عَنْهُمْ ؕ اِنَّهُمْ رِجْسٌ وَّمَاْوٰىهُمْ جَهَنَّمُ ۚ جَزَآءًۢ بِمَا كَانُوْا يَكْسِبُوْنَ ﴿٩٥﴾ يَحْلِفُوْنَ لَكُمْ لِتَرْضَوْا عَنْهُمْ ۚ فَاِنْ تَرْضَوْا عَنْهُمْ فَاِنَّ اللّٰهَ لَا يَرْضٰى عَنِ الْقَوْمِ الْفٰسِقِيْنَ ﴿٩٦﴾ اَلْاَعْرَابُ اَشَدُّ كُفْرًا وَّنِفَاقًا وَّاَجْدَرُ اَلَّا يَعْلَمُوْا حُدُوْدَ مَاۤ اَنْزَلَ اللّٰهُ عَلٰى رَسُوْلِهٖ ؕ وَاللّٰهُ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ ﴿٩٧﴾ وَمِنَ الْاَعْرَابِ مَنْ يَّتَّخِذُ مَا يُنْفِقُ مَغْرَمًا وَّيَتَرَبَّصُ بِكُمُ الدَّوَآئِرَ ؕ عَلَيْهِمْ دَآئِرَةُ السَّوْءِ ؕ وَاللّٰهُ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ ﴿٩٨﴾ وَمِنَ الْاَعْرَابِ مَنْ يُّؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَ

الْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَيَتَّخِذُ مَا يُنْفِقُ قُرُبٰتٍ عِنْدَ اللّٰهِ وَصَلَوٰتِ الرَّسُوْلِ ؕ اَلَاۤ اِنَّهَا قُرْبَةٌ لَّهُمْ ؕ سَيُدْخِلُهُمُ اللّٰهُ فِيْ رَحْمَتِهٖ ؕ اِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ﴿٩٩﴾

মুনাফিকদের স্বভাব

৯৫. (হে মুসলিমগণ!) তোমরা (মদীনায়) ফিরে যাবার পর তোমাদের আশ্বস্ত করতে মুনাফিকরা আল্লাহর নামে (মিথ্যা) কসম করবে, যেন তোমরা তাদেরকে মাফ করে দেও। (শোনো!) তোমরা তাদের উপেক্ষা করবে। কারণ তারা অপবিত্র এবং তাদের ঠিকানা জাহান্নাম, তাদেরই কর্মফল হিসেবে।

৯৬. তারা তোমাদের কাছে কসম করে শুধু তোমাদেরকে সন্তুষ্ট করার জন্য। (তাই তাদের এসব মিথ্যা কথা বিশ্বাস করে তোমরা তাদের প্রতি সন্তুষ্ট হয়ে যেও না। আর মনে রেখো!) তোমরা সন্তুষ্ট হয়ে গেলেও আল্লাহ এসব পাপিষ্ঠদের প্রতি সন্তুষ্ট হবেন না।

৯৭. বেদুইনরা সাধারণত কুফর ও মুনাফিকীতেই পটু হয় এবং আল্লাহ তদীয় রাসূলের উপর যা নাযিল করেছেন এসব (বিধানের) ব্যাপারে অজ্ঞ থাকে। আল্লাহ মহাজ্ঞানী, প্রজ্ঞাময়।

৯৮. কিছু বেদুইন (দ্বীনের পথে) খরচ করাকে জরিমানা মনে করে এবং কালের আবর্তে তোমাদের ধ্বংস হয়ে যাবার প্রতীক্ষা করে। আসলে তারাই কালের ঘুর্নাবর্তের অশুভ পরিণতিতে পতিত হবে। আল্লাহ সর্বশ্রোতা, মহাজ্ঞানী।

৯৯. কিছু বেদুইন আল্লাহ ও আখেরাতে ঈমান রাখে এবং আল্লাহর নৈকট্য অর্জন ও রাসূলের দোয়া পাবার জন্য সম্পদ ব্যয় করে। শোন! অবশ্যই এটা তাদের নৈকট্য লাভের মাধ্যম। আল্লাহ তাদেরকে আপন রহমতে স্থান দেবেন। নিশ্চয় আল্লাহ ক্ষমাশীল, দয়াময়।

وَالسّٰبِقُوْنَ الْاَوَّلُوْنَ مِنَ الْمُهٰجِرِيْنَ وَالْاَنْصَارِ وَالَّذِيْنَ اتَّبَعُوْهُمْ بِاِحْسَانٍ ۙ رَّضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمْ وَرَضُوْا عَنْهُ وَاَعَدَّ لَهُمْ جَنّٰتٍ تَجْرِيْ تَحْتَهَا الْاَنْهٰرُ خٰلِدِيْنَ فِيْهَاۤ اَبَدًا ؕ ذٰلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ ﴿١٠٠﴾

আল্লাহ যাদের প্রতি সন্তুষ্ট

১০০. মুজাহির ও আনসারদের মাঝে যারা অগ্রগামী আর যারা "ইহসান"র সহিত তাদের অনুকরণ করছে; আল্লাহ তাদের সকলের প্রতি সন্তুষ্ট এবং তারাও আল্লাহর প্রতি সন্তুষ্ট। আল্লাহ তাদের জন্য তৈরি করেছেন জান্নাত যার তলদেশে প্রবাহিত কত নহর। তারা চিরকাল সেখানে থাকবে। এটাই মহা সাফল্য।

শব্দ পরিচিতিঃ

মুহাজিরঃ মুহাজির অর্থ হিজরতকারী। যেসব মুসলিম ইসলামের জন্য নিজেদের ঘরবাড়ি, পরিবার পরিজন ও সহায় সম্বল ফেলে মদীনায় হিজরত করেছিলেন উনাদেরকে মুহাজির বলা হয়। আর মক্কাহ বিজয়ের আগে যারা মদীনায় গিয়েছিলেন উনাদের বলা হয় অগ্রগামী মুহাজির।

আনসারঃ আনসার অর্থ সাহায্যকারী। মদীনার যেসব সাহাবী শুধুমাত্র দ্বীনের জন্য মুহাজিরদের আপন করে নিয়েছিলেন এবং দুনিয়ার রক্তচক্ষুকে উপেক্ষা করে মুহাজিরদের আশ্রয় ও প্রশ্রয় দিয়েছিলেন এবং সাহায্য করেছিলেন উনাদেরকে বলা হয় আনসার।

ইহসানঃ ইহসান অর্থ সুন্দর করা। ইসলামী পরিভাষায় নিজের ঈমান, ইসলাম, আদব আখলাক, স্বভাব চরিত্র, ইবাদাত বন্দেগী, ইত্যাদি সুন্দর করাকে "ইহ'সান" বলা হয়। হাদীছ জিবরাঈল নামে খ্যাত বুখারী মুসলিমের এক দীর্ঘ হাদীছে জিবরাঈল আঃ প্রশ্ন করেছিলেন "ইহসান" কি? উত্তরে রাসূল সাঃ বলেছিলেনঃ "আল্লাহর ইবাদাত এমন ভাবে করবে যেন তুমি আল্লাহকে দেখছো। আর যদি তাকে দেখতে না পারো তবে (মনে রাখবে) তিনি তোমাকে দেখছেন"।

হিজরতের বিধানঃ পৃথিবীর কোথাও ইসলামী দেশ প্রতিষ্ঠিত হলে কুফরতান্ত্রিক দেশ ছেড়ে ইসলামী দেশে হিজরত করা শারীয়া'হ আইনে সামর্থবান মুসলিমদের উপর ফরজ হয়ে যায়।

ইসলামী দেশ পরিচিতিঃ একটি দেশ ইসলামীক, না কুফরতান্ত্রিক? এটা নির্ধারণ হবে দেশের মূলভিত্তি, জাতীয়তাবাদ, রাজনৈতিক দর্শ ও সামাজিক আদর্শের উপর। ইসলামী দেশের..

- ❖ মূলভিত্তি হবেঃ **এক আল্লাহর সার্বভৌমত্ব,** (আল্লাহ ছাড়া অন্য সকলের মালিকানা বিধিবদ্ধ। আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো সার্বভৌমত্ব মেনে নেওয়া শিরক)
- ❖ জাতীয়তাবাদ হবেঃ **মুসলিম জাতীয়তাবাদ** (মুসলিম জাতীয়তাবাদ বিশ্বমুসলিমের ঐক্যের প্রতীক। আর আঞ্চলিক জাতীয়তাবাদ বিভাজন তৈরি করে তাই নৈতিকভাবে এটা মেনে নেওয়া কুফর)
- ❖ রাজনৈতিক দর্শন হবেঃ **খিলাফাহ** (ইসলামের ইউনিক রাজনৈতিক দর্শন হচ্ছে খিলাফাহ, খিলাফাহ মহান আল্লাহর প্রতিনিধিত্বশীল সরকার ব্যবস্থা, খিলাফাহ বিশ্ব মুসলিমের ঐক্যের মূলশক্তি)
- ❖ সামাজিক আদর্শ হবেঃ **শারীয়া'হ।** (শারীয়া'হ বিরোধী কোনো আইন, বিধান, নীতিমালা, দর্শন বা মতবাদ মেনে নেওয়া কুফর)

وَ مِمَّنْ حَوْلَكُمْ مِّنَ الْاَعْرَابِ مُنٰفِقُوْنَ ۛ وَ مِنْ اَهْلِ الْمَدِيْنَةِ ۛ مَرَدُوْا عَلَى النِّفَاقِ لَا تَعْلَمُهُمْ ؕ نَحْنُ نَعْلَمُهُمْ ؕ سَنُعَذِّبُهُمْ مَّرَّتَيْنِ ثُمَّ يُرَدُّوْنَ اِلٰى عَذَابٍ عَظِيْمٍ ﴿١٠١﴾

মুনাফিকের পরিণাম

১০১. (হে মদীনার মুসলিমগণ! শোনো!) তোমাদের আশপাশের বেদুইনদের মাঝে বেশকিছু মুনাফিক রয়েছে এবং মদীনার লোকদের মাঝেও কিছু মানুষ এমন আছে যারা মুনাফিকীতে খুবই পটু। (হে নবী!) তুমি ওই মুনাফিকদের চিনো না, আমি তাদের ভালো করেই চিনি। আমি তাদেরকে দুইবার (দুনিয়াতে ও কবরে) সাজা দেব, তারপর তারা পতিত হবে (জাহান্নামের) মহা আযাবে।

وَ اٰخَرُوْنَ اعْتَرَفُوْا بِذُنُوْبِهِمْ خَلَطُوْا عَمَلًا صَالِحًا وَّ اٰخَرَ سَيِّئًا ؕ عَسَى اللّٰهُ اَنْ يَّتُوْبَ عَلَيْهِمْ ؕ اِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ﴿١٠٢﴾ خُذْ مِنْ اَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيْهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ ؕ اِنَّ صَلٰوتَكَ سَكَنٌ لَّهُمْ ؕ وَاللّٰهُ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ ﴿١٠٣﴾

যুদ্ধে শামিল না হওয়ার পরিণাম

পটভূমিঃ রাসূল সাঃ তাবুক যুদ্ধকে গণযুদ্ধ ঘোষণা করেছিলেন। তাসত্ত্বেও অনেক মানুষ এ যুদ্ধে অনুপস্থিত ছিল। এ যুদ্ধে অনুপস্থিত ব্যক্তিরা জাতীয় গাদ্দার হিসেবে অপরাধী ছিল। অপরাধ প্রমাণিত হলে কঠিন সাজা পেতে হবে। তাই মুনাফিকরা নানা বাহানা বানিয়ে মিথ্যা কসম করে বাঁচার চেষ্টা করেছে।

শুধু মুনাফিকরাই নয়। ১০জন ভালো মুসলিমও তাবুক যুদ্ধে অনুপস্থিত ছিলেন। তাদের অনুপস্থিতির নির্ভরযোগ্য কোনো কারণ ছিল না। রাসূল সাঃ যুদ্ধ থেকে ফিরে আসার পর মুনাফিকরা মিথ্যা কসম করে নানা বাহানা বানিয়ে নিজেদের রক্ষা করছিল। কিন্তু প্রকৃত মুসলিমগণ মিথ্যার আশ্রয় না নিয়ে ভুল স্বীকার করে নেন। যুদ্ধে অনুপস্থিত থাকা ১০জনের তিন জন একেবারে চুপ হয়ে যান। তারা নিজেকে আল্লাহর সিদ্ধান্তের উপর ছেড়ে দেন। বাকি ৭ জন দোষ স্বীকার করে নিজেদেরকে মসজিদের খুটির সাথে বেঁধে ফেলেন এবং শপথ করেনঃ রাসূল সাঃ নিজ হাতে খুলে না দিলে তারা বাঁধন মুক্ত হবেন না। রাসূল সাঃ বললেনঃ তারা আমার থেকে পিছনে থেকেছে, মুসলমানদের সাথে যুদ্ধে যায়নি। তাই আল্লাহর কসম! আল্লাহর আদেশ না পেলে আমি বাঁধন খুলে দেব না। (কুরতুবী) এতে নাযিল হয়..

১০২. আর যারা নিজেদের অপরাধ স্বীকার করে নিয়েছে। তারা ভালোকাজ আর মন্দকাজ (কোনো যুদ্ধে উপস্থিতি আর কোনো যুদ্ধে অনুপস্থিতি) মিশ্রিত করে ফেলেছে। (এখন যেহেতু তারা নিজেদের অপরাধ স্বীকার করে তাওবাহ করছে) তাই আল্লাহ তাদের তাওবাহ কবুল করে নিচ্ছেন। নিশ্চয় আল্লাহ ক্ষমাশীল, দয়াময়।

জ্ঞাতব্য ও পটভূমিঃ উক্ত আয়াত নাযিল হবার পর রাসূল সাঃ খুশী হয়ে তাদের বাঁধন খুলে দিলেন। তারা বললেনঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ! সম্পদ আমাদেরকে যুদ্ধ বিমুখ করে রেখেছে। তাই আমাদের সকল সম্পদ আল্লাহর রাস্তায় দান করে দিন। রাসূল সাঃ বললেনঃ সম্পদের ব্যাপারে আমাকে কিছু বলা হয়নি। এতে নাযিল হয়..

১০৩. (হে নবী!) তাদের সম্পদ থেকে সাদাক্বাহ (দান অনুদান) গ্রহণ করো, এর দ্বারা তাদেরকে পবিত্র ও পরিচ্ছন্ন করো এবং তাদের জন্য দোয়া করো। নিশ্চয় তোমার দোয়া তাদের প্রশান্তির কারণ হবে। আল্লাহ সর্বশ্রোতা, মহাজ্ঞানী।

জ্ঞাতব্যঃ তারা সব সম্পদ দান করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু রাসূল সাঃ তাদের সম্পদের এক তৃতীয়াংশ সাদাক্বাহ করে ছিলেন। আর দুই তৃতিয়াংশ তাদের জন্য রেখে দিয়ে ছিলেন।

اَلَمْ يَعْلَمُوْٓا اَنَّ اللّٰهَ هُوَ يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهٖ وَ يَاْخُذُ الصَّدَقٰتِ وَ اَنَّ اللّٰهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيْمُ ﴿١٠٤﴾ وَ قُلِ اعْمَلُوْا فَسَيَرَى اللّٰهُ عَمَلَكُمْ وَ رَسُوْلُهٗ وَ الْمُؤْمِنُوْنَ ؕ وَسَتُرَدُّوْنَ اِلٰى عٰلِمِ الْغَيْبِ وَ الشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ ﴿١٠٥﴾

আল্লাহ বান্দার তাওবাহ কবুল করেন

১০৪. তারা কি জানে না? আল্লাহ তার বান্দার তাওবাহ কবুল করেন এবং তাদের সাদাক্বাহ গ্রহণ করেন। নিশ্চয় আল্লাহ তাওবাহ কবুলকারী, দয়াময়।

১০৫. (হে নবী! তাদের) বলে দাওঃ কর্ম করে যাও, আল্লাহ রাসূল ও মুঅমিনগণ তোমাদের কর্ম প্রত্যক্ষ করবেন। তারপর তোমরা অর্পিত হবে দৃশ্য-অদৃশ্যের মহাজ্ঞানীর নিকট। তিনি

বদলা দেবেন তোমাদের সকল কাজের।

জ্ঞাতব্যঃ তাওবাহ অর্থ ফিরে আসা। পাপের পথ ছেড়ে দ্বীনের পথে ফিরে আসাকে তাওবাহ বলা হয়। তাওবাহ বান্দা ও আল্লাহর ব্যাপার, তাওবাহ করলে মানব জীবনে নৈতিক ও আদর্শিক পরিবর্তন ঘটে। তাওবাহ আসলে একটি দৃঢ় সংকল্প ও মজবুত অনুভূতি। তাওবাহ করতে কোনো মন্ত্র পড়তে হয় না বা কারো হাত বা গিলাফ ধরতে হয় না।

وَاٰخَرُوْنَ مُرْجَوْنَ لِاَمْرِ اللّٰهِ اِمَّا يُعَذِّبُهُمْ وَاِمَّا يَتُوْبُ عَلَيْهِمْ ؕ وَاللّٰهُ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ ﴿١٠٦﴾

তাবুক যুদ্ধে না যাওয়া ৩ জন প্রকৃত মুসলিমের অবস্থা

১০৬. (মুনাফিক ছিলেন না এমন মোট ১০ জন মুসলিম তাবুক যুদ্ধে অনুপস্থিত ছিলেন। উনাদের মাঝে ৭ জনের মাফ পাবার কথা ইতোমধ্যে বর্ণিত হয়েছে। আর বাকি ৩ জন সম্পর্কে নাযিল হয়েছে)
আর অন্যদের (যুদ্ধে না যাওয়া বাকি ৩ জনের) ব্যাপার আল্লাহর আদেশের জন্য মূলতবি রাখা হলো। আল্লাহ চাইলে তাদের সাজা দেবেন অথবা তাদের তাওবাহ কবুল করবেন। আল্লাহ মহাজ্ঞানী, মহাকৌশলী।

وَالَّذِيْنَ اتَّخَذُوْا مَسْجِدًا ضِرَارًا وَّكُفْرًا وَّتَفْرِيْقًۢا بَيْنَ الْمُؤْمِنِيْنَ وَاِرْصَادًا لِّمَنْ حَارَبَ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ مِنْ قَبْلُ ؕ وَلَيَحْلِفُنَّ اِنْ اَرَدْنَاۤ اِلَّا الْحُسْنٰى ؕ وَاللّٰهُ يَشْهَدُ اِنَّهُمْ لَكٰذِبُوْنَ ﴿١٠٧﴾ لَا تَقُمْ فِيْهِ اَبَدًا ؕ لَمَسْجِدٌ اُسِّسَ عَلَى التَّقْوٰى مِنْ اَوَّلِ يَوْمٍ اَحَقُّ اَنْ تَقُوْمَ فِيْهِ ؕ فِيْهِ رِجَالٌ يُّحِبُّوْنَ اَنْ يَّتَطَهَّرُوْا ؕ وَاللّٰهُ يُحِبُّ الْمُطَّهِّرِيْنَ ﴿١٠٨﴾

যে মসজিদে নামায পড়া নিষিদ্ধ

পটভূমিঃ রাসূল সাঃ এর এক সাহাবী হানযালাহ বিন আবু-আমির রাঃ। হানযালাহ অহুদ যুদ্ধের আগের দিন জামিলাহ নামী এক মেয়েকে বিয়ে করেন। (এক বর্ণনা মতে রাসূল সাঃ নিজে এ বিয়ের মোহর পরিশোধ করেছিলেন) হানযালাহ রাসূল সাঃ থেকে অনুমতি নিয়ে অহুদ যুদ্ধে না গিয়ে নববিবাহিতা স্ত্রীর কাছে রয়ে যান।
হানযালাহ রাঃ ফজরের সালাত আদায় করে আবার স্ত্রী গমন করেন। এমন সময় যুদ্ধের আহ্বান শোনে (ফরজ গোসল না করেই) রণাঙ্গনে ছুটে যান এবং যুদ্ধ করে শহীদ হয়ে যান। যুদ্ধের পর শহীদদের দাফন কালে রাসূল সাঃ বললেনঃ আল্লাহর ফিরিস্তারা হানযালাহকে গোসল করিয়েছে। তখন থেকে তার নাম হয়ে যায় "গাসীলু-ল-মালাইকাহ" মানে যাকে ফিরিস্তা গোসল করিয়েছে।
হানযালাহ রাঃএর পিতা আ'মির ছিল মুনাফিক নেতা আব্দুল্লাহ বিন উবাইর বন্ধু। রাসূল সাঃএর মদীনায় আগমন এবং মদীনাহ কেন্দ্রিক ইসলামী সরকার তাদের মোটেই পছন্দ ছিল না। আব্দুল্লাহ বিন উবাই বাহ্যত মুসলিম হয়ে গিয়েছিল আর আমির ছিল প্রকাশ্য কাফির। আমির জাহিলী যুগে রাহিব নামে খ্যাত ছিল। তাকে বলা হত আমির আল-রাহিব।
আ'মির আল-রাহিব অহুদ যুদ্ধে মদীনাহ থেকে পালিয়ে গিয়ে মুশরিকদের পক্ষ নিয়েছিল এবং যুদ্ধের পর মক্কা গিয়ে মুশরিকদের সাথে বসবাস শুরু করেছিল। রাসূল সাঃ তার নাম দিয়েছিলেন আমির আল-ফাসিক।
৮ম হিজরীতে মক্কা বিজয়ের পর আমির শামদেশে চলে যায়। সেখানে থেকে ইসলামের বিরুদ্ধে অনেক ষড়যন্ত্র

করে এবং শেষ পর্যন্ত সেখানেই মারা যায়।

মদীনাহর নিকটতম এলাকা কুবা। আমার বিন আউফ ও গু'মার বিন আউফ নামে দুই ভাই ছিল এখানকার আদি বাসিন্দা। এ দুই ভাইয়ের বংশধরগণ বানী-আ'মার ও বানী-গুমার নামে পরিচিত হয়ে উঠে।

রাসূল সাঃএর আগমনের পর মদীনাহর সামাজিক ও রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট বদলে যায়। ইসলামের প্রভাবে মানুষের জীবনে বিপ্লবী পরিবর্তন আসে। বানী-আ'মার ও বানী-গু'মার ইসলাম গ্রহণ করে মুসলিম হয়ে যায়।

বাণী আমার নেতারা ছিল সাচ্চা মুসলিম। তারা মনেপ্রাণে ইসলাম গ্রহণ করেছিল। তারা নিজেদের সবকিছু রাসূল সাঃএর উপর ছেড়ে দিয়েছিল এবং রাসূল সাঃএর ইচ্ছায় নিজেদের এলাকায় একটি মাসজিদ নির্মাণ করেছিল যা আজও বিদ্যমান এবং মাসজিদ কুবা নামে খ্যাত। পক্ষান্তরে বাণী গুমার নেতারা ছিল মুনাফিক। তারা ইসলামী সমাজ ও বহিরাগত মুসলিমদের সহজ ভাবে মেনে নিতে পারেনি।

আ'মির আল-রাহিব বণী-গুমারের লোক। সে শামদেশে গিয়ে রাজা ক্বাইসারের কাছে সামরিক সাহায্যের আবেদন করে। আ'মির আল-রাহিব চাচ্ছিল রোমান বাহিনী মাদীনাহ আক্রমণ করে ইসলামী সমাজ ও সরকার ভেঙ্গে দিক এবং ইসলামের নবী মুহাম্মাদকে হত্যা করুক। তার পরিকল্পনা বস্তবায়নে সহায়তার জন্য তারই পরামর্শে বানী-গু'মার এলাকায় একটি নতুন মাসজিদ বানানো হলো। বাহ্যত প্রচার করা হলোঃ এলাকার মানুষের নামাযের জন্য মাসজিদটি বানানো হচ্ছে। কিন্তু আসলে মাসজিদটি বানানো হলো..

- ❖ আমির আল-রাহিবের লোকজনকে আশ্রয় দেবার জন্য।
- ❖ ইসলামী সমাজ ও সরকারের বিরুদ্ধে আগত লোকজনকে সহায়তা করার জন্য।
- ❖ মুসলিম সমাজে বিভেদ ও বিভক্তি তৈরি করার জন্য।

মাসজিদটি বানানোর পর উদ্বোধনের জন্য রাসূল সাঃকে আমন্ত্রণ জানানো হলো। কিন্তু রাসূল সাঃ যুদ্ধ প্রস্তুতিতে ব্যস্ত থাকায় আসতে পারেননি। তিনি তাবুক থেকে ফিরে এসে আসবেন বলে ইচ্ছা পোষণ করেন। বিষয়টির প্রতি ইঙ্গিত করে নাযিল হলো...

১০৭. যারা..

- ❖ (ইসলাম ও মুসলিমদের) ক্ষতিসাধনের জন্য,
- ❖ কুফরের সহায়তার জন্য,
- ❖ মুঅমিনদের মাঝে বিবাদ ও বিভক্তি তৈরী করার জন্য
- ❖ এবং আল্লাহ ও রাসূল বিরোধীদের আশ্রয় দেবার জন্য,

মাসজিদ বানায় এবং কসম করে বলেঃ আমরা সৎ উদ্দেশ্যে-ই কাজটি করেছি (এরা মুসলিম নয়। বরং মুনাফিক।) আল্লাহ সাক্ষ্য দিচ্ছেনঃ এরা মিথ্যুক।

১০৮. (হে নবী!) তুমি কখনো ওই মাসজিদে (সালাতের জন্য) দাঁড়াবে না। বরং তোমার সালাত আদায়ের জন্য এ মসজিদ-ই অধিক উপযুক্ত প্রথম থেকেই যে মাসজিদের ভিত্তি তাকওয়ার উপর প্রতিষ্ঠিত এবং এ মসজিদে (মাসজিদে কুবা/ মসজিদে নববীতে) কিছু মানুষ রয়েছে যারা পরিচ্ছন্নতা পছন্দ করে। আর আল্লাহ পছন্দ করেন পরিচ্ছন্নদের।

আয়াতের উপর রাসূল সাঃ এর আমলঃ আয়াতটি নাযিল হবার পর রাসূল সাঃ মালিক বিন দুখশুম, মায়া'ন বিন আ'দি, আমির বিন সাকান এবং ওয়াহশী (যিনি হামযা রাঃকে হত্যা করেছিলেন, পরে মুসলিম হয়েছিলেন এবং ভন্ড নবী মুসাইলামাহকে হত্যা করেছিলেন।) রাঃহুমকে ডেকে পাঠালেন। এবং (৪ সদস্যের একটি ঝটিকা বাহিনী গঠন করে) বললেনঃ দ্রুত ছুটে যাও। ওই পাপিষ্ঠদের মসজিদটি ধ্বংস করে জ্বালিয়ে ভস্ম করে দাও।

সাহাবাগণ আদেশ পেয়ে দ্রুত ছুটে গেলেন, মালিক বিন দুখশুম উনার ঘর থেকে আগুন নিলেন এবং ওই মাসজিদটি জ্বালিয়ে ভস্ম করে ধ্বংস করে দিলেন। (তাফসীর কুরতুবীঃ উক্ত আয়াতের তাফসির প্রসঙ্গে)

আইন ও বিধানঃ মল ত্যাগের পর টিসু, কাপড়, মাটি, পাথর বা এই জাতীয় অন্যকিছু দিয়ে মলদ্বার মুছে পরিষ্কার করাই যথেষ্ট। তবে পানি দিয়ে পরিষ্কার করা উত্তম। পানি এবং টিসু উভয়টি ব্যবহার করা আরও উত্তম।

বিশেষ হুঁশিয়ারিঃ

☒ উম্মতের মাঝে বিভেদ ও বিভাজন তৈরি করা বা দলবাজি করা বিভ্রান্তির পথ, কুফর, ঈমান বিনষ্টকারী মহাপাপ। (দেখুনঃ আল-ইমরানঃ ১০৩, ১০৫, আনয়া'মঃ ১৫৩, ১৫৯, তাওবাহঃ ১০৭, ত্বাহাঃ ৯৪, রূমঃ ৩২, শুরাঃ ১৪)।

☒ বিভক্তি, বিভাজন বা দলবাজির মূল কারণ ব্যক্তি বা গোষ্টির স্বার্থ সংরক্ষণ এবং প্রতিহিংসা। (দেখুনঃ ৪২ শুরাঃ ১৪)

☒ যারা উম্মতের মাঝে বিভক্তি বা বিভাজন তৈরি করে রাসূল সাঃ এর সাথে তাদের সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে যায়। (দেখুন আনয়া'মঃ ১৫৯)

☒ আবু-হুরাইরাহ রাঃ থেকে বর্ণিত, রাসূল সাঃ বলেছেনঃ ইয়াহুদ ৭১ (অথবা বলেছেন ৭২) দলে বিভক্ত হয়েছিল। খৃষ্টানরাও তাই। আর আমার উম্মত ৭৩ দলে বিভক্ত হবে। এরা সবাই জাহান্নামী হবে একটিমাত্র দল ছাড়া। লোকজন বললঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ! ঐ দল কোনটি? বললেনঃ যারা আমার ও আমার সাহাবাদের আদর্শে অবিচল থাকবে। (আবু-দাউদঃ ৪৫৯৬, তিরমিযীঃ ২৬৪০, ইবন মাজাঃ ৪৭৯। হাদীছটি সাহীহ)

☒ সূরাহ আনয়া'মের ১৫৯ তম আয়াতের ভাষ্যমতে যেহেতু রাসূলের সাথে দলবাজদের সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে যাবে। তাতে বুঝা যায় জান্নাতে শুধু তারাই যাবে যারা দলবাজি করবে না।

أَفَمَنْ أَسَّسَ بُنْيَانَهُ عَلَىٰ تَقْوَىٰ مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانٍ خَيْرٌ أَمْ مَّنْ أَسَّسَ بُنْيَانَهُ عَلَىٰ شَفَا جُرُفٍ هَارٍ فَانْهَارَ بِهِ فِي نَارِ جَهَنَّمَ ۗ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ﴿١٠٩﴾ لَا يَزَالُ بُنْيَانُهُمُ الَّذِي بَنَوْا رِيبَةً فِي قُلُوبِهِمْ إِلَّا أَنْ تَقَطَّعَ قُلُوبُهُمْ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿١١٠﴾

যে মসজিদ তার নির্মাতাকে নিয়ে জাহান্নামে পতিত হবে

১০৯. যে ব্যক্তি আল্লাহকে খুশী করার জন্য তাকওয়া ভিত্তিক (মাসজিদ) নির্মাণ করলো সে উত্তম, নাকি ঐ ব্যক্তি যে ধ্বংসের দ্বারপ্রান্তে উপনীত গহ্বরের কিনারায় কোনো কিছু নির্মাণ করলো যা তাকে নিয়ে জাহান্নামে পতিত হবে? আল্লাহ পাপিষ্ঠদের হেদায়াত করেন না।
(রাসূল সাঃ কতিপয় সাহাবাকে পাঠিয়ে মুসলিম সমাজে বিভক্তি তৈরির উদ্দেশ্যে নির্মিত মাসজিদটি গুড়িয়ে দিয়ে ছিলেন। কুরতুবী)

১১০. তাদের এমন নির্মাণ সর্বদাই তাদের অন্তরে সংশয় সৃষ্টি করে, অন্তরকে ধ্বংস করে দেয়। আল্লাহ মহাজ্ঞানী, প্রজ্ঞাময়।

জ্ঞাতব্যঃ তাকওয়ার উপর নির্মিত মসজিদ তার নির্মাতার জন্য কল্যাণ বয়ে আনে আর মুসলিম সমাজে বিভক্তি তৈরির জন্য নির্মিত মসজিদ তার নির্মাতাকে জাহান্নামে ঠেলে দেয়। কিন্তু অত্যন্ত পরিতাপের বিষয় হলো আজকাল আমাদের সমাজে অধিকাংশ মসজিদ এবং অধিকাংশ মাদরাসাহই বিভক্তির জন্য নির্মিত হচ্ছে।
হে আল্লাহ! আমাদেরকে এসব মানুষ এবং এসব মাসজিদ মাদরাসাহর কুপ্রভাব থেকে মুক্ত রাখুন এবং সকল প্রকার বিভক্তি ও বিভাজন থেকে বাঁচিয়ে রাখুন। আমীন।

إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَىٰ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ ۚ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ

فَيَقْتُلُوْنَ وَ يُقْتَلُوْنَ وَعْدًا عَلَيْهِ حَقًّا فِي التَّوْرٰىةِ وَ الْاِنْجِيْلِ وَ الْقُرْاٰنِ ؕ وَ مَنْ اَوْفٰى بِعَهْدِهٖ مِنَ اللّٰهِ فَاسْتَبْشِرُوْا بِبَيْعِكُمُ الَّذِيْ بَايَعْتُمْ بِهٖ ؕ وَذٰلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ ﴿١١١﴾ اَلتَّآئِبُوْنَ الْعٰبِدُوْنَ الْحٰمِدُوْنَ السَّآئِحُوْنَ الرّٰكِعُوْنَ السّٰجِدُوْنَ الْاٰمِرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَ النَّاهُوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَ الْحٰفِظُوْنَ لِحُدُوْدِ اللّٰهِ ؕ وَ بَشِّرِ الْمُؤْمِنِيْنَ ﴿١١٢﴾

আল্লাহ যাদেরকে কিনে নিয়েছেন

১১১. নিশ্চয় আল্লাহ মুঅমিনদের থেকে তাদের জীবন ও সম্পদ কিনে নিয়েছেন জান্নাতের বিনিময়ে। (আল্লাহ যাদের কিনেছেন) তারা আল্লাহর পথে যুদ্ধ করবে, মারবে এবং মরবে। (আল্লাহর দেয়া) এমন মজবুত প্রতিশ্রুতির কথা ব্যক্ত হয়েছে তাওরাত, ইনজীল ও কুরআনে। আর (আল্লাহ তার প্রতিশ্রুতি পূর্ণ করবেনই। কারণ) প্রতিশ্রুতি পূরণে আল্লাহর চেয়ে উত্তম আর কে? সুতরাং (হে আমার মুঅমিন ও মুজাহিদ বান্দারা!) তোমরা (আল্লাহর সাথে) এমন (লাভজনক) বানিজ্য সম্পাদন করতে পেরেছো বলে উল্লাস করতে পারো। কারণ এটাই মহা সাফল্য।

১১২. (আল্লাহর কিনে নেওয়া মুঅমিন বান্দারা) যারা তাওবাহকারী, যারা ইবাদাতকারী, যারা (আল্লাহর) প্রশংসাকারী, যারা রোজা পালনকারী, যারা রুকুকারী, যারা সিজদাহকারী, যারা সৎকাজের আদেশ দানকারী আর যারা অসৎকাজে নিষেধকারী এবং যারা আল্লাহর সীমানা (তথা হালাল হারামের) সংরক্ষণকারী (তারাই প্রকৃত মুঅমিন।) সুতরাং (হে নবী!) ঐসব মুঅমিনদেরকে (জান্নাতের) সুসংবাদ দাও।

জ্ঞাতব্যঃ আল্লাহ শুধু ওই মুঅমিনদের সম্পদ ও জীবন খরিদ করেন যারা তার পথে শহীদ হয়। শহীদরা খরিদা সূত্রে জান্নাতের মালিক। তাই তারা সরাসরি জান্নাতে চলে যায়। (দেখুনঃ সুরাহ নিসাঃ ৭৪)

مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اَنْ يَّسْتَغْفِرُوْا لِلْمُشْرِكِيْنَ وَ لَوْ كَانُوْٓا اُولِيْ قُرْبٰى مِنْۢ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمْ اَنَّهُمْ اَصْحٰبُ الْجَحِيْمِ ﴿١١٣﴾

যারা কুফর করে বা শিরক করে তাদের জন্য দোয়া করা বৈধ নয়

পটভূমিঃ চাচা আবু-তালিব মৃত্যু শয্যায়। খবর পেয়ে রাসূল সাঃ হাজির হলেন। আবু জাহেল ও আব্দুল্লাহ বিন উমাইয়্যাহ আগ থেকেই সেখানে উপস্থিত ছিল। রাসূল সাঃ বললেনঃ চাচা! বলুনঃ লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ। এ কালিমাহর মাধ্যমে আমি আল্লাহর কাছে আপনার জন্য সাক্ষ্য হতে পারবো। আবু-জাহেল ও আব্দুল্লাহ বললঃ আবু-তালিব! আপনি আব্দুল-মুত্তালিবের আদর্শ ত্যাগ করবেন? রাসূল সাঃ বারবার একই কথা বলছিলেন। আবু-জাহেল ও সমান কথা বলছিল। শেষ পর্যন্ত আবু-তালিব তাওহীদের স্বকৃতি দিতে অস্বীকার করলেন। তার সর্বশেষ কথা ছিলঃ তিনি আব্দুল-মুত্তালিবের আদর্শে অবিচল। রাসূল সাঃ বললেনঃ আল্লাহর কসম! আমি আপনার জন্য মাগফিরাত কামনা করব যতক্ষন না আমাকে বারণ করা হবে। (কুরতুবীঃ মুসলিম) বিষয়টির প্রতি ইঙ্গিত করে নাযিল হয়..

১১৩. কোনো মুশরিকের (অথবা কাফিরের) জন্য মাগফিরাত কামনা করা কোনো নবী অথবা মুঅমিনদের জন্য বৈধ নয়, যদিও তারা তার আত্মীয় হয়, যখন (কুফর/শিরকের উপর মৃত্যুর মাধ্যমে) বিষয়টি পরিষ্কার হয়ে যায় যে তারা জাহান্নামের বাসিন্দা। (যেমন হয়েছে আবু-তালিবের বেলায়)

আইন ও বিধানঃ কোনো মানুষ যদি কোনো প্রকার কুফর বা শিরকে জড়িয়ে যায় এবং তাওবাহ না করে মারা যায় তবে তার মাগফিরাতের দোয়া করা কোনো নবী, অলী বা সাধারণ মুসলিম কারো জন্যই বৈধ নয়। করলে পাপ হবে, আল্লাহর বিধান লঙ্ঘন করা হবে। তবে জীবিত থাকা অবস্থায় তাদের হেদায়াতের জন্য দোয়া করা যাবে।

হুঁশিয়ারিঃ সুতরাং আল্লাহ ছাড়া অন্যের সার্বভৌমত্ব, সেকুলার সমাজ ব্যবস্থা, সুদভিত্তিক অর্থনীতি, নাস্তিক্যবাদী শিক্ষানীতি, আঞ্চলিক জাতীয়তাবাদ, ইত্যাদি আধুনিক বা সনাতন কোনো কুফর বা শিরকের সাথে জড়িয়ে যেসব মুসলিম ঈমান হারা হয়ে যাচ্ছে তারা মারা যাবার পর তাদের রূহের মাগফিরাত কামনা করে যারা দোয়া করেন বা যারা তাদের জানাযা পড়েন তাদের প্রতি আহ্বান রইলো বিষয়টি ভেবে দেখার জন্য।

وَمَا كَانَ اسْتِغْفَارُ اِبْرٰهِيْمَ لِاَبِيْهِ اِلَّا عَنْ مَّوْعِدَةٍ وَّعَدَهَآ اِيَّاهُ ۚ فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهٗٓ اَنَّهٗ عَدُوٌّ لِّلّٰهِ تَبَرَّاَ مِنْهُ ؕ اِنَّ اِبْرٰهِيْمَ لَاَوَّاهٌ حَلِيْمٌ ﴿١١٤﴾

কাফির পিতার জন্য ইবরাহীম আঃ'এর দোয়া করার কারণ

১১৪. ইবরাহীম তার পিতাকে ওয়াদা দিয়ে ছিল আর সে ওয়াদা রক্ষা করতেই পিতার জন্য মাগফিরাত কামনা করেছিল। তাই তো যখন তার কাছে পরিষ্কার হয়ে গেল যে, পিতা আল্লাহর দুশমন সে তখন-ই এ (মাগফিরাত কামনা) থেকে বিরত হয়েগেছে। নিশ্চয় ইবরাহীম ছিল অতি বিনয়ী, সহনশীল। (সুতরাং কাফির পিতার জন্য ইবরাহীম আঃ এর দোয়াকে বৈধতার দলীল বানানো যাবে না)

وَ مَا كَانَ اللّٰهُ لِيُضِلَّ قَوْمًۢا بَعْدَ اِذْ هَدٰىهُمْ حَتّٰى يُبَيِّنَ لَهُمْ مَّا يَتَّقُوْنَ ؕ اِنَّ اللّٰهَ بِكُلِّ شَىْءٍ عَلِيْمٌ ﴿١١٥﴾ اِنَّ اللّٰهَ لَهٗ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ ؕ يُحْىٖ وَ يُمِيْتُ ؕ وَ مَا لَكُمْ مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ مِنْ وَّلِيٍّ وَّ لَا نَصِيْرٍ ﴿١١٦﴾

হেদায়াত ও বিচ্যুতির ব্যাপারে আল্লাহর রীতি

১১৫. আল্লাহ কোনো জাতিকে হেদায়াত করার পর (তারা যদি পাপেও জড়িয়ে পড়ে তবুও) তাদের তাক্বওয়ার বিষয়সমূহ সুস্পষ্টভাবে বর্ণনা না করে তাদেরকে (হেদায়তের পথ থেকে) বিচ্যুত করেন না। (এটাই আল্লাহর রীতি) নিশ্চয় আল্লাহ সর্ব বিষয়ে মহাজ্ঞানী।

তাক্বওয়াঃ তাক্বওয়ার মূল শব্দ বিক্বায়াহ অর্থ বেঁচে থাকা। আল্লাহর ভয়ে যাবতীয় কুফর, শিরক ও পাপাচার থেকে বেঁচে থাকার নাম তাক্বওয়া। আর যে ব্যক্তি তাক্বওয়া অর্জন করলো তাকে বলা হয় মুত্তাক্বী। উল্লেখ্য তাক্বওয়ার ৩টি স্তর রয়েছে। যথা.. অত্যাবশ্যকীয় তাক্বওয়া, আবশ্যক্যকীয় তাক্বওয়া এবং পরিপূর্ণ তাক্বওয়া।

অত্যাবশ্যকীয় তাক্বওয়াঃ প্রতিটি মুসলিমের জন্য অত্যাবশ্যকীয় তাক্বওয়া হলো সকল প্রকার কুফর ও শিরক থেকে

বেঁচে থাকা। মুসলিম পুরুষ নারী সবাইকে অত্যাবশ্যকীয় ভাবে এ তাক্বওয়া অর্জন করতে হবে। নতুবা কুফর শিরকে জড়িয়ে গেলে তার ঈমান বাঁচানো সম্ভব হবে না। বরং তখন তার ঈমান নষ্ট হয়ে যাবে এবং সে চির জাহান্নামী মুনাফিক হয়ে যাবে।

আবশ্যকীয় তাক্বওয়াঃ প্রতিটি মুসলিমের জন্য আবশ্যকীয় তাক্বওয়া হলো সকল প্রকার কাবীরাহ থেকে বেঁচে থাকা। মুঅমিন হতে হলে এবং মুঅমিন হিসেবে জীবন যাপন করতে হলে অবশ্যই এ তাকওয়া অর্জন করতে হবে। নতুবা সে ফাসিক হয়ে যাবে এবং তার আখেরাত অনিশ্চিত হয়ে যাবে।

পরিপূর্ণ তাকওয়াঃ অর্থাৎ ছোট-বড় সকল প্রকার পাপ থেকে বেঁচে থাকা, যা মানুষের পক্ষে প্রায় অসম্ভব। মহান আল্লাহ-ই কেবল তার পছন্দের বান্দাকে এমন তাওয়ার অধিকারী করতে পারেন।

১১৬. নিশ্চয়ই আসমানসমূহ এবং যমীনের সার্বিক মালিকানা আল্লাহর। তিনিই জীবন দেন, মৃত্যু দেন। (হে মানুষ! মনে রেখো!) তোমাদের আর কোনো ওয়ালী ও সাহায্যকারী নেই আল্লাহ ছাড়া।

জ্ঞাতব্যঃ মালিকানা দুই প্রকার। বিধিবদ্ধ মালিকানা ও সার্বিক মালিকানা বা সার্বভৌম মালিকানা।

- ❖ যে মালিকানা আইনের আওতাধীন, যে মালিকানায় জবাবদিহিতা আছে, যে মালিকানায় নিয়ম বা বিধান মেনে চলতে হয়, এটা হলো বিধিবদ্ধ মালিকানা। আল্লাহ ছাড়া অন্য সকলের মালিকানা বিধিবদ্ধ।
- ❖ যে মালিকানা কোনো আইন বা নিয়মের আওতাধীন নয়, যে মালিকানায় কোনো জবাবদিহিতা নেই, যে মালিকানায় যা ইচ্ছা তাই করা যায়, এটা হলো সার্বিক মালিকানা বা সার্বভৌম মালিকানা। একমাত্র আল্লাহর মালিকানাই সার্বিক ও সার্বভৌম।

لَقَدْ تَّابَ اللّٰهُ عَلَى النَّبِيِّ وَ الْمُهٰجِرِيْنَ وَ الْاَنْصَارِ الَّذِيْنَ اتَّبَعُوْهُ فِيْ سَاعَةِ الْعُسْرَةِ مِنْۢ بَعْدِ مَا كَادَ يَزِيْغُ قُلُوْبُ فَرِيْقٍ مِّنْهُمْ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ ؕ اِنَّهٗ بِهِمْ رَءُوْفٌ رَّحِيْمٌ ﴿۱۱۷﴾

আল্লাহ মুঅমিনদের প্রতি স্নেহশীল করুণাময়

১১৭. (যুদ্ধে না যাওয়া মুনাফিকদের মাফ করে দেয়া সত্ত্বেও) আল্লাহ নবীর উপর সন্তুষ্ট আছেন, সন্তুষ্ট আছেন ঐসব মুহাজির ও আনসারগণের উপরও যারা কঠিন সময়ে নবীর আনুগত্য করেছে। তোমাদের কিছু মানুষের মন ঘুরে যাবার উপক্রম হওয়া স্বত্ত্বেও আল্লাহ তাদের মাফ করে দিয়েছেন (এবং তাদেরকে দ্বীনের পথে অবিচল রেখেছেন।) নিশ্চয় আল্লাহ তাদের প্রতি স্নেহশীল, করুণাময়।

وَّ عَلَى الثَّلٰثَةِ الَّذِيْنَ خُلِّفُوْا ؕ حَتّٰۤى اِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْاَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ وَ ضَاقَتْ عَلَيْهِمْ اَنْفُسُهُمْ وَ ظَنُّوْۤا اَنْ لَّا مَلْجَاَ مِنَ اللّٰهِ اِلَّاۤ اِلَيْهِ ؕ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ لِيَتُوْبُوْا ؕ اِنَّ اللّٰهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيْمُ ﴿۱۱۸﴾ يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ وَ كُوْنُوْا مَعَ الصّٰدِقِيْنَ ﴿۱۱۹﴾

তাবুক যুদ্ধে অনুপস্থিত সর্ব শেষ ৩ জনকেও মাফ করে দেয়া হলো

পটভূমিঃ অন্তরে মুনাফিকী নেই এমন ১০ জন মুসলিম গ্রহণযোগ্য কারণ ছাড়াই তাবুক যুদ্ধে শরীক হননি। উনাদের ৭ জনকে মাফ করে দেয়া হলেও ৩ জনের বিষয়টি মুলতবি রাখা হয়েছিল। রাসূল সাঃ তাদেরকে সমাজচ্যুত করে ছিলেন এবং তাদের বিরুদ্ধে সামাজিক বয়কটের ডাক দিয়েছিলেন। কেউ তাদের সাথে কথা বলত না, সালাম

করত না, সালামের জবাব দিত না। এভাবে ৫০দিন অতিবাহিত হবার পর উনাদের ব্যাপারে নাযিল হলো..

১১৮. আর যে তিনজনের (ক্ষমার) বিষয়টি মুলতবি রাখা হয়েছিল (এবং পরিস্থিতি এমন হয়েছিল যে) পৃথিবী বিস্তীর্ণ হওয়া সত্ত্বেও তাদের জন্য সংকীর্ণ হয়ে আসছিল, তাদের জীবন দুর্বিষহ হয়ে উঠেছিল। তারা বুঝতে পেরেছেঃ আল্লাহই একমাত্র আশ্রয়, আল্লাহ থেকে পালানোর কোনো জায়গা নেই। এখন আল্লাহ তাদের উপর সন্তুষ্ট হয়েছেন, তারাও যেন (আল্লাহর পথে) ফিরে আসে। নিশ্চয় আল্লাহ তাওবাহ কবুলকারী, দয়াময়।

জ্ঞাতব্যঃ এ তিন জনের একজন ছিলেন কায়া'ব বিন মালিক রাঃ। তিনি নেতৃস্থানীয় একজন যুবক ছিলেন। সামাজিক বয়কট চলাকালীন সময়ে রোম সম্রাটের বিশেষ দূত তার সাথে সাক্ষাৎ করে মুহাম্মাদ সাঃ এর সঙ্গ ত্যাগ করে তাদের সাথে যুক্ত হবার আহ্বান জানিয়ে ছিল। তিনি বলেছিলেনঃ রাসূল মুখ ফিরিয়ে নেওয়ায় কুকুরও আমার প্রতি মুখ বাড়ায়। উক্ত আয়াত নাযিলের পর তিনি আনন্দিত হয়ে নিজের সমুদয় সম্পদ আল্লাহর পথে দান করেছিলেন এবং একমাত্র পোশাকটি সংবাদ দাতাকে উপহার দিয়েছিলেন। (বিস্তারিত জানতে দেখুন বুখারী হাদীছ নম্বর ৪৬৭৭ তাফসীর অধ্যায়, হাদীছটি অনেক দীর্ঘ বিধায় এখানে উল্লেখ করা হলো না)

১১৯. মুঅমিনগণ! তোমরা আল্লাহর তাকওয়া অর্জন করবে আর সদা সৎলোকদের (যারা আল্লাহর পথে যুদ্ধ করে তাদের) সঙ্গে থাকবে।

مَا كَانَ لِاَهْلِ الْمَدِيْنَةِ وَ مَنْ حَوْلَهُمْ مِّنَ الْاَعْرَابِ اَنْ يَّتَخَلَّفُوْا عَنْ رَّسُوْلِ اللّٰهِ وَ لَا يَرْغَبُوْا بِاَنْفُسِهِمْ عَنْ نَّفْسِهٖ ؕ ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ لَا يُصِيْبُهُمْ ظَمَاٌ وَّ لَا نَصَبٌ وَّ لَا مَخْمَصَةٌ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَ لَا يَطَـُٔوْنَ مَوْطِئًا يَّغِيْظُ الْكُفَّارَ وَ لَا يَنَالُوْنَ مِنْ عَدُوٍّ نَّيْلًا اِلَّا كُتِبَ لَهُمْ بِهٖ عَمَلٌ صَالِحٌ ؕ اِنَّ اللّٰهَ لَا يُضِيْعُ اَجْرَ الْمُحْسِنِيْنَ ﴿۱۲۰﴾ وَ لَا يُنْفِقُوْنَ نَفَقَةً صَغِيْرَةً وَّ لَا كَبِيْرَةً وَّ لَا يَقْطَعُوْنَ وَادِيًا اِلَّا كُتِبَ لَهُمْ لِيَجْزِيَهُمُ اللّٰهُ اَحْسَنَ مَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ﴿۱۲۱﴾

রাসূল সাঃ এর সঙ্গ না দিয়ে যুদ্ধ থেকে পিছিয়ে থাকা বৈধ নয়

১২০. মদীনাবাসী লোকজন বা আশপাশের বেদুইনদের জন্য বৈধ নয় (যুদ্ধকালে) রাসূল থেকে পিছনে থাকা বা রাসূলের চেয়ে নিজের জীবনকে প্রাধান্য দেয়া। কারণ আল্লাহর পথে আগত ক্ষুধা, তৃষ্ণা, ক্লান্তি, কাফিরদের রাগান্বিত করার মত প্রতিটি পদক্ষেপ এবং দুশমনের দেয়া প্রতিটি কষ্ট, তাদের নেক আ'মাল হিসেবে লিখা হয়। আল্লাহ নস্যাৎ করেন না সৎলোকদের কর্মফল।

১২১. (আল্লাহর পথে) তারা ছোট বড় যা খরচ করে, যত প্রান্তর অতিক্রম করে সব লিখে রাখা হয়। আল্লাহ তাদের প্রতিটি সৎকাজের সর্বোত্তম প্রতিদান দেবেন।

وَ مَا كَانَ الْمُؤْمِنُوْنَ لِيَنْفِرُوْا كَآفَّةً ؕ فَلَوْ لَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَآئِفَةٌ لِّيَتَفَقَّهُوْا فِي الدِّيْنِ وَ

لِيُنْذِرُوْا قَوْمَهُمْ اِذَا رَجَعُوْٓا اِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُوْنَ ﴿١٢٢﴾

যুদ্ধ ও জ্ঞানচর্চা সমানভাবে চালাতে হবে

১২২. মুঅমিনরা যেন সবাই একত্রে বেরিয়ে না পড়ে। প্রতিটি গোত্র থেকে কেন ছোট ছোট দল বের হয় না, এতে তারা দ্বীন বুঝার সুযোগ পাবে এবং ফিরে এসে নিজের গোত্রকে সাবধান করতে পারবে এবং এতে করে সবাই (আল্লাহর দ্বীন সম্পর্কে) সতর্ক হতে পারবে।

জ্ঞাতব্যঃ যুদ্ধ এবং জ্ঞানচর্চা দুটোই জাতির অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। তাই দুটো-ই একসাথে চালিয়ে যেতে হবে। এ জন্য একদল মানুষ যুদ্ধে যাবে আর একদল জ্ঞানবিজ্ঞান চর্চায় থাকবে।

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا قَاتِلُوا الَّذِيْنَ يَلُوْنَكُمْ مِّنَ الْكُفَّارِ وَ لْيَجِدُوْا فِيْكُمْ غِلْظَةً ؕ وَاعْلَمُوْٓا اَنَّ اللّٰهَ مَعَ الْمُتَّقِيْنَ ﴿١٢٣﴾

যুদ্ধ জারি রাখতে হবে

১২৩. মুঅমিনগণ! তোমরা তোমাদের নিকটতম কাফিরদের সাথে যুদ্ধ চালিয়ে যাবে। (সীমান্তে সামরিক আচরণে) তারা যেন তোমাদের কঠোর পায়। আর মনে রাখবে! আল্লাহ মুত্তাক্বীদের সঙ্গী। (যে ব্যক্তি আল্লাহর ভয়ে কুফর, শিরক ও পাপাচার থেকে মুক্ত থাকে সেই মুত্তাক্বী)

وَ اِذَا مَآ اُنْزِلَتْ سُوْرَةٌ فَمِنْهُمْ مَّنْ يَّقُوْلُ اَيُّكُمْ زَادَتْهُ هٰذِهٖٓ اِيْمَانًا ۚ فَاَمَّا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا فَزَادَتْهُمْ اِيْمَانًا وَّ هُمْ يَسْتَبْشِرُوْنَ ﴿١٢٤﴾ وَ اَمَّا الَّذِيْنَ فِيْ قُلُوْبِهِمْ مَّرَضٌ فَزَادَتْهُمْ رِجْسًا اِلٰى رِجْسِهِمْ وَ مَاتُوْا وَ هُمْ كٰفِرُوْنَ ﴿١٢٥﴾ اَوَ لَا يَرَوْنَ اَنَّهُمْ يُفْتَنُوْنَ فِيْ كُلِّ عَامٍ مَّرَّةً اَوْ مَرَّتَيْنِ ثُمَّ لَا يَتُوْبُوْنَ وَ لَا هُمْ يَذَّكَّرُوْنَ ﴿١٢٦﴾ وَ اِذَا مَآ اُنْزِلَتْ سُوْرَةٌ نَّظَرَ بَعْضُهُمْ اِلٰى بَعْضٍ ؕ هَلْ يَرٰىكُمْ مِّنْ اَحَدٍ ثُمَّ انْصَرَفُوْا ؕ صَرَفَ اللّٰهُ قُلُوْبَهُمْ بِاَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَفْقَهُوْنَ ﴿١٢٧﴾

মুনাফিকের স্বভাব ও পরিণতি

১২৪. যখন কোনো সূরাহ নাযিল হয় তখন তাদের (মুনাফিকদের) কেউ কেউ (উপহাস করে) বলেঃ এটা তোমাদের কার ঈমান (কতটুকু) বাড়ালো? আসলে যারা মুঅমিন সূরাহ অবশ্যই তাদের ঈমান বাড়ায়, (সূরাহ নাযিল হলে) তারা খুশী হয়।

১২৫. আর যাদের অন্তর (মুনাফিকীর) রোগে আক্রান্ত (সূরাহ নাযিল হলে) তাদের কলুষতা আরও বেড়ে যায় এবং কাফির (অমান্যকারী) হিসেবেই তাদের মৃত্যু হয়।

১২৬. তারা কি লক্ষ্য করে নাঃ প্রতি বছর এক/দুবার তাদেরকে বিপদের সম্মুখীন করা হয়? তা সত্ত্বেও তারা (তাওবাহ করে) ফিরে আসে না, তারা (আল্লাহর বিধান) মেনে চলে না।

১২৭. কোনো সূরাহ নাযিল হলে তারা (মুনাফিকরা) একে অপরকে দেখে (গোপনে চোখ মারে। তাদের

ভয়) কেউ তাদের দেখে ফেলে কি না? তারপর আবার (পাপকাজে) ফিরে যায়। ফলে আল্লাহও তাদের অন্তরকে (পাপের দিকে) ফিরিয়ে দেন। কারণ তারা নির্বোধ।

ঈমান ও আক্বীদাহঃ যে ব্যক্তি মুসলিম হয়েও ইসলামী অনুশাসন পছন্দ করে না/ ইসলামী বিধানের কাছে আত্মসমর্থণ করে না /কিছু মানে আর কিছু মানে না/ইসলামের জন্য যুদ্ধ করা পছন্দ করে না/শারীয়াহ নির্ধারিত নিয়মের বাইরে গিয়ে ইসলামের দুশমনদের সাথে সম্পর্ক রাখে/জীবনের কিছু ক্ষেত্রে ইসলাম আর কিছু ক্ষেত্রে অন্যকিছু মেনে চলে, সে মুনাফিক। মুনাফিক চির জাহান্নামী। মুনাফিকের ঈমান নষ্ট হয়ে সকল আ'মাল নিষ্ফল ও বরবাদ হয়ে যায়। মুনাফিকের জন্য শাফায়াত করতেও কাউকে অনুমতি দেয়া হবে না। মুনাফিক মারা গেলে তার জানাযায় শরীক হওয়া এবং তার জন্য দোয়া করা নিষিদ্ধ। (দেখুন সূরাহ তাওবাহঃ ৮৪)

لَقَدْ جَآءَكُمْ رَسُوْلٌ مِّنْ اَنْفُسِكُمْ عَزِيْزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيْصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِيْنَ رَءُوْفٌ رَّحِيْمٌ ﴿١٢٨﴾ فَاِنْ تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللّٰهُ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ؕ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ ﴿١٢٩﴾

রাসূল সাঃ এর বৈশিষ্ট্য

১২৮. (হে মানুষ!) তোমাদের কাছে রাসূল হয়ে এসেছে তোমাদেরই একজন। তোমাদের কষ্ট তাকে কঠিন পীড়া দেয়, সে তোমাদের হিতাকাঙ্খী আর মুঅমিনদের প্রতি খুবই স্নেহশীল ও দয়াবান।

১২৯. তাসত্ত্বেও তারা যদি (তোমার থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়) তবে বলে দাওঃ আমার জন্য আল্লাহই যথেষ্ট, তিনি ব্যতীত আর কোনো ইলাহ নেই। আমি তাঁর উপরই ভরসা করি। তিনি মহান আরশের অধিপতি।

সূরাহ ইউনুস ১০ سورة يُونُس

ইউনুস আঃ একজন নবী ছিলেন। তিনি (শামদেশে) বানী-ইসরাঈলের কাছে প্রেরিত ছিলেন। তার উম্মতের উপর আযাবের সিদ্ধান্ত হওয়ার পর আল্লাহ থেকে অনুমোদন আসার আগেই তিনি এলাকা ত্যাগ করে চলে গিয়েছিলেন। ফলে আল্লাহ তাকেও সাজা দিয়েছিলেন এবং তাকে মাছের পেটে যেতে হয়েছিল। পরে আল্লাহ তাকে ক্ষমা করে আবার নবূয়তের দায়িত্ব দিয়েছিলেন। সূরাহটি মাক্কী। তবে ৪০, ৯৪, ৯৫, ৯৬ তম আয়াত মাদানী। সূরাহ ইসরার পর নাযিল হয়েছে। সূরাহ ইউনুসে মোট আয়াত সংখ্যা ১০৯টি।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

الٓرٰ تِلْكَ اٰيٰتُ الْكِتٰبِ الْحَكِيْمِ ﴿١﴾ اَكَانَ لِلنَّاسِ عَجَبًا اَنْ اَوْحَيْنَآ اِلٰى رَجُلٍ مِّنْهُمْ اَنْ اَنْذِرِ النَّاسَ وَ بَشِّرِ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اَنَّ لَهُمْ قَدَمَ صِدْقٍ عِنْدَ رَبِّهِمْ قَالَ الْكٰفِرُوْنَ اِنَّ هٰذَا لَسٰحِرٌ مُّبِيْنٌ ﴿٢﴾

বিসমিল্লাহি-র-রাহমানি-র-রাহীম

কাফিররা ওহীর মর্যাদা বুঝে না

১. আলিফ লাম রা- (এসব বিচ্ছিন্ন বর্ণমালা। এর অর্থ, মর্ম, এভাবে ব্যবহারের উদ্দেশ্য আল্লাহ ছাড়া কেউ জানে না।) এসব হলো "হুকম" সম্বলিত/প্রজ্ঞাময় কিতাবের আয়াত।

পটভূমিঃ মুহাম্মাদ সাঃ'এর কাছে ওহী এসেছে, আল্লাহ তাকে রাসূল হিসেবে মনোনীত করেছেন। কিন্তু বিষয়টি সহজভাবে মেনে নিতে পারেনি মুশরিক সমাজ। তারা মনে করতঃ নবী রাসূল হবেন মহামানব। মুহাম্মাদের মত একজন অতি সাধারণ মানুষের উপর ওহী আসবে কীভাবে!! বিষয়টির প্রতি ইঙ্গিত করে নাযিল হলো...

২. এটা কী মানুষের জন্য অতি বিস্ময়কর ব্যাপার যে আমি তাদের-ই একজনের কাছে ওহী পাঠিয়েছি (এই বাণী দিয়ে যে) মানুষকে (আল্লাহর অবাধ্যতার পরিণতির ব্যাপারে) সাবধান করে দাও আর (আল্লাহর বিধান মেনে চলার পুরস্কারের) সুসংবাদ দাও। যারা ঈমান আনবে তাদের জন্য প্রভুর কাছে রয়েছে সুমহান মর্যাদা। (তবে) কাফিররা (ওহী মেনে চলবে না। বরং তারা) বলেঃ এটা স্পষ্টত যাদু ছাড়া কিছুই নয়।

হুকম পরিচিতিঃ হুকম (حكم) শব্দটি সাধারণত কয়েকটি অর্থে ব্যবহৃত হয়। যথা..

- হুকম অর্থ আদেশ করা বা অধ্যাদেশ জারি করা। (যেমন বলা হয় এটা-ই আল্লাহর হুকম অর্থাৎ এটা-ই আল্লাহর আদেশ বা অধ্যাদেশ)
- হুকম অর্থ আইন ও বিধান। (যেমন বলা হয় আহকামুদ্দীন বা আহকামু-শ-শারীয়া'হ অর্থাৎ দ্বীনি বিধান বা শারীয়াহ আইন)
- হুকম অর্থ বিচার করা। (যেমন বিচারককে বলা হয় হাকিম, বিচারালয়কে বলা হয় মাহকামাহ)
- হুকম অর্থ শাসন । (যেমন বলা হয় ইসলামী হুকুমত অর্থাৎ ইসলামী শাসন ব্যবস্থা)
- হুকম অর্থ নীতি নির্ধারণ করা। (যেমন আল্লাহকে বলা হয় "আহকামু-ল-হাকিমীন" তথা সর্বোচ্চ নীতি নিরর্ধারক)

إِنَّ رَبَّكُمُ اللّٰهُ الَّذِيْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضَ فِيْ سِتَّةِ اَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوٰى عَلَى الْعَرْشِ يُدَبِّرُ الْاَمْرَ ؕ مَا مِنْ شَفِيْعٍ اِلَّا مِنْۢ بَعْدِ اِذْنِهٖ ؕ ذٰلِكُمُ اللّٰهُ رَبُّكُمْ فَاعْبُدُوْهُ ؕ اَفَلَا تَذَكَّرُوْنَ ﴿۳﴾

আল্লাহ-ই আমাদের একমাত্র রাব্ব

৩. (হে মানুষ!) তোমাদের রাব্ব (মালিক, বিধানদাতা ও নীতি নির্ধারক) হলেন আল্লাহ; যিনি আসমানসমূহ ও যমীন সৃষ্টি করেছেন ছয়দিনে (ছয়টি ধাপে)। তারপর অধিষ্ঠিত হয়েছেন আরশে। তিনি-ই সবকিছু নিয়ন্ত্রন করেন। (পরকালে) তাঁর অনুমতি ব্যতীত কেউ শাফায়া'তও করতে পারবে না। তিনি-ই হলেন আল্লাহ, তোমাদের রাব্ব। তাই ইবাদাত করো শুধুই তাঁর। তোমরা কি (এসব কথা) মেনে নেবে না?

রাব্ব পরিচিতিঃ রাব্ব অর্থ প্রভু, মালিক, বিধানদাতা, নীতি নির্ধারক, ইত্যাদি। আল্লাহ-ই আমাদের একমাত্র রাব্ব। তাই আল্লাহ ছাড়া অন্যকে বিধানদাতা বা নীতি নির্ধারক হিসেবে মেনে নিলে আল্লাহর রুবুবিয়্যাতে তথা প্রভুত্বে শিরক হয়। জাতি ও সমাজের প্রয়োজনে কোনো আইন প্রণয়ন করার একান্ত প্রয়োজন হলে মানুষ এটা করতে পারবে তবে এটা হতে হবে আল্লাহর দেওয়া মূলনীতি মেনে। আল্লাহর নীতির বাইরে গিয়ে কোনো আইন তৈরি করা অবৈধ কাজ এবং এমন আইনও হবে অবৈধ আইন। মোদ্দাকথা আইন তৈরিতে মানুষ স্বাধীন হলেও সার্বভৌম নয়। বরং আল্লাহর প্রভুত্ব, কর্তৃত্ব ও সার্বভৌমত্ব মেনে-ই মানুষকে আইন তৈরি করতে হবে। এটাই রুবুবিয়্যাতের দাবী। আর আল্লাহর রুবুবিয়্যাহ মেনে চলা-ই জীবনের প্রধান লক্ষ্য। রূহ জগতে আল্লাহ আমাদের থেকে যে ওয়াদা নিয়েছেন এটা ছিল রাব্ব সম্পর্কে আর মরণের পর সর্বপ্রথম আমরা যে প্রশ্নের সম্মুখীন হব এটাও হবে রাব্ব সম্পর্কে। তাই সাবধান! বন্ধুগণ সাবধান!!

শাফায়াত পরিচিতিঃ শাফায়াত অর্থ সুপারিশ করা। হাশরের ময়দানে বিচারের পর আল্লাহর প্রিয় বান্দারা পাপিষ্ঠদের মাগফিরাতের জন্য আল্লাহর কাছে সুপারিশ করতে পারবে। এই সুপারিশকে বলা হয় শাফায়া'হ। আমাদের সমাজে উর্দু উচ্চারণের সাথে সামঞ্জস্য রেখে বলা হয় শাফায়াত। পরকালে কোনো নাস্তিক, মুরতাদ, কাফির, মুশরিক বা মুনাফিকের জন্য শাফায়াতের সুযোগ থাকবে না। শাফায়াতের সুযোগ থাকবে শুধু ফাসিকদের জন্য।

উল্লেখ্য মুসলিম ৩ প্রকারঃ মুঅমিন, ফাসিক ও মুনাফিক। পরকালে শুধু মুঅমিন ব্যক্তিকে শাফায়া'তের সুযোগ বা অনুমতি দেয়া হবে এবং এই শাফায়াত হবে নির্ধারিত নিয়মে..

- ❖ শাফায়াত শুধু মুঅমিন ব্যক্তিই করতে পারবে, মুঅমিন ব্যতীত অন্য কেউ শাফায়াত করতে পারবে না।
- ❖ যে মুঅমিন শাফায়াত করতে আগ্রহী হবে তাকে প্রথমে শাফায়াতের অনুমতি নিতে হবে।
- ❖ তারপর যার জন্য শাফায়াত করতে চায় তার নাম উল্লেখ করে আবার অনুমতি নিতে হবে।
- ❖ আল্লাহ অনুমতি দিলে শাফায়াত করতে পারবে আর না দিলে পারবে না।
- ❖ এরপর আল্লাহ চাইলে এই শাফায়াত গ্রহণ করবেন, অথবা করবেন না।
- ❖ শাফায়াত গ্রহণ করা হলে ফাসিক ব্যক্তিকে মাফ করে দেয়া হবে আর গ্রহণ করা না হলে মাফ করা হবে না।
- ❖ শাফায়াতের ব্যাপারে সার্বিক ক্ষমতার অধিকারী শুধুই আল্লাহ। আল্লাহর অনুমোদন ছাড়া কেউ শাফায়াত করতে পারবে না।
- ❖ "শুফায়া" থেকে শুরাকা" এটা হচ্ছে কুরআনে বর্ণিত শিরকের সূত্রসমূহের একটি। তাই নিজের জন্য শাফায়াতকারী হিসেবে পীর ধরলে শিরকের পথ সুগম করা হবে। তবে নিজের পরামর্শক হিসেবে কোনো আলিমের কাছে যাওয়া দোষের নয়।

اِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيْعًا ؕ وَعْدَ اللّٰهِ حَقًّا ؕ اِنَّهٗ يَبْدَؤُا الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيْدُهٗ لِيَجْزِيَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَ عَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ بِالْقِسْطِ ؕ وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا لَهُمْ شَرَابٌ مِّنْ حَمِيْمٍ وَّ عَذَابٌ اَلِيْمٌۢ بِمَا كَانُوْا يَكْفُرُوْنَ ﴿٤﴾

কুফরের পরিণাম

৪. (হে মানুষ) তোমরা সবাই তাঁর কাছে-ই ফিরে যাচ্ছ। আল্লাহর ওয়াদা সত্য। তিনি-ই প্রথম সৃষ্টির সূচনা করেছেন। তারপর তিনি-ই আবার পুনরায় সৃষ্টি করবেন তাদের ন্যায়সঙ্গত প্রতিদান দেবার জন্য যারা ঈমান আনে এবং সৎকাজ করে। আর যারা কুফর করে তাদের পানীয় হিসেবে থাকবে হা'মীম আর থাকবে যন্ত্রনাদায়ক আযাব, এসবই তাদের কুফরের পরিণাম।

هُوَ الَّذِيْ جَعَلَ الشَّمْسَ ضِيَآءً وَّ الْقَمَرَ نُوْرًا وَّ قَدَّرَهٗ مَنَازِلَ لِتَعْلَمُوْا عَدَدَ السِّنِيْنَ وَ الْحِسَابَ ؕ مَا خَلَقَ اللّٰهُ ذٰلِكَ اِلَّا بِالْحَقِّ ۚ يُفَصِّلُ الْاٰيٰتِ لِقَوْمٍ يَّعْلَمُوْنَ ﴿٥﴾

সূর্য ও চন্দ্র

৫. তিনি সূর্যকে করেছেন দীপ্তিমান আর চন্দ্রকে আলোকময়। তিনি এর (চন্দ্র সূর্যের) মানযিল (গতি ও অবস্থান) সমূহ ঠিক করে দিয়েছেন, যেন তোমরা (দিন, মাস) বছরের গণনা ও হিসাব জানতে পারো। আল্লাহ সবকিছু সৃষ্টি করেছেন যথাযথভাবে। তিনি তাঁর আয়াতসমূহ সবিস্তারে বর্ণনা করেন বিজ্ঞ লোকদের জন্য।

জ্ঞাতব্যঃ এটি একটি বিজ্ঞানময় আয়াত। এখানে স্পষ্ট করে বলা আছে সূর্যের নিজস্ব আলো আছে আর চাঁদের নিজস্ব আলো নেই। কারণ সূর্যের আলোকে বলা হয়েছে "দ্বিয়া" অর্থাৎ আগুন থেকে নির্গত আলো আর চাঁদের আলোকে বলা হয়েছে "নূর" অর্থাৎ উষ্ণতাহীন আলো বা আলোর রিফ্লেকশন। এ আয়াতটি মহাকাশ গবেষণা সম্পর্কে বিজ্ঞলোকদের তথা বিজ্ঞানীদের উৎসাহিত করেছে এবং সৌরজগৎ সম্পর্কে সুস্পষ্ট তথ্য দিয়েছে। সাথে সাথে দিন, মাস ও বছর গণনার উৎস বাতলে দিয়েছে। অর্থাৎ সূর্যের দৈনিক গতির কারণে আমরা রাত দিন নির্ধারণ করি, চাঁদের মাধ্যমে আমরা মাসের হিসাব পাই আর সূর্যের বার্ষিক গতির মাধ্যমে আমরা বছরের হিসাব পেয়ে থাকি।

اِنَّ فِي اخْتِلَافِ الَّيْلِ وَ النَّهَارِ وَ مَا خَلَقَ اللّٰهُ فِي السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يَّتَّقُوْنَ ﴿٦﴾ اِنَّ الَّذِيْنَ لَا يَرْجُوْنَ لِقَآءَنَا وَ رَضُوْا بِالْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَ اطْمَاَنُّوْا بِهَا وَ الَّذِيْنَ هُمْ عَنْ اٰيٰتِنَا غٰفِلُوْنَ ﴿٧﴾ اُولٰٓئِكَ مَاْوٰىهُمُ النَّارُ بِمَا كَانُوْا يَكْسِبُوْنَ ﴿٨﴾

মুত্তাক্বী বনাম জাহান্নামী

৬-৮. নিশ্চয় রাত ও দিনের পরিবর্তনে এবং আসমানসমূহে ও যমীনে আল্লাহ যা কিছু সৃষ্টি করেছেন এ সকল কিছুতে শিক্ষা রয়েছে মুত্তাক্বীদের জন্য। আর যারা আমার সাক্ষাত

(আখেরাত) চায় না, যারা দুনিয়া পেয়ে সন্তুষ্ট থাকে, যারা দুনিয়ার জন্য লালায়িত, যারা আমার বিধানের ব্যাপারে উদাসীন; তাদের ঠিকানা জাহান্নাম। এসব-ই তাদের কর্মফল।

মুত্তাক্বী ও তাকওয়া পরিচিতিঃ মুত্তাক্বী শব্দটি এসেছে তাক্বওয়া থেকে আর তাক্বওয়ার মূল শব্দ বিক্বায়াহ অর্থ বেঁচে থাকা। আল্লাহর ভয়ে কুফর, শিরক ও পাপাচার থেকে বেঁচে থাকার নাম তাক্বওয়া। আর যে ব্যক্তি তাক্বওয়া অর্জন করলো তাকে বলা হয় মুত্তাক্বী।

উল্লেখ্য তাক্বওয়ার ৩টি স্তর রয়েছে। যথা.. অত্যাবশ্যকীয় তাক্বওয়া, আবশ্যকীয় তাক্বওয়া এবং পরিপূর্ণ তাক্বওয়া।

অত্যাবশ্যকীয় তাকওয়াঃ প্রতিটি মুসলিমের জন্য অত্যাবশ্যকীয় তাকওয়া হলো সকল প্রকার কুফর ও শিরক থেকে বেঁচে থাকা। মুসলিম পুরুষ নারী সবাইকে অত্যাবশ্যকীয়ভাবে এতটুকু তাকওয়া অর্জন করতে হবে। নতুবা কুফর শিরকে জড়িয়ে গেলে আর ঈমান বাঁচানো সম্ভব হবে না। বরং তখন তার ঈমান নষ্ট হয়ে যাবে এবং সে চির জাহান্নামী মুনাফিক হয়ে যাবে।

আবশ্যকীয় তাকওয়াঃ প্রতিটি মুসলিমের জন্য আবশ্যকীয় তাক্বওয়া হলো সকল প্রকার কাবীরাহ গোনাহ থেকে বেঁচে থাকা। মুঅমিন হতে হলে এবং মুঅমিন হিসেবে জীবনযাপন করতে হলে অবশ্যই এতটুকু তাকওয়া অর্জন করতে হবে। নতুবা সে ফাসিক হয়ে যাবে এবং তার আখেরাত অনিশ্চিত হয়ে যাবে।

পরিপূর্ণ তাকওয়াঃ অর্থাৎ ছোট-বড় সকল প্রকার পাপ থেকে বেঁচে থাকা, যা মানুষের পক্ষে প্রায় অসম্ভব। মহান আল্লাহ-ই কেবল তার পছন্দের বান্দাকে এ তাকওয়ার অধিকারী করতে পারেন।

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ يَهْدِيهِمْ رَبُّهُمْ بِإِيمَانِهِمْ ۚ تَجْرِي مِن تَحْتِهِمُ الْأَنْهَارُ فِي جَنَّاتِ النَّعِيمِ ﴿٩﴾ دَعْوَاهُمْ فِيهَا سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَتَحِيَّتُهُمْ فِيهَا سَلَامٌ ۚ وَآخِرُ دَعْوَاهُمْ أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿١٠﴾

ঈমান ও আমল

৯-১০. নিশ্চয় যারা ঈমান আনবে এবং নেক আমল করবে তাদের ঈমানের বদৌলতে প্রভু তাদের নিয়ামতপূর্ণ জান্নাতে পৌঁছে দেবেন, যার তলদেশ দিয়ে প্রবাহিত হবে কত নহর।
সেখানে তাদের আহ্বান হবেঃ "সুবহানাকা আল্লাহুম্মা" এবং শুভেচ্ছা হবে "সালাম" আর শেষ কথা হবে "আল-হামদু লিল্লাহি রাব্বি-ল-আ'লামীন"

ঈমান ও আমল পরিচিতিঃ মহান আল্লাহ তদীয় রাসূল সাঃকে যতকিছু দিয়ে পাঠিয়েছেন এসকল কিছুকে অন্তর দিয়ে বিশ্বাস করা, নীতিগতভাবে মেনে নেওয়া, মুখে স্বীকৃতি দেওয়া এবং বাস্তব জীবনে মেনে চলার নাম ঈমান। আর বাস্তব জীবনে আল্লাহর বিধান মেনে চলতে যা কিছু করা হয় এসবকে বলা হয় সৎকাজ, নেককাজ বা আমলে সালেহ।

وَلَوْ يُعَجِّلُ اللَّهُ لِلنَّاسِ الشَّرَّ اسْتِعْجَالَهُم بِالْخَيْرِ لَقُضِيَ إِلَيْهِمْ أَجَلُهُمْ ۖ فَنَذَرُ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ ﴿١١﴾

আল্লাহর রীতি

১১. আল্লাহ মানুষকে (সৎকাজের বিনিময়ে) যত দ্রুত কল্যাণ দান করেন (অসৎ কাজের প্রতিদানে) তত দ্রুত আযাব দিলে তাদের (আযাবের ব্যাপারে) চূড়ান্ত ফয়সালা হয়ে যেত (কারণ সাধারণত মানুষ খুব বেশী অসৎকাজে লিপ্ত হয়ে যায়। কিন্তু আল্লাহর রীতি হলো তিনি মানুষের প্রাপ্য কল্যাণ তখনি দিয়ে দেন আর পাপের সাজা শেষ সময় পর্যন্ত মুলতবি করে দেন।) সুতরাং যারা আমার সাক্ষাত কামনা করে না; আমি তাদেরকে অবাধ্যতার অন্ধকারে ঘূর্ণায়মান অবস্থায় ছেড়ে দেই।

وَإِذَا مَسَّ الْإِنْسَانَ الضُّرُّ دَعَانَا لِجَنْبِهِ أَوْ قَاعِدًا أَوْ قَائِمًا ۚ فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُ ضُرَّهُ مَرَّ كَأَنْ لَمْ يَدْعُنَا إِلَىٰ ضُرٍّ مَسَّهُ ۚ كَذَٰلِكَ زُيِّنَ لِلْمُسْرِفِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿١٢﴾

মানুষের বদ-স্বভাব

১২. (মানুষের একটি বদ-স্বভাব হলো) মানুষ যখন বিপদে পড়ে তখন শুয়ে, বসে, দাঁড়িয়ে (তথা সর্বাবস্থায়) আমাকে ডাকে। আর আমি যখন বিপদ দূর করে দেই তখন আবার পূর্বাবস্থায় ফিরে যায় (এবং এমন ভাব করে) যেন বিপদে পড়ে আমাকে ডাকে-ই নি। আসলে পাপিষ্ঠদের কাজকর্মকে এভাবে-ই শোভিত করে দেওয়া হয়।

জ্ঞাতব্যঃ বিপদে পড়ে আল্লাহকে ডাকা আর বিপদ কেটে গেলে পূর্বাবস্থায় ফিরে যাওয়া পাপিষ্ঠ মানুষের একটি বদ-স্বভাব। আমাদের সমাজের অনেক মানুষ এমন আছেন যারা বিপদে পড়লে আল্লাহর শরণাপন্ন হন এবং আল্লাহকে ডাকেন। কিন্তু প্রয়োজনীয় জ্ঞান না থাকার কারণে আল্লাহকে ডাকতেও তারা ভুল পন্থা অবলম্বন করে থাকেন। উনারা নিজের বিপদে নিজের জন্য দোয়াটুকুও করতে পারেন না। বরং ভাড়াটিয়া হুজুর দিয়ে অর্থের বিনিময়ে খতম ও দোয়া করিয়ে থাকেন, ইসলামী শারীয়াহ মতে যা সম্পূর্ণরূপে অবৈধ কাজ। কারণ দোয়া একটি বিশেষ এবাদত। তাই দোয়া থাকবে দুনিয়াদারী সকল প্রকার বিনিময় মুক্ত।

وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَمَّا ظَلَمُوا وَجَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ وَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا ۚ كَذَٰلِكَ نَجْزِي الْقَوْمَ الْمُجْرِمِينَ ﴿١٣﴾ ثُمَّ جَعَلْنَاكُمْ خَلَائِفَ فِي الْأَرْضِ مِنْ بَعْدِهِمْ لِنَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ ﴿١٤﴾

রাসূলগণকে না মানার পরিণতি

১৩-১৪. (হে দুনিয়ার মানুষ! স্মরণ করো) তোমাদের পূর্বে কত জনপদকে আমরা (আল্লাহ নিজে, অধিক সম্মানার্থে "আমি"এর স্থলে "আমরা" বলা হয়েছে) ধ্বংস করে দিয়েছি যখন তারা জুলম (শিরক, পাপাচার, অধিকার হরণ) করেছে। রাসূলগণ সুস্পষ্ট প্রমাণ নিয়ে-ই তাদের কাছে এসেছিল কিন্তু তা সত্ত্বেও তারা ঈমান আনেনি (তথা রাসূলগণকে মেনে নেয়নি।) পাপিষ্ঠদের সাজা আমরা এভাবে-ই দিয়ে থাকি। তারপর তাদের স্থলাভিষিক্ত করেছি তোমাদেরকে, যেন প্রত্যক্ষ করি তোমরা কি করো।

وَ اِذَا تُتْلٰى عَلَيْهِمْ اٰيَاتُنَا بَيِّنٰتٍ ۙ قَالَ الَّذِيْنَ لَا يَرْجُوْنَ لِقَآءَنَا ائْتِ بِقُرْاٰنٍ غَيْرِ هٰذَآ اَوْ بَدِّلْهُ ؕ قُلْ مَا يَكُوْنُ لِيْٓ اَنْ اُبَدِّلَهٗ مِنْ تِلْقَآئِ نَفْسِيْ ۚ اِنْ اَتَّبِعُ اِلَّا مَا يُوْحٰٓى اِلَيَّ ۚ اِنِّيْٓ اَخَافُ اِنْ عَصَيْتُ رَبِّيْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيْمٍ ﴿١٥﴾ قُلْ لَّوْ شَآءَ اللّٰهُ مَا تَلَوْتُهٗ عَلَيْكُمْ وَ لَآ اَدْرٰىكُمْ بِهٖ فَقَدْ لَبِثْتُ فِيْكُمْ عُمُرًا مِّنْ قَبْلِهٖ ؕ اَفَلَا تَعْقِلُوْنَ ﴿١٦﴾

কুরআন বিমুখ জীবন

১৫. (পরকালে) যারা আমার সাক্ষাত (তথা জান্নাত) কামনা করে না, আমার সুস্পষ্ট আয়াত পাঠ করা হলে তারা বলেঃ (এ কুরআনের বিধান বড় কঠিন। আমরা এসব মানতে পারব না। তাই) এটা বদলে অন্য কুরআন নিয়ে আসো। তুমি বলে দাওঃ আমি নিজ থেকে এটা বদলাতে সক্ষম নই। আমি শুধু তার-ই অনুকরণ করি যা ওহীর মাধ্যমে আমাকে দেওয়া হয়। কারণ প্রভুর অবাধ্য হলে আমি নিজের উপর কঠিন আযাবের আশংকা করছি। (আল্লাহর কিতাবের বিপরীতে অন্য কিছুর অনুকরণ করা কুফর)

১৬. বলোঃ আল্লাহ না চাইলে তোমাদের কাছে এটা পাঠ করতাম না, এমনকি আমি নিজেও জানতাম না। আমি ইতোপূর্বে দীর্ঘ জীবন তোমাদের সাথে কাটিয়েছি (তখনতো এমন বলিনি) তোমরা কি বুঝ না?

হুঁশিয়ারিঃ যে বা যারা বাস্তব জীবনে কুরআন বিমুখ হয়ে যাবে তাদের পরিণাম হবে ভয়াবহ। এমনকি এক সময়ে তাদের মুখায়ব বিকৃত করা হবে, তাদের লা'নত করা করা হবে এবং আরও নানা ধরনের সাজা দেয়া হবে। আমাদের সমাজে মুসলিম হিসেবে পরিচিত হয়েও অনেক মানুষ নানাভাবে এবং নানা পন্থায় কুরআন বিমুখ জীবন যাপনে অভ্যস্থ হয়ে পড়েছেন। যেমন..

- যেসব মুসলিম স্যাকুলার বা সমাজতান্ত্রিক ধারায় জীবনযাপন করছেন তারা কুরআন বিমুখ হয়ে গেছেন। কারণ কুরআনের বিধান হচ্ছে বাস্তব জীবনের সকল ক্ষেত্রে কুরআনিক আইন মেনে চলা আর স্যাকুলার বা সমাজতান্ত্রিকরা রাজনীতি, অর্থনীতি, সমাজনীতিসহ বাস্তব জীবনের অনেক ক্ষেত্রে কুরআন পরিপন্থী আইন, বিধান ও নীতি মেনে কুরআন বিমুখ হয়ে যায়।
- যেসব মুসলিম ন্যাশনালিষ্ট হয়ে গেছেন তারাও কুরআন বিমুখ। কারণ কুরআনের মূল শিক্ষা বিশ্ব মুসলিমের জাতীয় ঐক্য আর ন্যাশনালিজমের (আঞ্চলিক জাতীয়তাবাদের) মূল শিক্ষা অঞ্চল ভিত্তিক বিভাজন।
- যেসব মুসলিম আক্বীদাহ বিশ্বাসে তথা আদর্শগতভাবে ডেমুক্রেট বা গণতান্ত্রিক হয়ে যায় তারাও কুরআন বিমুখ। কারণ আল-কুরআন আল্লাহর সার্বভৌমত্ব শিক্ষা দেয় আর গণতন্ত্র শিক্ষা দেয় মানুষের সার্বভৌমত্ব।
- যেসব মুসলিম আদর্শগতভাবে ক্যাপিটালিজম বা পুঁজিবাদ মেনে নিয়েছেন তারাও কুরআন বিমুখ হয়ে গেছেন। কারণ আল-কুরআনের বিধান হচ্ছে সুদ হারাম আর পুঁজিবাদের মূল ভিত্তি-ই সুদ।
- যেসব মুসলিম উম্মতের মাঝে বিভাজন তৈরি করে দলেদলে বিভক্ত হয়ে যায় তথা যে বা যারা দ্বীন নিয়ে দলাদলিতে রত তারাও কুরআন বিমুখ হয়ে গেছেন। কারণ কুরআনের মূল শিক্ষা মুসলিমদের জাতীয় ঐক্য এবং সকল প্রকার অনৈক্য ও বিভাজনকে কুরআনে হারাম করা হয়েছে। এমনকি যে বা যারা উম্মতের মাঝে বিভক্তি ও দলাদলি সৃষ্টি করে তাদের সাথে রাসূল সাঃ'এর সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে যাবে বলে হুঁশিয়ার করে দিয়েছে আল-কুরআন। (দেখুন সুরাহ আনয়া মঃ ১৫৯)

সুতরাং হে আখেরাতমুখী ভাই ও বোনেরা! এখনো সময় আছে, সাবধান হয়ে যান। এবং আসুন! উল্লেখিত সকল মত ও পথসহ কুফর ও শিরকের সকল পথ ত্যাগ করে কুরআনের পথে ফিরে চলি। হে আল্লাহ্! তুমি আমাদের সহায় হও।

فَمَنْ اَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرٰى عَلَى اللّٰهِ كَذِبًا اَوْ كَذَّبَ بِاٰيٰتِهٖ ؕ اِنَّهٗ لَا يُفْلِحُ الْمُجْرِمُوْنَ ﴿۱۷﴾

আল্লাহর উপর মিথ্যা রটনা

১৭. তার চেয়ে বড় পাপিষ্ঠ আর কে? যে আল্লাহর উপর মিথ্যা রটনা করে অথবা আল্লাহর বিধান অমান্য করে। (যে বা যারা এমন করে তারা পাপিষ্ঠ) আর পাপিষ্ঠরা সফল হতে পারে না।

ঈমান ও আক্বীদাহঃ আল্লাহর উপর মিথ্যাচার করা কুফর। আমাদের সমাজে আল্লাহর উপর মিথ্যাচার করা হয় নানা ভাবে। যেমন..

- ❖ আল্লাহ বলেননি এমন কোনো কথাকে আল্লাহর সাথে সম্পৃক্ত করা। যেমন অনেকে বলে থাকেন আল্লাহ নাকি বলেছেন "বান্দা তোর নাই হুঁশ আমার কি দুষ"। ইত্যাদি।
- ❖ যা দেওয়ার অধিকার শুধু-ই আল্লাহর হাতে এমন কোনো কিছুকে নিজের সাথে সম্পৃক্ত করা। যেমন.. এমন দাবী করা যে আমার কাছে ওহী আসে। অথবা আল্লাহ ছাড়া অন্য কেউ সন্তান, সম্পদ বা অন্য কোনোকিছু দিতে পারবে বলে মনে করা।
- ❖ যে কথা বলার অধিকার শুধুই আল্লাহর এমন কিছু বলে ফেলা। যেমন আল্লাহ বা রাসূল থেকে সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত না হলেও কোনো বিষয়ে মন্তব্য করে বলা "এটা হারাম বা এটা হালাল"।
- ❖ উল্লেখ্য মুজতাহিদ ঈমামগণ বা পূর্ববর্তী আলিমগণ সাধারণত এমন বলতেন না। সাধারণত উনারা বলতেনঃ এটা করবে, এটা করবে না। এটা করা যাবে, এটা করা যাবে না। এটা করতে সমস্যা নেই, এটা করা উচিত নয়, ইত্যাদি। কিন্তু আজকাল আমাদের সমাজে সবকিছুকেই সাফ হারাম, হালাল, ইত্যাদি শব্দ ব্যবহার করা হয়। মনে রাখবেন আলিম উলামা মানুষকে উপদেশ দিতে পারেন কিন্তু নিজ থেকে কোনো বিধান দিতে পারেন না।

বিঃ দ্রঃ= বিধান দেওয়া বা বিধান তৈরি করা একমাত্র আল্লাহর কাজ এবং আল্লাহর অনুমতি সাপেক্ষে আল্লাহর পক্ষ থেকে রাসূলগণ এ কাজটি করে থাকেন। তবে আল্লাহ এবং রাসূল কখনো কখনো কোনো আইন বা বিধানের সূত্র উল্লেখ করেছেন। এসব সূত্র ধরে আইন তৈরি করতে পারবে মানুষ, করতে পারবেন আলিমগণ।

وَ يَعْبُدُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَ لَا يَنْفَعُهُمْ وَ يَقُوْلُوْنَ هٰٓؤُلَآءِ شُفَعَآؤُنَا عِنْدَ اللّٰهِ ؕ قُلْ اَ تُنَبِّـُٔوْنَ اللّٰهَ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي السَّمٰوٰتِ وَ لَا فِي الْاَرْضِ ؕ سُبْحٰنَهٗ وَ تَعٰلٰى عَمَّا يُشْرِكُوْنَ ﴿۱۸﴾

আল্লাহ ছাড়া অন্যের দাসত্ব ও শাফায়াত

১৮. তারা আল্লাহ ছাড়া যাদের দাসত্ব/পূজা করছে এরা (কারো) কোনো উপকার করতে পারে না, ক্ষতিও করতে পারে না। (তবে তারা কেন এদের দাসত্ব করে?) তারা বলেঃ এরা আল্লাহর কাছে আমাদের জন্য শাফায়াত করবে। (তাদের) জিজ্ঞেস করোঃ তোমরা কী আল্লাহকে আসমানসমূহের বা যমীনের এমন কিছু জানাতে চাচ্ছো যা তিনি জানেন না? তিনি মহান, সকল শিরকের ঊর্ধ্বে। (শাফায়াত সম্পর্কে জানতে দেখুন একটু উপরে এই সূরার ৩য় আয়াত দেখে নিন)

وَ مَا كَانَ النَّاسُ اِلَّاۤ اُمَّةً وَّاحِدَةً فَاخْتَلَفُوْا ؕ وَ لَوْ لَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَّبِّكَ لَقُضِیَ بَیْنَهُمْ فِیْمَا فِیْهِ یَخْتَلِفُوْنَ ﴿۱۹﴾

বিভক্তি ও বিভাজন আল্লাহর আযাবকে অবধারিত করে তুলে

১৯. সকল মানুষ এক-ই জাতিভুক্ত (মুসলিম) ছিল। পরে তারা (নানা দলে) বিভক্ত হয়ে গেছে। (আল্লাহ কাউকে পাপের সাজা দিতে তাড়াহুড়া করেন না) প্রভু থেকে এ বাণী নির্ধারিত না হলে বিভক্তির পরিণতি হিসেবে তাদের (সাজার) ব্যাপারে চূড়ান্ত ফয়সালা হয়ে যেত।

ঈমান ও আক্বীদাহঃ দ্বীন নিয়ে বিভক্তি ও দলাদলি বিভ্রান্তির পথ এবং এর সাজা বড় ভয়াবহ। যে বা যারা দ্বীন নিয়ে বিভক্তি বা বিভাজন সৃষ্টি করে উম্মতকে বিভক্ত করে দেয় রাসূল সাঃএর সাথে তাদের সম্পর্ক নষ্ট হয়ে যায়। (দেখুনঃ ৬ আনয়ামঃ ১৫৯) মুসলিমদের মাঝে বিভক্তি ও বিভাজন তৈরির জন্য বানানো মসজিদে নামায পড়তে নিষেধ করেছেন স্বয়ং আল্লাহ তায়া'লা। (দেখুনঃ তাওবাহঃ ১০৮)

وَ یَقُوْلُوْنَ لَوْ لَاۤ اُنْزِلَ عَلَیْهِ اٰیَةٌ مِّنْ رَّبِّهٖ ۚ فَقُلْ اِنَّمَا الْغَیْبُ لِلّٰهِ فَانْتَظِرُوْا ۚ اِنِّیْ مَعَكُمْ مِّنَ الْمُنْتَظِرِیْنَ ﴿۲۰﴾

আল্লাহ যাকে ধরার সময় মত-ই ধরবেন

২০. তারা বলেঃ (মুহাম্মাদ সত্য হলে) প্রভুর পক্ষ থেকে কোনো নিদর্শন কেন আসে না? (হে নবী! তাদের) বলে দাওঃ (আযাব কবে আসবে বা আসবে না এটা হলো অদৃশ্যের ব্যাপার। আর) অদৃশ্যের ব্যাপার শুধু আল্লাহর-ই নিয়ন্ত্রণাধীন। তবে (যেহেতু তোমরা আল্লাহর অবাধ্য হয়ে গেছ তাই আযাবে পতিত হওয়া শুধু-ই সময়ের ব্যাপার। সুতরাং) অপেক্ষা করো, আমরাও তোমাদের সঙ্গে অপেক্ষায় রইলাম।

وَ اِذَاۤ اَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً مِّنْۢ بَعْدِ ضَرَّآءَ مَسَّتْهُمْ اِذَا لَهُمْ مَّكْرٌ فِیْۤ اٰیَاتِنَا ؕ قُلِ اللّٰهُ اَسْرَعُ مَكْرًا ؕ اِنَّ رُسُلَنَا یَكْتُبُوْنَ مَا تَمْكُرُوْنَ ﴿۲۱﴾

আল্লাহর পাকড়াও থেকে বাঁচা যায় না

২১. (অনেক মানুষ স্বভাবগত ভাবে-ই নিমকহারাম) আমি (আল্লাহ) যখন মানুষকে বিপদের পর নিয়ামতের স্বাদ আস্বাদন করাই তখন তারা আমার-ই বিধান নিয়ে চক্রান্তে লিপ্ত হয়। (হে নবী! তাদের) বলে দাওঃ আল্লাহ খুব দ্রুত কৌশল প্রণয়নকারী। (অপরাধীরা আল্লাহর আযাব থেকে বাঁচতে পারবে না। কারণ) তারা যেসব চক্রান্ত করছে আমার দূতগণ সব লিখে রাখছে।

هُوَ الَّذِیْ یُسَیِّرُكُمْ فِی الْبَرِّ وَ الْبَحْرِ ؕ حَتّٰۤی اِذَا كُنْتُمْ فِی الْفُلْكِ ۚ وَ جَرَیْنَ بِهِمْ بِرِیْحٍ طَیِّبَةٍ وَّ فَرِحُوْا بِهَا جَآءَتْهَا رِیْحٌ عَاصِفٌ وَّ جَآءَهُمُ الْمَوْجُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ وَّ ظَنُّوْۤا اَنَّهُمْ اُحِیْطَ بِهِمْ ۙ دَعَوُا اللّٰهَ

مُخْلِصِيْنَ لَهُ الدِّيْنَ لَئِنْ اَنْجَيْتَنَا مِنْ هٰذِهٖ لَنَكُوْنَنَّ مِنَ الشّٰكِرِيْنَ ﴿٢٢﴾ فَلَمَّآ اَنْجٰىهُمْ اِذَا هُمْ يَبْغُوْنَ فِي الْاَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ ۗ يٰٓاَيُّهَا النَّاسُ اِنَّمَا بَغْيُكُمْ عَلٰٓى اَنْفُسِكُمْ ۙ مَّتَاعَ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا ثُمَّ اِلَيْنَا مَرْجِعُكُمْ فَنُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ ﴿٢٣﴾

জীবনের সকল ক্ষেত্রে মেনে চলতে হয় আল্লাহর বিধান

২২. (হে মানুষ! আল্লাহর নিয়ামত স্মরণ করো!) তিনি-ই তোমাদেরকে জলে ও স্থলে ভ্রমণ করিয়ে থাকেন (তথা ভ্রমণের সুযোগ ও উপকরণ দিয়েছেন।) তোমরা যখন জাহাজে আরোহণ করো (তখনকার কথা স্মরণ করো। সাধারণত মানুষের স্বভাব হলো) অনুকূল বাতাসে জাহাজ যখন তাদেরকে নিয়ে চলতে থাকে (তখন তারা কত আনন্দ পায়) আর এমন আনন্দ উল্লাসরত অবস্থায় যখন ঝঞ্জাবায়ু শুরু হয় আর সবদিক থেকে বড় বড় ঢেউ আছড়ে পড়ে তখন মনে করে আর বুঝি রক্ষা নেই। তখন তারা একনিষ্ঠভাবে আল্লাহকে ডাকে, (বলে হে রাব্ব! বাঁচাও) এবার যদি (এ বিপদ থেকে) রক্ষা করো তবে অবশ্যই শোকরগোজার বান্দাদের সঙ্গী হয়ে যাব।

২৩. আর আমি উদ্ধার করে দেবার পর তারা আবার যমীনে অন্যায় ও পাপাচারে মেতে উঠে। হে মানুষ! তোমাদের পাপের দায় নিজেদেরকে-ই নিতে হবে। দুনিয়ার জীবন ক্ষণিকের উপকরণ মাত্র। পরে তোমরা সবাই আমার কাছে ফিরে আসবে, আমি-ই বদলা দেব তোমাদের সকল কাজের।

اِنَّمَا مَثَلُ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا كَمَآءٍ اَنْزَلْنٰهُ مِنَ السَّمَآءِ فَاخْتَلَطَ بِهٖ نَبَاتُ الْاَرْضِ مِمَّا يَاْكُلُ النَّاسُ وَالْاَنْعَامُ ؕ حَتّٰٓى اِذَآ اَخَذَتِ الْاَرْضُ زُخْرُفَهَا وَازَّيَّنَتْ وَظَنَّ اَهْلُهَآ اَنَّهُمْ قٰدِرُوْنَ عَلَيْهَآ ۙ اَتٰىهَآ اَمْرُنَا لَيْلًا اَوْ نَهَارًا فَجَعَلْنٰهَا حَصِيْدًا كَاَنْ لَّمْ تَغْنَ بِالْاَمْسِ ؕ كَذٰلِكَ نُفَصِّلُ الْاٰيٰتِ لِقَوْمٍ يَّتَفَكَّرُوْنَ ﴿٢٤﴾

জীবনের উপমা

২৪. দুনিয়ার জীবনের উপমা পানির মত যা আমি আকাশ থেকে বর্ষণ করে থাকি আর এ পানি মাটিতে মিশে উৎপন্ন হয় উদ্ভিদ, মানুষ ও পশুর খাবার। (আমার রহমতের ছোঁয়া পেয়ে) জমি যখন (ফসলের শোভায়) সুন্দর ও শোভিত হয়ে উঠলো আর মালিক ভাবলো তারা এর অধিকারী হয়ে গেছে, তখন রাতে বা দিনে আমার আযাব এসে সবকিছুকে এমনভাবে ধ্বংস করে দিয়ে গেলো যেন কিছু-ই ছিল না। (ঈমান বিহীন জীবন এমন ফসলের মত) আমি আমার বিধান এভাবেই বর্ণনা করি চিন্তাশীল মানুষের জন্য।

জ্ঞাতব্যঃ উক্ত উপমায় ফসল হচ্ছে দুনিয়ার জীবন, বৃষ্টি হচ্ছে আল্লাহর দয়া যার দ্বারা জীবন সুন্দর হয় আর রাতে বা দিনে আগত আযাব হচ্ছে পাপাচার যা জীবনকে ধ্বংস করে দেয়।

وَاللّٰهُ يَدْعُوْٓا اِلٰى دَارِ السَّلٰمِ ؕ وَيَهْدِىْ مَنْ يَّشَآءُ اِلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ ﴿٢٥﴾

আল্লাহর ডাক

২৫. আল্লাহ আহ্বান করেন শান্তিময় আবাসের (জান্নাতের) প্রতি, তিনি সোজা পথে পরিচালিত করেন যাকে খুশী।

لِلَّذِيْنَ اَحْسَنُوا الْحُسْنٰى وَ زِيَادَةٌ ؕ وَ لَا يَرْهَقُ وُجُوْهَهُمْ قَتَرٌ وَّ لَا ذِلَّةٌ ؕ اُولٰٓئِكَ اَصْحٰبُ الْجَنَّةِ ۚ هُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ ﴿٢٦﴾ وَالَّذِيْنَ كَسَبُوا السَّيِّاٰتِ جَزَآءُ سَيِّئَةٍ بِمِثْلِهَا ۙ وَتَرْهَقُهُمْ ذِلَّةٌ ؕ مَا لَهُمْ مِّنَ اللّٰهِ مِنْ عَاصِمٍ ۚ كَاَنَّمَآ اُغْشِيَتْ وُجُوْهُهُمْ قِطَعًا مِّنَ الَّيْلِ مُظْلِمًا ؕ اُولٰٓئِكَ اَصْحٰبُ النَّارِ ۚ هُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ ﴿٢٧﴾

পুণ্যের প্রতিদান ও পাপের পরিণতি

২৬-২৭. যারা উত্তম কাজ করে তাদের জন্য আছে উত্তম প্রতিদান এবং আরও অনেক বেশী। (পরকালে) তাদের চেহারা মলিন হবে না, তারা অপমানিত হবে না। তারা হবে জান্নাতী, সেখানে তারা চিরদিন থাকবে। আর (যে বা) যারা পাপ করবে তাদের পাপের পরিণতি হবে সমপরিমাণে এবং (পরকালে) তারা অপমানিত হবে। তাদেরকে আল্লাহ (আল্লাহর আযাব) থেকে কেউ বাঁচাতে পারবে না। তাদের মুখ (মলিন হয়ে যাবে) যেন রাতের আঁধারে আচ্ছন্ন হয়ে গেছে। তারা হলো জাহান্নামী, সেখানে তারা চিরকাল থাকবে।

وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيْعًا ثُمَّ نَقُوْلُ لِلَّذِيْنَ اَشْرَكُوْا مَكَانَكُمْ اَنْتُمْ وَ شُرَكَآؤُكُمْ ۚ فَزَيَّلْنَا بَيْنَهُمْ وَ قَالَ شُرَكَآؤُهُمْ مَّا كُنْتُمْ اِيَّانَا تَعْبُدُوْنَ ﴿٢٨﴾ فَكَفٰى بِاللّٰهِ شَهِيْدًا بَيْنَنَا وَ بَيْنَكُمْ اِنْ كُنَّا عَنْ عِبَادَتِكُمْ لَغٰفِلِيْنَ ﴿٢٩﴾ هُنَالِكَ تَبْلُوْا كُلُّ نَفْسٍ مَّآ اَسْلَفَتْ وَرُدُّوْٓا اِلَى اللّٰهِ مَوْلٰىهُمُ الْحَقِّ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَّا كَانُوْا يَفْتَرُوْنَ ﴿٣٠﴾

শিরকের পরিণতি

২৮-২৯. সেদিন আমি তাদের সবাইকে একত্রিত করব, তারপর যারা শিরক করেছে তাদেরকে বলবঃ তোমরা ও তোমাদের শুরাকা (শুরাকা অর্থ শরীকগণ। মানুষ যাদেরকে আল্লাহর আসনে বসিয়ে আল্লাহর সাথে শিরক করে তাদেরকে শুরাকা বলা হয়) নিজ নিজ অবস্থান গ্রহণ করো। আমি তাদের পরস্পরের সম্পর্ক নস্যাৎ করে দেব। তখন শুরাকা (তাদের অনুসারীদের) বলবেঃ তোমরা আমাদের পূজা করোনি। তোমাদের ও আমাদের সাক্ষী হিসেবে আল্লাহ-ই যথেষ্ট, তোমাদের পূজা সম্পর্কে আমরা কিছুই জানি না।

৩০. তখন তারা সবাই নিজ নিজ কর্মফল ভোগ করবে। তারা সবাই আসল মাওলার কাছে ফিরে যাবে আর তারা মনগড়া যা রটনা করেছিলো সব তাদের থেকে উধাও হয়ে যাবে।

শিরক পরিচিতিঃ শিরক অর্থ শরীক করা, অংশীদার বানানো। আল্লাহর জাতিসত্ত্বা বা কোনো বৈশিষ্ট্যে অন্য কাউকে বা অন্য কিছুকে আল্লাহর শরীক বা সমকক্ষ বানানো অথবা আল্লাহর জন্য যা করা হয় অন্যের জন্য এমন কিছু করার নাম শিরক। শিরক নানাভাবে হয়ে থাকে। যেমন..

- ❖ আল্লাহর ছেলে আছে, মেয়ে আছে বা পরিবার আছে মনে করলে আল্লাহর জাতিসত্তায় শিরক হয়।
- ❖ আল্লাহর ইবাদত করতে যা করা হয় অন্যের জন্য এমন কিছু করলে ইবাদাতে শিরক হয়।
- ❖ আল্লাহর প্রভুত্ব, কর্তৃত্ব ও সার্বভৌমত্বে অন্যকে আল্লাহর মত মনে করলে উলুহিয়্যাতে শিরক হয়।
- ❖ আল্লাহর বিধানের বিপরীতে অন্য কারো বানানো আইন বা বিধান মেনে নিলে রুবুবিয়্যাতে শিরক হয়।
- ❖ আল্লাহর বিচার ও শাসননীতির বিপরীতে অন্যের বিচার বা শাসননীতি মেনে নিলে হাকিমিয়্যাতে শিরক হয়।
- ❖ আল্লাহর কোনো বৈশিষ্ট্যে অন্যকে আল্লাহর সমান বা সমকক্ষ মনে করলে বৈশিষ্ট্যে শিরক হয়।
- ➢ উল্লেখিত শিরক সমূহ হচ্ছে বড় শিরক। নীচের ৩টি হচ্ছে ছোট শিরক...
- ❖ আল্লাহ ছাড়া অন্য নামে কসম করলে শিরক হয়।
- ❖ মানুষ থেকে প্রতিদান পাবার জন্য বা আল্লাহ ছাড়া অন্যের সন্তুষ্টির জন্য কোনো সৎকাজ করলে রিয়া হয় এবং রিয়াও এক প্রকার শিরক, হাদীছে রিয়াকে শিরক খাফিয়্য বা গোপন শিরক বলা হয়েছে।
- ❖ কুরআনের আয়াত (বা মাসনূন দোয়া) ছাড়া অন্য কিছু দিয়ে তাবিজ ঝুলালেও শিরক হয়।

(শিরক সম্পর্কে আরও বিস্তারিত জানতে আমাদের ইসলাম শিক্ষা সিলেবাসের ৪র্থ বই "ঈমানের উপর অবিচল থাকা"র শিরক অধ্যায় দেখে নিন)

قُلْ مَنْ يَّرْزُقُكُمْ مِّنَ السَّمَآءِ وَ الْاَرْضِ اَمَّنْ يَّمْلِكُ السَّمْعَ وَ الْاَبْصَارَ وَ مَنْ يُّخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَ يُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَ مَنْ يُّدَبِّرُ الْاَمْرَ ؕ فَسَيَقُوْلُوْنَ اللّٰهُ ۚ فَقُلْ اَفَلَا تَتَّقُوْنَ ﴿٣١﴾ فَذٰلِكُمُ اللّٰهُ رَبُّكُمُ الْحَقُّ ۚ فَمَا ذَا بَعْدَ الْحَقِّ اِلَّا الضَّلٰلُ ۖۚ فَاَنّٰى تُصْرَفُوْنَ ﴿٣٢﴾ كَذٰلِكَ حَقَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ عَلَى الَّذِيْنَ فَسَقُوْٓا اَنَّهُمْ لَا يُؤْمِنُوْنَ ﴿٣٣﴾

ঈমান আনার জন্য আল্লাহর তাওফীক প্রয়োজন হয়

৩১. (হে নবী! তাদের যদি) বলো! (মানে জিজ্ঞেস করো..)

- ❖ কে আসমান ও যমীন থেকে তোমাদের জীবিকা দান করেন..?
- ❖ তোমাদের শ্রবণশক্তি ও দৃষ্টিশক্তির মালিক কে..?
- ❖ কে মৃত থেকে জীবিত বের করেন আর জীবিত থেকে মৃত..?
- ❖ কে নিয়ন্ত্রণ করেন সবকিছু..?

(এ সকল প্রশ্নের উত্তরে) তারা বলবেঃ আল্লাহ। (কারণ এ ছাড়া আর কোনো উত্তর নেই। এখন তাদের) বলোঃ তোমরা কি তাকওয়া অর্জন করবে না? (আল্লাহর ভয়ে কুফর শিরক থেকে বেঁচে থাকার নাম তাকওয়া)

৩২. ইনিই আল্লাহ, তোমাদের আসল রাব্ব (তথা আসল বিধানদাতা/ আসল নীতি নির্ধারক।) আর আসল ছাড়া বাকি যা আছে সবই নকল। (তাই বুঝতেই পারছো আল্লাহ ছাড়া আর যত বিধানদাতা বা নীতি নির্ধারক আছে এদের সবাই নকল।) সুতরাং (একটু ভেবে দেখো) তোমরা (আসল বিধানদাতাকে ছেড়ে) কোথায় ঘুরপাক খাচ্ছ?

৩৩. (এমনভাবে বুঝানোর পরও তারা এসব বুঝে না। কারণ) পাপিষ্ঠদের ব্যাপারে আল্লাহর বাণী এভাবে-ই প্রতিফলিত হয়ঃ তারা ঈমান আনবে না।

قُلْ هَلْ مِنْ شُرَكَآئِكُمْ مَّنْ يَّبْدَؤُا الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيْدُهٗ ؕ قُلِ اللّٰهُ يَبْدَؤُا الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيْدُهٗ فَاَنّٰى تُؤْفَكُوْنَ ﴿٣٤﴾ قُلْ هَلْ مِنْ شُرَكَآئِكُمْ مَّنْ يَّهْدِيْٓ اِلَى الْحَقِّ ؕ قُلِ اللّٰهُ يَهْدِيْ لِلْحَقِّ ؕ اَفَمَنْ يَّهْدِيْٓ اِلَى الْحَقِّ اَحَقُّ اَنْ يُّتَّبَعَ اَمَّنْ لَّا يَهِدِّيْٓ اِلَّآ اَنْ يُّهْدٰى ۚ فَمَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُوْنَ ﴿٣٥﴾ وَ مَا يَتَّبِعُ اَكْثَرُهُمْ اِلَّا ظَنًّا ؕ اِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِيْ مِنَ الْحَقِّ شَيْـًٔا ؕ اِنَّ اللّٰهَ عَلِيْمٌۢ بِمَا يَفْعَلُوْنَ ﴿٣٦﴾

আল্লাহ-ই সকল ক্ষমতার উৎস

৩৪. বলো! (মানে তাদের জিজ্ঞেস করো) তোমাদের এমন কোনো শুরাকা (মনগড়া খোদা) আছে কী? যে প্রথম সৃষ্টি করেছে এবং পুনরায় সৃষ্টি করবে? (এর প্রত্যুত্তরে) তুমি-ই বলে দাও (না, নেই। বরং) আল্লাহ-ই প্রথম সৃষ্টি করেছেন এবং তিনি-ই পুনরায় সৃষ্টি করবেন। (এ কথা বুঝার পরও) তোমরা কোথা থেকে এনে/কী সব রটনা করছো?

৩৫. বলো! (জিজ্ঞেস করো) তোমাদের এমন কোনো শুরাকা আছে কী? যে (তোমাদেরকে) সঠিকভাবে হেদায়াত করবে? (এর প্রত্যুত্তরে) তুমি-ই বলে দাও! (না, নেই। কারণ শুধু) আল্লাহই সঠিকভাবে হেদায়াত করেন। (এখন তাদের জিজ্ঞেস করো) যে সত্ত্বা (তোমাদেরকে) সঠিকভাবে হেদায়াত করতে সক্ষম সে আনুগত্যের অধিক যোগ্য? না কি (সে আনুগত্যের যোগ্য) যে নিজেই চলতে পারে না, অন্য কেউ তাকে চালাতে হয়? তোমাদের কী হয়েছে? এ তোমাদের কেমন ফয়সালা? (তোমরা কেন আল্লাহকে ছেড়ে অন্যদের মেনে নিচ্ছ?)

৩৬. আসলে তাদের অধিকাংশই "যান্ন" (ধারণা, খেয়ালখুশী, মনগড়া নীতি)র অনুকরণ করছে। আর "যান্ন" কখনো সত্যের বিকল্প হতে পারে না। তারা যা করছে এ সকল ব্যপারে আল্লাহ অবগত।

জ্ঞাতব্যঃ যে যা তৈরি করে এটা পরিচালনার নিয়ম নীতি তৈরি করার অধিকারও তার। আল্লাহ আমাদের সৃষ্টিকর্তা, মালিক। তাই আমাদের আইন ও বিধান তৈরির একমাত্র অধিকারী আল্লাহ। আমাদের জন্য আইন ও বিধান তৈরির মূলনীতি ঠিক করে দিয়েছেন আল্লাহ তায়া'লা।

এসব মূলনীতির উৎস কুরআন ও সুন্নাহ। এসব মূলনীতির বিপরীতে যে আইন বা বিধান তৈরি করা হয় এসব-ই ভিত্তিহীন ও মনগড়া। সব-ই মানুষের কল্পনা, ধারনা ও চিন্তার ফসল। আর এ ধারনা ভিত্তিক আইন ও বিধানই চালু রয়েছে বিশ্বময়।

وَ مَا كَانَ هٰذَا الْقُرْاٰنُ اَنْ يُّفْتَرٰى مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ وَ لٰكِنْ تَصْدِيْقَ الَّذِيْ بَيْنَ يَدَيْهِ وَ تَفْصِيْلَ الْكِتٰبِ لَا رَيْبَ فِيْهِ مِنْ رَّبِّ الْعٰلَمِيْنَ ﴿٣٧﴾ اَمْ يَقُوْلُوْنَ افْتَرٰىهُ ؕ قُلْ فَاْتُوْا بِسُوْرَةٍ مِّثْلِهٖ وَ ادْعُوْا مَنِ اسْتَطَعْتُمْ

مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ ﴿٣٨﴾ بَلْ كَذَّبُوْا بِمَا لَمْ يُحِيْطُوْا بِعِلْمِهٖ وَ لَمَّا يَاْتِهِمْ تَاْوِيْلُهٗ ؕ كَذٰلِكَ كَذَّبَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الظّٰلِمِيْنَ ﴿٣٩﴾ وَ مِنْهُمْ مَّنْ يُّؤْمِنُ بِهٖ وَ مِنْهُمْ مَّنْ لَّا يُؤْمِنُ بِهٖ ؕ وَ رَبُّكَ اَعْلَمُ بِالْمُفْسِدِيْنَ ﴿٤٠﴾

কুরআন বিমুখ জীবন

৩৭. এ কুরআন আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো বানানো নয়। এটা (আল্লাহ প্রদত্ত) আগেকার সবকিছুকে সত্যায়ন করছে এবং (শারীয়াহর) বিধান সমূহ সবিস্তারে বর্ণনা করছে, এটা রাব্বুল আ'লামীনের পক্ষ থেকে (অবতীর্ণ) এতে কোনো সন্দেহ নেই।

৩৮. তারা (আরবের কাফিররা) কী বলেঃ সে (মুহাম্মাদ) এটা বানিয়ে নিয়েছে? (তাদের) বলে দাওঃ (মুহাম্মাদ যদি এটা বানিয়ে থাকে তবে তোমরাও) এর মত একটি সূরাহ বানিয়ে আনো এবং (নিজেরা না পারলে সাহায্যের জন্য) আল্লাহ ছাড়া অন্য যাকে ইচ্ছা ডেকে আনো যদি তোমরা সত্যবাদী হয়ে থাকো।

৩৯. বস্তুত তারা এ কুরআন মেনে নিচ্ছে না। কারণ এটা তাদের জ্ঞানের ঊর্ধ্বে এবং এখনো এর (এতে বর্ণিত অনেক কিছুরই) বাস্তবায়ন ঘটেনি। (তবে এসব নতুন নয়) তাদের পূর্ববর্তীরাও (আল্লাহর কিতাবকে) এভাবে অবজ্ঞা করেছে। লক্ষ্য করে দেখো! পাপিষ্ঠদের কি পরিণতি হয়েছে?

৪০. (আসল বাস্তবতা হলো দুনিয়ার সবাই ঈমান আনবে না। বরং) তাদের কেও কেও ঈমান আনবে আর কেও কেও আনবে না। (তথা কেউ এ কিতাব মেনে নেবে আর কেও মানবে না। তবে মনে রেখো! যে বা যারা বাস্তব জীবনে কুরআনবিহীন জীবনযাপন করবে তারা পাপিষ্ঠ) আর তোমার রাব্ব পাপিষ্ঠদের ব্যাপারে খুব অবগত।

হুঁশিয়ারিঃ যে বা যারা বাস্তব জীবনে কুরআন বিমুখ হয়ে যাবে তাদের পরিণাম হবে ভয়াবহ। এমনকি এক সময়ে তাদের মুখায়ব বিকৃত করা হবে, তাদের লা'নত করা করা হবে এবং আরও নানা ধরনের সাজা দেয়া হবে। আমাদের সমাজে মুসলিম হিসেবে পরিচিত হয়েও অনেক মানুষ নানাভাবে এবং নানা পন্থায় কুরআন বিমুখ জীবন যাপনে অভ্যস্থ হয়ে পড়েছেন। যেমন..

- যেসব মুসলিম স্যাকুলার ধারায় জীবনযাপন করছেন তারা কুরআন বিমুখ হয়ে গেছেন। কারণ কুরআনের বিধান হচ্ছে বাস্তব জীবনের সকল ক্ষেত্রে কুরআনিক আইন মেনে চলা আর স্যাকুলাররা রাজনীতি, অর্থনীতি, সমাজনীতিসহ বাস্তব জীবনের অনেক ক্ষেত্রে কুরআন পরিপন্থী আইন, বিধান ও নীতি মেনে কুরআন বিমুখ হয়ে যায়।
- যেসব মুসলিম ন্যাশনালিষ্ট হয়ে গেছেন তারাও কুরআন বিমুখ। কারণ কুরআনের মূল শিক্ষা বিশ্ব মুসলিমের জাতীয় ঐক্য আর ন্যাশনালিজমের (আঞ্চলিক জাতীয়তাবাদের) মূল শিক্ষা অঞ্চল ভিত্তিক বিভাজন।
- যেসব মুসলিম আক্বীদাহ বিশ্বাসে তথা আদর্শগতভাবে ডেমুক্রেট বা গণতান্ত্রিক হয়ে যায় তারাও কুরআন বিমুখ। কারণ আল-কুরআন আল্লাহর সার্বভৌমত্ব শিক্ষা দেয় আর গণতন্ত্র শিক্ষা দেয় মানুষের সার্বভৌমত্ব।
- যেসব মুসলিম আদর্শগতভাবে ক্যাপিটালিজম বা পুঁজিবাদ মেনে নিয়েছেন তারাও কুরআন বিমুখ হয়ে গেছেন। কারণ আল-কুরআনের বিধান হচ্ছে সুদ হারাম আর পুঁজিবাদের মূল ভিত্তি-ই সুদ।

❖ যেসব মুসলিম উম্মতের মাঝে বিভাজন তৈরি করে দলেদলে বিভক্ত হয়ে যায় তথা যে বা যারা দ্বীন নিয়ে দলাদলিতে রত তারাও কুরআন বিমুখ হয়ে গেছেন। কারণ কুরআনের মূল শিক্ষা মুসলিমদের জাতীয় ঐক্য এবং সকল প্রকার অনৈক্য ও বিভাজনকে কুরআনে হারাম করা হয়েছে। এমনকি যে বা যারা উম্মতের মাঝে বিভক্তি ও দলাদলি সৃষ্টি করে তাদের সাথে রাসূল সাঃ'এর সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে যাবে বলে হুঁশিয়ার করে দিয়েছে আল-কুরআন। (দেখুন সুরাহ আনয়া'মঃ ১৫৯)

وَاِنْ كَذَّبُوْكَ فَقُلْ لِّيْ عَمَلِيْ وَلَكُمْ عَمَلُكُمْ ۚ اَنْتُمْ بَرِيْٓـُٔوْنَ مِمَّآ اَعْمَلُ وَاَنَا بَرِيْٓءٌ مِّمَّا تَعْمَلُوْنَ ﴿٤١﴾

নিজের কাজের দায়ভার নিজেকে-ই নিতে হবে

৪১. (হে নবী!) তারা যদি তোমাকে (মেনে নিতে) অস্বীকার করে তবে বলে দাওঃ আমার আ'মাল আমার জন্য আর তোমাদের আ'মাল তোমাদের জন্য। আমার কাজের জন্য তোমরা জবাবদিহি মুক্ত আর তোমাদের কাজের জন্য আমিও জবাবদিহি মুক্ত। (সুতরাং আমাকে নিয়ে তোমাদের মাথা ঘামাতে হবে না)

وَمِنْهُمْ مَّنْ يَّسْتَمِعُوْنَ اِلَيْكَ ؕ اَفَاَنْتَ تُسْمِعُ الصُّمَّ وَلَوْ كَانُوْا لَا يَعْقِلُوْنَ ﴿٤٢﴾ وَمِنْهُمْ مَّنْ يَّنْظُرُ اِلَيْكَ ؕ اَفَاَنْتَ تَهْدِى الْعُمْىَ وَلَوْ كَانُوْا لَا يُبْصِرُوْنَ ﴿٤٣﴾ اِنَّ اللّٰهَ لَا يَظْلِمُ النَّاسَ شَيْـًٔا وَّلٰكِنَّ النَّاسَ اَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُوْنَ ﴿٤٤﴾

মানুষের তিনটি বদ-স্বভাব

৪২. (হে নবী!) কিছু লোক তোমাকে শুনবে (কিন্তু তোমার কথা মানবে না। তবে এদের নিয়ে ভেবো না। কারণ পাপ করতে করতে এদের অন্তর বিবেকহীন ও বধির হয়ে গেছে) আর যে ব্যক্তি বধির হয়ে গেছে এবং কিছু বুঝেও না তুমি কী তাকে শুনাতে পারবে?

৪৩. কিছু লোক তোমাকে দেখবে (কিন্তু তোমার থেকে শিক্ষা গ্রহণ করে না। তবে তুমি এদের নিয়ে ভেবো না। কারণ পাপের প্রভাবে এরা অন্ধ হয়ে গেছে।) আর তুমি কি কোনো অন্ধকে পথ দেখাতে পারবে যখন তারা ভ্রুক্ষেপ-ই করে না?

৪৪. অবশ্য-ই (পাপের কারণে আযাব দিয়ে) আল্লাহ মানুষের উপর একটুও জুলম করেন না। বরং (পাপাচারে লিপ্ত হয়ে) মানুষ নিজেই নিজের উপর/একে অন্যের উপর জুলম করে থাকে।

وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ كَاَنْ لَّمْ يَلْبَثُوْٓا اِلَّا سَاعَةً مِّنَ النَّهَارِ يَتَعَارَفُوْنَ بَيْنَهُمْ ؕ قَدْ خَسِرَ الَّذِيْنَ كَذَّبُوْا بِلِقَآءِ اللّٰهِ وَمَا كَانُوْا مُهْتَدِيْنَ ﴿٤٥﴾ وَاِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِىْ نَعِدُهُمْ اَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ فَاِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ ثُمَّ اللّٰهُ شَهِيْدٌ عَلٰى مَا يَفْعَلُوْنَ ﴿٤٦﴾ وَلِكُلِّ اُمَّةٍ رَّسُوْلٌ ۚ فَاِذَا جَآءَ رَسُوْلُهُمْ قُضِىَ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ وَهُمْ لَا يُظْلَمُوْنَ ﴿٤٧﴾

আল্লাহর রীতি

৪৫. আল্লাহ যেদিন সবাইকে একত্রিত করবেন সেদিন (তারা মনে করবে) দিনের একটু সময় মাত্র (দুনিয়ায়) অবস্থান করেছে। তারা তখন একে অপরকে চিনতে পারবে (কিন্তু কেও কারো উপকার করতে পারবে না। তাই হে মানুষ! মনে রেখো!) যারা আল্লাহর সাক্ষাৎ (তথা আখেরাত) অস্বীকার করে তারা মহাক্ষতিগ্রস্থ, তারা হেদায়াত পাবে না।

৪৬. (হে নবী!) আমি (এ কুরআনে) তাদের ব্যাপারে যেসব (আযাবের) প্রতিশ্রুতি দিয়েছি হয়তো এর কিয়দংশ তোমাকে দেখাব, অথবা (না দেখিয়েই) তোমার মৃত্যু ঘটাবো (তবে সাজা তাদের পেতেই হবে।) তারা আমার কাছেই ফিরে আসবে। আর তারা যা করছে আল্লাহ হলেন এসবের প্রত্যক্ষ সাক্ষী।

৪৭. প্রত্যেক জাতির জন্য-ই রাসূল এসেছিল। রাসূল আসার পর (তারা অমান্য করেছে। তখন তাদের ব্যাপারে) ন্যায়সঙ্গত ফয়সালা হয়েছে, কারো প্রতি অবিচার করা হয়নি।

وَيَقُوْلُوْنَ مَتٰى هٰذَا الْوَعْدُ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ ﴿٤٨﴾ قُلْ لَّآ اَمْلِكُ لِنَفْسِيْ ضَرًّا وَّ لَا نَفْعًا اِلَّا مَا شَآءَ اللّٰهُ ؕ لِكُلِّ اُمَّةٍ اَجَلٌ ؕ اِذَا جَآءَ اَجَلُهُمْ فَلَا يَسْتَاْخِرُوْنَ سَاعَةً وَّ لَا يَسْتَقْدِمُوْنَ ﴿٤٩﴾

প্রতিটি জাতির জন্য-ই সময় নির্ধারিত

৪৮. তারা বলেঃ (মুহাম্মাদ!) তুমি সত্য হলে (বলোঃ আযাব, কিয়ামত, পুনরুত্থান) এসব প্রতিশ্রুতি কবে (বাস্তবায়িত) হবে?

৪৯. বলে দাওঃ (এ ব্যাপারে আমি কিছুই জানি না।) আমি নিজের-ই উপকার বা অপকার করতে পারি না আল্লাহর ইচ্ছা ছাড়া। (তবে এতোটুকু বলতে পারি) প্রতিটি জাতির জন্য-ই সময় নির্ধারিত, যখন যার সময় আসবে (তখন-ই আযাব চলে আসবে।) একটু আগেও আসবে না আর একটু দেরিও হবে না।

قُلْ اَرَءَيْتُمْ اِنْ اَتٰىكُمْ عَذَابُهٗ بَيَاتًا اَوْ نَهَارًا مَّا ذَا يَسْتَعْجِلُ مِنْهُ الْمُجْرِمُوْنَ ﴿٥٠﴾ اَثُمَّ اِذَا مَا وَقَعَ اٰمَنْتُمْ بِهٖ ؕ ءٰٓاٰلْـٰٔنَ وَ قَدْ كُنْتُمْ بِهٖ تَسْتَعْجِلُوْنَ ﴿٥١﴾ ثُمَّ قِيْلَ لِلَّذِيْنَ ظَلَمُوْا ذُوْقُوْا عَذَابَ الْخُلْدِ ۚ هَلْ تُجْزَوْنَ اِلَّا بِمَا كُنْتُمْ تَكْسِبُوْنَ ﴿٥٢﴾

পাপিষ্ঠদের অহেতুক আস্ফালন

পটভূমিঃ মুশরিক নেতারা বলতঃ মুহাম্মাদ! তুমি বলছো তোমাকে না মানলে আমরা ধ্বংস হবে যাব যেমন ধ্বংস হয়েছে আগেকার অনেক জাতি। আমরা তো তোমাকে মানছি না, তোমার কাছে আগত কিতাব মানছি না, তা সত্ত্বেও আমাদের উপর কেন আযাব আসে না? তাদের এমন উক্তির প্রত্যুত্তরে নাযিল হয়েছে...

৫০. (হে নবী! তাদের) বলো (জিজ্ঞেস করো) তোমরা ভেবে দেখেছো কী? আল্লাহর আযাব যদি দিনে

বা রাতে হঠাৎ চলে আসে (তখন তোমরা কী করবে? তখন তো বাঁচার কোনো উপায় থাকবে না) পাপিষ্ঠরা কেন এ ব্যাপারে তাড়াহুড়া করছে?

৫১. এটা (আযাবের অপেক্ষা) কী এজন্য যে আযাব আসার পর তারা ঈমান আনবে? (তখন তো ঈমান কোনো কাজে-ই আসবে না। বরং বলা হবে) এখন? একটু আগেও তোমরা এ বিষয়ে তাড়াহুড়া করছিলে!

৫২. (আখেরাতে) পাপিষ্ঠদের বলা হবেঃ চিরস্থায়ী আযাব আস্বাদন করো, তোমাদেরকে তা-ই দেয়া হচ্ছে যা তোমরা অর্জন করেছিলে।

وَ يَسْتَنْۢبِـُٔوْنَكَ اَحَقٌّ هُوَ قُلْ اِیْ وَ رَبِّیْۤ اِنَّهٗ لَحَقٌّ ۫ وَ مَاۤ اَنْتُمْ بِمُعْجِزِیْنَ ﴿۵۳﴾ وَ لَوْ اَنَّ لِكُلِّ نَفْسٍ ظَلَمَتْ مَا فِی الْاَرْضِ لَافْتَدَتْ بِهٖ ؕ وَ اَسَرُّوا النَّدَامَةَ لَمَّا رَاَوُا الْعَذَابَ ۚ وَ قُضِیَ بَیْنَهُمْ بِالْقِسْطِ وَ هُمْ لَا یُظْلَمُوْنَ ﴿۵۴﴾

জালিমের রক্ষা নেই

৫৩-৫৪. (হে নবী!) তারা তোমাকে জিজ্ঞেস করেঃ এটা (আল্লাহর আযাব) কী সত্যি? বলে দাওঃ অবশ্যই, প্রভুর কসম, এটা অবশ্য-ই সত্যি এবং তোমরা এর মোকাবেলা করতে সক্ষম নও। যে ব্যক্তি জুলম করেছে এমন একেক জন ব্যক্তির মুক্তির জন্য দুনিয়ার সবকিছু দিয়ে দিলেও না। আযাব দেখার পর তারা (ঈমান না আনার জন্য) সংগোপনে অনুশোচনা করবে। (সেদিন) তাদের বিচার হবে ন্যায় সঙ্গত। কারো প্রতি অবিচার করা হবে না।

জ্ঞাতব্যঃ আমরা অনেকে-ই আল্লাহর পথে দান করি। জীবদ্দশায়ও দান করি আর মরণের পরও আমাদের আত্মীয়স্বজন হয়ত আমাদের নাজাতের জন্য দান করবে। কিন্তু উক্ত আয়াতে বলা হয়েছেঃ একজন জালিমের পক্ষে দুনিয়ার সব সম্পদ দিয়ে দিলেও নাজাত পাওয়া যাবে না। সুতরাং আমাদের উচিত সকল প্রকার জুলম থেকে বিরত থাকা।

উল্লেখ্য জুলম অর্থ অবিচার, কাউকে তার ন্যায়সঙ্গত অধিকার থেকে বঞ্চিত করা জুলম আর সবচেয়ে বড় জুলম হলো মহান আল্লাহকে তাঁর ন্যায়সঙ্গত অধিকার না দেওয়া মানে শিরক করা। হে আল্লাহ! আমাদেরকে হেফাজত করো।

اَلَاۤ اِنَّ لِلّٰهِ مَا فِی السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ ؕ اَلَاۤ اِنَّ وَعْدَ اللّٰهِ حَقٌّ وَّ لٰكِنَّ اَكْثَرَهُمْ لَا یَعْلَمُوْنَ ﴿۵۵﴾ هُوَ یُحْیٖ وَ یُمِیْتُ وَ اِلَیْهِ تُرْجَعُوْنَ ﴿۵۶﴾

আল্লাহর সার্বভৌমত্ব

৫৫-৫৬. (হে মানুষ!) শুনো! আসমানসমূহ এবং যমীনে যা আছে এ সবকিছুর মালিকানা আল্লাহর। শুনো! আল্লাহর প্রতিশ্রুতি সত্য কিন্তু অধিকাংশ মানুষ এটা জানে না। তিনিই জীবন দেন, তিনিই মৃত্যু দেন এবং তাঁর কাছে-ই তোমাদের প্রত্যাবর্তন।

জ্ঞাতব্যঃ মালিকানা দুই প্রকার। বিধিবদ্ধ মালিকানা ও সার্বিক মালিকানা বা সার্বভৌম মালিকানা।

- ❖ যে মালিকানা আইনের আওতাধীন, যে মালিকানায় জবাবদিহিতা আছে, যে মালিকানায় নিয়ম বা বিধান মেনে চলতে হয়, এটা হলো বিধিবদ্ধ মালিকানা। আল্লাহ ছাড়া অন্য সকলের মালিকানা বিধিবদ্ধ।
- ❖ যে মালিকানা কোনো আইন বা নিয়মের আওতাধীন নয়, যে মালিকানায় কোনো জবাবদিহিতা নেই, যে মালিকানায় যা ইচ্ছা তাই করা যায়, এটা হলো সার্বিক মালিকানা বা সার্বভৌম মালিকানা। একমাত্র আল্লাহর মালিকানা-ই সার্বিক ও সার্বভৌম।

يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ قَدْ جَآءَتْكُم مَّوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَشِفَآءٌ لِّمَا فِى ٱلصُّدُورِ ۙ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ ﴿٥٧﴾

আল-কুরআন

৫৭. হে মানুষ! প্রভুর পক্ষ থেকে তোমাদের কাছে এসেছে (এক মহাগ্রন্থ) যাতে রয়েছে উপদেশ এবং (তোমাদের) অন্তরে (কুফর, শিরক, নিফাকসহ) যেসব ব্যাধি আছে এসবের নিরাময় আর মুঅমিনদের জন্য হেদায়াত ও রহমত।

জ্ঞাতব্যঃ মানব অন্তরের নিরাময় হলো আল-কুরআন। আর অন্তরের রোগসমূহ হলো কুফর, শিরক, মুনাফিকী, অহংকার, রিয়া, ইত্যাদি। এসব ব্যাধি সরাসরি মানুষের ঈমান ও আ'মালে আঘাত করে। কোনোটি ঈমানকে নষ্ট করে দেয় আর কোনোটি আ'মালকে নস্যাৎ করে ফেলে। তাই এসব অনিষ্ট থেকে বাঁচার জন্য কুরআন পড়তে হবে, বুঝতে হবে এবং কুরআন মেনে চলতে হবে।

قُلْ بِفَضْلِ ٱللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِۦ فَبِذَٰلِكَ فَلْيَفْرَحُوا۟ ۖ هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ ﴿٥٨﴾

আল্লাহর অনুগ্রহ ও রহমত দুনিয়ার সবকিছু থেকে উত্তম

৫৮. (হে নবী! মানুষকে) বলে দাওঃ আল্লাহর অনুগ্রহ ও রহমত (মানব জীবনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়) তাই তারা যেন এসব পেয়ে পরিতৃপ্ত হয়। দুনিয়ার সমস্ত সঞ্চয়ের চেয়ে এটা অনেক অনেক উত্তম।

قُلْ أَرَءَيْتُم مَّآ أَنزَلَ ٱللَّهُ لَكُم مِّن رِّزْقٍ فَجَعَلْتُم مِّنْهُ حَرَامًا وَحَلَٰلًا ۖ قُلْ ءَآللَّهُ أَذِنَ لَكُمْ أَمْ عَلَى ٱللَّهِ تَفْتَرُونَ ﴿٥٩﴾ وَمَا ظَنُّ ٱلَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبَ يَوْمَ ٱلْقِيَٰمَةِ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى ٱلنَّاسِ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَشْكُرُونَ ﴿٦٠﴾

আল্লাহর উপর মিথ্যাচার

৫৯. (হে নবী! তাদের) বলো (জিজ্ঞেস করো) তোমরা কী ভেবে দেখেছো? আল্লাহ তোমাদেরকে যেসব রিজিক (জীবন উপকরণ) দিয়েছেন আর তোমরা (ইচ্ছামত) এসবকে হালাল ও হারাম বানাচ্ছ (এর পরিণতি কি হতে পারে? তাদের) জিজ্ঞেস করোঃ এমন করার জন্য আল্লাহ কী তোমাদেরকে অনুমতি দিয়েছেন? না কী তোমরা (নিজেরাই হালাল হারাম নির্ধারণ করে) আল্লাহর উপর মিথ্যাচার করছো?

৬০. যারা আল্লাহর উপর মিথ্যাচার করে পরকাল সম্পর্কে তাদের কী ধারণা (তারা কি জাহান্নাম থেকে বাঁচতে পারবে?) আসলে আল্লাহ মানুষের প্রতি অনুগ্রহশীল কিন্তু অধিকাংশ মানুষ শোকর আদায় করে না। (অন্তরে নিয়ামতের গুরুত্ব অনুধাবন করে মুখে স্বীকৃতি দেয়া এবং বাস্তব জীবনে আল্লাহর বিধান মেনে নেয়ার নাম শোকর করা)

জ্ঞাতব্যঃ হালাল-হারাম, বৈধ-অবৈধ, করণীয়-বর্জনীয় তথা জীবন বিধান নির্ধারণের একমাত্র বৈধ অধিকারী আল্লাহ তায়া'লা এবং আল্লাহর অনুমোদনক্রমে রাসূল সা.। অন্য কেউ এমন করলে আল্লাহর উপর মিথ্যাচার হবে।

ঈমান ও আক্বীদাহঃ আল্লাহ বা রাসূল কর্তৃক নির্ধারিত কোনো হালালকে হারাম বানানো বা কোনো হারামকে হালাল বানানো কুফর। আল্লাহর উপর মিথ্যাচার করা কুফর। অথচ অনেকে-ই এ কাজটি করে থাকেন। আমাদের সমাজে আল্লাহর উপর মিথ্যাচার করা হয় নানাভাবে। যেমন..

- ❖ আল্লাহ বলেননি এমন কোনো কথাকে আল্লাহর সাথে সম্পৃক্ত করা। যেমন অনেকে বলে থাকেন আল্লাহ নাকি বলেছেন "বান্দা তোর নাই হুঁশ আমার কি দুষ"। ইত্যাদি।
- ❖ যা দেওয়ার অধিকার শুধু-ই আল্লাহর হাতে এমন কোনো কিছুকে নিজের সাথে সম্পৃক্ত করা। যেমন.. এমন দাবী করা যে আমার কাছে ওহী আসে। অথবা আল্লাহ ছাড়া অন্য কেউ সন্তান, সম্পদ বা অন্য কোনোকিছু দিতে পারবে বলে মনে করা।
- ❖ যে কথা বলার অধিকার শুধু-ই আল্লাহর এমন কিছু বলে ফেলা। যেমন আল্লাহ বা রাসূল থেকে সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত না হলেও কোনো বিষয়ে মন্তব্য করে বলা "এটা হারাম বা এটা হালাল"।
- ❖ উল্লেখ্য মুজতাহিদ ঈমামগণ বা পূর্ববর্তী আলিমগণ সাধারণত এমন বলতেন না। সাধারণত উনারা বলতেনঃ এটা করবে, এটা করবে না। এটা করা যাবে, এটা করা যাবে না। এটা করতে সমস্যা নেই, এটা করা উচিত নয়, ইত্যাদি। কিন্তু আজকাল আমাদের সমাজে সবকিছুকেই সাফ হারাম, হালাল, ইত্যাদি শব্দ ব্যবহার করা হয়। মনে রাখবেন আলিম উলামা মানুষকে উপদেশ দিতে পারেন কিন্তু নিজ থেকে কোনো বিধান দিতে পারেন না।

বিঃ দ্রঃ= বিধান দেওয়া বা বিধান তৈরি করা একমাত্র আল্লাহর কাজ এবং আল্লাহর অনুমতি সাপেক্ষে আল্লাহর পক্ষ থেকে রাসূলগণ এ কাজটি করে থাকেন। তবে আল্লাহ এবং রাসূল কখনো কখনো কোনো আইন বা বিধানের সূত্র উল্লেখ করেছেন। এসব সূত্র ধরে আইন তৈরি করতে পারবে মানুষ, করতে পারবেন আলিমগণ।

وَمَا تَكُوْنُ فِيْ شَاْنٍ وَّ مَا تَتْلُوْا مِنْهُ مِنْ قُرْاٰنٍ وَّ لَا تَعْمَلُوْنَ مِنْ عَمَلٍ اِلَّا كُنَّا عَلَيْكُمْ شُهُوْدًا اِذْ تُفِيْضُوْنَ فِيْهِ ؕ وَ مَا يَعْزُبُ عَنْ رَّبِّكَ مِنْ مِّثْقَالِ ذَرَّةٍ فِي الْاَرْضِ وَ لَا فِي السَّمَآءِ وَ لَاۤ اَصْغَرَ مِنْ ذٰلِكَ وَ لَاۤ اَكْبَرَ اِلَّا فِيْ كِتٰبٍ مُّبِيْنٍ ﴿٦١﴾

আল্লাহ থেকে কিছু-ই গোপন থাকে না

৬১. (হে আমার বান্দা!) তুমি যে অবস্থায়-ই থাকো, কুরআনের যেখান থেকেই তিলাওয়াত করো আর তোমরা যে যখন যে কোনো কাজ করো, প্রতিটি পদক্ষেপে-ই আমরা (আল্লাহ ও ফিরিস্তাগণ) তোমাদের সঙ্গে থাকি/সাক্ষী থাকি। আসমান বা যমীনে অণু পরিমাণ অথবা এরচেয়ে বড় বা ছোট কোনোকিছু-ই তোমার প্রভুর অগোচরে থাকে না। বরং সবকিছু সুস্পষ্টভাবে কিতাবে (লাউহে মাহফুজে) লিপিবদ্ধ রয়েছে। (আর এর-ই নাম তাক্বদীর। সুতরাং

ছাওয়াবের কাজ করে ঘোষণা দিতে হবে না আর পাপ করে গোপন করতে পারবে না)

ঈমান ও আক্বীদাহঃ তাক্বদীর মহান আল্লাহর এক গোপন রহস্য। তাক্বদীরের উপর ঈমান (অবিচল আস্থা ও বিশ্বাস) রাখা ফরজ এবং ঈমানের ৬টি মূলনীতির মাঝে ৫ম নম্বরে হচ্ছে তাক্বদীরের উপর ঈমান রাখা।

اَلَآ اِنَّ اَوْلِيَآءَ اللّٰهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُوْنَ ﴿٦٢﴾ اَلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَكَانُوْا يَتَّقُوْنَ ﴿٦٣﴾ لَهُمُ الْبُشْرٰى فِى الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَفِى الْاٰخِرَةِ ؕ لَا تَبْدِيْلَ لِكَلِمٰتِ اللّٰهِ ؕ ذٰلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ ﴿٦٤﴾

আল্লাহর ওলী

৬২-৬৩. জেনে রেখো! (আখেরাতে) আল্লাহর ওয়ালীদের কোনো ভয় নেই এবং তারা পেরেশান হবে না। (আর আল্লাহর ওয়ালী কেবল তারা-ই হয়) যারা ঈমান আনে এবং তাকওয়া অর্জন করে।

৬৪. (যে বা যারা এমন হতে পারবে) দুনিয়া ও আখেরাতে তাদের জন্য সুসংবাদ। আল্লাহর নীতিতে কোনো পরিবর্তন হয় না। এটা-ই মহাসাফল্য।

জ্ঞাতব্যঃ ওয়ালী অর্থ অভিভাবক, দায়িত্বশীল। যে বন্ধুর নিরাপত্তাসহ যাবতীয় দায় নিজের কাধে তুলে নেয়া হয় তাকে ওয়ালী বলে। মহান আল্লাহ যাকে ভালোবেসে আপন বন্ধু বানিয়ে নিয়েছেন এবং যার অভিভাবকত্ব গ্রহণ করেছেন সেই আল্লাহর ওয়ালী। আল্লাহ কাকে ওয়ালী বানিয়েছেন এটা জানা আমাদের পক্ষে সম্ভব নয়। তাই কোনো নির্দিষ্ট ব্যক্তিকে আল্লাহর ওয়ালী (ওলী) হিসেবে চিহ্নিত করা আমাদের সাধ্যের বাইরের কাজ। এমন করলে আল্লাহর উপর মিথ্যাচার হবে। আহলে সুন্নাত ওয়া-ল-জামায়াতের আক্বীদাহ হচ্ছেঃ "সকল মুঅমিনই আল্লাহর ওয়ালী"। আর এ কথাটি বলা হয়েছে সূরাহ বাক্বারার ২৫৭ তম আয়াতে। (এ সম্পর্কে আরও জানতে দেখুন বাক্বারাহঃ ১০৭)

وَلَا يَحْزُنْكَ قَوْلُهُمْ ۘ اِنَّ الْعِزَّةَ لِلّٰهِ جَمِيْعًا ؕ هُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ ﴿٦٥﴾

ইজ্জতের মালিক আল্লাহ

৬৫. (হে নবী! বেইমানরা নানা অপবাদ দিয়ে তোমার সম্মানহানির চেষ্টা করছে) তাদের (এসব) কথা যেন তোমার পেরেশানির কারণ না হয়। (মনে রেখো) ইজ্জতের মালিক একমাত্র আল্লাহ, তিনি সর্বশ্রোতা মহাজ্ঞানী। (সমার্থবোধক আয়াতঃ ৩:২৬; ৪:১৩৯)

اَلَآ اِنَّ لِلّٰهِ مَنْ فِى السَّمٰوٰتِ وَمَنْ فِى الْاَرْضِ ؕ وَمَا يَتَّبِعُ الَّذِيْنَ يَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ شُرَكَآءَ ؕ اِنْ يَّتَّبِعُوْنَ اِلَّا الظَّنَّ وَاِنْ هُمْ اِلَّا يَخْرُصُوْنَ ﴿٦٦﴾

আসমান যমীনের সার্বভৌমত্ব একমাত্র আল্লাহর

৬৬. শোনো! আসমানসমূহ ও যমীনে যতকিছু আছে এসবকিছুর মালিকানা (সার্বভৌমত্ব) একমাত্র আল্লাহর। যারা আল্লাহ ছাড়া অন্য শুরাকা'র আনুগত্য করে তারা "যান্ন" (ধারণা নির্ভর আদর্শ ও নীতিমালা)র অনুকরণ করছে এবং তারা মিথ্যা রটনা করছে। (সার্বভৌমত্ব সম্পর্কে জানতে দেখুন একটু উপরে এই সূরার ৫৬ তম আয়াত)

هُوَ الَّذِیْ جَعَلَ لَكُمُ الَّیْلَ لِتَسْكُنُوْا فِیْهِ وَ النَّهَارَ مُبْصِرًا ؕ اِنَّ فِیْ ذٰلِكَ لَاٰیٰتٍ لِّقَوْمٍ یَّسْمَعُوْنَ ﴿٦٧﴾

রাত-দিন সৃষ্টির উদ্দেশ্য

৬৭. তিনি তোমাদের তরে রাত বানিয়েছেন যেন তোমরা এতে প্রশান্তি (আরাম করে ঘুমিয়ে সতেজতা ও উদ্যম ফিরে) পাও আর দিনকে করেছেন আলোকময় (যাতে তোমরা কাজকর্ম করে উপার্জন করতে পারো।) নিশ্চয়ই এতে শিক্ষা রয়েছে তাদের জন্য যারা (মানার জন্য) শোনে।

قَالُوا اتَّخَذَ اللّٰهُ وَلَدًا سُبْحٰنَهٗ ؕ هُوَ الْغَنِیُّ ؕ لَهٗ مَا فِی السَّمٰوٰتِ وَ مَا فِی الْاَرْضِ ؕ اِنْ عِنْدَكُمْ مِّنْ سُلْطٰنٍۭ بِهٰذَا ؕ اَتَقُوْلُوْنَ عَلَی اللّٰهِ مَا لَا تَعْلَمُوْنَ ﴿٦٨﴾ قُلْ اِنَّ الَّذِیْنَ یَفْتَرُوْنَ عَلَی اللّٰهِ الْكَذِبَ لَا یُفْلِحُوْنَ ﴿٦٩﴾

আল্লাহর উপর মিথ্যাচার

৬৮. তারা (ইয়াহুদ, নাসারা ও কিছু মুশরিকরা) বলে আল্লাহর সন্তান আছে, অথচ তিনি এসবের ঊর্ধ্বে। তিনি সকল প্রকার প্রয়োজন মুক্ত। আসমানসমূহ ও যমীনে যা কিছু আছে এসবকিছুর মালিকানা শুধু-ই তাঁর। এ ব্যাপারে (আল্লাহর সন্তান গ্রহণের ব্যাপারে) তোমাদের কাছে কোনো প্রমাণ নেই। (হে মানুষ!) তোমরা কী কান্ডজ্ঞানহীন হয়ে গেছো, আল্লাহর উপর মিথ্যাচার করছো?

৬৯. (হে নবী!) বলে দাওঃ যারা আল্লাহর উপর মিথ্যা রটনা করে তারা কখনো সফল হয় না। (আল্লাহর উপর মিথ্যাচার সম্পর্কে জানতে দেখুন একটু উপরে এই সুরার ৫৯-৬০ তম আয়াতের পর এবং ১৭তম আয়াত)

مَتَاعٌ فِی الدُّنْیَا ثُمَّ اِلَیْنَا مَرْجِعُهُمْ ثُمَّ نُذِیْقُهُمُ الْعَذَابَ الشَّدِیْدَ بِمَا كَانُوْا یَكْفُرُوْنَ ﴿٧٠﴾

কুফরের পরিণাম

৭০. (হে মানুষ! মনে রেখো) দুনিয়ায় (যা কিছু রয়েছে এসব-ই) ক্ষণিকের উপকরণ। পরে সবাই আমার কাছে প্রত্যাবর্তিত হবে। অতঃপর আমি তাদের কঠিন আযাব দেব (দুনিয়ার জীবনে) যারা কুফর করবে। (কুফর সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে দেখুন আমাদের ইসলাম শিক্ষা সিলেবাসের ৪র্থ বই "ঈমানের উপর অবিচল থাকা"র কুফর অধ্যায়)

ঈমান ও আক্বীদাহঃ কুফর অর্থ গোপন করা, অবিশ্বাস করা, অস্বীকার করা, অমান্য করা, অবজ্ঞা করা, ইত্যাদি। আল্লাহর দেয়া কোনো তথ্য গোপন করা বা অবিশ্বাস করা অথবা আল্লাহর বিধান মানতে অস্বীকার বা অমান্য করা অথবা আল্লাহর কোনো বিধানকে অবজ্ঞা বা অবহেলা করা কুফর। আল্লাহর কোনো বিধান নিয়ে ঠাট্টা মশকারা করা এবং যাদু করাও কুফর। বাস্তব জীবনে ইসলাম ছাড়া অন্য কোনো আদর্শ, মতবাদ বা দর্শন মেনে নেওয়াও কুফর। যে কোনো প্রকার কুফর করলে ঈমান বিনষ্ট হয়ে সকল আ'মাল ও ইবাদত নিস্ফল ও বরবাদ হয়ে যায়। কোনো মুসলিম কোনো প্রকার কুফর বা শিরকে জড়িয়ে পড়লে সে ঈমান হারা হয়ে মুনাফিক হয়ে যায়, হয়ে যায় চির জাহান্নামী। এমন মানুষ মারা গেলে তাদের জানাযা পড়া বা তাদের জন্য দোয়া করাও নিষিদ্ধ। (দেখুন সূরাহ তাওবাহঃ ৮৪)

وَ اتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَاَ نُوْحٍ ۘ اِذْ قَالَ لِقَوْمِهٖ يٰقَوْمِ اِنْ كَانَ كَبُرَ عَلَيْكُمْ مَّقَامِيْ وَ تَذْكِيْرِيْ بِاٰيٰتِ اللّٰهِ فَعَلَى اللّٰهِ
تَوَكَّلْتُ فَاَجْمِعُوْٓا اَمْرَكُمْ وَ شُرَكَآءَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُنْ اَمْرُكُمْ عَلَيْكُمْ غُمَّةً ثُمَّ اقْضُوْٓا اِلَيَّ وَ لَا تُنْظِرُوْنِ
﴿٧١﴾ فَاِنْ تَوَلَّيْتُمْ فَمَا سَاَلْتُكُمْ مِّنْ اَجْرٍ ؕ اِنْ اَجْرِيَ اِلَّا عَلَى اللّٰهِ ۙ وَ اُمِرْتُ اَنْ اَكُوْنَ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ
﴿٧٢﴾ فَكَذَّبُوْهُ فَنَجَّيْنٰهُ وَ مَنْ مَّعَهٗ فِي الْفُلْكِ وَ جَعَلْنٰهُمْ خَلٰٓئِفَ وَ اَغْرَقْنَا الَّذِيْنَ كَذَّبُوْا بِاٰيٰتِنَا ۚ
فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُنْذَرِيْنَ ﴿٧٣﴾

নূহ আঃ

৭১. (হে নবী!) তাদের কাছে নূহের ঘটনা বর্ণনা করো। নূহ যখন (দাওয়াত দিচ্ছিলো আর মানুষ তার দাওয়াতে বিরক্তবোধ করছিল। তখন সে) তার জাতিকে বলছিলঃ হে আমার জাতি! আমার অবস্থান এবং আল্লাহর আয়াতের (তথা বিধান মেনে চলার) আলোচনা তোমাদের কাছে অসহনীয় মনে হলে তোমরা এবং তোমাদের শুরাকা (মনগড়া খোদাগণ ও নেতারা যাদেরকে তোমরা রাব্ব ও ইলাহের আসনে বসিয়েছ) মিলে ষড়যন্ত্র পাকাপোক্ত করো, যাতে তোমাদের মনে কোনো সংশয় না থাকে, তারপর আমার বিরুদ্ধে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করো। আমি আল্লাহর উপর ভরসা করলাম। তোমরা আমাকে সামান্যতম অবকাশও দিও না।

৭২. তোমরা (আমার দাওয়াত) প্রত্যাখ্যান করলে (আমার কোনো ক্ষতি হবে না। কারণ) আমি তোমাদের কাছে কোনো বিনিময় চাচ্ছি না। আমার বিনিময় আল্লাহর কাছে, আমাকে আদেশ দেয়া হয়েছে আমি যেন আত্মসমর্পণকারীদের দলভুক্ত হই।

৭৩. তাসত্ত্বেও তারা (নূহকে) প্রত্যাখ্যান করেছে। ফলে আমি নূহ ও তার সঙ্গীদের জাহাজে তুলে মুক্ত করেছি এবং তাদেরকে (পরবর্তী পৃথিবীর) উত্তরাধিকারী বানিয়েছি। আর আমার বিধান অমান্যকারীদের (মহাপ্লাবনে) ডুবিয়ে মেরেছি। লক্ষ্য করোঃ (রাসূল পাঠিয়ে) যাদের সাবধান করা হয় (রাসূলকে না মানার কারণে) তাদের পরিণতি (হয় কত ভয়াবহ।)

ثُمَّ بَعَثْنَا مِنْۢ بَعْدِهٖ رُسُلًا اِلٰى قَوْمِهِمْ فَجَآءُوْهُمْ بِالْبَيِّنٰتِ فَمَا كَانُوْا لِيُؤْمِنُوْا بِمَا كَذَّبُوْا بِهٖ مِنْ قَبْلُ ؕ
كَذٰلِكَ نَطْبَعُ عَلٰى قُلُوْبِ الْمُعْتَدِيْنَ ﴿٧٤﴾

কুফরের পরিণাম

৭৪. তারপর পাঠিয়েছি আরও কত রাসূল, তারা জাতির কাছে সুস্পষ্ট প্রমাণ নিয়ে এসেছিল। কিন্তু (আগেকার প্রজন্ম) যা অস্বীকার করেছে (পরবর্তীরাও) এটা মেনে নেয়নি। এভাবে-ই আমি কাফিরদের অন্তরে মোহর লাগিয়ে দেই। (কুফর করতে করতে এক সময় মানুষের অন্তরে মোহর লাগিয়ে দেওয়া হয়। দেখুন ২:৭)

ثُمَّ بَعَثْنَا مِنْۢ بَعْدِهِمْ مُّوْسٰى وَ هٰرُوْنَ اِلٰى فِرْعَوْنَ وَ مَلَا۟ئِهٖ بِاٰيٰتِنَا فَاسْتَكْبَرُوْا وَ كَانُوْا قَوْمًا مُّجْرِمِيْنَ ﴿٧٥﴾ فَلَمَّا جَآءَهُمُ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِنَا قَالُوْۤا اِنَّ هٰذَا لَسِحْرٌ مُّبِيْنٌ ﴿٧٦﴾ قَالَ مُوْسٰۤى اَتَقُوْلُوْنَ لِلْحَقِّ لَمَّا جَآءَكُمْ ؕ اَسِحْرٌ هٰذَا ؕ وَ لَا يُفْلِحُ السّٰحِرُوْنَ ﴿٧٧﴾ قَالُوْۤا اَجِئْتَنَا لِتَلْفِتَنَا عَمَّا وَجَدْنَا عَلَيْهِ اٰبَآءَنَا وَ تَكُوْنَ لَكُمَا الْكِبْرِيَآءُ فِى الْاَرْضِ ؕ وَ مَا نَحْنُ لَكُمَا بِمُؤْمِنِيْنَ ﴿٧٨﴾

মূসা ও ফেরাউন

৭৫. তারপর ফেরাউন ও তার পরিষদের কাছে আমার সুস্পষ্ট বিধান দিয়ে মূসা ও হারুনকে পাঠিয়েছি। কিন্তু তারা দম্ভ করেছে, তারা ছিল পাপিষ্ঠ জাতি।

৭৬. আমার তরফ থেকে এলো সঠিক (কিতাব) আর তারা বললঃ এটা সুস্পষ্ট যাদু বৈ কিছুই নয়।

৭৭. মূসা বললঃ তোমাদের কাছে এলো সঠিক (কিতাব) আর তোমরা এটাকে বলছোঃ (যাদু? ভালোভাবে ভেবে দেখো!) এটা কী আসলে-ই যাদু? (মনে রেখো) যাদুকরেরা সফল হতে পারবে না।

৭৮. তারা বললঃ (মূসা!) তুমি কী পূর্বপুরুষের আদর্শ (জাতীয় ঐতিহ্য) থেকে আমাদের বিচ্যুত করতে এবং এদেশে তোমার কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত করতে এসেছো? (শোনো মূসা! এতে কোনো কাজ হবে না। কারণ) আমরা তোমাদেরকে (তোমাকে ও তোমার ভাইকে) বিশ্বাস করি না।

وَ قَالَ فِرْعَوْنُ ائْتُوْنِىْ بِكُلِّ سٰحِرٍ عَلِيْمٍ ﴿٧٩﴾ فَلَمَّا جَآءَ السَّحَرَةُ قَالَ لَهُمْ مُّوْسٰۤى اَلْقُوْا مَاۤ اَنْتُمْ مُّلْقُوْنَ ﴿٨٠﴾ فَلَمَّاۤ اَلْقَوْا قَالَ مُوْسٰى مَا جِئْتُمْ بِهِ ۙ السِّحْرُ ؕ اِنَّ اللّٰهَ سَيُبْطِلُهٗ ؕ اِنَّ اللّٰهَ لَا يُصْلِحُ عَمَلَ الْمُفْسِدِيْنَ ﴿٨١﴾ وَ يُحِقُّ اللّٰهُ الْحَقَّ بِكَلِمٰتِهٖ وَ لَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُوْنَ ﴿٨٢﴾

যাদুকর ও মূসা আ.

৭৯. (তারা মূসাকে যাদুকর মনে করে মোকাবিলার সিদ্ধান্ত নিলো) ফেরাউন বললঃ (সারা বিশ্ব থেকে) অবিজ্ঞ যাদুকরদের এনে হাজির করো (দেশে দেশে লোক পাঠানো হলো এবং অবিজ্ঞ যাদুকরদের এনে জমা করা হলো)

৮০. (বিরাট ময়দানে মোকাবিলার আয়োজন করা হলো। চার দিক থেকে লোকজন এসে জমা হলো। মূসা ও হারূন আঃ এক দিকে দাঁড়ালেন) যাদুকররা হাজির হবার পর মূসা বললঃ তোমরা যা ছাড়তে চাও ছেড়ে দাও।

৮১. তারা (নিজ নিজ লাঠি ও রশি) ছেড়ে দিলো (এবং সেগুলো সাপ হয়ে ছোটাছুটি করতে লাগল) মূসা বললঃ তোমরা যা করেছো এসবই যাদু, আল্লাহ অবশ্যই এসব ধ্বংস করে দেবেন, আল্লাহ দুষ্কৃতিকারীদের কাজকে সংশোধন করেন না। (মূসা আ. তার লাঠি ছাড়তে-ই এটা তাদের সকল যাদুকে খেয়ে ফেলল এবং এভাবে-ই মূসা ও হারূন আ. বিজয়ী হয়ে গেলেন)

৮২. (এভাবে-ই যুগে যুগে) আল্লাহ তার বাণীর সাহায্যে সত্যকে বিজয়ী করেন, যদিও পাপিষ্ঠরা এটা পছন্দ করে না।

فَمَآ اٰمَنَ لِمُوْسٰٓى اِلَّا ذُرِّيَّةٌ مِّنْ قَوْمِهٖ عَلٰى خَوْفٍ مِّنْ فِرْعَوْنَ وَ مَلَا۟ئِهِمْ اَنْ يَّفْتِنَهُمْ ؕ وَ اِنَّ فِرْعَوْنَ لَعَالٍ فِي الْاَرْضِ ۚ وَ اِنَّهٗ لَمِنَ الْمُسْرِفِيْنَ ﴿۸۳﴾ وَ قَالَ مُوْسٰى يٰقَوْمِ اِنْ كُنْتُمْ اٰمَنْتُمْ بِاللّٰهِ فَعَلَيْهِ تَوَكَّلُوْٓا اِنْ كُنْتُمْ مُّسْلِمِيْنَ ﴿۸۴﴾ فَقَالُوْا عَلَى اللّٰهِ تَوَكَّلْنَا ۚ رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِّلْقَوْمِ الظّٰلِمِيْنَ ﴿۸۵﴾ وَ نَجِّنَا بِرَحْمَتِكَ مِنَ الْقَوْمِ الْكٰفِرِيْنَ ﴿۸۶﴾

মূসা আঃ এর উম্মতের ঈমানের পরীক্ষা

৮৩. ফেরাউন ও তার পরিষদের অত্যাচারের ভয়ে মানুষ মূসার উপর ঈমান আনল না, শুধু নতুন প্রজন্মের কিছু মানুষ ছাড়া। ফেরাউন পৃথিবীতে অনেক দম্ভ করেছে, সে ছিল চরম সীমালঙ্ঘনকারী।

৮৪. (ফেরাউনের অত্যাচার মানবতার সকল সীমা ছাড়িয়ে গেল। মানুষ মূসা আঃ এর কাছে এসে অভিযোগ করলো। তখন) মূসা বললঃ হে আমার জাতি! (এসব-ই আল্লাহর পরীক্ষা। তিনি তোমাদের ঈমানের পরীক্ষা নিচ্ছেন।) তোমরা যদি আল্লাহর উপর ঈমান এনে থাকো এবং যদি তোমরা মুসলিম হয়ে থাক তবে শুধু তাঁর উপর-ই ভরসা করো।

৮৫-৮৬. (মুসলিমগণ মূসার কথা মেনে নিলো) তারা বললঃ আমরা আল্লাহর উপর ভরসা করলাম। (এবং আল্লাহর কাছে দোয়া করে তারা বলল) হে প্রভু! জালিমদের (জুলম) দিয়ে আমাদের আর পরীক্ষা নিও না এবং আপন করুণায় কাফিরদের থেকে আমাদেরকে রক্ষা করো।

وَ اَوْحَيْنَآ اِلٰى مُوْسٰى وَ اَخِيْهِ اَنْ تَبَوَّاٰ لِقَوْمِكُمَا بِمِصْرَ بُيُوْتًا وَّ اجْعَلُوْا بُيُوْتَكُمْ قِبْلَةً وَّ اَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ ؕ وَ بَشِّرِ الْمُؤْمِنِيْنَ ﴿۸۷﴾ وَ قَالَ مُوْسٰى رَبَّنَآ اِنَّكَ اٰتَيْتَ فِرْعَوْنَ وَ مَلَاَهٗ زِيْنَةً وَّ اَمْوَالًا فِي الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا ۙ رَبَّنَا لِيُضِلُّوْا عَنْ سَبِيْلِكَ ۚ رَبَّنَا اطْمِسْ عَلٰٓى اَمْوَالِهِمْ وَ اشْدُدْ عَلٰى قُلُوْبِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُوْا حَتّٰى يَرَوُا الْعَذَابَ الْاَلِيْمَ ﴿۸۸﴾ قَالَ قَدْ اُجِيْبَتْ دَّعْوَتُكُمَا فَاسْتَقِيْمَا وَ لَا تَتَّبِعٰٓنِّ سَبِيْلَ الَّذِيْنَ لَا يَعْلَمُوْنَ ﴿۸۹﴾

ফেরাউন ও তার অনুসারীদের বিরুদ্ধে মূসা আঃ এর বদ-দোয়া

পটভূমিঃ বাণী ইসরাঈল শুধু নির্ধারিত ঘরে ইবাদাত করতে পারতো। অন্যত্র ইবাদাত করা তাদের জন্য বৈধ ছিল না। (সর্বত্র নামায বা ইবাদাত করার সুযোগ মুহাম্মাদ সা. এর উম্মতের বৈশিষ্ট্য) ফেরাউন তাদের সকল ইবাদাতশালা ধ্বংস করে প্রকাশ্যে সালাত আদায়ে নিষেধাজ্ঞা জারি করেছিল। (দেখুনঃ কুরতুবী) তাই..

৮৭. আমি (আল্লাহ) মূসা ও তার ভাইকে ওহী পাঠালামঃ তোমাদের জাতির জন্য শহরে কিছু ঘর তৈরি করো এবং এ ঘরগুলোকে ক্বিবলাহ (নামাযের স্থান) হিসেবে নির্ধারণ করে সালাত কায়েম করো আর মুঅমিনদের সুসংবাদ দাও (অচিরেই তাদের মুক্ত করা হবে।)

৮৮. মূসা বললোঃ হে রাব্ব! আপনি ফেরাউন ও তার পরিষদকে দুনিয়ার সৌন্দর্য (তথা ক্ষমতা) ও সম্পদ দান করেছেন। হে রাব্ব! (এসব দিয়ে) তারা (মানুষকে) আপনার পথ থেকে বিভ্রান্ত

করছে। হে রাব্ব! তাদের সম্পদ ধ্বংস করে দাও, তাদের উপর আরও কঠোর হয়ে যাও। তারা ঈমান আনবে না যতক্ষন না যন্ত্রণাদায়ক আযাব দেখতে পাবে।

৮৯. আল্লাহ বললেন (মূসা!) তোমাদের দোয়া কবুল করা হলো। (অচিরে-ই আযাব চলে আসবে) তাই তোমরা (আল্লাহর পথে) অবিচল থাকো, মূর্খদের পথ অনুকরণ করো না।

وَ جٰوَزْنَا بِبَنِیْۤ اِسْرَآءِیْلَ الْبَحْرَ فَاَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ وَ جُنُوْدُهٗ بَغْیًا وَّ عَدْوًا ؕ حَتّٰۤی اِذَاۤ اَدْرَكَهُ الْغَرَقُ ۙ قَالَ اٰمَنْتُ اَنَّهٗ لَاۤ اِلٰهَ اِلَّا الَّذِیْۤ اٰمَنَتْ بِهٖ بَنُوْۤا اِسْرَآءِیْلَ وَ اَنَا مِنَ الْمُسْلِمِیْنَ ﴿۹۰﴾ آٰلْـٰٔنَ وَ قَدْ عَصَیْتَ قَبْلُ وَ كُنْتَ مِنَ الْمُفْسِدِیْنَ ﴿۹۱﴾ فَالْیَوْمَ نُنَجِّیْكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُوْنَ لِمَنْ خَلْفَكَ اٰیَةً ؕ وَ اِنَّ كَثِیْرًا مِّنَ النَّاسِ عَنْ اٰیٰتِنَا لَغٰفِلُوْنَ ﴿۹۲﴾

ফেরাউনের ঈমান ও ইসলাম গ্রহণ

৯০. আমি বনী-ইসরাঈলকে সাগর পার করিয়ে দিয়েছি। তখন ফেরাউন ও তার বাহিনী শুধু শত্রুতাবশত অত্যাচার করার জন্য তাদের পিছু নিয়েছিল। (আমি তাদের ডুবিয়ে মেরেছি) ডুবে মরার সময়ে (ফেরাউন) বলেছেঃ বনী-ইসরাঈল যার প্রতি ঈমান এনেছে আমিও তার প্রতি ঈমান আনলাম, (আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি) তিনি ব্যতীত আর কোনো ইলাহ নেই, আমি (তার কাছে আত্মসমর্পণ করে) মুসলিম হয়ে গেলাম।

৯১-৯২. (তখন তাকে বলা হয়েছে) এখন (আত্মসমর্পণ করছো)? একটু আগেও তুমি অবাধ্যতা করেছিলে, তুমি ছিলে ফাসাদকারী। তবে আজ তোমার (ঈমান কবুল না করলেও তোমার) মরদেহকে আমি সংরক্ষণ করে রাখব, যেন এটা পরবর্তীদের জন্য শিক্ষনীয় নিদর্শন হয়। অনেক মানুষ আমার নিদর্শনের ব্যাপারে অবগত নয়। (এ ব্যাপারে আরও জানতে সূরাহ বাক্বারার ৫০ তম আয়াত দেখে নিন)

জ্ঞাতব্যঃ ফেরাউন সারা জীবন আল্লাহ ও রাসূলের অবাধ্যতা করেছিলো কিন্তু মৃত্যুকালে আল্লাহর কাছে আত্মসমর্পণ করে ইসলাম গ্রহণ করেছিলো এবং ঈমান এনেছিলো। কিন্তু তার সে ঈমান ও ইসলাম গ্রহণ কবুল করা হয়নি। কারণ ইসলাম গ্রহণ এবং ঈমান আনার জন্যও একটি সময়সীমা রয়েছে আর তা হলো মৃত্যুর ফিরিস্তা দেখা বা মৃত্যু যন্ত্রণা শুরু হবার আগ পর্যন্ত। মৃত্যু ফিরিস্তা দেখে ফেললে বা মৃত্যু যন্ত্রণা শুরু হয়ে গেলে আর সুযোগ থাকে না। তাই এসময়ে ঈমান আনলে বা ইসলাম গ্রহণ করলে আর কাজ হয় না।

وَ لَقَدْ بَوَّاْنَا بَنِیْۤ اِسْرَآءِیْلَ مُبَوَّاَ صِدْقٍ وَّ رَزَقْنٰهُمْ مِّنَ الطَّیِّبٰتِ ۚ فَمَا اخْتَلَفُوْا حَتّٰی جَآءَهُمُ الْعِلْمُ ؕ اِنَّ رَبَّكَ یَقْضِیْ بَیْنَهُمْ یَوْمَ الْقِیٰمَةِ فِیْمَا كَانُوْا فِیْهِ یَخْتَلِفُوْنَ ﴿۹۳﴾

ওহী ভিত্তিক জ্ঞানের বিপক্ষে ইখতিলাফ করা কুফর

৯৩. আমি বনী-ইসরাঈলকে উত্তম আবাসনে (মিশর ও শামে) প্রতিষ্ঠিত করেছিলাম, দান করেছিলাম উত্তম রিজক। কিন্তু তাদের কাছে সঠিক জ্ঞান (আল্লাহর কিতাব) আসা সত্ত্বেও তারা

"ইখতিলাফ" (এর বিপক্ষে অবস্থান নিয়ে ভিন্নমত পোষণ) করেছে। যেসব বিষয়ে তারা বিরোধিতা করছে তোমার প্রভু পরকালে এর ফয়সালা করবেন।

ঈমান ও আক্বীদাহঃ ওহী ভিত্তিক জ্ঞানের বিপক্ষে অবস্থান নেওয়া এবং এর সাথে ইখতিলাফ তথা ভিন্নমত বা দ্বিমত পোষণ করা কুফর, ঈমান বিনষ্টকারী মহাপাপ। কোনো মুসলিম এমন করলে সে ঈমানশূণ্য মুনাফিক হয়ে যাবে। সুতরাং যে বা যারা মসলক বা মিনহাজের দোহাই তুলে কুরআনের আয়াত বা মুতাওয়াতির হাদীছের বিপক্ষে অবস্থান নেন তারা যেন বিষয়টি গভীরভাবে ভেবে দেখেন।

فَاِنْ كُنْتَ فِيْ شَكٍّ مِّمَّآ اَنْزَلْنَآ اِلَيْكَ فَسْـَٔلِ الَّذِيْنَ يَقْرَءُوْنَ الْكِتٰبَ مِنْ قَبْلِكَ ۚ لَقَدْ جَآءَكَ الْحَقُّ مِنْ رَّبِّكَ فَلَا تَكُوْنَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِيْنَ ﴿٩٤﴾

সন্দেহ হলে জেনে নিতে হয়

৯৪. (হে নবী!) আমি তোমার প্রতি যা নাযিল করেছি এর কোনো বিষয়ে যদি তুমি সন্দিহান হও তবে তোমার আগে যারা আমার কিতাব পাঠ করেছে তাদের কাছে জিজ্ঞেস করো। আসলে প্রভুর পক্ষ থেকে তোমার কাছে আগত সব-ই সঠিক। তাই এ ব্যাপারে সন্দিহান হইও না।

وَ لَا تَكُوْنَنَّ مِنَ الَّذِيْنَ كَذَّبُوْا بِاٰيٰتِ اللّٰهِ فَتَكُوْنَ مِنَ الْخٰسِرِيْنَ ﴿٩٥﴾ اِنَّ الَّذِيْنَ حَقَّتْ عَلَيْهِمْ كَلِمَتُ رَبِّكَ لَا يُؤْمِنُوْنَ ﴿٩٦﴾ وَ لَوْ جَآءَتْهُمْ كُلُّ اٰيَةٍ حَتّٰى يَرَوُا الْعَذَابَ الْاَلِيْمَ ﴿٩٧﴾

যারা কখনো ঈমান আনবে না

৯৫. (হে মানুষ!) যারা আমার আয়াত (বিধান কিতাব) অমান্য করে তাদের দলভুক্ত হইও না, এতে তুমি চিরতরে ক্ষতিগ্রস্থ হয়ে যাবে।

৯৬-৯৭. যাদের (আযাবের) ব্যাপারে প্রভুর বাণী চূড়ান্ত হয়ে গেছে তারা কখনো ঈমান আনবে না। সকল নিদর্শন এসে গেলেও না, যতক্ষণ না যন্ত্রণাদায়ক আযাব দেখতে পাবে।

فَلَوْ لَا كَانَتْ قَرْيَةٌ اٰمَنَتْ فَنَفَعَهَآ اِيْمَانُهَآ اِلَّا قَوْمَ يُوْنُسَ ؕ لَمَّآ اٰمَنُوْا كَشَفْنَا عَنْهُمْ عَذَابَ الْخِزْيِ فِي الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَ مَتَّعْنٰهُمْ اِلٰى حِيْنٍ ﴿٩٨﴾ وَ لَوْ شَآءَ رَبُّكَ لَاٰمَنَ مَنْ فِي الْاَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيْعًا ؕ اَفَاَنْتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتّٰى يَكُوْنُوْا مُؤْمِنِيْنَ ﴿٩٩﴾

ইউনুস আঃএর জাতির বৈশিষ্ট্য

৯৮. (আল্লাহর আযাব দেখে ফেলার পর) কোনো জনপদের বাসিন্দাদের ঈমান কাজে আসেনি, শুধু ইউনুসের জাতি ছাড়া। (আমার আযাবের কালো মেঘ দেখার পর) তারা যখন ঈমান আনলো আমি তখন তাদের থেকে দুনিয়ার লাঞ্ছনার আযাব সরিয়ে নিয়েছি এবং নির্ধারিত সময়ের জন্য তাদেরকে সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য দান করেছি। (এটা ছিল ইউনুস আঃএর জাতির বৈশিষ্ট্য)

৯৯. তোমার রাব্ব চাইলে দুনিয়ার সবাই একত্রে ঈমান আনতো। (কিন্তু তোমার রাব্ব এমনটি চাননি।

তাই দুনিয়ার সবাই ঈমান আনবে না।) তুমি কি মানুষকে ঈমান আনতে বাধ্য করবে?

জ্ঞাতব্যঃ ইসলাম গ্রহণ করার জন্য বা সঠিক মুঅমিন হবার জন্য কাউকে বাধ্য করা যাবে না। তবে ইসলাম গ্রহণের পর ফরজ দায়িত্বসমূহ আদায় করছে কি না এবং হারাম থেকে বেঁচে থাকছে কি না এটা তদারকি করা সরকারের/দায়িত্বশীলদের দায়িত্ব।

وَ مَا كَانَ لِنَفْسٍ اَنْ تُؤْمِنَ اِلَّا بِاِذْنِ اللّٰهِ ؕ وَ يَجْعَلُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِيْنَ لَا يَعْقِلُوْنَ ﴿١٠٠﴾ قُلِ انْظُرُوْا مَا ذَا فِي السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ ؕ وَ مَا تُغْنِي الْاٰيٰتُ وَ النُّذُرُ عَنْ قَوْمٍ لَّا يُؤْمِنُوْنَ ﴿١٠١﴾

কাফিররা আসলে-ই নির্বোধ

১০০. আল্লাহর অনুমোদন ব্যতীত কেউ ঈমান আনতে পারে না। তিনি নির্বোধদের তরে (কুফরের) পঙ্কিলতাকে অবধারিত করে দিয়েছেন।

১০১. (কাফিরদের) বলো! আসমানসমূহে এবং যমীনে যা কিছু আছে এসবের প্রতি লক্ষ্য করো। (আর দেখে-ই বা কী লাভ) কোনো প্রমাণ বা হুঁশিয়ারি-ই তো বেইমানদের কাজে আসে না।

জ্ঞাতব্যঃ কাফিররা অবশ্যই নির্বোধ। তাদের ধ্যান ধারনা, চিন্তা চেতনা, সব একপেশে একরোখা বস্তুবাদী এবং দুনিয়া নির্ভর।

فَهَلْ يَنْتَظِرُوْنَ اِلَّا مِثْلَ اَيَّامِ الَّذِيْنَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِهِمْ ؕ قُلْ فَانْتَظِرُوْا اِنِّيْ مَعَكُمْ مِّنَ الْمُنْتَظِرِيْنَ ﴿١٠٢﴾ ثُمَّ نُنَجِّيْ رُسُلَنَا وَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كَذٰلِكَ ۚ حَقًّا عَلَيْنَا نُنْجِ الْمُؤْمِنِيْنَ ﴿١٠٣﴾

সার্বজনীন আযাব ও সাময়িক আযাব

১০২. তাদের পূর্বসূরিদের উপর (লাঞ্ছনার আযাবের) যেসব দিন অতিবাহিত হয়েছিল তারাও কী এমন দিনের অপেক্ষা করছে? বলে দাওঃ অপেক্ষা করো, আমিও তোমাদের সঙ্গে অপেক্ষায় রইলাম।

১০৩. পরিশেষে (এসব জাতির উপর আযাব এলে) আমাদের (মানে আমার তথা আল্লাহর। অধিক সম্মানার্থে "আমার" স্থলে "আমাদের" বলা হয়েছে) রাসূল ও মুঅমিনদেরকে আমরা উদ্ধার করেছি। এভাবে মুঅমিনদের উদ্ধার করা আমাদের কর্তব্য।

জ্ঞাতব্যঃ আগেকার জাতিসমূহের উপর আগত আযাব ছিল সার্বজনীন। যাদের উপর আযাব আসতো তাদের সবাইকে ধ্বংস করে দেওয়া হত। তাই তখন কাফিরদের সমূলে ধ্বংস করা হত। আর এখনকার আযাব সার্বজনীন নয়। কারণ এ উম্মতকে সার্বজনীন আযাব না দিতে রাসূল সা. মহান আল্লাহর কাছে আবেদন করেছিলেন এবং মহান আল্লাহ এ আবেদন মঞ্জুর করেছেন। তাই এখনকার সাময়িক আযাব থেকে মুঅমিনদের মুক্ত রাখা হয় না। তবে যেসব মুঅমিন এসব আযাবে পড়ে মারা যাবে বা ক্ষতিগ্রস্থ হবে তাদের উপযুক্ত প্রতিদান দেওয়া হবে বলে হাদীছে উল্লেখ আছে।

قُلْ يٰۤاَيُّهَا النَّاسُ اِنْ كُنْتُمْ فِيْ شَكٍّ مِّنْ دِيْنِيْ فَلَاۤ اَعْبُدُ الَّذِيْنَ تَعْبُدُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ وَ لٰكِنْ اَعْبُدُ اللّٰهَ الَّذِيْ يَتَوَفّٰىكُمْ ۖ وَ اُمِرْتُ اَنْ اَكُوْنَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ ﴿١٠٤﴾

মুঅমিনদের সঙ্গে থাকা আবশ্যক

১০৪. (হে নবী!) বলো! হে মানুষ! আমার আনিত দ্বীন সম্পর্কে তোমরা যদি সন্দিহান হয়ে থাকো তবে (জেনে রাখো) তোমরা আল্লাহ ছাড়া যাদের দাসত্ব/পূজা করছো আমি এদের দাসত্ব করবো না। আমি শুধু-ই এক আল্লাহর ইবাদাত করি যার হাতে (জীবন) মরণ। আমাকে আদেশ দেয়া হয়েছেঃ যেন আমি মুঅমিনদের দলভুক্ত হই।

ইবাদাতঃ পরিচিতি ও পদ্ধতিঃ ইবাদাত অর্থ দাসত্ব ও উপাসনা। আল্লাহর ইবাদাত করার জন্য একটি নির্ধারিত নিয়ম, নীতি ও পদ্ধতি রয়েছে। আর তা হলো..

- ❖ এক আল্লাহ ব্যতীত অন্য সবকিছুকে বর্জন ও প্রত্যাখ্যান করা, আল-কুরআনে যাকে বলা হয়েছে ত্বাগূত বর্জন।
- ❖ নিজের উপর মহান আল্লাহর প্রভুত্ব, কর্তৃত্ব ও সার্বভৌমত্ব মেনে নেওয়া, ইসলামে একে বলা হয় আল্লাহর দাসত্বের স্বীকৃতি, আত্মসমর্পন ও ইসলাম গ্রহণ।
- ❖ আল্লাহ প্রদত্ব যাবতীয় বিষয়ে পরিপূর্ণ আস্থা ও বিশ্বাস রাখা, ইসলামে একে বলা হয় তাসদীক বি-ল-জিনান বা অন্তরের বিশ্বাস।
- ❖ আল্লাহ প্রদত্ব ও রাসূল কর্তৃক বাস্তবায়িত সকল বিধিবিধান তথা ইসলামী শারীয়া'হকে নৈতিক ও আদর্শিকভবে মেনে নেওয়া।
- ❖ বাস্তব জীবনের সকল ক্ষেত্রে এবং সকল বিষয়ে আল্লাহর বিধিবিধান তথা ইসলামী শারীয়া'হ মেনে চলা।
- ❖ বাস্তব জীবনে শুধুই দ্বীন মেনে চলা এবং ইসলাম ছাড়া অন্য কোনো দর্শন, আদর্শ, মতবাদ, নীতিমালা বা বিধিবিধানকে ইসলামের সাথে মিশিয়ে না ফেলা। আল-কুরআনে এ পদ্ধতিকে বলা হয়েছে একনিষ্ঠভাবে দ্বীন পালন বা হানীফ পদ্ধতি।
- ❖ নিজের ঈমান, আমল ও নিয়তকে ভেজালমুক্ত রাখা, আল-কুরআনে একে বলা হয় ইখলাস্ব আর যে বা যারা এমন করে তাদেরকে বলা হয়েছে মুখলিস্ব।

আইন ও বিধানঃ মুঅমিনদের সমাজ ও জাতিভুক্ত থাকা ফরজ। যে বা যারা মুঅমিনদের সঙ্গ ত্যাগ করবে এবং মুঅমিনদের ছেড়ে অন্য পথে চলবে তাদেরকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে। (দেখুন সুরাহ নিসাঃ ১১৫) তবে এর অর্থ দলাদলি করা নয় বা যে কোনো এক দলকে সমর্থন করা নয়। কারণ হুযাইফাহ রা. বর্ণিত মুসলিমের এক দীর্ঘ হাদীছে উল্লেখ করা হয়েছেঃ হুযাইফাহ রা.কে উদ্দেশ্য করে রাসূল সা. বলেছেন **(اعتزل تلك الفرق كله)** মানে ওই সকল দল থেকে বেঁচে থাকবে।

وَ اَنْ اَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّيْنِ حَنِيْفًا ۚ وَ لَا تَكُوْنَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ ﴿١٠٥﴾ وَ لَا تَدْعُ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ مَا لَا يَنْفَعُكَ
وَ لَا يَضُرُّكَ ۚ فَاِنْ فَعَلْتَ فَاِنَّكَ اِذًا مِّنَ الظّٰلِمِيْنَ ﴿١٠٦﴾ وَ اِنْ يَّمْسَسْكَ اللّٰهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهٗۤ اِلَّا هُوَ ۚ وَ اِنْ
يُّرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَآدَّ لِفَضْلِهٖ ؕ يُصِيْبُ بِهٖ مَنْ يَّشَآءُ مِنْ عِبَادِهٖ ؕ وَ هُوَ الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ ﴿١٠٧﴾

নিজেকে দ্বীনের জন্য প্রস্তুত রাখ

১০৫. (হে আমার বান্দা!) তুমি নিজেকে দ্বীনের উপর প্রতিষ্ঠিত করো হানীফ পদ্ধতিতে। আর (কোনো অবস্থাতেই) মুশরিকদের দলভুক্ত হইও না।

(সকল মত, পথ ও মতবাদ, সকল নীতি আদর্শ দর্শন ও বিধান বাদ দিয়ে এককভাবে আল্লাহর বিধান মেনে নেওয়ার ও মেনে চলার নাম "হানীফ" পদ্ধতিতে দ্বীন মেনে চলা।)

১০৬. আল্লাহ ছাড়া অন্য যারা আছে এরা উপকার ক্ষতি কিছুই করতে পারে না, তাই (হে মানুষ! তোমাদের কারো কোনো হাজত পূর্ণ করা তথা প্রয়োজন মিটানো, কোনো উদ্দেশ্য হাসিল করা বা অন্য কোনো কারণে) এদেরকে ডেকো না। এমন করলে তুমি পাপিষ্ঠদের দলভুক্ত হয়ে যাবে।

১০৭. আল্লাহ যদি তোমাকে বিপদে ফেলেন তবে কেও এটা দূর করতে পারবে না তিনি ছাড়া। আর আল্লাহ যদি তোমার কল্যাণ চান তবে তার অনুগ্রহ কেউ ফিরাতে পারবে না। তিনি যাকে খুশী দয়া করেন। তিনি ক্ষমাশীল, দয়াময়।

قُلْ يٰٓاَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَآءَكُمُ الْحَقُّ مِنْ رَّبِّكُمْ ۚ فَمَنِ اهْتَدٰى فَاِنَّمَا يَهْتَدِيْ لِنَفْسِهٖ ۚ وَمَنْ ضَلَّ فَاِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا ۚ وَمَآ اَنَا عَلَيْكُمْ بِوَكِيْلٍ ﴿١٠٨﴾ وَاتَّبِعْ مَا يُوْحٰٓى اِلَيْكَ وَاصْبِرْ حَتّٰى يَحْكُمَ اللّٰهُ ۚ وَهُوَ خَيْرُ الْحٰكِمِيْنَ ﴿١٠٩﴾

অনুকরণ করতে হবে শুধু-ই ওহীর

১০৮. বলো! হে মানুষ! তোমাদের প্রভু থেকে যা এসেছে এটা-ই সঠিক। সুতরাং যে ব্যক্তি এ পথকে তার জীবন পথ হিসেবে গ্রহণ করলো সে নিজের জন্য-ই হেদায়াতের ব্যবস্থা করলো। আর যে ব্যক্তি এ পথ থেকে বিচ্যুত হয়ে গেল সে নিজের-ই ক্ষতি করলো। আমি (রাসূল হয়েও) তোমাদের উকিল হতে পারব না (তথা তোমাদের রক্ষা করতে পারব না /তোমাদের দায়ভার নিতে পারব না।)

১০৯. (হে নবী!) তুমি শুধু তোমার কাছে আগত ওহীর অনুকরণ করবে। আর আল্লাহর ফয়সালা আসা পর্যন্ত সবর করবে, তিনি-ই সর্বোত্তম ফয়সালাকারী।

ঈমান ও আক্বীদাহঃ সাধারণত মানুষ চারটি বিষয়ের অনুকরণ করে থাকে। আর এ চারটি বিষয় হলো..

- ❖ আদর্শের অনুকরণ,
- ❖ ব্যক্তির অনুকরণ,
- ❖ বিধানের অনুকরণ,
- ❖ সমাজের অনুকরণ
- ❖ আমরা আল্লাহর দাস। তাই আমরা অনুকরণীয় হিসেবে শুধু এটা-ই মেনে নেব যা মানতে আল্লাহ আমাদেরকে আদেশ দিয়েছেন। সুতরাং আমরা মুসলিমরাও আল্লাহর বিধান মেনে উল্লেখিত চারটি বিষয়ের অনুকরণ করব। যেমন..
- ❖ অনুকরণীয় আদর্শ হিসেবে আমরা মেনে চলব ইবরাহীম আঃএর আদর্শ তথা তাওহীদ ও শিরক মুক্ত থাকার আদর্শ। এই আদর্শের বিপরীতে অন্যকিছু মেনে নিলে শিরক হয়। (দেখুন সূরাহ হাজ্জ ২২/৭৮)
- ❖ ব্যক্তি হিসেবে আমাদের একমাত্র অনুকরণীয় ব্যক্তি হলেন মুহাম্মাদ সাঃ। মুহাম্মাদ সাঃএর বিপরীতে অন্য কাউকে অনুকরণীয় হিসেবে মেনে নেওয়া কুফর। (দেখুন সূরাহ আ-ল ইমরানঃ ৩/৩১)
- ❖ বিধান হিসেবে আমাদের একমাত্র অনুকরণীয় বিধান হচ্ছে ওহীর মাধ্যমে আগত বিধান। এই বিধানের বিপরীতে অন্য কিছু মেনে নেওয়া কুফর ও শিরক। (দেখুন সূরাহ আনয়া'মঃ ৬/১০৬)
- ❖ সমাজ হিসেবে আমাদের একমাত্র অনুকরণীয় সমাজ হচ্ছে সাহাবাদের সমাজ। এই সমাজের বিপরীতে অন্য সমাজের অনুকরণ করলে বিভ্রান্তি অনিবার্য হয়ে যাবে। (দেখুন সূরাহ বাক্বারাহ ২/১৩৭

সূরাহ হূদ ১১ سورة هود

হূদ আ. একজন নবী ছিলেন। হূদ আঃ এর জাতির নাম আ'দ জাতি। বর্তমান ইয়ামান ও উমানের মধ্যবর্তি স্থানে তাদের আবাস ছিল। যা ইরাম নামে খ্যাত, এ অঞ্চলকে আহক্বাফও বলা হয়। (দেখুনঃ সূরাহ আহক্বাফ) তারা পাহাড় কেটে ঘর তৈরি করত। তাদের ঘরবাড়ি এখনো বিদ্যমান। (গুগলে সার্চ দিলে তাদের ঘরবাড়ির ছবি ও ভিডিও দেখা যাবে। তাদের অবস্থান ও ইতিহাস সম্পর্কে জানতে "আত্বলাসু-ল-কুরআন" নামক কিতাবটি দেখে নিন) সূরাহটি মাক্কী। সূরাহ ইউনুসের পর নাযিল হয়েছে। এ সূরায় মোট আয়াত সংখ্যা ১২৩ টি।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

الٓرٰ كِتٰبٌ اُحْكِمَتْ اٰيٰتُهٗ ثُمَّ فُصِّلَتْ مِنْ لَّدُنْ حَكِيْمٍ خَبِيْرٍ ﴿١﴾

বিসমিল্লাহি-র-রাহমানি-র-রাহীম

হুকম সম্বলিত কিতাব

১. আলিফ লা-ম রা-, (এসব হলো বিচ্ছিন্ন বর্ণমালা। এসবের অর্থ, মর্ম এবং এভাবে ব্যবহারের উদ্দেশ্য আল্লাহ ছাড়া কেউ জানে না। আল-কুরআন এমন একটি) কিতাব যার আয়াতসমূহ "হুকম" সম্বলিত এবং সুবিন্যস্ত (যা অবতীর্ণ হয়েছে এমন প্রভুর পক্ষ থেকে যিনি) হাকীম ও খাবীর (তথা হুকুমের মালিক ও প্রজ্ঞাময় এবং সবকিছুর খবর রাখেন।)

হুকম পরিচিতিঃ হুকম (حكم) শব্দটি সাধারণত কয়েকটি অর্থে ব্যবহৃত হয়। যথা..

- ❖ হুকম অর্থ আদেশ করা বা অধ্যাদেশ জারি করা। (যেমন বলা হয় এটা-ই আল্লাহর হুকম অর্থাৎ এটা-ই আল্লাহর আদেশ বা অধ্যাদেশ)
- ❖ হুকম অর্থ আইন ও বিধান। (যেমন বলা হয় আহকামুদ্দীন বা আহকামু-শ-শারীয়াহ অর্থাৎ দ্বীনি বিধান বা শারীয়াহ আইন)
- ❖ হুকম অর্থ বিচার করা। (যেমন বিচারককে বলা হয় হাকিম, বিচারালয়কে বলা হয় মাহকামাহ)
- ❖ হুকম অর্থ শাসন। (যেমন বলা হয় ইসলামী হুকুমত অর্থাৎ ইসলামী শাসন ব্যবস্থা)
- ❖ হুকম অর্থ নীতি নির্ধারণ করা। (যেমন আল্লাহকে বলা হয় "আহকামু-ল-হাকিমীন" তথা সর্বোচ্চ নীতি নিরর্ধারক)

সুতরাং "কুরআনের আয়াত সমূহ হুকম সম্বলিত" এ কথার অর্থ দাঁড়াবে..

- ➢ কুরআনের বিধান ও নীতিমালা মেনে-ই আদেশ জারি করতে হবে এবং এর বিপরীত করলে কুফর হবে।
- ➢ কুরআনের মূলনীতি মেনে-ই আইন ও বিধান তৈরি করতে হবে এবং এর বিপরীত করলে কুফর হবে।
- ➢ কুরআনের আইন ও বিধান মেনে-ই বিচার ও শাসন করতে হবে এবং এর বিপরীত করলে কুফর হবে।
- ➢ কুরআনের নীতিমালা মেনে-ই বাস্তব জীবন পরিচালনা করতে হবে এবং এর বিপরীত করলে কুফর হবে।

اَلَّا تَعْبُدُوْٓا اِلَّا اللّٰهَ ؕ اِنَّنِيْ لَكُمْ مِّنْهُ نَذِيْرٌ وَّ بَشِيْرٌ ﴿٢﴾ وَّ اَنِ اسْتَغْفِرُوْا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوْبُوْٓا اِلَيْهِ يُمَتِّعْكُمْ مَّتَاعًا حَسَنًا اِلٰٓى اَجَلٍ مُّسَمًّى وَّ يُؤْتِ كُلَّ ذِيْ فَضْلٍ فَضْلَهٗ ؕ وَ اِنْ تَوَلَّوْا فَاِنِّيْٓ اَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ

كَبِيْرٍ ﴿٣﴾ اِلَى اللّٰهِ مَرْجِعُكُمْ ۚ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيْرٌ ﴿٤﴾

মানুষ ও জিন্ন জাতির প্রতি রাসূল সা.এর আহ্বান

২. (হে মানুষ ও জিন্ন জাতি!) তোমরা আল্লাহ ছাড়া আর কারো ইবাদাত করো না। আমি (নবী) তাঁর পক্ষ থেকে তোমাদের জন্য সাবধানকারী ও সুসংবাদদাতা (হিসেবে আগমন করেছি।)

৩. (হে মানুষ ও জিন্ন জাতি!) তোমরা প্রভুর কাছে ইস্তিগফার (ক্ষমা প্রার্থনা) করো এবং তাঁর কাছে তাওবাহ করো (পাপাচার ছেড়ে তাঁর দিকে ফিরে আসো।) তিনি নির্ধারিত সময়ের (দুনিয়ার জীবনের) জন্য তোমাদেরকে উত্তম জীবিকা দান করবেন এবং (আখেরাতে) প্রত্যেক মর্যাদাবান ব্যক্তিকে (মুঅমিনকে) দান করবেন (জান্নাতে) তার উপযুক্ত মর্যাদা। আর তোমরা যদি (তাওবাহ ও ইস্তিগফার থেকে) মুখ ফিরিয়ে নেও তবে আমার (নবীর) আশংকা হচ্ছে কঠিন দিনের কঠিন আযাব তোমাদের উপর পতিত হবে।

৪. (মনে রেখো!) আল্লাহর কাছে-ই তোমাদের প্রত্যাবর্তন, তিনি সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী।

اَلَآ اِنَّهُمْ يَثْنُوْنَ صُدُوْرَهُمْ لِيَسْتَخْفُوْا مِنْهُ ۭ اَلَا حِيْنَ يَسْتَغْشُوْنَ ثِيَابَهُمْ ۙ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّوْنَ وَمَا يُعْلِنُوْنَ ۚ اِنَّهٗ عَلِيْمٌۢ بِذَاتِ الصُّدُوْرِ ﴿٥﴾

কাফির ও মুনাফিকদের ব্যর্থ অপচেষ্টা

পটভূমিঃ অনেক কাফির ও মুনাফিক-ই রাসূল সা.কে অপছন্দ করত কিন্তু তার কাছে এসে সুন্দর সুন্দর কথা বলতো এবং তাদের হিংসা বিদ্বেষ ও শত্রুতা অন্তরে লুকিয়ে রাখতো। অনেকে আবার রাসূল সা. এর কাছ দিয়ে যাবার সময় নিজেকে কাপড় দিয়ে ঢেকে ফেলত যেন রাসূল সা. তাকে ডেকে হেদায়াত ও সংশোধনের কথা না শুনান। (বিস্তারিত জানতে কুরতুবী দেখে নিন) এদের প্রতি ইঙ্গিত করে নাযিল হয়েছে..

৫. (হে মানুষ!) শুনো! তারা (কাফির ও মুনাফিকরা) নিজেদের বক্ষ (নিজেকে) আড়াল করে রাখে, যেন (অন্তরে লুকিয়ে থাকা হিংসা-বিদ্বেষ ও মুনাফিকী) তার থেকে গোপন করতে পারে। শুনো! তারা নিজেকে কাপড় দ্বারা আবৃত করে (রাসূল থেকে লুকাতে পারবে। কিন্তু তারা কী জানে না?) আল্লাহ গোপন প্রকাশ্য সব জানেন। তিনি অন্তরের বিষয়েও অবগত।

সূরাহ হূদ পারা : ১২

وَمَا مِنْ دَآبَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا ۚ كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُّبِينٍ ﴿٦﴾

সকলের জীবিকার দায়িত্ব আল্লাহর উপর

৬. দুনিয়াতে যত প্রাণী আছে সকলের জীবিকার দায়িত্ব আল্লাহর উপর। এদের স্থায়ী ও অস্থায়ী (দুনিয়া ও আখেরাতের) আবাস সম্পর্কেও তিনি অবগত। সব (লিপিবদ্ধ আছে) সুস্পষ্ট কিতাবে (লাউহে মাহফুজে।)

প্রাসঙ্গিক আলোচনাঃ জন্ম নিয়ন্ত্রণঃ

- ❖ রিজিকের ভয়ে সন্তান না নেওয়া বা খাদ্যের অভাবে জন্ম নিয়ন্ত্রণ করা বৈধ নয়। এসব আল্লাহর রুবুবিয়্যাতে হস্তক্ষেপের শামিল।
- ❖ জন্মনিয়ন্ত্রণের স্থায়ী পদ্ধতিও বৈধ নয়। কারণ সাহাবাগণ খাসী (অন্ডকোষ সরিয়ে ফেলা অথবা অন্ডকোষের কার্যকারিতা নষ্ট করে ফেলার মাধ্যমে নিজের প্রজনন ক্ষমতাকে চির তরে সমাপ্ত করে ফেলা) হবার অনুমতি চাইলে রাসূল সা. অনুমতি দেননি। এ সম্পর্কে অনেক সাহীহ হাদীছ বিদ্যমান রয়েছে।
- ❖ জন্মনিয়ন্ত্রণের অস্থায়ী পদ্ধতি (যেমনঃ কন্ডম, পিল, ইনজেকশন, আজল (নারী যোনির বাইরে বীর্যপাত) ইত্যাদি পদ্ধতিসমূহের বিধান হলো...

ক. "রিজক দিতে পারবে না" এমন আশঙ্কা থেকে জন্ম নিয়ন্ত্রন করলে এটা অবৈধ হবে। (দেখুনঃ ১৭ সূরাহ ইসরা-৩১)

খ. "সন্তান নিলে যদি স্বাস্থ্য ঝুঁকি বেড়ে যায়" তবে এজন্য জন্ম নিয়ন্ত্রণের অস্থায়ী পদ্ধতি গ্রহণ করা যাবে।

গ. "নতুন কাপল, তাই আপাতত সন্তান নিতে চায় না। কিছুদিন আমোদ-ফুর্তি করতে চায়" এজন্য জন্ম নিয়ন্ত্রণের অস্থায়ী পদ্ধতি গ্রহণ করা অবৈধ নয় তবে উত্তম নয়। কারণ সাহাবাগণ রাসূল সা. এর কাছে আজলের (নারী যোনির বাইরে বীর্যপাতের) অনুমতি চাইলে তিনি সরাসরি অনুমতি দেননি আবার নিষেধও করেননি।

وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا ۗ وَلَئِن قُلْتَ إِنَّكُم مَّبْعُوثُونَ مِن بَعْدِ الْمَوْتِ لَيَقُولَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَٰذَا إِلَّا سِحْرٌ مُّبِينٌ ﴿٧﴾

১ম সৃষ্টি

৭. তিনি আসমানসমূহ এবং যমীন সৃষ্টি করেছেন ছয় দিনে (ছয়টি ধাপে), তখন তাঁর আরশ ছিল পানিতে। (তিনি তোমাদেরকে দুনিয়ায় পাঠিয়েছেন) পরীক্ষা করার জন্য যে, তোমাদের কে উত্তম কাজ করে। (হে নবী!) তুমি যদি বলোঃ (কুরআনে বলা হয়েছে) মৃত্যুর পর তোমরা পুনরায় উত্থিত হবে, তখন কাফিররা বলবেঃ (কুরআন একটি মূল্যহীন কিতাব।) এটা যাদুমন্ত্র বৈ কিছুই নয়।

জ্ঞাতব্যঃ আব্দুল্লাহ বিন আমর রাঃ থেকে বর্ণিত এক হাদীছে বলা হয়েছেঃ আসমান যমীন সৃষ্টির পঞ্চাশ হাজার বছর আগে আল্লাহ তাঁর সৃষ্টি জগতের তাক্বদীর লিখেছেন, তখন তাঁর আরশ ছিল পানিতে। (কুরতুবীঃ মুসলিম কিতাবু-ল-ক্বাদরঃ ২৬৫৩, তিরমিযীঃ ক্বাদরঃ ২১৫৬)

উবাদা বিন স্বামিত রা. থেকে বর্ণিত, রাসূল সা. বলেছেন আল্লাহ সর্ব প্রথম কলম বানিয়েছেন তারপর (কলমকে)

বলেছেন লেখো। কলম বলেছে কী লেখব? আল্লাহ বলেছেন তাক্বদীর লেখো। যা হয়েছে এবং যা হবে সব লেখো। (তিরমিযী। হাদীছটি সাহীহ)

উক্ত আয়াত ও হাদীছ থেকে প্রমাণিত হয়ঃ আসমান যমীন সৃষ্টির আগে আল্লাহ তাক্বদীর লিখেছেন এবং পানি ও আরশ সৃষ্টি করেছেন আরও আগে।

কায়া'ব আল-আহবার বলেছেনঃ আল্লাহ প্রথমে একটি সবুজ ইয়াকুত (পান্না) তৈরি করে রূদ্র দৃষ্টিতে তাকিয়ে ছিলেন। ফলে ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে এটা গলে পানি হয়ে গেল। এজন্য কম্পন পানির স্বভাব। তারপর বাতাস সৃষ্টি করে পানির উপর প্রবাহিত করে দিয়েছেন। পরে পানির উপর আরশ স্থাপন করেছেন। (কুরতুবী)

একটি মিথ্যাচারঃ ইমাম আ'জলুনী বলেছেনঃ একদা জাবির রাঃ বললেনঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমার পিতামাতা আপনার তরে নিবেদিত, আমাকে বলুনঃ আল্লাহ সর্ব প্রথম কি সৃষ্টি করেছেন? রাসূল সাঃ বললেনঃ জাবির! তোমার নবীর নূর (আব্দুর রাজ্জাক)

উল্লেখিত হাদীছটি মাওদু' তথা জাল এবং রাসূল সাঃএর নামে মিথ্যাচার। নির্ভরযোগ্য সনদে এমন কোনো হাদীছ পাওয়া যায়নি। উলামাদের ভাষ্য মতে উপরের কথাটি আজলুনীর মিথ্যাচার। রাসূল সাঃ এমন কোনো কথা বলেছেন বলে সাহীহ সনদে প্রমাণিত নয়। তাই "আল্লাহ প্রথমে নবী সাঃ এর নূর তৈরি করছেন" এমন কথা বলা বা বিশ্বাস করা নবী সাঃএর উপর মিথ্যাচারের শামিল। আর হাদীছে উল্লেখ আছে যে ব্যক্তি নবীর উপর মিথ্যাচার করলো সে যেন তার ঠিকানা জাহান্নামে বানিয়ে নেয়। (দেখুনঃ বুখারীঃ ১০৬, ১২২৯, মুসলিমঃ মুকাদ্দিমাহঃ ৩)

وَ لَئِنْ اَخَّرْنَا عَنْهُمُ الْعَذَابَ اِلٰٓى اُمَّةٍ مَّعْدُوْدَةٍ لَّيَقُوْلُنَّ مَا يَحْبِسُهٗ ؕ اَلَا يَوْمَ يَاْتِيْهِمْ لَيْسَ مَصْرُوْفًا عَنْهُمْ وَ حَاقَ بِهِمْ مَّا كَانُوْا بِهٖ يَسْتَهْزِءُوْنَ ﴿٨﴾

আল্লাহর আযাব

৮. (আমার বিধান না মানার কারণে তাদের উপর আযাব অবধারিত হয়ে আছে। কিন্তু) আমি যখন আমার আযাবকে নির্ধারিত সময়ের জন্য মুলতবি করে দেই তখন তারা বলেঃ আযাব কেন আসে না? জেনে রাখো! আযাব চলে এলে আর ফিরানো হবে না। তখন এটা-ই তাদের গ্রাস করবে যা নিয়ে তারা (এখন) উপহাস করছে। (পাপিষ্ঠদের থেকে আল্লাহর আযাব মুলতবি করা হয় তবে একেবারে সরিয়ে নেওয়া হয় না)

وَ لَئِنْ اَذَقْنَا الْاِنْسَانَ مِنَّا رَحْمَةً ثُمَّ نَزَعْنٰهَا مِنْهُ اِنَّهٗ لَيَـُٔوْسٌ كَفُوْرٌ ﴿٩﴾ وَ لَئِنْ اَذَقْنٰهُ نَعْمَآءَ بَعْدَ ضَرَّآءَ مَسَّتْهُ لَيَقُوْلَنَّ ذَهَبَ السَّيِّاٰتُ عَنِّىْ ؕ اِنَّهٗ لَفَرِحٌ فَخُوْرٌ ﴿١٠﴾ اِلَّا الَّذِيْنَ صَبَرُوْا وَ عَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ ؕ اُولٰٓئِكَ لَهُمْ مَّغْفِرَةٌ وَّ اَجْرٌ كَبِيْرٌ ﴿١١﴾

মানুষের বদ-স্বভাব

৯-১০. (মানুষের একটি বদ-স্বভাব হলো) আমি যদি মানুষকে নিয়ামতের স্বাদ আস্বাদন করাই এবং তারপর এটা সরিয়ে নেই সে তখন হতাশ হয়ে যায়, অকৃতজ্ঞ হয়ে যায়। আর কষ্টে পতিত হবার পর যদি নিয়ামত আস্বাদন করাই তখন (আর আমার শোকরিয়া আদায় করে না। বরং) বলেঃ আমার কষ্ট দূর হয়েছে। তখন উল্লাস করে, দম্ভ করে।

১১. তবে যারা সবর করে এবং সৎকাজ করে তাদের জন্য আছে সাধারণ ক্ষমা আর মহাপুরস্কার। (সবর অর্থ দৃঢ়তা, অটলতা, অবিচলতা। যে কোনো পরিস্থিতিতে ইসলাম, ঈমান তথা আল্লাহর বিধানের উপর সুদৃঢ়ভাবে অটল ও অবিচল থাকার নাম সবর।)

فَلَعَلَّكَ تَارِكٌ بَعْضَ مَا يُوْحٰٓى اِلَيْكَ وَ ضَآىِٕقٌۢ بِهٖ صَدْرُكَ اَنْ يَّقُوْلُوْا لَوْ لَآ اُنْزِلَ عَلَيْهِ كَنْزٌ اَوْ جَآءَ مَعَهٗ مَلَكٌ ؕ اِنَّمَآ اَنْتَ نَذِيْرٌ ؕ وَ اللّٰهُ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ وَّكِيْلٌ ﴿١٢﴾

মানবিক দুর্বলতা

১২. (হে নবী! আমি জানি; বেইমানরা তোমার ব্যাপারে নানা কথা বলে এবং এসব কথা সহ্য করা মাঝে মাঝে তোমার জন্য কঠিন হয়ে উঠে। যেমন) তারা বলেঃ (সে সত্য নবী হলে) কেন তার কাছে ধনভান্ডার আসে না অথবা আসে না কোনো ফিরিস্তা? (এসব কথায়) হয়ত তোমার মন সংকুচিত হয়ে যাবে অথবা তোমার কাছে আগত ওহীর কিছু অংশ ছেড়ে দিতে মন চাইবে (আর এটা-ই মানুষের স্বভাবজাত এবং এটা-ই স্বাভাবিক। তবে মনে রেখো!) তুমি শুধুই একজন সতর্ককারী, সবকিছুর উপর কর্তৃত্বশীল সত্ত্বা হলেন শুধুই আল্লাহ।

ঈমান ও আক্বীদাহঃ অনেক সময় এমন পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়, যখন মনে হতে পারেঃ এ বিধান আপাতত মুলতবি রাখতে পারলে বা ছেড়ে দিলে-ই ভালো হত অথবা এমন পরিস্থিতিতে এসব কথা না বলাই ভালো। মনে এমন ভাব আসা আমাদের মানবিক দুর্বলতার বহিঃপ্রকাশ। কিন্তু বাস্তবে আমরা এমন করব না আর এমন করা উচিতও নয়। কারণ আল্লাহর বিধান-ই সঠিক, বাকি সব বিভ্রান্তি। শারীয়াহ আইনের কিছু গোপন করা বা মুলতবি রাখা পাপ।

اَمْ يَقُوْلُوْنَ افْتَرٰىهُ ؕ قُلْ فَاْتُوْا بِعَشْرِ سُوَرٍ مِّثْلِهٖ مُفْتَرَيٰتٍ وَّ ادْعُوْا مَنِ اسْتَطَعْتُمْ مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ ﴿١٣﴾ فَاِلَّمْ يَسْتَجِيْبُوْا لَكُمْ فَاعْلَمُوْٓا اَنَّمَآ اُنْزِلَ بِعِلْمِ اللّٰهِ وَ اَنْ لَّآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ۚ فَهَلْ اَنْتُمْ مُّسْلِمُوْنَ ﴿١٤﴾

আল-কুরআনের ওপেন চ্যালেঞ্জ ও আত্মসমর্পণ

১৩. (আরবের একদল লোক বলত কুরআন আল্লাহর কালাম নয়, মুহাম্মাদ নিজে এটি বানিয়ে নিয়েছে। তাদের প্রতি ইঙ্গিত করে নাযিল হয়েছে) তারা কী বলেঃ এ কুরআন সে বানিয়ে নিয়েছে? (তাদের) বলে দাওঃ তোমরা পারলে এমন দশটি সূরাহ রচনা করো। (কারণ মুহাম্মাদ বানাতে পারলে তোমরা কেন পারবে না? তোমরা নিজেরা না পারলে তোমাদের সাহায্যের জন্য) আল্লাহ ছাড়া আর যাদেরকে পার ডেকে আনো যদি তোমরা সত্যবাদী হও।

১৪. আর তারা যদি (এ আহ্বানে) সাড়া না দেয় তবে জেনে নিও এটা আল্লাহর জ্ঞানের অংশ (এবং আল্লাহ থেকে-ই) অবতীর্ণ। তিনি ব্যতীত আর কোনো ইলাহ নেই। (হে কাফির জাতি! এসব জানার পরও) তোমরা কী ইসলাম গ্রহণ/ আত্মসমর্পণ করবে না?

ঈমান ও আক্বীদাহঃ আল্লাহর বিধানের কাছে আত্মসমর্পণ করা-ই ইসলামের মূলকথা। আর নিজের ধ্যান- ধারণা, চিন্তা-চেতনা, ইবাদাত-আরাধনা, ধন-সম্পদ, জীবন-মরণ, ইত্যাদি সবকিছু আল্লাহর তরে উৎসর্গ করে আল্লাহর ইচ্ছা মত পরিচালনা করা-ই আত্মসমর্পণের মূল বিষয়।

مَنْ كَانَ يُرِيْدُ الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا وَ زِيْنَتَهَا نُوَفِّ اِلَيْهِمْ اَعْمَالَهُمْ فِيْهَا وَ هُمْ فِيْهَا لَا يُبْخَسُوْنَ ﴿١٥﴾
اُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ لَيْسَ لَهُمْ فِي الْاٰخِرَةِ اِلَّا النَّارُ وَ حَبِطَ مَا صَنَعُوْا فِيْهَا وَ بٰطِلٌ مَّا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ﴿١٦﴾

দুনিয়াবী ফায়দার জন্য সৎকাজ করা

১৫-১৬. যারা দুনিয়া ও এর সৌন্দর্য কামনা করে তাদের সৎকাজের পূর্ণ প্রতিদান আমরা দুনিয়াতেই (সুখ, শান্তি, খাদ্য, স্বাস্থ্য, ক্ষমতা, ইত্যাদির মাধ্যমে) দিয়ে দেই। এতে একটুও কম করা হয় না। তবে আখেরাতে তাদের জন্য জাহান্নাম ছাড়া কিছু-ই থাকে না। তখন (আখেরাতে) তাদের সবকিছু বরবাদ এবং সকল আ'মাল নিস্ফল হয়ে যায়।

জ্ঞাতব্যঃ যে ব্যক্তি দুনিয়াকে প্রাধান্য দেয়, (দুনিয়ার সুখ-স্বাচ্ছন্দ, ইজ্জত সম্মান, নেতৃত্ব লাভ, প্রভাব বিস্তার, জন সমর্থন, সুনাম, সরকার বা সমাজ থেকে সুবিধা পাওয়া ইত্যাদি) দুনিয়াবী মতলব হাসিলের জন্য সৎকাজ করে তাদের সৎকাজের বিনিময় দুনিয়াতে-ই দিয়ে দেয়া হয়। আখেরাতে তাদের জন্য জাহান্নাম ব্যতীত কিছু-ই বাকি থাকে না।
তাই মনে রাখবেনঃ আপনি যদি রোগ মুক্তির জন্য নামাজ পড়েন, সন্তান লাভের জন্য উমরাহ করেন, পরীক্ষায় পাশের জন্য খয়রাত করেন, দোয়া পাবার জন্য দান করেন তবে আখেরাতে এর ছাওয়াব পাবার কোনো সম্ভাবনা নেই। তবে আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার উদ্দেশ্যে ইবাদাত করে দুনিয়ার জন্য দোয়া করলে সমস্যা হয় না।

اَفَمَنْ كَانَ عَلٰى بَيِّنَةٍ مِّنْ رَّبِّهٖ وَ يَتْلُوْهُ شَاهِدٌ مِّنْهُ وَ مِنْ قَبْلِهٖ كِتٰبُ مُوْسٰٓى اِمَامًا وَّ رَحْمَةً ؕ اُولٰٓئِكَ
يُؤْمِنُوْنَ بِهٖ ؕ وَ مَنْ يَّكْفُرْ بِهٖ مِنَ الْاَحْزَابِ فَالنَّارُ مَوْعِدُهٗ ۚ فَلَا تَكُ فِيْ مِرْيَةٍ مِّنْهُ ۚ اِنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَّبِّكَ وَ
لٰكِنَّ اَكْثَرَ النَّاسِ لَا يُؤْمِنُوْنَ ﴿١٧﴾

হেদায়াতের একমাত্র পথ কুরআনের উপর অবিচল থাকা

১৭. যে ব্যক্তি প্রভু থেকে আগত সুস্পষ্ট দলীলের (কুরআনের) উপর অবিচল থাকে, যা (যে কুরআন) পাঠ করছে প্রভুর পক্ষ থেকে আগত একজন শাহীদ (রাসূল), যার আগে হেদায়াত ও রহমত স্বরূপ ছিল মূসার কিতাব; আসলে এরা-ই (তথা ওই ব্যক্তি এবং তার অনুসারীরা-ই) প্রকৃত পক্ষে এর প্রতি ঈমান আনয়নকারী।
আর যে (বা যারা) নানা প্রকার দল ও উপদলের প্রভাবে এর সাথে কুফর (এ কুরআনকে অবজ্ঞা) করবে তাদের প্রতিশ্রুত স্থান হলো জাহান্নাম। সুতরাং এ ব্যাপারে সন্দিহান হইও না। এটা-ই প্রভু থেকে আগত সঠিক (কিতাব/বিধান) কিন্তু অধিকাংশ মানুষ এটা মেনে চলে না।

ঈমান ও আক্বীদাহঃ আল-কুরআন মহান আল্লাহর মনোনীত একমাত্র জীবন বিধান। আল-কুরআন আমাদের জ্ঞানের উৎস, আইনের উৎস। আল-কুরআনের বিপরীতে কোনোকিছু মেনে নেওয়া কুফর। কোনো মুসলিম এমন

করলে তার ঈমান নষ্ট হয়ে সকল আ'মাল বরবাদ হয়ে যাবে এবং ওই ব্যক্তি মুনাফিক হয়ে চির জাহান্নামী হয়ে যাবে। এমন মানুষ মরার পর তার জন্য দোয়া করতে এবং তার জানাজা পড়তে নিষেধ করেছেন আল্লাহ পাক। (দেখুনঃ তাওবাহঃ ৮৪)

وَ مَنْ اَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرٰى عَلَى اللّٰهِ كَذِبًا ؕ اُولٰٓئِكَ يُعْرَضُوْنَ عَلٰى رَبِّهِمْ وَ يَقُوْلُ الْاَشْهَادُ هٰٓؤُلَآءِ الَّذِيْنَ كَذَبُوْا عَلٰى رَبِّهِمْ ۚ اَلَا لَعْنَةُ اللّٰهِ عَلَى الظّٰلِمِيْنَ ﴿١٨﴾ الَّذِيْنَ يَصُدُّوْنَ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَ يَبْغُوْنَهَا عِوَجًا ؕ وَ هُمْ بِالْاٰخِرَةِ هُمْ كٰفِرُوْنَ ﴿١٩﴾ اُولٰٓئِكَ لَمْ يَكُوْنُوْا مُعْجِزِيْنَ فِى الْاَرْضِ وَمَا كَانَ لَهُمْ مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ مِنْ اَوْلِيَآءَ ؕ يُضٰعَفُ لَهُمُ الْعَذَابُ ؕ مَا كَانُوْا يَسْتَطِيْعُوْنَ السَّمْعَ وَ مَا كَانُوْا يُبْصِرُوْنَ ﴿٢٠﴾ اُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ خَسِرُوْٓا اَنْفُسَهُمْ وَ ضَلَّ عَنْهُمْ مَّا كَانُوْا يَفْتَرُوْنَ ﴿٢١﴾ لَا جَرَمَ اَنَّهُمْ فِى الْاٰخِرَةِ هُمُ الْاَخْسَرُوْنَ ﴿٢٢﴾

আল্লাহর উপর মিথ্যাচার

১৮. (আল্লাহ-ই আমাদের একমাত্র রাব্ব, আমাদের জন্য করনীয়-বর্জনীয়, বৈধ-অবৈধ তথা জীবন বিধান ঠিক করার একমাত্র মালিক। সুতরাং আল্লাহর বিধানের বিপরীতে অন্য কোনো বিধানকে বৈধতা দেওয়া আল্লাহর উপর মিথ্যাচারের শামিল। বলা হচ্ছে)

তার চেয়ে বড় পাপিষ্ঠ আর কে? যে আল্লাহর উপর মিথ্যা রটনা করে, (যারা এমন করবে পরকালে) তাদেরকে প্রভুর সামনে হাজির করা হবে, তখন সাক্ষী (ফিরিস্তা)গণ বলবেঃ এরাই ওইসব লোক যারা প্রভুর উপর মিথ্যাচার করেছে। শুনো! পাপিষ্ঠদের উপর আল্লাহর লা'নত,

১৯. (লা'নত তাদের উপর) যারা (অন্যদেরকে) আল্লাহর পথ থেকে বিরত রাখে, এতে দোষ খুঁজে এবং আখেরাত অবিশ্বাস করে।

লা'নত পরিচিতিঃ লা'নত অর্থ রহমত থেকে বঞ্চিত করা। আল্লাহ যাকে লা'নত করেন সে দুনিয়াতে হয় হেদায়াত বঞ্চিত আর আখেরাতে হয় জান্নাত বঞ্চিত।

২০-২২. (আসলে আল্লাহ যা চান তাই হয়) তারা এ পৃথিবীতে (আল্লাহর কোনো সিদ্ধান্তকে) ব্যর্থ করে দিতে পারবে না। আল্লাহ-ই আসল ওয়ালী। (যারা দ্বীনের বিপরীতে কাজ করে) তাদের আযাব বাড়িয়ে দেয়া হবে। এরা (আল্লাহর বাণী) শুনতে পারে না, এরা (আল্লাহর পথ) দেখতেও পারে না। এরা নিজেরাই নিজেদের সর্বনাশকারী। (পরকালে) এদের মনগড়া সকল রটনা ব্যর্থ হয়ে যাবে। আখেরাতে এরা চিরতরে ক্ষতিগ্রস্থ হবে, এতে কোনো সন্দেহ নেই। (আমাদের সমাজে কিভাবে আল্লাহর উপর মিথ্যাচার করা হয় এ সম্পর্কে জানতে দেখুন একটু উপরে সূরাহ ইউনুসঃ ১৭)

اِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَ عَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ وَ اَخْبَتُوْٓا اِلٰى رَبِّهِمْ ۙ اُولٰٓئِكَ اَصْحٰبُ الْجَنَّةِ ۚ هُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ ﴿٢٣﴾

জান্নাতী মানুষ যারা

২৩. যারা ঈমান আনে এবং (ঈমানের সহিত) সৎকাজ করে আর প্রভুর দিকে ধাবিত হয় তারা

অবশ্য-ই জান্নাতী হবে এবং সেখানে তারা চিরকাল থাকবে। (জান্নাতে জেতে হলে মাত্র দুটি কাজ করতে হবেঃ ঈমান এবং সৎকাজ)

مَثَلُ الْفَرِيْقَيْنِ كَالْاَعْمٰى وَ الْاَصَمِّ وَ الْبَصِيْرِ وَ السَّمِيْعِ ؕ هَلْ يَسْتَوِيٰنِ مَثَلًا ؕ اَفَلَا تَذَكَّرُوْنَ ﴿٢٤﴾

মুঅমিন ও কাফিরের উপমা

২৪. (মুঅমিন ও কাফির এ) দুটি দলের উপমা হলো (এদের একদল) যেন অন্ধ ও বধির আর (অন্য দল) যারা দেখে এবং শুনে। (এখন তোমরাই বলো) উভয় দল কি সমান? তবুও কি তোমরা (আল্লাহর বিধান) মেনে নেবে না?

وَ لَقَدْ اَرْسَلْنَا نُوْحًا اِلٰى قَوْمِهٖۤ اِنِّيْ لَكُمْ نَذِيْرٌ مُّبِيْنٌ ﴿٢٥﴾ اَنْ لَّا تَعْبُدُوْۤا اِلَّا اللّٰهَ ؕ اِنِّيْۤ اَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ اَلِيْمٍ ﴿٢٦﴾ فَقَالَ الْمَلَاُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْ قَوْمِهٖ مَا نَرٰىكَ اِلَّا بَشَرًا مِّثْلَنَا وَ مَا نَرٰىكَ اتَّبَعَكَ اِلَّا الَّذِيْنَ هُمْ اَرَاذِلُنَا بَادِيَ الرَّاْيِ ۚ وَ مَا نَرٰى لَكُمْ عَلَيْنَا مِنْ فَضْلٍ بَلْ نَظُنُّكُمْ كٰذِبِيْنَ ﴿٢٧﴾

নূহ আ.

পটভূমিঃ দুনিয়ার প্রথম মানব সমাজ গড়ে উঠেছিল শামদেশে। আদম আঃ ছিলেন এ সমাজের নেতা। এ সমাজের মূলভিত্তি ছিল তাওহীদ আর আইনের উৎস ছিল ইসলামী শারীয়াহ।

আদম আঃ মারা যাবার পর তাঁর ছেলে হিবাতুল্লাহ সমাজের হাল ধরেন। মহান আল্লাহ তাকে নবী হিসেবে মনোনীত করে ছিলেন। তিনি-ই শীশ আঃ নামে পরিচিত। শীশ আঃ এর পর মানব সমাজে বিচ্যুতি শুরু হয়। ওহীর জ্ঞানশূন্য লোকেরা সমাজের নেতা হয়। শুরু হয় মনগড়া পথে জীবনযাপন।

শয়তানের প্ররোচনায় নেক লোকদের প্রতিকৃতি ও ভাস্কর্য বানিয়ে স্থানে স্থানে স্থাপন করা হয়। প্রথম প্রজন্মের মানুষ স্মৃতিচারণের জন্য এসব ভাস্কর্যের কাছে এলেও পরে শুরু হয় শ্রদ্ধা নিবেদন, সম্মান জানানো এবং এক পর্যায়ে পূজা। এভাবে-ই "প্রতিকৃতি থেকে মুর্তি আর মুর্তি থেকে দেবদেবী"র সূত্র ধরে মানব সমাজে শিরকের সূচনা হয়। পুরো সমাজটা শিরকে ভরে উঠলে মহান আল্লাহ সদয় হয়ে নূহ আঃকে পাঠালেন রাসূল হিসেবে। ইরশাদ হচ্ছে...

২৫-২৬. আমি নূহকে তার জাতির কাছে পাঠিয়েছি রাসূল হিসেবে। (সে বলেছেঃ হে আমার জাতি!) আমি তোমাদের তরে সুস্পষ্ট সতর্ককারী হয়ে এসেছি। তোমরা আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো ইবাদাত করো না। আমি তোমাদের উপর যন্ত্রণাদায়ক কঠিন আযাবের আশঙ্কা করছি।

ইবাদাতঃ পরিচিতি ও পদ্ধতিঃ ইবাদাত অর্থ দাসত্ব ও উপাসনা। আল্লাহর ইবাদাত করার জন্য একটি নির্ধারিত নিয়ম, নীতি ও পদ্ধতি রয়েছে। আর তা হলো..

- ❖ এক আল্লাহ ব্যতীত অন্য সবকিছুকে বর্জন ও প্রত্যাখ্যান করা, আল-কুরআনে যাকে বলা হয়েছে ত্বাগূত বর্জন।
- ❖ নিজের উপর মহান আল্লাহর প্রভুত্ব, কর্তৃত্ব ও সার্বভৌমত্ব মেনে নেওয়া, ইসলামে একে বলা হয় আল্লাহর দাসত্বের স্বীকৃতি, আত্মসমর্পন ও ইসলাম গ্রহণ।
- ❖ আল্লাহ প্রদত্ব যাবতীয় বিষয়ে পরিপূর্ণ আস্থা ও বিশ্বাস রাখা, ইসলামে একে বলা হয় তাসদীক বি-ল-জিনান বা অন্তরের বিশ্বাস।

- ❖ আল্লাহ প্রদত্ব ও রাসূল কর্তৃক বাস্তবায়িত সকল বিধিবিধান তথা ইসলামী শারীয়া'হকে নৈতিক ও আদর্শিকভবে মেনে নেওয়া।
- ❖ বাস্তব জীবনের সকল ক্ষেত্রে এবং সকল বিষয়ে আল্লাহর বিধিবিধান তথা ইসলামী শারীয়া'হ মেনে চলা।
- ❖ বাস্তব জীবনে শুধুই দ্বীন মেনে চলা এবং ইসলাম ছাড়া অন্য কোনো দর্শন, আদর্শ, মতবাদ, নীতিমালা বা বিধিবিধানকে ইসলামের সাথে মিশিয়ে না ফেলা। আল-কুরআনে এ পদ্ধতিকে বলা হয়েছে একনিষ্ঠভাবে দ্বীন পালন বা হানীফ পদ্ধতি।
- ❖ নিজের ঈমান, আমল ও নিয়তকে ভেজালমুক্ত রাখা, আল-কুরআনে একে বলা হয় ইখলাস্ব আর যে বা যারা এমন করে তাদেরকে বলা হয়েছে মুখলিস্ব।

২৭. (তখন) কাফির নেতারা বলেছেঃ (নূহ!) তুমি আমাদের মতই মানুষ, আমরা লক্ষ্য করছি নীচু শ্রেণীর আহাম্মকেরা-ই কেবল তোমার আনুগত্য মেনে নিয়েছে। আমাদের উপর তোমাদের কোনো শ্রেষ্টত্ব দেখছি না। বরং আমরা মনে করি তোমরা মিথ্যুক।

قَالَ يٰقَوْمِ اَرَءَيْتُمْ اِنْ كُنْتُ عَلٰى بَيِّنَةٍ مِّنْ رَّبِّيْ وَاٰتٰنِيْ رَحْمَةً مِّنْ عِنْدِهٖ فَعُمِّيَتْ عَلَيْكُمْ ؕ اَنُلْزِمُكُمُوْهَا وَ اَنْتُمْ لَهَا كٰرِهُوْنَ ﴿۲۸﴾ وَ يٰقَوْمِ لَاۤ اَسْـَٔلُكُمْ عَلَيْهِ مَالًا ؕ اِنْ اَجْرِيَ اِلَّا عَلَى اللّٰهِ وَ مَاۤ اَنَا بِطَارِدِ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا ؕ اِنَّهُمْ مُّلٰقُوْا رَبِّهِمْ وَ لٰكِنِّيْۤ اَرٰىكُمْ قَوْمًا تَجْهَلُوْنَ ﴿۲۹﴾ وَ يٰقَوْمِ مَنْ يَّنْصُرُنِيْ مِنَ اللّٰهِ اِنْ طَرَدْتُّهُمْ ؕ اَفَلَا تَذَكَّرُوْنَ ﴿۳۰﴾ وَ لَاۤ اَقُوْلُ لَكُمْ عِنْدِيْ خَزَآئِنُ اللّٰهِ وَ لَاۤ اَعْلَمُ الْغَيْبَ وَ لَاۤ اَقُوْلُ اِنِّيْ مَلَكٌ وَّ لَاۤ اَقُوْلُ لِلَّذِيْنَ تَزْدَرِيْۤ اَعْيُنُكُمْ لَنْ يُّؤْتِيَهُمُ اللّٰهُ خَيْرًا ؕ اَللّٰهُ اَعْلَمُ بِمَا فِيْۤ اَنْفُسِهِمْ ۖ اِنِّيْۤ اِذًا لَّمِنَ الظّٰلِمِيْنَ ﴿۳۱﴾

নূহ আঃ এর দাওয়াত

২৮. নূহ বললঃ হে জাতি! তোমরা কী ভেবে দেখেছো? আমি যদি প্রভু থেকে আগত সুস্পষ্ট আদর্শের উপর অবিচল থাকি, প্রভুর পক্ষ থেকে যদি আমার কাছে রহমত (নবুয়ত) এসে থাকে আর এ ব্যাপারে যদি তোমাদের উপর অন্ধত্ব ঢেলে দেয়া হয়, তোমরা যদি এটা (আল্লাহর মনোনীত আদর্শ) অপছন্দ করে থাকো, তবে (তোমাদের কী পরিণতি হবে? তাই তোমরা আমার কথা মন দিয়ে শুনো।) তোমরা না চাইলে আমি কী তোমাদের উপর এটা চাপিয়ে দিতে পারব?

২৯. (নেতারা বললঃ তোমার সঙ্গীরা সব নির্বোধ ও গরীব। আগে এদের তাড়িয়ে দাও। তখন ভেবে দেখবঃ তোমার কাছে বসা যায় কি না। নূহ আঃ বললেন) হে আমার জাতি! আমি তোমাদের কাছে (বিনিময়) চাচ্ছি না। আমার প্রতিদান আল্লাহর উপর। (তোমাদের কথায়) আমি কোনো মুঅমিনকে তাড়িয়ে দেব না। (তারা যতই গরীব অসহায় বা নির্বোধ হক যারা ঈমান এনেছে) তারা (জান্নাতে) প্রভুর সাথে মিলিত হবে। আমি লক্ষ্য করছিঃ তোমরা-ই নির্বোধ।

৩০. (নূহ আরও বলল) হে আমার জাতি! তাদের তাড়িয়ে দিলে (আল্লাহ অসন্তুষ্ট হবেন। তখন) কে

আল্লাহ থেকে আমাকে রক্ষা করবে? তবুও কি তোমরা (আল্লাহর বিধান) মেনে নেবে না?

৩১. আমি বলছি নাঃ আমার কাছে আল্লাহর ভান্ডার রয়েছে। আমি গাইব জানি না (তাই আমি বলতে পারব নাঃ তোমাদের কে ঈমান আনবে আর কে আনবে না,) আমি বলছি নাঃ আমি ফিরিস্তা (বরং আমি তোমাদের মত-ই মানুষ) তোমরা যাদেরকে নীচু শ্রেণীর বলছো; আমি বলছি নাঃ আল্লাহ তাদেরকে কল্যাণ (হেদায়াত) দান করবেন না। আল্লাহ জানেনঃ তাদের মনের খবর। এমন করলে (তোমাদের কথা মতো তাদের তাড়িয়ে দিলে) আমি পাপিষ্ঠদের দলভুক্ত হয়ে যাব।

قَالُوْا يٰنُوْحُ قَدْ جٰدَلْتَنَا فَاَكْثَرْتَ جِدَالَنَا فَاْتِنَا بِمَا تَعِدُنَآ اِنْ كُنْتَ مِنَ الصّٰدِقِيْنَ ﴿٣٢﴾ قَالَ اِنَّمَا يَاْتِيْكُمْ بِهِ اللّٰهُ اِنْ شَآءَ وَمَآ اَنْتُمْ بِمُعْجِزِيْنَ ﴿٣٣﴾ وَلَا يَنْفَعُكُمْ نُصْحِيْٓ اِنْ اَرَدْتُّ اَنْ اَنْصَحَ لَكُمْ اِنْ كَانَ اللّٰهُ يُرِيْدُ اَنْ يُّغْوِيَكُمْ هُوَ رَبُّكُمْ وَاِلَيْهِ تُرْجَعُوْنَ ﴿٣٤﴾

জাতীয় নেতাদের অহমিকা

৩২. তারা (জাতীয় নেতারা) বললঃ নূহ! তুমি অনেক তর্ক করে ফেলছ। (তোমার তর্ক আর সহ্য করব না) তুমি সত্য হলে (আযাবের ব্যাপারে) তোমার প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়ন করে দেখাও।

৩৩. নূহ বললঃ (এ ব্যাপারে আমার কোনো ক্ষমতা নেই) আল্লাহ চাইলে-ই কেবল এটা বাস্তবায়িত হবে, তখন তোমরা এটাকে ফিরাতে পারবে না।

৩৪. আর আল্লাহ যদি তোমাদের বিভ্রান্ত করার ইচ্ছা করে থাকেন তবে আমি যতই উপদেশ দেই না কেন, আমার এসব উপদেশ কোনো কাজে-ই আসবে না। তিনি-ই তোমাদের রাব্ব আর তাঁর কাছেই তোমরা প্রত্যাবর্তিত হবে।

জ্ঞাতব্যঃ নবী রাসূলগণ আসেন দুটি মিশন নিয়েঃ মানুষকে কুফর শিরক মুক্ত বিশুদ্ধ ঈমান শিখানো এবং মানুষকে তাদের ন্যায়সঙ্গত অধিকার ফিরিয়ে দিয়ে শারীয়াহ আইন মত সমাজ পরিচালনা করা এবং এতে নেতৃত্ব দান করা। কিন্তু এতে নেতাদের কর্তৃত্ব খতম হয়ে যায় তাই বাধ সাধে জাতীয় নেতারা। নবীগণ দাওয়াত দিলে জনতা কিছু বলার আগে-ই নেতারা নবীগণের দাওয়াত প্রত্যাখ্যান করে। সেকাল থেকে একাল পর্যন্ত দেশে দেশে এমন-ই হয় এবং হচ্ছে।

اَمْ يَقُوْلُوْنَ افْتَرٰىهُ ۭ قُلْ اِنِ افْتَرَيْتُهٗ فَعَلَيَّ اِجْرَامِيْ وَاَنَا بَرِيْۗءٌ مِّمَّا تُجْرِمُوْنَ ﴿٣٥﴾

পাপ থেকে দায়মুক্তি ঘোষণা

৩৫. (হে নবীঃ) তারা (তোমার যুগের বেইমানরা) কী বলেঃ সে (মুহাম্মাদ) এটা (আল-কুরআন) বানিয়ে নিয়েছে? বলে দাওঃ আমি যদি এটা বানিয়ে থাকি তবে এ পাপের দায়ী আমি হব। আর (একে অবজ্ঞা করে) তোমরা যে পাপ করছো; আমি এসব থেকে দায়মুক্তি ঘোষণা করছি।

জ্ঞাতব্যঃ আমরা পাপ করব না এবং কোনো পাপ বা পাপিষ্ঠের সাথে যুক্তও থাকব না। বরং পাপ যে-ই করুক না কেন, আমরা সকল প্রকার পাপ থেকে দায়মুক্তি ঘোষণা করব।

وَ اُوْحِیَ اِلٰی نُوْحٍ اَنَّهٗ لَنْ یُّؤْمِنَ مِنْ قَوْمِكَ اِلَّا مَنْ قَدْ اٰمَنَ فَلَا تَبْتَىِٕسْ بِمَا كَانُوْا یَفْعَلُوْنَ ﴿۳۶﴾ وَ اصْنَعِ الْفُلْكَ بِاَعْیُنِنَا وَ وَحْیِنَا وَ لَا تُخَاطِبْنِیْ فِی الَّذِیْنَ ظَلَمُوْا ۚ اِنَّهُمْ مُّغْرَقُوْنَ ﴿۳۷﴾ وَ یَصْنَعُ الْفُلْكَ وَ كُلَّمَا مَرَّ عَلَیْهِ مَلَاٌ مِّنْ قَوْمِهٖ سَخِرُوْا مِنْهُ ؕ قَالَ اِنْ تَسْخَرُوْا مِنَّا فَاِنَّا نَسْخَرُ مِنْكُمْ كَمَا تَسْخَرُوْنَ ﴿۳۸﴾ فَسَوْفَ تَعْلَمُوْنَ ۙ مَنْ یَّاْتِیْهِ عَذَابٌ یُّخْزِیْهِ وَ یَحِلُّ عَلَیْهِ عَذَابٌ مُّقِیْمٌ ﴿۳۹﴾

জাহাজ নিয়ে নেতাদের উপহাস

৩৬-৩৭. এক পর্যায়ে নূহের কাছে ওহী পাঠানো হলোঃ তোমার জাতির যারা এ পর্যন্ত ঈমান এনেছে (এরা-ই মুঅমিন) এছাড়া আর কেউ তোমার উপর ঈমান আনবে না। তাই তাদের (ওই কাফিরদের) কাজকর্মের ব্যাপারে দুঃখ করো না। বরং আমাদের তত্ত্বাবধানে, আমাদের নির্দেশ মত একটি জাহাজ তৈরি করো (এবং আযাবের অপেক্ষা করো।) আর পাপিষ্ঠদের (ক্ষমার) ব্যাপারে আমাকে কিছু বলতে যেও না, তাদের অবশ্য-ই ডুবিয়ে মারা হবে।

৩৮-৩৯. নূহ জাহাজ বানানো শুরু করে দিল। জাতির নেতারা যখন-ই এটা অতিক্রম করত এটা নিয়ে উপহাস করত। নূহ বলতঃ তোমরা আমাদেরকে নিয়ে উপহাস করছো? (ভবিষ্যতে) আমরা তোমাদের নিয়ে উপহাস করব যেমন এখন তোমরা করছো। তোমরা অচিরেই জেনে যাবেঃ কার উপর লাঞ্ছনার আযাব অবধারিত হয়ে আছে আর কার তরে নির্ধারিত হয়েছে চিরস্থায়ী আযাব।

حَتّٰۤی اِذَا جَآءَ اَمْرُنَا وَ فَارَ التَّنُّوْرُ ۙ قُلْنَا احْمِلْ فِیْهَا مِنْ كُلٍّ زَوْجَیْنِ اثْنَیْنِ وَ اَهْلَكَ اِلَّا مَنْ سَبَقَ عَلَیْهِ الْقَوْلُ وَ مَنْ اٰمَنَ ؕ وَ مَاۤ اٰمَنَ مَعَهٗۤ اِلَّا قَلِیْلٌ ﴿۴۰﴾ وَ قَالَ ارْكَبُوْا فِیْهَا بِسْمِ اللّٰهِ مَجْرٖىهَا وَ مُرْسٰىهَا ؕ اِنَّ رَبِّیْ لَغَفُوْرٌ رَّحِیْمٌ ﴿۴۱﴾

জাহাজে আরোহণ

৪০. (নূহ আঃকে জানিয়ে দেয়া হলোঃ চুলা থেকে পানি উথলে উঠলে মনে করবে বন্যা শুরু হয়েগেছে। তখন জাহাজে আরোহণ করবে। বিষয়টির বর্ণনা দিয়ে নাযিল হয়েছে) যখন চলে এলো আযাব, উথলে উঠলো চুলা (শুরু হলো বন্যা। আল্লাহর আদেশে যমীন তার ভিতরের পানি বের করে দিল। আকাশ থেকে শুরু হলো মুষলধারে বৃষ্টি।) আমি (আল্লাহ) বললামঃ (নূহ!) জাহাজে আরোহণ করো এবং প্রত্যেক প্রজাতি থেকে এক এক জোড়া করে (পশুপাখি) আর তোমার আহালকেও (জাহাজে তুলে নেবে।) তবে (তোমার পরিবারের) যার যার ব্যাপারে (আযাবের) সিদ্ধান্ত হয়েগেছে তাদেরকে (এক ছেলেকে ও স্ত্রীকে) নয়। আর যারা তোমার উপর ঈমান এনেছে (এদেরকেও জাহাজে তুলে নেবে।) খুব অল্প লোক-ই তার উপর ঈমান এনেছিল।

৪১. (যাদেরকে জাহাজে উঠার অনুমতি দেওয়া হয়েছে তাদের উদ্দেশ্য করে নূহ) বললঃ জাহাজে আরোহণ

করো, আল্লাহর নামে এটা চলবে এবং আল্লাহর নামে থামবে। নিশ্চয় আমার প্রভু ক্ষমাশীল দয়াময়।

وَهِيَ تَجْرِيْ بِهِمْ فِيْ مَوْجٍ كَالْجِبَالِ وَنَادٰى نُوْحُ ابْنَهٗ وَكَانَ فِيْ مَعْزِلٍ يّٰبُنَيَّ ارْكَبْ مَّعَنَا وَلَا تَكُنْ مَّعَ الْكٰفِرِيْنَ ﴿٤٢﴾ قَالَ سَاٰوِيْٓ اِلٰى جَبَلٍ يَّعْصِمُنِيْ مِنَ الْمَآءِ ۭ قَالَ لَا عَاصِمَ الْيَوْمَ مِنْ اَمْرِ اللّٰهِ اِلَّا مَنْ رَّحِمَ ۚ وَحَالَ بَيْنَهُمَا الْمَوْجُ فَكَانَ مِنَ الْمُغْرَقِيْنَ ﴿٤٣﴾

নূহ আঃ এর ছেলে পানিতে ডুবে মরলো

৪২. জাহাজটি তাদেরকে নিয়ে পাহাড় সম ঢেউয়ের মাঝে ভেসে চললো। ছেলেকে বিচ্ছিন্ন (ভাবে ডুবতে) দেখে নূহ ডেকে বললঃ বৎস! কাফিরদের সঙ্গ ত্যাগ করে আমার সঙ্গে চলে আসো।

৪৩. ছেলে বললঃ পাহাড়ে চলে যাচ্ছি, পাহাড় পানি থেকে বাঁচাবে। নূহ বললঃ এ আযাব থেকে কেউ বাঁচাতে পারবে না আল্লাহ ছাড়া। এমন সময় ঢেউ এসে উভয়কে বিচ্ছিন্ন করে দিল। (নূহের) ছেলে ডুবে গেল।

জ্ঞাতব্যঃ নিজে ঈমানদার না হলে আল্লাহর আযাব অবধারিত হয়ে যায়। তখন কেউ কাউকে বাঁচাতে পারে না। দুনিয়াতেও না, আখেরাতেও না। এমন কি নবী রাসূল ও নিজের ছেলেমেয়ে স্ত্রী বা পরিবারকে বাঁচাতে পারেন না এবং পারবেন ও না। সুতরাং আসুন! আত্মপ্রতারণা না করে সবাই সঠিক পথ ধরি।

وَقِيْلَ يٰٓاَرْضُ ابْلَعِيْ مَآءَكِ وَيٰسَمَآءُ اَقْلِعِيْ وَغِيْضَ الْمَآءُ وَقُضِيَ الْاَمْرُ وَاسْتَوَتْ عَلَى الْجُوْدِيِّ وَقِيْلَ بُعْدًا لِّلْقَوْمِ الظّٰلِمِيْنَ ﴿٤٤﴾

আযাবের সমাপ্তি ঘোষণা

৪৪. (পাপিষ্ঠ জাতিকে ডুবিয়ে মারার পর বন্যার সমাপ্তি ঘোষণা করে) বলা হলোঃ হে যমীন! তোমার পানি গিলে ফেল, হে আকাশ! থেমে যাও। (আকাশের বৃষ্টি থেমে গেল, যমীন তার পানি গিলে ফেলল) পানি কমে আযাবের সমাপ্তি ঘটলো। জাহাজটি থামল জুদি (পাহাড়ে), বলা হলোঃ কাফিররা অতীত হয়ে গেছে।

জ্ঞাতব্যঃ জুদি পাহাড় তুরস্কে অবস্থিত। নুহ আ. ছিলেন ইরাকের বাসিন্দা। বানের স্রোতে জাহাজটি ইরাক থেকে তুরস্কে এসে থেমে ছিল। ভৌগলিকভাবে তুরস্কের অবস্থান এশিয়া, ইউরোপ ও আফ্রিকা মহাদেশের মধ্যখানে। বর্ণিত আছে জাহাজ থেকে নেমে নূহ আঃ এর এক ছেলে এশিয়ার দিকে, এক ছেলে ইউরোপের দিকে আর এক ছেলে আফ্রিকার দিকে যাত্রা করেছিল এবং তখন থেকে-ই তিন মহাদেশে মানব বসতি গড়ে উঠে।

وَنَادٰى نُوْحٌ رَّبَّهٗ فَقَالَ رَبِّ اِنَّ ابْنِيْ مِنْ اَهْلِيْ وَاِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ وَاَنْتَ اَحْكَمُ الْحٰكِمِيْنَ ﴿٤٥﴾ قَالَ يٰنُوْحُ اِنَّهٗ لَيْسَ مِنْ اَهْلِكَ ۚ اِنَّهٗ عَمَلٌ غَيْرُ صَالِحٍ فَلَا تَسْـَٔـلْنِ مَا لَيْسَ لَكَ بِهٖ عِلْمٌ ۭ اِنِّىْٓ اَعِظُكَ اَنْ تَكُوْنَ

مِنَ الْجٰهِلِيْنَ ﴿٤٦﴾ قَالَ رَبِّ اِنِّيْٓ اَعُوْذُ بِكَ اَنْ اَسْـَٔلَكَ مَا لَيْسَ لِيْ بِهٖ عِلْمٌ ۭ وَاِلَّا تَغْفِرْ لِيْ وَتَرْحَمْنِيْٓ اَكُنْ مِّنَ الْخٰسِرِيْنَ ﴿٤٧﴾

কাফির ছেলের জন্য বিফল আকুতি

সূত্রঃ আযাবের আগে নূহ আঃকে জানিয়ে দেয়া হলোঃ তোমার আহলকে এ আযাব থেকে বাঁচানো হবে। উল্লেখ্য আহল শব্দের দুই অর্থঃ পরিবার ও অনুসারী। আল্লাহ শব্দটি ব্যবহার করেছিলেন অনুসারী অর্থে। অর্থাৎ আল্লাহ বলেছিলেনঃ তোমার অনুসারীদেরকে বাঁচানো হবে। তবে নূহ আঃ শব্দটিকে পরিবার অর্থে ব্যবহার করে কাফির ছেলেকে বাঁচানোর আবেদন করেছিলেন। ঘটনাটির প্রতি ইঙ্গিত করে বলা হচ্ছেঃ ছেলেকে ডুবতে দেখে..

৪৫. নূহ ডেকে বললঃ হে রাব্ব! ছেলে আমার "আহল" (পরিবার। তাকে রক্ষা করো) নিশ্চয় তোমার ওয়াদা সত্য এবং তুমি-ই আহকামু-ল-হা'কিমীন তথা সর্বমহান হুকমদাতা।

৪৬. আল্লাহ বললেনঃ নূহ! সে তোমার "আহল" (অনুসারী) নয়। তার কাজকর্ম সঠিক নয়। তোমাকে সাবধান করে দিচ্ছিঃ এমন কিছু চাইবে না যে ব্যাপারে তোমার জ্ঞান নেই। নতুবা তুমিও মূর্খদের দলভুক্ত হয়ে যাবে।

৪৭. নূহ বললঃ হে রাব্ব! যে ব্যাপারে আমার জ্ঞান নেই এমন কিছু চাওয়া থেকে তোমার কাছে সুরক্ষা চাই। (যা করে ফেলেছি এজন্য আমাকে ক্ষমা করে দাও হে রাব্ব) তুমি ক্ষমা না করলে, দয়া না করলে আমি ধ্বংস হয়ে যাব।

আইন ও বিধানঃ রক্ত সম্পর্কের চেয়ে দ্বীনের সম্পর্ক বেশী মজবুত। তাইতো দ্বীনহীন ছেলে মুসলিম পিতার উত্তরাধিকার হতে পারে না, মুসলিম ছেলের উত্তরাধিকারী হয় না দ্বীনহীন বাবা। আর এজন্যই দ্বীনহীন বাবা-মা বা ছেলেমেয়েকে ওয়ালী বানালে তথা নীতিগতভাবে আপন করে নিলে পাপ হয়। (দেখুনঃ সূরাহ তাওবাহঃ ২৩)

قِيْلَ يٰنُوْحُ اهْبِطْ بِسَلٰمٍ مِّنَّا وَبَرَكٰتٍ عَلَيْكَ وَعَلٰٓى اُمَمٍ مِّمَّنْ مَّعَكَ ۭ وَاُمَمٌ سَنُمَتِّعُهُمْ ثُمَّ يَمَسُّهُمْ مِّنَّا عَذَابٌ اَلِيْمٌ ﴿٤٨﴾

জাহাজ থেকে নেমে আসা

৪৮. (জাহাজ থামার পর) বলা হলোঃ নূহ! আমাদের পক্ষ থেকে পূর্ণ নিরাপত্তার সহিত নেমে আস। তুমি ও তোমার সঙ্গীদের উপর বরকত। আমি (তোমার বংশধরদের) অনেককে (তথা যারা ঈমান আনবে না তাদেরকে দুনিয়ার) উপকরণ দান করব। পরে তারা কঠিন আযাবে পতিত হবে।

تِلْكَ مِنْ اَنْۢبَاۗءِ الْغَيْبِ نُوْحِيْهَآ اِلَيْكَ ۚ مَا كُنْتَ تَعْلَمُهَآ اَنْتَ وَلَا قَوْمُكَ مِنْ قَبْلِ هٰذَا ۛ فَاصْبِرْ ۭ اِنَّ الْعَاقِبَةَ لِلْمُتَّقِيْنَ ﴿٤٩﴾

দ্বীনের পথে অবিচল থাকতে হয়

৪৯. (মুহাম্মাদ সাঃকে লক্ষ্য করে মহান আল্লাহ বলছেন) এসব-ই গাইবের খবর, আমি ওহীর মাধ্যমে তোমাকে অবগত করছি। তুমি বা তোমার জাতির কেউ ইতোপূর্বে এসব জানতে না। সুতরাং

সবর করো, নিশ্চয় চূড়ান্ত (বিজয়) মুত্তাক্বীদের জন্য অবধারিত।

(সবর অর্থ দৃঢ়তা, অটলতা, অবিচলতা। যে কোনো পরিস্থিতিতে ইসলাম, ঈমান তথা আল্লাহর বিধানের উপর সুদৃঢ়ভাবে অটল ও অবিচল থাকার নাম সবর।)

وَ اِلٰى عَادٍ اَخَاهُمْ هُوْدًا ؕ قَالَ يٰقَوْمِ اعْبُدُوا اللّٰهَ مَا لَكُمْ مِّنْ اِلٰهٍ غَيْرُهٗ ؕ اِنْ اَنْتُمْ اِلَّا مُفْتَرُوْنَ ﴿۵۰﴾ يٰقَوْمِ لَاۤ اَسْـَٔلُكُمْ عَلَيْهِ اَجْرًا ؕ اِنْ اَجْرِيَ اِلَّا عَلَى الَّذِيْ فَطَرَنِيْ ؕ اَفَلَا تَعْقِلُوْنَ ﴿۵۱﴾ وَ يٰقَوْمِ اسْتَغْفِرُوْا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوْبُوْۤا اِلَيْهِ يُرْسِلِ السَّمَآءَ عَلَيْكُمْ مِّدْرَارًا وَّ يَزِدْكُمْ قُوَّةً اِلٰى قُوَّتِكُمْ وَ لَا تَتَوَلَّوْا مُجْرِمِيْنَ ﴿۵۲﴾

হূদ আ. ও আ'দ জাতি

পটভূমিঃ বন্যার পর নূহ আঃ এর বংশধর চারদিকে ছড়িয়ে পড়লো। এর মধ্যে ইয়ামান ও উমানের মধ্যবর্তি আহক্বাফ (বালুকাময় ডিবি স্থান) হিসেবে পরিচিত ইরাম নামক স্থানে গড়ে উঠলো এক বিরাট মানব সমাজ। জাতি হিসেবে তারা আদ নামে পরিচিত। আ'দ জাতি আল্লাহর বিধান ছেড়ে কুফর শিরক ও পাপাচারে মেতে উঠলে আল্লাহ হূদ আঃকে তাদের রাসূল বানিয়ে পাঠালেন। তিনি হচ্ছেন হূদ বিন শালিখ বিন আরফাশায বিন সাম বিন নূহ। ঘটনার বর্ণনায় নাযিল হয়েছে..

৫০. আর আ'দ জাতির কাছে (রাসূল হিসেবে) পাঠিয়েছি তাদের ভাই হূদকে। সে বলেছেঃ হে আমার জাতি! এক আল্লাহর ইবাদাত করো, তিনি ব্যতীত আর কোনো ইলাহ নেই। (আল্লাহর বিধানের বিপরীতে মানব রচিত বিধান মেনে নিয়ে) তোমরা আল্লাহর উপর মিথ্যাচার করছো।

ইবাদাতঃ পরিচিতি ও পদ্ধতিঃ ইবাদাত অর্থ দাসত্ব ও উপাসনা। আল্লাহর ইবাদাত করার জন্য একটি নির্ধারিত নিয়ম, নীতি ও পদ্ধতি রয়েছে। আর তা হলো..

- ❖ এক আল্লাহ ব্যতীত অন্য সবকিছুকে বর্জন ও প্রত্যাখ্যান করা, আল-কুরআনে যাকে বলা হয়েছে ত্বাগূত বর্জন।
- ❖ নিজের উপর মহান আল্লাহর প্রভুত্ব, কর্তৃত্ব ও সার্বভৌমত্ব মেনে নেওয়া, ইসলামে একে বলা হয় আল্লাহর দাসত্বের স্বীকৃতি, আত্মসমর্পন ও ইসলাম গ্রহণ।
- ❖ আল্লাহ প্রদত্ব যাবতীয় বিষয়ে পরিপূর্ণ আস্থা ও বিশ্বাস রাখা, ইসলামে একে বলা হয় তাসদীক বি-ল-জিনান বা অন্তরের বিশ্বাস।
- ❖ আল্লাহ প্রদত্ব ও রাসূল কর্তৃক বাস্তবায়িত সকল বিধিবিধান তথা ইসলামী শারীয়া'হকে নৈতিক ও আদর্শিকভবে মেনে নেওয়া।
- ❖ বাস্তব জীবনের সকল ক্ষেত্রে এবং সকল বিষয়ে আল্লাহর বিধিবিধান তথা ইসলামী শারীয়া'হ মেনে চলা।
- ❖ বাস্তব জীবনে শুধুই দ্বীন মেনে চলা এবং ইসলাম ছাড়া অন্য কোনো দর্শন, আদর্শ, মতবাদ, নীতিমালা বা বিধিবিধানকে ইসলামের সাথে মিশিয়ে না ফেলা। আল-কুরআনে এ পদ্ধতিকে বলা হয়েছে একনিষ্ঠভাবে দ্বীন পালন বা হানীফ পদ্ধতি।
- ❖ নিজের ঈমান, আমল ও নিয়তকে ভেজালমুক্ত রাখা, আল-কুরআনে একে বলা হয় ইখলাস্ব আর যে বা যারা এমন করে তাদেরকে বলা হয়েছে মুখলিস্ব।

৫১. হে আমার জাতি! আমি তোমাদের কাছে কোনো বিনিময় চাচ্ছি না, আমার প্রতিদান তিনি-ই দেবেন যিনি আমাকে সৃষ্টি করেছেন। তোমরা কি বুঝ না?

৫২. হে আমার জাতি! প্রভুর কাছে ক্ষমা চাও, তাওবাহ করো। তিনি তোমাদেরকে নিয়মিত বৃষ্টি দেবেন, তোমাদের ক্ষমতা বাড়িয়ে দেবেন। আর পাপাচার থেকে বিরত থাকো।

قَالُوْا يٰهُوْدُ مَا جِئْتَنَا بِبَيِّنَةٍ وَّ مَا نَحْنُ بِتَارِكِيْٓ اٰلِهَتِنَا عَنْ قَوْلِكَ وَ مَا نَحْنُ لَكَ بِمُؤْمِنِيْنَ ﴿٥٣﴾ اِنْ نَّقُوْلُ اِلَّا اعْتَرٰىكَ بَعْضُ اٰلِهَتِنَا بِسُوْٓءٍ ؕ قَالَ اِنِّيْٓ اُشْهِدُ اللّٰهَ وَ اشْهَدُوْٓا اَنِّيْ بَرِيْٓءٌ مِّمَّا تُشْرِكُوْنَ ﴿٥٤﴾

শিরক থেকে দায়মুক্তি ঘোষণা

৫৩-৫৪. তারা (জাতীয় নেতারা) বললঃ হূদ! তুমি সুনির্দিষ্ট কোনো প্রমাণ নিয়ে আসোনি। তাই তোমার কথায় আমাদের খোদাদেরকে ত্যাগ করব না। আমরা তোমাকে বিশ্বাস করি না। আমরা মনে করিঃ আমাদের কোনো খোদা তোমাকে অভিশাপ দিয়েছে (তাই উন্মাদ হয়ে তুমি আবোল-তাবোল বকছো) হূদ বললঃ আল্লাহ সাক্ষী, তোমরাও সাক্ষী থাকোঃ তোমরা যেসব শিরক করছো আমি এসব থেকে দায়মুক্তি ঘোষণা করছি। (সকল প্রকার শিরক থেকে মুক্ত থাকা মুঅমিনের অন্যতম বৈশিষ্ট্য)

مِنْ دُوْنِهٖ فَكِيْدُوْنِيْ جَمِيْعًا ثُمَّ لَا تُنْظِرُوْنِ ﴿٥٥﴾ اِنِّيْ تَوَكَّلْتُ عَلَى اللّٰهِ رَبِّيْ وَ رَبِّكُمْ ؕ مَا مِنْ دَآبَّةٍ اِلَّا هُوَ اٰخِذٌۢ بِنَاصِيَتِهَا ؕ اِنَّ رَبِّيْ عَلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ ﴿٥٦﴾ فَاِنْ تَوَلَّوْا فَقَدْ اَبْلَغْتُكُمْ مَّآ اُرْسِلْتُ بِهٖٓ اِلَيْكُمْ ؕ وَ يَسْتَخْلِفُ رَبِّيْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ۚ وَ لَا تَضُرُّوْنَهٗ شَيْـًٔا ؕ اِنَّ رَبِّيْ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ حَفِيْظٌ ﴿٥٧﴾

হূদ আঃ এর ওপেন চ্যালেঞ্জ

৫৫. (হূদ বলল) তোমরা এবং আল্লাহ ছাড়া তোমাদের অন্য সকল খোদা মিলে আমার বিরুদ্ধে পরিকল্পনা করো, আমাকে অবকাশ দিও না।

৫৬. আমি আল্লাহর উপর ভরসা করলাম, যিনি আমার ও তোমাদের সকলের রাব্ব। পৃথিবীর কেউ তাঁর মুঠোর বাইরে নয়। আমার রাব্ব সোজা পথে অবিচল।

৫৭. তোমরা যদি (আমার দাওয়াত) প্রত্যাখ্যান করো তবে (জেনে রাখো!) আমাকে যে বাণী দিয়ে পাঠানো হয়েছে আমি এটা পৌছে দিয়েছি। (তোমরা না মানলে) প্রভু অন্যদেরকে তোমাদের স্থলাভিষিক্ত করবেন। তখন তোমরা কিছু-ই করতে পারবে না। নিশ্চয় আমার প্রভু সবকিছুর মহাসংরক্ষক।

وَ لَمَّا جَآءَ اَمْرُنَا نَجَّيْنَا هُوْدًا وَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مَعَهٗ بِرَحْمَةٍ مِّنَّا ۚ وَ نَجَّيْنٰهُمْ مِّنْ عَذَابٍ غَلِيْظٍ ﴿٥٨﴾ وَ تِلْكَ عَادٌ ۘ جَحَدُوْا بِاٰيٰتِ رَبِّهِمْ وَ عَصَوْا رُسُلَهٗ وَ اتَّبَعُوْٓا اَمْرَ كُلِّ جَبَّارٍ عَنِيْدٍ ﴿٥٩﴾ وَ اُتْبِعُوْا فِيْ هٰذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً وَّ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ ؕ اَلَآ اِنَّ عَادًا كَفَرُوْا رَبَّهُمْ ؕ اَلَا بُعْدًا لِّعَادٍ قَوْمِ هُوْدٍ ﴿٦٠﴾

আল্লাহর আযাবে ধ্বংস হলো আ'দ

৫৮. (আ'দ জাতি নবীকে অমান্য করলো। ফলে) আমার আযাব যখন চলে এলো আমি হূদ ও তার সঙ্গী মুঅমিনদেরকে আপন করুণায় বাঁচিয়ে রাখলাম এবং কঠিন আযাব থেকে তাদের মুক্ত করলাম।

৫৯-৬০. এই হলো আ'দ (জাতির ইতিহাস) যারা প্রভুর বিধানের বিরোধিতা করেছে, রাসূলের অবাধ্য হয়েছে এবং হঠকারী দাম্ভিক নেতাদের আনুগত্য করেছে। ফলে দুনিয়া ও আখেরাতে তাদের পিছু লাগিয়ে দেওয়া হয়েছে লা'নত। শুনো! আ'দ জাতি কুফর করেছে, শুনো! হূদের জাতি আ'দ অতীত হয়ে গেছে। (যে জাতি কুফর করবে তারা-ই আল্লাহর আযাবে ধ্বংস হবে। শুধু সময়ের ব্যবধান। আর আল্লাহ্‌র রহমত থেকে বঞ্চিত করাকে লা'নত বলা হয়।)

وَ اِلٰى ثَمُوْدَ اَخَاهُمْ صٰلِحًا ؕ قَالَ يٰقَوْمِ اعْبُدُوا اللّٰهَ مَا لَكُمْ مِّنْ اِلٰهٍ غَيْرُهٗ ؕ هُوَ اَنْشَاَكُمْ مِّنَ الْاَرْضِ وَ اسْتَعْمَرَكُمْ فِيْهَا فَاسْتَغْفِرُوْهُ ثُمَّ تُوْبُوْۤا اِلَيْهِ ؕ اِنَّ رَبِّيْ قَرِيْبٌ مُّجِيْبٌ ﴿٦١﴾

ছামূদ জাতি ও স্বালিহ আ.

পটভূমিঃ বর্তমান সৌদি আরবের মদীনাহ ও তাবূকের মাঝে একটি জায়গার নাম হিজর, এটা মাদাইন স্বালিহ বা স্বালিহ নগরী নামেও পরিচিত। এক সময় এখানে গড়ে উঠেছিল বিরাট মানব সমাজ। ইতিহাসে তারা ছামূদ জাতি নামে পরিচিত।

ছামূদ জাতি আল্লাহর বিধান ছেড়ে মনগড়া পথ ধরে কুফর শিরক ও পাপাচারে মেতে উঠলে আল্লাহ তাদের জন্য রাসূল বানিয়ে পাঠালেন স্বালিহ আঃকে। তিনি স্বালিহ বিন আব্দ বিন মাসিহ' বিন উ'বাইদ বিন হাজির বিন ছামূদ বিন আ'বির বিন ইরাম বিন সাম বিন নূহ আঃ।

ছামূদ জাতি ছিল নির্মাণ শিল্পে পারদর্শী। তারা পাহাড় কেটে ঘর বানাত। তাদের ঘরবাড়ি এখনো বিদ্যমান আছে। (গুগলে "মাদাইন স্বালিহ" সার্চ করে তাদের ঘরবাড়ির ছবি ও ভিডিও দেখতে পারবেন) তাদের বর্ণনায় নাযিল হয়েছেঃ

৬১. আমি ছামূদ জাতির কাছে পাঠিয়েছি তাদের ভাই স্বালিহকে। সে বলেছেঃ হে আমার জাতি! এক আল্লাহর ইবাদাত করো, তিনি ব্যতীত আর কোনো ইলাহ নেই। তিনি এ পৃথিবী থেকেই তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন এবং এখানেই তোমাদের জীবন নির্ধারণ করে দিয়েছেন। সুতরাং তোমরা তার কাছে ক্ষমা চাও এবং তাওবাহ করো। নিশ্চয় আমার রাব্ব প্রার্থনা কবুলকারী, তিনি অতি নিকটে।

قَالُوْا يٰصٰلِحُ قَدْ كُنْتَ فِيْنَا مَرْجُوًّا قَبْلَ هٰذَاۤ اَتَنْهٰىنَاۤ اَنْ نَّعْبُدَ مَا يَعْبُدُ اٰبَآؤُنَا وَ اِنَّنَا لَفِيْ شَكٍّ مِّمَّا تَدْعُوْنَاۤ اِلَيْهِ مُرِيْبٍ ﴿٦٢﴾ قَالَ يٰقَوْمِ اَرَءَيْتُمْ اِنْ كُنْتُ عَلٰى بَيِّنَةٍ مِّنْ رَّبِّيْ وَ اٰتٰىنِيْ مِنْهُ رَحْمَةً فَمَنْ يَّنْصُرُنِيْ مِنَ اللّٰهِ اِنْ عَصَيْتُهٗ فَمَا تَزِيْدُوْنَنِيْ غَيْرَ تَخْسِيْرٍ ﴿٦٣﴾ وَ يٰقَوْمِ هٰذِهٖ نَاقَةُ اللّٰهِ لَكُمْ اٰيَةً فَذَرُوْهَا تَاْكُلْ فِيْۤ اَرْضِ اللّٰهِ وَ لَا تَمَسُّوْهَا بِسُوْٓءٍ فَيَاْخُذَكُمْ عَذَابٌ قَرِيْبٌ ﴿٦٤﴾ فَعَقَرُوْهَا فَقَالَ تَمَتَّعُوْا فِيْ دَارِكُمْ ثَلٰثَةَ اَيَّامٍ ؕ ذٰلِكَ وَعْدٌ غَيْرُ مَكْذُوْبٍ ﴿٦٥﴾

আল্লাহর উটনী

৬২. তারা (ছামূদ জাতির নেতারা) বললঃ স্বালিহ! তুমি ইতোপূর্বে আমাদের আশা ভরসার কেন্দ্র ছিলে (আমরা তোমাকে পরবর্তী রাজা বানাতে চেয়েছিলাম।) তুমি কী আমাদের খোদাদের ইবাদাত করতে বারণ করছো যাদের ইবাদত আমাদের বাপ-দাদা করে গেছেন? তুমি যে পথে আহ্বান করছো আমরা এ ব্যাপারে যথেষ্ট সন্দিহান।

৬৩. স্বালিহ বললঃ হে আমার জাতি! তোমরা কী ভেবে দেখেছো? আমি যদি প্রভু থেকে আগত আদর্শের উপর অবিচল থাকি এবং তিনি যদি আমাকে রহমত (নবুওত) দান করে থাকেন। তা সত্ত্বেও আমি যদি তার আদেশ লঙ্ঘন করি, তবে আল্লাহর আযাব থেকে কে আমাকে বাঁচাবে? (মনগড়া পথে আহ্বান করে) তোমরা আমার সর্বনাশ-ই করতে চাচ্ছ।

৬৪. (জাতির নেতারা একটি পাথর দেখিয়ে বললঃ তুমি সত্য হলে ওই পাথর থেকে উটনী বের করে আনো। আল্লাহর আদেশ নিয়ে নবী ডাক দিলে ওই পাথর থেকে বেরিয়ে এলো বাচ্ছাসহ একটি উটনী। স্বালিহ আঃ বললেন) এটা হলো আল্লাহর উটনী, তোমাদের তরে নিদর্শণ স্বরূপ। এ উটনীকে আল্লাহর যমীনে স্বাধীনভাবে বিচরণ করতে দাও। মন্দ উদ্দেশ্যে একে স্পর্শও করো না। এতে আল্লাহর আযাব তোমাদের গ্রাস করবে।

৬৫. তাসত্ত্বেও তারা এ উটনীকে কেটে ফেলল। স্বালিহ বললঃ তোমরা আর মাত্র তিনদিন নিজ ঘরে (জীবন) উপভোগ করতে পারবে। (তিনদিন পর আযাব চলে আসবে) এ প্রতিশ্রুতি মিথ্যা নয়।

فَلَمَّا جَآءَ اَمۡرُنَا نَجَّيۡنَا صٰلِحًا وَّ الَّذِيۡنَ اٰمَنُوۡا مَعَهٗ بِرَحۡمَةٍ مِّنَّا وَ مِنۡ خِزۡيِ يَوۡمِئِذٍ ؕ اِنَّ رَبَّكَ هُوَ الۡقَوِيُّ الۡعَزِيۡزُ ﴿٦٦﴾ وَ اَخَذَ الَّذِيۡنَ ظَلَمُوا الصَّيۡحَةُ فَاَصۡبَحُوۡا فِىۡ دِيَارِهِمۡ جٰثِمِيۡنَ ﴿٦٧﴾ كَاَنۡ لَّمۡ يَغۡنَوۡا فِيۡهَا ؕ اَلَاۤ اِنَّ ثَمُوۡدَا كَفَرُوۡا رَبَّهُمۡ ؕ اَلَا بُعۡدًا لِّثَمُوۡدَ ﴿٦٨﴾

আল্লাহর আযাবে ধ্বংস হলো ছামূদ

৬৬. আমার আযাব যখন চলে এলো আমি তখন স্বালিহ ও তার সঙ্গী (চার হাজার-জালালাইন) মুঅমিনদেরকে সেদিনের লাঞ্ছনা থেকে মুক্ত করলাম আপন করুণায়। নিশ্চয় তোমার রাব্ব মহাশক্তিমান, মহাপরাক্রমশালী।

৬৭-৬৮. আর যারা জুলম (শিরক, অবিচার, পাপাচার) করেছে তাদের গ্রাস করলো স্বাইহা'হ (ভূমিকম্প ও গর্জন) তারা নিজ নিজ ঘরে উপুড় হয়ে পড়ে রইলো। (তারা সবাই এমনভাবে ধ্বংস হলো) যেন ছিল-ই না। শুনো! ছামূদ প্রভুর সাথে কুফর করেছে। শুনো! ছামূদ অতীত হয়ে গেছে।

জুলম পরিচিতিঃ জুলম অর্থ কাউকে তার উপযুক্ত মর্যাদা না দেওয়া। সে মতে সকল প্রকার অবিচার, অনাচার, পাপাচার, অধিকার হরণ, ইত্যাদি পাপসমূহকে জুলম বলা হয়। আর শিরক হচ্ছে মহান আল্লাহর অধিকার হরণ করা। তাই শিরক হলো সবচেয়ে বড় জুলম।

وَ لَقَدْ جَآءَتْ رُسُلُنَآ اِبْرٰهِيْمَ بِالْبُشْرٰى قَالُوْا سَلٰمًا ؕ قَالَ سَلٰمٌ فَمَا لَبِثَ اَنْ جَآءَ بِعِجْلٍ حَنِيْذٍ ﴿٦٩﴾
فَلَمَّا رَاٰۤ اَيْدِيَهُمْ لَا تَصِلُ اِلَيْهِ نَكِرَهُمْ وَ اَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيْفَةً ؕ قَالُوْا لَا تَخَفْ اِنَّاۤ اُرْسِلْنَاۤ اِلٰى قَوْمِ لُوْطٍ
﴿٧٠﴾ وَ امْرَاَتُهٗ قَآئِمَةٌ فَضَحِكَتْ فَبَشَّرْنٰهَا بِاِسْحٰقَ ۙ وَ مِنْ وَّرَآءِ اِسْحٰقَ يَعْقُوْبَ ﴿٧١﴾ قَالَتْ
يٰوَيْلَتٰۤى ءَاَلِدُ وَ اَنَا عَجُوْزٌ وَّ هٰذَا بَعْلِىْ شَيْخًا ؕ اِنَّ هٰذَا لَشَىْءٌ عَجِيْبٌ ﴿٧٢﴾ قَالُوْۤا اَتَعْجَبِيْنَ مِنْ اَمْرِ
اللّٰهِ رَحْمَتُ اللّٰهِ وَ بَرَكٰتُهٗ عَلَيْكُمْ اَهْلَ الْبَيْتِ ؕ اِنَّهٗ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ ﴿٧٣﴾ فَلَمَّا ذَهَبَ عَنْ اِبْرٰهِيْمَ
الرَّوْعُ وَ جَآءَتْهُ الْبُشْرٰى يُجَادِلُنَا فِىْ قَوْمِ لُوْطٍ ﴿٧٤﴾ اِنَّ اِبْرٰهِيْمَ لَحَلِيْمٌ اَوَّاهٌ مُّنِيْبٌ ﴿٧٥﴾
يٰۤاِبْرٰهِيْمُ اَعْرِضْ عَنْ هٰذَا ۚ اِنَّهٗ قَدْ جَآءَ اَمْرُ رَبِّكَ ۚ وَ اِنَّهُمْ اٰتِيْهِمْ عَذَابٌ غَيْرُ مَرْدُوْدٍ ﴿٧٦﴾

ফিরিস্তা যখন ইবরাহীম আঃ এর মেহমান

৬৯. আমার রাসূল(ফিরিস্তা)গণ সুসংবাদ নিয়ে ইবরাহীমের কাছে এসে বললঃ সালাম। (প্রত্যুত্তরে) ইবরাহীম বললঃ সালাম। তারপর খুব দ্রুত বাছুরের কাবাব বানিয়ে নিয়ে এলো।

সালামঃ মানুষ যখন পরস্পরে সাক্ষাত করে তখন একে অপরকে অভিভাদন জানায়, এটা যুগযুগ ধরে চলে আসা সভ্য মানুষের রীতি। ইসলাম মানুষকে এমন সভ্যতা শিক্ষা দিয়েছে এবং এ রীতি চালু রাখার তাগিদ দিয়েছে। ইসলামী সভ্যতায় এ অভিভাদনকে বলা হয় সালাম। দুনিয়া ও আখেরাতে "সালাম" হচ্ছে অভিভাদনের মূল শব্দ। সালাম শব্দ ঠিক রেখে এর সাথে বিভিন্ন শব্দ যুক্ত করে সালাম করা যায়। আল কুরআনে সালামের জন্য বেশ কিছু শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। যেমন..

- সালামঃ আল-কুরআনের অনেক জায়গায় শুধু "সালাম" শব্দ দিয়েই সালাম করার কথা বলা হয়েছে। (দেখুন সূরাহঃ হুদঃ ৬৯, যারিয়াতঃ ২৫, এ ছাড়াও আরও অনেক আয়াতে)
- সালামূন আলাইকুমঃ আল-কুরআনের অনেক জায়গায় সালামের জন্য শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে "সালামুন আলাইকুম"। (যেমন দেখুন সূরাহ আনয়ামঃ ৫৪, আ'রাফঃ ৪৬, রা'দঃ ২৪, নাহলঃ ৩২, ক্বাস্বাস্বঃ ৫৫, এ দ্বারাও আরও অনেক আয়াতে)
- হাদীছে বলা হয়েছেঃ "আসসালামু আলাইকা ও আসসালামু আলাইকুম"

সুতরাং এসব শব্দের যে কোনো একটি দিয়ে সালাম করলেই সালাম হয়ে যাবে।

সূত্রঃ ফিরিস্তাগণ মানুষের রূপ ধরে এসেছিলেন। ইবরাহীম আঃ মেহমান মনে করে বাছুর জবাই করে কাবাব বানিয়ে হাজির করলেন। কিন্তু তারা ছিলেন জিবরাঈল মিকাঈলসহ কয়েক জন ফিরিস্তা। তাই খাবারের প্রতি হাত না বাড়িয়ে মুচকি হেঁসে পরস্পরে চুখের ইশারা করতে লাগলেন। এর প্রতি ইঙ্গিত করে নাযিল হয়েছে..

৭০. ইবরাহীম যখন দেখল মেহমানগণের হাত খাবারের দিকে এগুচ্ছে না তখন তাদেরকে অন্যকিছু (ডাকাত) ভেবে ভয় পেয়ে গেল। তারাও (মেহমানগণ বিষয়টি বুঝতে পারলো এবং) বললঃ ভয় পাবেন না। (আমরা আল্লাহর প্রতিনিধি ফিরিস্তা) আমাদেরকে পাঠানো হয়েছে লূত্বের জাতির কাছে (তাদেরকে ধ্বংস করার জন্য)

৭১. ইবরাহীমের স্ত্রী (কাছে-ই) দাঁড়ানো ছিল এবং (একথা শুনে) সে হেঁসে ফেলল। আমরা তাকে (ইবরাহীমের স্ত্রী সারাকে) ইসহাক এবং ইসহাকের পর ইয়াকুবের সুসংবাদ দিলাম।

৭২. (সন্তানের সংবাদ শুনে সারা খুব খুশী হলো এবং) বললঃ ওয়াহ! আমার সন্তান হবে! অথচ আমি বন্ধা, আমার স্বামী বৃদ্ধ। এটা খুব-ই আশ্চর্যের বিষয়।

৭৩. ফিরিস্তা বললঃ আপনি আশ্চর্য হচ্ছেন? অথচ এটা-ই আল্লাহর আদেশ। হে ঘরবাসী! আপনাদের উপর আল্লাহর রহমত ও বরকত, তিনি চিরপ্রশংসিত, মহিমান্বিত।

৭৪-৭৫. ভয় কেটে যাবার পর ইবরাহীম সুসংবাদ গ্রহণ করলো এবং লূত্বের জাতি নিয়ে যুক্তিতর্ক শুরু করলো। কারণ ইবরাহীম ছিল খুব সহনশীল, কোমল ও বিনয়ী।

৭৬. (বলা হলো) ইবরাহীম! এসব বাদ দাও। (এ ব্যাপারে) প্রভুর ফরমান জারি হয়ে গেছে। তাদের উপর আযাব আসন্ন। এটা আর ফিরানো যাবে না।

وَ لَمَّا جَآءَتْ رُسُلُنَا لُوْطًا سِیْٓءَ بِهِمْ وَ ضَاقَ بِهِمْ ذَرْعًا وَّ قَالَ هٰذَا یَوْمٌ عَصِیْبٌ ﴿۷۷﴾ وَ جَآءَهٗ قَوْمُهٗ یُهْرَعُوْنَ اِلَیْهِ ؕ وَ مِنْ قَبْلُ كَانُوْا یَعْمَلُوْنَ السَّیِّاٰتِ ؕ قَالَ یٰقَوْمِ هٰۤؤُلَآءِ بَنَاتِیْ هُنَّ اَطْهَرُ لَكُمْ فَاتَّقُوا اللّٰهَ وَ لَا تُخْزُوْنِ فِیْ ضَیْفِیْ ؕ اَلَیْسَ مِنْكُمْ رَجُلٌ رَّشِیْدٌ ﴿۷۸﴾ قَالُوْا لَقَدْ عَلِمْتَ مَا لَنَا فِیْ بَنٰتِكَ مِنْ حَقٍّ ۚ وَ اِنَّكَ لَتَعْلَمُ مَا نُرِیْدُ ﴿۷۹﴾ قَالَ لَوْ اَنَّ لِیْ بِكُمْ قُوَّةً اَوْ اٰوِیْۤ اِلٰی رُكْنٍ شَدِیْدٍ ﴿۸۰﴾ قَالُوْا یٰلُوْطُ اِنَّا رُسُلُ رَبِّكَ لَنْ یَّصِلُوْۤا اِلَیْكَ فَاَسْرِ بِاَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِّنَ الَّیْلِ وَ لَا یَلْتَفِتْ مِنْكُمْ اَحَدٌ اِلَّا امْرَاَتَكَ ؕ اِنَّهٗ مُصِیْبُهَا مَاۤ اَصَابَهُمْ ؕ اِنَّ مَوْعِدَهُمُ الصُّبْحُ ؕ اَلَیْسَ الصُّبْحُ بِقَرِیْبٍ ﴿۸۱﴾ فَلَمَّا جَآءَ اَمْرُنَا جَعَلْنَا عَالِیَهَا سَافِلَهَا وَ اَمْطَرْنَا عَلَیْهَا حِجَارَةً مِّنْ سِجِّیْلٍ مَّنْضُوْدٍ ﴿۸۲﴾ مُّسَوَّمَةً عِنْدَ رَبِّكَ ؕ وَ مَا هِیَ مِنَ الظّٰلِمِیْنَ بِبَعِیْدٍ ﴿۸۳﴾

লূত্ব আঃএর এলাকা এখন মৃত সাগর

৭৭. আমার রাসূল(ফিরিস্তা)গণ যখন (ফুটফুটে কিশোর রূপে লূত্বের কাছে) হাজির হলো লূত্ব তখন তাদের (নিরাপত্তা) নিয়ে ভাবনায় পড়ে গেল, তার বাহু সংকুচিত হয়ে এলো এবং সে বললঃ আজকের এ দিন বড় কঠিন দিন।

৭৮. (কিশোরদের খবর পেয়ে সমকামী) লোকজন ছুটে এলো। এর আগ থেকেই তারা এমন মন্দকাজে (সমকামিতায়) আসক্ত ছিল। (অবস্থা বেগতিক দেখে) লূত্ব বললঃ হে আমার জাতি! ওই আমার মেয়েরা, তারা তোমাদের জন্য হালাল (তোমরা তাদের বিয়ে করে শারীরিক চাহিদা পূরণ করো) আর আল্লাহর তাকওয়া অর্জন করো (তথা পাপ থেকে বেঁচে থাকো)। মেহমানদের ব্যাপারে আমাকে অপমানিত করো না। তোমাদের মাঝে কি কোনো ভালো মানুষ নেই?

৭৯. তারা বললঃ আপনি জানেন নারীদের প্রতি আমাদের কোন আসক্তি নেই। আমরা কি চাই তাও আপনার জানা আছে।

৮০. (লূত্ব মনে করলো আর বুঝি মেহমানদের রক্ষা করা যাবে না। তাই আক্ষেপ করে) বললঃ আমার যদি

ক্ষমতা থাকত, থাকত যদি মজবুত অবস্থান...

৮১. ফিরিস্তারা বললঃ লূত্ব! আমরা তোমার প্রভুর দূত (হিসেবে এসেছি এদের ধ্বংস করার জন্য। তাই চিন্তা করবেন না) এরা আপনার কাছেও আসতে পারবে না। রাতে-ই আপনি পরিবার নিয়ে পালিয়ে যান, পিছনে ফিরেও তাকাবেন না। আর আপনার স্ত্রীকে সঙ্গে নেবেন না, সেও তাদের মত আযাবে পতিত হবে। তাদের (আযাবের) প্রতিশ্রুত সময় ঊষাকাল, ঊষাকাল কি আসন্ন নয়?

৮২. আমার আযাব যখন চলে এলো তখন তাদের উঁচু ভূমিকে নিচু (সাগরে পরিণত) করে দিলাম। বর্ষন করলাম শিলাবৃষ্টি যা (বিশেষভাবে তৈরি এবং) প্রভুর পক্ষ থেকে বিশেষ চিহ্ন সম্বলিত ছিল।

৮৩. (আমার আযাবে ধ্বংস হওয়া লূত্বের) এ জনপদ (মক্কার) জালিমদের (মুশরিক, অবিচারী, পাপিষ্ঠদের) থেকে বেশী দূরে নয়।

জ্ঞাতব্যঃ লূত্ব আঃএর জাতির বাসস্থান আল্লাহর আযাবে সাগরে পরিণত হয়েছে। এর নাম মৃত সাগর। আরবীতে বলা হয় "বাহরু-ল-মাওত" আর ইংরেজীতে "ডেড সী"। এ সাগরে প্রাণীর কোনো অস্থিত্ব নেই এবং জলচর কোনো প্রাণী ফেললেও মরে যায় বিধায় লোকজন এ নাম দিয়েছে। (গুগলে গিয়ে ডেড সী লিখে সার্চ দিলে সাগরটি দেখা যাবে)

وَ اِلٰى مَدْيَنَ اَخَاهُمْ شُعَيْبًا ؕ قَالَ يٰقَوْمِ اعْبُدُوا اللّٰهَ مَا لَكُمْ مِّنْ اِلٰهٍ غَيْرُهٗ ؕ وَلَا تَنْقُصُوا الْمِكْيَالَ وَ
الْمِيْزَانَ اِنِّيْۤ اَرٰىكُمْ بِخَيْرٍ وَّ اِنِّيْۤ اَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ مُّحِيْطٍ ﴿۸۴﴾ وَ يٰقَوْمِ اَوْفُوا الْمِكْيَالَ وَ
الْمِيْزَانَ بِالْقِسْطِ وَ لَا تَبْخَسُوا النَّاسَ اَشْيَآءَهُمْ وَ لَا تَعْثَوْا فِى الْاَرْضِ مُفْسِدِيْنَ ﴿۸۵﴾ بَقِيَّتُ اللّٰهِ
خَيْرٌ لَّكُمْ اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ وَ مَاۤ اَنَا عَلَيْكُمْ بِحَفِيْظٍ ﴿۸۶﴾

মাদইয়ানবাসী ও শুয়াইব আ.

পটভূমিঃ বৃহত্তর শাম এবং বর্তমান জর্দানের একটি এলাকা মাদইয়ান। মাদইয়ানে গড়ে উঠেছিল বিরাট মানব সমাজ। এক সময়ে মাদইয়ানবাসী কুফর শিরক ও পাপাচারে মেতে উঠেছিল। মাদইয়ানবাসীর পেশা ছিল ব্যবসা। ব্যবসার নামে তারা গ্রাহকদের সাথে প্রতারণা করত। তারা অন্যদের থেকে আনার সময়ে বেশী আনত আর অন্যকে দেবার সময়ে মাপে কম দিত। মহান আল্লাহ তাদের প্রতি সদয় হয়ে শুয়াইব আঃকে নবী বানিয়ে পাঠালেন। আইকাহবাসীর কাছেও শুয়াইব আঃকে পাঠানো হয়েছিল। কোনো কোনো মুফাসসিরীনের মতে মাদইয়ান ও আইকাহ বলে একই জাতিকে বুঝানো হয়েছে। মাদইয়ান জাতির নাম আর আইকাহ এলাকার নাম। আর কারো মতে আইকাহ ও মাদইয়ান দুই জাতি। শুয়াইব আঃ দুই জাতির প্রতি প্রেরিত রাসূল ছিলেন। তিনি হচ্ছেন শুয়াইব বিন নুয়াইব বিন ইফা বিন মাদইয়ান। তিনি ছিলেন ইবরাহীম আঃ এর বংশধর। তাদের বর্ণনায় নাযিল হয়েছে..

৮৪. আর মাদইয়ানে (রাসূল হিসেবে পাঠালাম) তাদের ভাই শুয়াইবকে। সে বললঃ হে আমার জাতি! এক আল্লাহর ইবাদাত করো, তিনি ব্যতীত আর কোনো ইলাহ নেই। আর পরিমাপ ও ওজনে (মানুষকে) কম দিও না। আমি তোমাদেরকে স্বচ্ছল দেখছি। (তবে কেন তোমরা ব্যবসার নামে

ধোঁকাবাজি করছো) আমি তোমাদের উপর কঠিন দিনের আযাবের আশঙ্কা করছি।

ইবাদাতঃ পরিচিতি ও পদ্ধতিঃ ইবাদাত অর্থ দাসত্ব ও উপাসনা। আল্লাহর ইবাদাত করার জন্য একটি নির্ধারিত নিয়ম, নীতি ও পদ্ধতি রয়েছে। আর তা হলো..

- ❖ এক আল্লাহ ব্যতীত অন্য সবকিছুকে বর্জন ও প্রত্যাখ্যান করা, আল-কুরআনে যাকে বলা হয়েছে ত্বাগূত বর্জন।
- ❖ নিজের উপর মহান আল্লাহর প্রভুত্ব, কর্তৃত্ব ও সার্বভৌমত্ব মেনে নেওয়া, ইসলামে একে বলা হয় আল্লাহর দাসত্বের স্বীকৃতি, আত্মসমর্পন ও ইসলাম গ্রহণ।
- ❖ আল্লাহ প্রদত্ব যাবতীয় বিষয়ে পরিপূর্ণ আস্থা ও বিশ্বাস রাখা, ইসলামে একে বলা হয় তাসদীক বি-ল-জিনান বা অন্তরের বিশ্বাস।
- ❖ আল্লাহ প্রদত্ব ও রাসূল কর্তৃক বাস্তবায়িত সকল বিধিবিধান তথা ইসলামী শারীয়া'হকে নৈতিক ও আদর্শিকভবে মেনে নেওয়া।
- ❖ বাস্তব জীবনের সকল ক্ষেত্রে এবং সকল বিষয়ে আল্লাহর বিধিবিধান তথা ইসলামী শারীয়া'হ মেনে চলা।
- ❖ বাস্তব জীবনে শুধুই দ্বীন মেনে চলা এবং ইসলাম ছাড়া অন্য কোনো দর্শন, আদর্শ, মতবাদ, নীতিমালা বা বিধিবিধানকে ইসলামের সাথে মিশিয়ে না ফেলা। আল-কুরআনে এ পদ্ধতিকে বলা হয়েছে একনিষ্ঠভাবে দ্বীন পালন বা হানীফ পদ্ধতি।
- ❖ নিজের ঈমান, আমল ও নিয়তকে ভেজালমুক্ত রাখা, আল-কুরআনে একে বলা হয় ইখলাস্ব আর যে বা যারা এমন করে তাদেরকে বলা হয়েছে মুখলিস্ব।

৮৫. হে জাতি! পরিমাপ ও ওজনে ইনসাফ করো। মানুষকে তাদের প্রাপ্য দ্রব্যাদি কম দিও না, যমীনে ফাসাদ করো না।

৮৬. (সৎভাবে ব্যবসা করলে) আল্লাহ যা দেবেন এটা-ই তোমাদের জন্য কল্যাণকর হবে, যদি তোমরা মুঅমিন হতে তবে (আল্লাহর আযাব থেকে বেঁচে যেতে কিন্তু আমি তোমাদের বাঁচাতে পারব না। কারণ) আমি তোমাদের রক্ষক নই।

قَالُوْا يٰشُعَيْبُ اَصَلٰوتُكَ تَاْمُرُكَ اَنْ نَّتْرُكَ مَا يَعْبُدُ اٰبَآؤُنَآ اَوْ اَنْ نَّفْعَلَ فِيْٓ اَمْوَالِنَا مَا نَشٰٓؤُا ؕ اِنَّكَ لَاَنْتَ الْحَلِيْمُ الرَّشِيْدُ ﴿٨٧﴾

৮৭. তারা বললঃ শুয়াইব! তোমার সালাত কী তোমাকে এমন কথা বলে যে আমরা নিজেদের সম্পদ নিজেদের খুশীমত ব্যবহার করতে পারব না এবং আমাদের বাপদাদা যেসব খোদার ইবাদাত করে আসছে আমরা তাদের ইবাদাত ছেড়ে দেই? তুমি (এসব গোঁড়ামি ছেড়ে দিয়ে) একজন সহনশীল ভালো মানুষ (হিসেবে আচরণ করো।)

قَالَ يٰقَوْمِ اَرَءَيْتُمْ اِنْ كُنْتُ عَلٰى بَيِّنَةٍ مِّنْ رَّبِّيْ وَرَزَقَنِيْ مِنْهُ رِزْقًا حَسَنًا ؕ وَمَآ اُرِيْدُ اَنْ اُخَالِفَكُمْ اِلٰى مَآ اَنْهٰىكُمْ عَنْهُ ؕ اِنْ اُرِيْدُ اِلَّا الْاِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ ؕ وَمَا تَوْفِيْقِيْٓ اِلَّا بِاللّٰهِ ؕ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَاِلَيْهِ اُنِيْبُ

﴿৮৮﴾ وَيٰقَوْمِ لَا يَجْرِمَنَّكُمْ شِقَاقِيْٓ اَنْ يُّصِيْبَكُمْ مِّثْلُ مَآ اَصَابَ قَوْمَ نُوْحٍ اَوْ قَوْمَ هُوْدٍ اَوْ قَوْمَ صٰلِحٍ ؕ وَمَا قَوْمُ لُوْطٍ مِّنْكُمْ بِبَعِيْدٍ ﴿৮৯﴾ وَاسْتَغْفِرُوْا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوْبُوْٓا اِلَيْهِ ؕ اِنَّ رَبِّيْ رَحِيْمٌ وَّدُوْدٌ ﴿৯০﴾

জাতির উদ্দেশ্যে শুয়াইব আঃএর উপদেশ

৮৮. শুয়াইব বললঃ হে আমার জাতি! তোমরা কী ভেবে দেখেছো? আমি যদি প্রভু থেকে আগত আদর্শের উপর অবিচল থাকি এবং তিনি যদি আমাকে এ মহান সম্পদ (নবুয়ত) দান করে থাকেন (তবে তো আমি তাঁর কথা বলবই।) আমি যা (কুফর) করতে তোমাদের বারণ করছি এ বিষয়ে স্ববিরোধিতা করতে চাই না। (আমি তোমাদেরকে কুফরের দিকে ঠেলে দিতে চাই না।) আমি সাধ্যমত তোমাদের সংশোধন চাই। (জানি) আমি কিছুই করতে পারব না আল্লাহ ছাড়া। আমি তাঁর উপর ভরসা করি, তাঁর দিকেই ধাবিত হই।

৮৯-৯০. হে আমার জাতি! (সাবধান থেকো) আমার সাথে বিরোধ যেন তোমাদের আযাবের কারণ না হয়, যেমন হয়েছিল নূহের জাতি, হূদের জাতি ও স্বালিহের জাতির বেলায়। আর লূত্বের জাতি তো তোমাদের থেকে বেশী দূরে নয়। সুতরাং তোমরা প্রভুর কাছে ক্ষমা চাও, তাওবাহ করো। নিশ্চয় আমার প্রভু দয়াময়, স্নেহময়।

قَالُوْا يٰشُعَيْبُ مَا نَفْقَهُ كَثِيْرًا مِّمَّا تَقُوْلُ وَاِنَّا لَنَرٰىكَ فِيْنَا ضَعِيْفًا ۚ وَلَوْلَا رَهْطُكَ لَرَجَمْنٰكَ ۖ وَمَآ اَنْتَ عَلَيْنَا بِعَزِيْزٍ ﴿৯১﴾

৯১. তারা বললঃ শুয়াইব! তুমি যা বলছো এর অনেক কিছু আমরা বুঝতে-ই পারছি না, আমাদের দৃষ্টিতে তুমি অতি দুর্বল একজন মানুষ (কারণ তোমার পক্ষে তেমন বেশী মানুষ নেই।) তোমার গোষ্ঠী না থাকলে তোমাকে পাথর মেরে হত্যা করতাম। তুমি আমাদের চেয়ে ক্ষমতাধর নও।

قَالَ يٰقَوْمِ اَرَهْطِيْٓ اَعَزُّ عَلَيْكُمْ مِّنَ اللّٰهِ ؕ وَاتَّخَذْتُمُوْهُ وَرَآءَكُمْ ظِهْرِيًّا ؕ اِنَّ رَبِّيْ بِمَا تَعْمَلُوْنَ مُحِيْطٌ ﴿৯২﴾ وَيٰقَوْمِ اعْمَلُوْا عَلٰى مَكَانَتِكُمْ اِنِّيْ عَامِلٌ ؕ سَوْفَ تَعْلَمُوْنَ ۙ مَنْ يَّاْتِيْهِ عَذَابٌ يُّخْزِيْهِ وَمَنْ هُوَ كَاذِبٌ ؕ وَارْتَقِبُوْٓا اِنِّيْ مَعَكُمْ رَقِيْبٌ ﴿৯৩﴾ وَلَمَّا جَآءَ اَمْرُنَا نَجَّيْنَا شُعَيْبًا وَّالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مَعَهٗ بِرَحْمَةٍ مِّنَّا وَاَخَذَتِ الَّذِيْنَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةُ فَاَصْبَحُوْا فِيْ دِيَارِهِمْ جٰثِمِيْنَ ﴿৯৪﴾ كَاَنْ لَّمْ يَغْنَوْا فِيْهَا ؕ اَلَا بُعْدًا لِّمَدْيَنَ كَمَا بَعِدَتْ ثَمُوْدُ ﴿৯৫﴾

আযাবে ধ্বংস হলো মাদইয়ান

৯২. শুয়াইব বললঃ হে আমার জাতি! তোমাদের কাছে আমার গোষ্ঠী আল্লাহর চেয়ে বেশি শক্তিশালী (হয়ে গেল)? তোমরা (আমার গোষ্ঠীকে ভয় পাচ্ছো আর) আল্লাহকে পিছনে ফেলে

রাখছো? অথচ তোমরা যা করো সব আমার প্রভুর বেষ্টনীতে রয়েছে।

৯৩. হে আমার জাতি! নিজ নিজ অবস্থানে থেকে কাজ করে যাও, আমিও করে যাচ্ছি। অচিরেই জানতে পারবেঃ কার উপর পতিত হয় লাঞ্ছনার আযাব এবং কে মিথ্যুক? অপেক্ষা করো, আমিও তোমাদের সাথে অপেক্ষায় রইলাম।

৯৪. (মহান আল্লাহ বলছেন) আমার আযাব যখন চলে এলো আমি তখন শুয়াইব এবং যারা তার উপর ঈমান এনেছে তাদের প্রতি দয়া করলাম, তাদের মুক্ত করলাম। আর পাপিষ্ঠদের গ্রাস করলো ভয়ানক গর্জন এবং তারা আপন ভূমিতে উপুড় হয়ে পড়ে রইলো।

৯৫. (তারা এমন ভাবে ধ্বংস হলো) যেন ছিলই না। শুনো! মাদইয়ান অতীত হয়ে গেছে, যেমন অতীত হয়েছে ছামূদ।

وَلَقَدْ اَرْسَلْنَا مُوْسٰى بِاٰيٰتِنَا وَسُلْطٰنٍ مُّبِيْنٍ ﴿٩٦﴾ اِلٰى فِرْعَوْنَ وَمَلَا۟ئِهٖ فَاتَّبَعُوْۤا اَمْرَ فِرْعَوْنَ ۚ وَمَاۤ اَمْرُ فِرْعَوْنَ بِرَشِيْدٍ ﴿٩٧﴾ يَقْدُمُ قَوْمَهٗ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ فَاَوْرَدَهُمُ النَّارَ ؕ وَبِئْسَ الْوِرْدُ الْمَوْرُوْدُ ﴿٩٨﴾ وَاُتْبِعُوْا فِيْ هٰذِهٖ لَعْنَةً وَّيَوْمَ الْقِيٰمَةِ ؕ بِئْسَ الرِّفْدُ الْمَرْفُوْدُ ﴿٩٩﴾

মূসা ও ফেরাউন

৯৬-৯৭.অতঃপর আমার বিধান ও সুস্পষ্ট প্রমাণসহ মূসাকে পাঠালাম ফেরাউন ও তার পরিষদের কাছে। কিন্তু (মিশরের) লোকজন (মূসার বদলে) ফেরাউনের "আমর" (আদেশ, রীতিনীতি শাসনতন্ত্র) মেনে চললো। অথচ ফেরাউনের "আমর" (আদেশ, রীতিনীতি শাসনতন্ত্র) সঠিক ছিল না।

৯৮. (আল্লাহর নীতি হচ্ছেঃ দুনিয়ার জীবনে যে ব্যক্তি যে নেতার আনুগত্য ও অনুকরণ করবে পরকালে তার সাথেই তার হাশর হবে। সুতরাং এ নীতির অনুকরণে) পরকালে ফেরাউন তার জাতির নেতৃত্ব দেবে, আর এভাবেই সে তাদেরকে জাহান্নামে নিয়ে যাবে যা নিকৃষ্টতম আবাস।

৯৯. ইহকাল ও পরকালে লা'নত তাদের পিছু নিয়েছে। (কারণ এটাই তাদের কর্মফল। আর) যাদেরকে এমন কর্মফল দেওয়া হলো তাদের কর্মফল কত-ই নিকৃষ্ট।

লা'নত পরিচিতিঃ মহান আল্লাহর রহমত ও মাগফিরাত থেকে চিরতরে বঞ্চিত করাকে লা'নত বলা হয়। আল্লাহর লা'নতের প্রভাবে দুনিয়ায় মানুষ হেদায়াত বঞ্চিত হয় আর আখেরাতে হয় জান্নাত থেকে বঞ্চিত।

ذٰلِكَ مِنْ اَنْۢبَآءِ الْقُرٰى نَقُصُّهٗ عَلَيْكَ مِنْهَا قَآئِمٌ وَّحَصِيْدٌ ﴿١٠٠﴾ وَمَا ظَلَمْنٰهُمْ وَلٰكِنْ ظَلَمُوْۤا اَنْفُسَهُمْ فَمَاۤ اَغْنَتْ عَنْهُمْ اٰلِهَتُهُمُ الَّتِيْ يَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ مِنْ شَيْءٍ لَّمَّا جَآءَ اَمْرُ رَبِّكَ ؕ وَمَا زَادُوْهُمْ غَيْرَ تَتْبِيْبٍ ﴿١٠١﴾ وَكَذٰلِكَ اَخْذُ رَبِّكَ اِذَاۤ اَخَذَ الْقُرٰى وَهِيَ ظَالِمَةٌ ؕ اِنَّ اَخْذَهٗۤ اَلِيْمٌ شَدِيْدٌ ﴿١٠٢﴾

আল্লাহর পাকড়াও বড় কঠিন

১০০. এসব হলো আগেকার জনপদসমূহের সংবাদ যা তোমার কাছে বর্ণনা করছি। এর কোনোটি এখনো বহাল আছে আর কোনোটি ধ্বংস হয়ে গেছে।

১০১. আমি (আযাব দিয়ে) তাদের উপর অবিচার করিনি। বরং (আমার বিধান অমান্য করে) তারাই নিজের উপর অবিচার করেছে। তারা আল্লাহ ছাড়া যেসব মনগড়া খোদাকে ডেকে ছিল; প্রভুর আযাব চলে এলে এরা তাদের কোনো কাজেই আসেনি। বরং তাদের ধ্বংসকে আরও বাড়িয়ে দিয়েছে (মানে ধ্বংস বাড়ার কারণ হয়েছে)।

১০২. তোমার প্রভুর পাকড়াও এমন-ই হয়। তিনি যখন জুলম (শিরক, অবিচার, পাপাচার) এর কারণে কোনো জনপদকে পাকড়াও করেন (তখন এভাবে-ই করেন)। তার পাকড়াও হয় কঠিন যন্ত্রণাদায়ক।

إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَةً لِّمَنْ خَافَ عَذَابَ الْآخِرَةِ ۚ ذَٰلِكَ يَوْمٌ مَّجْمُوعٌ ۙ لَّهُ النَّاسُ وَذَٰلِكَ يَوْمٌ مَّشْهُودٌ ﴿١٠٣﴾
وَمَا نُؤَخِّرُهُ إِلَّا لِأَجَلٍ مَّعْدُودٍ ﴿١٠٤﴾

হাশর ও বিচার দিন

১০৩. নিশ্চয় এতে (উল্লেখিত ঘটনাসমূহে) শিক্ষা রয়েছে তাদের জন্য যারা আখেরাতের আযাবকে ভয় করে। এটা-ই ঐ দিন যেদিন সকল মানুষকে সমবেত করা হবে এবং এটা-ই ঐ দিন যেদিন সবাইকে উপস্থিত করা হবে।

১০৪. আমি এ দিনকে স্থগিত রেখেছি শুধু-ই নির্ধারিত সময় পর্যন্ত।

يَوْمَ يَأْتِ لَا تَكَلَّمُ نَفْسٌ إِلَّا بِإِذْنِهِ ۚ فَمِنْهُمْ شَقِيٌّ وَسَعِيدٌ ﴿١٠٥﴾ فَأَمَّا الَّذِينَ شَقُوا فَفِي النَّارِ لَهُمْ
فِيهَا زَفِيرٌ وَشَهِيقٌ ﴿١٠٦﴾ خَالِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ إِلَّا مَا شَاءَ رَبُّكَ ۚ إِنَّ رَبَّكَ
فَعَّالٌ لِّمَا يُرِيدُ ﴿١٠٧﴾ وَأَمَّا الَّذِينَ سُعِدُوا فَفِي الْجَنَّةِ خَالِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ
إِلَّا مَا شَاءَ رَبُّكَ عَطَاءً غَيْرَ مَجْذُوذٍ ﴿١٠٨﴾

হতভাগা ও ভাগ্যবান মানুষ

১০৫. যখন এদিন চলে আসবে তখন কেউ কথা বলতে পারবে না আল্লাহর অনুমতি ছাড়া। সেদিন কেউ হবে হতভাগা আর কেউ হবে ভাগ্যবান।

১০৬-১০৭. (সেদিন) যারা হতভাগা হবে তাদেরকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে, তারা সেখানে চিৎকার চেঁচামেচি করতে থাকবে। তারা চিরকাল সেখানে থাকবে যতক্ষন আসমান যমীন বিদ্যমান থাকবে। তবে আল্লাহ যখন যাদের চাইবেন (তখন তাদেরকে তথা ফাসিকদেরকে জাহান্নাম থেকে বের করে আনবেন) তোমার রাব্ব যা খুশী তাই করেন (তাঁকে কারো কাছে জবাবদিহি করতে হয় না।)

জ্ঞাতব্যঃ জাহান্নামের সাতটি স্তর রয়েছে অর্থাৎ জাহান্নাম সর্বমোট সাতটি। নাস্তিক, মুশরিক, কাফির, মুনাফিক ও ফাসিক ইত্যাদি লোকজন জাহান্নামে যাবে। এর মাঝে ফাসিক শ্রেণীর লোকেরা জাহান্নামে চিরস্থায়ী হবে না। মেয়াদী সাজা ভোগের পর তাদের বের করা হবে। আর নাস্তিক, মুশরিক, কাফির ও মুনাফিক শ্রেণীর লোকেরা জাহান্নামে চিরস্থায়ী হবে।

১০৮. আর (সেদিন) যারা ভাগ্যবান হবে তারা জান্নাতী হবে, তারা সেখানে চিরস্থায়ী হবে, যতদিন আসমান যমীন বিদ্যমান থাকবে (আরবদের বাচন ভঙ্গি হিসেবে চিরস্থায়ী বুঝাতে আসমান যমীন বিদ্যমান থাকার কথাটি ব্যবহৃত হয়) তোমার প্রভুর অনুদান অন্তহীন।

فَلَا تَكُ فِيْ مِرْيَةٍ مِّمَّا يَعْبُدُ هٰٓؤُلَآءِ ۭ مَا يَعْبُدُوْنَ اِلَّا كَمَا يَعْبُدُ اٰبَاۗؤُهُمْ مِّنْ قَبْلُ ۭ وَاِنَّا لَمُوَفُّوْهُمْ نَصِيْبَهُمْ غَيْرَ مَنْقُوْصٍ ﴿١٠٩﴾

কাফির মুশরিকরা তাদের প্রাপ্য পুরাটা-ই পাবে

১০৯. তারা যেসব (মনগড়া) খোদার ইবাদত করছে এদের (ইবাদাত অবৈধ হওয়ার) ব্যাপারে তুমি কোনো প্রকার সংশয়ে থেকো না। (এদের ইবাদাত করার কোনো বৈধতা নেই।) তারা এদের ইবাদাত করছে শুধু-ই পূর্বসূরীদের অনুকরণে। আমি অবশ্য-ই তাদের প্রাপ্য (আযাব) তাদেরকে পুরা-ই দেব, একটুও কম দেব না।

وَلَقَدْ اٰتَيْنَا مُوْسَى الْكِتٰبَ فَاخْتُلِفَ فِيْهِ ۭ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَّبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ ۭ وَاِنَّهُمْ لَفِيْ شَكٍّ مِّنْهُ مُرِيْبٍ ﴿١١٠﴾

দ্বীন নিয়ে দলাদলি করলে অন্তরে সন্দেহ দানা বাঁধে

১১০. আমি মূসাকে কিতাব দিয়েছি। পরবর্তীতে এ কিতাব নিয়ে দলাদলি করা হয়েছে (আল্লাহর কিতাব নিয়ে দলাদলি করা কুফর এবং এর পরিণাম আযাব। কিন্তু "পাপের সাজা আখেরাত পর্যন্ত বিলম্ব করা হয়") প্রভুর এ চিরন্তন বাণী না থাকলে তাদের (আযাবের) ফয়সালা হয়ে যেত। (যারা আল্লাহর কিতাব বা দ্বীন নিয়ে দলাদলি করে) তারা সংশয়ে দোদুল্যমান হয়ে যায়।

জ্ঞাতব্যঃ বিভক্তি, বিভাজন ও দলাদলির ফসল সন্দেহ। ঈমান ও আক্বীদাহগত বিষয় নিয়ে দলাদলি করলে অন্তরে সন্দেহ দানা বাঁধে। তখন ইখতিলাফী বিষয়ে মানুষের ঈমান আক্বীদাহ আর তেমন মজবুত থাকে না। বরং এক প্রকার দোদুল্যমনতা সৃষ্টি হয়। যেমন অবস্থা হয়েছে আজকাল মুসলমান নামধারী অনেক দলের। আল্লাহর কিতাব ও দ্বীন নিয়ে বিবাদ ও দলাদলি করে নিজেদের ঈমান আক্বীদাহকে দোদুল্যমান করে ফেলেছে আজকাল অনেকেই।

বিশেষ হুঁশিয়ারিঃ

- ❖ উম্মতের মাঝে বিভেদ ও বিভাজন তৈরি করা এবং দলে দলে বিভক্ত হয়ে যাওয়া বা দলবাজি করা বিভ্রান্তির পথ, কুফর, ঈমান বিনষ্টকারী মহাপাপ। (দেখুনঃ আল-ইমরানঃ ১০৩, ১০৫, আনয়ামঃ ১৫৩, ১৫৯, তাওবাহঃ ১০৭, ত্বাহাঃ ৯৪, রূমঃ ৩২, শুরাঃ ১৪)।
- ❖ যারা বিভক্তি বা বিভাজন তৈরি করে তথা দলবাজি করে তারা যতই মসলক, মিনহাজ বা মযহবের দোহাই

দেক না কেন আসলে এসবের মূল কারণ ব্যক্তি বা গোষ্টির স্বার্থ সংরক্ষণ এবং হিংসা বিদ্বেষ। (দেখুনঃ ৪২ শুরাঃ ১৪)

- ❖ যারা উম্মতের মাঝে বিভক্তি বা বিভাজন তৈরি করে রাসূল সাঃএর সাথে তাদের সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে যায়। (দেখুনঃ ৬ আনয়া'মঃ ১৫৯)
- ❖ আবু-হুরাইরাহ রাঃ থেকে বর্ণিত, রাসূল সাঃ বলেছেনঃ ইয়াহুদ ৭১ (অথবা বলেছেন ৭২) দলে বিভক্ত হয়েছিল। খৃষ্টানরাও তাই। আর আমার উম্মত ৭৩ দলে বিভক্ত হবে। এরা সবাই জাহান্নামী হবে একটিমাত্র দল ছাড়া। লোকজন বললঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ! ওই দল শুনোটি? বললেনঃ যারা আমার ও আমার সাহাবাদের আদর্শে অবিচল থাকবে। (আবু-দাউদঃ ৪৫৯৬, তিরমিযীঃ ২৬৪০, ইবন মাজাঃ ৪৭৯। হাদীছটি সাহীহ)
- ❖ সূরাহ আনয়ামের ১৫৯ তম আয়াতের ভাষ্যমতে যেহেতু রাসূলের সাথে দলবাজদের সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে যাবে। তাতে বুঝা যায় জান্নাতে শুধু তারাই যাবে যারা দলবাজি করবে না।

وَ اِنَّ كُلًّا لَّمَّا لَيُوَفِّيَنَّهُمْ رَبُّكَ اَعْمَالَهُمْ ؕ اِنَّهٗ بِمَا يَعْمَلُوْنَ خَبِيْرٌ ﴿۱۱۱﴾ فَاسْتَقِمْ كَمَاۤ اُمِرْتَ وَ مَنْ تَابَ مَعَكَ وَ لَا تَطْغَوْا ؕ اِنَّهٗ بِمَا تَعْمَلُوْنَ بَصِيْرٌ ﴿۱۱۲﴾

দ্বীনের উপর অবিচল থাকতে হয়

১১১. নিশ্চয় তোমার প্রভু সবাইকে নিজ নিজ কর্মফল দেবেন পরিপূর্ণভাবে। তাদের সকল কাজ সম্পর্কে তিনি অবগত।

১১২. সুতরাং (হে নবী!) তুমি (দ্বীনের উপর) অবিচল থাকবে যেমনটি তোমাকে আদেশ দেওয়া হয়েছে এবং যারা তাওবাহ করে তোমার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে তারাও (যেন দ্বীনের উপর অবিচল থাকে) তোমরা কেউ (আল্লাহ্‌র হুকুমের) অবাধ্য হবে না। নিশ্চয় তিনি প্রত্যক্ষ করেন তোমাদের সকল কাজ।

وَ لَا تَرْكَنُوْۤا اِلَى الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ ۙ وَ مَا لَكُمْ مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ مِنْ اَوْلِيَآءَ ثُمَّ لَا تُنْصَرُوْنَ ﴿۱۱۳﴾

জালিমদের সমর্থন করলে জাহান্নাম অবধারিত হয়ে যায়

১১৩. যারা জুলমে (শিরকে, অবিচারে, পাপাচারে) জড়িয়ে পড়ে তোমরা তাদের প্রতি ঝুঁকে পড়ো না। এতে জাহান্নাম তোমাদের গ্রাস করবে। তখন তোমাদের কোনো আওলিয়া (মিত্র, রক্ষক, আপনজন) থাকবে না আল্লাহ ছাড়া এবং (পরকালে) তোমাদের কোনো সাহায্য করা হবে না।

জুলম পরিচিতিঃ জুলম অর্থ কাউকে তার উপযুক্ত মর্যাদা বা অধিকার না দেওয়া। সে মতে সকল প্রকার অবিচার, অনাচার, পাপাচার, অধিকার হরণ, ইত্যাদি পাপসমূহকে জুলম বলা হয়। আর শিরক হচ্ছে মহান আল্লাহর অধিকার হরণ করা। তাই শিরক হলো সবচেয়ে বড় জুলম।

জ্ঞাতব্যঃ শিরকের সমর্থন করাও শিরক, কুফরের সমর্থন করাও কুফর, পাপ কাজে সমর্থন করাও পাপ। হাদীছে বর্ণিত হয়েছে..

عن العرس بن عميرة الكندي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا عملت الخطيئة في الأرض كان من شهدها فكرهها (وقال مرة : أنكرها) كان كمن غاب عنها. ومن غاب عنها فرضيها كان كمن شهدها

উরস বিন আ'মীরাহ রা. বর্ণনা করেন, নবী সা. বলেছেনঃ কোনো জনপদে যখন পাপ করা হয় তখন যে ব্যক্তি তথায় উপস্থিত থেকেও এ পাপকে প্রত্যাখান করবে (ধরে নেওয়া হবে) সে যেন তখন উপস্থিত-ই ছিল না আর যে ব্যক্তি উপস্থিত না থেকেও এ কাজকে সমর্থন করবে সে যেন তথায় বিদ্যমান ছিল। (আবু-দাউদ। হাদীছটি সাহীহ)

আর শুধু আত্মীয়, বন্ধু, গোত্রীয় বা দেশী হবার কারণে অন্যায়ভাবে কাউকে সমর্থন করার নাম আস্বাবিয়্যাহ। আস্বাবিয়্যাহ একটি অন্যায় ও অবৈধ কাজ। হাদীছে বর্ণিত হয়েছে..

عَنْ جُنْدَبِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ الْبَجَلِي قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنْ قُتِلَ تَحْتَ رَايَةٍ عِمِّيَّةٍ يَدْعُو عَصَبِيَّةً أَوْ يَنْصُرُ عَصَبِيَّةً فَقِتْلَةٌ جَاهِلِيَّةٌ

জুনদুব বিন আব্দুল্লাহ আল-বাজালী রাঃ থেকে বর্নিত, রাসূল সাঃ বলেছেনঃ যে ব্যক্তি আ'স্বাবিয়্যাহর (অবৈধ স্বজন প্রীতির) অন্ধ পতাকার (ভ্রান্ত দলের) সমর্থক বা সাহায্যকারী হিসেবে নিহত হলো সে জাহিলিয়্যাতের (কুফরের) পথে নিহত হলো। (মুসলিমঃ ১৮৫০)

وَ اَقِمِ الصَّلٰوةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَ زُلَفًا مِّنَ الَّيۡلِ ؕ اِنَّ الۡحَسَنٰتِ يُذۡهِبۡنَ السَّيِّاٰتِ ؕ ذٰلِكَ ذِكۡرٰى لِلذّٰكِرِيۡنَ ﴿۱۱۴﴾ وَ اصۡبِرۡ فَاِنَّ اللّٰهَ لَا يُضِيۡعُ اَجۡرَ الۡمُحۡسِنِيۡنَ ﴿۱۱۵﴾

সালাত, সবর ও ইহসান

১১৪. সালাত কায়েম করো দিনের দুই প্রান্তে (সকালে ফজর, বিকালে জোহর আসর) এবং রাতের কিছু অংশে (মাগরিব ও ইশা।) নিশ্চয় পুণ্য পাপকে মুছে দেয়। ওটা (আল-কুরআন) এক মহাস্মরণিকা যাকিরীন (আল্লাহকে স্মরণকারী, আল্লাহর ইবাদাতকারী)দের জন্য (যা ভালো মন্দ স্মরণ করিয়ে দেয়)

১১৫. আর সবর করো। নিশ্চয় আল্লাহ ইহসানকারীদের প্রতিদান নস্যাৎ করেন না।

শব্দ পরিচিতিঃ

সবরঃ সবর অর্থ দৃঢ়তা, অটলতা, অবিচলতা। যে কোনো পরিস্থিতিতে ইসলাম, ঈমান তথা আল্লাহর বিধানের উপর সুদৃঢ়ভাবে অটল ও অবিচল থাকার নাম সবর।

মুহসীন ও ইহসানঃ মুহসীন অর্থ ইহসানকারী। যে ব্যক্তি ইহসান করে বা ইহসানের সাথে কাজ করে তাকে "মুহসিন" বলা হয়। আর "ইহ'সান" অর্থ সুন্দর করা। ইসলামী পরিভাষায় নিজের ঈমান, ইসলাম, আদব আখলাক, স্বভাব চরিত্র, ইবাদাত বন্দেগী, ইত্যাদি সুন্দর করাকে "ইহসান" বলা হয়। হাদীছ জিবরাঈল নামে খ্যাত বুখারী মুসলিমের এক দীর্ঘ হাদীছে জিবরাঈল আঃ প্রশ্ন করেছিলেন "ইহসান" কি? উত্তরে রাসূল সাঃ বলেছিলেনঃ "আল্লাহর ইবাদাত এমনভাবে করবে যেন তুমি আল্লাহকে দেখছ। আর যদি তাকে দেখতে না পার তবে (মনে রাখবে) তিনি তোমাকে দেখছেন"।

فَلَوۡ لَا كَانَ مِنَ الۡقُرُوۡنِ مِنۡ قَبۡلِكُمۡ اُولُوۡا بَقِيَّةٍ يَّنۡهَوۡنَ عَنِ الۡفَسَادِ فِى الۡاَرۡضِ اِلَّا قَلِيۡلًا مِّمَّنۡ اَنۡجَيۡنَا مِنۡهُمۡ ۚ وَ اتَّبَعَ الَّذِيۡنَ ظَلَمُوۡا مَاۤ اُتۡرِفُوۡا فِيۡهِ وَ كَانُوۡا مُجۡرِمِيۡنَ ﴿۱۱۶﴾ وَ مَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهۡلِكَ الۡقُرٰى بِظُلۡمٍ وَّ اَهۡلُهَا مُصۡلِحُوۡنَ ﴿۱۱۷﴾

দুনিয়ায় আযাব আসার কারণ

১১৬. আগেকার জাতি সমূহের নেতারা (জনতাকে) পাপাচার থেকে বিরত (রাখেনি। তাই তাদের আযাব দিয়েছি। নেতারা জনতাকে পাপাচার থেকে বিরত) রাখলে (তাদের আযাব দিতাম না) তবে অল্প সংখ্যক নেতা বিরত রেখেছে বিধায় তাদের (আযাব থেকে) মুক্ত রেখেছি। আর বাকিরা (নিজেদের দায়িত্ব ভুলে) ভোগ বিলাসিতায় মেতে উঠেছিল, তারা ছিল পাপিষ্ঠ।

১১৭. কোনো জনপদের বাসিন্দারা সৎ (ও ন্যায়পরায়ণ) হলে শুধু জুলমের (কুফর শিরকের) কারণে রাব্ব তাদের ধ্বংস করেন না (বরং কুফর শিরকের সাথে অন্যায়, অত্যাচার, অবিচার ও নীতিহীনতা যুক্ত হলেই কেবল দুনিয়াতে আযাব দিয়ে তাদের ধ্বংস করা হয়)।

وَ لَوْ شَآءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ اُمَّةً وَّاحِدَةً وَّ لَا يَزَالُوْنَ مُخْتَلِفِيْنَ ﴿۱۱۸﴾ اِلَّا مَنْ رَّحِمَ رَبُّكَ ؕ وَ لِذٰلِكَ خَلَقَهُمْ ؕ وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ لَاَمْلَـَٔنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَ النَّاسِ اَجْمَعِيْنَ ﴿۱۱۹﴾

আল্লাহ যাদেরকে রহমত দান করেন তারা দলাদলি করে না

১১৮. তোমার রাব্ব চাইলে সকল মানুষ একই জাতিভুক্ত হত কিন্তু তারা বিভক্ত হবেই (এটা-ই প্রভুর সিদ্ধান্ত)।

১১৯. তবে রাব্ব যাদের রহমত দান করেন (তারা বিভক্ত হয় না) তিনি এজন্যই তাদের সৃষ্টি করেছেন। "আমি মানুষ ও জিন্ন দিয়ে জাহান্নাম পূর্ণ করব" প্রভুর এ বাণী বাস্তবায়িত হবেই।

জ্ঞাতব্যঃ যারা দলাদলি করে তারা আল্লাহর রহমত বঞ্চিত লোক। যাদের জীবনে প্রভুর দয়া আছে তারা দলাদলি থেকে নিজেকে বাঁচিয়ে রাখে। উল্লেখ্য ইসলাম সর্বদা জাতীয়ভাবে ঐক্যবদ্ধ থাকতে আদেশ করে। মুসলিমদের জাতীয় ঐক্য ইসলামের মূল শিক্ষা। আর বিভক্তি, বিভাজন ও দলাদলি এবং দলে দলে বিবাদ সর্বদা-ই বিভ্রান্তি ডেকে আনে। মনে রাখবেনঃ দলীল ভিত্তিক ভিন্নমত ইসলামে অনুমোদিত। আর ভিন্নমতকে ভিন্ন পথে রূপান্তরিত করলে একে বলা হয় বিভক্তি, বিভাজন বা দলাদলি।

وَ كُلًّا نَّقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ اَنْۢبَآءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهٖ فُؤَادَكَ ۚ وَجَآءَكَ فِيْ هٰذِهِ الْحَقُّ وَ مَوْعِظَةٌ وَّ ذِكْرٰى لِلْمُؤْمِنِيْنَ ﴿۱۲۰﴾

আল-কুরআন দ্বারা-ই ঈমানের উপর অবিচল থাকা যায়

১২০. আমি রাসূলগণের বৃত্তান্ত তোমার কাছে বর্ণনা করি এর দ্বারা তোমার অন্তরকে অবিচল রাখার জন্য। তোমার কাছে যা এসেছে এটা-ই সঠিক আর এটা (আল-কুরআন) হলো মুঅমিনদের জন্য উপদেশ ও স্মরণিকা।

জ্ঞাতব্যঃ ঈমান ও আক্বীদাহ বিষয়ে কোনোকিছু প্রমাণ করতে হলে আল-কুরআনের মুহকাম আয়াত অথবা মুতাওয়াতির মানের হাদীছের প্রয়োজন হয়। আল-কুরআনের বহুরূপী আয়াত এবং মুতাওয়াতির মানের নয় এমন সাহীহ হাদীছ দ্বারা ফিক্বহ তথা বিধান প্রমাণ করা গেলেও ঈমান আক্বীদাহ প্রমাণ করা যায় না। কিন্তু আজকাল

অনেকে-ই এসব বুঝে না। এর একমাত্র কারণ দলাদলি এবং পরিপক্ক জ্ঞানের অভাব।

وَ قُلْ لِّلَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُوْنَ اعْمَلُوْا عَلٰى مَكَانَتِكُمْ ؕ اِنَّا عٰمِلُوْنَ ﴿۱۲۱﴾ وَ انْتَظِرُوْا ۚ اِنَّا مُنْتَظِرُوْنَ ﴿۱۲۲﴾ وَ لِلّٰهِ غَيْبُ السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ وَ اِلَيْهِ يُرْجَعُ الْاَمْرُ كُلُّهٗ فَاعْبُدْهُ وَ تَوَكَّلْ عَلَيْهِ ؕ وَ مَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُوْنَ ﴿۱۲۳﴾

আলিমু-ল-গাইব শুধু-ই আল্লাহ

১২১-১২২. (হে নবী!) বেইমানদের বলে দাওঃ তোমরা নিজ নিজ অবস্থানে থেকে কাজ করো, আমরাও করে যাচ্ছি। আর (চূড়ান্ত ফয়সালার) প্রতিক্ষা করো, আমরাও প্রতীক্ষায় আছি।

১২৩. আসমানসমূহ এবং যমীনের অদৃশ্য জ্ঞানের একমাত্র অধিকারী আল্লাহ। সবকিছু প্রত্যাবর্তিত হয় তাঁর দিকেই। সুতরাং শুধু তাঁরই ইবাদাত করো এবং তাঁর উপরই ভরসা করো। তোমার রাব্ব গাফিল নন তোমাদের কাজ সম্পর্কে। (ইবাদাত সম্পর্কে জানতে দেখুন একটু উপরে আয়াত ৮৪)

সূরাহ ইউসুফ ১২ سورة يُوسُف

পরিচিতিঃ ইউসুফ আঃ একজন নবী। তিনি হলেন ইউসুফ বিন ইয়াকুব বিন ইসহাক্ব বিন ইবরাহীম। ইয়াকুব আঃএর ৪ জন স্ত্রীর গর্ভে ১২ জন ছেলে ছিল। ইউসুফ ও বিনইয়ামিন এক মায়ের সন্তান। তারা ছিলেন ছোট। বাকি ১০ জন তাদের সৎ ভাই। তারা ছিল বড়। পিতা ইয়াকুব বালক ইউসুফকে খুব ভালবাসতেন। এজন্য হিংসাপরায়ণ হয়ে ১০ ভাই মিলে ইউসুফকে মেরে ফেলতে চেয়েছিল। পরে এক ভাইয়ের বাধার মুখে হত্যা না করে কূপে ফেলে দিয়েছিল এবং এক পর্যায়ে গোলাম হিসেবে বিক্রি করেছিল। ফিলিস্তিনের বাসিন্দা ইউসুফ গোলাম হিসেবে মিশর গমন করেন এবং আল্লাহর দয়ায় মিশরের শাসক পদে অধিষ্ঠিত হন। আর এভাবেই মানবরচিত বিধান বর্জন করে আল্লাহর বিধানের আওতায় আসে মিশরবাসী। পাল্টে যায় মিশরের আইন বিধান ও সামাজিক প্রেক্ষাপট।

এক সময়ে চারদিকে দুর্ভিক্ষ ছড়িয়ে পড়লে ইউসুফ আঃএর ১০ ভাই খাদ্য সহায়তার জন্য মিশরে আসেন। তারা না চিনলেও ইউসুফ ভাইদেরকে চিনে ফেলেন। তিনি ভাইদের ক্ষমা করে সবাইকে মিশরে এনে প্রতিষ্ঠিত করলেন। পরে ক্বিবর্তী পরিবার ক্ষমতায় এসে বানী-ইসরাঈলের নাগরিকত্ব কেড়ে নেয় এবং তাদের গোলামে পরিণত করে। বানী-ইসরাঈলকে উদ্ধারের জন্য আল্লাহ মূসা ও হারুন আঃকে প্রেরণ করেন। অনেক চড়াই-উতরাইয়ের পর আল্লাহর আযাবে ১২ লাখ সৈন্যসহ ফেরাউন ধ্বংস হয় এবং ৬ লাখ ইসরাঈলীসহ মিশর ছেড়ে চলে যান মূসা আঃ (সংখ্যা নিয়ে অনেক মতামত রয়েছে)। ইউসুফ আঃ এর জীবনের বহুল আলোচিত ঘটনাবলি নিয়ে এ সূরাহ নাযিল হয়েছে। সূরাহটি মাক্কী। সূরাহ হূদের পর নাযিল হয়েছে। এ সূরায় মোট আয়াত সংখ্যা ১১১টি।

প্রেক্ষাপটঃ নবুয়তের ১০ম বর্ষ। বছরটি ছিল রাসূল সাঃএর জীবনের কঠিনতম বছর। এ বছর রাসূল সাঃ' এর স্ত্রী খাদিজাহ রা. মারা যান। রাসূল সাঃ'এর যে চাচা কাফির মুশরিকদের থেকে তাকে আগলিয়ে রেখেছিলেন, সেই আশ্রয়দাতা চাচা আবু তালিবও মারা যান এ বছরই। এজন্য বছরটিকে বলা হয় "আ'মু-ল-হু'যন" দুঃখের বছর। এ বছরে-ই সূরাহটি নাযিল হয়। যাতে ইউসুফ আঃ এর দুঃখের কথা বর্ণিত হয়েছে এবং বলা হয়েছে কিভাবে দুঃখ কেটে গিয়ে সুখ এসেছিল। সূরাহটি ছিল রাসূল সাঃএর জন্য সান্তনা এবং সুসংবাদ।

পটভূমিঃ রাসূল সাঃ নবুয়ত প্রচার করার পর তাকে বিপদে ফেলার জন্য ইয়াহুদ একটি প্রশ্ন উপস্থাপন করলো। তারা রাসূল সাঃএর কাছে ইউসুফ আঃ এবং বানী-ইসরাঈলের ইতিহাস জানতে চাইলো। এতে সুরাহটি নাযিল হয়..

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

الٓرٰ تِلْكَ اٰيٰتُ الْكِتٰبِ الْمُبِيْنِ ﴿١﴾ اِنَّآ اَنْزَلْنٰهُ قُرْءٰنًا عَرَبِيًّا لَّعَلَّكُمْ تَعْقِلُوْنَ ﴿٢﴾ نَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ اَحْسَنَ الْقَصَصِ بِمَآ اَوْحَيْنَآ اِلَيْكَ هٰذَا الْقُرْاٰنَ وَاِنْ كُنْتَ مِنْ قَبْلِهٖ لَمِنَ الْغٰفِلِيْنَ ﴿٣﴾

বিসমিল্লাহি-র-রাহমানি-র-রাহীম

কুরআন নাযিলের মূল উদ্দেশ্য বুঝা

১. আলিফ লা-ম রা-, (এসব বিচ্ছিন্ন বর্ণমালা। এসবের অর্থ, মর্ম, এভাবে ব্যবহারের উদ্দেশ্য কেউ জানে না আল্লাহ ছাড়া।) এসব সুস্পষ্ট কিতাবের আয়াত।

২. নিশ্চয় আমি কুরআনকে আরবী (ভাষায়) নাযিল করেছি, যেন তোমরা বুঝতে পারো (এবং সে অনুযায়ী জীবনযাপন করো। কুরআন পাঠের মূল উদ্দেশ্য বুঝা এবং সে অনুযায়ী জীবনযাপন করা। শুধু তিলাওয়াত করলে ছাওয়াব পাওয়া যায় এটা আল্লাহর বিশেষ দয়া।)

৩. ওহীর মাধ্যমে নাযিলকৃত এ কুরআনে আমি তোমার কাছে এক সুন্দর কাহিনী বর্ণনা করছি। যদিও ইতোপূর্বে তুমি এ ব্যাপারে অবগত ছিলে না।

اِذْ قَالَ يُوْسُفُ لِاَبِيْهِ يٰٓاَبَتِ اِنِّيْ رَاَيْتُ اَحَدَ عَشَرَ كَوْكَبًا وَّ الشَّمْسَ وَ الْقَمَرَ رَاَيْتُهُمْ لِيْ سٰجِدِيْنَ ﴿٤﴾
قَالَ يٰبُنَيَّ لَا تَقْصُصْ رُءْيَاكَ عَلٰٓى اِخْوَتِكَ فَيَكِيْدُوْا لَكَ كَيْدًا ؕ اِنَّ الشَّيْطٰنَ لِلْاِنْسَانِ عَدُوٌّ مُّبِيْنٌ ﴿٥﴾
وَ كَذٰلِكَ يَجْتَبِيْكَ رَبُّكَ وَ يُعَلِّمُكَ مِنْ تَاْوِيْلِ الْاَحَادِيْثِ وَ يُتِمُّ نِعْمَتَهٗ عَلَيْكَ وَ عَلٰٓى اٰلِ يَعْقُوْبَ كَمَآ اَتَمَّهَا عَلٰٓى اَبَوَيْكَ مِنْ قَبْلُ اِبْرٰهِيْمَ وَ اِسْحٰقَ ؕ اِنَّ رَبَّكَ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ ﴿٦﴾

ইউসুফ আ.এর স্বপ্ন

৪. একদা ইউসুফ তার বাবাকে বললঃ আব্বা! আমি স্বপ্নে দেখেছিঃ এগারোটি গ্রহ, সূর্য এবং চন্দ্র আমাকে সিজদাহ করছে।

৫. (পুত্রকে উপদেশ দিয়ে পিতা) বললঃ বৎস! তোমার এ স্বপ্ন ভাইদের কাছে বলো না, তারা ষড়যন্ত্র করবে। (শয়তান তাদের কুমন্ত্রণা দিয়ে তোমার বিরুদ্ধে ক্ষেপিয়ে তুলবে।) নিশ্চয় শয়তান মানুষের প্রকাশ্য শত্রু।

৬. (স্বপ্নের ব্যাখ্যা হিসেবে ইয়াকুব বলল) প্রভু তোমাকে (নবী বা রাসূল হিসেবে) মনোনীত করবেন, শিখাবেন আহাদীছ (ইতিহাস তাওহীদ ও স্বপ্ন) বিশ্লেষণ। আর এভাবেই ইয়াকুব পরিবার ও তোমার উপর তাঁর নিয়ামত (নবুয়তের ধারাবাহিকতা) পূর্ণ করবেন, যেমন পূর্ণ করেছেন তোমার পূর্বপুরুষ ইবরাহীম ও ইসহাক্বের উপর। নিশ্চয় তোমার রাব্ব মহাজ্ঞানী, মহাকৌশলী।

لَقَدْ كَانَ فِيْ يُوْسُفَ وَ اِخْوَتِهٖٓ اٰيٰتٌ لِّلسَّآئِلِيْنَ ﴿٧﴾ اِذْ قَالُوْا لَيُوْسُفُ وَ اَخُوْهُ اَحَبُّ اِلٰٓى اَبِيْنَا مِنَّا وَ نَحْنُ عُصْبَةٌ ؕ اِنَّ اَبَانَا لَفِيْ ضَلٰلٍ مُّبِيْنٍ ﴿٨﴾ اقْتُلُوْا يُوْسُفَ اَوِ اطْرَحُوْهُ اَرْضًا يَّخْلُ لَكُمْ وَجْهُ اَبِيْكُمْ وَ تَكُوْنُوْا مِنْۢ بَعْدِهٖ قَوْمًا صٰلِحِيْنَ ﴿٩﴾ قَالَ قَآئِلٌ مِّنْهُمْ لَا تَقْتُلُوْا يُوْسُفَ وَ اَلْقُوْهُ فِيْ غَيٰبَتِ الْجُبِّ يَلْتَقِطْهُ بَعْضُ السَّيَّارَةِ اِنْ كُنْتُمْ فٰعِلِيْنَ ﴿١٠﴾

ভাইদের হিংসা

৭. ইউসুফ ও তাঁর ভাইদের কাহিনীতে অবশ্য-ই শিক্ষা রয়েছে প্রশ্নকারীদের জন্য (যারা বানী-ইসরাঈলের ইতিহাস জানতে চেয়েছিল)

সূত্রঃ ইয়াকুব আঃ একজন নবী ছিলেন। তাঁর বাবা ছিলেন ইসহাক্ব আঃ এবং দাদা ইবরাহীম আঃ। ইয়াকুব আঃএর

সন্তানরা আশা করেছিল পারিবারিক ঐতিহ্যের এ ধারাবাহিকতা তাদের মাঝেও অব্যাহত থাকবে। তারা মনে করতো পিতা যাকে বেশী ভালবাসবেন সে-ই হবে এ ভাগ্যবান ব্যক্তি। তাই পিতার ভালবাসা পাবার জন্য তারা লালায়িত ছিল। কিন্তু তাদের স্বভাব ছিল হিংসুটে। পক্ষান্তরে ইউসুফ ও তার ভাই ছিলেন বিনয়ী, নম, ভদ্র। পিতা তাদের বেশী ভালবাসতেন। ইউসুফ আঃএর সৎভাইদের কাছে বিষয়টি সুবিধাজনক মনে হলো না। তাই বিষয়টি নিয়ে তারা প্রায়-ই আলোচনা করতো। তাদের এসব আলোচনার কথা এভাবে বর্ণিত হচ্ছে..

৮. একদা তারা (ইউসুফের ভাইয়েরা পরস্পরে আলোচনা করতে যেয়ে) বললঃ ইউসুফ ও তার ভাই আমাদের পিতার কাছে অধিক ভালোবাসার পাত্র অথচ আমরা যুবক (আয় রোজগারসহ পরিবারের সকল কাজ আমরা করি। ইউসুফ ও তার ভাইকে অধিক ভালোবেসে) আমাদের বাবা চরম ভুল করছেন।

৯. (তারা আলোচনা করে একটি উপায় বের করলোঃ) ইউসুফকে মেরে ফেলতে হবে অথবা দেশান্তর করে দিতে হবে। তখন বাবার ভালোবাসা হবে শুধুই তোমাদের। (তারা জানতো এসব কাজ পাপ। তাই তারা বলল) পরে (তাওবাহ করে) ভালো হয়ে যাব। (অনেক পাপিষ্ঠ ব্যক্তি-ই পাপ করার সময় এমন মনে করে। কিন্তু পরে সকলের ভাগ্যে তাওবাহ জুটে না)

১০. তাদের একজন (একটু নীতিবান ছিল। সে) বললঃ ইউসুফকে হত্যা করো না, কিছু করতে হলে গভীর কূপে ফেলে দাও। কোনো কাফেলা তাকে তুলে নিয়ে যাবে। (এতে করে ইউসুফও বিদায় হবে, তোমরাও হত্যার পাপ থেকে বেঁচে যাবে)

قَالُوْا يٰٓاَبَانَا مَا لَكَ لَا تَاْمَنَّا عَلٰى يُوْسُفَ وَاِنَّا لَهٗ لَنٰصِحُوْنَ ﴿١١﴾ اَرْسِلْهُ مَعَنَا غَدًا يَّرْتَعْ وَيَلْعَبْ وَاِنَّا لَهٗ لَحٰفِظُوْنَ ﴿١٢﴾ قَالَ اِنِّيْ لَيَحْزُنُنِيْٓ اَنْ تَذْهَبُوْا بِهٖ وَاَخَافُ اَنْ يَّاْكُلَهُ الذِّئْبُ وَاَنْتُمْ عَنْهُ غٰفِلُوْنَ ﴿١٣﴾ قَالُوْا لَئِنْ اَكَلَهُ الذِّئْبُ وَنَحْنُ عُصْبَةٌ اِنَّآ اِذًا لَّخٰسِرُوْنَ ﴿١٤﴾

পিতার কাছ থেকে নিয়ে যাবার কৌশল

১১. (কূপে ফেলার সিদ্ধান্ত পাকাপোক্ত করে পিতার কাছে গিয়ে) তারা বললঃ আব্বা! আপনার কি হয়েছে? ইউসুফের ব্যাপারে কেন আমাদেরকে বিশ্বাস করেন না? আসলে আমরা তার হিতাকাঙ্খী।

১২. আগামীকাল তাকে আমাদের সঙ্গে যেতে দিন। সে খেলবে, মজা করবে, আমরা তাকে দেখে রাখব।

১৩. (ইয়াকুব) বললঃ তোমরা তাকে নিয়ে গেলে আমার কষ্ট হবে। আমার ভয় হয়ঃ তোমরা তার প্রতি অমনোযোগী হবে, নেকড়ে তাকে খেয়ে ফেলবে।
(বর্ণিত আছে ইয়াকুব আ. একদা স্বপ্নে দেখেছিলেন অনেকগুলো নেকড়ে একটি শিশুকে তাড়া করছে। তাই তিনি নেকড়ের কথা বলেছেন)

১৪. তারা বললঃ আমরা একদল যুবক থাকতে নেকড়ে তাকে খেয়ে ফেলবে? তবে আমরা কিসের জন্য?

فَلَمَّا ذَهَبُوْا بِهٖ وَ اَجْمَعُوْۤا اَنْ يَّجْعَلُوْهُ فِيْ غَيٰبَتِ الْجُبِّ ۚ وَ اَوْحَيْنَاۤ اِلَيْهِ لَتُنَبِّئَنَّهُمْ بِاَمْرِهِمْ هٰذَا وَ هُمْ لَا يَشْعُرُوْنَ ﴿١٥﴾ وَ جَآءُوْۤ اَبَاهُمْ عِشَآءً يَّبْكُوْنَ ﴿١٦﴾ قَالُوْا يٰۤاَبَانَاۤ اِنَّا ذَهَبْنَا نَسْتَبِقُ وَ تَرَكْنَا يُوْسُفَ عِنْدَ مَتَاعِنَا فَاَكَلَهُ الذِّئْبُ ۚ وَ مَاۤ اَنْتَ بِمُؤْمِنٍ لَّنَا وَ لَوْ كُنَّا صٰدِقِيْنَ ﴿١٧﴾ وَ جَآءُوْ عَلٰى قَمِيْصِهٖ بِدَمٍ كَذِبٍ ۚ قَالَ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ اَنْفُسُكُمْ اَمْرًا ؕ فَصَبْرٌ جَمِيْلٌ ؕ وَ اللّٰهُ الْمُسْتَعَانُ عَلٰى مَا تَصِفُوْنَ ﴿١٨﴾

কূপে ফেলে দেওয়ার পর পিতার কাছে অভিনয়ের কান্না

১৫. (ছেলেদের পীড়াপীড়িতে পিতা অনুমতি দিলে) তারা ইউসুফকে নিয়ে গেল এবং সবাই একমত হয়ে গভীর কূপে ফেলে দিল। আমি (আল্লাহ) ইউসুফকে ওহী পাঠালামঃ (চিন্তা করো না, তুমি বেঁচে থাকবে এবং একদিন) তুমি তাদেরকে এ ব্যাপারে অবগত করবে, অথচ তারা বুঝতে পারবে না।

১৬-১৭. (ইউসুফকে কূপে ফেলে) সন্ধ্যায় তারা কাঁদতে কাঁদতে পিতার কাছে এসে বললঃ বাবা! ইউসুফকে মালপত্রের কাছে রেখে আমরা প্রতিযোগিতায় মেতে ছিলাম। হঠাৎ একটি নেকড়ে তাকে খেয়ে ফেলেছে। (জানি) আপনি আমাদের বিশ্বাস করবেন না যদিও আমরা সত্য হই।

১৮. (পিতাকে বিশ্বাস করাতে) তারা ইউসুফের জামায় প্রতারণামূলক (পশুর) রক্ত লাগিয়ে আনলো। (রক্তাক্ত জামা অক্ষুন্ন দেখে ইয়াকুব বুঝতে পারলঃ ইউসুফকে নেকড়ে খায়নি বরং ঘটনাটি সাজানো। তাই) বললঃ এটা তোমাদের সাজানো কাহিনী। এমতাবস্থায় উত্তম সবর-ই (আমার জন্য কল্যাণকর) তোমাদের সাজানো ব্যাপারে আল্লাহ-ই আমার সহায়ক হবে।

وَ جَآءَتْ سَيَّارَةٌ فَاَرْسَلُوْا وَارِدَهُمْ فَاَدْلٰى دَلْوَهٗ ؕ قَالَ يٰبُشْرٰى هٰذَا غُلٰمٌ ؕ وَ اَسَرُّوْهُ بِضَاعَةً ؕ وَ اللّٰهُ عَلِيْمٌۢ بِمَا يَعْمَلُوْنَ ﴿١٩﴾ وَ شَرَوْهُ بِثَمَنٍۭ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُوْدَةٍ ۚ وَ كَانُوْا فِيْهِ مِنَ الزّٰهِدِيْنَ ﴿٢٠﴾

কূপ থেকে উদ্ধার

১৯. (বর্ণিত আছে ঝড়ের কবলে পড়ে এক ব্যবসায়ী কাফেলা কূপটির কাছে চলে এলো এবং) কাফেলার পানি সংগ্রহকারী কূপে বালতি ফেলল, (বালক ইউসুফ বালতিতে উঠে বসলো। বালতি উপরে তুলে ইউসুফকে দেখে পানি সংগ্রহকারী) বলে উঠলোঃ এ কি! এক ফুটফুটে বালক! তারা (কাফেলার লোকেরা বালকটিকে দেখে খুব খুশী হলো এবং ব্যবসার) পণ্য হিসেবে তাকে লুকিয়ে ফেললো। আসলে তারা যা করেছে সবকিছুই হয়েছে আল্লাহর অবগতিতে।

২০. তারা (ইউসুফের ভাইয়েরা দূর থেকে লক্ষ্য করছিলো। তারা কাফেলার কাছে এসে বালকটিকে তাদের গোলাম বলে পরিচয় দিল এবং) নামমাত্র মূল্যে অল্প কয়েকটি দিরহামে তাকে বিক্রি করে দিল। তারা এতেই সন্তুষ্ট ছিল। (কাফেলা ইউসুফকে নিয়ে মিশর চলে গেল এবং মিশরের বাজারে গোলাম হিসেবে বিক্রি করে দিল)

وَ قَالَ الَّذِی اشْتَرٰىهُ مِنْ مِّصْرَ لِامْرَاَتِهٖۤ اَكْرِمِیْ مَثْوٰىهُ عَسٰۤى اَنْ یَّنْفَعَنَاۤ اَوْ نَتَّخِذَهٗ وَلَدًا ؕ وَ كَذٰلِكَ مَكَّنَّا لِیُوْسُفَ فِی الْاَرْضِ ۪ وَ لِنُعَلِّمَهٗ مِنْ تَاْوِیْلِ الْاَحَادِیْثِ ؕ وَاللّٰهُ غَالِبٌ عَلٰۤى اَمْرِهٖ وَ لٰكِنَّ اَكْثَرَ النَّاسِ لَا یَعْلَمُوْنَ ﴿۲۱﴾

আযীযের ঘরে

২১. মিশরে যে ব্যক্তি (মিশরের ২য় ক্ষমতাধর ব্যক্তি, আযীয) তাকে কিনেছিল সে তার স্ত্রী (যালীখাহ)কে বললঃ তাকে (গোলাম হিসেবে নয়। বরং) সসম্মানে লালন-পালন করবে, হয়ত সে আমাদের কাজে আসবে অথবা আমরা তাকে সন্তান বানিয়ে নেব। আমি (আল্লাহ) এভাবে-ই ইউসুফকে প্রতিষ্ঠিত করলাম, শিখালাম আহাদীছ (স্বপ্ন, শারীয়াহ ও তথ্য) বিশ্লেষণ। আল্লাহ তার সিদ্ধান্তে সর্বদা-ই বিজয়ী। কিন্তু অধিকাংশ মানুষ এটা জানে না।

وَ لَمَّا بَلَغَ اَشُدَّهٗۤ اٰتَیْنٰهُ حُكْمًا وَّ عِلْمًا ؕ وَ كَذٰلِكَ نَجْزِی الْمُحْسِنِیْنَ ﴿۲۲﴾

আল্লাহর হুকম প্রাপ্তি

২২. যখন সে যৌবনে উপনীত হলো আমি তাকে "হুকম" (বিচারিক জ্ঞান, শাসন ক্ষমতা, নবুয়ত) দান করলাম। উত্তম লোকদের বদলা আমরা এভাবে-ই দিয়ে থাকি।

وَ رَاوَدَتْهُ الَّتِیْ هُوَ فِیْ بَیْتِهَا عَنْ نَّفْسِهٖ وَ غَلَّقَتِ الْاَبْوَابَ وَ قَالَتْ هَیْتَ لَكَ ؕ قَالَ مَعَاذَ اللّٰهِ اِنَّهٗ رَبِّیْۤ اَحْسَنَ مَثْوَایَ ؕ اِنَّهٗ لَا یُفْلِحُ الظّٰلِمُوْنَ ﴿۲۳﴾ وَ لَقَدْ هَمَّتْ بِهٖ ۚ وَ هَمَّ بِهَا لَوْ لَاۤ اَنْ رَّاٰ بُرْهَانَ رَبِّهٖ ؕ كَذٰلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوْٓءَ وَ الْفَحْشَآءَ ؕ اِنَّهٗ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلَصِیْنَ ﴿۲۴﴾ وَ اسْتَبَقَا الْبَابَ وَ قَدَّتْ قَمِیْصَهٗ مِنْ دُبُرٍ وَّ اَلْفَیَا سَیِّدَهَا لَدَا الْبَابِ ؕ قَالَتْ مَا جَزَآءُ مَنْ اَرَادَ بِاَهْلِكَ سُوْٓءًا اِلَّاۤ اَنْ یُّسْجَنَ اَوْ عَذَابٌ اَلِیْمٌ ﴿۲۵﴾ قَالَ هِیَ رَاوَدَتْنِیْ عَنْ نَّفْسِیْ ۚ وَ شَهِدَ شَاهِدٌ مِّنْ اَهْلِهَا ۚ اِنْ كَانَ قَمِیْصُهٗ قُدَّ مِنْ قُبُلٍ فَصَدَقَتْ وَ هُوَ مِنَ الْكٰذِبِیْنَ ﴿۲۶﴾ وَ اِنْ كَانَ قَمِیْصُهٗ قُدَّ مِنْ دُبُرٍ فَكَذَبَتْ وَ هُوَ مِنَ الصّٰدِقِیْنَ ﴿۲۷﴾

যালীখাহর আসক্তি, কুপ্রস্তাব, অপচেষ্টা এবং চক্রান্ত

২৩. (মিশরে) যার ঘরে সে (লালিতপালিত) ছিল সেই নারী (ইউসুফের প্রতি আসক্ত হয়ে গেল এবং) তাকে নিজের প্রতি কামাসক্ত করতে চাইলো, (ঘরে ডেকে) দরজা বন্ধ করে বললঃ আসো। সে বললঃ মায়া'যাল্লাহ! (আল্লাহর সুরক্ষা কামনা করছি) প্রভু আমাকে সসম্মানে লালন-পালন করছেন (এমন প্রভুর সাথে বেইমানী করা জঘন্যতম অপরাধ) আর অপরাধীরা সফল হতে পারে না।

২৪. ওই নারীর তার প্রতি কামাসক্তি ছিল, তারও ওই নারীর প্রতি কামনা চলে এসেছিল, যদি না প্রভুর নিদর্শন দেখতে পেত। আমি (আল্লাহ)ই তাকে অশ্লীলতা ও মন্দ কাজ থেকে বিরত

রেখেছি। সে ছিল আমার মনোনীত বান্দা।

২৫. (পাপ থেকে বাঁচতে ইউসুফ দৌড় দিল। তাকে ধরতে যালীখাহও পিছু ছুটলো) উভয়ে দৌড়ে দরজায় এলো। মহিলা পিছন থেকে তার জামা টেনে ধরলো (এবং জামাটি পিছন থেকে ছিড়ে গেল।) দরজার কাছে তারা মহিলার স্বামীকে পেয়ে গেল। মহিলা (তৎক্ষণাৎ নিজেকে বাঁচানোর ফন্দি আটলো এবং ইউসুফের বিরুদ্ধে অভিযোগ করে) বললঃ সে তোমার স্ত্রীর সাথে কুকর্ম করতে চেয়েছে। তাকে জেলে পাঠাও অথবা আরও কঠিন কোনো সাজা দাও।

২৬-২৭. ইউসুফ (পাল্টা অভিযোগ করে) বললঃ সে-ই আমাকে আসক্ত করতে চেয়েছে। (অভিযোগ পাল্টা অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে আযীয যখন সিদ্ধান্তহীনতায় ভোগছিল তখন) মহিলার পরিবারের এক ব্যক্তি সাক্ষ্য দিলঃ ইউসুফের জামা সামনের দিকে ছেঁড়া হলে মহিলা সত্য, সে মিথ্যা আর জামা পিছন দিকে ছেঁড়া হলে সে সত্য, মহিলা মিথ্যা।

فَلَمَّا رَاٰ قَمِيْصَهٗ قُدَّ مِنْ دُبُرٍ قَالَ اِنَّهٗ مِنْ كَيْدِكُنَّ ؕ اِنَّ كَيْدَكُنَّ عَظِيْمٌ ﴿۲۸﴾ يُوْسُفُ اَعْرِضْ عَنْ هٰذَا ۚ وَ اسْتَغْفِرِيْ لِذَنْۢبِكِ ۖ اِنَّكِ كُنْتِ مِنَ الْخٰطِـِٕيْنَ ﴿۲۹﴾

আযীযের বিচার

২৮. ইউসুফের জামা পিছন থেকে ছেঁড়া দেখে (আযীয) বললঃ (যালীখাহ!) সবই তোমাদের চক্রান্ত। নিশ্চয় তোমরা নারীদের চক্রান্ত বড় ভয়াবহ। (ইউসুফ আঃকে সম্বোধন করে আযীয বলল)

২৯. ইউসুফ! এসব বাদ দাও! (আর যালীখাহকে বলল) তোমার অপরাধের জন্য ক্ষমা চাও! তুমি অবশ্য-ই অপরাধী।

وَ قَالَ نِسْوَةٌ فِي الْمَدِيْنَةِ امْرَاَتُ الْعَزِيْزِ تُرَاوِدُ فَتٰىهَا عَنْ نَّفْسِهٖ ۚ قَدْ شَغَفَهَا حُبًّا ؕ اِنَّا لَنَرٰىهَا فِيْ ضَلٰلٍ مُّبِيْنٍ ﴿۳۰﴾ فَلَمَّا سَمِعَتْ بِمَكْرِهِنَّ اَرْسَلَتْ اِلَيْهِنَّ وَ اَعْتَدَتْ لَهُنَّ مُتَّكَاً وَّ اٰتَتْ كُلَّ وَاحِدَةٍ مِّنْهُنَّ سِكِّيْنًا وَّ قَالَتِ اخْرُجْ عَلَيْهِنَّ ۚ فَلَمَّا رَاَيْنَهٗۤ اَكْبَرْنَهٗ وَ قَطَّعْنَ اَيْدِيَهُنَّ وَ قُلْنَ حَاشَ لِلّٰهِ مَا هٰذَا بَشَرًا ؕ اِنْ هٰذَاۤ اِلَّا مَلَكٌ كَرِيْمٌ ﴿۳۱﴾ قَالَتْ فَذٰلِكُنَّ الَّذِيْ لُمْتُنَّنِيْ فِيْهِ ؕ وَ لَقَدْ رَاوَدْتُّهٗ عَنْ نَّفْسِهٖ فَاسْتَعْصَمَ ؕ وَ لَئِنْ لَّمْ يَفْعَلْ مَاۤ اٰمُرُهٗ لَيُسْجَنَنَّ وَ لَيَكُوْنًا مِّنَ الصّٰغِرِيْنَ ﴿۳۲﴾

মিশরীয় নারীদের আসক্তি

৩০. শহরের মহিলারা বলাবলি শুরু করলোঃ আযীযের স্ত্রী তার নিজের গোলামের প্রতি আসক্ত হয়ে পড়েছে। গোলামের প্রেমে উন্মাদ হয়ে গেছে। সে চরম ভুল করছে।

৩১. এমন মন্তব্য শুনে সে (যালীখাহ) এক ভোজ সভায় তাদের ডেকে পাঠালো এবং সবার হাতে একটি করে চাকু (ও টক ফল) দিল। (ইউসুফকে সাজিয়ে পাশের কক্ষে রেখে দিল। মহিলারা ফল কাটতে শুরু করলে ইউসুফকে) বললঃ বেরিয়ে আসো। মহিলারা তাকে (দেখামাত্র) মহান পুরুষ

হিসেবে (হৃদয়ে) স্থান দিয়ে ফেললো এবং বলে উঠলোঃ হাশা লিল্লাহ (সুবহানাল্লাহ)! এ কোনো মানুষ নয়, সে অবশ্য-ই মহিমান্বিত কোনো ফিরিস্তা হবে।

৩২. (তখন যালীখাহ) বললঃ এই সেই (যুবক) যার ব্যাপারে তোমরা আমাকে তিরস্কার করছো। আমি তাকে নিজের প্রতি আসক্ত করার চেষ্টা করছি আর সে নিজেকে সংযত রাখছে। কিন্তু আমার কথা না মানলে তাকে জেলে যেতে হবে, অপমানিত হতে হবে। (মহিলারা ইউসুফকে দেখে আসক্ত হয়ে পড়লো, যালীখার উন্মাদনা তাদের আসক্তি আরও বাড়িয়ে তুললো। পরে অনেক মেয়েই ইউসুফকে প্রেম প্রস্তাব পাঠালো)

قَالَ رَبِّ السِّجْنُ اَحَبُّ اِلَيَّ مِمَّا يَدْعُوْنَنِيْٓ اِلَيْهِ ۚ وَ اِلَّا تَصْرِفْ عَنِّيْ كَيْدَهُنَّ اَصْبُ اِلَيْهِنَّ وَ اَكُنْ مِّنَ الْجٰهِلِيْنَ ﴿٣٣﴾ فَاسْتَجَابَ لَهٗ رَبُّهٗ فَصَرَفَ عَنْهُ كَيْدَهُنَّ ؕ اِنَّهٗ هُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ ﴿٣٤﴾ ثُمَّ بَدَا لَهُمْ مِّنْۢ بَعْدِ مَا رَاَوُا الْاٰيٰتِ لَيَسْجُنُنَّهٗ حَتّٰى حِيْنٍ ﴿٣٥﴾

জেল খানায় বন্দী জীবন

৩৩. ইউসুফ বললঃ হে রাব্ব! এদের কথায় সায় দেয়ার চেয়ে জেল আমার কাছে অধিক প্রিয়, এদের চক্রান্ত থেকে আমাকে রক্ষা করো, নতুবা আমিও এদের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে পড়ব, আমিও জাহিলদের (পাপিষ্ঠদের) দলভুক্ত হয়ে যাব।

৩৪. তার প্রভু তার দোয়াটি কবুল করলেন। নারীদের চক্রান্ত থেকে তাকে রক্ষা করলেন। নিশ্চয় তিনি সর্বশ্রোতা, মহাজ্ঞানী।

৩৫. (নারীদের) অবস্থা দেখে তারা (মিশরের নেতারা) বুঝতে পারলোঃ কিছু দিনের জন্য তাকে জেলে রাখা-ই উচিত হবে।

وَ دَخَلَ مَعَهُ السِّجْنَ فَتَيٰنِ ؕ قَالَ اَحَدُهُمَآ اِنِّيْٓ اَرٰىنِيْٓ اَعْصِرُ خَمْرًا ۚ وَ قَالَ الْاٰخَرُ اِنِّيْٓ اَرٰىنِيْٓ اَحْمِلُ فَوْقَ رَاْسِيْ خُبْزًا تَاْكُلُ الطَّيْرُ مِنْهُ ؕ نَبِّئْنَا بِتَاْوِيْلِهٖ ۚ اِنَّا نَرٰىكَ مِنَ الْمُحْسِنِيْنَ ﴿٣٦﴾ قَالَ لَا يَاْتِيْكُمَا طَعَامٌ تُرْزَقٰنِهٖٓ اِلَّا نَبَّاْتُكُمَا بِتَاْوِيْلِهٖ قَبْلَ اَنْ يَّاْتِيَكُمَا ؕ ذٰلِكُمَا مِمَّا عَلَّمَنِيْ رَبِّيْ ؕ اِنِّيْ تَرَكْتُ مِلَّةَ قَوْمٍ لَّا يُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَ هُمْ بِالْاٰخِرَةِ هُمْ كٰفِرُوْنَ ﴿٣٧﴾ وَ اتَّبَعْتُ مِلَّةَ اٰبَآءِيْٓ اِبْرٰهِيْمَ وَ اِسْحٰقَ وَ يَعْقُوْبَ ؕ مَا كَانَ لَنَآ اَنْ نُّشْرِكَ بِاللّٰهِ مِنْ شَيْءٍ ؕ ذٰلِكَ مِنْ فَضْلِ اللّٰهِ عَلَيْنَا وَ عَلَى النَّاسِ وَ لٰكِنَّ اَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُوْنَ ﴿٣٨﴾ يٰصَاحِبَيِ السِّجْنِ ءَاَرْبَابٌ مُّتَفَرِّقُوْنَ خَيْرٌ اَمِ اللّٰهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ ﴿٣٩﴾ مَا تَعْبُدُوْنَ مِنْ دُوْنِهٖٓ اِلَّآ اَسْمَآءً سَمَّيْتُمُوْهَآ اَنْتُمْ وَ اٰبَآؤُكُمْ مَّآ اَنْزَلَ اللّٰهُ بِهَا مِنْ سُلْطٰنٍ ؕ اِنِ الْحُكْمُ اِلَّا لِلّٰهِ ؕ اَمَرَ اَلَّا تَعْبُدُوْٓا اِلَّآ اِيَّاهُ ؕ ذٰلِكَ الدِّيْنُ الْقَيِّمُ وَ لٰكِنَّ اَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُوْنَ ﴿٤٠﴾

জেলের ভিতর দাওয়াতী কাজ

৩৬. (ইউসুফকে জেলে বন্দি করা হলো। রাজার) দুই গোলাম (বাবুর্চি এবং সাকী বিষ প্রয়োগে রাজাকে হত্যা চেষ্টার অপরাধে) জেলে তার সঙ্গী হলো। একদা তাদের একজন (ইউসুফকে) বললঃ আমি স্বপ্নে দেখেছিঃ মদ তৈরি করছি। অন্যজন (বাবুর্চি) বললঃ আমি স্বপ্নে দেখেছিঃ মাথার উপর রুটি বহন করছি আর পাখি এসব খাচ্ছে। (হে ইউসুফ!) আমাদেরকে এর ব্যাখ্যা বলে দাও। আমরা লক্ষ্য করছিঃ তুমি খুব মহৎলোক।

৩৭. ইউসুফ বললঃ পরবর্তী খাবার আসার আগে-ই তোমাদের স্বপ্নের ব্যাখ্যা বলে দিচ্ছি। আসলে এসব আমার প্রভুর শিক্ষা। যে জাতি আল্লাহ মানে না, আখেরাত বিশ্বাস করে না, আমি তাদের আদর্শ ত্যাগ করেছি।

৩৮. আমি ইবরাহীম, ইসহাক ও ইয়াকুবের আদর্শ মেনে চলি, উনারাই আমার পূর্বসুরি। আল্লাহর সাথে শিরক করা আমাদের অধিকার বহির্ভূত অপরাধ। আমাদের উপর আল্লাহর করুণা অনেক কিন্তু অধিকাংশ মানুষ আল্লাহর শোকর আদায় (আনুগত্য) করে না।

৩৯. (ইউসুফ আরও বলল) হে আমার জেলের সাথীদ্বয়! (একটু ভেবে দেখ) ভিন্ন ভিন্ন রাব্ব (মেনে চলা) উত্তম, না মহাপরাক্রমশালী এক আল্লাহকে (মেনে চলা)..?

৪০. তোমরা আল্লাহ ছাড়া যাদের ইবাদাত করছো এরা সবই মনগড়া, শুধু-ই নাম সর্বস্ব। এসব নাম তোমরা নিজেরা ঠিক করে নিয়েছো অথবা তোমাদের পূর্ববর্তীরা। এ ব্যাপারে আল্লাহ কোনো দলীল নাযিল করেননি। আসলে "হুকুম" চলবে শুধু-ই আল্লাহর। তিনি আদেশ দিচ্ছেনঃ ইবাদাত করো শুধু-ই তাঁর। এটা-ই প্রতিষ্ঠিত দ্বীন (তথা জীবন আদর্শ) কিন্তু অধিকাংশ মানুষ এসব জানে না।

জ্ঞাতব্যঃ এটা হচ্ছে দাওয়াতের উত্তম পদ্ধতি। কেউ তার প্রয়োজনে তোমার কাছে এলে তোমার প্রতি মনোযোগী থাকে। তখন তোমার কথা মন দিয়ে শোনবে। তাই সময় ও সুযোগ বুঝে দ্বীনের দাওয়াত দিতে হয়। এতে ভালো কাজ হয়।

হুকম পরিচিতিঃ হুকম (حكم) শব্দটি সাধারণত কয়েকটি অর্থে ব্যবহৃত হয়। যথা..

- ❖ হুকম অর্থ আদেশ করা বা অধ্যাদেশ জারি করা। (যেমন বলা হয় এটা-ই আল্লাহর হুকম অর্থাৎ এটা-ই আল্লাহর আদেশ বা অধ্যাদেশ)
- ❖ হুকম অর্থ আইন ও বিধান। (যেমন বলা হয় আহকামুদ্দীন বা আহকামু-শ-শারীয়াহ অর্থাৎ দ্বীনি বিধান বা শারীয়াহ আইন)
- ❖ হুকম অর্থ বিচার করা। (যেমন বিচারককে বলা হয় হাকিম, বিচারালয়কে বলা হয় মাহকামাহ)
- ❖ হুকম অর্থ শাসন । (যেমন বলা হয় ইসলামী হুকুমত অর্থাৎ ইসলামী শাসন ব্যবস্থা)
- ❖ হুকম অর্থ নীতি নির্ধারণ করা। (যেমন আল্লাহকে বলা হয় "আহকামু-ল-হাকিমীন" তথা সর্বোচ্চ নীতি নিরধারক)
- ❖ আর এসব বিষয় বিবেচনা করে এখানে অর্থ হবে আইন, বিধান, বিচার, শাসন, আদেশ ও নীতি চলবে শুধু-ই আল্লাহর।

يٰصَاحِبَيِ السِّجْنِ اَمَّآ اَحَدُكُمَا فَيَسْقِيْ رَبَّهٗ خَمْرًا ۚ وَ اَمَّا الْاٰخَرُ فَيُصْلَبُ فَتَاْكُلُ الطَّيْرُ مِنْ رَّاْسِهٖ ؕ قُضِيَ الْاَمْرُ الَّذِيْ فِيْهِ تَسْتَفْتِيٰنِ ﴿٤١﴾ وَ قَالَ لِلَّذِيْ ظَنَّ اَنَّهٗ نَاجٍ مِّنْهُمَا اذْكُرْنِيْ عِنْدَ رَبِّكَ فَاَنْسٰىهُ الشَّيْطٰنُ ذِكْرَ رَبِّهٖ فَلَبِثَ فِي السِّجْنِ بِضْعَ سِنِيْنَ ﴿٤٢﴾

জেলের সঙ্গীদ্বয়ের স্বপ্নের ব্যাখ্যা

৪১. (স্বপ্নের ব্যাখ্যা দিয়ে ইউসুফ বলল) হে আমার জেলের সঙ্গীদ্বয়! তোমাদের একজন (অর্থাৎ সাকী নিজ কাজে বহাল হয়ে) মালিককে মদ পান করাবে (কারণ বিচারে সে নির্দোষ প্রমাণিত হয়েছে) আর একজনকে (বাবুর্চিকে) শূলিতে চড়ানো হবে, পাখি তার মাথার মাংস খাবে। (কারণ বিচারে প্রমাণিত হয়েছে সে-ই রাজার খাবারে বিষ প্রয়োগ করেছিল। তারপর ইউসুফ বলল) তোমরা যে বিষয়ে জানতে চেয়েছিলে এটা-ই তার সঠিক ব্যাখ্যা।

৪২. যার মুক্তির ব্যাপারে আশাবাদী ছিল ইউসুফ তাকে বললঃ তোমার মালিককে (রাজাকে) আমার কথা বলবে (যেন আমাকে জেল থেকে মুক্ত করে দেয়। কারণ আমি নিরপরাধ। আমাকে অন্যায়ভাবে জেলে রাখা হচ্ছে।) কিন্তু শয়তান সে কথা ভুলিয়ে দিল। ফলে আরও কয়েক বছর তাকে জেলে থাকতে হলো।

وَ قَالَ الْمَلِكُ اِنِّیْۤ اَرٰی سَبْعَ بَقَرٰتٍ سِمَانٍ یَّاْكُلُهُنَّ سَبْعٌ عِجَافٌ وَّ سَبْعَ سُنْۢبُلٰتٍ خُضْرٍ وَّ اُخَرَ یٰبِسٰتٍ ؕ یٰۤاَیُّهَا الْمَلَاُ اَفْتُوْنِیْ فِیْ رُءْیَایَ اِنْ كُنْتُمْ لِلرُّءْیَا تَعْبُرُوْنَ ﴿۴۳﴾ قَالُوْۤا اَضْغَاثُ اَحْلَامٍ ۚ وَ مَا نَحْنُ بِتَاْوِیْلِ الْاَحْلَامِ بِعٰلِمِیْنَ ﴿۴۴﴾ وَ قَالَ الَّذِیْ نَجَا مِنْهُمَا وَ ادَّكَرَ بَعْدَ اُمَّةٍ اَنَا اُنَبِّئُكُمْ بِتَاْوِیْلِهٖ فَاَرْسِلُوْنِ ﴿۴۵﴾ یُوْسُفُ اَیُّهَا الصِّدِّیْقُ اَفْتِنَا فِیْ سَبْعِ بَقَرٰتٍ سِمَانٍ یَّاْكُلُهُنَّ سَبْعٌ عِجَافٌ وَّ سَبْعِ سُنْۢبُلٰتٍ خُضْرٍ وَّ اُخَرَ یٰبِسٰتٍ ۙ لَّعَلِّیْۤ اَرْجِعُ اِلَی النَّاسِ لَعَلَّهُمْ یَعْلَمُوْنَ ﴿۴۶﴾

রাজার স্বপ্ন

৪৩. একদা রাজা বললঃ আমি স্বপ্নে দেখেছি সাতটি জীর্ণশীর্ণ গাভী সাতটি তাজা গাভীকে খেয়ে ফেলছে। আর সাতটি শীষ সবুজ আর সাতটি শুষ্ক। সভাষদগণ! তোমাদের জানা থাকলে আমার স্বপ্নের ব্যাখ্যা দাও।

৪৪. (মিশরের পন্ডিতগণ এ স্বপ্নের কোনো ব্যাখ্যা খুজে পেল না। তাই) তারা বললঃ অর্থহীন স্বপ্ন। আমাদের জানা মতে এসব স্বপ্নের কোনো ব্যাখ্যা হয় না।

৪৫. (রাজার স্বপ্ন শোনে জেল থেকে) মুক্তি পাওয়া ব্যক্তির (তথা সাকীর) অনেক দিন পর ইউসুফের কথা মনে পড়লো। সে বললঃ আমি এর ব্যাখ্যা আনতে পারব, আমাকে (জেলের ভিতর) পাঠিয়ে দিন।

৪৬. (রাজা তাকে জেলে পাঠালো, সে জেলে গিয়ে ইউসুফ আঃ এর সাথে সাক্ষাৎ করলো এবং বলল) ইউসুফ! বন্ধু আমার! (রাজার স্বপ্নের) ব্যাখ্যা দাওঃ সাতটি জীর্ণশীর্ণ গাভী সাতটি তাজা গাভীকে খেয়ে ফেলছে। আর সাতটি শীষ সবুজ আর সাতটি শুষ্ক। (এ ব্যাখ্যা নিয়ে) আমি মানুষের (সভাসদদের) কাছে ফিরে যাব, তখন তারা (স্বপ্নের আসল ব্যাখ্যা) জানতে পারবে।

قَالَ تَزْرَعُوْنَ سَبْعَ سِنِيْنَ دَاَبًا ۚ فَمَا حَصَدْتُّمْ فَذَرُوْهُ فِيْ سُنْۢبُلِهٖٓ اِلَّا قَلِيْلًا مِّمَّا تَاْكُلُوْنَ ﴿٤٧﴾ ثُمَّ يَاْتِيْ مِنْۢ بَعْدِ ذٰلِكَ سَبْعٌ شِدَادٌ يَّاْكُلْنَ مَا قَدَّمْتُمْ لَهُنَّ اِلَّا قَلِيْلًا مِّمَّا تُحْصِنُوْنَ ﴿٤٨﴾ ثُمَّ يَاْتِيْ مِنْۢ بَعْدِ ذٰلِكَ عَامٌ فِيْهِ يُغَاثُ النَّاسُ وَفِيْهِ يَعْصِرُوْنَ ﴿٤٩﴾

রাজার স্বপ্নের ব্যাখ্যা

৪৭. (রাজার স্বপ্নের ব্যাখ্যা দিয়ে) ইউসুফ বললঃ সাত বছর তোমরা উত্তম রূপে ফসল ফলাবে এবং (এত বেশী ফসল উৎপন্ন হবে যে) সংগৃহীত ফসলের অনুপাতে খুব অল্পই তোমাদের খাবারে ব্যবহৃত হবে আর বাকি ফসল শীষসহ সংরক্ষণ করবে।

৪৮. পরের সাত বছর দুর্ভিক্ষ হবে। (প্রথম সাত বছরে) যা সংরক্ষণ করবে তখন এসব খাবে। আর (বীজের জন্য) কিছু শস্য রেখে দিবে।

৪৯. এরপরের বছর প্রচুর বৃষ্টি হবে, মানুষ এতে অনেক রস নিংড়াবে (নতুন ফসল পেয়ে পার্টি করবে, আনন্দ করবে)

وَقَالَ الْمَلِكُ ائْتُوْنِيْ بِهٖ ۚ فَلَمَّا جَآءَهُ الرَّسُوْلُ قَالَ ارْجِعْ اِلٰى رَبِّكَ فَسْـَٔلْهُ مَا بَالُ النِّسْوَةِ الّٰتِيْ قَطَّعْنَ اَيْدِيَهُنَّ ۭ اِنَّ رَبِّيْ بِكَيْدِهِنَّ عَلِيْمٌ ﴿٥٠﴾ قَالَ مَا خَطْبُكُنَّ اِذْ رَاوَدْتُّنَّ يُوْسُفَ عَنْ نَّفْسِهٖ ۭ قُلْنَ حَاشَ لِلّٰهِ مَا عَلِمْنَا عَلَيْهِ مِنْ سُوْۗءٍ ۭ قَالَتِ امْرَاَتُ الْعَزِيْزِ الْـٰٔنَ حَصْحَصَ الْحَقُّ ۡ اَنَا رَاوَدْتُّهٗ عَنْ نَّفْسِهٖ وَاِنَّهٗ لَمِنَ الصّٰدِقِيْنَ ﴿٥١﴾

নির্দোষ প্রমাণিত হলেন ইউসুফ

৫০. (সাকী রাজ দরবারে গিয়ে স্বপ্নের ব্যাখ্যা বলার পর) রাজা বললঃ (যে এ ব্যাখ্যা দিয়েছে) তাকে আমার কাছে নিয়ে এসো! (রাজ) দূত ইউসুফকে নিতে এলে ইউসুফ (এভাবে জেল থেকে বের হতে চাইল না। সে প্রথমে তাকে নির্দোষ প্রমাণ করতে চাইল। তাই) বললঃ তোমার মালিকের কাছে ফিরে যাও। যে মহিলারা (আমাকে দেখে) নিজ নিজ হাত কেটে ছিল তাদের খবর নিতে বলো (যেন আসল ব্যাপার পরিষ্কার হয়ে যায়) নিশ্চয় আমার প্রভু তাদের চক্রান্তের ব্যাপারে অবগত।

৫১. (রাজা সেই মহিলাদের জমা করলো এবং) বললঃ তোমরা যখন ইউসুফকে আসক্ত করতে চেয়েছিলে (তখনকার আসল ঘটনা বর্ণনা করো) মহিলারা বললঃ হাশা লিল্লাহ! আমরা তার মাঝে কোনো মন্দ দেখিনি। আযীযের স্ত্রী বললঃ এখন সত্য প্রকাশিত হয়ে গেছে (আমিও সত্য বলছি) আমি-ই তাকে কামাসক্ত করতে চেয়েছি। আসলে সে-ই সত্যবাদী।

ذٰلِكَ لِيَعْلَمَ اَنِّيْ لَمْ اَخُنْهُ بِالْغَيْبِ وَاَنَّ اللّٰهَ لَا يَهْدِيْ كَيْدَ الْخَاۗىِٕنِيْنَ ﴿٥٢﴾

নিজেকে নির্দোষ প্রমাণের কারণ ব্যাখ্যা

৫২. (নির্দোষ প্রমাণিত হবার পর ইউসুফ বলল) আমি এটা (নির্দোষ প্রমাণের ব্যবস্থা) এজন্য করেছি যেন তিনি (আযীয) জানতে পারেনঃ তার অনুপস্থিতিতেও আমি বিশ্বাসঘাতকতা করিনি। আর নিশ্চয় বিশ্বাসঘাতকদের চক্রান্ত আল্লাহ সফল করেন না।

وَمَآ اُبَرِّئُ نَفۡسِىۡ ۚ اِنَّ النَّفۡسَ لَاَمَّارَةٌۢ بِالسُّوۡٓءِ اِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّىۡ ؕ اِنَّ رَبِّىۡ غَفُوۡرٌ رَّحِيۡمٌ ﴿۵۳﴾

নাফস

৫৩. (ইউসুফ বলল) আমি নিজেকে নিষ্পাপ মনে করি না, কারণ (প্ররোচনাকারী মানব) আত্মা অবশ্যই মন্দ প্রবন হয়ে থাকে। তবে প্রভু যাকে দয়া করেন (শুধু সে-ই পাপ থেকে বেঁচে থাকতে পারে) নিশ্চয় আমার প্রভু ক্ষমাশীল, দয়াময়।

প্রাসঙ্গিক আলোচনাঃ নাফস ও ক্বারীন

নাফসঃ নাফস অর্থ আত্মা। প্রতিটি মানুষের মধ্যে তিনটি আত্মা রয়েছে। ধিক্কারকারী আত্মা, প্রশান্ত আত্মা ও প্ররোচনাকারী আত্মা। তথা নাফস লাওয়্যামাহ, নাফস মুতমাইন্নাহ ও নাফস আম্মারাহ। ইরশাদ হচ্ছে...

- ✓ না, ধিক্কারকারী আত্মা (নাফস লাওয়্যামাহ) এর কসম। (৭৫ কিয়ামাহঃ ২)
- ✓ হে প্রশান্ত আত্মা (নাফস মুতমাইন্নাহ)! আনন্দিত হয়ে সন্তুষ্টচিত্তে প্রভুর কাছে ফিরে এসো! আমার বান্দার দলে শামিল হও। আমার জান্নাতে প্রবেশ করো। (৮৯ ফাজর : ২৭-৩০)
- ✓ (ইউসুফ বলল) আমি নিজেকে নিষ্পাপ মনে করি না। কারণ (প্ররোচনাকারী মানব) আত্মা (নাফস আম্মারাহ) মন্দকাজে প্ররোচিত করে। তবে রাব্ব যাকে দয়া করেন। (১২ ইউসুফ : ৫৩)

ক্বারীনঃ ক্বারীন অর্থ সঙ্গী। জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত মানুষের সঙ্গে দুইজন সঙ্গী থাকে। একজন শয়তানের পক্ষ থেকে এবং আরেকজন আল্লাহর পক্ষ থেকে। শয়তানের পক্ষ থেকে মানুষের সঙ্গী হিসেবে একজন জিনকে নিয়োগ দেওয়া হয়। আর আল্লাহর পক্ষ থেকে নিয়োগ দেওয়া হয় একজন ফেরেশতা। ইরশাদ হচ্ছেঃ

(হাশরের দিন শয়তান) ক্বারীন বলবে, হে রাব্ব! (দুনিয়াতে) আমি তাকে বিভ্রান্ত করিনি। বরং সে নিজে-ই বিভ্রান্ত ছিল। (৫০ ক্বাফ: ২৭)

আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ রা. থেকে বর্ণিত। রাসূল সা. বলেছেনঃ প্রত্যেক মানুষের সঙ্গে একজন জিন ও একজন ফেরেশতা নিয়োগ দেওয়া হয়েছে। লোকজন বললঃ ইয়া রাসূল আল্লাহ! আপনার সঙ্গেও? তিনি বললেনঃ হ্যাঁ! তবে আল্লাহ আমাকে সাহায্য করেছেন। আমার (শয়তান) সঙ্গী আত্মসমর্পণ করেছে। সে আমাকে মন্দ কথা বলে না। (মুসলিম : ২৮১৬/৫০৩৯)

পর্যালোচনাঃ নাফস আম্মারাহ শয়তানের বন্ধুআত্মা। এ আত্মা শয়তানের কুমন্ত্রণা শোনে, মানুষকে হতাশাগ্রস্ত করে, মন্দ কাজে প্ররোচনা দেয়। এর দ্বারা প্রভাবিত হয়ে মানুষ পাপ করে। কিন্তু মানুষের অন্য আত্মা পাপে সায় দেয় না। তাই মানুষ পাপ করতে গিয়ে অপরাধ বোধ করে, লুকোচুরি করে।

মানুষ যত পাপ করে নাফস আম্মারাহ তত শক্তিশালী এবং অন্য আত্মা দুর্বল হতে থাকে। এভাবে একপর্যায়ে নাফস আম্মারাহ অধিক শক্তিশালী এবং অন্য আত্মা অতি দুর্বল হয়ে পড়ে। তখন মানুষ পাপে আনন্দ পায়, পাপকে

অপরাধ মনে করে না, পাপকাজে লুকোচুরি করে না। সে তখন প্রকাশ্যে ঘোষণা দিয়ে পাপ করে।
কোনো পাপ করে ফেললে নাফস লাওয়্যামাহ পাপীকে ধিক্কার দেয়, তিরস্কার করে। ফলে তার মনে অনুশোচনা তৈরি হয়। সে তাওবাহ করে ক্ষমা চায় এবং নিজেকে শুধরে নেয়।
ফেরেশতার বন্ধুআত্মা নাফস মুতমাইন্নাহ। মুতমাইন্নাহ মানুষের ভালো আত্মা। এ আত্মা মানুষকে সান্ত্বনা ও উৎসাহ দেয়। মানুষ ভালো কাজ করলে এ আত্মা আনন্দ পায়, খুশি হয়। এর শক্তি ধীরে ধীরে বাড়তে থাকে।
নাফস লাওয়্যামাহ নাফস মুতমাইন্নাহর সহযোগী। মানুষ ভালো কাজ করলে উভয় আত্মার শক্তি বেড়ে যায়। তখন উভয়ে একজোট হয়ে নাফস আম্মারাহকে কোণঠাসা করে ফেলে। ফলে নাফস আম্মারাহ দুর্বল, নিরুপায় ও অসহায় হয়ে যায়। তখন মানুষ পাপ সহ্য করতে পারে না, পাপ দেখলে রেগে যায়, প্রতিহত করে। তাই এমতাবস্থায় কোনো পাপ হয়ে গেলে মানুষ তাওবাহ ও ইস্তিগফারের জন্য মরিয়া হয়ে ওঠে। আল্লাহর ক্ষমা ও করুণা ভিক্ষা চেয়ে কাঁদতে শুরু করে।
নাফস মুতমাইন্নাহ মানুষকে ভালো কাজে উৎসাহিত করে। তাই তাকে বলা হয়েছেঃ আমার বান্দাদের দলে শামিল হও, আমার জান্নাতে প্রবেশ করো।

وَ قَالَ الْمَلِكُ ائْتُوْنِيْ بِهٖۤ اَسْتَخْلِصْهُ لِنَفْسِيْ ۚ فَلَمَّا كَلَّمَهٗ قَالَ اِنَّكَ الْيَوْمَ لَدَيْنَا مَكِيْنٌ اَمِيْنٌ ﴿٥٤﴾ قَالَ اجْعَلْنِيْ عَلٰى خَزَآئِنِ الْاَرْضِ ۚ اِنِّيْ حَفِيْظٌ عَلِيْمٌ ﴿٥٥﴾

জেল থেকে মুক্ত হয়ে মন্ত্রিত্ব লাভ

৫৪. রাজা বললঃ তাকে (জেল থেকে মুক্ত করে) নিয়ে আসো, তাকে আমার ব্যক্তিগত উপদেষ্টা বানাব। (ইউসুফকে জেল থেকে মুক্ত করে নিয়ে আসা হলো। রাজা) তার সাথে কথা বলল এবং তাকে বললঃ আজ থেকে তুমি আমাদের কাছে সম্মানিত ও আস্থাভাজন (রাজা ইউসুফকে তার মন্ত্রী হবার আহ্বান জানালো)

৫৫. ইউসুফ বললঃ আমাকে খাযাইনু-ল-আরদ্ধ (কৃষি, খাদ্য ও কোষাগারের) দায়িত্ব দিতে পারেন। আমি হিসাবের ব্যাপারে দক্ষ।

وَ كَذٰلِكَ مَكَّنَّا لِيُوْسُفَ فِي الْاَرْضِ ۚ يَتَبَوَّاُ مِنْهَا حَيْثُ يَشَآءُ ؕ نُصِيْبُ بِرَحْمَتِنَا مَنْ نَّشَآءُ وَ لَا نُضِيْعُ اَجْرَ الْمُحْسِنِيْنَ ﴿٥٦﴾ وَ لَاَجْرُ الْاٰخِرَةِ خَيْرٌ لِّلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَ كَانُوْا يَتَّقُوْنَ ﴿٥٧﴾

আল্লাহর পুরস্কার

৫৬. আমি (আল্লাহ) এভাবে-ই ইউসুফকে প্রতিষ্ঠিত করলাম (মন্ত্রী হয়েও তার অফিসিয়েল সীমাবদ্ধতা ছিল না। তার প্রধান কাজ ছিল কৃষি উৎপাদন। তাই) সে যেখানে খুশী থাকতে পারত। আমি যাকে ইচ্ছা আমার রহমত দান করি। সৎলোকদের কর্মফল আমি বিনষ্ট করি না। (এটা হলো দুনিয়ার পুরস্কার)

৫৭. আর যারা ঈমান আনে, তাকওয়া অর্জন করে তাদের আখেরাতের পুরস্কার হবে কত-ই উত্তম।

জ্ঞাতব্যঃ ইউসুফ আঃ মিশরের রাজার আস্থাভাজন মন্ত্রী হলেন। তিনি কৃষি, খাদ্য ও কোষাগারের দায়িত্ব পেলেন। তিনি পরিকল্পিতভাবে সরকারী সহযোগিতা বাড়িয়ে দিলেন এবং জনগণকে চাষাবাদে উৎসাহিত করলেন। তৈরি করলেন বিরাট বড় বড় খাদ্য গোদাম। একাধারে সাত বছর প্রচুর ফসল হলো। ফসল সংরক্ষণের জন্য তিনি সঠিক

ও সুস্পষ্ট নীতিমালা প্রণয়ন করলেন। তিনি মানুষকে বুঝালেনঃ ব্যক্তিগতভাবে খাদ্য সংরক্ষণ করলে নষ্ট হয়ে যাবে। সাত বছর এসব ভালো রাখা যাবে না। সরকারী গোদামে বিশেষ ব্যবস্থায় খাদ্যকে ভালো রাখা হবে। তিনি জনগণকে বুঝাতে সক্ষম হলেন। জনগণ ইউসুফ আঃ ও তার সরকারের প্রতি আস্থাভাজন হয়ে গেল। সরকারী খাদ্যনীতি ও ব্যবস্থাপনায় তারা খুশী হলো। সবাই সরকারী গোদামে খাদ্য জমা করলো।

ইউসুফ আঃ খোসাসহ গম শুকিয়ে সংরক্ষণ করলেন। জনসংখ্যার সঠিক হিসাব করে সাত বছরের জন্য প্রয়োজনীয় খাদ্য সংরক্ষণ করা হলো। পরবর্তি বছরের জন্য বীজ সংরক্ষণ করলেন আলাদাভাবে। পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের জন্যও খাদ্য সংরক্ষণ করা হলো।

খাদ্য সংরক্ষণের পাশাপাশি নবুয়তের কাজও চালিয়ে গেলেন ইউসুফ আঃ। মিশরের আমজনতা এবং সরকারের উচ্চপদস্থ অনেক কর্মকর্তা মুসলিম হয়ে গেল। ইউসুফ আঃএর শারীয়াহ মিশরের সরকারী আইন হিসেবে মনোনীত ও প্রতিষ্ঠিত হলো। দুর্ভিক্ষ শুরু হলে ইউসুফ আঃ নিজে তদারকি করে সুশৃঙ্খলভাবে খাদ্য বণ্টন করতে লাগলেন। মিশরবাসীর সঙ্গে সঙ্গে অন্য অঞ্চলের লোকেরাও এসে খাদ্য নিয়ে যাচ্ছিল।

وَ جَآءَ اِخْوَةُ يُوْسُفَ فَدَخَلُوْا عَلَيْهِ فَعَرَفَهُمْ وَ هُمْ لَهٗ مُنْكِرُوْنَ ﴿٥٨﴾ وَ لَمَّا جَهَّزَهُمْ بِجَهَازِهِمْ قَالَ ائْتُوْنِيْ بِاَخٍ لَّكُمْ مِّنْ اَبِيْكُمْ ۚ اَلَا تَرَوْنَ اَنِّيْٓ اُوْفِي الْكَيْلَ وَ اَنَا خَيْرُ الْمُنْزِلِيْنَ ﴿٥٩﴾ فَاِنْ لَّمْ تَاْتُوْنِيْ بِهٖ فَلَا كَيْلَ لَكُمْ عِنْدِيْ وَ لَا تَقْرَبُوْنِ ﴿٦٠﴾ قَالُوْا سَنُرَاوِدُ عَنْهُ اَبَاهُ وَ اِنَّا لَفٰعِلُوْنَ ﴿٦١﴾

ভাইদের আগমন

৫৮. ইউসুফের ভাইয়েরা (খাবারের জন্য মিশর) এসে হাজির হলো। ইউসুফ তাদেরকে চিনে ফেললো কিন্তু তারা তাকে চিনতে পারলো না। (ইউসুফ আলাপচারিতার সুযোগে বাবা ভাই ও পরিবারের অবস্থা জেনে নিল)

৫৯-৬০. তাদের জন্য খাদ্যসামগ্রী প্রস্তুত করার পর (ইউসুফ তার ভাইদের) বললঃ (পরবর্তীতে) তোমাদের সৎভাই (বিন ইয়ামিন)কে নিয়ে আসবে। দেখছ না? আমি (সবাইকে) পূর্ণ অংশ দেই এবং উত্তমভাবে আপ্যায়ন করি? (উল্লেখ্য বিন ইয়ামিন ছিল ইউসুফ আঃএর আপন ভাই। তাকে কাছে আনতে তিনি এ ব্যবস্থা করে ছিলেন। তিনি আরও বললেন) আর (শুনো!) তাকে না আনতে পারলে আমার কাছেও আসবে না, আমি তখন তোমাদেরকে কিছুই দেব না।

৬১. তারা বললঃ আমরা পিতাকে রাজি করাতে চেষ্টা করব এবং (আশা করি) আমরা পারব।

وَ قَالَ لِفِتْيٰنِهِ اجْعَلُوْا بِضَاعَتَهُمْ فِيْ رِحَالِهِمْ لَعَلَّهُمْ يَعْرِفُوْنَهَآ اِذَا انْقَلَبُوْٓا اِلٰٓى اَهْلِهِمْ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُوْنَ ﴿٦٢﴾ فَلَمَّا رَجَعُوْٓا اِلٰٓى اَبِيْهِمْ قَالُوْا يٰٓاَبَانَا مُنِعَ مِنَّا الْكَيْلُ فَاَرْسِلْ مَعَنَآ اَخَانَا نَكْتَلْ وَ اِنَّا لَهٗ لَحٰفِظُوْنَ ﴿٦٣﴾ قَالَ هَلْ اٰمَنُكُمْ عَلَيْهِ اِلَّا كَمَآ اَمِنْتُكُمْ عَلٰٓى اَخِيْهِ مِنْ قَبْلُ ؕ فَاللّٰهُ خَيْرٌ حٰفِظًا ۪ وَّ هُوَ اَرْحَمُ الرّٰحِمِيْنَ ﴿٦٤﴾

ভাইদের থেকে নেওয়া মূল্য ফেরত দিলেন ইউসুফ আ.

৬২. ইউসুফ তার ভৃত্যদের বললঃ (খাদ্য সামগ্রীর) যে মূল্য তাদের থেকে নেয়া হয়েছে এসব তাদের পন্যের মাঝে রেখে দাও। ঘরে ফিরে যাবার পর হয়ত তারা চিনতে পারবে এবং আবার ফিরে আসবে। (ইউসুফ আঃএর আদেশ মত ভাইদের থেকে নেওয়া অর্থকড়ি তাদের সামগ্রীর ভিতর রেখে দেওয়া হলো)

৬৩. বাড়ি ফিরে গিয়ে তারা পিতাকে বললঃ আব্বা! (বিন ইয়ামিনকে সঙ্গে না নিলে) আমাদেরকে আর কিছুই দেয়া হবে না। (তাই অনুগ্রহপূর্বক পরের যাত্রায়) ভাইকে আমাদের সঙ্গে দেবেন, এতে (সকলেই এক উট) পূর্ণ পণ্য পাব। আর (বিন ইয়ামীনের জন্য চিন্তা করবেন না) অবশ্য-ই আমরা তার হেফাজত করব।

৬৪. (ইয়াকুব) বললঃ তার ব্যাপারেও কী আমি তোমাদেরকে বিশ্বাস করব? যেমনটি করেছিলাম তার ভাইয়ের ব্যাপারে..? আল্লাহ-ই সর্বোত্তম হেফাজতকারী, সর্বশ্রেষ্ঠ দয়ালু। (তাই আমি শুধু আল্লাহর উপর-ই ভরসা করি)

وَلَمَّا فَتَحُوْا مَتَاعَهُمْ وَجَدُوْا بِضَاعَتَهُمْ رُدَّتْ اِلَيْهِمْ ؕ قَالُوْا يٰۤاَبَانَا مَا نَبْغِيْ ؕ هٰذِهٖ بِضَاعَتُنَا رُدَّتْ اِلَيْنَا ۚ
وَنَمِيْرُ اَهْلَنَا وَنَحْفَظُ اَخَانَا وَنَزْدَادُ كَيْلَ بَعِيْرٍ ؕ ذٰلِكَ كَيْلٌ يَّسِيْرٌ ﴿٦٥﴾ قَالَ لَنْ اُرْسِلَهٗ مَعَكُمْ حَتّٰى
تُؤْتُوْنِ مَوْثِقًا مِّنَ اللّٰهِ لَتَاْتُنَّنِيْ بِهٖۤ اِلَّاۤ اَنْ يُّحَاطَ بِكُمْ ۚ فَلَمَّاۤ اٰتَوْهُ مَوْثِقَهُمْ قَالَ اللّٰهُ عَلٰى مَا نَقُوْلُ وَكِيْلٌ
﴿٦٦﴾ وَقَالَ يٰبَنِيَّ لَا تَدْخُلُوْا مِنْۢ بَابٍ وَّاحِدٍ وَّادْخُلُوْا مِنْ اَبْوَابٍ مُّتَفَرِّقَةٍ ؕ وَمَاۤ اُغْنِيْ عَنْكُمْ مِّنَ
اللّٰهِ مِنْ شَيْءٍ ؕ اِنِ الْحُكْمُ اِلَّا لِلّٰهِ ؕ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ ۚ وَعَلَيْهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُوْنَ ﴿٦٧﴾

ভাইদের ২য় বার মিশর যাত্রা

৬৫. পণ্য সামগ্রী খোলার পর পরিশোধিত মূল্য ফিরত দেখে তারা বললঃ আব্বা! আর কি চাই? এই (দেখুন) আমাদের পরিশোধিত মূল্য ফিরত দেয়া হয়েছে। আমরা পরিবারকে আরও খাদ্য এনে দেব, ভাইয়ের হেফাজত করব, (সে সঙ্গে গেলে) আরও এক উট খাদ্য বেশী আনতে পারব, (এবার যা এনেছি) এসব খুবই অল্প।

৬৬. (ছেলেদের উদ্দেশ্য করে ইয়াকুব) বললঃ তোমরা আল্লাহর নামে শপথ করো, তাকে আমার কাছে ফিরিয়ে আনতে সাধ্যমত সব করবে। নতুবা তাকে তোমাদের সঙ্গে যেতে দেব না। (ছেলেরা শপথ করলো) শপথের পর ইয়াকুব বললঃ আমরা যা বললাম আল্লাহ এসবের মুহাফিজ। (তারপর বিন ইয়ামিনকে তাদের সঙ্গে যেতে দেওয়া হলো এবং সবাই একত্রে আবার মিশর রওয়ানা হয়ে গেল)

৬৭. (বিদায়কালে ছেলেদের উপদেশ দিয়ে ইয়াকুব) বললঃ ছেলেরা! তোমরা সবাই এক ফটক দিয়ে (মিশরে) প্রবেশ করবে না, ভিন্ন ভিন্ন ফটক দিয়ে প্রবেশ করবে। (এতে মিশরের আজিজ

তোমাদের চিনতে পারবে না। তোমরা খাদ্য সামগ্রী নিয়ে নিরাপদে ফিরে আসতে পারবে। তোমাদের নিরাপত্তার জন্য এটা একটা কৌশল মাত্র) আল্লাহর সিদ্ধান্তের বাইরে আমি কিছু-ই করতে পারব না। সকল কর্তৃত্বের অধিকারী শুধু-ই আল্লাহ। আমি তাঁর উপর-ই ভরসা করি। আর ভরসাকারীদের উচিত শুধু তাঁর উপর-ই ভরসা করা।

وَ لَمَّا دَخَلُوْا مِنْ حَيْثُ اَمَرَهُمْ اَبُوْهُمْ ؕ مَا كَانَ يُغْنِيْ عَنْهُمْ مِّنَ اللّٰهِ مِنْ شَيْءٍ اِلَّا حَاجَةً فِيْ نَفْسِ يَعْقُوْبَ قَضٰىهَا ؕ وَ اِنَّهٗ لَذُوْ عِلْمٍ لِّمَا عَلَّمْنٰهُ وَ لٰكِنَّ اَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُوْنَ ﴿٦٨﴾ وَ لَمَّا دَخَلُوْا عَلٰى يُوْسُفَ اٰوٰۤى اِلَيْهِ اَخَاهُ قَالَ اِنِّيْۤ اَنَا اَخُوْكَ فَلَا تَبْتَئِسْ بِمَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ﴿٦٩﴾

আপন ভাইয়ের সঙ্গ

৬৮. তারা পিতার কথা মত (ভিন্ন ভিন্ন ফটক দিয়ে মিশরে) প্রবেশ করলো। কিন্তু এ ব্যবস্থা আল্লাহর ফয়সালা থেকে তাদেরকে বাঁচাতে পারল না। এতে শুধু ইয়াকুবের মনের বাসনা পূর্ণ হয়েছে মাত্র। কারণ (ইউসুফের ব্যাপারে) সে বিশেষভাবে অবগত ছিল, যা ছিল আমার পক্ষ থেকে বিশেষ জ্ঞান। কিন্তু অধিকাংশ মানুষ এটা জানে না।

৬৯. তারা (১১ভাই) ইউসুফের কাছে উপস্থিত হলে সে তার ভাই (বিন ইয়ামিন)কে একান্তে ডেকে বললঃ আমি তোমার ভাই। (ইউসুফ আঃ ভাইয়ের কাছে অতীতের ঘটনাসমূহ খুলে বললেন এবং তারপর বিন ইয়ামিনকে বললেন) তাদের কৃত কর্মের জন্য দুঃখ করো না।

فَلَمَّا جَهَّزَهُمْ بِجَهَازِهِمْ جَعَلَ السِّقَايَةَ فِيْ رَحْلِ اَخِيْهِ ثُمَّ اَذَّنَ مُؤَذِّنٌ اَيَّتُهَا الْعِيْرُ اِنَّكُمْ لَسٰرِقُوْنَ ﴿٧٠﴾ قَالُوْا وَ اَقْبَلُوْا عَلَيْهِمْ مَّاذَا تَفْقِدُوْنَ ﴿٧١﴾ قَالُوْا نَفْقِدُ صُوَاعَ الْمَلِكِ وَ لِمَنْ جَآءَ بِهٖ حِمْلُ بَعِيْرٍ وَّ اَنَا بِهٖ زَعِيْمٌ ﴿٧٢﴾ قَالُوْا تَاللّٰهِ لَقَدْ عَلِمْتُمْ مَّا جِئْنَا لِنُفْسِدَ فِي الْاَرْضِ وَ مَا كُنَّا سٰرِقِيْنَ ﴿٧٣﴾ قَالُوْا فَمَا جَزَآؤُهٗۤ اِنْ كُنْتُمْ كٰذِبِيْنَ ﴿٧٤﴾ قَالُوْا جَزَآؤُهٗ مَنْ وُّجِدَ فِيْ رَحْلِهٖ فَهُوَ جَزَآؤُهٗ ؕ كَذٰلِكَ نَجْزِي الظّٰلِمِيْنَ ﴿٧٥﴾

রাজ দরবারের পাত্র লুকিয়ে রাখা

৭০. পণ্য সামগ্রী প্রস্তুত করার পর আপন ভাইয়ের পণ্যের মাঝে (রাজ দরবারের বিশেষ) পানপাত্র রেখে দেয়া হলো। অতঃপর (তারা শহর ছেড়ে বেরিয়ে যাবার পর) একজন (রাজ সেনা) ডাক দিলঃ হে কাফেলা! (দাঁড়াও!) তোমরা চুরি করেছ।

৭১. (হঠাৎ এমন কথা শোনে) তারা একটু পিছনে ফিরে এলো এবং বললঃ আপনাদের কি হারিয়েছে?

৭২. ঘোষক (সেনা) বললঃ রাজার পানপাত্র হারিয়েছে। কেউ বের করে দিলে এক উট মাল

(পুরস্কার) পাবে। আমি এর জিম্মাদার।

৭৩. তারা বললঃ আল্লাহর কসম! আমরা ফাসাদ করতে আসিনি, আপনারা জানেনঃ আমরা চোর নই।

৭৪. (রাজ সেনা) বললঃ আপনারা মিথ্যুক (প্রমাণিত) হলে এর কী সাজা হবে?

৭৫. তারা বললঃ আমাদের কারো পণ্যের মাঝে পাওয়া গেলে তাকে (গোলাম বানিয়ে) রেখে দেবে। পাপিষ্ঠদের সাজা আমরা এভাবে-ই দিয়ে থাকি।

فَبَدَاَ بِاَوْعِيَتِهِمْ قَبْلَ وِعَآءِ اَخِيْهِ ثُمَّ اسْتَخْرَجَهَا مِنْ وِّعَآءِ اَخِيْهِ ؕ كَذٰلِكَ كِدْنَا لِيُوْسُفَ ؕ مَا كَانَ لِيَاْخُذَ اَخَاهُ فِيْ دِيْنِ الْمَلِكِ اِلَّاۤ اَنْ يَّشَآءَ اللّٰهُ ؕ نَرْفَعُ دَرَجٰتٍ مَّنْ نَّشَآءُ ؕ وَ فَوْقَ كُلِّ ذِيْ عِلْمٍ عَلِيْمٌ ﴿٧٦﴾ قَالُوْۤا اِنْ يَّسْرِقْ فَقَدْ سَرَقَ اَخٌ لَّهٗ مِنْ قَبْلُ ۚ فَاَسَرَّهَا يُوْسُفُ فِيْ نَفْسِهٖ وَ لَمْ يُبْدِهَا لَهُمْ ۚ قَالَ اَنْتُمْ شَرٌّ مَّكَانًا ۚ وَ اللّٰهُ اَعْلَمُ بِمَا تَصِفُوْنَ ﴿٧٧﴾

ভাইকে কাছে রাখতে ইউসুফ আ. এর কৌশল

৭৬. (শুরু হলো মালপত্র তল্লাশি।) প্রথমে অন্য ভাইদের মালপত্র খোলা হলো, পরে আপন ভাইয়ের পণ্য থেকে পাত্রটি বের করা হলো। ইউসুফের (মনের বাসনা পূরণের তথা আপন ভাইকে রেখে দেবার) জন্য আমরা এভাবে কৌশল করলাম। রাজার দ্বীন (বিধান) মত (বিচার করলে) ইউসুফ তার ভাইকে রাখতে পারত না। কিন্তু আল্লাহ যা চান (তাই হয়) আল্লাহ যাকে খুশী মর্যাদা বাড়িয়ে দেন, তিনি সকল জ্ঞানীর উপর মহাজ্ঞানী।

৭৭. তারা (ইউসুফের সৎ ভাইয়েরা) বললঃ সে (বিন ইয়ামীন) চুরি করলে (করতেও পারে), এর আগে তার ভাইও চুরি করেছে। (বিন ইয়ামিনকে রেখে দেয়ার বাহানা হিসেবে ইউসুফ আঃ যেভাবে চোর সাজিয়ে ছিলেন ঠিক সেভাবেই বালক ইউসুফকে রেখে দেবার জন্য ফুফু তাকে চোর সাজিয়ে ছিলেন। ওই ঘটনার প্রতি ইঙ্গিত করে-ই তারা কথাটি বলেছিল। তাদের কথা ইউসুফের খুব-ই খারাপ লাগলো। কিন্তু) ইউসুফ বিষয়টি প্রকাশ করলো না, অন্তরে-ই লুকিয়ে রাখলো। শুধু বললঃ তোমাদের অবস্থান খুব-ই জঘন্য, তোমরা যা বলছো এ বিষয়ে আল্লাহ-ই ভালো জানেন।

قَالُوْا يٰۤاَيُّهَا الْعَزِيْزُ اِنَّ لَهٗۤ اَبًا شَيْخًا كَبِيْرًا فَخُذْ اَحَدَنَا مَكَانَهٗ ۚ اِنَّا نَرٰىكَ مِنَ الْمُحْسِنِيْنَ ﴿٧٨﴾ قَالَ مَعَاذَ اللّٰهِ اَنْ نَّاْخُذَ اِلَّا مَنْ وَّجَدْنَا مَتَاعَنَا عِنْدَهٗۤ ۙ اِنَّاۤ اِذًا لَّظٰلِمُوْنَ ﴿٧٩﴾

ভাইদের অনুরোধ অগ্রাহ্য করে বিন ইয়ামিনকে গোলাম হিসেবে রেখে দেওয়া হলো

৭৮. তারা (ইউসুফের ভাইয়েরা) বললঃ হে আযীয! আমাদের পিতা একজন অতি বৃদ্ধ মানুষ। (বিন ইয়ামিনের বিরহ তিনি সহ্য করতে পারবেন না।) তাই তার বদলে আমাদের অন্য কাউকে (গোলাম হিসেবে) রেখে দিন। আমরা লক্ষ্য করেছিঃ আপনি খুবই মহৎলোক।

৭৯. ইউসুফ বললঃ মায়াযাল্লাহ (আল্লাহর সুরক্ষা চাই)! (এসব কি বলছেন? এমন হতেই পারে না) আমরা তাকেই রাখব যার কাছে আমাদের মাল পেয়েছি। অন্যথায় আমরা অপরাধী হয়ে যাব।

فَلَمَّا اسْتَايْـَٔسُوْا مِنْهُ خَلَصُوْا نَجِيًّا ؕ قَالَ كَبِيْرُهُمْ اَلَمْ تَعْلَمُوْۤا اَنَّ اَبَاكُمْ قَدْ اَخَذَ عَلَيْكُمْ مَّوْثِقًا مِّنَ اللّٰهِ وَ مِنْ قَبْلُ مَا فَرَّطْتُّمْ فِيْ يُوْسُفَ ۚ فَلَنْ اَبْرَحَ الْاَرْضَ حَتّٰى يَاْذَنَ لِيْۤ اَبِيْۤ اَوْ يَحْكُمَ اللّٰهُ لِيْ ۚ وَهُوَ خَيْرُ الْحٰكِمِيْنَ ﴿۸۰﴾ اِرْجِعُوْۤا اِلٰۤى اَبِيْكُمْ فَقُوْلُوْا يٰۤاَبَانَاۤ اِنَّ ابْنَكَ سَرَقَ ۚ وَمَا شَهِدْنَاۤ اِلَّا بِمَا عَلِمْنَا وَ مَا كُنَّا لِلْغَيْبِ حٰفِظِيْنَ ﴿۸۱﴾ وَ سْـَٔلِ الْقَرْيَةَ الَّتِيْ كُنَّا فِيْهَا وَ الْعِيْرَ الَّتِيْۤ اَقْبَلْنَا فِيْهَا ؕ وَ اِنَّا لَصٰدِقُوْنَ ﴿۸۲﴾

শপথ রাখতে না পেরে বড়ভাইও মিশরে থেকে গেলেন

৮০. (বিন ইয়ামিনের মুক্তির ব্যাপারে) হতাশ হয়ে তারা (পরবর্তি করণীয় সম্পর্কে) একান্তে পরামর্শ করলো। বড় ভাই বললঃ তোমরা কি ভুলে গেছ? (বিন ইয়ামিনের ব্যাপারে) বাবা তোমাদের থেকে আল্লাহর নামে শপথ নিয়েছেন। (তোমরা কী ভুলে গেছো) ইতোপূর্বে ইউসুফের সাথে কি করেছিলে? আমি এদেশ (মিশর) ছেড়ে যাব না, যতক্ষণ না বাবা অনুমতি দেবেন অথবা আল্লাহ কোনো ফয়সালা করবেন। তিনি-ই সর্বোত্তম ফয়সালাকারী।

৮১. তোমরা বাবার কাছে ফিরে যাও। বাবাকে বলবেঃ আপনার ছেলে চুরি করেছে। আমরা কেবল সে সাক্ষ্য-ই দিচ্ছি যা প্রত্যক্ষভাবে জেনেছি। অদৃশ্য ব্যাপারে আমরা অবগত নই।

৮২. আমরা যে জনপদে ছিলাম এবং যারা আমাদের সঙ্গী ছিল আপনি তাদেরকে জিজ্ঞেস করতে পারেন। (এ বিষয়ে) আমরা সত্যবাদী।

قَالَ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ اَنْفُسُكُمْ اَمْرًا ؕ فَصَبْرٌ جَمِيْلٌ ؕ عَسَى اللّٰهُ اَنْ يَّاْتِيَنِيْ بِهِمْ جَمِيْعًا ؕ اِنَّهٗ هُوَ الْعَلِيْمُ الْحَكِيْمُ ﴿۸۳﴾ وَ تَوَلّٰى عَنْهُمْ وَ قَالَ يٰۤاَسَفٰى عَلٰى يُوْسُفَ وَ ابْيَضَّتْ عَيْنٰهُ مِنَ الْحُزْنِ فَهُوَ كَظِيْمٌ ﴿۸۴﴾

ইউসুফের জন্য পেরেশানী

৮৩. (ইউসুফ আঃ বিন ইয়ামিনকে রেখে দিলেন। তাদের বড় ভাইও মিশরে রয়ে গেল। ৯ ছেলের মুখে ঘটনার বিবরণ শুনে ইয়াকুব আ. ভাবলেনঃ এবারও এরা বানিয়ে বলছে। তাই ইয়াকুব) বললঃ না, (আমি তোমাদের বিশ্বাস করি না) সব তোমাদের সাজানো। আমি পরিপূর্ণ সবর করলাম। আশা করি আল্লাহ সবাইকে একত্র করে আমার কাছে ফিরিয়ে দেবেন। নিশ্চয় তিনি সকল বিষয়ে অবগত, মহাকৌশলী।

৮৪. সে (ইয়াকুব) তাদের থেকে মুখ ফিরিয়ে নিল (ছেলেদের সাথে অপ্রয়োজনীয় কথাবার্তা ও সাক্ষাৎ বর্জন করে একাকিত্বে) ইউসুফের জন্য আফসোস করতে লাগলো (কেঁদে কেঁদে) তার চক্ষু সাদা (আলোকহীন) হয়ে গেল, সে দুর্বল হয়ে পড়লো।

قَالُوْا تَاللّٰهِ تَفْتَؤُا تَذْكُرُ يُوْسُفَ حَتّٰى تَكُوْنَ حَرَضًا اَوْ تَكُوْنَ مِنَ الْهٰلِكِيْنَ ﴿٨٥﴾ قَالَ اِنَّمَآ اَشْكُوْا بَثِّيْ وَ حُزْنِيْٓ اِلَى اللّٰهِ وَ اَعْلَمُ مِنَ اللّٰهِ مَا لَا تَعْلَمُوْنَ ﴿٨٦﴾ يٰبَنِيَّ اذْهَبُوْا فَتَحَسَّسُوْا مِنْ يُّوْسُفَ وَ اَخِيْهِ وَ لَا تَايْـَٔسُوْا مِنْ رَّوْحِ اللّٰهِ ؕ اِنَّهٗ لَا يَايْـَٔسُ مِنْ رَّوْحِ اللّٰهِ اِلَّا الْقَوْمُ الْكٰفِرُوْنَ ﴿٨٧﴾

মিশরের ৩য় যাত্রা

৮৫. তারা (পরিবারের লোকজন ইয়াকুবকে) বললঃ আল্লাহর কসম! (এভাবে) ইউসুফের স্মরণ আপনাকে নিঃশেষ করে দেবে, (এভাবে করতে থাকলে) আপনি মরে যাবেন।

৮৬. (ইয়াকুব) বললঃ আমি আমার দুঃখ বেদনা আল্লাহর কাছে নিবেদন করছি। আল্লাহ থেকে আমি জানি (ইউসুফ এখনো জীবিত) যা তোমরা জানো না।

৮৭. (আবার খাদ্য ফুরিয়ে এলো। ছেলেদের উদ্দেশ্য করে ইয়াকুব বলল) ছেলেরা! (আবার মিশর) যাও! ইউসুফ ও তার ভাইকে খুঁজ করো। আল্লাহর করুণা থেকে নিরাশ হইও না। (জেনে রেখো) শুধু কাফিররা-ই আল্লাহর করুণা থেকে নিরাশ হয়ে থাকে।

فَلَمَّا دَخَلُوْا عَلَيْهِ قَالُوْا يٰٓاَيُّهَا الْعَزِيْزُ مَسَّنَا وَ اَهْلَنَا الضُّرُّ وَ جِئْنَا بِبِضَاعَةٍ مُّزْجٰىةٍ فَاَوْفِ لَنَا الْكَيْلَ وَ تَصَدَّقْ عَلَيْنَا ؕ اِنَّ اللّٰهَ يَجْزِى الْمُتَصَدِّقِيْنَ ﴿٨٨﴾ قَالَ هَلْ عَلِمْتُمْ مَّا فَعَلْتُمْ بِيُوْسُفَ وَ اَخِيْهِ اِذْ اَنْتُمْ جٰهِلُوْنَ ﴿٨٩﴾

ভাইদের প্রতি সদয় ইউসুফ

৮৮. তারা (ইউসুফের ভাইয়েরা) আবার (মিশর) এলো এবং বললঃ হে আযীয! (খাদ্যের অভাবে) পরিবার পরিজন নিয়ে আমরা বিপন্ন হয়ে পড়েছি এবং অতি সামান্য মূল্য নিয়ে আপনার কাছে এসেছি। আমাদেরকে (এ মূল্যের) খাদ্য দিন এবং (আপনার পক্ষ থেকে) অনুদান (হিসেবে কিছু বাড়িয়ে) দিন। নিশ্চয় আল্লাহ সাদাক্বাহকারীদের ভালবাসেন।

৮৯. (ভাইদের করুণ অবস্থা দেখে) ইউসুফ (সহ্য করতে পারল না। তাই) বললঃ তোমাদের মনে আছে? অজ্ঞতাবশত ইউসুফ ও তার ভাইয়ের সাথে তোমরা কী আচরণ করেছিলে? (তাদের মনে সন্দেহ হলো। কারণ ইউসুফের ব্যাপারটি তারা ও ইউসুফ ছাড়া কেউ জানে না। তাই)

قَالُوْٓا ءَاِنَّكَ لَاَنْتَ يُوْسُفُ ؕ قَالَ اَنَا يُوْسُفُ وَ هٰذَآ اَخِيْ قَدْ مَنَّ اللّٰهُ عَلَيْنَا ؕ اِنَّهٗ مَنْ يَّتَّقِ وَ يَصْبِرْ فَاِنَّ اللّٰهَ لَا يُضِيْعُ اَجْرَ الْمُحْسِنِيْنَ ﴿٩٠﴾ قَالُوْا تَاللّٰهِ لَقَدْ اٰثَرَكَ اللّٰهُ عَلَيْنَا وَ اِنْ كُنَّا لَخٰطِـِٕيْنَ ﴿٩١﴾ قَالَ لَا تَثْرِيْبَ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ ؕ يَغْفِرُ اللّٰهُ لَكُمْ ۫ وَ هُوَ اَرْحَمُ الرّٰحِمِيْنَ ﴿٩٢﴾

ভাইদেরকে মাফ করে দেওয়ার ঘোষণা

৯০. তারা বললঃ তবে কি তুমি ইউসুফ? ইউসুফ বললঃ (হ্যাঁ..) আমি-ই ইউসুফ এবং এ আমার ভাই। আল্লাহ আমাদের প্রতি অনুগ্রহ করেছেন। যে ব্যক্তি তাকওয়া অর্জন করে আর সবর করে (তার জানা উচিত) মুহসীনদের কর্মফল আল্লাহ নস্যাৎ করেন না।

৯১. তারা বললঃ আল্লাহর কসম! আমরা অবশ্য-ই অপরাধী। আল্লাহ এখন আমাদের উপর তোমাকে ক্ষমতা দিয়েছেন। (তুমি চাইলে প্রতিশোধ নিতে পার)

৯২. ইউসুফ বললঃ আজ তোমাদের উপর আমার কোনো অভিযোগ নেই (আমি সব মাফ করে দিয়েছি। দোয়া করি) আল্লাহ যেন তোমাদের সবাইকে মাফ করে দেন। তিনি সর্বমহান, দয়াময়।

اِذْهَبُوْا بِقَمِيْصِيْ هٰذَا فَاَلْقُوْهُ عَلٰى وَجْهِ اَبِيْ يَاْتِ بَصِيْرًا ۚ وَ اْتُوْنِيْ بِاَهْلِكُمْ اَجْمَعِيْنَ ﴿٩٣﴾ وَ لَمَّا فَصَلَتِ الْعِيْرُ قَالَ اَبُوْهُمْ اِنِّيْ لَاَجِدُ رِيْحَ يُوْسُفَ لَوْ لَاۤ اَنْ تُفَنِّدُوْنِ ﴿٩٤﴾ قَالُوْا تَاللّٰهِ اِنَّكَ لَفِيْ ضَلٰلِكَ الْقَدِيْمِ ﴿٩٥﴾

বাবার চোখের চিকিৎসায় বিশেষ জামাটি পাঠিয়ে দিলেন

৯৩. (বাবার অবস্থা সম্পর্কে অবগত হয়ে ইউসুফ বলল) আমার এ জামাটি নিয়ে যাও, এটা দিয়ে বাবার মুখ মুছে দিও, (ইন শা-আল্লাহ) চোখের জ্যোতি ফিরে আসবে। তারপর তোমরা সবাই সপরিবারে আমার কাছে (মিশর) চলে আসো।

৯৪. কাফেলা (ইউসুফের জামা নিয়ে মিশর থেকে) রওয়ানা দিল, (কেনানে/বর্তমান ফিলিস্তিন অবস্থানকারী) তাদের বাবা বললঃ আমি ইউসুফের ঘ্রান পাচ্ছি। তোমরা যদি আমাকে উন্মাদ মনে না করতে...

৯৫. তারা (পরিবারের লোকেরা) বললঃ আল্লাহর কসম! আপনি পুরাতন ভ্রান্তিতেই আছেন।

فَلَمَّاۤ اَنْ جَآءَ الْبَشِيْرُ اَلْقٰىهُ عَلٰى وَجْهِهٖ فَارْتَدَّ بَصِيْرًا ۚ قَالَ اَلَمْ اَقُلْ لَّكُمْ اِنِّيْۤ اَعْلَمُ مِنَ اللّٰهِ مَا لَا تَعْلَمُوْنَ ﴿٩٦﴾ قَالُوْا يٰۤاَبَانَا اسْتَغْفِرْ لَنَا ذُنُوْبَنَاۤ اِنَّا كُنَّا خٰطِـِٕيْنَ ﴿٩٧﴾ قَالَ سَوْفَ اَسْتَغْفِرُ لَكُمْ رَبِّيْ ؕ اِنَّهٗ هُوَ الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ ﴿٩٨﴾

দৃষ্টিশক্তি ফিরে পেলেন ইয়াকুব আ.

৯৬. (ইউসুফের) সুসংবাদবাহী (কাফেলা) যখন চলে এলো, আর বিশেষ জামাটি তার মুখে রাখলো তখন ইয়াকুবের দৃষ্টি ফিরে এলো। (পরিবারকে লক্ষ্য করে) সে বললঃ কি, বলিনি? আল্লাহর পক্ষ থেকে আমি জানি যা তোমরা জান না।

৯৭. (ছেলেরা তাদের ভুলের জন্য বাবার কাছে ক্ষমা চাইলো এবং ইয়াকুব তাদের মাফ করে দিল) ছেলেরা বললঃ আব্বা! আমরা ভুল করেছি। আমাদের জন্য (আল্লাহর কাছে) মাগফিরাত কামনা করেন।

৯৮. (ইয়াকুব) বললঃ অবশ্য-ই তোমাদের জন্য প্রভুর কাছে মাগফিরাত চাইব। নিশ্চয় তিনি ক্ষমাশীল, দয়াময়।

فَلَمَّا دَخَلُوْا عَلٰى يُوْسُفَ اٰوٰۤى اِلَيْهِ اَبَوَيْهِ وَ قَالَ ادْخُلُوْا مِصْرَ اِنْ شَآءَ اللّٰهُ اٰمِنِيْنَ ﴿۹۹﴾ وَ رَفَعَ اَبَوَيْهِ عَلَى
الْعَرْشِ وَ خَرُّوْا لَهٗ سُجَّدًا ۚ وَ قَالَ يٰۤاَبَتِ هٰذَا تَاْوِيْلُ رُءْيَايَ مِنْ قَبْلُ ۫ قَدْ جَعَلَهَا رَبِّيْ حَقًّا ؕ وَ قَدْ اَحْسَنَ
بِيْۤ اِذْ اَخْرَجَنِيْ مِنَ السِّجْنِ وَ جَآءَ بِكُمْ مِّنَ الْبَدْوِ مِنْۢ بَعْدِ اَنْ نَّزَغَ الشَّيْطٰنُ بَيْنِيْ وَ بَيْنَ اِخْوَتِيْ ؕ اِنَّ
رَبِّيْ لَطِيْفٌ لِّمَا يَشَآءُ ۚ اِنَّهٗ هُوَ الْعَلِيْمُ الْحَكِيْمُ ﴿۱۰۰﴾ رَبِّ قَدْ اٰتَيْتَنِيْ مِنَ الْمُلْكِ وَ عَلَّمْتَنِيْ مِنْ تَاْوِيْلِ
الْاَحَادِيْثِ ۚ فَاطِرَ السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ اَنْتَ وَلِيّٖ فِي الدُّنْيَا وَ الْاٰخِرَةِ ۚ تَوَفَّنِيْ مُسْلِمًا وَّ اَلْحِقْنِيْ
بِالصّٰلِحِيْنَ ﴿۱۰۱﴾

ছোটবেলার স্বপ্ন পূর্ণ হওয়া

৯৯. (ইয়াকুব পরিবার শাম থেকে মিশর চলে এলো) তারা ইউসুফের কাছে উপস্থিত হলে সে পিতামাতার (পিতা ও সৎ মায়ের) অভ্যর্থনায় এগিয়ে এলো এবং বললঃ ইন শা আল্লাহ, আপনারা পূর্ণ নিরাপত্তার সহিত মিশরে প্রবেশ করুন।

১০০. (বাবা ও ভাইদের পরিবারকে রাজ দরবারে এনে) ইউসুফ পিতামাতাকেও তার সঙ্গে সিংহাসনে বসালো। তারা (পিতামাতা ও ভাইয়েরা) তখন তার সম্মানে সিজদাহ করলো। (তখনকার শারীয়াহ মতে সম্মানের সিজদাহ বৈধ ছিল) ইউসুফ বললঃ বাবা! এটা-ই আমার স্বপ্নের ব্যাখ্যা, প্রভু এটা বাস্তবায়িত করেছেন। তিনি আমার উপর অনেক দয়া করেছেন। আমাকে জেল থেকে বের করেছেন। শয়তান আমার ও আমার ভাইদের মাঝে বিভেদ সৃষ্টি করার পরও আপনাদেরকে গ্রাম থেকে এখানে নিয়ে এসেছেন। প্রভু তার ইচ্ছা পূরণে খুব-ই নিপুণ। তিনি মহাজ্ঞানী, মহাকৌশলী।

১০১. (ইউসুফ আরও বলল) হে রাব্ব! আপনি আমাকে ক্ষমতা দিয়েছেন, শিখিয়েছেন আহাদীছ (তাওহীদ, তথ্য, স্বপ্ন) বিশ্লেষণ। হে আসমান যমীনের উদ্ভাবক! দুনিয়া ও আখেরাতে আপনি-ই আমার ওয়ালী। সুতরাং মুসলিম হিসেবে আমার মরণ দিও এবং (আপনার জান্নাতে) সৎলোকদের সাথে আমাকে মিলিত করো। (ওয়ালী সম্পর্কে জানতে দেখুনঃ বাকারাহঃ ১০৭)

ذٰلِكَ مِنْ اَنْۢبَآءِ الْغَيْبِ نُوْحِيْهِ اِلَيْكَ ۚ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ اِذْ اَجْمَعُوْٓا اَمْرَهُمْ وَهُمْ يَمْكُرُوْنَ ﴿١٠٢﴾

গাইবের খবর

১০২. (নবী সা.কে উদ্দেশ্য করে মহান আল্লাহ বলছেন) এসব-ই গাইবের খবর, আমি ওহীর মাধ্যমে তোমাকে জানিয়ে দিচ্ছি। (ইউসুফের ব্যাপারে) তারা যখন ঐক্যবদ্ধ হয়ে ষড়যন্ত্র করছিল তখন তুমি সেখানে বিদ্যমান ছিলে না।

وَمَآ اَكْثَرُ النَّاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِيْنَ ﴿١٠٣﴾

অধিকাংশ মানুষ ঈমান আনবে না

১০৩. আর (শুন!) অধিকাংশ মানুষ-ই ঈমান আনবে না, যদিও তুমি লালায়িত হও।

وَمَا تَسْـَٔلُهُمْ عَلَيْهِ مِنْ اَجْرٍ ۭ اِنْ هُوَ اِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعٰلَمِيْنَ ﴿١٠٤﴾

কুরআন পড়ে বা কুরআন শুনিয়ে বিনিময় গ্রহণ

১০৪. (তারা গ্রহণ না করলে তোমার কি?) তুমি তো এজন্য তাদের কাছে কোনো বিনিময় চাচ্ছ না। বিশ্ববাসীর জন্য এটা (এ কুরআন) হলো এক মহাস্মরণিকা।

(সুতরাং যার ইচ্ছা গ্রহণ করবে, যার ইচ্ছা করবে না। কুরআন পড়ে/ কুরআন পড়িয়ে বা কুরআন বুঝিয়ে মানুষ থেকে বিনিময় লওয়া বৈধ নয়। এটা-ই আসল কথা। যদিও পরবর্তী আলীমগণ বিশেষ কারণে কুরআন শিক্ষা দিয়ে বিনিময় গ্রহণের অনুমতি দিয়েছেন।)

وَكَاَيِّنْ مِّنْ اٰيَةٍ فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ يَمُرُّوْنَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُوْنَ ﴿١٠٥﴾

যারা আল্লাহর নিদর্শন থেকে মুখ ফিরিয়ে রাখে

১০৫. আসমানসমূহে এবং যমীনে অনেক নিদর্শন রয়েছে। এসবের অনেক কিছু তারা অতিক্রম করে (কিন্তু এ থেকে শিক্ষা গ্রহণ করে না। কারণ) তারা এসব থেকে মুখ ফিরিয়ে রেখেছে।

وَمَا يُؤْمِنُ اَكْثَرُهُمْ بِاللّٰهِ اِلَّا وَهُمْ مُّشْرِكُوْنَ ﴿١٠٦﴾

অনেক মানুষ আল্লাহর উপর ঈমান আনে কিন্তু তথাপিও মুশরিক থেকে যায়

১০৬. তাদের অনেকে-ই আল্লাহর উপর ঈমান আনে কিন্তু তথাপিও তারা মুশরিক হয়ে যায়/মুশরিক থেকে যায়।

ঈমান ও আক্বীদাহঃ অনেক মানুষ আল্লাহর উপর ঈমান আনে কিন্তু তাসত্ত্বেও আল্লাহর জাতি সত্ত্বায়, উলুহিয়্যাতে, রুবুবিয়্যাতে তথা আল্লাহর কর্তৃত্বে প্রভুত্বে বা সার্বভৌমত্বে অথবা আল্লাহর কোনো বৈশিষ্ট্যে শিরক করে। যারা এমন করে তারা মুশরিক হয়ে যায় বা মুশরিক থেকে যায়।

শিরক তাওহীদের পরিপন্থী। শিরকে জড়িয়ে পড়লে ঈমান বিনষ্ট হয়ে সকল আ'মাল বরবাদ হয়ে যায়। শুধু

শিরকই নয়, কুফর, নিফাকসহ ঈমান বিনষ্টকারী অনেক পাপ আছে। নিজের ঈমান বাঁচাতে এবং আখেরাতে মুক্তি পেতে হলে এসব পাপ থেকে বেঁচে থাকতে হবে। (ঈমান বিনষ্টকারী পাপ সম্পর্কে দলীলসহ জানতে হলে আমাদের ইসলাম শিক্ষা সিলেবাসের ৪র্থ বই "ঈমানের উপর অবিচল থাকা" পড়ে নিন।)

اَفَاَمِنُوْٓا اَنْ تَاْتِيَهُمْ غَاشِيَةٌ مِّنْ عَذَابِ اللّٰهِ اَوْ تَاْتِيَهُمُ السَّاعَةُ بَغْتَةً وَّهُمْ لَا يَشْعُرُوْنَ ﴿١٠٧﴾

মৃত্যু বা আযাব হঠাৎ চলে আসবে

১০৭. (যে বা যারা অহরহ পাপ করে তাদের ব্যাপারে নাযিল হয়েছে) তারা কি নিরাপত্তা পেয়ে গেছে? যে সর্বগ্রাসী আযাব তাদের উপর আসবে না, অথবা হঠাৎ চলে আসবে না (শেষ) সময়? (আযাব বা মৃত্যু যখন আসবে) তারা টের-ই পাবে না।

قُلْ هٰذِهٖ سَبِيْلِيْٓ اَدْعُوْٓا اِلَى اللّٰهِ عَلٰى بَصِيْرَةٍ اَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِيْ ؕ وَسُبْحٰنَ اللّٰهِ وَمَآ اَنَا مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ ﴿١٠٨﴾

রাসূল ও রাসূলের অনুসারীদের পথ এবং মুসলিম হিসেবে আমাদের দায়িত্ব

১০৮. (হে নবী! তাদের) বলে দাওঃ এটা-ই আমার পথ, আমি ও আমার অনুসারীরা পূর্ণ আস্থা সহকারে (মানুষকে) আল্লাহর দিকে আহ্বান করি। সুবহান-আল্লাহ (আল্লাহ মহান সকল শিরকের ঊর্ধ্বে) আমি মুশরিকদের দলভুক্ত নই।

জ্ঞাতব্যঃ মুসলিম হিসেবে আমাদের দায়িত্ব ৪টি।
ক. দ্বীন সম্পর্কে প্রয়োজনীয় জ্ঞান অর্জন করা,
খ. বাস্তব জীবনের সকল ক্ষেত্রে আল্লাহর বিধান মেনে চলা,
গ. সাধ্য মত দ্বীনের দাওয়াত দেওয়া।
ঘ. আল্লাহর যমীনে আল্লাহর দ্বীন প্রতিষ্ঠার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করা।

وَمَآ اَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ اِلَّا رِجَالًا نُّوْحِيْٓ اِلَيْهِمْ مِّنْ اَهْلِ الْقُرٰى ؕ اَفَلَمْ يَسِيْرُوْا فِي الْاَرْضِ فَيَنْظُرُوْا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ ؕ وَلَدَارُ الْاٰخِرَةِ خَيْرٌ لِّلَّذِيْنَ اتَّقَوْا ؕ اَفَلَا تَعْقِلُوْنَ ﴿١٠٩﴾

সকল রাসূল-ই মানুষ এবং পুরুষ ছিলেন

১০৯. (কাফিররা বলতো মুহাম্মাদ! তুমি কি করে নবী হবে? তুমি তো আমাদের মতই মানুষ। এদের প্রত্যুত্তরে আল্লাহ বললেন) তোমার আগে আমি যত রাসূল পাঠিয়েছি এরা সবাই পুরুষ (মানুষ) ছিল, সবাই মানব সমাজে বসবাস করেছে। (তবে অন্য মানুষ ও তাদের মাঝে পার্থক্য এই যে) আমি রাসূলদের কাছে ওহী পাঠিয়েছি (আর অন্যদের কাছে ওহী পাঠাইনি।) তারা (কাফিররা) কি যমীনে ভ্রমণ করে না? এতে পূর্ববর্তী জাতি সমূহের পরিণতি সম্পর্কে অবগত হতো। মুত্তাক্বীদের জন্য আখেরাত-ই উত্তম। তোমরা কী বুঝ না? (যে ব্যক্তি আল্লাহর ভয়ে কুফর শিরক ও পাপাচার থেকে বেঁচে থাকে তাকে মুত্তাক্বী বলা হয়)

জ্ঞাতব্যঃ সকল রাসূল-ই মানুষ এবং পুরুষ ছিলেন। তবে নারীদের থেকে কেউ নবী হয়েছেন কি না? এব্যাপারে

আল-কুরআনে স্পষ্ট করে কিছু বলা হয়নি। তবে কুরআনের কিছু আয়াত ও কিছু হাদীছের ইঙ্গিতপূর্ণ বর্ণনার কারণে বিষয়টি নিয়ে ভিন্নমতের সৃষ্টি হয়েছে। কারো কারো মতে মারইয়াম আ. নবী ছিলেন। (দেখুন আল ই'মরানঃ ৪২-৪৩) কারো কারো মতে মূসা আ.এর আম্মাও নবী ছিলেন। কারণ উনার কাছেও ওহী এসেছে। (দেখুন ত্বাহাঃ ৩৮।)

কারো কারো মতে হাওয়্যা আ. এবং আসিয়াও নবী ছিলেন। আর অনেকের মতে উনাদের কেউ-ই নবী ছিলেন না। (আসল ব্যাপার আল্লাহ-ই ভালো জানেন। তবে এ সম্পর্কে আরও জানতে দেখুনঃ সূরাহ আ-ল ইমরানঃ ৪২)

حَتّٰٓى اِذَا اسْتَايْـَٔسَ الرُّسُلُ وَ ظَنُّوْٓا اَنَّهُمْ قَدْ كُذِبُوْا جَآءَهُمْ نَصْرُنَا فَنُجِّيَ مَنْ نَّشَآءُ ؕ وَلَا يُرَدُّ بَاْسُنَا عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِيْنَ ﴿۱۱۰﴾

আল্লাহর সাহায্য কখন আসে

১১০. (রাসূলগণ দ্বীনের দাওয়াত দিলে বেইমানরা মেনে নিত না। উল্টো নবী ও তার অনুসারীদের জীবনকে দূর্বিষহ করে তুলত। পরিস্থিতি এত কঠিন হয়ে উঠত যে) শেষ পর্যন্ত রাসূলগণ যখন (জাতির ব্যাপারে) হতাশ হয়ে যেত এবং ভাবতো তাদের মিথ্যা প্রতিপন্ন করা হয়েছে। তখন আসতো আমার সাহায্য, আমি (এ পরিস্থিতি থেকে) মুক্ত করতাম যাকে খুশী। পাপিষ্ঠ জাতি থেকে আমার আযাব ফিরিয়ে রাখা যায় না।

لَقَدْ كَانَ فِيْ قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِّاُولِي الْاَلْبَابِ ؕ مَا كَانَ حَدِيْثًا يُّفْتَرٰى وَ لٰكِنْ تَصْدِيْقَ الَّذِيْ بَيْنَ يَدَيْهِ وَ تَفْصِيْلَ كُلِّ شَيْءٍ وَّ هُدًى وَّ رَحْمَةً لِّقَوْمٍ يُّؤْمِنُوْنَ ﴿۱۱۱﴾

আল-কুরআন

১১১. নিশ্চয় তাদের এসব কাহিনীতে শিক্ষা রয়েছে জ্ঞানীদের জন্য। এটা (এ কুরআন) মনগড়া কোনো রূপকথা নয়। বরং এটি হলো আগেকার সবকিছুকে সত্যায়নকারী (মহা গ্রন্থ। যাতে রয়েছে প্রয়োজনীয়) সকল বিষয়ের বিস্তারিত বর্ণনা এবং মুমিনদের জন্য হেদায়াত ও রহমত।

সূরাহ রা'দ ১৩ سورة الرعد

রা'দ অর্থ বজ্র, বজ্রপাত। সূরাহটি মাদানী, (তবে এ নিয়ে ভিন্ন মতও রয়েছে।) সূরাহ মুহাম্মাদের পর এটা নাযিল হয়েছে। এ সূরায় মোট আয়াত ৪৩টি। এ সূরার ১৩ তম আয়াতে বজ্রপাত সম্পর্কিত কিছু তথ্য দেওয়া হয়েছে। এ ছাড়াও এ সূরায় জ্ঞানবিজ্ঞানের নানা বিষয়সহ অন্যান্য আরও বিষয়াদি নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

الٓمّٓرٰ تِلْكَ اٰيٰتُ الْكِتٰبِ ؕ وَالَّذِيْٓ اُنْزِلَ اِلَيْكَ مِنْ رَّبِّكَ الْحَقُّ وَلٰكِنَّ اَكْثَرَ النَّاسِ لَا يُؤْمِنُوْنَ ﴿١﴾

বিসমিল্লাহি-র-রাহমানি-র-রাহীম

অধিকাংশ মানুষ-ই কুরআন বিমুখ জীবনযাপন করবে

১. আলিফ লা-ম মীম-রা (এসব বিচ্ছিন্ন বর্ণমালা। এসবের অর্থ, মর্ম, এভাবে ব্যবহারের উদ্দেশ্য কেউ জানে না আল্লাহ ছাড়া।) এসব হলো কিতাবের আয়াত। প্রভু থেকে তোমার উপর যা নাযিল হয়েছে এটা-ই সঠিক (বাকি সব বিভ্রান্তি) কিন্তু (আসল ব্যাপার হলো) অধিকাংশ মানুষ-ই (এর উপর) ঈমান আনবে না। (তথা বাস্তব জীবনে আল-কুরআনের বিধান মেনে চলবে না।)

হুঁশিয়ারিঃ যে বা যারা বাস্তব জীবনে কুরআন বিমুখ হয়ে যাবে তাদের পরিণাম হবে ভয়াবহ। এমনকি এক সময়ে তাদের মুখায়ব বিকৃত করা হবে, তাদের লা'নত করা হবে এবং আরও নানা ধরনের সাজা দেয়া হবে। আমাদের সমাজে মুসলিম হিসেবে পরিচিত হয়েও অনেক মানুষ নানাভাবে এবং নানা পন্থায় কুরআন বিমুখ জীবন যাপনে অভ্যস্থ হয়ে পড়েছেন। যেমন..

- যেসব মুসলিম স্যাকুলার ধারায় জীবনযাপন করছেন তারা কুরআন বিমুখ হয়ে গেছেন। কারণ কুরআনের বিধান হচ্ছে বাস্তব জীবনের সকল ক্ষেত্রে কুরআনিক আইন মেনে চলা আর স্যাকুলাররা রাজনীতি, অর্থনীতি, সমাজনীতিসহ বাস্তব জীবনের অনেক ক্ষেত্রে কুরআন পরিপন্থী আইন, বিধান ও নীতি মেনে কুরআন বিমুখ হয়ে যায়।
- যেসব মুসলিম ন্যাশনালিষ্ট হয়ে গেছেন তারাও কুরআন বিমুখ। কারণ কুরআনের মূল শিক্ষা বিশ্ব মুসলিমের জাতীয় ঐক্য আর ন্যাশনালিজমের (আঞ্চলিক জাতীয়তাবাদের) মূল শিক্ষা অঞ্চল ভিত্তিক বিভাজন।
- যেসব মুসলিম আক্বীদাহ বিশ্বাসে তথা আদর্শগতভাবে ডেমোক্রেট বা গণতান্ত্রিক হয়ে যায় তারাও কুরআন বিমুখ। কারণ আল-কুরআন আল্লাহর সার্বভৌমত্ব শিক্ষা দেয় আর গণতন্ত্র শিক্ষা দেয় মানুষের সার্বভৌমত্ব। (সার্বভৌমত্ব সম্পর্কে জানতে দেখুন সূরাহ ফাতিহাহঃ ০৬)
- যেসব মুসলিম আদর্শগতভাবে ক্যাপিটালিজম বা পুঁজিবাদ মেনে নিয়েছেন তারাও কুরআন বিমুখ হয়ে গেছেন। কারণ আল-কুরআনের বিধান হচ্ছে সুদ হারাম আর পুঁজিবাদের মূল ভিত্তি-ই সুদ।
- যেসব মুসলিম উম্মতের মাঝে বিভাজন তৈরি করে দলেদলে বিভক্ত হয়ে যায় তথা যে বা যারা দ্বীন নিয়ে দলাদলিতে রত তারাও কুরআন বিমুখ হয়ে গেছেন। কারণ কুরআনের মূল শিক্ষা মুসলিমদের জাতীয় ঐক্য এবং সকল প্রকার অনৈক্য ও বিভাজনকে কুরআনে হারাম করা হয়েছে। এমনকি যে বা যারা উম্মতের মাঝে বিভক্তি ও দলাদলি সৃষ্টি করে তাদের সাথে রাসূল সাঃএর সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে যাবে বলে হুঁশিয়ার করে দিয়েছে আল-কুরআন। (দেখুন সুরাহ আনয়া'মঃ ১৫৯)

সুতরাং হে আখেরাত মুখী ভাই ও বোনেরা! এখনো সময় আছে, সাবধান হয়ে যান। এবং আসুন! উল্লেখিত সকল মত ও পথসহ কুফর ও শিরকের সকল পথ ত্যাগ করে কুরআনের পথে ফিরে চলি। হে আল্লাহ! তুমি আমাদের সহায় হও।

اَللّٰهُ الَّذِیْ رَفَعَ السَّمٰوٰتِ بِغَیْرِ عَمَدٍ تَرَوْنَهَا ثُمَّ اسْتَوٰی عَلَی الْعَرْشِ وَ سَخَّرَ الشَّمْسَ وَ الْقَمَرَ ؕ كُلٌّ یَّجْرِیْ لِاَجَلٍ مُّسَمًّی ؕ یُدَبِّرُ الْاَمْرَ یُفَصِّلُ الْاٰیٰتِ لَعَلَّكُمْ بِلِقَآءِ رَبِّكُمْ تُوْقِنُوْنَ ﴿۲﴾

আল্লাহ কোথায়?

২. আল্লাহ (সর্বশক্তিমান) যিনি আসমানসমূহ সমুন্নত রেখেছেন বিনা খুঁটিতে, যা তোমরা নিজেরা-ই দেখতে পাচ্ছ। তারপর তিনি "ইস্তিওয়া" করেছেন আরশে। তিনি-ই নিয়ন্ত্রন করেন সূর্য ও চন্দ্র। সবকিছু প্রবাহমান নির্ধারিত সময়ের জন্য। তিনি নিয়ন্ত্রন করেন সব, বর্ণনা করেন বিধান, যেন প্রভুর সাক্ষাতের ব্যাপারে তোমাদের আস্থা ও বিশ্বাস অবিচল থাকে।

ঈমান ও আক্বাইদঃ ইস্তিওয়া অর্থ অধিষ্ঠিত হওয়া, বসা, আসন গ্রহণ করা, ইত্যাদি। তবে আল্লাহ কিভাবে আরশে ইস্তিওয়া করেছেন তা আমাদের জানা নেই। আসলে আল্লাহ কোথায়? এ ব্যাপারে জানতে হলে নিম্নের আয়াতসমূহ বুঝতে হবে।

- ❖ এখানে মানে সূরাহ রা'দের ২য় আয়াতে বলা হয়েছে আল্লাহ আরশে।
- ❖ সূরাহ বাক্বারার ১৮৬ তম আয়াতে বলা হয়েছেঃ আল্লাহ নিকটে।
- ❖ সুরাহ ওয়াক্বিয়াহর ৮৫তম আয়াতে বলা হয়েছেঃ তিনি আরও নিকটে।
- ❖ সূরাহ ক্বাহাফের ১৬তম আয়াতে বলা হয়েছেঃ শাহরগের চেয়ে নিকটে।
- ❖ সূরাহ হাদীদের ৪র্থ আয়াতে বলা হয়েছেঃ তোমরা যেখানেই থাকো তিনি তোমাদের সঙ্গে।
- ❖ সূরাহ ফুসসিলাতের ১১তম আয়াতে বলা হয়েছেঃ তিনি আকাশে।

আসলে আল্লাহর কিতাবের সকল আয়াতকে সমানভাবে মানতে হবে। এক আয়াতকে মানার নামে অন্য আয়াতকে অমান্য করা বা বিনা দলীলে মনগড়া তাওহীল বা অপব্যাখ্যা করা যাবে না। তাই আমাদের বিশ্বাস করতে হবেঃ আল্লাহ আমাদের নিকটে, অতি নিকটে, শাহরগের চেয়েও নিকটে, আমরা যেখানে-ই থাকি তিনি আমাদের সঙ্গে। সমান ভাবে বিশ্বাস করতে হবেঃ আল্লাহ্ আকাশে, আল্লাহ্ আরশে। এবং এ ব্যাপারে মনগড়া বা মানুষের ধারণাভিত্তিক কোনো ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ মেনে নেওয়া যাবে না।

وَ هُوَ الَّذِیْ مَدَّ الْاَرْضَ وَ جَعَلَ فِیْهَا رَوَاسِیَ وَ اَنْهٰرًا ؕ وَ مِنْ كُلِّ الثَّمَرٰتِ جَعَلَ فِیْهَا زَوْجَیْنِ اثْنَیْنِ یُغْشِی الَّیْلَ النَّهَارَ ؕ اِنَّ فِیْ ذٰلِكَ لَاٰیٰتٍ لِّقَوْمٍ یَّتَفَكَّرُوْنَ ﴿۳﴾

আল্লাহর কুদরত

৩. তিনি-ই যমীনকে বিস্তৃত করেছেন, (মাটির প্লেটসমূহ সংযুক্ত করে বানিয়েছেন পৃথিবী এবং একে অটল রাখতে) স্থাপন করেছেন পর্বতমালা, (যমীনকে সতেজ রাখতে) প্রবাহিত করেছেন নদীনালা। (প্রাণীকুলের জীবিকার জন্য) ফলফসল সৃজন করেছেন জোড়ায় জোড়ায়। (সৃষ্টির ধারাবাহিকতায়) রাত দিনকে আচ্ছাদিত করে (স্বয়ংক্রিয়ভাবে।) নিশ্চয় এতে শিক্ষা রয়েছে চিন্তাশীলদের জন্য।

কুরআন ও বিজ্ঞানঃ এ আয়াতে বিজ্ঞানের অনেকগুলো বিষয়ের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। পৃথিবীর গঠন প্রক্রিয়া, পাহাড়-পর্বতের কার্যকারিতা, নদীর প্রবাহ, রাতদিনের ধারাবাহিকতা তথা সূর্যের দৈনিকগতি, ইত্যাদি সবই বিজ্ঞান গবেষণার এক একটি আলাদা বিষয়। তাই তো বিজ্ঞানীরা এসব নিয়ে গবেষণা করে কতকিছু আবিষ্কার করছে।

وَ فِی الۡاَرۡضِ قِطَعٌ مُّتَجٰوِرٰتٌ وَّ جَنّٰتٌ مِّنۡ اَعۡنَابٍ وَّ زَرۡعٌ وَّ نَخِیۡلٌ صِنۡوَانٌ وَّ غَیۡرُ صِنۡوَانٍ یُّسۡقٰی بِمَآءٍ وَّاحِدٍ ۟ وَ نُفَضِّلُ بَعۡضَهَا عَلٰی بَعۡضٍ فِی الۡاُکُلِ ؕ اِنَّ فِیۡ ذٰلِکَ لَاٰیٰتٍ لِّقَوۡمٍ یَّعۡقِلُوۡنَ ﴿۴﴾

পৃথিবীর মাটি ও ফল

৪. পৃথিবীতে (দুই ধরণের ভূমি রয়েছে। এর) কিছু ভূমি সংলগ্ন বা উর্বর, (যার মাটির কণা পরস্পরকে ধরে রাখে) আর (কিছু ভূমি অসংলগ্ন বা অনুর্বর যার মাটির কণা পরস্পরকে ধরে রাখে না। সংলগ্ন ভূমিতে উৎপন্ন হয়) আঙ্গুর, শস্য, খেজুর (সহ রংবেরঙ্গের বাহারি ফলের কত) বাগান, (এসব বাগানের কিছু ফল) বিন্যস্ত আর (কিছু) অবিন্যস্ত। (বিন্যস্ত ফল শীষ, থুড়া ও ছড়াতে সাজানো থাকে। যেমনঃ ধান, গম, ভূট্টা, কলা, ইত্যাদি। আর অবিন্যস্ত গুলো এক এক করে ঝুলে থাকে। যেমনঃ আম, আতা, কমলা, ইত্যাদি।) এক-ই পানি আহরণ করা সত্ত্বেও (প্রতিটি ফলের স্বাদ গন্ধ ও রং হয় ভিন্ন ভিন্ন। সকল ফলের খাদ্যমানও সমান নয়।) খাবার হিসেবে আমরা একটিকে অন্যটির উপর শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছি। এতে শিক্ষা রয়েছে বুদ্ধিমান লোকদের জন্য।

কুরআন ও বিজ্ঞানঃ এ আয়াতে মাটির ও ফলফলাদির ধরণ ও প্রকৃতির কথা বলা হয়েছে এটাও বিজ্ঞানেরই আলাদা দুটি বিষয় এখানেও বোঝার বা জানার আছে অনেক কিছু-ই।

وَ اِنۡ تَعۡجَبۡ فَعَجَبٌ قَوۡلُهُمۡ ءَاِذَا کُنَّا تُرٰبًا ءَاِنَّا لَفِیۡ خَلۡقٍ جَدِیۡدٍ ؕ اُولٰٓئِکَ الَّذِیۡنَ کَفَرُوۡا بِرَبِّهِمۡ ۚ وَ اُولٰٓئِکَ الۡاَغۡلٰلُ فِیۡۤ اَعۡنَاقِهِمۡ ۚ وَ اُولٰٓئِکَ اَصۡحٰبُ النَّارِ ۚ هُمۡ فِیۡهَا خٰلِدُوۡنَ ﴿۵﴾

অতি বিস্ময়ের ব্যাপার

৫. তোমরা যদি এসব নিয়ে বিস্ময় বোধ করো, তবে এরচেয়ে বিস্ময়ের ব্যাপার হচ্ছে তাদের কথা (যারা বলে) আমরা মরে মাটি হয়ে যাবার পর আবার নতুন করে সৃজিত হব.!? (যে বা যারা এমন কথা বলে) এরা কাফির। (হাশরের দিন) এদের গর্দানে বেড়ী (লাগিয়ে দেয়া হবে।) আর এরা হবে জাহান্নামী, সেখানে এরা চিরকাল থাকবে।

وَ یَسۡتَعۡجِلُوۡنَکَ بِالسَّیِّئَةِ قَبۡلَ الۡحَسَنَةِ وَ قَدۡ خَلَتۡ مِنۡ قَبۡلِهِمُ الۡمَثُلٰتُ ؕ وَ اِنَّ رَبَّکَ لَذُوۡ مَغۡفِرَةٍ لِّلنَّاسِ عَلٰی ظُلۡمِهِمۡ ۚ وَ اِنَّ رَبَّکَ لَشَدِیۡدُ الۡعِقَابِ ﴿۶﴾ وَ یَقُوۡلُ الَّذِیۡنَ کَفَرُوۡا لَوۡ لَاۤ اُنۡزِلَ عَلَیۡهِ اٰیَةٌ مِّنۡ رَّبِّهٖ ؕ اِنَّمَاۤ اَنۡتَ مُنۡذِرٌ وَّ لِکُلِّ قَوۡمٍ هَادٍ ﴿۷﴾

নবীগণের সীমাবদ্ধতা

৬. (রাসূল সাঃ যখন বললেনঃ আল্লাহর বিধান মেনে নাও নতুবা আল্লাহর আযাবে ধ্বংস হয়ে যাবে। তখন মুশরিকরা বললঃ আমরা তোমার কথা মেনে নেব না, পারলে আযাব দিয়ে ধ্বংস করে দাও! এতে নাযিল হলো) তারা কল্যাণের (ঈমান গ্রহণের) আগে অকল্যাণের (আযাবের) তাড়া দেয়। অথচ (এ ব্যাপারে) অতীতের কত দৃষ্টান্ত গত হয়ে গেছে। এতো পাপ করা সত্ত্বেও তোমার প্রভু মানুষের প্রতি অধিক ক্ষমাশীল তবে তিনি শাস্তি দানেও কঠোর।

৭. কাফিররা বলেঃ (মুহাম্মাদ আসলে সত্য নবী নয়। সে সত্য নবী হলে) তার উপর কোনো নিদর্শন কেন আসে না? (এর প্রতি উত্তরে আল্লাহ বলেন) আসলে তুমি শুধু-ই একজন সাবধানকারী, (তোমার কাজ সাবধান করে দেওয়া। আযাব দেয়া বা নিদর্শণ দেখানো তোমার কাজ নয়। তুমি শুধু-ই একজন পথ প্রদর্শক। যেমন) প্রতিটি জাতির জন্য-ই (পাঠানো হয়) পথ প্রদর্শক।

اَللّٰهُ يَعْلَمُ مَا تَحْمِلُ كُلُّ اُنْثٰى وَ مَا تَغِيْضُ الْاَرْحَامُ وَ مَا تَزْدَادُ ؕ وَ كُلُّ شَيْءٍ عِنْدَهٗ بِمِقْدَارٍ ﴿٨﴾ عٰلِمُ الْغَيْبِ وَ الشَّهَادَةِ الْكَبِيْرُ الْمُتَعَالِ ﴿٩﴾ سَوَآءٌ مِّنْكُمْ مَّنْ اَسَرَّ الْقَوْلَ وَ مَنْ جَهَرَ بِهٖ وَ مَنْ هُوَ مُسْتَخْفٍۢ بِالَّيْلِ وَ سَارِبٌۢ بِالنَّهَارِ ﴿١٠﴾

জীব-বিজ্ঞান ও আল্লাহর জ্ঞান

৮. প্রতিটি নারী তার গর্ভে যা (যে ভ্রূণ) ধারণ করে এর (থেকে আগত সন্তানের হায়াত, রিজক, জীবনের অবস্থা এবং আখেরাতের অবস্থান, ইত্যাদি যাবতীয় বিষয়) সম্পর্কে আল্লাহ অবগত এবং নারীজরায়ুর সঙ্কোচন ও প্রসারণ (এর যাবতীয় কারণ) সম্পর্কেও তিনি অবগত আর সবকিছুর পরিমাণ ও সময় তাঁর কাছে নির্ধারিত রয়েছে। (জীব বিজ্ঞান সম্পর্কে এ আয়াতটি খুব-ই গুরুত্বপূর্ণ। জীবের জন্মরহস্য বিষয়ে সঠিক তথ্য ও গবেষণার জন্য আয়াতটি মাইলফলক)

৯. তিনি দৃশ্য-অদৃশ্যের মহাজ্ঞানী, সবচেয়ে বড়, সবচেয়ে মর্যাদাবান।

১০. কেউ গোপনে কথা বলুক বা প্রকাশ্যে, রাতের আঁধারে লুকিয়ে থাকুক বা দিনের আলোয় বিচরণ করুক, আল্লাহর জন্য সব সমান।

لَهٗ مُعَقِّبٰتٌ مِّنْۢ بَيْنِ يَدَيْهِ وَ مِنْ خَلْفِهٖ يَحْفَظُوْنَهٗ مِنْ اَمْرِ اللّٰهِ ؕ اِنَّ اللّٰهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتّٰى يُغَيِّرُوْا مَا بِاَنْفُسِهِمْ ؕ وَ اِذَاۤ اَرَادَ اللّٰهُ بِقَوْمٍ سُوْٓءًا فَلَا مَرَدَّ لَهٗ ۚ وَ مَا لَهُمْ مِّنْ دُوْنِهٖ مِنْ وَّالٍ ﴿١١﴾

ভাগ্য বদলায় না, অবস্থা বদলায়

১১. আল্লাহর প্রহরীরা সদাসর্বদা সকলের সামনে ও পিছনে বিদ্যমান থাকে। তারা আল্লাহর আদেশে (সকলের হিসাব) সংরক্ষণ করে। আল্লাহ ততক্ষণ কোনো জাতির অবস্থা পরিবর্তন করেন না যতক্ষণ না তারা নিজে নিজেদের অবস্থার পরিবর্তন (করতে চেষ্টা) করে। তিনি

কোনো জাতির অমঙ্গল চাইলে কেউ ফিরাতে পারে না। কারো কোনো অভিভাবক নেই আল্লাহ ছাড়া।

ঈমান ও আক্বীদাহঃ আসলে মানুষের অবস্থা ও অবস্থানের পরিবর্তন হয়, ভাগ্যের নয়। ভাগ্য বা তাক্বদীর অপরিবর্তনীয়। তাক্বদীর আল্লাহর এক গোপন রহস্য। তাই "অমুক ব্যক্তি বা অমুক জাতি অমুক কাজ করে ভাগ্য বদলে ফেলেছেন" এমন কথা বলা মহাপাপ। অবস্থাভেদে কুফর পর্যন্ত হয়ে যেতে পারে। বলতে হবে "অমুক ব্যক্তি বা অমুক জাতি অমুক কাজ করে অবস্থা বদলে ফেলেছেন" কিন্তু দুঃখের বিষয় হলো আমাদের অধিকাংশ মানুষ-ই কথাটি বোঝে না।

هُوَ الَّذِیْ یُرِیْكُمُ الْبَرْقَ خَوْفًا وَّ طَمَعًا وَّ یُنْشِئُ السَّحَابَ الثِّقَالَ ﴿۱۲﴾ وَ یُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهٖ وَ الْمَلٰٓىِٕكَةُ مِنْ خِیْفَتِهٖ ۚ وَ یُرْسِلُ الصَّوَاعِقَ فَیُصِیْبُ بِهَا مَنْ یَّشَآءُ وَ هُمْ یُجَادِلُوْنَ فِی اللّٰهِ ۚ وَ هُوَ شَدِیْدُ الْمِحَالِ ﴿۱۳﴾

পানিচক্র ও বজ্রপাত

১২. তিনি বিজলীকে তোমাদের দৃষ্টিগোচর করেন, যাতে থাকে (বজ্রপাতের) ভয় এবং (বৃষ্টিপাতের) আশা। (তিনি সূর্যের তাপে পানিকে বাষ্প বানিয়ে উপরে উঠান। পরে এর সঙ্গে বিশেষ গ্যাস যুক্ত করে) তৈরি করেন ভারী মেঘ (আর মেঘের সাথে অক্সিজেন মিশ্রিত হয়ে তৈরি হয় বৃষ্টি। এভাবে স্বয়ংক্রিয় পানিচক্র চালু করে সতেজ রাখেন প্রকৃতি, চালু রাখেন জীবন। যিনি তোমাদের জন্য এতোকিছু করেন তিনিই আল্লাহ, তোমাদের রাব্ব। ইবাদাত করো শুধুই তাঁর।)

১৩. বজ্র তাঁর প্রশংসার তাসবীহ করে, ফিরিস্তাও (তাসবীহ করে) এর অন্তরালে/ভীতি সহকারে। তিনি-ই বজ্রপাত ঘটান, বজ্রের আঘাত হানেন যার উপর ইচ্ছা। তারা আল্লাহকে নিয়ে বিবাদ করে, অথচ তিনি মহাক্ষমতাধর।

কুরআন, বিজ্ঞান ও ঈমানঃ উক্ত আয়াতে বিজ্ঞান ও ঈমানের সমন্বয় ঘটানো হয়েছে। এখানে পানিচক্র, মহাকাশ গবেষণা ও বিশ্বাসের সমন্বয় করা হয়েছে। আর এটাই ঈমানের মূলকথা।

لَهٗ دَعْوَةُ الْحَقِّ ؕ وَ الَّذِیْنَ یَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِهٖ لَا یَسْتَجِیْبُوْنَ لَهُمْ بِشَیْءٍ اِلَّا كَبَاسِطِ كَفَّیْهِ اِلَى الْمَآءِ لِیَبْلُغَ فَاهُ وَ مَا هُوَ بِبَالِغِهٖ ؕ وَ مَا دُعَآءُ الْكٰفِرِیْنَ اِلَّا فِیْ ضَلٰلٍ ﴿۱۴﴾

ডাকতে হবে শুধু-ই আল্লাহকে/আহ্বান করতে হবে শুধু-ই আল্লাহর পথে

১৪. সঠিক আহ্বানের তিনি-ই একমাত্র অধিকারী। (তাই তাঁর ডাকই সঠিক ডাক এবং আহ্বান করতে হবে শুধু তাঁর পথে-ই। আল্লাহ ছাড়া অন্য দিকে বা আল্লাহর পথ ছাড়া অন্য পথ, মত, মতবাদ, আদর্শ বা দর্শনের প্রতি আহ্বান করা বা এসবের প্রতি আহ্বায়ক কমিটির সদস্য হওয়া মহাপাপ। এমনকি কুফর পর্যন্ত হতে পারে।) যারা আল্লাহ ছাড়া অন্যকে ডাকে তারা এ ডাকের কোনো সাড়া পায় না। (তাদের উপমা) ঐ বেক্তির মতো যে মুখে পানি পৌঁছানোর জন্য দুই হাত প্রসারিত করে অপেক্ষায়

থাকলো একটু পানিও তার মুখে পৌঁছালো না। (যে বা যারা আল্লাহ ছাড়া অন্যেকে ডাকে, অন্য পথ বা অন্য মতের দিকে আহ্বান করে সে কাফির হয়ে যায়) আর কাফিরদের দোয়া/ডাক/আহ্বান অবশ্যই লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়ে যায়।

হুঁশিয়ারিঃ সুতরাং যারা বিপদে বা মুসীবতে আল্লাহ ছাড়া অন্যকে ডাকেন এবং যারা আল্লাহর পথ ছেড়ে মানবরচিত কোনো আদর্শ, দর্শন, মতবাদ, তন্ত্র-মন্ত্র, তরিকা, মসলক বা মিনহাজের দিকে আহ্বান করেন তারা যেন বিষয়টি নিয়ে ভেবে দেখেন।

وَلِلّٰهِ يَسْجُدُ مَنْ فِي السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ طَوْعًا وَّ كَرْهًا وَّ ظِلٰلُهُمْ بِالْغُدُوِّ وَ الْاٰصَالِ ﴿١٥﴾

সবাই আল্লাহর কাছে নতজানু হয়

১৫. আসমানসমূহে এবং যমীনে যতকিছু আছে তারা সবাই এবং তাদের ছায়াও ইচ্ছায় হোক বা অনিচ্ছায় সকাল-সন্ধ্যা আল্লাহকে সিজদাহ করে থাকে। (এ আয়াত পড়ার পর সিজদাহ করতে হয়)

قُلْ مَنْ رَّبُّ السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ ؕ قُلِ اللّٰهُ ؕ قُلْ اَفَاتَّخَذْتُمْ مِّنْ دُوْنِهٖۤ اَوْلِيَآءَ لَا يَمْلِكُوْنَ لِاَنْفُسِهِمْ نَفْعًا وَّ لَا ضَرًّا ؕ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الْاَعْمٰى وَ الْبَصِيْرُ اَمْ هَلْ تَسْتَوِي الظُّلُمٰتُ وَ النُّوْرُ اَمْ جَعَلُوْا لِلّٰهِ شُرَكَآءَ خَلَقُوْا كَخَلْقِهٖ فَتَشَابَهَ الْخَلْقُ عَلَيْهِمْ ؕ قُلِ اللّٰهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَّ هُوَ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ ﴿١٦﴾

জিজ্ঞেস করো

১৬. (হে নবী! তাদের) বলো! (জিজ্ঞেস করো) আসমানসমূহের এবং যমীনের রাব্ব কে.? (আর এ প্রশ্নের উত্তর হিসেবে) বলে দাওঃ (আসমানসমূহ এবং যমীনের একমাত্র রাব্ব হলেন) আল্লাহ। (তারপর আবার) বলো! (জিজ্ঞেস করো) তোমরা কি আল্লাহ ছাড়া অন্যদেরকে (কর্তৃত্বশীল) ওয়ালী হিসেবে গ্রহণ করো.? (আল্লাহ ছাড়া অন্যরা কীভাবে তোমাদের ওয়ালী হবে) যারা নিজেদের-ই কল্যাণ বা অকল্যাণ কিছুই করতে পারে না?

(তারপর আবার) বলো! (জিজ্ঞেস করো) দৃষ্টিহীন আর দৃষ্টিমান কী সমান? সমান কী আলো ও অন্ধকার.?

তারা যাদেরকে আল্লাহর শরীক বানায় এরা কি আল্লাহর সৃষ্টির মত কোনোকিছু সৃষ্টি করেছে? যে কারণে সংশয়ে পড়ে (এদেরকে আল্লাহর শরীক বানাচ্ছে? সবশেষে)

বলে দাওঃ আল্লাহ-ই সবকিছুর একক স্রষ্টা। তিনি এক, মহাপরাক্রমশালী। (ওয়ালী সম্পর্কে জানতে দেখুনঃ বাকারাহঃ ১০৭)

اَنْزَلَ مِنَ السَّمَآءِ مَآءً فَسَالَتْ اَوْدِيَةٌۢ بِقَدَرِهَا فَاحْتَمَلَ السَّيْلُ زَبَدًا رَّابِيًا ؕ وَ مِمَّا يُوْقِدُوْنَ عَلَيْهِ فِي النَّارِ ابْتِغَآءَ حِلْيَةٍ اَوْ مَتَاعٍ زَبَدٌ مِّثْلُهٗ ؕ كَذٰلِكَ يَضْرِبُ اللّٰهُ الْحَقَّ وَ الْبَاطِلَ فَاَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَآءً ۚ وَاَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْاَرْضِ ؕ كَذٰلِكَ يَضْرِبُ اللّٰهُ الْاَمْثَالَ ﴿۱۷﴾

একটি সুন্দর উপমা

১৭. তিনি-ই আকাশ থেকে বর্ষণ করেন পানি। যাতে উপত্যকাসমূহ প্লাবিত হয় নির্ধারিত পরিমাণে। যমীনের উপর জমে থাকা আবর্জনা প্লাবনে ভেসে যায়। অনুরূপভাবে অলংকারাদি ও পাত্র বানানোর জন্য (ধাতুকে) আগুনে পুড়িয়ে আবর্জনামুক্ত করা হয়। আল্লাহ এভাবে-ই উপমা দিচ্ছেন হাক্ব ও বাতিলের (তথা ইসলাম ও কুফরের। অর্থাৎ মানুষকে পাপমুক্ত করতে মুসীবত ও কষ্ট দেয়া হয়। প্লাবনে) আবর্জনা চলে যায় আর কল্যাণকর (পানিটুকু) যমীনে থেকে যায়। (মানুষকে বুঝাতে) আল্লাহ এভাবে দৃষ্টান্ত দিয়ে থাকেন।

জ্ঞাতব্যঃ যমীনের সঞ্জীবনী যেমন পানি। ঠিক তদ্রুপ মানব আত্মার সঞ্জীবনী হলো ঈমান। যমীনের আবর্জনা যেমন পানিতে ধুয়ে যায়। ঠিক তদ্রুপ মানব জীবনের যাবতীয় পাপ ও পঙ্কিলতাও ঈমানের প্রভাবে সাফ হয়ে যায়।

لِلَّذِيْنَ اسْتَجَابُوْا لِرَبِّهِمُ الْحُسْنٰى ؕ وَ الَّذِيْنَ لَمْ يَسْتَجِيْبُوْا لَهٗ لَوْ اَنَّ لَهُمْ مَّا فِي الْاَرْضِ جَمِيْعًا وَّ مِثْلَهٗ مَعَهٗ لَافْتَدَوْا بِهٖ ؕ اُولٰٓئِكَ لَهُمْ سُوْٓءُ الْحِسَابِ ۙ وَ مَاْوٰىهُمْ جَهَنَّمُ ؕ وَ بِئْسَ الْمِهَادُ ﴿۱۸﴾ اَفَمَنْ يَّعْلَمُ اَنَّمَاۤ اُنْزِلَ اِلَيْكَ مِنْ رَّبِّكَ الْحَقُّ كَمَنْ هُوَ اَعْمٰى ؕ اِنَّمَا يَتَذَكَّرُ اُولُوا الْاَلْبَابِ ﴿۱۹﴾ الَّذِيْنَ يُوْفُوْنَ بِعَهْدِ اللّٰهِ وَ لَا يَنْقُضُوْنَ الْمِيْثَاقَ ﴿۲۰﴾ وَالَّذِيْنَ يَصِلُوْنَ مَاۤ اَمَرَ اللّٰهُ بِهٖۤ اَنْ يُّوْصَلَ وَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ وَ يَخَافُوْنَ سُوْٓءَ الْحِسَابِ ﴿۲۱﴾ وَ الَّذِيْنَ صَبَرُوا ابْتِغَآءَ وَجْهِ رَبِّهِمْ وَ اَقَامُوا الصَّلٰوةَ وَ اَنْفَقُوْا مِمَّا رَزَقْنٰهُمْ سِرًّا وَّ عَلَانِيَةً وَّ يَدْرَءُوْنَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ اُولٰٓئِكَ لَهُمْ عُقْبَى الدَّارِ ﴿۲۲﴾ جَنّٰتُ عَدْنٍ يَّدْخُلُوْنَهَا وَ مَنْ صَلَحَ مِنْ اٰبَآئِهِمْ وَ اَزْوَاجِهِمْ وَ ذُرِّيّٰتِهِمْ وَ الْمَلٰٓئِكَةُ يَدْخُلُوْنَ عَلَيْهِمْ مِّنْ كُلِّ بَابٍ ﴿۲۳﴾ سَلٰمٌ عَلَيْكُمْ بِمَا صَبَرْتُمْ فَنِعْمَ عُقْبَى الدَّارِ ﴿۲۴﴾ وَ الَّذِيْنَ يَنْقُضُوْنَ عَهْدَ اللّٰهِ مِنْۢ بَعْدِ مِيْثَاقِهٖ وَ يَقْطَعُوْنَ مَاۤ اَمَرَ اللّٰهُ بِهٖۤ اَنْ يُّوْصَلَ وَ يُفْسِدُوْنَ فِي الْاَرْضِ ۙ اُولٰٓئِكَ لَهُمُ اللَّعْنَةُ وَ لَهُمْ سُوْٓءُ الدَّارِ ﴿۲۵﴾

দ্বীন ও দুনিয়ার সমন্বয় সাধন

১৮. যারা প্রভুর ডাকে সাড়া দেয় তাদের তরে আছে কল্যাণ আর যারা তাঁর ডাকে সাড়া দেয় না (তাদের জন্য অবধারিত হলো আযাব।) তাদের মুক্তির জন্য পৃথিবীর সবকিছু এবং সমপরিমাণ আরও মুক্তিপণ দিলেও (আযাব থেকে বাঁচানো যাবে না।) তাদের হিসাব বড় কঠিন হবে, তাদের ঠিকানা হবে জাহান্নাম, জঘন্যতম আবাস।

১৯. যে ব্যক্তি প্রভুর নাযিলকৃত (কিতাব ও বিধান)কে-ই একমাত্র সঠিক (কিতাব ও বিধান) হিসেবে মেনে নিল, সে আর ওই ব্যক্তি কী সমান যে (এ ব্যাপারে) অন্ধ হয়ে রইলো? গ্রহণ করে কেবল বুদ্ধিমানেরাই ..

২০. যারা আল্লাহর সাথে কৃত সকল ওয়াদা পূর্ণ করে, কোনো ওয়াদা-ই ভঙ্গ করে না,

২১. যারা আল্লাহর আদেশ মত (দ্বীন ও দুনিয়ার) সকল বিষয়ে সমন্বয় সাধন করে চলে, প্রভুকে ভয় করে, ভয় করে কঠিন হিসাবকে, (একজন মুসলিমকে তার বাস্তব জীবনে দ্বীন ও দুনিয়ার যাবতীয় বিষয়ে সমন্বয় করে চলতে হয়। দ্বীনহীন দুনিয়া বিভ্রান্তির হাতিয়ার। দুনিয়াহীন দ্বীনও বিভ্রান্তি ডেকে আনে)

২২-২৪. যারা প্রভুর সন্তুষ্টির জন্য সবর করে, সালাত কায়েম করে, প্রকাশ্যে ও গোপনে আমার দেয়া সম্পদ (আমার পথে) খরচ করে আর মন্দকে প্রতিহত করে ভালো দিয়ে, তাদের জন্য রয়েছে শুভ পরিণাম তথা চিরস্থায়ী জান্নাত। সেখানে তারা প্রবেশ করবে, সাথে তাদের সুযোগ্য পিতামাতা, স্ত্রীগণ এবং সন্তানগণও (থাকবে) আর ফিরিস্তা হাজির হবে প্রতিটি দরজা দিয়ে (বলবে) তোমাদের প্রতি সালাম। এসব হচ্ছে তোমাদের সবরের প্রতিদান। কত উন্নত চিরস্থায়ী আবাসন।

২৫. আর যারা আল্লাহর সাথে কৃত অঙ্গীকার মজবুত করার পরও ভেঙ্গে ফেলে (ইসলাম গ্রহণের পর আল্লাহর বিধান অমান্য করে আর দ্বীন ও দুনিয়ার) যেসব বিষয় সমন্বয়ের জন্য আল্লাহ আদেশ দিয়েছেন এসবকে বিচ্ছিন্ন করে দেয় এবং যমীনে পাপাচার করে, এদের উপর লা'নত এবং এদের তরে নিকৃষ্টতম আবাস।

ঈমান ও আক্বীদাহঃ ২১ ও ২৫ তম আয়াতে দ্বীন ও দুনিয়ার সকল বিষয়ে সমন্বয়ের কথা বলা হয়েছে। অর্থাৎ মানুষ তার দ্বীন ও দুনিয়া তথা ইবাদাত, সমাজ, ব্যবসা-বানিজ্য, শিক্ষা, সংস্কৃতি, রাজনীতি, অর্থনীতি, পেশা, দক্ষতা, আত্মীয়স্বজন, বন্ধু-বান্ধব ও মানুষের সাথে সামাজিক সম্পর্ক ইত্যাদি সকল বিষয়ে আল্লাহর বিধান মেনে চলবে। বাস্তব জীবনের কোনো ব্যাপারে আল্লাহর বিধান আর কোনো ব্যাপারে মানব রচিত বা মনগড়া বিধান মেনে চললে সমন্বয়হীনতা তৈরি হয়, ইসলামী পরিভাষায় যাকে বলা হয় বিচ্ছিন্নতা তথা দ্বীন ও দুনিয়াকে আলাদা করে ফেলা। এমন করা কুফর, ঈমান বিনষ্টকারী মহাপাপ। যারা এমন করে তাদের ঈমান বিনষ্ট হয়ে আমাল ও ইবাদাত বরবাদ হয়ে যায়।

اَللّٰهُ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَّشَآءُ وَيَقْدِرُ ؕ وَفَرِحُوْا بِالْحَيٰوةِ الدُّنْيَا ؕ وَمَا الْحَيٰوةُ الدُّنْيَا فِى الْاٰخِرَةِ اِلَّا مَتَاعٌ ﴿٢٦﴾

দুনিয়াদার ও দ্বীনদার

২৬. আল্লাহ যাকে খুশী অধিক সম্পদ দান করেন আর যাকে ইচ্ছা সীমিত। তারা (দুনিয়াদার লোকেরা) দুনিয়ার জীবনে-ই তুষ্ট হয়ে যায় অথচ আখেরাতের তুলনায় দুনিয়ার জীবন হলো মাতা' (মানে ক্ষণস্থায়ী অতি নগণ্য বস্তু।)

জ্ঞাতব্যঃ মানুষ দুই প্রকারঃ দুনিয়াদার ও দ্বীনদার। এদের সকলে-ই তাদের বাস্তব জীবনে দ্বীনও মেনে চলে আবার দুনিয়ারও মেনে চলে। তবে আসল পার্থক্য হলো দুনিয়াদাররা দুনিয়াকে প্রাধান্য দিয়ে দ্বীনকে পিছনে ফেলে রাখে আর দ্বীনদাররা দ্বীনকে প্রাধান্য দিয়ে দুনিয়াকে পিছনে ফেলে রাখে।

وَ يَقُوْلُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لَوْ لَآ اُنْزِلَ عَلَيْهِ اٰيَةٌ مِّنْ رَّبِّهٖ ؕ قُلْ اِنَّ اللّٰهَ يُضِلُّ مَنْ يَّشَآءُ وَ يَهْدِيْٓ اِلَيْهِ مَنْ اَنَابَ ﴿٢٧﴾ اَلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَ تَطْمَئِنُّ قُلُوْبُهُمْ بِذِكْرِ اللّٰهِ ؕ اَلَا بِذِكْرِ اللّٰهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوْبُ ﴿٢٨﴾

অন্তরের প্রশান্তি

২৭. কাফিররা বলেঃ (মুহাম্মাদ নবী হলে) প্রভু থেকে কোনো নিদর্শন কেন আসে না? বলে দাওঃ আল্লাহ যাকে ইচ্ছা বিভ্রান্ত করেন (বিভ্রান্তির নমুনা হচ্ছে দ্বীন মানতে নানা অজুহাত তৈরি করা) আর তিনি কেবল তাকে-ই হেদায়াত করেন যে তাঁর দিকে ধাবিত হয়।

২৮. যারা ঈমান আনে, আল্লাহর স্মরণে যাদের অন্তর প্রশান্ত হয় (কেবল তারা-ই হেদায়াত পায়।) শোন! কেবল আল্লাহর স্মরণেই অন্তরের শান্তি অর্জিত হয়।

জ্ঞাতব্যঃ এখানে আল্লাহর স্মরণ বুঝাতে শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে যিকরুল্লাহ বা আল্লাহর যিকর। যিকর অর্থ স্মরণ, আল্লাহর যিকর অর্থ আল্লাহর স্মরণ। আল কুরআনে নামাযকে যিকর বলা হয়েছে, কুরআনকেও যিকর বলা হয়েছে, ইবাদাতকেও যিকর বলা হয়েছে। সুতরাং যারা খাঁটি মনে নির্ভেজাল দ্বীন মেনে নামায পড়ে, কুরআন মেনে চলে আল্লাহর ইবাদাত করে তারাই আল্লাহর যিকর করে এবং তারাই অন্তরের শান্তি অনুভব করে। পক্ষান্তরে যারা দ্বীনের উপর দুনিয়াকে প্রাধান্য দেয়, দুনিয়া হাসিলের জন্য যারা উন্মাদ হয়ে যায় তাদের মনের শান্তি চলে যায়। (যিকর সম্পর্কে জানতে দেখুন সূরাহ আম্বিয়াঃ ৭, ৫০)

اَلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَ عَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ طُوْبٰى لَهُمْ وَ حُسْنُ مَاٰبٍ ﴿٢٩﴾

জান্নাত কাদের জন্য

২৯. যারা ঈমান আনে এবং সৎকাজ (ঈমানের সহিত) করে তাদের জন্য আছে শুভ পরিণাম আর উত্তম ঠিকানা (জান্নাত।)

كَذٰلِكَ اَرْسَلْنٰكَ فِيْٓ اُمَّةٍ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهَآ اُمَمٌ لِّتَتْلُوَا عَلَيْهِمُ الَّذِيْٓ اَوْحَيْنَآ اِلَيْكَ وَ هُمْ يَكْفُرُوْنَ بِالرَّحْمٰنِ ؕ قُلْ هُوَ رَبِّيْ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ۫ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَ اِلَيْهِ مَتَابِ ﴿٣٠﴾

রাব্ব, ইলাহ ও তাওয়াক্কুল

৩০. অতীতে অনেক জাতি গত হয়ে গেছে। (আমি তাদের কাছে পাঠিয়েছিলাম অনেক রাসূল) ঠিক তেমনিভাবে তোমাকেও রাসূল হিসেবে পাঠিয়েছি এক জাতির কাছে, যেন তাদের কাছে পাঠ করো আমার ওহী। তারা রাহমানের সাথে কুফর করে। (তাদের) বলে দাওঃ তিনি আমার রাব্ব, আর কোনো ইলাহ নেই তিনি ছাড়া, আমি তাঁর উপর-ই তাওয়াক্কুল করি এবং তাঁর দিকে-ই ধাবিত হই।

শব্দ পরিচিতিঃ কুফরঃ কুফর অর্থ অমান্য করা, অস্বীকার করা, অবজ্ঞা করা, গোপন করা, বর্জন করা, প্রত্যাখ্যান করা ইত্যাদি। সে মতে আল্লাহর কোনো বিধান অথবা আল্লাহর দেওয়া কোনো তথ্য গোপন করা, অমান্য করা, অস্বীকার করা, অবজ্ঞা করা, বর্জন করা, প্রত্যাখ্যান করা, ইত্যাদি হলো কুফর, আল্লাহর কোনো বিধান বা আল্লাহর

দেওয়া কোনো তথ্য নিয়ে উপহাস করা এবং যাদু করাও কুফর। রাসূল সা.কে গালি দেওয়া, রাসূলকে অসম্মান করা অথবা রাসূলের আদেশের অবাধ্য হওয়াও কুফরের শামিল। কোনো মুসলিম যদি কুফর করে তবে তাঁর ঈমান বিনষ্ট হয়ে সকল আ'মাল ও ইবাদাত নিস্ফল ও বরবাদ হয়ে যায় এবং সে হয়ে যায় চির জাহান্নামী মুনাফিক। মুনাফিক মারা গেলে তাদের জানাযা করা এবং তাদের জন্য দোয়া করাও নিষিদ্ধ। (দেখুন তাওবাহঃ ৮৪)

রাব্বঃ যিনি মালিক, যিনি সকলের প্রয়োজন মিটান, বৈধ-অবৈধ নির্ণয় করেন তথা জীবন বিধান ঠিক করে দেন, তিনিই রাব্ব।

ইলাহঃ মানুষ যার দাসত্ব করে, জীবনের সকল ক্ষেত্রে যার আনুগত্য ও কর্তৃত্ব মেনে চলে, যার কাছে শর্তহীনভাবে আত্মসমর্পণ করে, যিনি মানুষকে পাপের সাজা ও পুণ্যের পুরস্কার দেন, যিনি মানুষের অভাব দূর করেন, ক্ষমা করেন, তাওবাহ কবুল করেন তিনিই মানুষের ইলাহ। আল্লাহই মানুষের একমাত্র ইলাহ। আর কোনো ইলাহ নাই আল্লাহ ছাড়া।

তাওয়াক্কুলঃ তাওয়াক্কুল অর্থ ভরসা করা। যথাসাধ্য কাজ এবং সাধ্যমত চেষ্টা করার পর ফল পাবার জন্য আল্লাহর উপর ভরসা করার নাম তাওয়াক্কুল।

وَلَوْ اَنَّ قُرْاٰنًا سُيِّرَتْ بِهِ الْجِبَالُ اَوْ قُطِّعَتْ بِهِ الْاَرْضُ اَوْ كُلِّمَ بِهِ الْمَوْتٰى ؕ بَلْ لِّلّٰهِ الْاَمْرُ جَمِيْعًا ؕ اَفَلَمْ يَايْـَٔسِ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْۤا اَنْ لَّوْ يَشَآءُ اللّٰهُ لَهَدَى النَّاسَ جَمِيْعًا ؕ وَلَا يَزَالُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا تُصِيْبُهُمْ بِمَا صَنَعُوْا قَارِعَةٌ اَوْ تَحُلُّ قَرِيْبًا مِّنْ دَارِهِمْ حَتّٰى يَاْتِيَ وَعْدُ اللّٰهِ ؕ اِنَّ اللّٰهَ لَا يُخْلِفُ الْمِيْعَادَ ﴿٣١﴾

হেদায়াত আল্লাহর হাতে

৩১. এ কুরআন দিয়ে যদি পর্বতকে গতিশীল করা হয় অথবা যদি যমীনকে বিদীর্ণ করা হয় অথবা মৃতকে কথা বলানো হয় (তবুও তারা মেনে নেবে না। কারণ) সবকিছু-ই আল্লাহর ইচ্ছার আওতাধীন (তিনি তাওফীক না দিলে কেউ মানতে পারবে না। সুতরাং যারা বুঝে না) মুঅমিনরা যেন তাদের আশা ছেড়ে দেয়। "আল্লাহ চাইলে সকল মানুষকে হেদায়াত করতেন" (কিন্তু এমন হবে না) কাফিরদের উপর অথবা তাদের আশপাশে বিপর্যয় ঘটবে-ই, এসব আসলে তাদের-ই কর্মফল। এভাবে-ই এসে যাবে আল্লাহর প্রতিশ্রুতকাল (কিয়ামত) আল্লাহ ভঙ্গ করেন না অঙ্গীকার।

وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّنْ قَبْلِكَ فَاَمْلَيْتُ لِلَّذِيْنَ كَفَرُوْا ثُمَّ اَخَذْتُهُمْ ۫ فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِ ﴿٣٢﴾

নবী-রাসূল নিয়ে উপহাস

৩২. আগেকার রাসূলগণকে নিয়েও উপহাস করা হয়েছে। (এখন তোমাকে নিয়েও হচ্ছে এবং ভবিষ্যতেও হবে আল্লাহর পথে অবিচল মুঅমিনদের নিয়ে এবং এটা-ই স্বাভাবিক। আর যারা এমন করে তারা কাফির হয়ে যায়) আমি কাফিরদের অবকাশ দেই, পরে পাকড়াও করি (খোঁজ নিয়ে দেখ, উপহাসের) পরিণতি কেমন ছিল?

.....

أَفَمَنْ هُوَ قَآئِمٌ عَلٰى كُلِّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ ۚ وَجَعَلُوْا لِلّٰهِ شُرَكَآءَ ۭ قُلْ سَمُّوْهُمْ ۭ أَمْ تُنَبِّـُٔوْنَهٗ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي الْأَرْضِ أَمْ بِظَاهِرٍ مِّنَ الْقَوْلِ ۭ بَلْ زُيِّنَ لِلَّذِيْنَ كَفَرُوْا مَكْرُهُمْ وَصُدُّوْا عَنِ السَّبِيْلِ ۭ وَمَنْ يُّضْلِلِ اللّٰهُ فَمَا لَهٗ مِنْ هَادٍ ﴿٣٣﴾ لَهُمْ عَذَابٌ فِي الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَلَعَذَابُ الْأٰخِرَةِ أَشَقُّ ۚ وَمَا لَهُمْ مِّنَ اللّٰهِ مِنْ وَّاقٍ ﴿٣٤﴾

মনগড়া মত ও পথ বানানো এবং মেনে চলা দুটি-ই কুফর

৩৩. যিনি সকলের উপর ক্ষমতাবান, যিনি সকলের কর্মফল দেন, তিনি কি এদের (মনগড়া অক্ষম খোদাদের) সমান? তারা আল্লাহর শরীক নির্ধারণ করে! বলে দাওঃ তোমরা এদের (এসব মনগড়া খোদাদের) পরিচয় বর্ণনা করো। (যারা মুর্তিপূজা বা পীরপূজা করে তারা বলেঃ এরা আল্লাহর অতি প্রিয়, এরা আল্লাহর নৈকট্য অর্জন করেছে, এরা আল্লাহর কাছে আমাদের জন্য সুপারিশ করবে। তাদের জিজ্ঞেস করো) তোমরা কি আল্লাহকে এ পৃথিবীর এমন কিছু জানাতে চাও যা তিনি জানেন না? না কি (অন্য কিছু চাও। তোমরা যা চাও এটা) স্পষ্ট করো। আসলে (যারা এমন করে তাদের ঈমান বিনষ্ট হয়ে যায়। ফলে দ্বীন বিরোধী) চক্রান্ত এবং আল্লাহর পথে বাধা দেয়াকে কাফিরদের জন্য শোভিত করা হয়। আসলে আল্লাহ যাকে বিভ্রান্ত করেন তাকে কেউ হেদায়াত করতে পারে না। (আল্লাহকে জানানো বলতে কি বুঝানো হয়েছে, এ ব্যাপারে জানতে দেখুনঃ সূরাহ হুজরাতঃ ১৬)

৩৪. (এসব অপকর্মের ফলে) দুনিয়াতেও তাদের সাজা হবে। আর আখেরাতের আযাব হবে আরও কঠিন। আল্লাহর আযাব থেকে কেউ তাদের রক্ষা করতে পারবে না।

مَثَلُ الْجَنَّةِ الَّتِيْ وُعِدَ الْمُتَّقُوْنَ ۭ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهٰرُ ۭ أُكُلُهَا دَآئِمٌ وَّظِلُّهَا ۭ تِلْكَ عُقْبَى الَّذِيْنَ اتَّقَوْا وَّعُقْبَى الْكٰفِرِيْنَ النَّارُ ﴿٣٥﴾

মুত্তাক্বীদের প্রতিদান ও কাফিরদের পরিণাম

৩৫. মুত্তাক্বীদেরকে যে জান্নাতের প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছে এর নমুনা হচ্ছেঃ এর তলদেশে থাকবে প্রবাহমান কত নহর, এর ফল ফসল ও ছায়া হবে চিরস্থায়ী। এটা হলো মুত্তাক্বীদের প্রতিদান আর কাফিরদের পরিণাম জাহান্নাম।

তাকওয়া ও মুত্তাক্বীঃ মুত্তাক্বী শব্দটি এসেছে তাক্বওয়া থেকে আর তাক্বওয়ার মূল শব্দ বিক্বায়াহ অর্থ বেঁচে থাকা। আল্লাহর ভয়ে যাবতীয় কুফর, শিরক ও পাপাচার থেকে বেঁচে থাকার নাম তাক্বওয়া। আর যে ব্যক্তি তাক্বওয়া অর্জন করলো তাকে বলা হয় মুত্তাক্বী। উল্লেখ্য তাক্বওয়ার ৩টি স্তর রয়েছে। যথা.. অত্যাবশ্যকীয় তাক্বওয়া, আবশ্যকীয় তাক্বওয়া এবং পরিপূর্ণ তাক্বওয়া।

অত্যাবশ্যকীয় তাকওয়াঃ প্রতিটি মুসলিমের জন্য অত্যাবশ্যকীয় তাকওয়া হলো সকল প্রকার কুফর ও শিরক থেকে বেঁচে থাকা। মুসলিম পুরুষ নারী সবাইকে অত্যাবশ্যকীয়ভাবে এতটুকু তাকওয়া অর্জন করতে হবে। নতুবা কুফর শিরকে জড়িয়ে গেলে তার ঈমান বাঁচানো সম্ভব হবে না। বরং তখন তার ঈমান বিনষ্ট হয়ে যাবে এবং সে চির

জাহান্নামী মুনাফিক হয়ে যাবে।

আবশ্যকীয় তাকওয়াঃ প্রতিটি মুসলিমের জন্য আবশ্যকীয় তাক্বওয়া হলো সকল প্রকার কাবীরাহ গোনাহ থেকে বেঁচে থাকা। মুঅমিন হতে হলে এবং মুঅমিন হিসেবে জীবনযাপন করতে হলে অবশ্যই এতটুকু তাকওয়া অর্জন করতে হবে। নতুবা সে ফাসিক হয়ে যাবে এবং তার আখেরাত অনিশ্চিত হয়ে যাবে।

পরিপূর্ণ তাকওয়াঃ অর্থাৎ ছোট-বড় সকল প্রকার পাপ থেকে বেঁচে থাকা, যা মানুষের পক্ষে প্রায় অসম্ভব। মহান আল্লাহ্-ই কেবল তার পছন্দের বান্দাকে এ তাক্বওয়ার অধিকারী করতে পারেন।

وَالَّذِيْنَ اٰتَيْنٰهُمُ الْكِتٰبَ يَفْرَحُوْنَ بِمَآ اُنْزِلَ اِلَيْكَ وَمِنَ الْاَحْزَابِ مَنْ يُّنْكِرُ بَعْضَهٗ ؕ قُلْ اِنَّمَآ اُمِرْتُ اَنْ اَعْبُدَ اللّٰهَ وَلَآ اُشْرِكَ بِهٖ ؕ اِلَيْهِ اَدْعُوْا وَاِلَيْهِ مَاٰبِ ﴿٣٦﴾

আইন ও বিধান হিসেবে আল-কুরআন-ই যথেষ্ট

৩৬. (হে নবী! মনে রাখবে) আমি যাদেরকে কিতাব দিয়েছি তারা (তাদের বাস্তব জীবনের সকল ক্ষেত্রে মেনে চলার জন্য) তোমার প্রতি নাযিলকৃত (কিতাব ও বিধান)কে-ই যথেষ্ট মনে করবে। (অন্য কোনো মতবাদ, আদর্শ বা নীতির প্রয়োজন মনে করবে না) আর কিছু (মানুষ এমন আছে যারা নানা) দল-উপদল (তৈরি করবে এবং তারা) এ কিতাব ও বিধানের কোনো কোনো বিষয় অপছন্দ করবে (এবং নিজেদের মনগড়া মসলক, মিনহাজ বা দলের নামে আল্লাহর কিছু বিধান থেকে সরে গিয়ে বিভ্রান্ত হয়ে যাবে।) বলো! আমাকে আদেশ করা হয়েছে যেন এক আল্লাহর ইবাদাত করি এবং কোনো প্রকার শিরকে না জড়াই আর (মানুষকে) যেন তাঁর প্রতি আহ্বান করি এবং তাঁর দিকে-ই ধাবিত হই।

ঈমান ও আক্বীদাহঃ মুঅমিন হতে হলে ৩টি কাজ করতে হয়। যথা..

- ❖ সকল প্রকার ত্বাগূতকে বর্জন করতে হয়।
- ❖ ঈমানের যাবতীয় বিষয়ে সন্দেহ মুক্ত হয়ে অবিচল আস্থা ও বিশ্বাস রাখতে হয়।
- ❖ বাস্তব জীবনের সকল ক্ষেত্রে ইসলামী আইন ও বিধান নীতিগতভাবে মেনে নিতে হয় এবং বাস্তবে মেনে চলতে হয়।

আর মুঅমিন হবার পর ৩টি দায়িত্ব পালন করতে হয়। যথা..

- ➢ মৃত্য পর্যন্ত ঈমানের উপর অটল ও অবিচল থাকতে হয় এবং বাস্তব জীবনে এসব মেনে চলতে হয়।
- ➢ ঈমান ও ইসলামের (ব্যাপারে প্রয়োজনীয় জ্ঞান অর্জন করে সে অনুযায়ী) দাওয়াত দিতে হয়।
- ➢ সমাজে দ্বীন কায়েমের জন্য সাধ্যমত প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখতে হয় এবং প্রয়োজনে যুদ্ধ করতে হয়।

وَكَذٰلِكَ اَنْزَلْنٰهُ حُكْمًا عَرَبِيًّا ؕ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ اَهْوَآءَهُمْ بَعْدَ مَا جَآءَكَ مِنَ الْعِلْمِ ۙ مَا لَكَ مِنَ اللّٰهِ مِنْ وَّلِيٍّ وَّلَا وَاقٍ ﴿٣٧﴾

হুকম সম্বলিত আরবী কুরআন

৩৭. এভাবে-ই আমি নাযিল করেছি আরবী "হুকম" (তথা আল-কুরআন এবং আল-কুরআনের জ্ঞান-ই সঠিক জ্ঞান) তোমার কাছে সঠিক জ্ঞান (আল-কুরআন) আসা সত্ত্বেও মানুষের মনগড়া

কোনোকিছু মেনে নিলে (তুমি আল্লাহর আযাবে পতিত হবে।) তখন কোনো ওয়ালী বা রক্ষক-ই আল্লাহর আযাব থেকে তোমাকে বাঁচাতে পারবে না।

হুকম পরিচিতিঃ হুকম (حكم) শব্দটি সাধারণত কয়েকটি অর্থে ব্যবহৃত হয়। যথা..

- ❖ হুকম অর্থ আদেশ করা বা অধ্যাদেশ জারি করা। (যেমন বলা হয় এটা-ই আল্লাহর হুকম অর্থাৎ এটা-ই আল্লাহর আদেশ বা অধ্যাদেশ)
- ❖ হুকম অর্থ আইন ও বিধান। (যেমন বলা হয় আহকামুদ্দীন বা আহকামু-শ-শারীয়া'হ অর্থাৎ দ্বীনি বিধান বা শারীয়াহ আইন)
- ❖ হুকম অর্থ বিচার করা। (যেমন বিচারককে বলা হয় হাকিম, বিচারালয়কে বলা হয় মাহকামাহ)
- ❖ হুকম অর্থ শাসন। (যেমন বলা হয় ইসলামী হুকুমত অর্থাৎ ইসলামী শাসন ব্যবস্থা)
- ❖ হুকম অর্থ নীতি নির্ধারণ করা। (যেমন আল্লাহকে বলা হয় "আহকামু-ল-হাকিমীন" তথা সর্বোচ্চ নীতি নিরর্ধারক)

وَ لَقَدۡ اَرۡسَلۡنَا رُسُلًا مِّنۡ قَبۡلِكَ وَ جَعَلۡنَا لَهُمۡ اَزۡوَاجًا وَّ ذُرِّيَّةً ؕ وَ مَا كَانَ لِرَسُوۡلٍ اَنۡ يَّاۡتِىَ بِاٰيَةٍ اِلَّا بِاِذۡنِ اللّٰهِ ؕ لِكُلِّ اَجَلٍ كِتَابٌ ﴿۳۸﴾

কাফিরদের প্রপাগান্ডা এবং এর জবাব

পটভূমিঃ নবী সাঃ কয়েকটি বিয়ে করেছিলেন। দুশমনরা বিষয়টিকে অপপ্রচারের হাতিয়ার বানিয়ে বলতঃ মুহাম্মাদ নবী হলে নারীর প্রতি এতো আসক্তি থাকত না। (এমন অপপ্রচার নবীর বিরুদ্ধে হয়েছে এবং দ্বীনের দায়ীদের বিরুদ্ধে হতে থাকবে কিয়ামত পর্যন্ত) তাই এমনসব অপপ্রচারের জবাবে নাযিল হয়েছে..

৩৮. (হে নবী!) তোমার আগে আমি অনেক রাসূল পাঠিয়েছি এবং তাদের অনেককে-ই অনেক স্ত্রী ও সন্তান দান করেছি (অনেক নবীর-ই একাধিক স্ত্রী ছিল এবং এটা-ই স্বাভাবিক। এছাড়া মুশরিক নেতারা রাসূল সাঃএর কাছে নবুয়তের নিদর্শন বা প্রমাণ চাইত। তাদের এসব অহেতুক চাহিদার জবাবে নাযিল হয়েছে) কোনো রাসূল-ই নিদর্শন দেখাতে পারে না আল্লাহর অনুমতি ছাড়া। সবকিছুর জন্য-ই সময় নির্ধারিত ও লিপিবদ্ধ রয়েছে।

يَمۡحُوا اللّٰهُ مَا يَشَآءُ وَ يُثۡبِتُ ۚ وَ عِنۡدَهٗۤ اُمُّ الۡكِتٰبِ ﴿۳۹﴾ وَ اِنۡ مَّا نُرِيَنَّكَ بَعۡضَ الَّذِىۡ نَعِدُهُمۡ اَوۡ نَتَوَفَّيَنَّكَ فَاِنَّمَا عَلَيۡكَ الۡبَلٰغُ وَ عَلَيۡنَا الۡحِسَابُ ﴿۴۰﴾ اَوَ لَمۡ يَرَوۡا اَنَّا نَاۡتِى الۡاَرۡضَ نَنۡقُصُهَا مِنۡ اَطۡرَافِهَا ؕ وَاللّٰهُ يَحۡكُمُ لَا مُعَقِّبَ لِحُكۡمِهٖ ؕ وَ هُوَ سَرِيۡعُ الۡحِسَابِ ﴿۴۱﴾ وَ قَدۡ مَكَرَ الَّذِيۡنَ مِنۡ قَبۡلِهِمۡ فَلِلّٰهِ الۡمَكۡرُ جَمِيۡعًا ؕ يَعۡلَمُ مَا تَكۡسِبُ كُلُّ نَفۡسٍ ؕ وَسَيَعۡلَمُ الۡكُفّٰرُ لِمَنۡ عُقۡبَى الدَّارِ ﴿۴۲﴾

যা কিছু হয় সব আল্লাহর ইচ্ছায় হয়

৩৯. আল্লাহ যা ইচ্ছা ধ্বংস করেন আর যা খুশী প্রতিষ্ঠিত করেন। তাঁর কাছে-ই রয়েছে আসল কিতাব (তথা ভাগ্যলিপি)।

৪০. (হে নবী!) তাদের (অবাধ্যদের আযাবের) ব্যাপারে যেসব প্রতিশ্রুতি আমি দিয়েছি এর কিছু হয়ত তোমাকে দেখাব আর (অনেক কিছু না দেখিয়েই) তোমার মৃত্যু ঘটাব। (তবে মনে রেখো! আমার

প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়িত হবে-ই) তোমার দায়িত্ব শুধু সংবাদ পৌছে দেয়া আর হিসাব নেওয়া আমার দায়িত্ব।

৪১. তারা কি লক্ষ্য করে না? আমি তাদের যমীনকে সব দিক থেকে সংকোচিত করে আনছি? আল্লাহ "হুকুম" জারি করেন। তাঁর "হুকুম" প্রতিহত করার কেউ নেই। তিনি দ্রুত হিসাব গ্রহণকারী। ("হুকম" সম্পর্কে জানতে একটু উপরে ৩৭ তম আয়াত দেখে নিন)

৪২. তাদের পূর্ববর্তীরাও (ইসলামের বিরুদ্ধে) চক্রান্ত করেছে (কিন্তু সফল হয়নি। তারাও সফল হবে না। কারণ) সকল চক্রান্ত-ই আল্লাহর ক্ষমতার আওতাধীন। প্রতিটি ব্যক্তি কে কী করছে এসব ব্যাপারে তিনি সম্যক অবগত। কাফিররা অচিরেই জেনে যাবেঃ কার জন্য নির্ধারিত হয়েছে আখেরাতের চিরস্থায়ী আবাস।

وَيَقُوْلُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لَسْتَ مُرْسَلًا ۭ قُلْ كَفٰى بِاللّٰهِ شَهِيْدًۢا بَيْنِيْ وَبَيْنَكُمْ ۙ وَمَنْ عِنْدَهٗ عِلْمُ الْكِتٰبِ ﴿٤٣﴾

রিসালাতের সাক্ষী

৪৩. তারা কুফর করে যারা বলেঃ তুমি রাসূল নও! বলে দাওঃ আমার ও তোমাদের মাঝে সাক্ষী হিসেবে আল্লাহই যথেষ্ট আর (ওই সব মানুষও সাক্ষী) যার কাছে রয়েছে কিতাবের জ্ঞান।

সূরাহ ইবরাহীম ১৪ سورة إبراهيم

ইবরাহীম আঃ একজন নবী ছিলেন। তাঁর আবাস ছিলো ফিলিস্তিনে। ইবরাহীম আঃ এর দুই ছেলে ছিল। একজন ইসমাঈল আঃ যার বংশ থেকে এসেছেন শেষ নবী মুহাম্মদ সাঃ। ইবরাহীম আঃএর আরেক ছেলে ছিলেন ইসহাক্ব আঃ, যার ছেলে ইয়াকুব আঃ। ইয়াকুব আঃ এর অপর নাম ইসরাঈল। তাই তার বংশধরদের বলা হয় বাণী-ইসরাঈল (ইসরাঈলের বংশধর।) ইয়াকুব আঃএর ১২ ছেলের একজনের নাম ছিল ইয়াহুযা। সামাজিক ও রাজনৈতিকভাবে ইয়াহুযা-পরিবার বানী-ইসরাঈলের রাজ পরিবার হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল তাই তাদেরকে ইয়াহুযী বলা হত (যেমন বর্তমানে আরবের মানুষকে সাউদী বলা হয়।) কালের আবর্তে তারা ইয়াহুদী হিসেবে পরিচিত হয়ে উঠে। সূরাহটি মাক্কী। সূরাহ নূহের পর নাযিল হয়েছে। এ সূরায় মোট আয়াত ৫২টি।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

الٓرٰ كِتٰبٌ اَنْزَلْنٰهُ اِلَيْكَ لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمٰتِ اِلَى النُّوْرِ بِاِذْنِ رَبِّهِمْ اِلٰى صِرَاطِ الْعَزِيْزِ الْحَمِيْدِ ﴿١﴾ اللّٰهِ الَّذِيْ لَهٗ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ ؕ وَوَيْلٌ لِّلْكٰفِرِيْنَ مِنْ عَذَابٍ شَدِيْدِ ﴿٢﴾

বিসমিল্লাহি-র-রাহমানি-র-রাহীম

কুরআন নাযিলের উদ্দেশ্য

১-২. আলিফ লা-ম রা-, (এসব হলো বিচ্ছিন্ন বর্ণমালা। এসবের অর্থ, মর্ম এবং এভাবে ব্যবহারের উদ্দেশ্য কেউ জানে না আল্লাহ ছাড়া।) আমি তোমার প্রতি কিতাবটি নাযিল করেছি, যেন প্রভুর অনুমোদন সাপেক্ষে মানুষকে বের করে আনো সকল প্রকার অন্ধকার থেকে একমাত্র আলোর পথে (সকল প্রকার কুফর থেকে একমাত্র সঠিক দ্বীন ইসলামের পথে) তথা মহাপরাক্রমশালী, চির প্রশংসিত আল্লাহর পথে, যার একক মালিকানা রয়েছে আসমানসমূহ এবং যমীনের সবকিছুর উপর। আর কাফিরদের তরে সর্বনাশা কঠিন আযাব.. (কুরআন নাযিলের মূল উদ্দেশ্য হলো মানুষকে সকল প্রকার কুফরের পথ থেকে বের করে এনে একমাত্র সঠিক দ্বীন ইসলামের পথে পরিচালিত করা)

মালিকানা পরিচিতিঃ মালিকানা দুই প্রকার হয়ে থাকে। বিধিবদ্ধ মালিকানা ও সার্বিক মালিকানা বা সার্বভৌম মালিকানা।

- যে মালিকানা আইনের আওতাধীন, যে মালিকানায় জবাবদিহিতা আছে, যে মালিকানায় নিয়ম বা বিধান মেনে চলতে হয়, এটা হচ্ছে বিধিবদ্ধ মালিকানা। আল্লাহ ছাড়া অন্য সকলের মালিকানা বিধিবদ্ধ।
- যে মালিকানা কোনো আইন বা নিয়মের আওতাধীন নয়, যে মালিকানায় কোনো জবাবদিহিতা নেই, যে মালিকানায় যা ইচ্ছা তাই করা যায়, এটা হচ্ছে সার্বিক মালিকানা বা সার্বভৌম মালিকানা। একমাত্র আল্লাহর মালিকানা-ই সার্বিক ও সার্বভৌম।

الَّذِيْنَ يَسْتَحِبُّوْنَ الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا عَلَى الْاٰخِرَةِ وَيَصُدُّوْنَ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَيَبْغُوْنَهَا عِوَجًا ؕ اُولٰٓئِكَ فِيْ ضَلٰلٍۢ بَعِيْدٍ ﴿٣﴾

আখেরাতের উপর দুনিয়াকে প্রাধান্য দেওয়া বিভ্রান্তির অন্যতম পথ

৩. (আযাব তাদের জন্য) যারা দুনিয়ার জীবনকে আখেরাতের উপর প্রাধান্য দেয়, (মানুষকে) আল্লাহর পথ থেকে বিরত রাখে আর তাতে দোষ খুঁজে বেড়ায়, (যারা এমন করে) তারা চরম বিভ্রান্তিতে (নিমজ্জিত)।

ঈমান ও আক্বীদাহঃ আমাদের এ জীবন একটি পরীক্ষা। জীবনের লক্ষ্য জান্নাত। আমরা বাস করছি দুনিয়াতে কিন্তু আমাদের লক্ষ্য আখেরাত। তাই আমাদেরকে জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে-ই আখেরাতকে প্রাধান্য দিতে হবে। এটা-ই বাস্তবতা, এটা-ই জীবনের স্বাভাবিক গতি। কেউ এর বাইরে গিয়ে দুনিয়াকে প্রাধান্য দিলে তার জীবন লক্ষ্য-চ্যুত হয়ে যাবে। আর এটা-ই হলো বিভ্রান্তি। বিভ্রান্ত ব্যক্তি জান্নাতের পথ ছেড়ে জাহান্নামের দিকে ধাবিত হয়।

وَمَآ اَرْسَلْنَا مِنْ رَّسُوْلٍ اِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهٖ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ ۫ فَيُضِلُّ اللّٰهُ مَنْ يَّشَآءُ وَيَهْدِيْ مَنْ يَّشَآءُ ۭ وَهُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ﴿٤﴾

দ্বীনের দাওয়াতে ভাষার গুরুত্ব

৪. আমি সকল রাসূলকে-ই পাঠিয়েছি স্বগোত্রীয় ভাষা দিয়ে, যেন তাদের কাছে (আমার বাণী) সুস্পষ্ট করে বর্ণনা করতে পারে। (তবে বাণী সুস্পষ্ট করে বুঝলে-ই কেউ হেদায়াত পেয়ে যায় না। আসলে হেদায়াত আর বিভ্রান্তি আল্লাহর হাতে) আল্লাহ যাকে ইচ্ছা বিভ্রান্ত করেন আর যাকে খুশী হেদায়াত করেন। তিনি মহাপরাক্রমশালী, মহাকৌশলী। (গোত্রের ভাষা তথা গোত্রীয় ভাষায় দক্ষতা অর্জন করা একজন দায়ী'র জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ)

وَلَقَدْ اَرْسَلْنَا مُوْسٰى بِاٰيٰتِنَآ اَنْ اَخْرِجْ قَوْمَكَ مِنَ الظُّلُمٰتِ اِلَى النُّوْرِ ۙ وَذَكِّرْهُمْ بِاَيّٰىمِ اللّٰهِ ۭ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّكُلِّ صَبَّارٍ شَكُوْرٍ ﴿٥﴾ وَاِذْ قَالَ مُوْسٰى لِقَوْمِهِ اذْكُرُوْا نِعْمَةَ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ اِذْ اَنْجٰىكُمْ مِّنْ اٰلِ فِرْعَوْنَ يَسُوْمُوْنَكُمْ سُوْۗءَ الْعَذَابِ وَيُذَبِّحُوْنَ اَبْنَاۗءَكُمْ وَيَسْتَحْيُوْنَ نِسَاۗءَكُمْ ۭ وَفِيْ ذٰلِكُمْ بَلَاۗءٌ مِّنْ رَّبِّكُمْ عَظِيْمٌ ﴿٦﴾ وَاِذْ تَاَذَّنَ رَبُّكُمْ لَىِٕنْ شَكَرْتُمْ لَاَزِيْدَنَّكُمْ وَلَىِٕنْ كَفَرْتُمْ اِنَّ عَذَابِيْ لَشَدِيْدٌ ﴿٧﴾ وَقَالَ مُوْسٰٓى اِنْ تَكْفُرُوْٓا اَنْتُمْ وَمَنْ فِي الْاَرْضِ جَمِيْعًا ۙ فَاِنَّ اللّٰهَ لَغَنِيٌّ حَمِيْدٌ ﴿٨﴾

মূসা আঃ এর দাওয়াত

৫. আমি মূসাকে পাঠিয়েছি আমার বিধান দিয়ে, (বলেছি) তোমার জাতিকে সকল প্রকার অন্ধকার থেকে আলোতে বের করে আনো এবং আল্লাহর ইবাদাতের জন্য নির্ধারিত দিনের (শনিবারের) ব্যাপারে জানিয়ে দাও। (তাদের ৬দিন ছিল অন্য কাজের জন্য আর এক দিন ছিল ইবাদাতের জন্য। ইবাদাতের দিন অন্য সকল কাজ নিষিদ্ধ ছিল) এতে শিক্ষা রয়েছে ধৈর্যশীল কৃতজ্ঞ ব্যক্তিদের জন্য।

৬. মূসা তার জাতিকে বললঃ তোমাদের উপর আল্লাহর করুণা স্মরণ করো। তিনি তোমাদেরকে মুক্ত করেছেন ফেরাউন থেকে, যে তোমাদেরকে কঠিন সাজা দিত; তোমাদের ছেলেদেরকে হত্যা করত আর মেয়েদেরকে জীবিত রাখত, তোমাদের জন্য এটা ছিল প্রভুর পক্ষ থেকে এক কঠিন পরীক্ষা।

৭. তোমাদের প্রভু ঘোষণা করেছেনঃ "তোমরা শোকর করলে আমি আমার নিয়ামত আরও বাড়িয়ে দেব আর তোমরা যদি কুফর করো তবে (মনে রেখো!) আমার আযাব বড় কঠিন" (অন্তরে নিয়ামতের গুরুত্ব অনুধাবন করে মুখে স্বীকৃতি দেয়া এবং বাস্তব জীবনে আল্লাহর বিধান মেনে নেয়ার নাম শোকর করা।)

৮. মূসা আরও বললঃ তোমরা সকলে এবং পৃথিবীর সবাই একত্রে কুফর করলেও (আল্লাহর ক্ষতি হবে না। কারণ) আল্লাহ অভাব মুক্ত, চিরপ্রশংসিত।

اَلَمْ يَاْتِكُمْ نَبَؤُا الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِكُمْ قَوْمِ نُوْحٍ وَّ عَادٍ وَّ ثَمُوْدَ وَ الَّذِيْنَ مِنْۢ بَعْدِهِمْ لَا يَعْلَمُهُمْ اِلَّا اللّٰهُ ؕ
جَآءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنٰتِ فَرَدُّوْۤا اَيْدِيَهُمْ فِيْۤ اَفْوَاهِهِمْ وَ قَالُوْۤا اِنَّا كَفَرْنَا بِمَاۤ اُرْسِلْتُمْ بِهٖ وَ اِنَّا لَفِيْ شَكٍّ
مِّمَّا تَدْعُوْنَنَاۤ اِلَيْهِ مُرِيْبٍ ﴿۹﴾ قَالَتْ رُسُلُهُمْ اَفِي اللّٰهِ شَكٌّ فَاطِرِ السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ ؕ يَدْعُوْكُمْ
لِيَغْفِرَ لَكُمْ مِّنْ ذُنُوْبِكُمْ وَ يُؤَخِّرَكُمْ اِلٰۤى اَجَلٍ مُّسَمًّى ؕ قَالُوْۤا اِنْ اَنْتُمْ اِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُنَا ؕ تُرِيْدُوْنَ اَنْ
تَصُدُّوْنَا عَمَّا كَانَ يَعْبُدُ اٰبَآؤُنَا فَاْتُوْنَا بِسُلْطٰنٍ مُّبِيْنٍ ﴿۱۰﴾ قَالَتْ لَهُمْ رُسُلُهُمْ اِنْ نَّحْنُ اِلَّا بَشَرٌ
مِّثْلُكُمْ وَ لٰكِنَّ اللّٰهَ يَمُنُّ عَلٰى مَنْ يَّشَآءُ مِنْ عِبَادِهٖ ؕ وَ مَا كَانَ لَنَاۤ اَنْ نَّاْتِيَكُمْ بِسُلْطٰنٍ اِلَّا بِاِذْنِ اللّٰهِ ؕ وَ
عَلَى اللّٰهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُوْنَ ﴿۱۱﴾ وَ مَا لَنَاۤ اَلَّا نَتَوَكَّلَ عَلَى اللّٰهِ وَ قَدْ هَدٰىنَا سُبُلَنَا ؕ وَ لَنَصْبِرَنَّ عَلٰى مَاۤ
اٰذَيْتُمُوْنَا ؕ وَ عَلَى اللّٰهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُوْنَ ﴿۱۲﴾

নবীগণের দাওয়াত

৯. তোমাদের কাছে কি পৌঁছায়নি নূহের জাতি, আ'দ, ছামূদ এবং পরবর্তী জাতিসমূহের সংবাদ? যারা এখন অতীত হয়ে গেছে। আল্লাহ এদের ব্যাপারে খুব-ই অবগত। রাসূলগণ এদের কাছে এসেছিল সুস্পষ্ট প্রমাণ নিয়ে (কিন্তু তাসত্ত্বেও এরা বিরোধিতা করেছে এবং গুস্বায়) দাঁত কামড়িয়ে বলেছেঃ তোমাদের আনিত বিধান আমরা প্রত্যাখ্যান করলাম, তোমরা যে পথে ডাকছো এ ব্যাপারে আমরা যথেষ্ট সন্দিহান।

১০. তখন রাসূলগণ বলেছে তোমরা কি আল্লাহর ব্যাপারেও সন্দিহান? যিনি আসমানসমূহ এবং যমীনের উদ্ভাবক। তিনি আহ্বান করছেনঃ তোমাদের পাপ মোচন করার জন্য, নির্ধারিত সময় পর্যন্ত তোমাদের অবকাশ দেয়ার জন্য।

(এর প্রতি উত্তরে) এরা বলেছেঃ তোমরা আমাদের মতই মানুষ। আমাদের বাপদাদা যেভাবে যাদের ইবাদাত করেছেন তোমরা এসব থেকে আমাদেরকে ফিরাতে চাচ্ছো। (তোমরা সত্য হলে) সুস্পষ্ট প্রমাণ উপস্থাপন করো।

১১. রাসুলগণ বলেছেনঃ আমরা তোমাদের মত মানুষ (একথা সত্য) কিন্তু (আল্লাহ আমাদেরকে নবী বানিয়েছেন) আল্লাহ যাকে খুশী অনুগ্রহ (নবুয়ত) দান করেন (যেমন করেছেন আমাদেরকে।)

আল্লাহর অনুমোদন ছাড়া প্রমাণ উপস্থাপনের ক্ষমতা আমাদের নেই। (সকল ক্ষমতার উৎস একমাত্র আল্লাহ। আমরা এর উপর ঈমান এনেছি) আর মুঅমিনদের উচিত শুধু আল্লাহর উপরই তাওয়াক্কুল করা।

১২. আমরা কেন আল্লাহর উপর তাওয়াক্কুল করব না? অথচ তিনিই আমাদের দিয়েছেন পথের দিশা। আমরা তোমাদের দেয়া কষ্টের উপর সবর করব। আর তাওয়াক্কুলকারীদের উচিত শুধু আল্লাহর উপর-ই তাওয়াক্কুল করা।

وَ قَالَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لِرُسُلِهِمْ لَنُخْرِجَنَّكُمْ مِّنْ اَرْضِنَآ اَوْ لَتَعُوْدُنَّ فِيْ مِلَّتِنَا ؕ فَاَوْحٰۤى اِلَيْهِمْ رَبُّهُمْ لَنُهْلِكَنَّ الظّٰلِمِيْنَ ﴿١٣﴾ وَ لَنُسْكِنَنَّكُمُ الْاَرْضَ مِنْۢ بَعْدِهِمْ ؕ ذٰلِكَ لِمَنْ خَافَ مَقَامِيْ وَ خَافَ وَعِيْدِ ﴿١٤﴾

দুনিয়ার ক্ষমতার ব্যাপারে আল্লাহর রীতি

১৩-১৪. কাফিররা রাসূলদের বলেছেঃ আমাদের আদর্শে ফিরে আসো, নতুবা তোমাদেরকে দেশ থেকে বিতাড়িত করে দেব। প্রভু তখন রাসূলদের কাছে ওহী পাঠিয়েছেনঃ (চিন্তা করো না) নিশ্চয় আমরা পাপিষ্ঠদের ধ্বংস করে দেব এবং তাদের পর এ যমীনে তোমাদেরকে প্রতিষ্ঠিত করব। (কাফিরদের সরিয়ে মুঅমিনদের ক্ষমতায় বসানোর) এ রীতি তাদের জন্য যারা আমার অবস্থানকে ভয় করে আর ভয় করে আমার প্রতিশ্রুতি।

জ্ঞাতব্যঃ মুঅমিনরা যখন প্রকৃত পক্ষে-ই আল্লাহকে ভয় করবে এবং আল্লাহর প্রতিশ্রুত আযাবের ব্যাপারে সাবধান থাকবে আল্লাহ কেবল তখন-ই তাদেরকে দুনিয়ার ক্ষমতা দান করবেন। নতুবা দুনিয়ার ক্ষমতা দেওয়া হবে পাপিষ্ঠদের হাতে যারা যমীনে ফাসাদ করবে, অবিচার করবে এবং যে কারণে আল্লাহর আযাব তাদের জন্য অবধারিত হয়ে যাবে। (দেখুন সূরাহ আনয়া'মঃ ১২৩)

وَ اسْتَفْتَحُوْا وَ خَابَ كُلُّ جَبَّارٍ عَنِيْدٍ ﴿١٥﴾ مِّنْ وَّرَآئِهٖ جَهَنَّمُ وَ يُسْقٰى مِنْ مَّآءٍ صَدِيْدٍ ﴿١٦﴾ يَّتَجَرَّعُهٗ وَ لَا يَكَادُ يُسِيْغُهٗ وَ يَاْتِيْهِ الْمَوْتُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ وَّ مَا هُوَ بِمَيِّتٍ ؕ وَ مِنْ وَّرَآئِهٖ عَذَابٌ غَلِيْظٌ ﴿١٧﴾

দাম্ভিকদের পরিণতি

১৫. তারা (কাফিররা বরাবরই) চূড়ান্ত ফয়সালা চায় (এবং এ ফয়সালা মোতাবেক) প্রতিটি উদ্ধত দাম্ভিক (জাতি)ই ধ্বংস হয়ে যায়।

১৬-১৭. তাদের পিছনে রয়েছে জাহান্নাম এবং তাদের পান করানো হবে গলিত পুঁজ, যা গলাধঃকরণ প্রায় অসম্ভব হবে কিন্তু তবুও গিলতে হবে। (অসহনীয় আযাবের ফলে) সবদিক থেকে মৃত্যু ধেয়ে আসবে কিন্তু তারা মরবে না। এবং (এ আযাবের) পিছনে থাকবে আরও কঠিন আযাব।

مَثَلُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا بِرَبِّهِمْ اَعْمَالُهُمْ كَرَمَادِ ِ اشْتَدَّتْ بِهِ الرِّيْحُ فِيْ يَوْمٍ عَاصِفٍ ؕ لَا يَقْدِرُوْنَ مِمَّا

كَسَبُوْا عَلٰى شَيْءٍ ؕ ذٰلِكَ هُوَ الضَّلٰلُ الْبَعِيْدُ ﴿١٨﴾ اَلَمْ تَرَ اَنَّ اللّٰهَ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضَ بِالْحَقِّ ؕ اِنْ يَّشَاْ يُذْهِبْكُمْ وَ يَاْتِ بِخَلْقٍ جَدِيْدٍ ﴿١٩﴾ وَّ مَا ذٰلِكَ عَلَى اللّٰهِ بِعَزِيْزٍ ﴿٢٠﴾

কুফর করলে নেক আমালের ছাওয়াব নষ্ট হয়ে যায়

১৮. যারা আপন রাব্ব (বিধানদাতা)র সাথে কুফর করে তাদের আ'মালসমূহের উপমা হলো ছাইয়ের মতো, প্রচন্ড ঝড়ের দিনে যা সম্পূর্ণরূপে উড়ে যায় (কিছু-ই আর বাকি থাকে না। ঠিক তদ্রুপ আল্লাহর বিধান অমান্যকারীরাও) তাদের অর্জিত নেকীর সামান্যও উপভোগ করতে পারবে না। আর এটা-ই চরম বিভ্রান্তি। (সুতরাং যারা অনেক নেক আ'মাল করেন। সাথে কুফর বা শিরকে জড়িয়ে যান তারা যেন বিষয়টি নিয়ে একটু চিন্তা করেন।)

১৯-২০.তুমি কি দেখ না? আল্লাহ আসমানসমূহ ও যমীন সৃষ্টি করেছেন যথাযথভাবে। তিনি চাইলে তোমাদের বিলীন করে দেবেন, নিয়ে আসবেন নতুন সৃষ্টি। আর এটা আল্লাহর জন্য মোটেই কঠিন নয়।

কুফর পরিচিতিঃ কুফর অর্থ অমান্য করা, অস্বীকার করা, অবজ্ঞা করা, গোপন করা, বর্জন করা, প্রত্যাখ্যান করা ইত্যাদি। সে মতে আল্লাহর কোনো বিধান অথবা আল্লাহর দেওয়া কোনো তথ্য গোপন করা, অমান্য করা, অস্বীকার করা, অবজ্ঞা করা, বর্জন করা, প্রত্যাখ্যান করা, ইত্যাদি হলো কুফর। আল্লাহর কোনো বিধান বা আল্লাহর দেওয়া কোনো তথ্য নিয়ে উপহাস করা এবং যাদু করাও কুফর। রাসূল সা.কে গালি দেওয়া, রাসূলকে অসম্মান করা অথবা রাসূলের আদেশের অবাধ্য হওয়াও কুফরের শামিল। কোনো মুসলিম যদি কুফর করে তবে তাঁর ঈমান বিনষ্ট হয়ে সকল আ'মাল ও ইবাদাত নিস্ফল ও বরবাদ হয়ে যায় এবং সে হয়ে যায় চির জাহান্নামী মুনাফিক। মুনাফিক মারা গেলে তাদের জানাযা করা এবং তাদের জন্য দোয়া করাও নিষিদ্ধ। (দেখুন সূরাহ তাওবাহঃ ৮৪)

وَ بَرَزُوْا لِلّٰهِ جَمِيْعًا فَقَالَ الضُّعَفٰٓؤُا لِلَّذِيْنَ اسْتَكْبَرُوْٓا اِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا فَهَلْ اَنْتُمْ مُّغْنُوْنَ عَنَّا مِنْ عَذَابِ اللّٰهِ مِنْ شَيْءٍ ؕ قَالُوْا لَوْ هَدٰىنَا اللّٰهُ لَهَدَيْنٰكُمْ ؕ سَوَآءٌ عَلَيْنَآ اَجَزِعْنَآ اَمْ صَبَرْنَا مَا لَنَا مِنْ مَّحِيْصٍ ﴿٢١﴾

পরকালে নেতা ও জনতার কথোপকথন

২১. (হাশরের ময়দানে) সবাই আল্লাহর কাছে হাজির হবে। তখন অসহায়রা (জনতা) দাম্ভিকদের (নেতাদের /ভন্ড পীরদের) বলবেঃ (দুনিয়ায়) আমরা তোমাদের অধীনস্থ ছিলাম, এখন তোমরা কি আমাদেরকে আল্লাহর আযাব থেকে একটু হলেও রক্ষা করতে পারবে? তারা (নেতারা) বলবেঃ আল্লাহ আমাদেরকে হেদায়াত করলে আমরাও তোমাদেরকে হেদায়াত করতাম, এখন ধৈর্যচ্যুত হওয়া আর ধৈর্য ধরা সমান, আমাদের আর কোনো গতি নেই।

وَ قَالَ الشَّيْطٰنُ لَمَّا قُضِيَ الْاَمْرُ اِنَّ اللّٰهَ وَعَدَكُمْ وَعْدَ الْحَقِّ وَ وَعَدْتُّكُمْ فَاَخْلَفْتُكُمْ ؕ وَ مَا كَانَ لِيَ عَلَيْكُمْ مِّنْ سُلْطٰنٍ اِلَّآ اَنْ دَعَوْتُكُمْ فَاسْتَجَبْتُمْ لِيْ ۚ فَلَا تَلُوْمُوْنِيْ وَ لُوْمُوْٓا اَنْفُسَكُمْ ؕ مَآ اَنَا بِمُصْرِخِكُمْ

وَمَآ اَنۡتُمۡ بِمُصۡرِخِىَّ ؕ اِنِّىۡ كَفَرۡتُ بِمَاۤ اَشۡرَكۡتُمُوۡنِ مِنۡ قَبۡلُ ؕ اِنَّ الظّٰلِمِيۡنَ لَهُمۡ عَذَابٌ اَلِيۡمٌ ﴿۲۲﴾

শয়তানের ভাষণ

২২. (হাশরের ময়দানে) চূড়ান্ত বিচারের পর শয়তান বলবেঃ (হে জিন্ন ও ইনসান!) আল্লাহ তোমাদেরকে যেসব প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন এসব ছিল সত্য প্রতিশ্রুতি। আর আমি তোমাদেরকে (মিথ্যা) প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলাম (আমার প্রতিশ্রুতি ছিল মিথ্যা ও প্রতারণা। আমি যেসব প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলাম এসব করার সাধ্য আমার ছিল না।) তাই আমি আমার প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করেছি। (তবে আমাকে অনুকরণ করতে আমি তোমাদেরকে বাধ্য করিনি। কারণ) তোমাদের উপর আমার কোনো কর্তৃত্ব ছিল না। আমি শুধু আহ্বান করেছি আর তোমরা নিজ থেকে-ই আমার আহ্বানে সাড়া দিয়েছো (এবং আল্লাহর পথ ত্যাগ করে আমার পথে চলে এসেছো।) সুতরাং আজ আমাকে তিরস্কার করো না, বরং সবাই নিজেকে তিরস্কার করো। (আজ) আমি তোমাদেরকে রক্ষা করতে পারব না, তোমরাও আমাকে বাঁচাতে পারবে না। ইতোপূর্বে (আমার বিধান মেনে নিয়ে আমাকে বিধানদাতার আসনে বসিয়ে) তোমরা যে শিরক করেছ আজ আমি এসব প্রত্যাখ্যান করলাম। পাপিষ্ঠদের পরিণতি অবশ্যই যন্ত্রনাদায়ক আযাব হয়ে থাকে। (আল্লাহ ছাড়া অন্যকে বিধানদাতা হিসেবে মেনে নেওয়া শিরক)

وَاُدۡخِلَ الَّذِيۡنَ اٰمَنُوۡا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ جَنّٰتٍ تَجۡرِىۡ مِنۡ تَحۡتِهَا الۡاَنۡهٰرُ خٰلِدِيۡنَ فِيۡهَا بِاِذۡنِ رَبِّهِمۡ ؕ تَحِيَّتُهُمۡ فِيۡهَا سَلٰمٌ ﴿۲۳﴾

যে দুটি কাজ করলে জান্নাতে যাওয়া যাবে

২৩. যারা ঈমান আনে এবং (ঈমানে সহিত) সৎকাজ করে তাদের প্রবেশ করানো হবে জান্নাতে যার তলদেশে প্রবাহিত কত নহর, প্রভুর অনুমোদনে তারা সেখানে চিরকাল থাকবে। সেখানে শুভেচ্ছা হবে "সালাম"। (জান্নাতে যেতে হলে মাত্র দুটি কাজ করতে হবে। যথা ঈমান এবং সৎকাজ। ঈমান নষ্ট করে ফেললে আখেরাতে সৎকাজের প্রতিদান পাওয়া যাবে না।)

اَلَمۡ تَرَ كَيۡفَ ضَرَبَ اللّٰهُ مَثَلًا كَلِمَةً طَيِّبَةً كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ اَصۡلُهَا ثَابِتٌ وَّفَرۡعُهَا فِى السَّمَآءِ ﴿۲۴﴾ تُؤۡتِىۡۤ اُكُلَهَا كُلَّ حِيۡنٍ بِاِذۡنِ رَبِّهَا ؕ وَيَضۡرِبُ اللّٰهُ الۡاَمۡثَالَ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمۡ يَتَذَكَّرُوۡنَ ﴿۲۵﴾ وَمَثَلُ كَلِمَةٍ خَبِيۡثَةٍ كَشَجَرَةٍ خَبِيۡثَةِ ِ اجۡتُثَّتۡ مِنۡ فَوۡقِ الۡاَرۡضِ مَا لَهَا مِنۡ قَرَارٍ ﴿۲۶﴾ يُثَبِّتُ اللّٰهُ الَّذِيۡنَ اٰمَنُوۡا بِالۡقَوۡلِ الثَّابِتِ فِى الۡحَيٰوةِ الدُّنۡيَا وَفِى الۡاٰخِرَةِ ۚ وَيُضِلُّ اللّٰهُ الظّٰلِمِيۡنَ ۙ وَيَفۡعَلُ اللّٰهُ مَا يَشَآءُ ﴿۲۷﴾

ঈমান ও কুফরের উপমা

২৪-২৫.তুমি কী দেখ না? আল্লাহ কত সুন্দর উপমা দিচ্ছেনঃ উৎকৃষ্ট বাণীর (তথা ঈমানের) উপমা হলো; যেন পবিত্র বৃক্ষ, যার শিকড় থাকে অতি গভীরে আর শাখাপ্রশাখা আকাশে। (অর্থাৎ

তাওহীদের বাণী একটি গাছের মত। যার শিকড় মানব অন্তরে এবং ফল আকাশের উপরে তথা জান্নাতে) প্রভুর আদেশে যাতে ফল আসে সব সময়ে। আল্লাহ উপমা দেন যেন মানুষ (সহজে-ই বুঝতে পারে এবং) মেনে চলে।

২৬. আর নিকৃষ্ট বাক্যের (তথা কুফরের) উপমা হচ্ছে; যেন নিকৃষ্ট বৃক্ষ, যা ভূপৃষ্ট থেকে বিচ্ছিন্ন, যার কোনো স্থায়িত্ব নেই।

২৭. যারা ঈমান আনে আল্লাহ ইহকালে ও পরকালে তাদেরকে অবিচল রাখেন প্রতিষ্ঠিত আদর্শের উপর। আর যারা জুলম (অবিচার, পাপ, অন্যের অধিকার নষ্ট) করে আল্লাহ তাদেরকে বিভ্রান্ত করে রাখেন, আল্লাহ যা ইচ্ছা তাই করেন/করতে পারেন। (কারণ আল্লাহর মালিকানা সার্বভৌম, আল্লাহর ক্ষমতা নিরঙ্কুশ, আল্লাহকে কোনো জবাবদিহি করতে হয় না)

اَلَمۡ تَرَ اِلَى الَّذِيۡنَ بَدَّلُوۡا نِعۡمَتَ اللّٰهِ كُفۡرًا وَّ اَحَلُّوۡا قَوۡمَهُمۡ دَارَ الۡبَوَارِ ﴿۲۸﴾ جَهَنَّمَ ۚ يَصۡلَوۡنَهَا ؕ وَ بِئۡسَ الۡقَرَارُ ﴿۲۹﴾ وَ جَعَلُوۡا لِلّٰهِ اَنۡدَادًا لِّيُضِلُّوۡا عَنۡ سَبِيۡلِهٖ ؕ قُلۡ تَمَتَّعُوۡا فَاِنَّ مَصِيۡرَكُمۡ اِلَى النَّارِ ﴿۳۰﴾

জনতাকে বিভ্রান্ত করে রাখতে ভ্রান্ত নেতাদের অপকৌশল

২৮-২৯. তাদেরকে (পাপিষ্ঠ নেতাদেরকে) দেখ না? যারা আল্লাহর নিয়ামতকে (নবী রাসূল কিতাব ও বিধানকে) কুফরে রূপান্তরিত করেছে (তথা এসবকে অমান্য করেছে) এবং জাতির জন্য অবধারিত করেছে ধ্বংস তথা জাহান্নাম, তারা সেখানে পতিত হবে, যা নিকৃষ্টতম আবাস।

৩০. (সাধারণ মানুষকে) আল্লাহর পথ থেকে বিরত রাখতে তারা (আইন ও বিধান তৈরিসহ অনেক বৈশিষ্ট্যে) আল্লাহর সমকক্ষ নির্ধারণ করে দিয়েছে। (তাদেরকে) বলে দাওঃ (দুনিয়ার জীবন) সামান্য উপভোগ করে নাও। কারণ তোমাদের (চিরস্থায়ী) গন্তব্য হলো জাহান্নাম।

قُلۡ لِّعِبَادِىَ الَّذِيۡنَ اٰمَنُوۡا يُقِيۡمُوا الصَّلٰوةَ وَ يُنۡفِقُوۡا مِمَّا رَزَقۡنٰهُمۡ سِرًّا وَّ عَلَانِيَةً مِّنۡ قَبۡلِ اَنۡ يَّاۡتِىَ يَوۡمٌ لَّا بَيۡعٌ فِيۡهِ وَ لَا خِلٰلٌ ﴿۳۱﴾

আখেরাতের কঠিন দিন

৩১. আমার যেসব বান্দা ঈমান এনেছে তাদেরকে বলে দাওঃ তারা যেন সালাত কায়েম করে, আমার দেয়া সম্পদ গোপনে প্রকাশ্যে (আমার পথে) খরচ করে, ওই দিন আসার আগে যেদিন কোনো বিনিময় চলবে না, কাজে আসবে না কোনো বন্ধুত্ব।

اَللّٰهُ الَّذِىۡ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَ الۡاَرۡضَ وَ اَنۡزَلَ مِنَ السَّمَآءِ مَآءً فَاَخۡرَجَ بِهٖ مِنَ الثَّمَرٰتِ رِزۡقًا لَّكُمۡ ۚ وَ سَخَّرَ لَكُمُ الۡفُلۡكَ لِتَجۡرِىَ فِى الۡبَحۡرِ بِاَمۡرِهٖ ۚ وَ سَخَّرَ لَكُمُ الۡاَنۡهٰرَ ﴿۳۲﴾ وَ سَخَّرَ لَكُمُ الشَّمۡسَ وَ الۡقَمَرَ دَآئِبَيۡنِ ۚ وَ سَخَّرَ لَكُمُ الَّيۡلَ وَ النَّهَارَ ﴿۳۳﴾ وَ اٰتٰىكُمۡ مِّنۡ كُلِّ مَا سَاَلۡتُمُوۡهُ ؕ وَ اِنۡ تَعُدُّوۡا نِعۡمَتَ اللّٰهِ لَا

تُحْصُوْهَا ؕ اِنَّ الْاِنْسَانَ لَظَلُوْمٌ كَفَّارٌ ﴿٣٤﴾

আল্লাহর নিয়ামত ও মানুষের অকৃতজ্ঞতা

৩২. তিনি-ই আল্লাহ যিনি আসমানসমূহ এবং যমীন সৃষ্টি করেছেন। তিনি আকাশ থেকে বর্ষণ করেন পানি, উৎপন্ন করেন ফলমূল, তোমাদের খাবার। তিনি জাহাজকে তোমাদের নিয়ন্ত্রণাধীন করেছেন যা সাগরে ভেসে চলে তার-ই হুকুমে। আর তোমাদের কল্যাণার্থে প্রবাহিত করেছেন নদীনালা।

৩৩. তিনি তোমাদের জন্য নিয়োজিত করেছেন সূর্য ও চন্দ্র, যা বিরামহীনভাবে (কক্ষ পথে) আবর্তিত হচ্ছে সঠিক নিয়মে, বানিয়েছেন রাত ও দিন।

৩৪. তোমরা যা চাও এর অনেক কিছু-ই তিনি দিয়েছেন। তোমরা আল্লাহর নিয়ামত গুণে শেষ করতে পারবে না। (তাসত্ত্বেও তোমরা তার আনুগত্য করো না, কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করো না। কারণ স্বভাবগত ভাবে-ই) মানুষ অবিচারী, অকৃতজ্ঞ।

وَ اِذْ قَالَ اِبْرٰهِيْمُ رَبِّ اجْعَلْ هٰذَا الْبَلَدَ اٰمِنًا وَّ اجْنُبْنِيْ وَ بَنِيَّ اَنْ نَّعْبُدَ الْاَصْنَامَ ﴿٣٥﴾ رَبِّ اِنَّهُنَّ اَضْلَلْنَ كَثِيْرًا مِّنَ النَّاسِ ۚ فَمَنْ تَبِعَنِيْ فَاِنَّهٗ مِنِّيْ ۚ وَ مَنْ عَصَانِيْ فَاِنَّكَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ﴿٣٦﴾ رَبَّنَاۤ اِنِّيْۤ اَسْكَنْتُ مِنْ ذُرِّيَّتِيْ بِوَادٍ غَيْرِ ذِيْ زَرْعٍ عِنْدَ بَيْتِكَ الْمُحَرَّمِ ۙ رَبَّنَا لِيُقِيْمُوا الصَّلٰوةَ فَاجْعَلْ اَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِيْۤ اِلَيْهِمْ وَ ارْزُقْهُمْ مِّنَ الثَّمَرٰتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُوْنَ ﴿٣٧﴾ رَبَّنَاۤ اِنَّكَ تَعْلَمُ مَا نُخْفِيْ وَ مَا نُعْلِنُ ؕ وَ مَا يَخْفٰى عَلَى اللّٰهِ مِنْ شَيْءٍ فِي الْاَرْضِ وَ لَا فِي السَّمَآءِ ﴿٣٨﴾ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْ وَهَبَ لِيْ عَلَى الْكِبَرِ اِسْمٰعِيْلَ وَ اِسْحٰقَ ؕ اِنَّ رَبِّيْ لَسَمِيْعُ الدُّعَآءِ ﴿٣٩﴾ رَبِّ اجْعَلْنِيْ مُقِيْمَ الصَّلٰوةِ وَ مِنْ ذُرِّيَّتِيْ رَبَّنَا وَ تَقَبَّلْ دُعَآءِ ﴿٤٠﴾ رَبَّنَا اغْفِرْ لِيْ وَ لِوَالِدَيَّ وَ لِلْمُؤْمِنِيْنَ يَوْمَ يَقُوْمُ الْحِسَابُ ﴿٤١﴾

ইবরাহীম আঃএর দোয়া

৩৫. (স্মরণ করো! আল্লাহর কাছে দোয়া চেয়ে) যখন ইবরাহীম বললোঃ হে রাব্ব! এ (মক্কাহ) শহরকে নিরাপদ নগরে পরিণত করো, আমাকে এবং আমার আওলাদকে মূর্তিপূজা থেকে রক্ষা করো।

৩৬. হে রাব্ব! এরা (এসব মূর্তিগুলো) অনেক মানুষকে বিভ্রান্ত করেছে (অর্থাৎ এসব মুর্তির কারণে অনেক মানুষ বিভ্রান্ত হয়েছে) সুতরাং যে ব্যক্তি (শিরক বিরোধী অবস্থানে) আমার অনুকরণ করবে কেবল সে-ই আমার জাতিভুক্ত হবে আর যে আমার অনুকরণ করবে না (তাদের সাথে আমার কোনো সম্পর্ক নেই। তবে) তুমি ক্ষমাশীল, দয়াময়।

৩৭. হে রাব্ব! আমি আমার বংশধর (ইসমাইল)কে ফল-ফসলহীন এক উপত্যকায় রেখে গেলাম তোমার মহান ঘরের কাছে, যেন সালাত আদায় করে। (হে রাব্ব) তুমি মানুষের অন্তরকে

তাদের দিকে ধাবিত করো, ফল-ফলাদি দিয়ে তাদের রিজক দাও, যেন তারা শোকর আদায় করে। (অন্তরে নিয়ামতের গুরুত্ব অনুধাবন করে মুখে স্বীকৃতি দেয়া এবং বাস্তব জীবনে আল্লাহর বিধান মেনে নেয়ার নাম শোকর আদায় করা।)

৩৮. হে রাব্ব! আমরা যা প্রকাশ করি আর যা গোপন করি তুমি সব-ই জানো। আসমান যমীনে কোনো কিছু-ই তোমার অজানা নয়।

৩৯. (ইব্রাহীম আরও বলল) সকল প্রশংসার মালিক আল্লাহ যিনি বৃদ্ধ বয়সে আমাকে ইসমাঈল ও ইসহাক্ব দান করেছেন। নিশ্চয় আমার প্রভু (বান্দার) দোয়া শোনেন।

৪০. হে রাব্ব! আমাকে ও আমার বংশধরকে সালাত কায়েমকারী বানাও এবং আমাদের দোয়া কবুল করো।

৪১. হে রাব্ব! চূড়ান্ত হিসাবের দিন আমাকে, আমার পিতামাতাকে এবং মুঅমিনদেরকে মাফ করে দিও।

জ্ঞাতব্যঃ কাফির মুশরিকদের জন্য মাগফিরাতের দোয়া করা বৈধ নয়। ইবরাহীম আঃ প্রথমে পিতার জন্য দোয়া করে ছিলেন। পরে নিষিদ্ধ জানার পর আর করেননি।

وَ لَا تَحْسَبَنَّ اللّٰهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظّٰلِمُوْنَ ۬ؕ اِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيْهِ الْاَبْصَارُ ﴿٤٢﴾
مُهْطِعِيْنَ مُقْنِعِيْ رُءُوْسِهِمْ لَا يَرْتَدُّ اِلَيْهِمْ طَرْفُهُمْ ۚ وَ اَفْـِٕدَتُهُمْ هَوَآءٌ ﴿٤٣﴾

হাশরের দিনে পাপিষ্ঠদের অবস্থা

৪২. পাপিষ্ঠরা যা করছে এ ব্যাপারে আল্লাহকে যেন গাফিল মনে করে না। (তাদের এসব পাপ এবং এর সাজা সম্পর্কে তিনি অবশ্য-ই অবগত) তবে তিনি সেদিন পর্যন্ত অবকাশ দেন যেদিন তাদের চক্ষু ভড়কে যাবে (অর্থাৎ হাশরের দিন)।

৪৩. (যেদিন) তারা ভীতসন্ত্রস্ত হয়ে আকাশের দিকে মাথা তুলে দৌড়াতে থাকবে, অন্যদিকে ভ্রূক্ষেপও করবে না, তাদের অন্তর তখন শূন্য হয়ে যাবে।

وَ اَنْذِرِ النَّاسَ يَوْمَ يَاْتِيْهِمُ الْعَذَابُ فَيَقُوْلُ الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا رَبَّنَاۤ اَخِّرْنَاۤ اِلٰۤى اَجَلٍ قَرِيْبٍ ۙ نُّجِبْ دَعْوَتَكَ وَ
نَتَّبِعِ الرُّسُلَ ؕ اَوَ لَمْ تَكُوْنُوْۤا اَقْسَمْتُمْ مِّنْ قَبْلُ مَا لَكُمْ مِّنْ زَوَالٍ ﴿٤٤﴾ وَّ سَكَنْتُمْ فِيْ مَسٰكِنِ
الَّذِيْنَ ظَلَمُوْۤا اَنْفُسَهُمْ وَ تَبَيَّنَ لَكُمْ كَيْفَ فَعَلْنَا بِهِمْ وَ ضَرَبْنَا لَكُمُ الْاَمْثَالَ ﴿٤٥﴾ وَ قَدْ مَكَرُوْا
مَكْرَهُمْ وَ عِنْدَ اللّٰهِ مَكْرُهُمْ ؕ وَ اِنْ كَانَ مَكْرُهُمْ لِتَزُوْلَ مِنْهُ الْجِبَالُ ﴿٤٦﴾

কাফিরদের ব্যর্থ আর্তনাদ

৪৪. সেদিনের ব্যাপারে মানুষকে সাবধান করে দাও! যেদিন তাদের কাছে আযাব চলে আসবে, তখন কাফিররা বলবেঃ হে রাব্ব! আমাদেরকে একটু অবকাশ দাও! তোমার দাওয়াত আমরা মেনে নেব এবং রাসূলের অনুকরণ করব। (তাদের বলা হবে) ইতোপূর্বে তোমরা শপথ করে বলতেঃ তোমাদের কখনো পতন হবে না।

৪৫. অথচ তোমরা তাদের জনপদেই বসবাস করেছ যারা নিজের উপর অবিচার (পাপ) করেছিল। আর তাদের সাথে আমি কি আচরণ করেছি সে ব্যাপারেও তোমরা অবগত ছিলে, আমি তোমাদের কাছে তাদের উপমাও তুলে ধরেছিলাম (তাসত্ত্বেও তোমরা আমার বিধান প্রত্যাখ্যান করে নবীর আদর্শ ত্যাগ করে পাপিষ্ঠদের পথ ধরেছ। এখন আহাজারি করে কোনো লাভ হবে না, তোমাদেরকে নিজ নিজ কর্মফল ভোগ করতে-ই হবে।)

৪৬. (হে আমার বান্দা শুনো) তারা তাদের (দ্বীন বিরোধী) চক্রান্ত করে-ই যাচ্ছে, (তুমিও জানিয়ে দাও) তাদের চক্রান্তে পাহাড় টলে গেলেও আল্লাহর কাছে সকল চক্রান্ত-ই (নিষ্ফল ও ব্যর্থ হয়।)

فَلَا تَحْسَبَنَّ اللّٰهَ مُخْلِفَ وَعْدِهٖ رُسُلَهٗ ؕ اِنَّ اللّٰهَ عَزِيْزٌ ذُو انْتِقَامٍ ﴿٤٧﴾ يَوْمَ تُبَدَّلُ الْاَرْضُ غَيْرَ الْاَرْضِ وَ السَّمٰوٰتُ وَ بَرَزُوْا لِلّٰهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ ﴿٤٨﴾ وَ تَرَى الْمُجْرِمِيْنَ يَوْمَئِذٍ مُّقَرَّنِيْنَ فِي الْاَصْفَادِ ﴿٤٩﴾ سَرَابِيْلُهُمْ مِّنْ قَطِرَانٍ وَّ تَغْشٰى وُجُوْهَهُمُ النَّارُ ﴿٥٠﴾ لِيَجْزِيَ اللّٰهُ كُلَّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ ؕ اِنَّ اللّٰهَ سَرِيْعُ الْحِسَابِ ﴿٥١﴾

আল্লাহর প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করেন না

৪৭. মনে করো না (পাপিষ্ঠদের ব্যাপারে) "আল্লাহ তদীয় রাসূলগণকে যেসব প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন তিনি এর কোনোটি ভঙ্গ করবেন"। নিশ্চয় আল্লাহ মহাপরাক্রমশালী, প্রতিশোধ গ্রহণকারী।

৪৮. (তবে তিনি এখন প্রতিশোধ নেবেন না। তাঁর মূল প্রতিশোধ হবে পরকালে) যে দিন এ যমীনকে অন্য যমীনে (তথা সমতল মাঠে) রূপান্তরিত করা হবে আর আকাশসমূহকেও (উত্তমরূপে সাজানো হবে।) সেদিন সবাই মহাপরাক্রমশালী এক আল্লাহর সামনে হাজির (হয়ে চূড়ান্ত বিচারের সম্মুখীন) হবে।

৪৯. সে দিন তুমি দেখবে পাপিষ্ঠরা তার সামনে জিঞ্জিরে বাঁধা অবস্থায় পড়ে আছে।

৫০. সে দিন তাদেরকে আলকাতরার পোশাক পরিয়ে দেওয়া হবে আর আগুন তাদের মুখমন্ডল ঢেকে ফেলবে।

৫১. আল্লাহ তাদের প্রত্যেক ব্যক্তিকে এভাবেই সাজা দেবেন। আল্লাহ খুব দ্রুত হিসাব গ্রহণকারী।

هٰذَا بَلٰغٌ لِّلنَّاسِ وَ لِيُنْذَرُوْا بِهٖ وَ لِيَعْلَمُوْٓا اَنَّمَا هُوَ اِلٰهٌ وَّاحِدٌ وَّ لِيَذَّكَّرَ اُولُوا الْاَلْبَابِ ﴿٥٢﴾

মেনে চলবে কেবল বুদ্ধিমান লোকেরা-ই

৫২. এটা (এ কুরআন) হলো চূড়ান্ত বাণী (এর পর আর কোনো বাণী পাঠানো হবে না।) তাই এর মাধ্যমে মানুষ যেন সাবধান হয়ে যায় এবং তারা যেন জেনে রাখেঃ আল্লাহ-ই একমাত্র ইলাহ। (এ কুরআনের বিধান) মেনে চলবে কেবল বুদ্ধিমান লোকেরা-ই।

জ্ঞাতব্যঃ বাস্তব জীবনে যারা কুরআনের বিধান মেনে চলে তারা-ই আসল বুদ্ধিমান আর যারা অন্য পথে চলে তারা হলো আসল মূর্খ। কারণ চিরস্থায়ী জীবনে তারা নিজেকে জাহান্নাম থেকে বাঁচাতে পারলো না।

সূরাহ আল-হিজর ১৫ سورة الحجر

হি'জর আরবের একটি জায়গার নাম। বর্তমান সৌদি আরবে অবস্থিত হি'জর নামক এলাকাটি ছিল ছামূদ জাতির আবাসস্থল। তারা পাহাড় কেটে যেসব ঘরবাড়ি বানিয়েছিল এসব এখনো বিদ্যমান আছে। এ সূরায় ৮০-৮২ তম আয়াতে হিজরবাসীর কথা আলোচনা করা হয়েছে। (কম্পিউটার বা মোবাইলে গোগলে গিয়ে "হিজর" বা মাকানু ছামূদ লিখে সার্চ দিলে তাদের ঘরবাড়ির ছবি ও ভিডিও দেখা যাবে) সূরাহটি মাক্কী। সূরাহ ইউসুফের পর নাযিল হয়েছে। এ সূরায় মোট আয়াত ৯৯টি।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

الٓرٰ تِلْكَ اٰيٰتُ الْكِتٰبِ وَ قُرْاٰنٍ مُّبِيْنٍ ﴿١﴾

বিসমিল্লাহি-র-রাহমানি-র-রাহীম

১. আলিফ লা-ম-রা (এসব বিচ্ছিন্ন বর্নমালা। এসবের অর্থ মর্ম এবং এভাবে ব্যবহারের উদ্দেশ্য কেউ জানে না আল্লাহ ছাড়া।) এসব হলো আল্লাহর কিতাব ও সুস্পষ্ট কুরআনের আয়াত।

رُبَمَا يَوَدُّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لَوْ كَانُوْا مُسْلِمِيْنَ ﴿٢﴾ ذَرْهُمْ يَاْكُلُوْا وَ يَتَمَتَّعُوْا وَ يُلْهِهِمُ الْاَمَلُ فَسَوْفَ يَعْلَمُوْنَ ﴿٣﴾

দুনিয়ার ভোগ বিলাসিতায় যারা মেতে থাকে

২. যারা কুফর করছে তারা এক সময় (কুফরের কারণে যখন জাহান্নামে যেতে হবে তখন) আফসোস করবেঃ যদি তারা মুসলিম হত..!

৩. (সুতরাং এখন) তাদেরকে ছেড়ে দাও, তারা পানাহার ও ভোগ বিলাসিতায় মেতে থাকুক। আসলে (অর্থ, সম্পদ, যশ, খ্যাতি, নেতৃত্ব, ক্ষমতা, ইত্যাদি বিষয়ে দুনিয়ার প্রতি আসক্তি এবং) অতি আকাঙ্খা তাদেরকে অস্থির করে তুলেছে। (তবে এর অশুভ পরিণতির সম্পর্কে) তারা অচিরেই জেনে যাবে।

وَ مَاۤ اَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ اِلَّا وَ لَهَا كِتَابٌ مَّعْلُوْمٌ ﴿٤﴾ مَا تَسْبِقُ مِنْ اُمَّةٍ اَجَلَهَا وَ مَا يَسْتَاْخِرُوْنَ ﴿٥﴾

সবকিছুর জন্য-ই মেয়াদ নির্ধারিত এবং লিপিবদ্ধ

৪-৫. (পাপের কারণে) অতীতে যেসব জনপদ আমি ধ্বংস করেছি এদের সবার মেয়াদ নির্ধারিত ও লিপিবদ্ধ ছিল। কোনো জাতির ধ্বংসই আগে আসে না, বিলম্বও হয় না।

জ্ঞাতব্যঃ প্রতিটি ব্যক্তির হায়াত যেমন নির্ধারিত। তেমনি প্রতিটি জাতির হায়াতও নির্ধারিত। ব্যক্তির হায়াত শেষ হলে ব্যক্তি মারা যায় আর জাতির হায়াত শেষ হলে জাতি ধ্বংস হয়ে যায়।

وَ قَالُوْا يٰۤاَيُّهَا الَّذِیْ نُزِّلَ عَلَيْهِ الذِّكْرُ اِنَّكَ لَمَجْنُوْنٌ ﴿٦﴾ لَوْ مَا تَاْتِيْنَا بِالْمَلٰٓئِكَةِ اِنْ كُنْتَ مِنَ الصّٰدِقِيْنَ ﴿٧﴾ مَا نُنَزِّلُ الْمَلٰٓئِكَةَ اِلَّا بِالْحَقِّ وَ مَا كَانُوْۤا اِذًا مُّنْظَرِيْنَ ﴿٨﴾ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَ اِنَّا لَهٗ لَحٰفِظُوْنَ ﴿٩﴾

নবী, কুরআন, ফিরিস্তা ও যিকর

৬-৭. তারা (রাসূলকে উদ্দেশ্য করে) বলেঃ হে ওই ব্যক্তি যার উপর যিকর (কুরআন) নাযিল হয়েছে, অবশ্য-ই তুমি একজন উন্মাদ। তুমি যদি সত্য-ই রাসূল হতে তবে কেন ফিরিস্তা এনে আমাদের সামনে হাজির করো না? (নবীকে গালি দেওয়া কুফর।)

৮. (তাদের প্রত্যুত্তরে আমার পক্ষ থেকে বলে দাওঃ আমার রীতি হলো) আমি (আল্লাহ) ফিরিস্তা পাঠাই (সব শেষে) চূড়ান্ত ফয়সালা দিয়ে এবং তখন (ফিরিস্তা এসে গেলে) আর কাউকে অবকাশ দেয়া হয় না।

৯. আমি-ই এ যিকর (আল-কুরআন) নাযিল করেছি এবং আমি-ই এর হেফাজত করব। (কুরআন হেফাজতের দায়িত্ব নিয়েছেন স্বয়ং আল্লাহ। তাই কুরআনকে বদলানো যাবে না)

যিকর পরিচিতিঃ যিকর অর্থ স্মরণ, স্মরণিকা, আলোচনা, সমালোচনা, বাণী ইত্যাদি। আমাদের বাংলা সমাজে শব্দটিকে একটু বদলিয়ে বলা হয় যিকির বা জিকির। আল কুরআনের অনেক জায়গায় যিকর বলে আল-কুরআনকে বোঝানো হয়েছে, অনেক জায়গায় নামাযকে যিকর বলা হয়েছে। মোট কথা যিকর শব্দটি আল কুরআনে অনেক অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। যেমনঃ আল-কুরআন, ইবাদাত, নামায, আলোচনা, সমালোচনা, স্মরণ, জ্ঞান, শারীয়াহ, জীবন বিধান, উপদেশ, ইত্যাদি। কিন্তু আমাদের সমাজের কিছু মানুষ শব্দটিকে বিচ্যুত করে যিকর বলে বোঝিয়ে থাকেনঃ পীরের বানানো তরিকা অনুযায়ী বিশেষ নিয়মে এবং বিশেষ ভঙ্গিতে কিছু শব্দ জপ করা। তারা শব্দটিকে তার মূল ধারা থেকে বিচ্যুত করে অনেকটা ভিন্ন ধারায় নিয়ে যেভাবে আসল অর্থ থেকে অন্য ধারায় প্রবাহিত করছেন এটা অবশ্যই "তাহরীফ" হিসেবে গণ্য হবে। (যিকর সম্পর্কে আরও জানতে দেখুন "ডিপ্লোমা ইন শারীয়াহ সিলেবাস")

وَ لَقَدْ اَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ فِیْ شِيَعِ الْاَوَّلِيْنَ ﴿١٠﴾ وَ مَا يَاْتِيْهِمْ مِّنْ رَّسُوْلٍ اِلَّا كَانُوْا بِهٖ يَسْتَهْزِءُوْنَ ﴿١١﴾ كَذٰلِكَ نَسْلُكُهٗ فِیْ قُلُوْبِ الْمُجْرِمِيْنَ ﴿١٢﴾

রাসূল নিয়ে উপহাস

১০-১২. (হে নবী!) তোমার আগে আমি আরও অনেক গোত্রের কাছে-ই রাসূল পাঠিয়েছি। এবং

যখন-ই তাদের কাছে কোনো রাসূল এসেছে তারা তাকে নিয়ে উপহাস করেছে। এভাবে-ই (রাসূল নিয়ে উপহাস করা) পাপিষ্ঠদের অন্তরে সাধারণ নিয়মে পরিণত হয়েছে।

ঈমান ও আক্বীদাহঃ কোনো রাসূল বা রাসূলের আনিত রীতিনীতি নিয়ে উপহাস করা কুফর। কোনো মুসলিম এমন করলে তার ঈমান বিনষ্ট হয়ে সকল আ'মাল নিষ্ফল ও বরবাদ হয়ে যাবে এবং সে হয়ে যাবে চির জাহান্নামী মুনাফিক। মুনাফিক মারা গেলে তাদের জানাযা পড়া বা তার জন্য দোয়া করাও নিষিদ্ধ। (দেখুন সূরাহ তাওবাহঃ ৮৪)

لَا يُؤْمِنُوْنَ بِهٖ وَ قَدْ خَلَتْ سُنَّةُ الْاَوَّلِيْنَ ﴿١٣﴾ وَ لَوْ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَابًا مِّنَ السَّمَآءِ فَظَلُّوْا فِيْهِ يَعْرُجُوْنَ ﴿١٤﴾ لَقَالُوْٓا اِنَّمَا سُكِّرَتْ اَبْصَارُنَا بَلْ نَحْنُ قَوْمٌ مَّسْحُوْرُوْنَ ﴿١٥﴾

কুরআনের বিধান মানতে যারা শর্ত দেয়

১৩. (হে নবী! তুমি যত-ই বুঝাও এবং যত-ই চাও) তারা এতে ঈমান আনবে না (তথা আল-কুরআন এবং এর বিধান মেনে নেবে না। তবে তুমি চিন্তা করো না। আল্লাহর বিধান না মানার কারণে) অতীত জাতিসমূহের (উপর আযাবের) চিরাচরিত নিয়ম চলে আসছে।

১৪-১৫. (কুরআন মানার শর্ত হিসেবে তারা নানা ধরণের নিদর্শন দেখাতে বলে। কিন্তু আসল ব্যাপার হলো) আমি যদি আকাশের দোয়ারও খুলে দেই আর তারা তাতে আরোহণ করে (তবুও তারা মেনে নেবে না বরং তখন) বলবেঃ (এসব নিদর্শন সত্য নয়) আমাদের চোখে ধাঁধা লাগানো হয়েছে, আমাদেরকে যাদু করা হয়েছে।

জ্ঞাতব্যঃ সৃষ্টির স্বভাবজাত ধর্ম ইসলাম। ইসলাম মানব জীবনকে সহজ পথে চালাতে চায়। ইসলামের বিধানসমূহ বাস্তবমুখী ও সহজ সরল। যারা এ সহজ সরল নীতি মানতে নানা শর্ত ও নানা বাহানা তৈরি করে তারা কোনো দিনই মেনে নেবে না। তাদের সকল শর্ত পূর্ণ হলেও না।

وَ لَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَآءِ بُرُوْجًا وَّ زَيَّنّٰهَا لِلنّٰظِرِيْنَ ﴿١٦﴾ وَ حَفِظْنٰهَا مِنْ كُلِّ شَيْطٰنٍ رَّجِيْمٍ ﴿١٧﴾

আকাশের বুরুজ

১৬-১৭. আমি (আল্লাহ) দর্শনার্থীদের জন্য আকাশকে শোভিত করেছি, বানিয়েছি অনেকগুলো বুরুজ (স্টেশন, গ্রহ নক্ষত্র) এবং একে সুরক্ষিত করেছি অভিশপ্ত সকল শয়তান থেকে।

কুরআন বিজ্ঞান ও ঈমানঃ আয়াত দুটি বিজ্ঞানময়। এখানে আকাশের বুরুজ সম্পর্কিত বিজ্ঞান এবং শয়তান থেকে সংরক্ষণ বিষয়ের ঈমান এ উভয় বিষয়ের সমন্বয় করা হয়েছে।

জ্ঞাতব্যঃ সৃষ্টি জগত পরিচালনায় মহান আল্লাহর রীতি হলোঃ আগামী এক বছরে সংগঠিত সকল বিষয় দুনিয়ায় দায়িত্বরত ফিরিস্তাদের হাওয়ালা করে দেয়া। আল্লাহর সকল ঘোষণা হয় মৌখিক। একদল ফিরিস্তা অন্য দল ফিরিস্তার কাছে মৌখিক ভাবেই এসব তথ্য আদান-প্রদান করে থাকেন।

আগেকার দিনে শয়তানরা আকাশে উঠে যেত এবং ফিরিস্তাদের তথ্য আদান-প্রদানকালে এসব সংবাদ সংগ্রহ করে দুনিয়ার জ্যোতিষীদের কাছে বলে দিত। আর এজন্য-ই তখন জ্যোতিষীদের কথা সত্য হত। এর-ই ধারাবাহিকতায় জ্যোতিষীদের কথা বিশ্বাস করে মূসা আঃ এর আগমন ঠেকাতে শিশু হত্যায় মেতেছিল মিশরের রাজা ফেরাউন। আর ইবরাহীম আঃ এর আগমন ঠেকাতে ইরাকের রাজা নমরূদ দেশের সকল নারী ও পুরুষকে আলাদা করে

রেখেছিল।
কিন্তু ঈসা আঃএর জন্মের পর শয়তানদের আকাশে আরোহণ নিয়ন্ত্রিত হয়ে যায় এবং মুহাম্মাদ সাঃ এর জন্মের পর সম্পূর্ণরূপে বন্ধ হয়ে যায়। (এ সম্পর্কে আরও জানতে সূরাহ জিন্ন দেখে নিন)

إِلَّا مَنِ اسْتَرَقَ السَّمْعَ فَأَتْبَعَهُ شِهَابٌ مُّبِينٌ ﴿١٨﴾

মহাকাশে শয়তানদের আঘাত করা হয়

১৮. তবে কেউ (কোনো শয়তান) হঠাৎ ঝম্প মেরে যদি (মহাকাশে উঠে যায় এবং কোনোকিছু) শুনতে চায় তবে তার উপর নিক্ষেপ করা হয় জলন্ত অগ্নিশিখা।

কুরআন ও বিজ্ঞানঃ এ অগ্নিশিখা শয়তানকে মারা ফিরিস্তাদের ক্ষেপণাস্ত্র, বিজ্ঞানের ভাষায় একে বলা হয় উল্কাপিন্ড, ইংলিশে বলা হয় শুটিং ষ্টার আর আমাদের বাংলা সমাজে বলা হয় "তারা পরা।

وَالْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنبَتْنَا فِيهَا مِن كُلِّ شَيْءٍ مَّوْزُونٍ ﴿١٩﴾ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشَ وَمَن لَّسْتُمْ لَهُ بِرَازِقِينَ ﴿٢٠﴾ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَّعْلُومٍ ﴿٢١﴾

আল্লাহর সৃষ্টি রহস্য, খাদ্য উৎপাদন ও সরবরাহ নীতি

১৯. আমি পৃথিবীকে বিস্তৃত করেছি এবং এতে স্থাপন করেছি পর্বতমালা। আমি এ পৃথিবীতে প্রতিটি বস্তু উৎপন্ন করি পরিমিতভাবে।
২০. আমি এ পৃথিবীতে তোমাদের জীবিকা নির্ধারণ করে দিয়েছি এবং অন্যদেরও (জীবিকা নির্ধারণ করে দিয়েছি) যাদের জীবিকা দিতে তোমরা সক্ষম ছিলে না। (চিন্তা করুন আল্লাহর খাদ্য সরবরাহ সম্পর্কে)
২১. এমন কোনো বস্তু নেই যার অফুরন্ত ভান্ডার আমার কাছে বিদ্যমান নেই আর আমি এসবকিছু প্রেরণ করি পরিমিতভাবে। (ভেবে দেখুন আল্লাহর খাদ্য বন্টন পদ্ধতি নিয়ে)

কুরআন ও বিজ্ঞানঃ এ আয়াতে ভূ প্রকৃতি, ভূমির গঠন প্রক্রিয়া, মৃত্তিকা বিজ্ঞান, পাহাড়পর্বত ও উৎপাদন সম্পর্কে বলা হয়েছে। এ আয়াতকে কেন্দ্র করে সৃষ্টি রহস্য ও উৎপাদন নীতি নিয়ে চিন্তা করুন।

وَأَرْسَلْنَا الرِّيَاحَ لَوَاقِحَ فَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَسْقَيْنَاكُمُوهُ وَمَا أَنتُمْ لَهُ بِخَازِنِينَ ﴿٢٢﴾ وَإِنَّا لَنَحْنُ نُحْيِي وَنُمِيتُ وَنَحْنُ الْوَارِثُونَ ﴿٢٣﴾

আল্লাহর সার্বভৌমত্ব

২২. আমি-ই প্রেরন করি বৃষ্টিগর্ভ বাতাস এবং আকাশ থেকে বর্ষণ করি পানি, যা তোমরা পান করো। আর (এসব-ই আমার নিয়ন্ত্রণাধীন) এসব ভান্ডার তোমাদের কাছে নেই।
২৩. আমি-ই জীবন দেই এবং আমি-ই মৃত্যু দেই আর আমি-ই সবকিছুর মালিক।

জ্ঞাতব্যঃ মালিকানা দুই প্রকার। বিধিবদ্ধ মালিকানা ও সার্বিক মালিকানা বা সার্বভৌম মালিকানা তথা সার্বভৌমত্ব।

- ❖ যে মালিকানা আইনের আওতাধীন, যে মালিকানায় জবাবদিহিতা আছে, যে মালিকানায় নিয়ম বা বিধান মেনে চলতে হয়, এটা হলো বিধিবদ্ধ মালিকানা। আল্লাহ ছাড়া অন্য সকলের মালিকানা বিধিবদ্ধ।
- ❖ আর যে মালিকানা কোনো আইন বা নিয়মের আওতাধীন নয়, যে মালিকানায় কোনো জবাবদিহিতা নেই, যে মালিকানায় যা ইচ্ছা তাই করা যায়, এটা হলো সার্বিক মালিকানা বা সার্বভৌম মালিকানা। একমাত্র আল্লাহর মালিকানা-ই সার্বিক ও সার্বভৌম।

وَ لَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَقْدِمِيْنَ مِنْكُمْ وَ لَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَاْخِرِيْنَ ﴿٢٤﴾ وَ اِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَحْشُرُهُمْ ؕ اِنَّهٗ حَكِيْمٌ عَلِيْمٌ ﴿٢٥﴾

আল্লাহর জ্ঞান ও ক্ষমতা

২৪-২৫. যারা ইতোপূর্বে গত হয়েছে আমি তাদের ব্যাপারে অবগত আছি আর যারা পরে আসবে তাদের ব্যাপারেও আমি অবগত।

(হাশরের মায়দানে) তোমার রাব্ব অবশ্য-ই সবাইকে জমা করবেন। নিশ্চয় তিনি মহাকৌশলী, মহাজ্ঞানী।

وَ لَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَاٍ مَّسْنُوْنٍ ﴿٢٦﴾ وَ الْجَآنَّ خَلَقْنٰهُ مِنْ قَبْلُ مِنْ نَّارِ السَّمُوْمِ ﴿٢٧﴾

মানব ও দানব সৃষ্টির মূল উপাদান

২৬-২৭.আমি মানুষ সৃষ্টি করেছি ঠনঠনে শুকনা মাটি দিয়ে। আর এর আগে জিন্ন সৃষ্টি করেছি শিখাযুক্ত আগুন দিয়ে।

وَ اِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلٰٓئِكَةِ اِنِّيْ خَالِقٌۢ بَشَرًا مِّنْ صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَاٍ مَّسْنُوْنٍ ﴿٢٨﴾ فَاِذَا سَوَّيْتُهٗ وَ نَفَخْتُ فِيْهِ مِنْ رُّوْحِيْ فَقَعُوْا لَهٗ سٰجِدِيْنَ ﴿٢٩﴾ فَسَجَدَ الْمَلٰٓئِكَةُ كُلُّهُمْ اَجْمَعُوْنَ ﴿٣٠﴾ اِلَّاۤ اِبْلِيْسَ ؕ اَبٰۤى اَنْ يَّكُوْنَ مَعَ السّٰجِدِيْنَ ﴿٣١﴾

আদম আঃ এর সৃষ্টি এবং ফিরিস্তাদের সম্মানজনক সিজদাহ

২৮. (স্মরণ করো) তোমার রাব্ব যখন ফিরিস্তাদের বললেনঃ আমি ঠনঠনে শুকনা মাটি থেকে মানুষ সৃষ্টি করতে যাচ্ছি।

২৯. তার (আদমের) শারীরিক কাঠামো গঠন করার এবং তাতে রূহ ফুঁকে দেওয়ার পর তোমরা (তার প্রতি সম্মান জানাতে) তাকে সিজদাহ করবে।

৩০-৩১.(আদমকে জীবন দেবার পর) সকল ফিরিস্তা একত্রে সিজদাহ করেছে। শুধু ইবলিস ছাড়া, সে সিজদাহ করতে অস্বীকার করেছে।

قَالَ يٰٓاِبْلِيْسُ مَا لَكَ اَلَّا تَكُوْنَ مَعَ السّٰجِدِيْنَ ﴿٣٢﴾ قَالَ لَمْ اَكُنْ لِّاَسْجُدَ لِبَشَرٍ خَلَقْتَهٗ مِنْ صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَاٍ مَّسْنُوْنٍ ﴿٣٣﴾ قَالَ فَاخْرُجْ مِنْهَا فَاِنَّكَ رَجِيْمٌ ﴿٣٤﴾ وَّاِنَّ عَلَيْكَ اللَّعْنَةَ اِلٰى يَوْمِ الدِّيْنِ ﴿٣٥﴾

ইবলিসের কুতর্ক এবং অভিশপ্ত জীবন

৩২. আল্লাহ বললেনঃ ইবলিস! তোমার কি হয়েছে, তুমি কেন সিজদাহ করলে না?

৩৩. সে বললঃ আপনি যে মানুষকে ঠনঠনে শুকনা মাটি দিয়ে তৈরি করেছেন আমি তাকে সিজদাহ করতে পারব না।

৩৪-৩৫. আল্লাহ বললেনঃ এখান থেকে বেরিয়ে যাও, নিশ্চয় তুমি অভিশপ্ত। আর তোমার উপর এ অভিশাপ বিচার দিন পর্যন্ত বলবত থাকবে। (কারণ তুমি আল্লাহর আদেশ লঙ্ঘন করেছ)

قَالَ رَبِّ فَاَنْظِرْنِيْٓ اِلٰى يَوْمِ يُبْعَثُوْنَ ﴿٣٦﴾ قَالَ فَاِنَّكَ مِنَ الْمُنْظَرِيْنَ ﴿٣٧﴾ اِلٰى يَوْمِ الْوَقْتِ الْمَعْلُوْمِ ﴿٣٨﴾

ইবলিসের প্রার্থনা

৩৬. সে বললঃ হে রাব্ব! পুনরুত্থান দিবস পর্যন্ত আমাকে অবকাশ দিন।

৩৭-৩৮. আল্লাহ বললেনঃ তোমাকে অবকাশ দেয়া হলো। (তবে পুনরুত্থান দিবস পর্যন্ত নয়। বরং কিয়ামত) দিবসের নির্ধারিত সময় পর্যন্ত।

قَالَ رَبِّ بِمَآ اَغْوَيْتَنِيْ لَاُزَيِّنَنَّ لَهُمْ فِي الْاَرْضِ وَ لَاُغْوِيَنَّهُمْ اَجْمَعِيْنَ ﴿٣٩﴾ اِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِيْنَ ﴿٤٠﴾

ইবলিসের পলিসি

৩৯-৪০.সে বললঃ হে রাব্ব! যাদের জন্য আপনি আমাকে বিপদগামী করেছেন আমি তাদের জন্য (পাপকাজ ও পাপ পথকে) শোভিত করে দেখাব এবং তাদের বিভ্রান্ত করব। তবে আপনার খাঁটি বান্দাদের (পারব না)।

জ্ঞাতব্যঃ ইবলিসের পলিসি মূলত দুইটা। যথা..

ক. মন্দকাজ ও মন্দ পথকে শোভিত করে দেখানো তথা প্রতারণা।

খ. ছলচাতুরি ও নানা কৌশল অবলম্বন করে মানুষকে বিভ্রান্ত করা।

قَالَ هٰذَا صِرَاطٌ عَلَيَّ مُسْتَقِيْمٌ ﴿٤١﴾ اِنَّ عِبَادِيْ لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطٰنٌ اِلَّا مَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْغٰوِيْنَ ﴿٤٢﴾

আল্লাহর কাছে পৌঁছার একমাত্র পথ

৪১. আল্লাহ বললেনঃ এটা-ই (খাঁটি ও নির্ভেজাল থাকা-ই) আমার কাছে পৌঁছার একমাত্র সোজা পথ।

৪২. নিশ্চয় আমার বান্দারা (ঈমান ও নীতি আদর্শের উপর এতো মজবুত ও অবিচল থাকবে যে) তাদের উপর তোমার প্রভাব বিস্তার কারতে পারবে না। তবে যেসব বিভ্রান্ত লোকেরা তোমার আনুগত্য মেনে নেবে (তুমি শুধু তাদের উপর-ই প্রভাব বিস্তার করতে পারবে)

وَاِنَّ جَهَنَّمَ لَمَوْعِدُهُمْ اَجْمَعِيْنَ ﴿٤٣﴾ لَهَا سَبْعَةُ اَبْوَابٍ ؕ لِكُلِّ بَابٍ مِّنْهُمْ جُزْءٌ مَّقْسُوْمٌ ﴿٤٤﴾

শয়তান ও তার অনুসারীদের ঠিকানা

৪৩-৪৪. আর (যারা তোমার কথা মেনে নিয়ে বিভ্রান্ত হয়ে যাবে) তাদের সকলের প্রতিশ্রুত জায়গা হলো জাহান্নাম। এর রয়েছে ৭টি স্তর, প্রতিটি স্তর এক এক দলের ঠিকানা হবে।

اِنَّ الْمُتَّقِيْنَ فِىْ جَنّٰتٍ وَّ عُيُوْنٍ ﴿٤٥﴾ اُدْخُلُوْهَا بِسَلٰمٍ اٰمِنِيْنَ ﴿٤٦﴾ وَ نَزَعْنَا مَا فِىْ صُدُوْرِهِمْ مِّنْ غِلٍّ اِخْوَانًا عَلٰى سُرُرٍ مُّتَقٰبِلِيْنَ ﴿٤٧﴾ لَا يَمَسُّهُمْ فِيْهَا نَصَبٌ وَّ مَا هُمْ مِّنْهَا بِمُخْرَجِيْنَ ﴿٤٨﴾

জান্নাতের নিয়ামত

৪৫. নিশ্চয় মুত্তাক্বীগণ থাকবে ফোয়ারা আর বাগান বিশিষ্ট জান্নাতে (যে ব্যক্তি আল্লাহর ভয়ে কুফর শিরক ও পাপাচার থেকে বিরত থাকে তাকে মুত্তাক্বী বলে।)

৪৬. (তাদের বলা হবে) পূর্ণ শান্তি ও নিরাপত্তার সাথে তাতে প্রবেশ করো।

৪৭. আর (জান্নাতে প্রবেশের আগে-ই) আমি (আল্লাহ) তাদের অন্তর থেকে সকল প্রকার গিল্ল (হিংসা বিদ্বেষ রাগ গুস্বাসহ সকল প্রকার মন্দ ও অকল্যাণ) দূর করে দেব, তখন তারা চিরতরে একে অপরের আপন হয়ে যাবে এবং ভাই ভাই হিসেবে হেলান দিয়ে সামনা সামনি বসে (আড্ডা দেবে।)

৪৮. সেখানে কোনো বিষন্নতা তাদের স্পর্শই করবে না এবং কখনো সেখান থেকে বের করে দেয়া হবে না।

জ্ঞাতব্যঃ জান্নাতে আল-হায়াত নামে একটি নহর রয়েছে। জান্নাতীদেরকে জান্নাতে প্রবেশ করানোর আগে আল-হায়াতে গোসল করানো হবে এবং তখন তাদের শরীরে বহিরাগত ও ভিতরগত বেশ কিছু পরিবর্তন ঘটবে। বহিরাগত পরিবর্তন হিসেবে তাদের দেহ অবর্ণনীয় সুন্দর, সুঠাম ও চিরযুবক হয়ে যাবে। আর ভিতরগতভাবে শরীরের রক্ত প্রবাহ ও পরিপাকতন্ত্রের পদ্ধতি বদলে যাবে এবং সকল প্রকার মন্দ স্বভাব ও মন্দ অনুভূতিগুলো তাদের শরীর ও মন থেকে সরিয়ে ফেলা হবে।

نَبِّئْ عِبَادِيْٓ اَنِّيْٓ اَنَا الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ ﴿٤٩﴾ وَ اَنَّ عَذَابِيْ هُوَ الْعَذَابُ الْاَلِيْمُ ﴿٥٠﴾

আল্লাহর পক্ষ থেকে বিশেষ ঘোষণা

৪৯-৫০.আমার বান্দাদের বলে দাওঃ আমি ক্ষমাশীল, দয়াময়। এবং (সাথে সাথে এও বলে দাও যে) আমার আযাব বড়-ই কঠিন আযাব।

وَ نَبِّئْهُمْ عَنْ ضَيْفِ اِبْرٰهِيْمَ ﴿٥١﴾ اِذْ دَخَلُوْا عَلَيْهِ فَقَالُوْا سَلٰمًا ؕ قَالَ اِنَّا مِنْكُمْ وَجِلُوْنَ ﴿٥٢﴾ قَالُوْا لَا تَوْجَلْ اِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلٰمٍ عَلِيْمٍ ﴿٥٣﴾ قَالَ اَبَشَّرْتُمُوْنِيْ عَلٰٓى اَنْ مَّسَّنِيَ الْكِبَرُ فَبِمَ تُبَشِّرُوْنَ ﴿٥٤﴾ قَالُوْا بَشَّرْنٰكَ بِالْحَقِّ فَلَا تَكُنْ مِّنَ الْقٰنِطِيْنَ ﴿٥٥﴾ قَالَ وَ مَنْ يَّقْنَطُ مِنْ رَّحْمَةِ رَبِّهٖٓ اِلَّا الضَّآلُّوْنَ ﴿٥٦﴾ قَالَ فَمَا خَطْبُكُمْ اَيُّهَا الْمُرْسَلُوْنَ ﴿٥٧﴾ قَالُوْٓا اِنَّآ اُرْسِلْنَآ اِلٰى قَوْمٍ مُّجْرِمِيْنَ ﴿٥٨﴾ اِلَّآ اٰلَ لُوْطٍ ؕ اِنَّا لَمُنَجُّوْهُمْ اَجْمَعِيْنَ ﴿٥٩﴾ اِلَّا امْرَاَتَهٗ قَدَّرْنَآ ۙ اِنَّهَا لَمِنَ الْغٰبِرِيْنَ ﴿٦٠﴾

ইবরাহীম আ. ও ফিরিস্তা অতিথি

৫১-৫২. তাদের জানিয়ে দাওঃ ইবরাহীমের মেহমান সম্পর্কে, যখন তারা ইবরাহীমের ঘরে প্রবেশ করে বললঃ সালাম। ইবরাহীম (তাদের চিনতে পারলো না। বরং তাদের আচরণে ভয় পেয়ে গেল এবং) বললঃ আমরা আপনাদের ভয় পাচ্ছি।

৫৩. তারা (তখন নিজেদের পরিচয় দিয়ে) বললঃ ভয় পাবেন না, আমরা আপনাকে একজন জ্ঞানী ছেলের সুসংবাদ দিচ্ছি।

৫৪. ইবরাহীম বললঃ আমাকে (ছেলের) সুসংবাদ দিচ্ছেন! অথচ আমি বুড়া হয়ে গেছি! এ আবার কেমন সুসংবাদ দিচ্ছেন!!

৫৫. তারা বললঃ আমরা সঠিক সংবাদ-ই দিচ্ছি, আপনি হতাশ হবেন না।

৫৬-৫৭. ইবরাহীম বললঃ কেবল বিভ্রান্ত লোকেরাই আল্লাহর রহমত থেকে হতাশ হয়ে থাকে। সে আরও বললঃ হে (আল্লাহর) দূতগণ! আপনারা কোন কাজে প্রেরিত হয়েছেন?

৫৮-৬০. তারা বললঃ আমরা (লূত্ব আ.এর) পাপিষ্ঠ জাতির উপর (আযাব দিতে) প্রেরিত হয়েছি। তবে লূত্ব পরিবার বাদে, তাদেরকে (আযাব থেকে) মুক্ত রাখব। কিন্তু তার স্ত্রী ছাড়া, তাকেও পাপিষ্ঠদের সঙ্গে ধ্বংস করার ফয়সালা হয়েছে।

فَلَمَّا جَآءَ اٰلَ لُوْطِ الْمُرْسَلُوْنَ ﴿٦١﴾ قَالَ اِنَّكُمْ قَوْمٌ مُّنْكَرُوْنَ ﴿٦٢﴾ قَالُوْا بَلْ جِئْنٰكَ بِمَا كَانُوْا فِيْهِ يَمْتَرُوْنَ ﴿٦٣﴾ وَ اَتَيْنٰكَ بِالْحَقِّ وَ اِنَّا لَصٰدِقُوْنَ ﴿٦٤﴾ فَاَسْرِ بِاَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِّنَ الَّيْلِ وَ اتَّبِعْ

اَدۡبَارَهُمۡ وَ لَا يَلۡتَفِتۡ مِنۡكُمۡ اَحَدٌ وَّ امۡضُوۡا حَيۡثُ تُؤۡمَرُوۡنَ ﴿٦٥﴾ وَ قَضَيۡنَاۤ اِلَيۡهِ ذٰلِكَ الۡاَمۡرَ اَنَّ دَابِرَ هٰۤؤُلَاۤءِ مَقۡطُوۡعٌ مُّصۡبِحِيۡنَ ﴿٦٦﴾

লূত্ব আঃ ও ফিরিস্তা অতিথি

৬১-৬২. (মানুষরূপী ফিরিস্তা) দূতগণ যখন লূত্ব পরিবারের কাছে এলো তখন লূত্ব বললঃ আপনাদের চিনতে পারলাম না।

৬৩-৬৫. তারা বললঃ আমরা এমন কিছু (আযাব) নিয়ে এসেছি যে ব্যাপারে আপনার জাতি সন্দেহে দোদুল্যমান রয়েছে। আমরা ঠিক (সময়ে সঠিক সংবাদ) নিয়ে এসেছি এবং সত্য বলছিঃ রাত বাকি থাকতে-ই আপনি স্বপরিবারে পালিয়ে যান, আপনি যাবেন তাদের পিছনে পিছনে, (লক্ষ্য রাখবেন) আপনাদের কেউ যেন পিছন ফিরে না তাকায়। চলে যান যেখানে যেতে বলা হচ্ছে।

৬৬. আমরা (আমরা মানে আমি অর্থাৎ আল্লাহ নিজে। অধিক সম্মানার্থে "আমি" না বলে "আমরা" বলা হয়েছে) এ ব্যাপারে তাকে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত জানিয়ে দিলাম যে, আজ প্রত্যুষেই এদের বিনাশ করা হবে।

وَجَآءَ اَهۡلُ الۡمَدِيۡنَةِ يَسۡتَبۡشِرُوۡنَ ﴿٦٧﴾ قَالَ اِنَّ هٰۤؤُلَاۤءِ ضَيۡفِىۡ فَلَا تَفۡضَحُوۡنِ ﴿٦٨﴾ وَ اتَّقُوا اللّٰهَ وَ لَا تُخۡزُوۡنِ ﴿٦٩﴾ قَالُوۡۤا اَوَ لَمۡ نَنۡهَكَ عَنِ الۡعٰلَمِيۡنَ ﴿٧٠﴾ قَالَ هٰۤؤُلَاۤءِ بَنٰتِىۡۤ اِنۡ كُنۡتُمۡ فٰعِلِيۡنَ ﴿٧١﴾ لَعَمۡرُكَ اِنَّهُمۡ لَفِىۡ سَكۡرَتِهِمۡ يَعۡمَهُوۡنَ ﴿٧٢﴾ فَاَخَذَتۡهُمُ الصَّيۡحَةُ مُشۡرِقِيۡنَ ﴿٨٣﴾ فَجَعَلۡنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا وَ اَمۡطَرۡنَا عَلَيۡهِمۡ حِجَارَةً مِّنۡ سِجِّيۡلٍ ﴿٧٤﴾ اِنَّ فِىۡ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّلۡمُتَوَسِّمِيۡنَ ﴿٧٥﴾ وَ اِنَّهَا لَبِسَبِيۡلٍ مُّقِيۡمٍ ﴿٧٦﴾ اِنَّ فِىۡ ذٰلِكَ لَاٰيَةً لِّلۡمُؤۡمِنِيۡنَ ﴿٧٧﴾

আল্লাহর আযাব ও মৃত সাগর

৬৭. (লূত্ব আঃএর জাতি সমকামিতায় অভ্যস্থ ছিল। ফিরিস্তাগণ এসেছিলেন সন্ধ্যাবেলা, দল বেঁধে, সুন্দর ফুটফুটে কিশোররূপে। সংবাদ পেয়ে) নগরবাসী উল্লাসিত হয়ে ছুটে এলো।

৬৮-৬৯. (অবস্থা বেগতিক দেখে) লূত্ব বললঃ উনারা আমার মেহমান। তোমরা (উনাদের অপমানিত করে) আমার সম্মান নষ্ট করো না। (আমি উনাদের আশ্রয় ও নিরাপত্তা দিয়েছি।) তাই আল্লাহকে ভয় করো, আমাকে লাঞ্ছিত করো না।

৭০. তারা বললঃ দুনিয়া জোড়ে লোকজনকে (আশ্রয় ও নিরাপত্তার) ব্যাপারে তোমাকে কি আমরা নিষেধ করিনি? (তোমার নিরাপত্তা আমরা মানি না)

৭১. লূত্ব বললঃ ওই আমার মেয়েরা আছে, তোমরা কিছু করতে চাইলে (এদের বিয়ে করে নাও)

৭২. (মহান আল্লাহ মুহাম্মাদ সাঃকে বলছেন) তোমার জীবনের কসম! (বিকৃত যৌবনের) নেশায় এরা তখন অন্ধ হয়ে গিয়েছিল। (কিশোররূপী ফিরিস্তাদের ধরে নিতে এরা ধেয়ে এলো। ফিরিস্তা তখন

তাদের চুখে বালি ছুড়ে মারলো। ফলে তারা অন্ধ হয়ে চক্ষু যন্ত্রণায় কাত্রাতে লাগলো। এবং এভাবে-ই রাত শেষে ভোর হয়ে এলো।)

৭৩-৭৪. ভোরবেলা তাদের পেয়ে গেল ভয়ানক গর্জন। আমি তখন তাদের উঁচু ভূমিকে নিচু (সাগরে পরিণত) করে দিলাম (যে সাগরের নাম মৃত সাগর), তাদের উপর বর্ষণ করলাম পুড়া মাটির পাথুরে বৃষ্টি। (এখনো মৃত সাগরের কিনারে মাঝে মাঝে এক দুইটি পাথর পাওয়া যায় যা দুনিয়ার সকল মাটি ও পাথর থেকে ভিন্ন)

৭৫-৭৭. নিশ্চয় এতে শিক্ষা রয়েছে তাদের জন্য যারা পর্যবেক্ষণের ক্ষমতা রাখে। এবং এ অঞ্চল (ফিলিস্তিনের) পথে এখনো বিদ্যমান আছে। নিশ্চয় এতে শিক্ষা রয়েছে মুঅমিনদের তরে।

وَ اِنْ كَانَ اَصْحٰبُ الْاَيْكَةِ لَظٰلِمِيْنَ ﴿۷۸﴾ فَانْتَقَمْنَا مِنْهُمْ ۘ وَ اِنَّهُمَا لَبِاِمَامٍ مُّبِيْنٍ ﴿۷۹﴾ وَ لَقَدْ كَذَّبَ اَصْحٰبُ الْحِجْرِ الْمُرْسَلِيْنَ ﴿۸۰﴾ وَ اٰتَيْنٰهُمْ اٰيٰتِنَا فَكَانُوْا عَنْهَا مُعْرِضِيْنَ ﴿۸۱﴾ وَ كَانُوْا يَنْحِتُوْنَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوْتًا اٰمِنِيْنَ ﴿۸۲﴾ فَاَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ مُصْبِحِيْنَ ﴿۸۳﴾ فَمَاۤ اَغْنٰى عَنْهُمْ مَّا كَانُوْا يَكْسِبُوْنَ ﴿۸۴﴾

আইকাহবাসী ও হিজরবাসীর পরিণতি

৭৮-৭৯. আইকাহবাসী (তথা শুয়াইব আঃএর জাতি)ও পাপিষ্ঠ ছিল (বর্তমান সৌদি আরবের একটি প্রসিদ্ধ শহর তবুক, এই তবুকের আদি নাম আইকাহ। আইকাহবাসী আমার সাথে বিদ্রোহ করেছিল) ফলে আমি তাদের থেকে প্রতিশোধ নিয়েছি। উভয় জনপদ-ই (মৃত সাগর ও আইকাহ মক্কা থেকে শাম যাবার) পথের ধারে বিদ্যমান।

৮০-৮২. (মদীনাহ থেকে তবুকের পথে অবস্থিত) হি'জরবাসীও রাসূলগণকে প্রত্যাখ্যান করেছে। আমি তাদেরকে যে বিধান দিয়েছিলাম তারা এসব উপেক্ষা করেছে। তারা নিরাপদ আবাসনের জন্য পাহাড় কেটে ঘর তৈরি করত (যেসব ঘরবাড়ি আজো সৌদি আরবে বিদ্যমান আছে।)

৮৩-৮৪. (কিন্তু শেষ রক্ষা হয়নি) এক প্রত্যুষে বিকট গর্জন তাদের আচ্ছাদিত করলো (আর সবাই মরে গেল) তাদের অর্জন কোনো কাজে-ই এলো না।

وَ مَا خَلَقْنَا السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضَ وَ مَا بَيْنَهُمَاۤ اِلَّا بِالْحَقِّ ؕ وَ اِنَّ السَّاعَةَ لَاٰتِيَةٌ فَاصْفَحِ الصَّفْحَ الْجَمِيْلَ ﴿۸۵﴾ اِنَّ رَبَّكَ هُوَ الْخَلّٰقُ الْعَلِيْمُ ﴿۸۶﴾ وَ لَقَدْ اٰتَيْنٰكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِيْ وَ الْقُرْاٰنَ الْعَظِيْمَ ﴿۸۷﴾ لَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ اِلٰى مَا مَتَّعْنَا بِهٖۤ اَزْوَاجًا مِّنْهُمْ وَ لَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَ اخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِيْنَ ﴿۸۸﴾ وَ قُلْ اِنِّيْۤ اَنَا النَّذِيْرُ الْمُبِيْنُ ﴿۸۹﴾

আল্লাহ, রাসূল, সূরাহ ফাতিহাহ এবং কাফিরদের বিলাস সামগ্রী

৮৫-৮৬. আসমানসমূহ এবং যমীন আর উভয়ের মধ্যখানের কোনোকিছু-ই আমি অকারণে সৃষ্টি করিনি। (সৃষ্টির উদ্দেশ্য ইবাদাত, যখন ইবাদাত করার মত কেউ থাকবে না তখন সব ধ্বংস করে দেব।) নিশ্চয় এ সময় আসন্ন। তাই তুমি (সকল প্রকার পাপ ও পাপীদেরকে) সুন্দর করে এড়িয়ে চলো ও উপেক্ষা করো। নিশ্চয় তোমার রাব্ব হলেন মহান স্রষ্টা, মহাজ্ঞানী।

৮৭. আমি তোমাকে দান করেছি বারবার পঠিত সাত (আয়াত বিশিষ্ট সূরাহ ফাতিহা'হ) এবং মহান কুরআন।

৮৮-৮৯. আমি কাফিরদেরকে জোড়ায় জোড়ায় বিলাস সামগ্রী দিয়েছি, তারা বিলাসিতায় মেতে থাকবে। তুমি এসবের প্রতি ভ্রুক্ষেপ করো না এবং তাদের নিয়ে ভেব না। বরং তোমার বাহুকে মুঅমিনদের জন্য প্রসারিত করো আর বলোঃ আমি শুধু-ই একজন সুস্পষ্ট সতর্ককারী।

كَمَآ اَنْزَلْنَا عَلَى الْمُقْتَسِمِيْنَ ﴿٩٠﴾ الَّذِيْنَ جَعَلُوا الْقُرْاٰنَ عِضِيْنَ ﴿٩١﴾ فَوَرَبِّكَ لَنَسْـَٔلَنَّهُمْ اَجْمَعِيْنَ ﴿٩٢﴾ عَمَّا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ﴿٩٣﴾

আল্লাহর কিতাব নিয়ে বিভক্তি ও দলাদলি

৯০-৯১.আমি যেমন তাদের (ইয়াহুদ নাসারাদের) প্রতি কিতাব নাযিল করেছি, যারা দলেদলে বিভক্ত হয়ে (বিভ্রান্ত হয়ে) গেছে (তেমনি তোমার প্রতি নাযিলকৃত কিতাবটি যাদের জন্য নাযিল করেছি) তারাও এ কুরআনকে বিভাজনের হাতিয়ার বানাবে।

৯২-৯৩. তোমার প্রভুর কসম! (যে বা যারা এ কিতাবকে বিভাজনের হাতিয়ার বানাবে) তাদেরকে এজন্য জবাবদিহি করতে হবে। (দ্বীন নিয়ে দলাদলি সম্পর্কে জানতে দেখুনঃ সূরাহ মুঅমিনূনঃ ৫৩। জবাবদিহি করতে হবে) তাদের প্রতিটি কাজের জন্য। (আল্লাহর কিতাব ও দ্বীন নিয়ে বিভক্তি ও বিভাজন তৈরি করে দলাদলি করা কুফর। যারা এমন করে রাসূল সাঃএর সাথে তাদের সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে যায়। দেখুন সূরাহ আনয়া'মঃ ১৫৯)

فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ وَ اَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِيْنَ ﴿٩٤﴾ اِنَّا كَفَيْنٰكَ الْمُسْتَهْزِءِيْنَ ﴿٩٥﴾ الَّذِيْنَ يَجْعَلُوْنَ مَعَ اللّٰهِ اِلٰهًا اٰخَرَ ۚ فَسَوْفَ يَعْلَمُوْنَ ﴿٩٦﴾ وَ لَقَدْ نَعْلَمُ اَنَّكَ يَضِيْقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُوْلُوْنَ ﴿٩٧﴾ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَ كُنْ مِّنَ السّٰجِدِيْنَ ﴿٩٨﴾ وَ اعْبُدْ رَبَّكَ حَتّٰى يَاْتِيَكَ الْيَقِيْنُ ﴿٩٩﴾

দাওয়াত ও ইবাদাত

৯৪-৯৫. তোমাকে যা বলতে আদেশ করা হচ্ছে তুমি এসব স্পষ্ট করে বলে দাও, আর মুশরিকদেরকে উপেক্ষা করে চলো (তোমাকে নিয়ে যারা উপহাস করছে তুমি তাদের নিয়ে ভেব না।

কারণ) উপহাসকারীদের শায়েস্তা করতে তোমার পক্ষে আমিই যথেষ্ঠ।

৯৬. যারা আল্লাহর সাথে অন্য খোদা গ্রহণ করে। তারা (এর পরিণতি সম্পর্কে) অচিরেই জেনে যাবে।

৯৭. আমি জানিঃ তাদের কথায় তোমার মন সংকুচিত হয়ে যায় (আর এটাই মানুষের সৃষ্টিগত স্বভাব)

৯৮-৯৯. সুতরাং (এসব চিন্তা না করে) তোমার প্রভুর প্রশংসার তাসবীহ করো আর সিজদাহকারীদের দলভুক্ত হয়ে যাও। আর প্রভুর ইবাদাত করতে থাকো, যতক্ষণ না এসে যাবে ইয়াক্বীন (ইয়াক্বীন অর্থ অবিচল আস্থা, দৃঢ় বিশ্বাস। এখনে বুঝানো হয়েছে মৃত্যু ও কিয়ামত)

ইবাদাতঃ পরিচিতি ও পদ্ধতিঃ ইবাদাত অর্থ দাসত্ব ও উপাসনা। আল্লাহর ইবাদাত করার জন্য একটি নির্ধারিত নিয়ম, নীতি ও পদ্ধতি রয়েছে। আর তা হলো..

- ❖ এক আল্লাহ ব্যতীত অন্য সবকিছুকে বর্জন ও প্রত্যাখ্যান করা, আল-কুরআনে যাকে বলা হয়েছে ত্বাগূত বর্জন।
- ❖ নিজের উপর মহান আল্লাহর প্রভুত্ব, কর্তৃত্ব ও সার্বভৌমত্ব মেনে নেওয়া, ইসলামে একে বলা হয় আল্লাহর দাসত্বের স্বীকৃতি, আত্মসমর্পন ও ইসলাম গ্রহণ।
- ❖ আল্লাহ প্রদত্ব যাবতীয় বিষয়ে পরিপূর্ণ আস্থা ও বিশ্বাস রাখা, ইসলামে একে বলা হয় তাসদীক বি-ল-জিনান বা অন্তরের বিশ্বাস।
- ❖ আল্লাহ প্রদত্ব ও রাসূল কর্তৃক বাস্তবায়িত সকল বিধিবিধান তথা ইসলামী শারীয়া'হকে নৈতিক ও আদর্শিকভবে মেনে নেওয়া।
- ❖ বাস্তব জীবনের সকল ক্ষেত্রে এবং সকল বিষয়ে আল্লাহর বিধিবিধান তথা ইসলামী শারীয়া'হ মেনে চলা।
- ❖ বাস্তব জীবনে শুধুই দ্বীন মেনে চলা এবং ইসলাম ছাড়া অন্য কোনো দর্শন, আদর্শ, মতবাদ, নীতিমালা বা বিধিবিধানকে ইসলামের সাথে মিশিয়ে না ফেলা। আল-কুরআনে এ পদ্ধতিকে বলা হয়েছে একনিষ্ঠভাবে দ্বীন পালন বা হানীফ পদ্ধতি।
- ❖ নিজের ঈমান, আমল ও নিয়তকে ভেজালমুক্ত রাখা, আল-কুরআনে একে বলা হয় ইখলাস্ব আর যে বা যারা এমন করে তাদেরকে বলা হয়েছে মুখলিস্ব।

সূরাহ নাহ'ল ১৬ سورة النحل

নাহ'ল অর্থ মধুপোকা বা মৌমাছি। এ সূরার ৬৮-৬৯তম আয়াতে মৌমাছির কথা উল্লেখ করা হয়েছে। সূরাহটি মাক্কী। সূরাহ কাহাফের পর নাযিল হয়েছে। এ সূরার মোট আয়াত ১২৮টি।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

اَتٰۤى اَمْرُ اللّٰهِ فَلَا تَسْتَعْجِلُوْهُ ؕ سُبْحٰنَهٗ وَ تَعٰلٰى عَمَّا يُشْرِكُوْنَ ﴿۱﴾ يُنَزِّلُ الْمَلٰٓئِكَةَ بِالرُّوْحِ مِنْ اَمْرِهٖ عَلٰى مَنْ يَّشَآءُ مِنْ عِبَادِهٖۤ اَنْ اَنْذِرُوْۤا اَنَّهٗ لَاۤ اِلٰهَ اِلَّاۤ اَنَا فَاتَّقُوْنِ ﴿۲﴾ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضَ بِالْحَقِّ ؕ تَعٰلٰى عَمَّا يُشْرِكُوْنَ ﴿۳﴾ خَلَقَ الْاِنْسَانَ مِنْ نُّطْفَةٍ فَاِذَا هُوَ خَصِيْمٌ مُّبِيْنٌ ﴿۴﴾

বিসমিল্লাহি-র-রাহমানি-র-রাহীম

আল্লাহর কুদরত

১. (মুশরিকদের উপর আল্লাহর আযাব এবং তাদের পতনের ব্যাপারে) আল্লাহর আদেশ জারি হয়ে গেছে (নির্ধারিত সময়ে এ আদেশ বাস্তবায়িত হবে) সুতরাং এ জন্য তোমাদেরকে তাড়াহুড়া করতে হবে না। আর (জেনে রাখো!) তিনি মহান, সকল শিরকের ঊর্ধ্বে (তাই মুশরিকরা তাদের কৃতকর্মের সাজা পাবেই।)

২. তিনি তার বান্দাদের মাঝে যার প্রতি ইচ্ছা করেন তার কাছে-ই তদীয় আদেশ সম্বলিত ওহী দিয়ে ফিরিস্তা পাঠান। (এ মর্মে সবাইকে) সাবধান করে দাও যে, আমি ব্যতীত আর কোনো ইলাহ নেই। তাই তোমরা সবাই আমার তাক্বওয়া অর্জন করো। (আল্লাহর ভয়ে কুফর শিরক ও পাপাচার থেকে বেঁচে থাকাকে তাক্বওয়া বলে)

৩. তিনি আসমানসমূহ এবং যমীন সৃষ্টি করেছেন যথাযথভাবে, তিনি সকল শিরকের ঊর্ধ্বে।

৪. তিনি মানুষ বানিয়েছেন বীর্য থেকে। তাসত্ত্বেও মানুষ চরম বিতন্ডাকারী/বিবাদকারী হয়ে থাকে।

وَ الْاَنْعَامَ خَلَقَهَا ۚ لَكُمْ فِيْهَا دِفْءٌ وَّ مَنَافِعُ وَ مِنْهَا تَاْكُلُوْنَ ﴿۵﴾ وَ لَكُمْ فِيْهَا جَمَالٌ حِيْنَ تُرِيْحُوْنَ وَ حِيْنَ تَسْرَحُوْنَ ﴿۶﴾ وَ تَحْمِلُ اَثْقَالَكُمْ اِلٰى بَلَدٍ لَّمْ تَكُوْنُوْا بٰلِغِيْهِ اِلَّا بِشِقِّ الْاَنْفُسِ ؕ اِنَّ رَبَّكُمْ لَرَءُوْفٌ رَّحِيْمٌ ﴿۷﴾ وَّ الْخَيْلَ وَ الْبِغَالَ وَ الْحَمِيْرَ لِتَرْكَبُوْهَا وَ زِيْنَةً ؕ وَ يَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُوْنَ ﴿۸﴾

গবাদিপশু ও আধুনিক পরিবহণ তথা বায়োলজি ও টেকনোলজি

৫. (হে মানুষ! আল্লাহর অনুগ্রহের কথা স্মরণ করো) তোমাদের কল্যাণার্থে তিনি বানিয়েছেন গবাদিপশু, এসব পশুর মাঝে তোমাদের জন্য উষ্ণতা রয়েছে আর এ ছাড়াও এসব তোমাদের আরও অনেক উপকারে আসে। এসব পশুর কোনোটি তোমরা খাদ্য হিসেবেও ব্যবহার করো।

৬. সকালবেলা পশুগুলো যখন চারণভূমিতে যায় আর সন্ধ্যায় যখন ফিরে আসে তোমরা তখন এর সৌন্দর্য উপভোগ করো।

৭. এরা তোমাদের মালপত্র পৌঁছে দেয় শহর থেকে শহরান্তরে, যে কাজে তোমাদেরকে অনেক কষ্ট করতে হত। নিশ্চয় তোমাদের প্রভু খুব-ই স্নেহশীল ও দয়াময়।

৮. ঘোড়া, খচ্চর, গাধা (ইত্যাদি সৃষ্টি করেছেন) তোমাদের বাহন ও শোভা হিসেবে। (ভবিষ্যতে তোমাদের বাহন হিসেবে) তিনি আরও কতকিছু সৃষ্টি করবেন, যে ব্যাপারে এখন তোমরা কিছুই জান না। (যেমনঃ মটরগাড়ী, রেলগাড়ি, উড়োজাহাজ, রকেট, ইত্যাদি)

وَعَلَى اللّٰهِ قَصْدُ السَّبِيْلِ وَمِنْهَا جَآئِرٌ ؕ وَلَوْ شَآءَ لَهَدٰىكُمْ اَجْمَعِيْنَ ﴿٩﴾

সরল পথ, বাঁকা পথ আর হেদায়াত

৯. সরল পথ আল্লাহর দিকে ধাবিত হয়। আর বাঁকা পথ (শয়তানের দিকে নিয়ে যায়।) তবে তিনি ইচ্ছা করলে তোমাদের সবাইকে হেদায়াত (সৎপথে পরিচালিত) করতে পারতেন (কিন্তু তিনি এটা চাননি। তাই সকল মানুষ হেদায়াত পায় না। উল্লেখ্য হেদায়াতের দুই অর্থ সৎপথের দিশা দেওয়া আর সৎপথে পরিচালিত করা।)

هُوَ الَّذِىْٓ اَنْزَلَ مِنَ السَّمَآءِ مَآءً لَّكُمْ مِّنْهُ شَرَابٌ وَّمِنْهُ شَجَرٌ فِيْهِ تُسِيْمُوْنَ ﴿١٠﴾ يُنْۢبِتُ لَكُمْ بِهِ الزَّرْعَ وَالزَّيْتُوْنَ وَالنَّخِيْلَ وَالْاَعْنَابَ وَمِنْ كُلِّ الثَّمَرٰتِ ؕ اِنَّ فِىْ ذٰلِكَ لَاٰيَةً لِّقَوْمٍ يَّتَفَكَّرُوْنَ ﴿١١﴾ وَسَخَّرَ لَكُمُ الَّيْلَ وَالنَّهَارَ ۙ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ ؕ وَالنُّجُوْمُ مُسَخَّرٰتٌۢ بِاَمْرِهٖ ؕ اِنَّ فِىْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يَّعْقِلُوْنَ ﴿١٢﴾ وَمَا ذَرَاَ لَكُمْ فِى الْاَرْضِ مُخْتَلِفًا اَلْوَانُهٗ ؕ اِنَّ فِىْ ذٰلِكَ لَاٰيَةً لِّقَوْمٍ يَّذَّكَّرُوْنَ ﴿١٣﴾ وَهُوَ الَّذِىْ سَخَّرَ الْبَحْرَ لِتَاْكُلُوْا مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا وَّتَسْتَخْرِجُوْا مِنْهُ حِلْيَةً تَلْبَسُوْنَهَا ۚ وَتَرَى الْفُلْكَ مَوَاخِرَ فِيْهِ وَلِتَبْتَغُوْا مِنْ فَضْلِهٖ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ ﴿١٤﴾ وَاَلْقٰى فِى الْاَرْضِ رَوَاسِىَ اَنْ تَمِيْدَ بِكُمْ وَاَنْهٰرًا وَّسُبُلًا لَّعَلَّكُمْ تَهْتَدُوْنَ ﴿١٥﴾ وَعَلٰمٰتٍ ؕ وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُوْنَ ﴿١٦﴾

আমাদের উপর আল্লাহর অনুগ্রহ সম্ভারের কয়েকটি

১০-১১. (হে মানুষ! আল্লাহর অনুগ্রহের কথা স্মরণ করো) তোমাদের কল্যাণার্থে তিনি আকাশ থেকে বর্ষণ করেন পানি, যার কিছু তোমরা পানীয় হিসেবে ব্যবহার করো আর কিছু দিয়ে উৎপন্ন হয় (ঘাস,

লতাপাতাসহ হরেক রকম) উদ্ভিদ, যাতে তোমরা পশুচারণ করো। তিনি এ পানি দিয়ে তোমাদের জন্য উৎপন্ন করেন শস্য, যাইতুন, খেজুর, আঙ্গুরসহ নানা ধরনের ফল-ফসল। নিশ্চয় এতে শিক্ষা রয়েছে চিন্তাশীল লোকদের জন্য।

১২. (আল্লাহর আরও একটি অনুগ্রহ হলো) তোমাদের কল্যাণার্থে তিনি নিয়োজিত করেছেন রাত, দিন, সূর্য ও চন্দ্র। তারকারাজি নিয়ন্ত্রিত হয় তার-ই হুকুমে (তথা তার-ই আদেশে এবং তার-ই বিধান মেনে)। নিশ্চয় এতে শিক্ষা রয়েছে বুদ্ধিমানদের জন্য।

১৩. (আল্লাহর আরও একটি অনুগ্রহ হলো) তিনি তোমাদের জন্য সৃষ্টি করেছেন রংবেরঙ্গের আরও কতকিছু। নিশ্চয় এতে শিক্ষা রয়েছে তাদের জন্য যারা গ্রহণ করে।

১৪. (আল্লাহর আরও একটি অনুগ্রহ হলো) তিনি-ই নিয়ন্ত্রণ করেন সমুদ্র যা থেকে তোমরা সংগ্রহ করো তাজা মাংস, আহরণ করো পরিধেয় অলংকারাদি। সাগরে চলমান হয় জাহাজ, যার সাহায্যে তোমরা অনুসন্ধান করো আল্লাহর ফজল (তথা হালাল রোজী। তিনি এত কিছু দিয়েছেন) যেন তোমরা তার শোকর আদায় করো (অন্তরে নিয়ামতের গুরুত্ব অনুধাবন করে মুখে স্বীকৃতি দেয়া এবং বাস্তব জীবনে আল্লাহর বিধান মেনে নেয়ার নাম শোকর আদায় করা।)

তাজা মাংসঃ উক্ত আয়াতে **"সী ফুড"** তথা সামুদ্রিক খাদ্যকে **"তাজা মাংস"** বলা হয়েছে। সুরাহ ওয়াক্বিয়াহ'র ২১তম বলা হয়েছে "পাখির মাংসের" কথা। আর অনেক জায়গায় বলা হয়েছে "আনয়াম" তথা গবাধি পশুর কথা, কোনো কোনো আয়াতে গরু, উট, ভেড়াসহ কিছু পশুর নামও উল্লেখ করা হয়েছে।

বিষয়টির প্রতি ভালোভাবে লক্ষ্য করলে দেখবেন সী ফুড এর প্রশংসা করে বলা হয়েছে **"তাজা মাংস"** তারপর সাধারণভাবে বলা হয়েছে **"পাখির মাংস"** আর অতঃপর **"রেড মিট"** তথা পশুর মাংসের ব্যাপারে মাংস শব্দটি ব্যবহার না করে শুধু পশু বা পশুর গোত্রীয় নাম উল্লেখ করা হয়েছে।

বর্তমানে বিজ্ঞান প্রমাণ পেয়েছে যে মানব স্বাস্থ্যের জন্য সবচেয়ে বেশী উপকারী মাংস হচ্ছে সী ফুড তথা জলজ প্রাণীর মাংস তারপর উপকারের বিবেচনায় ২য় স্থানে আছে মোরগসহ পাখির মাংস আর সবচেয়ে নিম্ন স্তরে আছে রেড মিট বা পশুর মাংস। (সুবহানাল্লাহ। তাবারাকাল্লাহ)

১৫. (আল্লাহর আরও একটি অনুগ্রহ হলো) তিনি স্থাপন করেছেন পর্বতমালা, যাতে এ পৃথিবী তোমাদের নিয়ে হেলে না যায়। বানিয়েছেন নদীনালা এবং (জলপথ, স্থলপথ, আকাশপথসহ আরও) কত পথ, যেন তোমরা গন্তব্যে পৌঁছাতে পার।

১৬. (আল্লাহর বানানো জল ও স্থল পথে বিদ্যমান) বিভিন্ন ধরনের চিহ্ন এবং তারকার মাধ্যমে তোমরা পথ নির্ধারণ করে থাকো।

أَفَمَنْ يَخْلُقُ كَمَنْ لَا يَخْلُقُ ۗ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ ﴿١٧﴾ وَإِنْ تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا ۗ إِنَّ اللَّهَ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿١٨﴾ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تُسِرُّونَ وَمَا تُعْلِنُونَ ﴿١٩﴾

আল্লাহর নিয়ামত গুণে শেষ করা যাবে না

১৭. যিনি (এতোকিছু) সৃষ্টি করলেন তিনি আর সে কি সমান, যে (কিছুই) সৃষ্টি করেনি? তথাপিও (এতো সুন্দর করে বুঝানো সত্ত্বেও) তোমরা কি মেনে নেবে না?

১৮. (হে মানুষ!) তোমরা যদি আল্লাহর নিয়ামত গুণতে শুরু করো তবে কখনো শেষ করতে পারবে না। (কারণ আল্লাহর নিয়ামত অসীম অগণিত) নিশ্চয় আল্লাহ ক্ষমাশীল, দয়াময়।

১৯. তোমরা যা গোপন করো আর যা প্রকাশ করো আল্লাহ সব জানেন।

وَالَّذِيْنَ يَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ لَا يَخْلُقُوْنَ شَيْـًٔا وَّ هُمْ يُخْلَقُوْنَ ﴿٢٠﴾ اَمْوَاتٌ غَيْرُ اَحْيَآءٍ ۚ وَمَا يَشْعُرُوْنَ ۙ اَيَّانَ يُبْعَثُوْنَ ﴿٢١﴾

বিপদে মুসীবতে আল্লাহ ছাড়া অন্যকে আহ্বান করা শিরক

২০-২১. (আসলে আল্লাহ-ই সকলের প্রয়োজন মিটিয়ে থাকেন। কিন্তু অধিকাংশ মানুষ-ই অকৃতজ্ঞ। তারা নিজেদের প্রয়োজনে আল্লাহ ছাড়া অন্যদের আহ্বান করে থাকে। এদের প্রতি ইঙ্গিত করে নাযিল হয়েছে) তারা আল্লাহ ছাড়া অন্য যাদেরকে ডাকে এরা কিছু-ই সৃষ্টি করেনি বরং এরা নিজেরা-ই অন্যের সৃষ্টি। এরা মৃত, জীবিত নয়। এরা জানেও না কখন জেগে উঠবে।

اِلٰهُكُمْ اِلٰهٌ وَّاحِدٌ ۚ فَالَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُوْنَ بِالْاٰخِرَةِ قُلُوْبُهُمْ مُّنْكِرَةٌ وَّ هُمْ مُّسْتَكْبِرُوْنَ ﴿٢٢﴾ لَا جَرَمَ اَنَّ اللّٰهَ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّوْنَ وَمَا يُعْلِنُوْنَ ؕ اِنَّهٗ لَا يُحِبُّ الْمُسْتَكْبِرِيْنَ ﴿٢٣﴾

আল্লাহ-ই একমাত্র ইলাহ

২২. (জেনে রাখো!) তোমাদের ইলাহ-ই একমাত্র ইলাহ। যারা আখেরাত বিশ্বাস করে না তাদের মন হয় অবাধ্য আর তারা হয় অহংকারী।

২৩. এতে কোনো সন্দেহ নেই যে আল্লাহ গোপন প্রকাশ্য সব জানেন। তিনি অহংকারীদের পছন্দ করেন না।

ইলাহ পরিচিতিঃ মানুষ যার দাসত্ব করে, জীবনের সকল ক্ষেত্রে যার আনুগত্য ও কর্তৃত্ব মেনে চলে, যার কাছে শর্তহীনভাবে আত্মসমর্পণ করে, যিনি মানুষকে পাপের সাজা ও পুণ্যের পুরস্কার দেন, ক্ষমা করেন, তাওবাহ কবুল করেন তিনি-ই ইলাহ। আল্লাহই একমাত্র ইলাহ। আর কোনো ইলাহ নেই আল্লাহ ছাড়া।

وَ اِذَا قِيْلَ لَهُمْ مَّاذَآ اَنْزَلَ رَبُّكُمْ ۙ قَالُوْٓا اَسَاطِيْرُ الْاَوَّلِيْنَ ﴿٢٤﴾ لِيَحْمِلُوْٓا اَوْزَارَهُمْ كَامِلَةً يَّوْمَ الْقِيٰمَةِ ۙ وَمِنْ اَوْزَارِ الَّذِيْنَ يُضِلُّوْنَهُمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ ؕ اَلَا سَآءَ مَا يَزِرُوْنَ ﴿٢٥﴾

পাপের বোঝা

২৪. তাদের যদি জিজ্ঞেস করা হয়ঃ তোমাদের রাব্ব কি নাযিল করেছেন? তারা বলেঃ আগেকার রূপকথা। (অর্থাৎ তারা আল্লাহর কালামকে রূপকথার মত মূল্যহীন মনে করে।)

২৫. কিয়ামতের দিন তারা নিজ নিজ পাপের পরিপূর্ণ বোঝা বহন করবে, সাথে কান্ডজ্ঞানহীন হয়ে যাদেরকে বিভ্রান্ত করেছে তাদের পাপের বোঝাও (নিতে হবে।) শোন! এটা বড়-ই নিকৃষ্ট

বোঝা। (কাউকে বিভ্রান্ত করলে তার পাপের দায় নিতে হয়। সুতরাং যারা মানুষকে পাপের পথে ঠেলে দেয় তারা যেন সাবধান হয়ে যায়।)

قَدْ مَكَرَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَاَتَى اللّٰهُ بُنْيَانَهُمْ مِّنَ الْقَوَاعِدِ فَخَرَّ عَلَيْهِمُ السَّقْفُ مِنْ فَوْقِهِمْ وَ اَتٰىهُمُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُوْنَ ﴿٢٦﴾ ثُمَّ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ يُخْزِيْهِمْ وَ يَقُوْلُ اَيْنَ شُرَكَآءِيَ الَّذِيْنَ كُنْتُمْ تُشَآقُّوْنَ فِيْهِمْ ؕ قَالَ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْعِلْمَ اِنَّ الْخِزْيَ الْيَوْمَ وَ السُّوْٓءَ عَلَى الْكٰفِرِيْنَ ﴿٢٧﴾

কুফর, শিরক ও চক্রান্তের পরিণাম

২৬. তাদের পূর্ববর্তীরাও চক্রান্ত করেছিল আর আল্লাহ তাদের (চক্রান্তের কল্পিত) ভবনের ভিত্তি মূলে আঘাত করেছিলেন। ফলে এর ছাদ ভেঙ্গে তাদের উপর-ই পতিত হয়েছিল (তাদের চক্রান্তে তারাই ধ্বংস হয়েছিল।) আমার আযাব এমনভাবে হাজির হয়েছিল যে তারা বুঝতে-ই পারেনি।

২৭. পরকালে তিনি তাদের লাঞ্ছিত করবেন আর বলবেনঃ আমার (কল্পিত) শরিকরা কোথায়? যাদের নিয়ে তোমরা বাকবিতন্ডা করতে। জ্ঞানীরা বলেঃ কাফিরদের তরে লাঞ্ছনা আর অশুভ পরিণতি অবধারিত।

الَّذِيْنَ تَتَوَفّٰىهُمُ الْمَلٰٓئِكَةُ ظَالِمِيْٓ اَنْفُسِهِمْ ۠ فَاَلْقَوُا السَّلَمَ مَا كُنَّا نَعْمَلُ مِنْ سُوْٓءٍ ؕ بَلٰٓى اِنَّ اللّٰهَ عَلِيْمٌۢ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ ﴿٢٨﴾ فَادْخُلُوْٓا اَبْوَابَ جَهَنَّمَ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا ؕ فَلَبِئْسَ مَثْوَى الْمُتَكَبِّرِيْنَ ﴿٢٩﴾

পাপাচার ও পাপাচারী

২৮. (দুনিয়ার জীবনে) যারা পাপাচারে লিপ্ত হয়ে নিজেদের উপর অবিচার করছে ফিরিস্তারা যখন তাদের মৃত্যু ঘটাবে তখন আত্মপক্ষ সমর্থন করে তারা (বলবে) "আমরা কোনো পাপ করিনি"। (অথচ তখনো তারা পাপরত ছিল। তখন বলা হবে) অবশ্যই (তোমরা পাপে ডুবে আছ), তোমরা যা করেছ আল্লাহ এসকল ব্যাপারে অবগত।

২৯. (আখেরাতে তাদের বলা হবে) জাহান্নামে প্রবেশ করো, তোমরা সেখানে চিরকাল থাকবে, সুতরাং (লক্ষ্য করো) দাম্ভিকদের আবাস কতই নিকৃষ্ট হয়।

وَ قِيْلَ لِلَّذِيْنَ اتَّقَوْا مَاذَآ اَنْزَلَ رَبُّكُمْ ؕ قَالُوْا خَيْرًا ؕ لِلَّذِيْنَ اَحْسَنُوْا فِيْ هٰذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةٌ ؕ وَ لَدَارُ الْاٰخِرَةِ خَيْرٌ ؕ وَ لَنِعْمَ دَارُ الْمُتَّقِيْنَ ﴿٣٠﴾ جَنّٰتُ عَدْنٍ يَّدْخُلُوْنَهَا تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ لَهُمْ فِيْهَا مَا يَشَآءُوْنَ ؕ كَذٰلِكَ يَجْزِي اللّٰهُ الْمُتَّقِيْنَ ﴿٣١﴾ الَّذِيْنَ تَتَوَفّٰىهُمُ الْمَلٰٓئِكَةُ طَيِّبِيْنَ ۙ يَقُوْلُوْنَ سَلٰمٌ عَلَيْكُمُ ادْخُلُوا الْجَنَّةَ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ ﴿٣٢﴾

তাক্বওয়া, মুত্তাক্বী ও ইহসান

৩০. (পক্ষান্তরে) যারা তাক্বওয়া অর্জন করেছে, তাদের যখন বলা হয়ঃ তোমাদের প্রভু কি নাযিল করেছেন? তারা বলে উৎকৃষ্ট (বিধান)। যারা ইহসান করে তাদের জন্য দুনিয়াতে উত্তম (প্রতিদান রয়েছে) আর আখেরাতের প্রতিদান আরো উৎকৃষ্ট। (দেখো) মুত্তাক্বীদের আবাস কত উন্নত হয় (কুফর শিরক ও পাপ থেকে বেঁচে থাকার নাম তাক্বওয়া। আর যে তাক্বওয়া অর্জন করে সে মুত্তাক্বী)

৩১. তারা প্রবেশ করবে চিরস্থায়ী জান্নাতে, যার তলদেশে প্রবাহিত কত নহর, সেখানে তারা যা চাইবে তাই পাবে। আল্লাহ এভাবেই বদলা দেন মুত্তাক্বীদের।

৩২. (পাপ থেকে) পবিত্র অবস্থায় ফিরিস্তাগণ তাদের মৃত্যু ঘটাবে এবং বলবেঃ তোমাদের উপর সালাম, তোমরা যে আ'মল করেছ এর প্রতিদান হিসেবে জান্নাতে প্রবেশ করো।

তাক্বওয়া ও মুত্তাক্বী পরিচিতিঃ মুত্তাক্বী শব্দটি এসেছে তাক্বওয়া থেকে আর তাক্বওয়ার মূল শব্দ বিক্বায়াহ অর্থ বেঁচে থাকা। আল্লাহর ভয়ে যাবতীয় কুফর, শিরক ও পাপাচার থেকে বেঁচে থাকার নাম তাক্বওয়া। আর যে ব্যক্তি তাক্বওয়া অর্জন করল তাকে বলা হয় মুত্তাক্বী।

উল্লেখ্য তাক্বওয়ার ৩টি স্তর রয়েছে। যথা.. অত্যাবশ্যকীয় তাক্বওয়া, আবশ্যকীয় তাক্বওয়া এবং পরিপূর্ণ তাক্বওয়া।

অত্যাবশ্যকীয় তাক্বওয়াঃ প্রতিটি মুসলিমের জন্য অত্যাবশ্যকীয় তাক্বওয়া হলো সকল প্রকার কুফর ও শিরক থেকে বেঁচে থাকা। মুসলিম পুরুষ নারী সবাইকে অত্যাবশ্যকীয়ভাবে এতটুকু তাক্বওয়া অর্জন করতে হবে। নতুবা কুফর শিরকে জড়িয়ে গেলে আর ঈমান বাঁচানো সম্ভব হবে না। বরং তখন তার ঈমান নষ্ট হয়ে যাবে এবং সে চির জাহান্নামী মুনাফিক হয়ে যাবে।

আবশ্যকীয় তাক্বওয়াঃ প্রতিটি মুসলিমের জন্য আবশ্যকীয় তাক্বওয়া হলো সকল প্রকার কাবীরাহ গোনাহ থেকে বেঁচে থাকা। মুঅমিন হতে হলে এবং মুঅমিন হিসেবে জীবনযাপন করতে হলে অবশ্যই এতটুকু তাক্বওয়া অর্জন করতে হবে। নতুবা সে ফাসিক হয়ে যাবে এবং তার আখেরাত অনিশ্চিত হয়ে যাবে।

পরিপূর্ণ তাক্বওয়াঃ অর্থাৎ ছোটবড় সকল প্রকার পাপ থেকে বেঁচে থাকা, যা মানুষের পক্ষে প্রায় অসম্ভব। মহান আল্লাহ-ই কেবল তার পছন্দের বান্দাকে এ তাক্বওয়ার অধিকারী করতে পারেন।

ইহসান পরিচিতঃ "ইহসান" অর্থ সুন্দর করা। ইসলামী পরিভাষায় নিজের ঈমান, ইসলাম, আদব আখলাক, স্বভাব চরিত্র, ইবাদাত বন্দেগী, কথা বার্তা ইত্যাদি সুন্দর করাকে "ইহসান" বলা হয়। হাদীছ জিবরাঈল নামে খ্যাত বুখারী মুসলিমের এক দীর্ঘ হাদীছে জিবরাঈল আঃ প্রশ্ন করেছিলেন "ইহসান" কি? উত্তরে রাসূল সাঃ বলেছিলেনঃ "আল্লাহর ইবাদাত এমনভাবে করবে যেন তুমি আল্লাহকে দেখছ। আর যদি তাকে দেখতে না পার তবে (মনে রাখবে) তিনি তোমাকে দেখছেন"।

هَلْ يَنْظُرُوْنَ اِلَّآ اَنْ تَاْتِيَهُمُ الْمَلٰٓئِكَةُ اَوْ يَاْتِيَ اَمْرُ رَبِّكَ ۭ كَذٰلِكَ فَعَلَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ ۭ وَمَا ظَلَمَهُمُ اللّٰهُ وَلٰكِنْ كَانُوْٓا اَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُوْنَ ﴿٣٣﴾ فَاَصَابَهُمْ سَيِّاٰتُ مَا عَمِلُوْا وَحَاقَ بِهِمْ مَّا كَانُوْا بِهٖ يَسْتَهْزِءُوْنَ ﴿٣٤﴾

আল্লাহর আযাব নিয়ে উপহাসের পরিণাম

৩৩. তারা কি ফিরিস্তা আসার অপেক্ষা করছে, না কি তোমার প্রভুর আযাবের..? আগেকার লোকজনও এমন করেছিল, আসলে (যে বা যারা এভাবে কুফর করে আযাব দিয়ে) আল্লাহ তাদের উপর অবিচার করেন না বরং (আল্লাহর বিধান অমান্য করে) তারা-ই নিজের উপর অবিচার করে থাকে।

৩৪. নিজ নিজ কাজের পরিণতি সবার কাছে পৌঁছে যাবে, (আজ) তারা যা নিয়ে উপহাস করছে এটা-ই (সে আযাব-ই একদিন) তাদের গ্রাস করবে।

وَ قَالَ الَّذِيْنَ اَشْرَكُوْا لَوْ شَآءَ اللّٰهُ مَا عَبَدْنَا مِنْ دُوْنِهٖ مِنْ شَيْءٍ نَّحْنُ وَ لَاۤ اٰبَآؤُنَا وَ لَا حَرَّمْنَا مِنْ دُوْنِهٖ مِنْ شَيْءٍ ؕ كَذٰلِكَ فَعَلَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ ۚ فَهَلْ عَلَى الرُّسُلِ اِلَّا الْبَلٰغُ الْمُبِيْنُ ﴿۳۵﴾

ইবাদতে শিরক ও বিধানে শিরক

৩৫. যারা শিরক করে তারা বলে "আল্লাহ চাইলে আমরা তিনি ছাড়া আর কারো ইবাদাত করতে পারতাম না, কোনোকিছু হারাম করতে পারতাম না, আমাদের বাপদাদাও না"। (একথা বলে তারা বুঝাতে চায় "আমরা যা করছি আল্লাহর হুকুমেই করছি"। আসলে এ সব-ই তাদের বাহানা ও কুকীর্তি) আগেকার লোকজনও এমন করত। (তাই হে নবী! তুমি এদের নিয়ে ভেব না। মনে রেখো! তুমি শুধু-ই রাসূল।) আর রাসূলের দায়িত্ব স্পষ্টভাবে পৌঁছে দেয়া ছাড়া আর কিছুই নয়।

জ্ঞাতব্যঃ আল্লাহ ছাড়া অন্যের ইবাদাত করলে যেমন শিরক হয় ঠিক তেমনি ভাবেই আল্লাহর সুস্পষ্ট বিধান ছাড়া কোনোকিছুকে হারাম বানালে অথবা হারাম হিসেবে মেনে নিলেও শিরক হয়। কোনোটা হয় উলুহিয়্যাতে শিরক আর কোনোটা হয় রুবুবিয়্যাতে শিরক তথা কোনোটা হয় ইবাদাতে শিরক আর কোনোটা হয় বিধানে শিরক।

وَ لَقَدْ بَعَثْنَا فِيْ كُلِّ اُمَّةٍ رَّسُوْلًا اَنِ اعْبُدُوا اللّٰهَ وَ اجْتَنِبُوا الطَّاغُوْتَ ۚ فَمِنْهُمْ مَّنْ هَدَى اللّٰهُ وَ مِنْهُمْ مَّنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلٰلَةُ ؕ فَسِيْرُوْا فِي الْاَرْضِ فَانْظُرُوْا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِيْنَ ﴿۳۶﴾

সকল রাসূল-ই ত্বাগূত বর্জনের আহ্বান জানিয়েছেন

৩৬. আমি প্রত্যেক জাতির কাছে-ই রাসূল পাঠিয়েছি। (এবং সকল রাসূল-ই নিজ নিজ জাতিকে বলেছে) এক আল্লাহর ইবাদাত করো আর সকল ত্বাগূতকে বর্জন করো। (তবে কোনোকালেই সকল মানুষ রাসূলের কথা মেনে নেয়নি। ফলে) আল্লাহ কাউকে (যারা ত্বাগূত বর্জন করেছে তাদেরকে) হেদায়াত করেছেন আর কারো উপর (যারা ত্বাগূত বর্জন করেনি তাদের উপর) অবধারিত হয়েছে বিভ্রান্তি। যমীনে বিচরণ করো, দেখ! (আল্লাহর বিধান) প্রত্যাখ্যানকারীদের কি পরিণতি হয়েছে।

ঈমান ও আক্বীদাঃ ত্বাগূত অর্থ অবাধ্য। আল্লাহ ও রাসূলের অবাধ্য ব্যক্তি, ব্যক্তিবর্গ এবং অশুভশক্তিকে ত্বাগূত বলা হয়। সবচেয়ে বড় ত্বাগূত শয়তান, আল কুরআনে ইয়াহুল নেতা কায়া'ব বিন আশরাফসহ ইসলাম বিদ্বেষী নেতাদেরকেও ত্বাগূত বলা হয়েছে। (দেখুনঃ বাক্বারাহঃ ২৫৭, নিসাঃ ৬০। ত্বাগূত সম্পর্কে আরও জানতে দেখুন "কুরআন বুঝার মূলনীতি" বইয়ের ত্বাগূত অধ্যায়)

إِنْ تَحْرِصْ عَلَىٰ هُدَاهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي مَنْ يُضِلُّ وَمَا لَهُمْ مِنْ نَاصِرِينَ ﴿٣٧﴾

হেদায়াতের মালিক একমাত্র আল্লাহ

৩৭. (হে নবী!) তুমি যদি তাদের হেদায়াত প্রত্যাশী হয়ে থাকো তবে (মনে রেখো!) আল্লাহ যাকে বিভ্রান্ত করেন তাকে কেউ হেদায়াত করতে পারে না, তাদের সাহায্য করার কেউ নেই। (হেদায়াতের মালিক একমাত্র আল্লাহ। কোনো নবী, ওলী বা অন্য কেউ কাউকে হেদায়াত করতে পারে না)

হেদায়াত পরিচিতিঃ হেদায়াত শব্দটি সাধারণত ২টি অর্থে ব্যবহৃত হয়। যথা..

- ❖ সৎপথে পরিচালিত করে গন্তব্যে পৌঁছে দেওয়া। আর এ ধরণের হেদায়াত আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কেও করতে পারে না।
- ❖ পথের দিশা দেওয়া বা সৎপথ সম্পর্কে তথ্য দেওয়া। আর আমজনতাকে এ ধরণের হেদায়াত করা নবী, রাসূল ও মুঅমিনদের দায়িত্ব।

উল্লেখ্য আল-কুরআন যেহেতু আল্লাহর কালাম। তাই আল-কুরআন তার পাঠকদের জন্য উভয় প্রকার হেদায়াতের মাধ্যম হয়ে তাকে। আল-কুরআন মুত্তাক্বীদেরকে সৎপথে পরিচালিত করে জান্নাতে পৌঁছে দেয়, যে কথা বলা হয়েছে সূরাহ বাক্বারার ২য় আয়াতে। আর সকল পাঠককে হেদায়াতের পথ বাতলে দেয়, যে কথা বলা হয়েছে সূরাহ বাক্বারার ১৮৫ তম আয়াতসহ আরো অনেক আয়াতে।

وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَا يَبْعَثُ اللَّهُ مَنْ يَمُوتُ ۚ بَلَىٰ وَعْدًا عَلَيْهِ حَقًّا وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٣٨﴾

পুনরুত্থান

৩৮. তারা আল্লাহর নামে পাক্কা কসম করে বলেঃ যে ব্যক্তি মরে যায় আল্লাহ তাকে আর জীবিত করবেন না। (কারণ তারা মনে করে এটা অসম্ভব। বলে দাও) অবশ্যই! (জীবিত করবেন এবং এটা আল্লাহর ওয়াদা) আল্লাহর ওয়াদা সত্য। কিন্তু অধিকাংশ মানুষ-ই (এ কথা) জানে না।

لِيُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي يَخْتَلِفُونَ فِيهِ وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّهُمْ كَانُوا كَاذِبِينَ ﴿٣٩﴾

ভিন্নমত যখন কুফর হয়ে যায়

৩৯. যেসব বিষয়ে তারা (কুরআন হাদীছ পরিপন্থী) ভিন্নমত পোষণ করে (পরকালে) তিনি অবশ্যই তাদের এসব উন্মচন করে দিবেন। তখন কাফিররা জেনে যাবেঃ তারা ছিল মিথ্যাবাদী।

ঈমান ও আক্বীদাহঃ আল-কুরআনের মুহকাম আয়াত এবং মুতাওয়াতির মানের হাদীছের পরিপন্থী ভিন্নমত পোষণ করলে এটা কুফর হয়ে যায়। কেউ এমন করলে তার ঈমান বিনষ্ট হয়ে সকল আ'মাল ও ইবাদাত নিষ্ফল ও বরবাদ হয়ে যায় আর সে হয়ে যায় চির জাহান্নামী মুনাফিক।

إِنَّمَا قَوْلُنَا لِشَيْءٍ إِذَا أَرَدْنَاهُ أَنْ نَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ ﴿٤٠﴾

আল্লাহর সৃষ্টি রহস্য এবং সৃষ্টির পদ্ধতি

৪০. আমরা (মানে আমি অর্থাৎ আল্লাহ নিজে। অধিক সম্মান বুঝাতে "আমি"র স্থলে "আমরা" বলা হয়) যখন কোনোকিছু করতে চাই তখন শুধু বলিঃ "হও" আর হয়ে যায়।

আল্লাহর বৈশিষ্টঃ আল্লাহ মহান তিনি সৃষ্টি জগতের যাবতীয় নিয়ম ও রীতির ঊর্ধ্বে। মহান আল্লাহ কিছু সৃষ্টি করতে ইচ্ছা করলে অথবা কোনো কর্ম সম্পাদন করতে চাইলে তাকে কোনো কিছু করতে হয় না। তিনি শুধু বলেন "হও" আর এমনিতেই তৎক্ষণাৎ হয়ে যায়।

وَ الَّذِيْنَ هَاجَرُوْا فِي اللّٰهِ مِنْۢ بَعْدِ مَا ظُلِمُوْا لَنُبَوِّئَنَّهُمْ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً ؕ وَ لَاَجْرُ الْاٰخِرَةِ اَكْبَرُ ۘ لَوْ كَانُوْا يَعْلَمُوْنَ ﴿٤١﴾ الَّذِيْنَ صَبَرُوْا وَ عَلٰى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُوْنَ ﴿٤٢﴾

হিজরতের ফজিলত ও বিধান

৪১. যারা অত্যাচারিত হবার পর আল্লাহর তরে হিজরত করে আমি দুনিয়াতে তাদের উত্তম আশ্রয় দান করি আর আখেরাতের প্রতিদান আরও উত্তম, যদি তারা বুঝতো।

৪২. (আখেরাতের পুরস্কার তাদের জন্য) যারা সবর করে এবং প্রভুর উপর তাওয়াক্কুল করে।

সবর পরিচিতিঃ সবর অর্থ দৃঢ়তা, অটলতা, অবিচলতা। যে কোনো পরিস্থিতিতে ইসলাম, ঈমান তথা আল্লাহর বিধানের উপর সুদৃঢ়ভাবে অটল ও অবিচল থাকার নাম সবর।

তাওয়াক্কুল পরিচিতিঃ তাওয়াক্কুল অর্থ ভরসা করা। যথাসাধ্য কাজ এবং সাধ্যমত চেষ্টা করার পর ফল পাবার জন্য আল্লাহর উপর ভরসা করার নাম তাওয়াক্কুল।

আইন ও বিধানঃ দুনিয়ার কোনো অংশে ইসলামী সমাজ তথা খিলাফাহ প্রতিষ্ঠিত হয়ে থাকলে অন্য এলাকার মুসলিমদের উপর হিজরত ওয়াজিব হয়ে যায়। তখন হিজরত না করলে ইসলামী সরকার ও সমাজ তার ব্যাপারে কোনো দায়িত্ব নিতে বাধ্য থাকবে না। (দেখুন সূরাহ আনফালঃ ৭২)

হিজতের বিধানঃ পৃথিবীর কোথাও ইসলামী দেশ প্রতিষ্ঠিত হলে কুফরতান্ত্রিক দেশ ছেড়ে ইসলামী দেশে হিজরত করা শারীয়া'হ আইনে সামর্থবান মুসলিমদের উপর ফরজ হয়ে যায়।

ইসলামী দেশ পরিচিতিঃ একটি দেশ ইসলামীক, না কুফরতান্ত্রিক? এটা নির্ধারণ হবে দেশের মূলভিত্তি, জাতীয়তাবাদ, রাজনৈতিক দর্শ ও সামাজিক আদর্শের উপর। ইসলামী দেশের..

- মূলভিত্তি হবেঃ **এক আল্লাহর সার্বভৌমত্ব,** (আল্লাহ ছাড়া অন্য সকলের মালিকানা বিধিবদ্ধ। আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো সার্বভৌমত্ব মেনে নেওয়া শিরক)
- জাতীয়তাবাদ হবেঃ **মুসলিম জাতীয়তাবাদ** (মুসলিম জাতীয়তাবাদ বিশ্বমুসলিমের ঐক্যের প্রতীক। আর আঞ্চলিক জাতীয়তাবাদ বিভাজন তৈরি করে তাই নৈতিকভাবে এটা মেনে নেওয়া কুফর)
- রাজনৈতিক দর্শন হবেঃ **খিলাফাহ** (ইসলামের ইউনিক রাজনৈতিক দর্শন হচ্ছে খিলাফাহ, খিলাফাহ মহান আল্লাহর প্রতিনিধিত্বশীল সরকার ব্যবস্থা, খিলাফাহ বিশ্ব মুসলিমের ঐক্যের মূলশক্তি)
- সামাজিক আদর্শ হবেঃ **শারীয়া'হ**। (শারীয়া'হ বিরোধী কোনো আইন, বিধান, নীতিমালা, দর্শন বা মতবাদ মেনে নেওয়া কুফর)

وَ مَآ اَرۡسَلۡنَا مِنۡ قَبۡلِكَ اِلَّا رِجَالًا نُّوۡحِیۡۤ اِلَیۡهِمۡ فَسۡـَٔـلُوۡۤا اَهۡلَ الذِّكۡرِ اِنۡ كُنۡتُمۡ لَا تَعۡلَمُوۡنَ ﴿۴۳﴾
بِالۡبَیِّنٰتِ وَ الزُّبُرِ ؕ وَ اَنۡزَلۡنَاۤ اِلَیۡكَ الذِّكۡرَ لِتُبَیِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ اِلَیۡهِمۡ وَ لَعَلَّهُمۡ یَتَفَكَّرُوۡنَ ﴿۴۴﴾

রাসূল

৪৩. (মুশরিক নেতারা মুহাম্মাদ সাঃকে মানত না, তারা বলতঃ "তুমি আমাদের মত-ই মানুষ"। তাদের প্রত্যুত্তরে আল্লাহ বলছেনঃ) তোমার আগে রাসূল হিসেবে যাদেরকে পাঠিয়েছিলাম তারা সবাই পুরুষ (মানুষ) ছিল আমরা তাদের কাছে ওহী দিয়েছিলাম। (হে কাফিরের দল) তোমাদের জানা না থাকলে "যিকর" ধারীদের (কিতাব ধারীদের) জিজ্ঞেস করো।

৪৪. (আমি রাসূল পাঠাই) সুস্পষ্ট প্রমাণ ও লিখিত কিতাব দিয়ে, (এরই ধারাবাহিকতায়) তোমার প্রতি নাযিল করেছি যিকর (আল-কুরআন।) যেন মানুষের জন্য নাযিলকৃত বিধান স্পষ্টভাবে তাদেরকে বুঝিয়ে দাও, যেন তারা চিন্তা করে। (যিকর সম্পর্কে জানতে দেখুন সূরাহ আম্বিয়াঃ ৭, ৫০)

জ্ঞাতব্যঃ সকল রাসূল-ই মানুষ এবং পুরুষ ছিলেন। আর নারীদের থেকে কেউ নবী হয়েছেন কি না? এ ব্যাপারে আল-কুরআনে স্পষ্ট করে কিছু বলা হয়নি। তবে কুরআনের কিছু আয়াত ও কিছু হাদীছের ইঙ্গিতপূর্ণ বর্ণনার কারণে বিষয়টি নিয়ে ভিন্নমতের সৃষ্টি হয়েছে। কারো কারো মতে মারইয়াম আ. নবী ছিলেন। (দেখুন আল ইমরানঃ ৪২-৪৩)

কারো কারো মতে মূসা আর আম্মাও নবী ছিলেন। কারণ উনার কাছেও ওহী এসেছে। (দেখুন ত্বাহাঃ ৩৮।) কারো কারো মতে হাওয়্যা আ. এবং আসিয়াও নবী ছিলেন। আর অনেকের মতে উনাদের কেউ-ই নবী ছিলেন না।

(আসল ব্যাপার আল্লাহ-ই ভালো জানেন। তবে এ সম্পর্কে আরও জানতে দেখুনঃ সূরাহ আ-ল ই'মরানঃ ৪২)

اَفَاَمِنَ الَّذِیۡنَ مَكَرُوا السَّیِّاٰتِ اَنۡ یَّخۡسِفَ اللّٰهُ بِهِمُ الۡاَرۡضَ اَوۡ یَاۡتِیَهُمُ الۡعَذَابُ مِنۡ حَیۡثُ لَا یَشۡعُرُوۡنَ
﴿۴۵﴾ اَوۡ یَاۡخُذَهُمۡ فِیۡ تَقَلُّبِهِمۡ فَمَا هُمۡ بِمُعۡجِزِیۡنَ ﴿۴۶﴾ اَوۡ یَاۡخُذَهُمۡ عَلٰی تَخَوُّفٍ ؕ فَاِنَّ رَبَّكُمۡ
لَرَءُوۡفٌ رَّحِیۡمٌ ﴿۴۷﴾

আল্লাহর আযাব ফিরানো যায় না

৪৫-৪৭. যারা মন্দ পথে চক্রান্ত করে তারা কি নিশ্চয়তা পেয়ে গেছে যে..

- আল্লাহ ভূমি ধ্বসে তাদের ধ্বংস করে দেবেন না?
- অথবা চলে আসবে না কোনো আযাব? যা তারা ভাবতেও পারবে না।
- অথবা (যমীনে) বিচরণরত অবস্থায় (ভূমিকম্প সুনামী টর্নেডু ইত্যাদি হঠাৎ আঘাতকারী কোনো আযাব দিয়ে আল্লাহ তাদেরকে) পাকড়াও করবেন না? (আল্লাহর আযাব চলে এলে এটা) ফেরানোর সাধ্য কারো নেই।
- অথবা (বন্যা ঘুর্নিঝড় শত্রুসেনা ইত্যাদি পাঠিয়ে) ভীত সন্ত্রস্ত করে আল্লাহ তাদের পাকড়াও করবেন না? (তাদের পাপের ফলে আযাব অবধারিত হয়ে গেছে। কিন্তু আল্লাহ অবকাশ দেন।) তোমাদের রাব্ব বড়-ই স্নেহশীল এবং দয়াময়।

اَوَ لَمۡ يَرَوۡا اِلٰى مَا خَلَقَ اللّٰهُ مِنۡ شَىۡءٍ يَّتَفَيَّؤُا ظِلٰلُهٗ عَنِ الۡيَمِيۡنِ وَ الشَّمَآئِلِ سُجَّدًا لِّلّٰهِ وَ هُمۡ دٰخِرُوۡنَ ﴿٤٨﴾ وَ لِلّٰهِ يَسۡجُدُ مَا فِى السَّمٰوٰتِ وَ مَا فِى الۡاَرۡضِ مِنۡ دَآبَّةٍ وَّ الۡمَلٰٓئِكَةُ وَ هُمۡ لَا يَسۡتَكۡبِرُوۡنَ ﴿٤٩﴾ يَخَافُوۡنَ رَبَّهُمۡ مِّنۡ فَوۡقِهِمۡ وَ يَفۡعَلُوۡنَ مَا يُؤۡمَرُوۡنَ ﴿٥٠﴾ وَ قَالَ اللّٰهُ لَا تَتَّخِذُوۡۤا اِلٰهَيۡنِ اثۡنَيۡنِ ۚ اِنَّمَا هُوَ اِلٰهٌ وَّاحِدٌ ۚ فَاِيَّاىَ فَارۡهَبُوۡنِ ﴿٥١﴾

আল্লাহ-ই একমাত্র ইলাহ, আমরা সবাই তার দাস

৪৮. তারা কি আল্লাহর সৃষ্টির দিকে দৃষ্টিপাত করে না.? (প্রতিটি) বস্তুর ছায়া ডানে বামে হেলে গিয়ে আল্লাহর তরে সিজদায় লুটিয়ে পড়ে।

৪৯. (শুধু কি তাই? কতিপয় শয়তান ছাড়া) সকল জীবজন্তু, ফিরিস্তাসহ আসমানসমূহের এবং যমীনের সবকিছু-ই আল্লাহর জন্য সিজদাহ করে, তারা দম্ভ করে না। (এটা সিজদাহর আয়াত। এ আয়াত পাঠ করে সিজদাহ দিতে হয়)

৫০. তারা (আল্লাহর অনুগত বান্দারা) রাব্বকে ভয় করে যিনি তাদের উপর কর্তৃত্বশীল, তারা প্রভুর আদেশ পালন করে।

৫১. আল্লাহ আদেশ জারি করেছেনঃ কেউ দুই (বা অধিক) ইলাহ গ্রহণ করবে না, ইলাহ শুধু-ই একজন। আর শুধু আমাকে-ই ভয় করবে।

জ্ঞাতব্যঃ মুশরিকরা বহু ইলাহ বানিয়েছে, খৃষ্টানরা বানিয়েছে তিন ইলাহ আর ইয়াহুদ বানিয়েছে দুই ইলাহ। ইয়াহুদ নাসারা তাদের নবী উলামা ও পীরদের অতি মর্যাদা দিতে গিয়ে খোদার আসনে বসিয়ে বিভ্রান্ত হয়ে গিয়েছে। আর আজকাল এমন করে বিভ্রান্ত হয়ে যাচ্ছে আমাদের অনেকেই। এ ব্যাপারে দলীল প্রমাণসহ জানতে হলে আমাদের ইসলাম শিক্ষা সিলেবাসের ৬ষ্ঠ বই "দ্বীন বুঝার মৌলিক নীতিমালা" দেখে নিন।

وَ لَهٗ مَا فِى السَّمٰوٰتِ وَ الۡاَرۡضِ وَ لَهُ الدِّيۡنُ وَاصِبًا ؕ اَفَغَيۡرَ اللّٰهِ تَتَّقُوۡنَ ﴿٥٢﴾

সার্বভৌমত্ব

৫২. আসমানসমূহে এবং যমীনে যা কিছু আছে এসবের সার্বিক মালিকানা আল্লাহর। তাই (মালিকানা যার) পরিপূর্ণভাবে দ্বীন তথা আইন ও বিধান মেনে চলতে হবে একান্ত-ই তাঁর। (এটা-ই চিরাচরিত রীতি। তোমরা কেন এটা মেনে নিচ্ছো না?) তোমরা কি আল্লাহ ছাড়া অন্যকে ভয় করো?

ঈমান ও আক্বীদাহঃ আল্লাহ আমাদের একমাত্র রাব্ব, একমাত্র নীতি নির্ধারক ও বিধানদাতা। আল্লাহর বিধান-ই সঠিক ও ন্যায়সঙ্গত। আল্লাহর বিধান ছাড়া যা আছে এসব-ই মনগড়া ও মানব রচিত। জীবনের সকল ক্ষেত্রে আল্লাহর বিধান মেনে চলার নাম ঈমান আর জীবনের কোনো বিষয়ে আল্লাহর বিধানের বিপরীতে অন্যকিছু মেনে চলার বা মেনে নেয়ার নাম কুফর। কোনো মুসলিম এমন করলে তার ঈমান নষ্ট হয়ে সকল আ'মাল বরবাদ হয়ে যায়। তখন সে হয়ে যায় চির জাহান্নামী মুনাফিক। এমন মানুষ মারা গেলে তাদের জানাজা পড়তে বা তাদের জন্য দোয়া করতে নিষেধ করেছেন মহান আল্লাহ। (দেখুন তাওবাহ ৮৪)

জ্ঞাতব্যঃ মালিকানা দুই প্রকার। বিধিবদ্ধ মালিকানা ও সার্বিক মালিকানা বা সার্বভৌম মালিকানা।

- ❖ যে মালিকানা আইনের আওতাধীন, যে মালিকানায় জবাবদিহিতা আছে, যে মালিকানায় নিয়ম বা বিধান মেনে চলতে হয়, এটা হলো বিধিবদ্ধ মালিকানা। আল্লাহ ছাড়া অন্য সকলের মালিকানা বিধিবদ্ধ।
- ❖ যে মালিকানা কোনো আইন বা নিয়মের আওতাধীন নয়, যে মালিকানায় কোনো জবাবদিহিতা নেই, যে মালিকানায় যা ইচ্ছা তাই করা যায়, এটা হলো সার্বিক মালিকানা বা সার্বভৌম মালিকানা। একমাত্র আল্লাহর মালিকানা-ই সার্বিক ও সার্বভৌম।

وَ مَا بِكُمْ مِّنْ نِّعْمَةٍ فَمِنَ اللّٰهِ ثُمَّ اِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فَاِلَيْهِ تَجْـَٔرُوْنَ ﴿٥٣﴾ ثُمَّ اِذَا كَشَفَ الضُّرَّ عَنْكُمْ اِذَا فَرِيْقٌ مِّنْكُمْ بِرَبِّهِمْ يُشْرِكُوْنَ ﴿٥٤﴾ لِيَكْفُرُوْا بِمَاۤ اٰتَيْنٰهُمْ ؕ فَتَمَتَّعُوْا فَسَوْفَ تَعْلَمُوْنَ ﴿٥٥﴾

আল্লাহ ছাড়া অন্যকে মুশকিল কুশাঁ গাউছ (বিপদ থেকে উদ্ধারকারী) মনে করা শিরক

৫৩-৫৪. তোমরা যেসব নিয়ামত উপভোগ করো এসবই আল্লাহর দান। আর যখন কোনো বিপদ তোমাদের স্পর্শ করে তখন তোমরা তাঁর কাছে-ই সবিনয়ে আবেদন করো। আর বিপদ দূর করে দেবার পর তোমাদের অনেকেই তাদের প্রভুর সাথে শিরক করে থাকে।

৫৫. যা (আমি বিপদমুক্ত করার পর অন্যের নাম উল্লেখ করা) আমার অনুগ্রহ অস্বীকার করার শামিল। সুতরাং (তোমাদের যারা কুফর বা শিরকে জড়িয়ে পড়েছ) তারা যেন ক্ষণিকের জন্য (জীবন) উপভোগ করে নেয়, কারণ তারা অচিরেই জানতে পারবে (কুফর শিরকের পরিণাম কত ভয়াবহ)।

ঈমান ও আক্বীদাহঃ অসুখ-বিসুখ বা বিপদ আপদ দূর করার একমাত্র মালিক আল্লাহ। আল্লাহ ছাড়া অন্যকে মুশকিল কুশা তথা বিপদ মুক্তকারী মনে করা অথবা "অমুকে বাঁচিয়েছে" "অমুক পীর সন্তান দিয়েছে" ইত্যাদি বলা শিরকের অন্তর্গত।

وَ يَجْعَلُوْنَ لِمَا لَا يَعْلَمُوْنَ نَصِيْبًا مِّمَّا رَزَقْنٰهُمْ ؕ تَاللّٰهِ لَتُسْـَٔلُنَّ عَمَّا كُنْتُمْ تَفْتَرُوْنَ ﴿٥٦﴾

আল্লাহ ছাড়া অন্যের পিছনে অবৈধভাবে সম্পদ ব্যয় করা

৫৬. (যারা মূর্তির জন্য, মাজারের জন্য, মিনারের জন্য, সৌধের জন্য টাকা পয়সা বা অন্য সম্পদ ব্যয় করে তাদের এসব অবৈধ ব্যয়ের প্রতি ইঙ্গিত করে নাযিল হয়েছে) আমি তাদেরকে যে সম্পদ দান করেছি তারা কান্ডজ্ঞানহীন হয়ে (অন্যকে খোদার আসনে বসিয়ে) আমার দেয়া সম্পদের একাংশ এদের জন্য বরাদ্দ করে। আল্লাহর কসম! তোমরা যেসব রটনা করছো এ জন্য তোমাদেরকে অবশ্যই জবাবদিহি করতে হবে।

وَ يَجْعَلُوْنَ لِلّٰهِ الْبَنٰتِ سُبْحٰنَهٗ ۙ وَ لَهُمْ مَّا يَشْتَهُوْنَ ﴿٥٧﴾ وَ اِذَا بُشِّرَ اَحَدُهُمْ بِالْاُنْثٰى ظَلَّ وَجْهُهٗ مُسْوَدًّا وَّ هُوَ كَظِيْمٌ ﴿٥٨﴾ يَتَوٰرٰى مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوْٓءِ مَا بُشِّرَ بِهٖ ؕ اَيُمْسِكُهٗ عَلٰى هُوْنٍ اَمْ يَدُسُّهٗ فِى التُّرَابِ ؕ اَلَا سَآءَ مَا يَحْكُمُوْنَ ﴿٥٩﴾

আল্লাহর সন্তান আছে বলে বিশ্বাস করা শিরক

৫৭. (আরবের কিছু মানুষ মনে করত ফিরিস্তা আল্লাহর মেয়ে। এদের প্রতি ইঙ্গিত করে নাযিল হয়েছে) তারা আল্লাহর জন্য কন্যা সন্তান নির্ধারণ করে অথচ আল্লাহ এসবের উর্ধ্বে। আর তাদের জন্য (পছন্দ করে) তাদের চাহিদা মত (পুত্র সন্তান)।

৫৮-৫৯. অথচ কন্যা সন্তানের সংবাদ দেওয়া হলে তাদের মুখ কালো হয়ে যায়, তারা ব্যথিত হয়। তারা এমন সংবাদ শুনে আত্মগোপণ করতে চায়, (তারা ভাবে) এতসব অপমান সহ্য করে এ সন্তানকে (জীবিত) রাখবে, না মাটিতে পুতে ফেলবে। শোন! তাদের এমন বিচার/এমন রীতিনীতি বড়-ই জঘন্য।

لِلَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُوْنَ بِالْاٰخِرَةِ مَثَلُ السَّوْءِ ۚ وَلِلّٰهِ الْمَثَلُ الْاَعْلٰى ؕ وَهُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ﴿٦٠﴾

আখেরাত অবিশ্বাসীদের পরিণাম

৬০. যারা আখেরাত বিশ্বাস করে না তাদের জন্য (অবধারিত হয়ে আছে) নিকৃষ্টতম পরিণাম আর আল্লাহর জন্য নির্ধারিত আছে উৎকৃষ্টতম সব গুণাগুণ। তিনি হলেন আ'যীয (মহাপরাক্রমশালী) এবং হা'কীম(মহাকৌশলী /বিজ্ঞানময় /প্রজ্ঞাময় /বিচারের মালিক /শাসনের মালিক /আইন ও বিধান দেওয়ার এবং অধ্যাদেশ জারি করার একমাত্র অধিকারী, ইত্যাদি।)

وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللّٰهُ النَّاسَ بِظُلْمِهِمْ مَّا تَرَكَ عَلَيْهَا مِنْ دَآبَّةٍ وَّلٰكِنْ يُّؤَخِّرُهُمْ اِلٰٓى اَجَلٍ مُّسَمًّى ۚ فَاِذَا جَآءَ اَجَلُهُمْ لَا يَسْتَاْخِرُوْنَ سَاعَةً وَّلَا يَسْتَقْدِمُوْنَ ﴿٦١﴾

মানুষের পাপ ও আল্লাহর আযাব

৬১. আল্লাহ যদি মানুষকে তাদের পাপের জন্য (তৎক্ষণাৎ) সাজা দিতেন তবে যমীনে (এতো বেশী আযাব আসত যে আযাবে সব ধ্বংস হয়ে যেত এবং) একটি প্রাণীও বাকি থাকত না, কিন্তু (আল্লাহ তার আযাব) নির্ধারিত মেয়াদ পর্যন্ত স্থগিত করে দেন। যখন যার মেয়াদ চলে আসে কেবল তখনি তার সাজা শুরু হয়; একটু আগেও হয় না, পরেও না।

وَيَجْعَلُوْنَ لِلّٰهِ مَا يَكْرَهُوْنَ وَتَصِفُ اَلْسِنَتُهُمُ الْكَذِبَ اَنَّ لَهُمُ الْحُسْنٰى ؕ لَا جَرَمَ اَنَّ لَهُمُ النَّارَ وَاَنَّهُمْ مُّفْرَطُوْنَ ﴿٦٢﴾

যারা মন্দ জিনিস আল্লাহর রাস্তায় দান করে তাদের পরিণাম

৬২. তারা নিজের জন্য যা পছন্দ করে না, আল্লাহর জন্য এমন সব বস্তু নির্ধারণ করে রাখে এবং তথাপিও তাদের তরে উত্তম প্রতিদান রয়েছে বলে মিথ্যা গলাবাজি করে (লক্ষ করো তারা কি পরিমাণের আহাম্মক)। আসলে তাদের তরে নির্ধারিত আছে জাহান্নাম এবং এতে কোনো সন্দেহ নেই। তারা হবে (জাহান্নামে) অগ্রগামী।

تَاللّٰهِ لَقَدْ اَرْسَلْنَآ اِلٰٓى اُمَمٍ مِّنْ قَبْلِكَ فَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطٰنُ اَعْمَالَهُمْ فَهُوَ وَلِيُّهُمُ الْيَوْمَ وَ لَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ ﴿٦٣﴾ وَ مَآ اَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتٰبَ اِلَّا لِتُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِى اخْتَلَفُوْا فِيْهِ ۙ وَ هُدًى وَّ رَحْمَةً لِّقَوْمٍ يُّؤْمِنُوْنَ ﴿٦٤﴾

শয়তানের আনুগত্যঃ তখন ও এখন

৬৩. আল্লাহর কসম! আমি ইতোপূর্বে অনেক জাতির কাছে রাসূল পাঠিয়েছিলাম। (আমার রাসূলগণ মানুষকে সৎপথে ফিরে আসার আহ্বান করেছিলো কিন্তু মানুষ রাসূলের কথা না শুনে শয়তানদের কথা মেনে নিয়েছিলো। আর) তখন শয়তান তাদের কাজকে শোভিত করে দেখিয়েছিলো। আর আজ ওই শয়তান-ই এদের ওয়ালী হয়েছে। (ফলে এরাও রাসূলের কথা না মেনে শয়তানদের কথা মেনে চলছে। শয়তান এদের কাজকে শোভিত করে দেখাচ্ছে। ফলে এরাও মনে করছে রাসূল ও তাঁর অনুসারীগণ উন্মাদ ও ধর্মান্ধ হয়ে গেছে। যারা এমন করছে) তাদের তরে যন্ত্রনাদায়ক আযাব। (ওয়ালী সম্পর্কে জানতে দেখুন বাক্বারাহঃ ১০৭)

৬৪. (হে নবী) তারা যে সব বিষয়ে (কুরআন সুন্নাহর সাথে) দ্বিমত পোষণ করছে এসব স্পষ্টভাবে বর্ণনা করার জন্য আমি তোমার কাছে নাযিল করেছি কিতাব যা মুঅমিনদের তরে হেদায়াত ও রহমত। (তাই হেদায়াতের একমাত্র পথ আল-কুরআনের অনুকরণ এবং কুরআনের আইন ও বিধান মেনে জীবনযাপন)

وَ اللّٰهُ اَنْزَلَ مِنَ السَّمَآءِ مَآءً فَاَحْيَا بِهِ الْاَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا ؕ اِنَّ فِىْ ذٰلِكَ لَاٰيَةً لِّقَوْمٍ يَّسْمَعُوْنَ ﴿٦٥﴾ وَ اِنَّ لَكُمْ فِى الْاَنْعَامِ لَعِبْرَةً ؕ نُسْقِيْكُمْ مِّمَّا فِىْ بُطُوْنِهٖ مِنْۢ بَيْنِ فَرْثٍ وَّ دَمٍ لَّبَنًا خَالِصًا سَآئِغًا لِّلشّٰرِبِيْنَ ﴿٦٦﴾ وَ مِنْ ثَمَرٰتِ النَّخِيْلِ وَ الْاَعْنَابِ تَتَّخِذُوْنَ مِنْهُ سَكَرًا وَّ رِزْقًا حَسَنًا ؕ اِنَّ فِىْ ذٰلِكَ لَاٰيَةً لِّقَوْمٍ يَّعْقِلُوْنَ ﴿٦٧﴾

আল্লাহর নিয়ামত

৬৫. আল্লাহ আকাশ থেকে বর্ষণ করেন পানি, যা দিয়ে জীবিত করেন মৃত যমীনকে। নিশ্চয়ই এতে শিক্ষা রয়েছে তাদের জন্য যারা (আল্লাহ ও রাসূলের কথা) শুনে তথা মেনে চলে।

৬৬. আর অবশ্য-ই গবাদিপশুর মাঝেও তোমাদের জন্য শিক্ষা রয়েছে। আমি এদের পেটে রক্ত ও গোবরের মধ্য থেকে তোমাদের জন্য তৈরি করি সু-পেয় খাঁটি দুধ যা পানকারীদের জন্য "সাইগ" (অতি সহজে হজমযোগ্য খাদ্য এবং তৃষ্ণা নিবারক ও তৃপ্তিদায়ক পানীয় হিসেবে কাজ করে। উল্লেখ্য দুধ একই সাথে খাদ্য এবং পানীয়। দুধ পানে খাবারের চাহিদাও পূর্ণ হয় এবং তৃষ্ণাও নিবারণ হয়।)

৬৭. আর ফলের মাঝে খেজুর ও আঙ্গুর (ইত্যাদি আল্লাহ দান করেছেন তোমাদের খাদ্য হিসেবে। কিন্তু এসব) দিয়ে তোমরা মদ তৈরি করো, তৈরি করো কত রকমের উত্তম খাবারও। নিশ্চয় এতে শিক্ষা রয়েছে বিজ্ঞ লোকদের জন্য।

وَ اَوۡحٰی رَبُّكَ اِلَی النَّحۡلِ اَنِ اتَّخِذِیۡ مِنَ الۡجِبَالِ بُیُوۡتًا وَّ مِنَ الشَّجَرِ وَ مِمَّا یَعۡرِشُوۡنَ ﴿٦٨﴾ ثُمَّ كُلِیۡ مِنۡ كُلِّ الثَّمَرٰتِ فَاسۡلُكِیۡ سُبُلَ رَبِّكِ ذُلُلًا ؕ یَخۡرُجُ مِنۡۢ بُطُوۡنِهَا شَرَابٌ مُّخۡتَلِفٌ اَلۡوَانُهٗ فِیۡهِ شِفَآءٌ لِّلنَّاسِ ؕ اِنَّ فِیۡ ذٰلِكَ لَاٰیَةً لِّقَوۡمٍ یَّتَفَكَّرُوۡنَ ﴿٦٩﴾

মৌমাছি ও মৌচাক

৬৮-৬৯. তোমার প্রভু মৌমাছিকে নির্দেশ দিয়েছেনঃ পাহাড়ে, গাছে এবং মানবনির্মিত বিভিন্ন স্থানে ঘর (মৌচাক) তৈরি করো। তারপর প্রভুর দেয়া উন্মুক্ত পথে বিচরণ করে সকল প্রকার ফল-ফুল আহরণ করো, (হে মানুষ! প্রভুর নিয়ামত স্মরণ করো) তিনি মৌমাছির পেট থেকে বের করেন নানা রঙ্গের (এবং নানা স্বাদের) পানীয়, যাতে আছে মানুষের জন্য নিরাময়। নিশ্চয় এতে শিক্ষা রয়েছে তাদের জন্য যারা চিন্তা-গবেষণা করে। (এখানে মৌমাছি বুঝাতে "নাহ'ল" শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে। আর এ শব্দ দিয়েই এ সূরার নামকরণ করা হয়েছে "সূরাহ আন-নাহ'ল"।)

বিজ্ঞান ও কুরআনঃ এখানে বিশেষভাবে লক্ষণীয় বিষয় হলো মধু সংগ্রহের আদেশ দিয়ে ব্যবহৃত শব্দটি স্ত্রীলিঙ্গ। বর্তমান বিজ্ঞান প্রমাণ পেয়েছে যে শুধু স্ত্রী মৌমাছিরা-ই মৌচাকে মধু সংগ্রহ করে থাকে।

জ্ঞাতব্যঃ মৌমাছি মহান আল্লাহর এক মহান সৃষ্টি। ছোট ছোট মৌমাছির জীবন ও কর্ম নানা বৈচিত্রে ভরপুর। খুবই সুশৃংখল, সমাজবদ্ধ জীবনযাপন করে মৌমাছি। প্রতিটি মৌমাছি-ই তাদের নেতার প্রতি আনুগত্যশীল ও আইনের প্রতি শ্রদ্ধাশীল থেকে জীবনযাপন করে। প্রতিটি মৌচাকে থাকে একটি করে রানী মৌমাছি। আর এ রানী-ই হয় পূর্ণ চাকের উপর কর্তৃত্বশীল একক নেতা। রানীর অধীনে কাজ করে শ্রমিক মৌমাছি ও প্রহরী মৌমাছি। শ্রমিক মৌমাছির একদল চাক তৈরি করে, একদল করে মধু সংগ্রহের কাজ। আর প্রহরী মৌমাছি তাদের চাকের হেফাজতে তৈরি করে নানামুখী নিরাপত্তা বলয়। রানীর সঙ্গী ও সেবক হিসেবে কাজ করে একদল দক্ষ ও চৌকস মৌমাছি। মৌমাছি আসলে মধু সংগ্রহ করে নিজেদের জন্য। যাতে ফুল ফুরিয়ে গেলেও খাদ্য সংকটে পড়তে না হয় তাদের।

وَ اللّٰهُ خَلَقَكُمۡ ثُمَّ یَتَوَفّٰىكُمۡ ؕ وَ مِنۡكُمۡ مَّنۡ یُّرَدُّ اِلٰۤی اَرۡذَلِ الۡعُمُرِ لِكَیۡ لَا یَعۡلَمَ بَعۡدَ عِلۡمٍ شَیۡـًٔا ؕ اِنَّ اللّٰهَ عَلِیۡمٌ قَدِیۡرٌ ﴿٧٠﴾

আল্লাহর সৃষ্টি রহস্য

৭০. আল্লাহ-ই তোমাদের সৃষ্টি করেছেন অতঃপর তোমাদের জন্য নির্ধারণ করেছেন মৃত্যু, তিনি তোমাদের কাউকে পূর্ণ বার্ধক্যে উপনীত করেন। (যৌবনে) জ্ঞানসম্পন্ন হয়েও তখন সে (দুর্বল ও) জ্ঞানহীন হয়ে যায়। (কিন্তু আল্লাহ কখনো দুর্বল না জ্ঞানহীন হন না। কারণ) আল্লাহ মহাজ্ঞানী, সর্বশক্তিমান।

وَ اللّٰهُ فَضَّلَ بَعۡضَكُمۡ عَلٰی بَعۡضٍ فِی الرِّزۡقِ ۚ فَمَا الَّذِیۡنَ فُضِّلُوۡا بِرَآدِّیۡ رِزۡقِهِمۡ عَلٰی مَا مَلَكَتۡ اَیۡمَانُهُمۡ فَهُمۡ فِیۡهِ سَوَآءٌ ؕ اَفَبِنِعۡمَةِ اللّٰهِ یَجۡحَدُوۡنَ ﴿٧١﴾

শিরক না করার যৌক্তিক কারণ

৭১. আল্লাহ সম্পদের বেলায় তোমাদের কাউকে কারো উপর প্রাধান্য দিয়ে থাকেন। যাদের সম্পদ দেওয়া হয় তারা নিজের দাসদাসীকে এমন কিছু দিতে চায় না যাতে এরাও তাদের সমান হয়ে যায়, (তারা নিজের দাসকে নিজের সমান মানতে রাজি হয় না। তবে কেন আল্লাহর দাসকে আল্লাহর সমান বানায়) তারা কি আল্লাহর নিয়ামত অস্বীকার করে?

وَ اللّٰهُ جَعَلَ لَكُمْ مِّنْ اَنْفُسِكُمْ اَزْوَاجًا وَّ جَعَلَ لَكُمْ مِّنْ اَزْوَاجِكُمْ بَنِيْنَ وَ حَفَدَةً وَّ رَزَقَكُمْ مِّنَ الطَّيِّبٰتِ ؕ اَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُوْنَ وَ بِنِعْمَتِ اللّٰهِ هُمْ يَكْفُرُوْنَ ﴿٧٢﴾

আল্লাহর বিধান অমান্য করা কুফর

৭২. আল্লাহ তোমাদের যুগল বানিয়েছেন তোমাদের থেকেই। আর (নারী পুরুষের) যুগল থেকে তৈরি করেন সন্তান-সন্ততি। তিনি জীবিকা হিসেবে তোমাদেরকে দিয়েছেন উত্তম বস্তু। (আল্লাহ মানুষকে এতোকিছু দিয়েছেন) তবুও কি তারা বাতিলকে মেনে নেবে আর আল্লাহর বিধান অমান্য করবে তথা কুফর করবে?

(আল্লাহর কোনো বিধানকে অমান্য, অবজ্ঞা বা অবহেলা করা কুফর। কোনো মুসলিম এমন করলে সে মুনাফিক হয়ে যাবে)

وَ يَعْبُدُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَهُمْ رِزْقًا مِّنَ السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ شَيْـًٔا وَّ لَا يَسْتَطِيْعُوْنَ ﴿٧٣﴾ فَلَا تَضْرِبُوْا لِلّٰهِ الْاَمْثَالَ ؕ اِنَّ اللّٰهَ يَعْلَمُ وَ اَنْتُمْ لَا تَعْلَمُوْنَ ﴿٧٤﴾ ضَرَبَ اللّٰهُ مَثَلًا عَبْدًا مَّمْلُوْكًا لَّا يَقْدِرُ عَلٰى شَيْءٍ وَّ مَنْ رَّزَقْنٰهُ مِنَّا رِزْقًا حَسَنًا فَهُوَ يُنْفِقُ مِنْهُ سِرًّا وَّ جَهْرًا ؕ هَلْ يَسْتَوٗنَ ؕ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ ؕ بَلْ اَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُوْنَ ﴿٧٥﴾ وَ ضَرَبَ اللّٰهُ مَثَلًا رَّجُلَيْنِ اَحَدُهُمَاۤ اَبْكَمُ لَا يَقْدِرُ عَلٰى شَيْءٍ وَّ هُوَ كَلٌّ عَلٰى مَوْلٰىهُ ۙ اَيْنَمَا يُوَجِّهْهُّ لَا يَاْتِ بِخَيْرٍ ؕ هَلْ يَسْتَوِيْ هُوَ ۙ وَ مَنْ يَّاْمُرُ بِالْعَدْلِ ۙ وَ هُوَ عَلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ ﴿٧٦﴾

শিরক খন্ডনের যুক্তি

৭৩. তারা আল্লাহ ছাড়া যাদের দাসত্ব করে এরা আসমান বা যমীনের কোনোকিছু-ই তাদেরকে দিতে পারবে না/দিতে সক্ষম নয়।

৭৪. সুতরাং তোমরা আল্লাহর সমকক্ষ বানিও না, (আল্লাহর সমান বা সমকক্ষ কেউ নেই, কিছুই নেই) আল্লাহ জানেন, তোমরা জানো না।

৭৫. আল্লাহ উপমা দিচ্ছেন (দুইজন মানুষের। এদের) একজন অধীনস্থ গোলাম যে কিছু-ই করতে সক্ষম নয় আর অন্যজন সম্পদশালী, যে গোপনে প্রকাশ্যে সর্বাবস্থায় খরচ করতে সক্ষম। (এখন তোমরা-ই বলো! মালিকানা ও ব্যায়ের ব্যাপারে এদের) উভয়জন কি সমান? (এরা যেভাবে সমান

নয়। তেমনি ভাবে আল্লাহ এবং তাঁর বান্দা ও সমান নয়।) সকল প্রশংসার মালিক আল্লাহ, কিন্তু তাদের অনেকেই এসব বোঝে না।

৭৬. আল্লাহ উপমা দিচ্ছেন আরও দুই ব্যক্তিরঃ এদের একজন অক্ষম বধির গোলাম, মালিকের জন্য বুঝা, যেখানেই যায় সমস্যা সৃষ্টি করে। সে কি ওই ব্যক্তির সমান যে (সক্ষম, বুদ্ধিমান, জ্ঞানী এবং মালিক? যে) সোজা পথে চলে এবং ন্যায় ও সাম্যের নির্দেশ জারি করে?
(অর্থাৎ সক্ষম আর অক্ষম যেমন সমান নয়, মালিক আর দাস যেমন সমান নয় তেমনিভাবে সৃষ্টিকর্তা ও তাঁর সৃষ্ট বস্তুও সমান নয়। একথা তোমরা কেন বুঝ না?)

وَلِلّٰهِ غَيْبُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ؕ وَمَآ اَمْرُ السَّاعَةِ اِلَّا كَلَمْحِ الْبَصَرِ اَوْ هُوَ اَقْرَبُ ؕ اِنَّ اللّٰهَ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيْرٌ ﴿۷۷﴾ وَاللّٰهُ اَخْرَجَكُمْ مِّنْۢ بُطُوْنِ اُمَّهٰتِكُمْ لَا تَعْلَمُوْنَ شَيْـًٔا ۙ وَّجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْاَبْصَارَ وَالْاَفْـِٕدَةَ ۙ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ ﴿۷۸﴾

আল্লাহর কুদরত

৭৭. আসমানসমূহের এবং যমীনের সকল গাইবের জ্ঞান একমাত্র আল্লহর-ই জানা। (তাই কিয়ামত ও পুনরুত্থান আল্লাহর জন্য কঠিন নয়।) কিয়ামত সংগঠিত হতে সময় লাগবে মাত্র এক চোখের পলক বা এরচেয়ে কম। (আল্লাহ এটা করতে সক্ষম। কারণ) নিশ্চয় আল্লাহ সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী।

৭৮. আল্লাহ তোমাদের মায়ের পেট থেকে তোমাদেরকে বের করে এনেছেন, তখন তোমরা কিছুই জানতে না। পরে তিনি-ই তোমাদেরকে দান করেছেন শ্রবণশক্তি, দৃষ্টিশক্তি ও চিন্তাশক্তি, যেন তোমরা শোকর আদায় করো (অন্তরে নিয়ামতের গুরুত্ব অনুধাবন করে মুখে স্বীকৃতি দেয়া এবং বাস্তব জীবনে আল্লাহর বিধান মেনে নেয়ার নাম শুকর আদায় করা।)

اَلَمْ يَرَوْا اِلَى الطَّيْرِ مُسَخَّرٰتٍ فِىْ جَوِّ السَّمَآءِ ؕ مَا يُمْسِكُهُنَّ اِلَّا اللّٰهُ ؕ اِنَّ فِىْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يُّؤْمِنُوْنَ ﴿۷۹﴾ وَاللّٰهُ جَعَلَ لَكُمْ مِّنْۢ بُيُوْتِكُمْ سَكَنًا وَّجَعَلَ لَكُمْ مِّنْ جُلُوْدِ الْاَنْعَامِ بُيُوْتًا تَسْتَخِفُّوْنَهَا يَوْمَ ظَعْنِكُمْ وَيَوْمَ اِقَامَتِكُمْ ۙ وَمِنْ اَصْوَافِهَا وَاَوْبَارِهَا وَاَشْعَارِهَآ اَثَاثًا وَّمَتَاعًا اِلٰى حِيْنٍ ﴿۸۰﴾ وَاللّٰهُ جَعَلَ لَكُمْ مِّمَّا خَلَقَ ظِلٰلًا وَّجَعَلَ لَكُمْ مِّنَ الْجِبَالِ اَكْنَانًا وَّجَعَلَ لَكُمْ سَرَابِيْلَ تَقِيْكُمُ الْحَرَّ وَسَرَابِيْلَ تَقِيْكُمْ بَاْسَكُمْ ؕ كَذٰلِكَ يُتِمُّ نِعْمَتَهٗ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تُسْلِمُوْنَ ﴿۸۱﴾

আল্লাহর কুদরত ও আল্লাহর কাছে আত্মসমর্পণ

৭৯. তারা কি আকাশে উড়ন্ত পাখির দিকে লক্ষ্য করে না? এরা কেমন করে নিয়ন্ত্রন বজায় রেখে বাতাসে উড়ে বেড়ায়। কেউ এদের স্থির রাখতে পারবে না আল্লাহ ছাড়া। নিশ্চয় এতে শিক্ষা

রয়েছে মুঅমিনদের তরে।

৮০. আল্লাহ ঘরকে তোমাদের আবাসন বানিয়েছেন, পশুর চামড়া দিয়েও তোমরা ঘর তৈরি করো, যা ভ্রমণকালে সহজে বহন করা যায় এবং অবস্থানকালে সহজে স্থাপন করা যায়। পশুর লোম, কেশ ও পশম দিয়ে তোমরা গৃহ সামগ্রী ও নানা উপকরণ তৈরি করো, (এসবই ক্ষণস্থায়ী) ক্ষণিকের উপকরণ মাত্র।

৮১. আল্লাহ যতকিছু সৃষ্টি করেছেন এসবের ছায়াও বানিয়েছেন তোমাদের জন্য (তোমরা গরমে ছায়াতে বিশ্রাম করো), তিনি পাহাড়কে বানিয়েছেন তোমাদের আশ্রয়স্থল, তোমাদেরকে তাপ থেকে বাঁচতে দিয়েছেন পোশাক (বানানোর মত জ্ঞানবুদ্ধি) আরও এক প্রকার পোশাক (বর্ম বানানোর ধারণা) দিয়েছেন তোমাদেরকে যুদ্ধে নিরাপদ রাখতে। তিনি তোমাদের উপর তাঁর নিয়ামতকে এভাবে-ই পূর্ণতা দান করেছেন, যেন তোমরা তাঁর কাছে আত্মসমর্পণ করো।

জ্ঞাতব্যঃ নিজের উপর সার্বিকভাবে আল্লাহর মালিকানা মেনে নিয়ে নিজের জ্ঞান বুদ্ধি বিবেক বিবেচনা সবকিছুকে আল্লাহর বিধানের আওতাধীন করে বাস্তব জীবনে আল্লাহর বিধান মেনে চলা-ই আত্মসমর্পণের মূল কথা। আর আত্মসমর্পণ-ই ইসলামের মূল বিষয়।

فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلٰغُ الْمُبِيْنُ ﴿٨٢﴾ يَعْرِفُوْنَ نِعْمَتَ اللّٰهِ ثُمَّ يُنْكِرُوْنَهَا وَ أَكْثَرُهُمُ الْكٰفِرُوْنَ ﴿٨٣﴾

অধিকাংশ মানুষ-ই কাফির

৮২. (হে নবী! এভাবে বুঝানোর পরও আল্লাহর বিধান থেকে) তারা যদি মুখ ফিরিয়ে নেয় তবে (তাদের নিয়ে ভেব না। মনে রেখো) তোমার দায়িত্ব শুধু স্পষ্টভাবে পৌঁছে দেয়া।

৮৩. তারা আল্লাহর নিয়ামত (বিধান) সম্পর্কে জানে এবং তথাপিও এসব (আল্লাহর বিধান) অপছন্দ করে। আর (এ কারণে) তাদের অধিকাংশ-ই কাফির হয়ে যায়/কাফির থেকে যায়।

কুফর পরিচিতিঃ কুফর অর্থ গোপন করা, অবিশ্বাস করা, অস্বীকার করা, অমান্য করা, অবজ্ঞা করা, ইত্যাদি। সে মতে আল্লাহর দেয়া কোনো তথ্য গোপন করা বা অবিশ্বাস করা অথবা আল্লাহর বিধান মানতে অস্বীকার করা বা অমান্য করা অথবা আল্লাহর কোনো বিধানকে অবজ্ঞা বা অবহেলা করা কুফর। আল্লাহর কোনো বিধান নিয়ে ঠাট্টা মশকারা করা এবং যাদু করাও কুফর। বাস্তব জীবনে ইসলাম ছাড়া অন্য কোনো আদর্শ, মতবাদ বা দর্শন মেনে নেওয়াও কুফর। আর যে ব্যক্তি কুফর করে তাকে বলা হয় কাফির।

যে কোনো প্রকার কুফর করলে ঈমান বিনষ্ট হয়ে সকল আ'মাল ও ইবাদত নিষ্ফল ও বরবাদ হয়ে যায়। কোনো মুসলিম কোনো প্রকার কুফর বা শিরকে জড়িয়ে পড়লে সে ঈমান হারা হয়ে মুনাফিক হয়ে যায়, হয়ে যায় চির জাহান্নামী। এমন মানুষ মারা গেলে তাদের জানাযা পড়া বা তাদের জন্য দোয়া করাও নিষিদ্ধ। (দেখুন সূরাহ তাওবাহঃ ৮৪। কুফর সম্পর্কে আরও স্ববিস্তারে জানতে দেখুন আমাদের ইসলাম শিক্ষা সিলেবাসের ৪র্থ বই "ঈমানের উপর অবিচল থাকা"র কুফর অধ্যায়।)

وَ يَوْمَ نَبْعَثُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيْدًا ثُمَّ لَا يُؤْذَنُ لِلَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَ لَا هُمْ يُسْتَعْتَبُوْنَ ﴿٨٤﴾ وَ إِذَا رَأَ الَّذِيْنَ ظَلَمُوا الْعَذَابَ فَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ وَ لَا هُمْ يُنْظَرُوْنَ ﴿٨٥﴾ وَ إِذَا رَأَ الَّذِيْنَ أَشْرَكُوْا شُرَكَآءَهُمْ

قَالُوْا رَبَّنَا هٰٓؤُلَآءِ شُرَكَآؤُنَا الَّذِيْنَ كُنَّا نَدْعُوْا مِنْ دُوْنِكَ ۚ فَاَلْقَوْا اِلَيْهِمُ الْقَوْلَ اِنَّكُمْ لَكٰذِبُوْنَ ﴿٨٦﴾ وَاَلْقَوْا اِلَى اللّٰهِ يَوْمَئِذِ السَّلَمَ وَ ضَلَّ عَنْهُمْ مَّا كَانُوْا يَفْتَرُوْنَ ﴿٨٧﴾ اَلَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَ صَدُّوْا عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ زِدْنٰهُمْ عَذَابًا فَوْقَ الْعَذَابِ بِمَا كَانُوْا يُفْسِدُوْنَ ﴿٨٨﴾

হাশরের বিচার

৮৪. (হে মানুষ! বিচার দিনের কথা স্মরণ করো!) সেদিন প্রত্যেক জাতি থেকে একজন করে সাক্ষী উঠাব। (দুনিয়ার জীবনে) যারা কুফর করবে (হাশরের বিচারে) তাদের থেকে কৈফিয়ত চাওয়া হবে না (কারণ আমলনামায় সব সুস্পষ্টভাবে বর্ণিত থাকবে এবং তাদের বিপক্ষে প্রমাণ হবে অকাট্য) এবং তাদেরকে কোনো সুযোগ দেওয়া হবে না।

৮৫. পাপিষ্ঠরা যখন আযাব প্রত্যক্ষ করে ফেলবে তখন তাদের সাজা আর কমানো হবে না, দেয়া হবে না কোনো অবকাশ।

৮৬. (দুনিয়ার জীবনে) যারা শিরক করবে তারা নিজেদের শুরাকা (যাদের কারণে বা যাদের মাধ্যমে শিরক করা হয়) দেখে বলবেঃ হে রাব্ব! এরা আমাদের শুরাকা, আপনাকে ছাড়া আমরা এদেরকেও ডেকেছি। তখন ওইসব শুরাকা এদের মুখের উপর বলবেঃ নিশ্চয় তোমরা মিথ্যুক।

৮৭. (দুনিয়ার জীবনে যারা শিরক করেছে) সেদিন তারাও আল্লাহর কাছে আত্মসমর্পণ করবে এবং তাদের মনগড়া সব উধাও হয়ে যাবে।

৮৮. (দুনিয়ায়) যারা কুফর করে, যারা আল্লাহর পথে বাধা দেয়, (আখেরাতে) তাদের আযাব আমি বহুগুণ বাড়িয়ে দেব। আর এসব-ই হবে তাদের পাপের কারণে।

وَ يَوْمَ نَبْعَثُ فِيْ كُلِّ اُمَّةٍ شَهِيْدًا عَلَيْهِمْ مِّنْ اَنْفُسِهِمْ وَجِئْنَا بِكَ شَهِيْدًا عَلٰى هٰٓؤُلَآءِ ؕ وَ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتٰبَ تِبْيَانًا لِّكُلِّ شَيْءٍ وَّ هُدًى وَّ رَحْمَةً وَّ بُشْرٰى لِلْمُسْلِمِيْنَ ﴿٨٩﴾

হাশরের বিচারে সাক্ষী হবেন যারা

৮৯. সেদিন (বিচার দিন) প্রত্যেক জাতি থেকে সাক্ষী বানিয়ে উঠাব তাদের-ই একজনকে। (বিচার দিনে নবীগণ নিজ নিজ জাতির পাপিষ্ঠদের বিপক্ষে সাক্ষী হবেন) আর তোমাকে (নবী মুহাম্মাদ সা.কে) সাক্ষী বানাব এদের সকলের উপর। আমি তোমার প্রতি কিতাব নাযিল করেছি, যাতে আছে (প্রয়োজনীয়) সকল বিষয়ে বিস্তারিত বর্ণনা, হেদায়াত, রহমত আর মুসলিমদের জন্য সুসংবাদ।

اِنَّ اللّٰهَ يَاْمُرُ بِالْعَدْلِ وَ الْاِحْسَانِ وَ اِيْتَآئِ ذِي الْقُرْبٰى وَ يَنْهٰى عَنِ الْفَحْشَآءِ وَ الْمُنْكَرِ وَ الْبَغْيِ ۚ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُوْنَ ﴿٩٠﴾

ইসলামী সমাজের মূলভিত্তি

৯০. আল্লাহ আদেশ দিচ্ছেন আ'দল (তথা ন্যায় সাম্য ও ইনসাফ) এর, ইহসান (তথা উত্তম কাজ উত্তম ইবাদাত ও উত্তম ব্যবহার) এর এবং আত্মীয়স্বজনকে দেওয়ার। আর তিনি নিষেধ করছেন অশ্লীলতা, মুনকার (আইন ভঙ্গ, অন্যায়) ও সীমালঙ্ঘন থেকে। তিনি আদেশ দিচ্ছেন যেন তোমরা এসব মেনে চলো। (এ আয়াতে ইসলামী সমাজনীতির মূলনীতি বর্ণিত হয়েছে।)

ইসলামী সমাজের মূলনীতিঃ

- ইসলামী সমাজনীতির মূলভিত্তি হলো আদল ও ইহসান। বাস্তব জীবনের সকল ক্ষেত্রে আ'দল তথা ন্যায় সাম্য ও ইনসাফ বজায় রাখা এবং সমাজে আদল প্রতিষ্ঠা করা আল্লাহর আদেশ। আর আল্লাহর এ আদেশের বাস্তবায়ন প্রতিটি মুসলিমের উপর ফরজ দায়িত্ব। মুঅমিন হতে হলে আমাদেরকে অবশ্যই এ দায়িত্ব পালন করতে হবে, এতে অবজ্ঞা বা অবহেলা করে কেউ মুঅমিন হতে পারবে না।
- ইহসান তথা উত্তম কাজ, উত্তম ইবাদাত ও উত্তম ব্যবহার একজন মুঅমিনের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। জীবনের সকল ক্ষেত্রে ইহসানের পরিচয় দেয়া মুঅমিনের অন্যতম গুণ।
- আত্মীয়স্বজনকে তাদের অধিকার দিতে হবে। এটা হলো সমাজ, পরিবার ও আত্মীয়তা রক্ষার মূল কথা।
- সকল প্রকার অশ্লীলতা, অন্যায় ও পাপাচার থেকে বিরত থাকতে হবে। নতুবা সমাজ ধ্বংস হয়ে যাবে।

وَ اَوْفُوْا بِعَهْدِ اللّٰهِ اِذَا عٰهَدْتُّمْ وَ لَا تَنْقُضُوا الْاَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيْدِهَا وَ قَدْ جَعَلْتُمُ اللّٰهَ عَلَيْكُمْ كَفِيْلًا ؕ
اِنَّ اللّٰهَ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُوْنَ ﴿۹۱﴾ وَ لَا تَكُوْنُوْا كَالَّتِيْ نَقَضَتْ غَزْلَهَا مِنْۢ بَعْدِ قُوَّةٍ اَنْكَاثًا ؕ تَتَّخِذُوْنَ
اَيْمَانَكُمْ دَخَلًۢا بَيْنَكُمْ اَنْ تَكُوْنَ اُمَّةٌ هِيَ اَرْبٰى مِنْ اُمَّةٍ ؕ اِنَّمَا يَبْلُوْكُمُ اللّٰهُ بِهٖ ؕ وَ لَيُبَيِّنَنَّ لَكُمْ يَوْمَ
الْقِيٰمَةِ مَا كُنْتُمْ فِيْهِ تَخْتَلِفُوْنَ ﴿۹۲﴾

ওয়াদা ও অঙ্গীকার

৯১. (হে আমার বান্দাগণ!) তোমরা আল্লাহর সাথে কৃত অঙ্গীকার পূর্ণ করবে। ওয়াদাকে শপথে রূপান্তিত করার পর এটা আর ভঙ্গ করবে না। কারণ (আল্লাহর নাম ব্যবহার করে) তোমরা আল্লাহকে এর জিম্মাদার বানিয়ে ফেলেছ। তোমরা যা করো আল্লাহ সব জানেন।

৯২. তোমরা ওই মহিলার মত হবে না, যে (চরকায়) সুতা কেটে মজবুত (ও বিন্যস্ত) করার পর সব নষ্ট করে ফেলে। (এ কথাটি তখনকার আরব সমাজের একটি সামাজিক প্রবাদ। যে ব্যক্তি আল্লাহর নামে শপথ করার পর ভঙ্গ করলো সে ওই মহিলার মত হয়ে গেল, যে অনেক কষ্ট করে সুতা কাটলো এবং সুতা বিন্যস্ত ও মজবুত হবার পর সব নষ্ট করে ফেললো) সাধারণত তোমরা একে অন্যকে ধোঁকা দেবার জন্য, একে অপরের উপর লাভবান হবার জন্য শপথের আশ্রয় নিয়ে থাক। এসব ব্যাপারে আল্লাহ তোমাদের পরীক্ষা করেন। তোমরা যেসব বিষয়ে ভিন্নমত পোষণ করছো পরকালে আল্লাহ সব উন্মুক্ত করে দেবেন।

জ্ঞাতব্যঃ প্রতারণার জন্য আল্লাহর নামে শপথ করা মহাপাপ। এ পাপ মানুষকে কুফর পর্যন্ত পৌঁছে দিতে পারে। (কসমের বিধান জানতে দেখুনঃ বাক্বারাহঃ ২২৫)

وَلَوْ شَآءَ اللّٰهُ لَجَعَلَكُمْ اُمَّةً وَّاحِدَةً وَّلٰكِنْ يُّضِلُّ مَنْ يَّشَآءُ وَيَهْدِىْ مَنْ يَّشَآءُ ؕ وَلَتُسْـَٔلُنَّ عَمَّا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ ﴿٩٣﴾

দুনিয়ার বাস্তবতা হলো অনৈক্য ও বিভাজন

৯৩. (হে মানুষ! মনে রেখো!) আল্লাহ ইচ্ছা করলে তোমাদের সবাইকে এক-ই জাতিভুক্ত করতে পারতেন কিন্তু (তিনি এমনটি চাননি। তাই সকল মানুষ এক হবে না, এটাই দুনিয়ার বাস্তবতা। আর বাস্তবতাকে মেনে চলা-ই বুদ্ধিমানের কাজ। কারণ) তিনি যাকে খুশী হেদায়াত করেন আর যাকে ইচ্ছা বিভ্রান্ত করেন, (আল্লাহকে এজন্য কারো কাছে জবাবদিহি করতে হয় না। কারণ আল্লাহর মালিকানা সার্বভৌম কিন্তু) তোমাদেরকে প্রতিটি পদক্ষেপের জন্য জবাবদিহি করতে হবে। (কারণ তোমাদের মালিকানা সার্বভৌম নয়।)

জ্ঞাতব্যঃ দুনিয়ার অধিকাংশ মানুষ-ই পাপিষ্ঠ। আর পাপিষ্ঠরা সর্বদা অনৈক্য আর বিভাজন তৈরি করবে এটা-ই স্বাভাবিক এবং এটা-ই বাস্তবতা। কিন্তু আল্লাহর খাঁটি বান্দারা তাদের নিজেদের মাঝে ঐক্য ধরে রাখবে। কারণ এটা হলো আল্লাহর আদেশ। (দেখুন সূরাহ আল ই'মরানঃ ১০৩) আর আল্লাহর আদেশ পালন করা মুঅমিনের দায়িত্ব।

وَلَا تَتَّخِذُوْٓا اَيْمَانَكُمْ دَخَلًاۢ بَيْنَكُمْ فَتَزِلَّ قَدَمٌۢ بَعْدَ ثُبُوْتِهَا وَتَذُوْقُوا السُّوْٓءَ بِمَا صَدَدْتُّمْ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ۚ وَلَكُمْ عَذَابٌ عَظِيْمٌ ﴿٩٤﴾ وَلَا تَشْتَرُوْا بِعَهْدِ اللّٰهِ ثَمَنًا قَلِيْلًا ؕ اِنَّمَا عِنْدَ اللّٰهِ هُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ ﴿٩٥﴾

শপথ রক্ষা করা আবশ্যক

৯৪. (হে মুঅমিনগণ!) তোমরা নিজেদের শপথকে একে অপরের সাথে প্রতারণার হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করো না। এমন করলে (ঈমানের উপর) প্রতিষ্ঠিত হবার পরও তোমাদের পা পিছলে যেতে পারে। আল্লাহর পথ থেকে বিরত থাকার কারণে তোমাদেরকে কঠিন পরিস্থিতির সম্মুখীন হতে হবে। আর (এমন করলে আখেরাতে) তোমাদের জন্য নির্ধারিত হবে কঠিন আযাব।

৯৫. তোমরা আল্লাহর নামে শপথ করার পর সামান্য দুনিয়ার জন্য এসব বদলে দিও না। (মনে রেখো! শপথ পূর্ণকারীর পুরস্কার হিসেবে) আল্লাহর কাছে যা রয়েছে (সমগ্র দুনিয়ার চেয়েও) এটা অনেক অনেক উত্তম, যদি তোমরা বুঝতে। (শপথের বিধান জানতে দেখুন সূরাহ বাক্বারাহঃ ২২৫)

مَا عِنْدَكُمْ يَنْفَدُ ۚ وَمَا عِنْدَ اللّٰهِ بَاقٍ ؕ وَلَنَجْزِيَنَّ الَّذِيْنَ صَبَرُوْٓا اَجْرَهُمْ بِاَحْسَنِ مَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ﴿٩٦﴾ مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ اَوْ اُنْثٰى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيٰوةً طَيِّبَةً ۚ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ اَجْرَهُمْ بِاَحْسَنِ مَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ﴿٩٧﴾

আল্লাহর পুরস্কার

৯৬. (হে মানুষ! মনে রেখো!) তোমাদের কাছে (দুনিয়াতে) যা রয়েছে সব ক্ষণস্থায়ী আর আল্লাহর কাছে (আখেরাতে) যা আছে সব চিরস্থায়ী। আমি অবশ্য-ই সবরকারীদের পুরস্কার দেব এবং এটা হবে তাদের কাজের চেয়ে অনেক অনেক উত্তম। (সবর অর্থ দৃঢ়তা, অটলতা, অবিচলতা। যে কোনো পরিস্থিতিতে ইসলাম, ঈমান তথা আল্লাহর বিধানের উপর সুদৃঢ়ভাবে অটল ও অবিচল থাকার নাম সবর।)

৯৭. পুরুষ বা নারী যে-ই সৎকাজ করবে সে যদি মুঅমিন হয় তবে আমি তাকে (আখেরাতের) উন্নত জীবন দান করব, আর তাকে দেব তার কাজ অপেক্ষা অনেক উত্তম প্রতিদান দেব।
(সৎকাজ করলেই ছাওয়াব পাওয়া যায় না। সৎকাজের ছাওয়াব পেতে হলে কিছু শর্ত পূর্ণ করতে হয়। এসব শর্তের প্রথমটি হলো ঈমান। এসব শর্ত সম্পর্কে জানতে আমাদের ইসলাম শিক্ষা সিলেবাসের ২য় এবং ৩য় বই দেখে নিন)

فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ ﴿٩٨﴾ إِنَّهُ لَيْسَ لَهُ سُلْطَانٌ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا
وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ ﴿٩٩﴾ إِنَّمَا سُلْطَانُهُ عَلَى الَّذِينَ يَتَوَلَّوْنَهُ وَالَّذِينَ هُمْ بِهِ مُشْرِكُونَ ﴿١٠٠﴾

শয়তান থেকে বাঁচার উপায়

৯৮. (হে আমার বান্দা!) তুমি যখন কুরআন পাঠ করবে তখন বিতাড়িত শয়তান থেকে আল্লাহর কাছে সুরক্ষা কামনা করবে। (মানে পড়বে "আউযু বিল্লাহি মিনা-শ-শাইত্বানি-র-রাজীম")

৯৯. কারণঃ যারা ঈমান আনে এবং তাদের প্রভুর উপর তাওয়াক্কুল করে শয়তান তাদের বিরুদ্ধে কোনো পদক্ষেপ নিতে পারে না।

১০০. শয়তান শুধু তাদের বিরুদ্ধে-ই পদক্ষেপ নিতে পারে যারা শয়তানকে আপন করে নেয় এবং যারা (শয়তানের আনুগত্য মেনে নিয়ে তাকে প্রভুর আসনে বসিয়ে আল্লাহর প্রভুত্বে) শিরক করে।

জ্ঞাতব্যঃ শয়তান কাউকে বাধ্য করতে পারে না। বরং তাকে সুযোগ দিলে শুধু কুমন্ত্রণা দিতে পারে। উল্লেখ্য যে বা যারা অন্যকে কুপথে ডাকে এবং কুমন্ত্রণা দেয় তারা-ই শয়তান। শয়তান মানুষ হতে পারে, জিন্নও হতে পারে। আর শয়তানদের নেতা হচ্ছে ইবলিস।

আইন ও বিধানঃ কুরআন পাঠের শুরুতে শয়তান থেকে আল্লাহর সুরক্ষা চাইতে হয় এবং এজন্যই পড়া হয় "আউযু বিল্লাহি মিনা-শ-শাইত্বানি-র-রাজীম" (মানে বিতাড়িত শয়তান থেকে আল্লাহর কাছে সুরক্ষা কামনা করছি)। তবে ফিক্বহী বিধান মতে "আউযু বিল্লাহ.." পড়া ফরজ নয় বরং মুস্তাহাব। না পড়লেও পাপ হবে না।

وَإِذَا بَدَّلْنَا آيَةً مَكَانَ آيَةٍ ۙ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُنَزِّلُ قَالُوا إِنَّمَا أَنْتَ مُفْتَرٍ ۚ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿١٠١﴾ قُلْ
نَزَّلَهُ رُوحُ الْقُدُسِ مِنْ رَبِّكَ بِالْحَقِّ لِيُثَبِّتَ الَّذِينَ آمَنُوا وَهُدًى وَبُشْرَىٰ لِلْمُسْلِمِينَ ﴿١٠٢﴾

আল্লাহর বিধানে পরিবর্তন

পটভূমিঃ ইসলাম একটি পরিপূর্ণ জীবন-আদর্শ। ইসলামী বিধানের মূল উৎস আল-কুরআন। আল-কুরআন বাস্তবসম্মত বিধান দিয়েছে এবং বাস্তবতার নিরীখে দীর্ঘ তেইশ বছরে নাযিল হয়েছে। আল-কুরআন মানুষের

আক্বীদাহ বিশ্বাস ও ধর্মীয় বিষয়াদির সাথে সাথে সমাজ সংস্কার করে গড়ে তুলেছে আধুনিক আদর্শ সমাজ। তবে সমাজের এ পরিবর্তন এক দিনে আসেনি। ধীরে ধীরে আনা হয়েছে। দীর্ঘ তেইশ বছরে পূর্ণ হয়েছে ইসলামী শারীয়াহ। তাই সঙ্গত কারণে-ই মাঝে মাঝে আগের বিধানকে রহিত করে নতুন বিধান দেয়া হয়েছে। নতুন বিধান যেমন মানব কল্যাণে ভূমিকা রেখেছে, তেমনি নিন্দুক ও সমালোচকদের নিন্দাবাদ ও সমালোচনার কারণও হয়েছে। সমালোচকরা বলতঃ এ কেমন ধর্ম? কাল এটা হালাল, আজ হারাম। আজ এটা অবৈধ, কাল বৈধ? তারা আরও বলতঃ আসলে এসব আল্লাহর কালাম নয়। সব মুহাম্মাদের বানানো। এসব সমালোচনার জাবাবে নাযিল হয়েছে...

১০১. (হে নবী!) আমি যখন এক বিধান রহিত করে অন্য বিধান নাযিল করি তখন তারা বলেঃ এসব তোমার মনগড়া। (তারা বলে আল্লাহর বিধানে এভাবে পরিবর্তন আসে না) অথচ আল্লাহ জ্ঞাতসারে-ই এমন করছেন। (কিন্তু তারা এসব বুঝে না। কারণ) তাদের অধিকাংশ-ই অজ্ঞ।

১০২. (হে নবী! তাদের) বলে দাওঃ প্রভুর পক্ষ থেকে রুহ আল-কুদস (জিবরাঈল) যথাযথভাবে-ই এসব নাযিল করে থাকেন। (এখানে মনগড়া সংযোজনের কোনো সম্ভাবনা নেই। এভাবেই ঈমান আক্বীদায়) মুঅমিনদের অবিচল রাখা হয় আর মুসলিমদের জন্য হয় হেদায়াত ও সুসংবাদ।

জ্ঞাতব্যঃ আল্লাহর বিধানের এমন পরিবর্তনকে বলা হয় "নাসিখ মানসুখ"। (এ সম্পর্কে আরও জানতে দেখুন সূরাহ বাক্বারাহঃ ১০৬)

وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّمَا يُعَلِّمُهُ بَشَرٌ ۗ لِّسَانُ الَّذِي يُلْحِدُونَ إِلَيْهِ أَعْجَمِيٌّ وَهَٰذَا لِسَانٌ عَرَبِيٌّ مُّبِينٌ ﴿١٠٣﴾ إِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ ۙ لَا يَهْدِيهِمُ اللَّهُ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿١٠٤﴾

আল্লাহর কিতাব ও বিধান মেনে চলা আবশ্যক

পটভূমিঃ মক্কাতে এক খৃষ্টান গোলাম ছিল। (তার নাম ছিল জাবার, ইয়াঈশ) সে তাওরাত ও ইনজিলের পন্ডিত ছিল। সে লোকজনকে আগেকার নবীদের কাহিনী শোনাত, কিয়ামত, পুনরুত্থান ও পরকালের কথা বলত। রাসূল সাঃএর আগমনের পর সে মুসলিম হয়ে যায়। ওই ব্যক্তি ছিল আজমী। সে আরবী জানত না।

মক্কাতে যেসব সূরাহ নাযিল হয়েছে এর অধিকাংশ-ই ছিল আগেকার নবী, উম্মত, কিয়ামত, পুনরুত্থান ও পরকালের কথা। তাই মুশরিক নেতারা বলত ওই গোলাম-ই মুহাম্মাদকে এসব শিখিয়ে দেয়। বিষয়টির প্রতি ইঙ্গিত করে নাযিল হয়েছেঃ (দেখুনঃ কুরতুবী)

১০৩. আমি জানি তারা বলেঃ এক ব্যক্তি মুহাম্মাদকে এসব শিখিয়ে দেয়। (তারা কি চিন্তা করে না?) তারা যার প্রতি ইঙ্গিত করে থাকে সে হচ্ছে আজমী আর এ কুরআন হলো সুস্পষ্ট আরবী।

১০৪. (আসল ব্যাপার হলো) যারা আল্লাহর আয়াত (বিধান/কিতাব) এ ঈমান রাখে না আল্লাহ তাদের হেদায়াত করেন না, তাদের তরে কঠিন আযাব। (আল্লাহর কিতাবে কীভাবে ঈমান আনতে হয় এ সম্পর্কে জানতে দেখুন আমাদের ইসলাম শিক্ষা সিলেবাসের ৩য় বই "যেভাবে ঈমান আনতে হয়" এর কিতাবের উপর ঈমান অধ্যায়)

জ্ঞাতব্যঃ অনেক মানুষ নিজেকে মুসলিম মনে করে কিন্তু আল্লাহর কিতাব ও বিধান মেনে চলে না। যারা এমন করে তারা বিভ্রান্ত, তারা কখনো হেদায়াত পায় না।

إِنَّمَا يَفْتَرِي الْكَذِبَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ ۖ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَاذِبُونَ ﴿١٠٥﴾ مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِهِ إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ وَلَٰكِنْ مَنْ شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْرًا فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِنَ اللَّهِ ۖ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿١٠٦﴾

বাধ্য হয়ে কুফর করলে..

১০৫. যারা আল্লাহর আয়াত (কিতাব ও বিধান) এ ঈমান রাখে না তারা আল্লাহর উপর মিথ্যাচার করে আর তারা-ই আসল মিথ্যুক।

১০৬. যে ব্যক্তি ঈমানের পর কুফর করলো (সে কাফির হয়ে গেল) তবে (কুফর করতে) বাধ্য করা হলে তার অন্তর যদি ঈমানের উপর অবিচল থাকে তবে সে কাফির হবে না। বরং যে ব্যক্তি স্বেচ্ছায় কুফর করবে (কেবল সে-ই কাফির হবে) তার উপর আল্লাহর গযব, তার তরে যন্ত্রণাদায়ক আযাব।

জ্ঞাতব্যঃ বাস্তব জীবনে ইসলামী বিধান মানতে গিয়ে মাঝে মাঝে সমস্যায় পড়তে হয়। পরিবেশ ও পরিস্থিতির কারণে কোনো কোনো সময় দ্বীনি বিধান পালন করা কঠিন হয়ে যায়। ইসলাম সর্বকালীন সার্বজনীন। তাই এমন অবস্থার কথা বিবেচনা করে ইসলামী বিধান পালনের জন্য দুটি পথ খোলা রেখেছে ইসলামী শারীয়াহ। অর্থাৎ ইসলামী বিধান পালনের পদ্ধতি দুইটিঃ আ'যীমাত ও রখসাত। এবার আসুন! আ'যীমাত ও রুখসাত সম্পর্কে একটু জেনে নেই।

আ'যীমাত ও রুখসাত পরিচিতিঃ আ'যীমাত অর্থ দৃঢ় থাকা, অবিচল থাকা। আগত কঠিন পরিস্থিতিতে ইসলাম ও ঈমানের উপর দৃঢ়ভাবে অবিচল থাকার নাম আ'যীমাত। আর রুখসাত অর্থ অনুমোদন, সুযোগ। পরিস্থিতির সম্মুখীন হয়ে অন্তরে অবিচল ঈমান রেখে শুধু আত্মরক্ষার জন্য বাহ্যত কাফিরদের কথা মেনে নিয়ে নিজেকে বাঁচানোর সুযোগ গ্রহণ করার নাম রুখসাত।

বিধানঃ ইসলামী বিধানে আ'যীমাত ও রুখসাত দুই পদ্ধতি-ই অনুমোদিত। আগত কঠিন পরিস্থিতিতে ইসলাম, ঈমান বা ইসলামী বিধানের উপর দৃঢ়ভাবে অবিচল থাকা মোটে-ই নির্বুদ্ধিতা বা নিন্দনীয় নয়। বরং এটা ইসলামের আ'যীমাত পদ্ধতি। আ'যীমাতের উপর অবিচল থাকলে প্রতিদান পাওয়া যায়। এ পথে কষ্ট সহ্য করলে মহান আল্লাহ উপযুক্ত বিনিময় দেন বরং আরও বাড়িয়ে দেন। এ অবস্থায় মারা গেলে শাহাদাতের মর্যাদা পাওয়া যায়। শহীদকে ৫টি বিশেষ মর্যাদায় ভূষিত করা হয়। পক্ষান্তরে পরিস্থিতির সম্মুখীন হয়ে (অন্তরে অবিচল ঈমান রেখে) শুধু আত্মরক্ষার জন্য বাহ্যত কাফিরদের কথা মেনে নিলেও পাপ হয় না বা ঈমানের ক্ষতি হয় না। এটা হলো ইসলামী বিধানের রুখসাত পদ্ধতি। রুখসাত পদ্ধতিও ইসলামে অনুমোদিত এবং এর মান মর্যাদাও কম নয়।

উপমাঃ আ'যীমাত ও রুখসাতের নমুনা সাহাবাদের থেকেই পাওয়া যায়। আযীমাতের জ্বলন্ত নমুনা খুবাইব রাঃ।

পরিচিতিঃ তিনি হলেন খুবাইব বিন আ'দী বিন মালিক বিন আমির আল-আউসী আল-আনসারী রাঃ। তিনি স্থির স্বভাবের, দৃঢ়মনা, খ্যাতনামা বীর ছিলেন। যুদ্ধক্ষেত্রে তিনি ছিলেন দুশমনের আতঙ্ক। তিনি প্রথম দিকে-ই ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন এবং বদর ও ওহুদ যুদ্ধে বীরত্বের সহিত লড়াই করেছিলেন। বদর যুদ্ধে তিনি মক্কার নেতা হারিছ বিন আ'মির বিন নুফাইলকে হত্যা করেছিলেন। এজন্য মক্কার নেতারা ব্যক্তিগতভাবে তার দুশমন হয়ে গিয়েছিল এবং প্রতিশোধের জন্য সুযোগের অপেক্ষায় ছিল। বর্ণিত আছে ৪র্থ হিজরির সফর মাসে আরবের দুটি গোত্র মদিনায় প্রতিনিধি পাঠিয়ে ইসলাম গ্রহণ করলো এবং তাদেরকে ইসলামী বিধান ও কুরআন শিক্ষা দেবার জন্য কিছু

শিক্ষক পাঠানোর অনুরোধ করলো। রাসূল সাঃ ১০ সদস্যের একটি দল পাঠালেন। যাদের নেতা ছিলেন আ'স্বিম বিন ছাবিত আল-আনসারী রাঃ। খুবাইব রাও এ দলে শামিল ছিলেন। হুযাইলের এলাকা অতিক্রমকালে বনু-লিহয়ানের প্রায় দুইশত তিরান্দাজ তাদের গতিরোধ করে এবং আত্মসমর্পণর আহ্বান জানায় আর ওয়াদা করে; আত্মসমর্পণ করলে কাউকে হত্যা করা হবে না।

মুসলিম দলনেতা আ'স্বিম বিন ছাবিত বললেনঃ কোনো কাফিরের কথায় আস্বস্থ হয়ে আত্মসমর্পণ করতে আমি রাজি নই। তাই তিনি তীর চালিয়ে লড়াই শুরু করে দিলেন এবং তিনিসহ সাতজন সাহাবী লড়াই করে শহীদ হয়ে গেলেন। বাকি তিনজন কাফিরদের কথা বিশ্বাস করে হাতিয়ার ছেড়ে দিলেন। খুবাইব রাঃ ছিলেন ওই তিনজনের একজন। একটু পর তাদের বেঁধে ফেলা হয়। এক সাহাবী বললেনঃ এটা হলো প্রতারণার প্রথম ধাপ। তিনি তাদের সঙ্গে যেতে অস্বীকার করলেন। ফলে বেইমানরা তাকে মেরে ফেলল এবং খুবাইব রাঃ ও তার সঙ্গীকে মক্কা এনে বিক্রি করা হলো। হারিছ বিন আ'মির পরিবার পিতৃ হত্যার প্রতিশোধ নিতে খুবাইবকে কিনে নিল।

হারিছের এক মেয়ে বলেনঃ খুবাইব যখন বন্দি। একদা আমার এক ছেলে চাকু নিয়ে খুবাইবের কাছে চলে গেল। হঠাৎ দেখি খুবাইবের হাতে চাকু। আমার ছেলে তার পায়ের উপর বসা। আমি আঁতকে উঠলাম। খুবাইব বললঃ ভাবছো আমি তোমার ছেলেকে হত্যা করব? না! আমি এমন করব না। হারিছের মেয়ে বলেনঃ আল্লাহর কসম! আমরা খুবাইবের মত ভালো বন্দি আর দেখিনি।

মক্কার হারামের বাইরে তানঈম নামক স্থানে ফাঁসির মঞ্চ তৈরি করে খুবাইব রাঃকে নিয়ে আসা হলো। তিনি দুই রাকায়াত নামাযের সুযোগ চাইলেন। মুশরিক নেতারা সুযোগ দিল। খুবাইব রাঃ দুই রাকাত নামায পড়লেন এবং বললেনঃ মন চাইছিল নামাযটা আরও দীর্ঘ করি, কিন্তু করিনি। কারণ তোমরা ভাববেঃ নামাযকে বাহানা বানিয়ে মরণের ভয়ে কালক্ষেপণ করছি।

খুবাইব রাঃ তখন ফাঁসির মঞ্চে। কাফিররা বললঃ খুবাইব! তোমার জায়গায় মুহাম্মাদ হলে আজ কেমন হত? (তুমি শুধু নীতিগতভাবে রাজি হয়ে যাও) হয়ত তোমাকে ছেড়ে দেব। খুবাইব বললেনঃ আমি বেঁচে যাব আর মুহাম্মাদ সাঃএর গায়ে কাঁটা ফুটবে তাও আমি মেনে নেব না।

আবু-সুফিয়ান বললঃ মুহাম্মাদের প্রতি তার সঙ্গীদের ভালোবাসা নজিরবিহীন। তারা খুবাইব রাঃকে ফাঁসি দিল। তিনি শহীদ হয়ে গেলেন। (ঘটনাটি বুখারী সহ অনেক কিতাবে বর্ণিত হয়েছে)

খুবাইব রাঃএর এ কাজটি ছিল আযীমাত। আযীমাতের উপর অবিচল থেকে তিনি জীবন দিয়েছেন। ইমাম আহমাদ রাহিঃও আ'যীমাতের উপর আমল করেছেন। আযীমাতের উপর অবিচল থেকে-ই তিনি মার খেয়েছেন, জেলে গিয়েছেন, সহ্য করেছেন অমানবিক অত্যাচার। যুগে যুগে আরও কত উলামা ও মুসলিমগণ আ'যীমাতের উপর অবিচল থেকে জেল জুলুম অত্যাচার সহ্য করেছেন, জীবন দিয়েছেন, শাহাদাতের মর্যাদায় ধন্য হয়েছেন।

রুখসাতের নমুনাঃ রুখাসাতের জ্বলন্ত নমুনা আম্মার বিন ইয়াসার রাঃ।

পরিচিতিঃ আম্মার বিন ইয়াসার রাঃএর মা সুমাইয়্যাহ ছিলেন দাসী। বাপ ইয়াসার মক্কার স্থানীয় বাসিন্দা ছিলেন না। ইয়াসার মক্কায় বনী-মাখজুমের আশ্রয়ে থেকে তাদের দাসী সুমাইয়্যাহকে বিয়ে করেছিলেন। ইয়াসার পরিবার শুরুতে-ই ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন এবং এজন্য তাদেরকে অনেক চড়া মূল্য দিতে হয়েছে। শুধু ইসলামের কারণে সুমাইয়্যাহকে মিথ্যা অপবাদ দেয়া হয়েছে এবং নির্মমভাবে হত্যা করা হয়েছে। সুমাইয়্যাহ রাঃ ইসলামের প্রথম শহীদ। সুমাইয়্যাহর পর তার স্বামী ইয়াসারকেও অমানবিক অত্যাচার করে হত্যা করা হয়েছে। স্বামী-স্ত্রী দুজন-ই আ'যীমতের উপর অবিচল থেকে শহীদ হয়েছেন।

আম্মারের উপরও অবর্ণনীয় অত্যাচার করা হয়েছে। এক পর্যায়ে আত্মরক্ষার্থে বাহ্যত কাফিরদের কথা মেনে নিয়েছেন আম্মার রা.। ফলে কাফিররা তাকে ছেড়ে দিয়েছিল। আম্মার বিষয়টি নিয়ে খুব ভাবনায় ছিলেন। একদা এসে বললেনঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি অসহ্য হয়ে তাদের কথা মেনে নিয়েছিলাম। রাসূল সাঃ বললেনঃ তোমার অন্তর কি ঈমানের উপর অবিচল ছিল না? তিনি বললেনঃ অবশ্য-ই, আমার অন্তর ঈমানের উপর অবিচল ছিল।

রাসূল সাঃ বললেনঃ তবে কিছু-ই হবে না। তারা বারবার করলেও কিছু হবে না। ঘটনার প্রতি ইঙ্গিত করে উল্লেখিত আয়াতটি নাযিল হয়েছেঃ

আম্মার রাঃএর এ কাজটি ছিল রুখসাত। পরিস্থিতির সম্মুখীন হয়ে তিনি রুখসাতের উপর আমল করেছিলেন। এমন করা দোষের কিছু নয়।

বিঃ দ্রঃ= আক্বাইদের পরিভাষায় যা "আযীমাত ও রখসাত", ফিক্বহের পরিভাষায় এটাকে বলা হয় "ইকরাহ"। ইকরাহ অর্থ বাধ্য করা, জবরদস্তী করা, হুমকি দেয়া। হানাফী ফিকহের একটি প্রসিদ্ধ কিতাব "মুখতাসার আল-কুদূরী" যা ভারত, পাকিস্তান, বাংলাদেশসহ বিশ্বের অনেক দেশের মাদরাসাহসমূহে পাঠ্য বই হিসেবে পড়ানো হয়। ওই কিতাবের "ইকরাহ" অধ্যায় থেকে কিছু বিধান নিম্নে পেশ করা হলোঃ

- ❖ হুমকিদাতা সরকার হোক বা সন্ত্রাসী, তার যদি এ হুমকি বাস্তবায়নের ক্ষমতা থাকে তবে শারীয়াহ আইনে একে "ইকরাহ" হিসেবে গণ্য করা হবে।
- ❖ কাউকে যদি কুফর করতে বা নবীকে গালি দিতে বাধ্য করা হয়। নতুবা প্রহার বা জেলের হুমকি দেয়া হয় তবে এটা ইকরাহ হিসেবে গণ্য হবে না। (অর্থাৎ জেল বা প্রহারের ভয়ে কুফর করা বৈধ হবে না। শুধু হত্যা বা অঙ্গহানির হুমকী থাকলে আত্মরক্ষার জন্য বাহ্যত তাদের কথা মেনে নেয়া যাবে)
- ❖ কুফর না করলে বা নবীকে গালি না দিলে যদি হত্যা বা অঙ্গহানির হুমকি দেয়া হয়, তবে এটা "ইকরাহ" হিসেবে গণ্য হবে এবং এ হুমকি আমলে নিয়ে অন্তরে অবিচল আস্থা ও বিশ্বাস রেখে শুধু মুখে হুমকিদাতার কথা মেনে নেওয়া যাবে।
- ❖ আর হুমকিদাতার কথা না মেনে (আযীমাতের উপর) মারা গেলে বা অত্যাচারিত হলে আল্লাহর কাছে ছাওয়াব পাওয়া যাবে।
- ❖ কাউকে যদি হারাম খাদ্য বা হারাম পানীয় গ্রহণে বাধ্য করা হয় এবং এটা না করলে জেল বা প্রহারের হুমকি দেয়া হয় তবে (জেল বা প্রহারের ভয়ে) এমন কাজ করা বৈধ হবে না।
- ❖ হারাম খাদ্য বা হারাম পানীয় গ্রহণ না করলে যদি মেরে ফেলার বা অঙ্গহানির হুমকি দেয়া হয় তবে এটা মেনে নিতে হবে। অন্যথায় (হুমকিদাতার কথা না মেনে ক্ষতিগ্রস্থ হলে) পাপ হবে। (মানে তখন আত্মরক্ষা ফরজ হয়ে যাবে)
- ❖ সরকার (পুলিশ, আর্মি, আদালত বা ক্ষমতাধর অন্য কেউ) যদি কাউকে যিনা করতে বাধ্য করে তবে তাকে সাজা দেয়া হবে না। আর সরকার ছাড়া অন্য কেউ যিনা করতে বাধ্য করলে ইমাম আবু-হানীফার মতে সাজা দেয়া হবে। তবে ইমাম আবু-ইউসুফ ও মুহাম্মাদ রাহিঃএর মতে সাজা দেয়া হবে না। (সে নিরপরাধ হিসেবে গণ্য হবে। ফতোয়া এর উপরই)
- ❖ কাউকে বাধ্য করে মুরতাদ বানালে তার স্ত্রীর সাথে বিয়ে ভঙ্গ হবে না। (অর্থাৎ তার উপর মুরতাদের বিধান কার্যকর হবে না)
- ❖ অন্য মানুষকে হত্যা করার জন্য কাউকে বাধ্য করা হলে (জীবন গেলেও) এটা মানা (হত্যা করা) যাবে না। আর করে ফেললে পাপী হিসেবে গণ্য হবে। তবে এর সাজা ভোগ করবে বাধ্যকারী। (হত্যাকারী নয়।)
- ❖ বিবাহ বা তালাকের জন্য কাউকে বাধ্য করা হলে এবং বাধ্য হয়ে বা ভয়ে কাজটি করে ফেললে এটা কার্যকর হয়ে যাবে।
- ❖ কাউকে কিছু বিক্রি করতে বা খরিদ করতে বাধ্য করা হলে (এ ক্রয়-বিক্রয় বলবৎ রাখা বা না রাখার ব্যাপারে) তার এখতিয়ার থাকবে। (উল্লেখিত সকল বিধান-ই কুদুরী থেকে নেয়া। তবে ধারা বর্ণনায় কিছু পরিবর্তন করা হয়েছে)

ذٰلِكَ بِاَنَّهُمُ اسْتَحَبُّوا الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا عَلَى الْاٰخِرَةِ ۙ وَ اَنَّ اللّٰهَ لَا يَهْدِى الْقَوْمَ الْكٰفِرِيْنَ ﴿١٠٧﴾ اُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ طَبَعَ اللّٰهُ عَلٰى قُلُوْبِهِمْ وَ سَمْعِهِمْ وَ اَبْصَارِهِمْ ۚ وَ اُولٰٓئِكَ هُمُ الْغٰفِلُوْنَ ﴿١٠٨﴾ لَا جَرَمَ اَنَّهُمْ فِى الْاٰخِرَةِ هُمُ الْخٰسِرُوْنَ ﴿١٠٩﴾

আখেরাতের চেয়ে দুনিয়াকে বেশী ভালোবাসা

১০৭. (তাদের তরে জাহান্নামের আযাব নির্ধারিত হওয়ার) কারণঃ তারা দুনিয়ার জীবনকে আখেরাতের চেয়ে বেশী ভালোবাসে (যারা দুনিয়ার জীবনকে আখেরাতের চেয়ে বেশী ভালোবাসে তারা কাফির হয়ে যায়।) আর নিশ্চয় আল্লাহ কাফিরদের হেদায়াত করেন না (যদি তারা নিজ থেকে ফিরে না আসে।) (এ বিষয়ে জানতে আরও দেখুনঃ ৭৯ সূরাহ নাযিআ'তঃ ৩৮-৩৯; ৮৭ সূরাহ আ'লাঃ ১৬-১৭; ১৭ সূরাহ ইসরাঃ ১৮-১৯।)

১০৮-১০৯. (অধিক পাপ করার কারণে) আল্লাহ এদের অন্তরে, কানে ও চোখে মোহর লাগিয়ে দেন। ফলে এরা গাফিল হয়ে যায়। এতে কোনো সন্দেহ নেই যে, আখেরাতে এরা (চিরতরে) ক্ষতিগ্রস্থ হয়ে যাবে।

ঈমান ও আক্বীদাহঃ আমাদের সমাজে অনেকে-ই দুনিয়ার জীবনকে আখেরাতের চেয়ে বেশী ভালোবাসেন। দুনিয়ার স্বার্থ এবং আখেরাতের স্বার্থ একত্রিত হলে তারা দুনিয়াকে প্রাধান্য দিয়ে থাকেন। আসলে এমন করা, ঈমান বিনষ্টকারী মহাপাপ। যারা এমন করে তাদের অন্তরে মোহর এঁটে দেয়া হয়। ফলে তারা সৎপথ খোঁজে পায় না।

ثُمَّ اِنَّ رَبَّكَ لِلَّذِيْنَ هَاجَرُوْا مِنْۢ بَعْدِ مَا فُتِنُوْا ثُمَّ جٰهَدُوْا وَ صَبَرُوْٓا ۙ اِنَّ رَبَّكَ مِنْۢ بَعْدِهَا لَغَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ﴿١١٠﴾ يَوْمَ تَاْتِىْ كُلُّ نَفْسٍ تُجَادِلُ عَنْ نَّفْسِهَا وَ تُوَفّٰى كُلُّ نَفْسٍ مَّا عَمِلَتْ وَ هُمْ لَا يُظْلَمُوْنَ ﴿١١١﴾

হাশরের বিচার

১১০. নির্যাতিত হবার পর যারা হিজরত করে, জিহাদ করে এবং সবর করে; প্রভু অবশ্য-ই তাদের জন্য ক্ষমাশীল ও দয়াময়।

১১১. সেদিন (হাশরের বিচারকালে) সবাই আত্মপক্ষ সমর্থনে কথা বলতে পারবে, সবাইকে পরিপূর্ণ কর্মফল দেয়া হবে, কারো প্রতি অবিচার করা হবে না।

وَ ضَرَبَ اللّٰهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ اٰمِنَةً مُّطْمَئِنَّةً يَّاْتِيْهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِّنْ كُلِّ مَكَانٍ فَكَفَرَتْ بِاَنْعُمِ اللّٰهِ فَاَذَاقَهَا اللّٰهُ لِبَاسَ الْجُوْعِ وَ الْخَوْفِ بِمَا كَانُوْا يَصْنَعُوْنَ ﴿١١٢﴾ وَ لَقَدْ جَآءَهُمْ رَسُوْلٌ مِّنْهُمْ فَكَذَّبُوْهُ فَاَخَذَهُمُ الْعَذَابُ وَ هُمْ ظٰلِمُوْنَ ﴿١١٣﴾

পাপিষ্ঠ এক জনপদের কথা

১১২. (কুফরের) দৃষ্টান্ত স্বরূপ আল্লাহ এক জনপদের বর্ণনা দিচ্ছেনঃ যেখানে শান্তি ছিল, নিরাপত্তা

ছিল, সবদিক থেকে নিয়মিত আসতো জীবনের নানা উপকরণ। কিন্তু এখানকার বাসিন্দারা আল্লাহর নিয়ামতের (বিধানের) সাথে কুফর করে (মনগড়া পথে) চলেছে। ফলে আল্লাহ তাদের আস্বাদন করিয়েছেন ভীতি ও ক্ষুধার আবরণ।

১১৩. তাদের কাছে রাসূল হয়ে এসেছিলেন তাদের থেকে-ই একজন। কিন্তু তারা এ রাসূলকে অমান্য করেছে। ফলে তাদের গ্রাস করেছে আযাব, তখনো তারা জুলমে রত ছিল।

فَكُلُوْا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللّٰهُ حَلٰلًا طَيِّبًا ۖ وَّ اشْكُرُوْا نِعْمَتَ اللّٰهِ اِنْ كُنْتُمْ اِيَّاهُ تَعْبُدُوْنَ ﴿١١٤﴾ اِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَ الدَّمَ وَ لَحْمَ الْخِنْزِيْرِ وَ مَآ اُهِلَّ لِغَيْرِ اللّٰهِ بِهٖ ۚ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَّ لَا عَادٍ فَاِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ﴿١١٥﴾

হালাল ও হারাম

১১৪. (হে আমার বান্দারা!) আল্লাহর দেয়া হালাল ও পবিত্র খাদ্য গ্রহণ করো আর আল্লাহর নিয়ামতের শোকর করো, যদি তাঁরই ইবাদাতকারী হয়ে থাকো।

১১৫. তিনি তোমাদের জন্য হারাম করেছেন মৃত, রক্ত, শূকরের মাংস এবং আল্লাহ ছাড়া অন্যের জন্য জবেহকৃত (পশুপাখি)। তবে কেউ সীমালঙ্ঘন বা অবাধ্যতা ছাড়া নিরুপায় হয়ে (হারাম খাদ্য গ্রহণ করলে সে যেনো জেনে রাখে) আল্লাহ ক্ষমাশীল, দয়াময়।

আইন ও বিধানঃ ক্ষিধার জ্বালায় বা অন্য কোনো কারণে নিরুপায় হয়ে অথবা জীবন বা স্বাস্থ্য রক্ষার জন্য হারাম খাদ্য গ্রহণ করলে আল্লাহ তার জন্য অগ্রিম ক্ষমার ঘোষণা দিয়েছেন।

وَ لَا تَقُوْلُوْا لِمَا تَصِفُ اَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هٰذَا حَلٰلٌ وَّ هٰذَا حَرَامٌ لِّتَفْتَرُوْا عَلَى اللّٰهِ الْكَذِبَ ؕ اِنَّ الَّذِيْنَ يَفْتَرُوْنَ عَلَى اللّٰهِ الْكَذِبَ لَا يُفْلِحُوْنَ ﴿١١٦﴾ مَتَاعٌ قَلِيْلٌ ۖ وَّ لَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ ﴿١١٧﴾

আল্লাহর উপর মিথ্যাচার

১১৬. (হে আমার বান্দারা!) তোমরা (আল্লাহর বিধানের বাইরে গিয়ে) নিজেদের যবান দরাজ করে "এটা হালাল আর এটা হারাম" বলে মিথ্যাচার করো না। এতে আল্লাহর উপর মিথ্যা রটনা করা হয়। আর যারা আল্লাহর উপর মিথ্যা রটনা করে তারা সফল হতে পারে না। (আসলে হালাল হারাম নির্ধারণের একমাত্র বৈধ অধিকারী আল্লাহ্। আল্লাহ্ ছাড়া আর কারো এখতিয়ার নেই হালাল হারাম নির্ধারণ করার)

১১৭. (আল্লাহর বিধান ছেড়ে তারা যা অর্জন করে এসব) অতি নগণ্য, ক্ষণিকের উপকরণ মাত্র। আর তাদের তরে অবধারিত হয় যন্ত্রণাদায়ক আযাব।

ঈমান ও আক্বীদাহঃ আল্লাহর উপর মিথ্যাচার করা কুফর। অথচ অনেকে-ই এ কাজটি করে থাকেন। আমাদের সমাজে আল্লাহর উপর মিথ্যাচার করা হয় নানাভাবে..

❖ আল্লাহ্ বলেননি এমন কোনো কথাকে আল্লাহর সাথে সম্পৃক্ত করা। যেমন অনেকে বলে থাকেন আল্লাহ্ নাকি

বলেছেন "বান্দা তোর নাই হুঁশ আমার কি দুষ"। ইত্যাদি।

- ❖ যা দেওয়ার অধিকার শুধু-ই আল্লাহর হাতে এমন কোনো কিছুকে নিজের সাথে সম্পৃক্ত করা। যেমন... এমন দাবী করা যে আমার কাছে ওহী আসে। অথবা আল্লাহ ছাড়া অন্য কেও সন্তান, সম্পদ বা অন্য কোনোকিছু দিতে পারবে বলে মনে করা।
- ❖ যে কথা বলার অধিকার শুধুই আল্লাহর এমন কিছু বলে ফেলা। যেমন আল্লাহ বা রাসূল থেকে সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত না হলেও কোনো বিষয়ে মন্তব্য করে বলা " এটা হারাম বা এটা হালাল"।

উল্লেখ্য মুজতাহিদ ঈমামগণ বা পূর্ববর্তী আলিমগণ সাধারণত এমন বলতেন না। সাধারণত উনারা বলতেনঃ এটা করবে, এটা করবে না। এটা করা যাবে, এটা করা যাবে না। এটা করতে সমস্যা নেই, এটা করা উচিত নয়, ইত্যাদি। কিন্তু আজকাল আমাদের সমাজে সবকিছুকেই সাফ হারাম, হালাল, ইত্যাদি শব্দ ব্যবহার করা হয়। মনে রাখবেন আলিম উলামা মানুষকে উপদেশ দিতে পারেন কিন্তু নিজ থেকে বিধান তৈরি করতে পারেন না।

বিঃ দ্রঃ= বিধান দেওয়া বা বিধান তৈরি করা একমাত্র আল্লাহর কাজ এবং আল্লাহর অনুমতি সাপেক্ষে আল্লাহর পক্ষ থেকে রাসূলগণ এ কাজটি করে থাকেন। তবে আল্লাহ এবং রাসূল কখনো কখনো কোনো আইন বা বিধানের সূত্র উল্লেখ করেছেন। এসব সূত্র ধরে আইন তৈরি করতে পারবে মানুষ, করতে পারবেন আলিমগণ।

وَعَلَى الَّذِيْنَ هَادُوْا حَرَّمْنَا مَا قَصَصْنَا عَلَيْكَ مِنْ قَبْلُ ۚ وَمَا ظَلَمْنٰهُمْ وَلٰكِنْ كَانُوْٓا اَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُوْنَ ﴿١١٨﴾

ইয়াহুদীদের মিথ্যাচার

১১৮. আর ইয়াহুদীদের উপর আমি যেসব বস্তু হারাম করেছিলাম এর বর্ণনা ইতোপূর্বে (উটের মাংস, উটের দুধ ও পশুর চর্বির কথা) দিয়েছি। (এসব বস্তু হারাম করে) আমি তাদের উপর অবিচার করিনি বরং (আমার উপর মিথ্যাচার করে) তারা-ই নিজের উপর অবিচার করেছে।

জ্ঞাতব্যঃ আসলে এসব মিথ্যাচার করতো ইয়াহুদ উলামা সমাজ। তারা দলেদলে বিভক্ত হয়ে গিয়েছিল এবং নিজেদের খেয়ালখুশীমত বিধান দিয়ে বলত এসব আল্লাহর বিধান। আজকাল যে কাজ অনায়াসে চালিয়ে যাচ্ছেন আমাদের কিছু মানুষ।

ثُمَّ اِنَّ رَبَّكَ لِلَّذِيْنَ عَمِلُوا السُّوْۤءَ بِجَهَالَةٍ ثُمَّ تَابُوْا مِنْۢ بَعْدِ ذٰلِكَ وَاَصْلَحُوْٓا ۙ اِنَّ رَبَّكَ مِنْۢ بَعْدِهَا لَغَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ﴿١١٩﴾

ক্ষমা পাবার পূর্বশর্ত

১১৯. অতএব তোমার রাব্ব (ঘোষণা দিচ্ছেন) অজ্ঞতাবশত পাপ করার পর যারা তাওবাহ করে নিজেকে শুধরে নেবে তিনি অবশ্য-ই (তাদের তরে) ক্ষমাশীল, দয়াময়।

জ্ঞাতব্যঃ ক্ষমা পাবার পূর্বশর্ত হচ্ছে তাওবাহ করে নিজেকে শুধরে নেওয়া অর্থাৎ পাপকাজ ও পাপ পথ ছেড়ে ভালো হয়ে যাওয়া। যে বা যারা এমন হতে পারবে তারা ক্ষমা পেয়ে যাবে। আর যে ব্যক্তি মুখে মুখে তাওবাহর কথা বলবে কিন্তু নিজেকে শুধরে নেবে না তথা পাপকাজ ও পাপ পথ পরিহার করবে না তার ক্ষমা পাবার আশা খুব-ই ক্ষীণ।

إِنَّ إِبْرٰهِيمَ كَانَ أُمَّةً قَانِتًا لِّلَّهِ حَنِيفًا ۖ وَلَمْ يَكُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ﴿١٢٠﴾ شَاكِرًا لِّأَنْعُمِهِ ۖ اجْتَبٰهُ وَهَدٰهُ
إِلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ ﴿١٢١﴾ وَآتَيْنٰهُ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً ۖ وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصّٰلِحِينَ ﴿١٢٢﴾

ইবরাহীম আ.এর আদর্শ

১২০. নিশ্চয় ইবরাহীম ছিল আল্লাহর অনুগত হানীফ পদ্ধতির এক (উজ্জ্বল) আদর্শ। সে কখনো মুশরিক ছিল না। (সকল প্রকার মত, পথ ও মতবাদ এবং সকল প্রকার নীতি, আদর্শ, দর্শন ও বিধান বাদ দিয়ে এককভাবে আল্লাহর বিধান মেনে চলার নাম "হানীফ" পদ্ধতি।)

১২১. সে আল্লাহর নিয়ামতের শোকর আদায় করেছে। ফলে আল্লাহ তাকে মনোনীত করেছেন, পরিচালিত করেছেন সোজা পথে। (সোজা পথে সংজ্ঞা জানতে দেখুন সূরাহ মারইয়ামঃ ৩৬)

১২২. এ দুনিয়াতে আমি তাকে অনেক কল্যাণ দান করেছি আর আখেরাতে সে হবে উত্তম লোকদের একজন।

ثُمَّ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ أَنِ اتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرٰهِيمَ حَنِيفًا ۖ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ﴿١٢٣﴾

ইসলামী বিধান মেনে চলতে হবে হানীফ পদ্ধতিতে

১২৩. (হে নবী!) অতঃপর আমি তোমার কাছে ওহী পাঠিয়েছি (এবং এর মাধ্যমে তোমাকে আদেশ দিচ্ছি) তুমি "হানীফ" পদ্ধতিতে ইবরাহীমের আদর্শ অনুকরণ করবে আর (শোনো!) সে মুশরিকদের দলভুক্ত ছিল না।

হানীফ পদ্ধতিঃ ইসলাম ছাড়া অন্য সকল দর্শন ও মতবাদ ত্যাগ করে বাস্তব জীবনের সকল ক্ষেত্রে এবং সকল বিষয়ে শুধুমাত্র ইসলামী আইন ও বিধান মেনে চলার নাম "হানীফ" পদ্ধতিতে দ্বীন মেনে চলা।

অনুকরণ পরিচিতিঃ কোনো ব্যক্তি, সমাজ, কিতাব বা নীতিকে হুবহু মেনে চলার নাম অনুকরণ। সাধারণত মানুষ তার বাস্তব জীবনে চারটি বিষয়ের অনুকরণ করে থাকে। আর এ চারটি বিষয় হলো...

- ❖ আদর্শের অনুকরণ
- ❖ ব্যক্তির অনুকরণ
- ❖ কিতাব বা বিধানের অনুকরণ
- ❖ সমাজের অনুকরণ।

আমরা আল্লাহর দাস। তাই আমরা অনুকরণীয় হিসেবে শুধু এটা-ই মেনে নেব যা মানতে আল্লাহ্ আদেশ দিয়েছেন। সুতরাং আল্লাহর বিধান মেনে আমরা মুসলিমরাও উল্লেখিত চারটি বিষয়ের অনুকরণ করব।
যেমন..

- ❖ অনুকরণীয় আদর্শ হিসেবে আমরা মেনে চলব ইবরাহীম আঃএর আদর্শ তথা তাওহীদ। শিরক মুক্ত থাকার আদর্শ। এই আদর্শের বিপরীতে অন্যকিছু মেনে নিলে শিরক হয়। (দেখুন সূরাহ নাহলঃ ১২৩, সূরাহ হাজ্জ ২২/৭৮)
- ❖ ব্যক্তি হিসেবে আমাদের একমাত্র অনুকরণীয় ব্যক্তি হলেন মুহাম্মাদ সাঃ। মুহাম্মাদ সাঃ বিপরীতে অন্য কাউকে অনুকরণীয় হিসেবে মেনে নেওয়া কুফর। (দেখুন সূরাহ আল ইমরানঃ ৩/৩১)
- ❖ কিতাব বা বিধান হিসেবে আমাদের একমাত্র অনুকরণীয় বিধান হচ্ছে ওহীর মাধ্যমে আগত বিধান। এই

বিধানের বিপরীতে অন্য কিছু মেনে নেওয়া কুফর ও শিরক। (দেখুন সূরাহ আনয়ামঃ ৬/১০৬)

❖ সমাজ হিসেবে আমাদের একমাত্র অনুকরণীয় সমাজ হচ্ছে সাহাবাদের সমাজ। এই সমাজের বিপরীতে অন্য সমাজের অনুকরণ করলে বিভ্রান্তি অনিবার্য হয়ে যাবে। (দেখুন সূরাহ বাক্বারাহ ২/১৩৭)

إِنَّمَا جُعِلَ السَّبْتُ عَلَى الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ ۚ وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ﴿١٢٤﴾

কুরআন ও সুন্নাহর সাথে দ্বিমত করার পরিণাম

১২৪. যারা (মুহাম্মদ ও কুরআনের সাথে) দ্বিমত করছে (অর্থাৎ ইয়াহুদ) তাদের (ইবাদাতের) জন্য শনিবার ধার্য করা হয়েছিল। তারা যেসব বিষয়ে দ্বিমত করছে পরকালে আল্লাহ এসব বিষয়ে তাদের বিচার করবেন।

হুঁশিয়ারিঃ ইয়াহুদ নানা দলে বিভক্ত হয়ে গিয়েছিল। ইয়াহুদ উলামা তাদের দল ও ধর্মকে টিকিয়ে রাখার জন্য একাধিক বিষয়ে আল্লাহর কুরআন এবং নবী মুহাম্মাদ সা. এর সাথে দ্বিমত করে অভিশপ্ত হয়েছে। কিন্তু দুঃখের বিষয় আজকাল আমাদের কিছু দলবাজ মানুষও তাদের দল ও দলীয় আইডলোজি ঠিকিয়ে রাখার জন্য আল্লাহর কিতাব এবং নবীর সাহীহ সুন্নাহর সাথে দ্বিমত করে চলছে।

ادْعُ إِلَىٰ سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ ۚ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ ﴿١٢٥﴾

আল্লাহর পথে দাওয়াতের পদ্ধতি

১২৫. তুমি প্রভুর পথে আহ্বান করবে হিকমতের সাথে এবং সুন্দর উপদেশ দিয়ে আর তাদের সাথে তর্ক করবে উত্তম পন্থায়। নিশ্চয় তোমার প্রভু জানেনঃ কে তার পথ থেকে বিভ্রান্ত হয়ে যায় আর হেদায়াত প্রাপ্তদের ব্যাপারেও তিনি অবগত।

وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ ۖ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ ﴿١٢٦﴾

প্রতিশোধ ও সবর

১২৬. তোমরা যদি প্রতিশোধ নিতে চাও তাহলে ততটুকু-ই প্রতিশোধ নিবে যতটুকু অন্যায় তোমাদের উপর করা হয়েছে। আর (প্রতিশোধ না নিয়ে) যদি সবর করো (তবে মনে রাখবে) সবরকারীদের জন্য এটা খুবই উত্তম।

জ্ঞাতব্যঃ তোমাকে কেউ আঘাত করলে বা গালি দিলে তুমি চাইলে প্রতিশোধ নিতে পারবে। ইসলামী সমাজনীতির নিয়ম হচ্ছে; এজন্য তোমাকে আদালতে যেতে হবে। আদালত বিচার করে প্রতিশোধের ব্যবস্থা করে দেবে। তবে তুমি নিজে প্রতিশোধ নিলেও পাপ হবে না। কিন্তু মনে রাখবে প্রতিশোধ যেন সমান সমান হয়। তোমাকে যতটুকু অত্যাচার করা হয়েছে তুমি যদি এর চেয়ে বেশী করে ফেল তবে উভয় জাহানে-ই তুমি অপরাধী। আর ক্ষমা করলে, সবর করলে, তুমি ছাওয়াবের অধিকারী হবে যা তোমার জন্য দুনিয়া ও আখেরাতে কল্যাণ বয়ে আনবে।

আর যে ব্যক্তি সবর করলো তার জানা উচিতঃ সবরের প্রতিদান দেয়া হয় অবস্থাভেদে। আখেরাতে সবরকারীর পাপ ওই ব্যক্তিকে দেয়া হবে এবং তার নেকী সবরকারীকে। আর প্রতিশোধের নামে অত্যাচার করলে এর পরিণাম হবে ভয়াবহ। তখন তার পাপ তোমার ঘাড়ে চাপানো হবে। যেমনঃ
একব্যক্তি তোমাকে ১০টি গালি দিল। প্রতিশোধ হিসেবে তুমিও তাকে সমান ১০টি গালি দিতে পারবে, এতে পাপ হবে না। তবে তুমি ১১টি গালি দিলে তার ১০ আর তোমার ১১ মিলে ২১টি গালির পাপ তোমাকে বহন করতে হবে। তাই প্রতিশোধ না নিয়ে সবর করাই কল্যাণকর।

وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُ فِي ضَيْقٍ مِّمَّا يَمْكُرُونَ ﴿١٢٧﴾

আল্লাহর পছন্দ হলো সবর করা

১২৭. আর (হে আমার প্রিয় বান্দা!) তুমি সবর করবে। আর তোমার সবর হবে শুধু-ই আল্লাহর জন্য। তাদের ষড়যন্ত্রের কারণে তোমার মনকে ছোট করবে না।

إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذِينَ اتَّقَوا وَّالَّذِينَ هُم مُّحْسِنُونَ ﴿١٢٨﴾

তাক্বওয়া ও ইহসান

১২৮. যারা তাক্বওয়া অর্জন করে আর যারা মুহসিন; আল্লাহ অবশ্য-ই তাদের সঙ্গী হন।

তাক্বওয়া ও মুত্তাক্বী পরিচিতিঃ মুত্তাক্বী শব্দটি এসেছে তাক্বওয়া থেকে আর তাক্বওয়ার মূল শব্দ বিক্বায়াহ অর্থ বেঁচে থাকা। আল্লাহর ভয়ে কুফর, শিরক ও পাপাচার থেকে বেঁচে থাকার নাম তাক্বওয়া। আর যে ব্যক্তি তাক্বওয়া অর্জন করলো তাকে বলা হয় মুত্তাক্বী।

উল্লেখ্য তাক্বওয়ার ৩টি স্তর রয়েছে। যথা.. অত্যাবশ্যকীয় তাক্বওয়া, আবশ্যকীয় তাক্বওয়া এবং পরিপূর্ণ তাক্বওয়া।

অত্যাবশ্যকীয় তাক্বওয়াঃ প্রতিটি মুসলিমের জন্য অত্যাবশ্যকীয় তাক্বওয়া হলো সকল প্রকার কুফর ও শিরক থেকে বেঁচে থাকা। মুসলিম পুরুষ নারী সবাইকে অত্যাবশ্যকীয়ভাবে এতটুকু তাক্বওয়া অর্জন করতে হবে। নতুবা কুফর শিরকে জড়িয়ে গেলে তার ঈমান বাঁচানো সম্ভব হবে না। বরং তখন তার ঈমান নষ্ট হয়ে যাবে এবং সে চির জাহান্নামী মুনাফিক হয়ে যাবে।

আবশ্যকীয় তাক্বওয়াঃ প্রতিটি মুসলিমের জন্য আবশ্যকীয় তাক্বওয়া হলো সকল প্রকার কাবীরাহ গোনাহ থেকে বেঁচে থাকা। মুঅমিন হতে হলে এবং মুঅমিন হিসেবে জীবনযাপন করতে হলে অবশ্যই এতটুকু তাক্বওয়া অর্জন করতে হবে। নতুবা সে ফাসিক হয়ে যাবে এবং তার আখেরাত অনিশ্চিত হয়ে যাবে।

পরিপূর্ণ তাক্বওয়াঃ অর্থাৎ ছোট-বড় সকল প্রকার পাপ থেকে বেঁচে থাকা, যা মানুষের পক্ষে প্রায় অসম্ভব। মহান আল্লাহ-ই কেবল তার পছন্দের বান্দাকে এ তাক্বওয়ার অধিকারী করতে পারেন।

ইহসান ও মুহসিন পরিচিতিঃ মুহসীন অর্থ ইহসানকারী। যে ব্যক্তি ইহসান করে বা ইহসানের সাথে কাজ করে তাকে "মুহসিন" বলা হয়। আর "ইহসান" অর্থ সুন্দর করা। ইসলামী পরিভাষায় নিজের ঈমান, ইসলাম, আদব-আখলাক, স্বভাব-চরিত্র, ইবাদাত বন্দেগী, ইত্যাদি সুন্দর করাকে "ইহসান" বলা হয়। হাদীছ জিবরাঈল নামে খ্যাত বুখারী মুসলিমের এক দীর্ঘ হাদীছে জিবরাঈল আঃ প্রশ্ন করে ছিলেন "ইহসান" কি? উত্তরে রাসূল সাঃ বলেছিলেনঃ "আল্লাহর ইবাদাত এমনভাবে করবে যেন তুমি আল্লাহকে দেখছ। আর যদি তাকে দেখতে না পার তবে (মনে রাখবে) তিনি তোমাকে দেখছেন"।